

32040

R.M.C. LIBRARY	
Accession	
Class No	
Date	
Card.	
Card.	
ed.	

হিন্দু-পত্রিকা

১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড,
১ম ও ২য় সংখ্যা।

১৩০১ সাল,
১৮১৬ শকাব্দ।

বৈশাখ ও
জ্যৈষ্ঠ।

সূচনা।

আর্য্য ঋষিগণের পাদপদ্ম চিন্তা কবিতা হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশে প্রস্তুত হইলাম। হিন্দু-পত্রিকায় হিন্দু-ধর্ম-সমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণকে অবগত করাইবার জন্তই হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশিত হইল। আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ ভাল করিয়া বুঝিতে না পারায়, হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে সে অশ্রদ্ধাটুকু থাকে না। আমি বেশ জানি যে, আমি যে কার্য্যে প্রস্তুত হইয়াছি, আমি তাহার সম্পূর্ণ অহুপগুণ্ড, তবে এই অপার জলধির পারে বাইবার জন্ত আর্য্য-ঋষিগণের পদপদ্মবই আমার একমাত্র অবলম্বন। সূচনার অধিক কথা বলিব না। যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা ক্রমশঃ পাঠকের গোচর করাইব। তবে সংক্ষেপতঃ এস্থলে ইহাই বলিতে চাই যে, আজকাল বাজে বিষয়ের পত্রিকার অভাব নাই, কিন্তু যে সমুদায় বিষয়ের আলোক-লনের উপর সমাজের যথার্থ মঙ্গল নির্ভর করে, সে সমুদায় বিষয়ে নব্য-সমাজ অবিন্যাসকারিতা এবং প্রাচীন স্বাধীনতা প্রদর্শন দেখাইয়া থাকেন।

নব্য সমাজ, ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইংলণ্ড করিতে চান, প্রাচীন সমাজ অচল, অটল। হিন্দু-সমাজ পাশ্চাত্য প্রণালীতেও গঠিত হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্রের নির্মল সিদ্ধান্তানুযায়ী দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সমাজের মঙ্গলার্থ বর্তমান অনেক সামাজিক প্রথা কিয়দংশ পরিবর্তন না করিলেও হিন্দু-সমাজের স্থায়িত্বের সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। এই অভাব দূরীকরণার্থ সূচনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজ ও হিন্দু-পত্রিকা যত্ন করিবেন। হিন্দু-পত্রিকা শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে দেশ কাল পাত্রোপযোগী সামাজিক রীতিনীতির ক্রমিক উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের-মূল শ্লোক সমুদায় উদ্ধৃত হইবে এবং তাহার যথার্থ মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইবে। বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার, ব্রহ্মচর্যাাদি চতুর্বিধ আশ্রম, সাকার ও নিরাকার উপাসনা এবং সংক্ষেপতঃ প্রত্যেক মানবের ধর্ম্ম জীবনের বাহা যাহা অভাবশূন্য, শাস্ত্র এবং যুক্তি সহকারে তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইবে। ইহা নাটক নভেলের স্তায় আপাততঃ মনোরঞ্জন না করিলেও বাহাতে ভিত্তিকের তিক্ত ওষধের স্তায় পরিণামে অমৃতময় ফলপ্রসূ হইবে, তাহা বিবরণে

চেষ্টার ফলিত হয়। এই পত্রিকা সংস্কৃতভিজ্ঞ পাণ্ডিত্য ও গার পাণ্ডিত্যের বিজ্ঞ আশা করিয়া তৈরি। বৈদ্য পত্রিকাটি করিয়া আশা করিয়া তৈরি। আশা করিয়া তৈরি। দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে হিন্দু-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। যাহাতে সামান্য লেখা পড়া ও মালা লোক ও পত্রিকা বৃদ্ধিতে পারে, এই লক্ষ্য পত্রিকার ভাষা যতদূর সরল করিতে পারি, তাহা করিলাম। সাধারণের সুবিধার্থে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১০ এক টাকা চারি আনা ও

প্রত্যেক দুই সংখ্যার হইল। পত্রিকা বাকি বিধা ভোগ করিতে হয় কার্যের মধ্যে টাকার তাগ বিধা, এইজন্য মূল্য অগ্রিম করিয়া দিতে হয়। পাঠক এই ক্রমে ক্রমাগত অবসরার্থে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ লিখিলে বিনা মূল্যে পত্রিকা দিইবেন। পত্রিকা নিয়মাবলী ২য় পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য।

অগ্নিস্তোত্র ।

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত ।

প্রথম ধাক্ ।

মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। অগ্নিদেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবমুত্ত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।
পদপাঠঃ। অগ্নিং। ইণে। সুরঃ। হিতম্।
যজ্ঞস্ত। দেবম্। ঋত্ত্বিজম্। হোতারম্। রত্ন-
ধাতমম্।

অর্থ।

(১) অগ্নিঃ অগ্নি গত্যর্থ ইণ্। গভৌ। অক্ষতি
জানতি ইতি সর্বজঃ। সর্বজঃ পরমাত্মা। যজু-
র্বেদ ৩২শ অধ্যায় ১ম মন্ত্রেও পরমাত্মাকে অগ্নি
বলা হইয়াছে। তদেবায়িত্তদাদিত্যন্তবাস্তুত্ব-
চক্ষমাঃ। ঐকরূপ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১৬৪ সূক্তের
৪৬ ঋকে “ইদং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহবধো স
সুপর্ণোগিরুত্মান্ একং সন্ধিপ্ৰা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
বমং মাতরিশ্বানমাহঃ।

ইত্যাদি স্থলে একই পরব্রহ্ম যে অনেক
নামে অভিহিত হন, তাহা বলা হইয়াছে।

(২) ইলে—তোমি, জ্ঞাপি করি।

(৩) পূবঃ হিতম্—যিনি পূর্বেই অর্থাৎ
জীবন্মুষ্টির পূর্বেই জীব জন্মের জন্ত আব-
শ্যকীয় সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরো-
হিতঃ জীবন দধাতি ইতি পুরোহিতঃ। পুরোহিতঃ
+ জ্ঞ, ধা—অর্থ ধারণ ও প্রদান। সর্বপোষক ও
সর্বপোষক অগ্নি বা।

হিতঃ=স্থিতঃ অর্থাৎ পরমাত্মার সর্বত্রই বিদ্যমান
তাঁহাকে অবেষণ করিতে যত্নবান হইতে হয়।

(৪) যজ্ঞস্ত-যজ্ঞের অর্থঃ সৃষ্টি করিতে হয়।
+ ন, সৃষ্টিকর যজ্ঞ। যজ্ঞ পদার্থে সৃষ্টি করিয়া
বা অমুষ্ঠেয়। অতএব যজ্ঞ শব্দের অর্থ
হোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত মানবের যথাব্যক্তি
যজ্ঞ ব্রূয়। অথবা পরব্রহ্ম কর্তৃক অমুষ্ঠিত
সৃষ্টি যজ্ঞ। অথবা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন
অনন্ত জ্ঞান।

(৫) দেবম্—দেবাত্মক।

শকং। সৰ্ব্ব জগতের প্রকাশক। বা জ্ঞানদাতারং
অৰ্থাৎ জ্ঞানদাতা, জ্ঞতারং যজ্ঞস্ত দেবম্=জ্ঞান-
দাতা।

(৬) ঋত্বিজং—সৰ্ব্বেষু ঋতুযু যজনীয়ং
পূজ্যং। সকল ঋতুতেই পূজ্য অৰ্থাৎ
পূজ্যযোগ্য।

(৭) হোতারং—দাতারং। দাতা। হৃদানা-
দানয়োঃ। সকল গদার্থের দাতা।

(৮) রত্নধাতমং—জীবেভ্যো দানার্থং দধা-
তীতি রত্নধাঃ। অতিশয়েন রত্নধাঃ তং রত্ন-
ধাতমম্।

অময়ঃ। পূর্বোহিতং যজ্ঞস্ত দেবমৃত্বিজং
হোতারং রত্নধাতমং অগ্নিং ইলে।

এই বিশ্বজগতের আধার, এই সৃষ্টির প্রকা-
শক, সৰ্ব্ব ঋতুতে পূজনীয় সকল পদার্থের এবং
রত্নের আকর পরমাত্মার স্তব কবি।

দ্বিতীয়ানুচমাহ।

মধুচ্ছন্দাঋষিঃ। অগ্নিদেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
অগ্নিঃ পূৰ্বেভিঋষিভিরীড্যো নৃতনৈবত।
স দেবী এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। অগ্নিঃ। পূৰ্বেভিঃ। ঋষিভিঃ।
ইড্যঃ। নৃতনৈঃ। উত। সঃ। দেবান্। আ।
ইহ। বক্ষতি।

(১) অগ্নি—পরমাত্মা।
(২) পূৰ্বেভিঃ ঋষিভিঃ—পূৰ্ব্বঋষিগণের
দ্বারা। ঋষতি প্রাপ্তোতি সৰ্বান্ মন্তান্,
জ্ঞানেন পশুতি সংসারপারং বা। মন্তদ্রষ্টা বা
বাহারা জ্ঞানদ্বারা সংসারপার দৃষ্টি করেন
কেবল তাহাদিগকে ঋষি বলা যায়।

(৩) ইড্যঃ—বলিতব্যঃ। পূজিতঃ।
(৪) নৃতনৈঃ উৎ—নৃতন বা আধুনিক ঋষি-
গণের দ্বারাও।

(৫)—সঃ পরমাত্মা অগ্নি।

(৬) দেবান্—দেবতাদিবাভোগ।

(৭) ইহ—ইহ সংসারে।

(৮) আবক্ষতি—আবহতু। প্রাপ্ত করান।
প্রাচীন ঋষিগণ সেই পরমাত্মার স্তব
করিয়াছেন। আধুনিক ঋষিগণও তাহার
স্তব করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মাই এই
জগতে তাবৎ ভোগ্যবস্তু প্রেরণ করিয়া
থাকেন।

তৃতীয় ঋক্।

অগ্নিনা রয়িমন্ত্রবৎপোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমম্ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। অগ্নিনা। রয়িং। অশ্রবং।
পোষম্। এব। দিবে দিবে। যশসম্। বীর-
বত্তমম্।

(১) অগ্নিনা—পরমাত্মার দ্বারা।

(২) রয়িং—ধনং—ধন।

(৩) অশ্রবং—প্রাপ্তোতি—মহুয্য ধন প্রাপ্ত
হয়।

(৪) পোষম্—বর্দ্ধমান, যে ধন দিন দিন
অধিক হয়।

(৫) এব—নিশ্চয়ে।

(৬) দিবে দিবে—প্রতিদিন।

(৭) যশসম্—যশযুক্ত। যে ধন দানাদি কার্য-
দ্বারা যশযুক্ত হয়।

(৮) বীরবত্তমম্—অতিশয়েন বীরবত্, বীর-
বত্তমম্। যে ধনদ্বারা পরিবারবর্গের শৌর্য
বীৰ্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

বজ্রাত্মবাদ। পরমাত্মার অল্পগ্রহে জীব ধন
লাভ করেন, সে কিরূপ ধন? যে ধন প্রতিদিন
বৃদ্ধি পায়, বাহা দানাদি কার্যদ্বারা যশযুক্ত
হয় এবং যে ধনের দ্বারা পরিবারবর্গের বীরত্ব
বৃদ্ধি হয়।

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতো পরিভূরসি।
ন ইন্দ্রেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। অগ্নে। বম্। যজ্ঞম্। অধ্ববম্।
বিশ্বতঃ। পরিভূঃ। অসি। সঃ। ইং। দেবেষু।
গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

(১) অগ্নে—হে অগ্নি! পরমায়্যা।

(২) যং—যে।

(৩) যজ্ঞঃ—জগৎরূপ যজ্ঞ, বা অগ্নিহোত্র
হইতে অর্থমেধ পর্য্যন্ত যজ্ঞ।

(৪) অধ্ববম্—ন বিদ্যতে ধ্রুবো নাশোচ্ছতি,
বাহারী নাশ নাই, অর্থাৎ যে যজ্ঞ সর্বদাই
রক্ষিত হইয়া থাকে।

(৫) বিশ্বতঃ—সর্বতঃ উদ্ধে নিম্নে সর্বত্র।

(৬) পরিভূঃ—ব্যাপ্তঃ।

(৭) অসি—আছ।

(৮) সঃ—যজ্ঞা অলুষ্ঠাতা ব্যক্তি।

(৯) ইং—সুগেহন।

(১০) দেবেষু—বিদ্যাাদি দিব্য গুণেষু
বিদ্যাাদি দিব্যগুণ।

(১১) গচ্ছতি—প্রাপ্নোতি প্রাপ্ত হয়, পরমা-
নন্দং প্রাপ্নোতি।

অধ্বয়ঃ। হে অগ্নে! ত্বং বিশ্বতঃ পবিভূঃ অসি,
যং যজ্ঞঃ অধ্ববম্, (তত্ত্ব যজ্ঞস্ত্র অলুষ্ঠাতা) সঃ
(মহুযাঃ) দেবেষু প্রবর্তমানঃ সন ইং গচ্ছতি।

হে পরমায়ন! তুমি বিশ্বব্যাপ্ত কবিয়া আছ।
যে যজ্ঞ তোমার দ্বারা সর্বদা রক্ষিত হইতেছে,
ঐ যজ্ঞের অলুষ্ঠাতা মহুযা বিদ্যাাদি দিব্যগুণে
অবস্থিত থাকিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

অগ্নিহোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরাগমং ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। অগ্নিঃ। হোতা। কবিক্রতুঃ।
সত্যঃ। চিত্রশ্রবঃ তমঃ। দেবঃ। দেবেভিঃ।
আ। গমং।

(১) অগ্নিঃ—পবমায়্যা।

(২) হোতা—দাতা, দানাদানয়োঃ। মঙ্গল-
পাতা ইত্যর্থঃ।

(৩) কবিক্রতুঃ—কবিশাস্ত্রোক্ত ক্রতুঃ স কবি-
ক্রতুঃ। কবিঃ সর্বজ্ঞঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞঃ। অতীতান-
গত বিপ্রকৃষ্টবিষয়ং যুগপৎ জ্ঞানং যন্ত স ক্রান্ত-
দর্শনঃ। ক্রতুঃ—ক্রিয়তেহসৌ ইতি যিনি বিশ্ব-
স্থিতি করেন।

(৪) সত্যঃ—অস্তি ইতি সৎ; বিনাশরহিতঃ।

(৫) চিত্রশ্রবঃ তমঃ—শ্রবতে ইতি শ্রবঃ-
কীর্তিঃ স্মৃতিশ্রয়েন বিচিত্রকীর্তিবৃকঃ।

(৬) দেবঃ—সমস্ত জগতঃ প্রকাশকঃ।

(৭) দেবেভিঃ—দিব্যগুণৈঃ সহ।

(৮) আগমং—অস্মাকং হৃদয়ে আগচ্ছতুঃ,
আমাদিগেব হৃদয়ে আসুন।

অধ্বয়ঃ। হোতা—কবিক্রতুঃ সত্যঃ চিত্রশ্রব-
স্তমঃ দেবঃ অগ্নি দেবেভি অস্মাকং হৃদয়ে
আগমং।

বঙ্গানুবাদ। সর্বপ্রকার মঙ্গলদাতা, সর্বজ্ঞ,
বিশ্বশ্রেষ্ঠা, অবিনশ্বর, অত্যন্ত কীর্তিমান, বিশ্ব-
জগতের প্রকাশক পবমায়্যা নানাবিধ দিব্যগুণের
সহিত আমাদের হৃদয়মন্দিরে আগমন ককন।

যদংগদাশ্রয়েতমগ্নে ভদ্রং করিস্বসি। তবেত্তং
সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। যং। অংগ। দাশ্রয়ে। ত্বম্।
অগ্নে। ভদ্রম্। করিস্বসি। তব। ইং। তং।
সত্যম্। অঙ্গিরঃ।

(১) যং—যাহা।

(২) অংগ—হে অঙ্গ! সর্মমিত্র।

(৩) দাশ্রয়ে—যজ্ঞমানের প্রতি, যিনি জগ-
দীশ্বরকে সর্বদা দান করেন, বা সমর্পণ করেন।

(৪) ত্বম্—তুমি।

(৫) অগ্নে—হে পরমায়ন!

(৬) ভদ্রং—মঙ্গলং মোক্ষরূপকল্যাণ।

(৭) করিস্বসি—করিবা।

(৮) তব—তোমার।

(৯) ইত্—নিশ্চয়।

(১০) তৎ—তাহা ।

(১১) সত্যং—অবিনাশি, নিত্য ।

(১২) অঙ্গিরঃ—অংগানাং প্রাণানাং রসঃ, প্রাণের প্রাণ ।

অবয়ঃ । হে অঙ্গ ! হে অগ্নে ! ত্বম দাশুযে যৎ ভদ্রং করিস্বসি, হে অঙ্গিরঃ তৎতব ইৎ সত্যং ।

হে পরমাত্মন ! হে সর্বমিত্র ! তুমি আত্ম-সমর্পণকারী যজ্ঞমানের মোক্ষরূপ যে কল্যাণ করিয়া থাক, হে প্রাণের প্রাণ ! তাহা অবিনাশি ।

উপ স্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তুধিয়। বয়ম্ । নমো ভরন্তঃ এমসি ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ । উপ । স্বা । অগ্নে । দিবে দিবে । দোষাবস্তুঃ । ধিয়া । বয়ম্ । নমঃ । ভরন্তঃ । আ । ইমসি ।

(১) উপ—উপ+আ+ইমসি, উপৈমসি, উপ—সমীপে, আ—সর্বতঃ চারিদিক হইতে, ইমসি আগচ্ছাম, আসিতেছি ।

(২) স্বা—স্বাগ্ন, স্বা উপৈমসি, তোমার নিকটে আসিতেছি ।

(৩) অগ্নে—হে পরমাত্মন !

(৪) দিবে দিবে—দিন দিন ।

(৫) দোষাবস্তুঃ—অহর্নিশং নিরন্তরং, দোষা শব্দে রাত্রি বুঝায়, বস্ত শব্দে দিন বুঝায় ।

(৬) ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা ।

(৭) বয়ম্—আমরা ।

(৮) নমভরন্তঃ—নমস্কারং সম্পাদয়ন্তঃ—নমস্কার করিতে করিতে ।

(৯) আ—চতুর্দিক হইতে ।

(১০) ইমসি—আগচ্ছাম ।

অবয়ঃ । হে অগ্নে ! দিবে দিবে দোষাবস্তুঃ ধিয়া নমোভরন্তঃ স্বাহুপৈমসি ।

বঙ্গার্থ । হে পরমাত্মন ! প্রত্যহ দিবা ও

রাত্রি, উভয় সময়ে, বুদ্ধির দ্বারা নমস্কার করিতে করিতে তোমার সমীপে উপস্থিত হইতেছি ।

রাজস্তুমধ্ববগাং গোপামৃতশুদীদিবম্ । বর্দ্ধমানং বেদমে ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ । রাজস্তুম্ । অধ্ববগাম্ । গোপাম্ । ঋতন্ত । দীদিবম্ । বর্ধমানম্ । শ্বে । দমে ।

(১) রাজস্তুম্—দীপ্যমানম্ । দীপ্যমান, প্রকাশমান ।

(২) অধ্ববগাং—রাক্ষসকৃতহিংসারহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞানাং তৎকর্তৃণাং, রাক্ষসকৃত-হিংসারহিত অগ্নিষ্টোমাদি যে যজ্ঞ তাহাদের সম্পাদক ।

(৩) গোপাম্—রক্ষকং, বক্ষক ।

(৪) ঋতন্ত—সত্যবিদ্যাময় ব্রতবেদচতুষ্টয়ের ।

(৫) দীদিবম্—সম্যক্ প্রকাশকং, সম্যক্ প্রকাশক ।

(৬) বর্দ্ধমানম্—অত্যন্ত বৃদ্ধিমন্তঃ, অত্যন্ত বৃদ্ধিমান ।

(৭) শ্বে—স্বকীরে, নিজ স্বধর্ম্মীয় ।

(৮) দমে—পরমোৎকৃষ্টে পদে ।

অবয়ঃ । রাজস্তুম্ অধ্ববগাং গোপাম্ ঋতন্ত দীদিবম্ শ্বে দমে বর্দ্ধমানঃ উপৈমসি ।

সেই দীপ্তিমান, যজ্ঞ সম্পাদনকারীদিগের বক্ষক, বেদের প্রকাশক এবং স্বীয় উচ্চ-পদবীতে নিত্য বর্দ্ধমান যে পরমাত্মা তাহার সমীপে আমরা উপস্থিত হই—(পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত অবয়ঃ) ।

সনঃ পিতের স্ননবেষে স্থপায়নোভব ।

সচবানঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ । সঃ । নঃ । পিতা ইব । স্ননবে ।

অগ্নে । স্ন উপায়নঃ । ভব । সচব । নঃ । স্বস্তয়ে ।

(১) সঃ—সেই পরমেশ্বর, যে পরমেশ্বরের
বিষয় পূর্বমন্ত্র সমূহে বলা হইল ।

(২) নঃ—অশ্বাকং, আমাদিগের ।

(৩) পিতা ইব—পিতার ছায় ।

(৪) হনবে—নিজ সন্তানে ।

(৫) অগ্নে—হে পরমাত্মন !

(৬) স্থপায়নঃ—শোভনমুপায়নং যন্ত শোভন
প্রাপ্তি যুক্তঃ, অনায়াস লভ্য ।

(৭) ভব—হও ।

(৮) সচষ—সমবেতান্ কুরু। সংযুক্ত কর ।

(৯) নঃ—অশ্বান্ ।

(১০) স্বস্তয়ে—ঐহিক পারমার্থিক স্থখায়,
ঐহিক এবং পারমার্থিক স্থখের জন্ত ।

অব্যয়ঃ। সঃ স্বস্তয়ে হনবে গিতেব নঃ
স্থপায়নোভব, নঃ স্বস্তায় সচষ ।

তুমি সেই পরমাত্মা অগ্নি, পিতা যেক্রপ
পুত্রের নিকট অনায়াস লভ্য হয়, তুমি আমা-
দিগের নিকট সেইরূপ অনায়াস লভ্য হও ।
তুমি আমাদেরকে ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল
দেও, (ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সহিত
সংযুক্ত কর অর্থাৎ দেও) ।

ঋগ্বেদের প্রথমষ্টক প্রথম মণ্ডলের

প্রথমহুক্ত সমাপ্ত ।

অঙ্গিরা ঋষিই প্রথম জ্যোতির্ষ্ময় অগ্নি
সমক্ষে জ্যোতির্ষ্ময় পুরুষের পূজার রীতি প্রব-
র্ত্তিত করেন ।

অগ্নি শব্দে যে পরমাত্মা বুঝায়, তাহাব
প্রমাণাদি পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । বেদ,
উপনিষৎ এবং অন্যান্য সনাতন ধর্মশাস্ত্রে
হয় যে এক পরমাত্মাই অগ্নি, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি

নামে বাচ্য হইয়া থাকেন, সুতরাং বৈদিক ঋষি-
গণ যে ভৌতিক অগ্নির উপাসনা করিতেন,
ইহা বলা সঙ্গত নহে । তবে স্বস্তয়ের সময়
ভৌতিক অগ্নির নানাবিধ রূপ ও গুণ তাহা-
দের অন্তঃকরণে যে একেবারে উদয় হয় নাই,
তাহাও বলা যায় না, কিন্তু ঐ ভৌতিক অগ্নি
যে পরমাত্মার অংশমাত্র ইহা যে তাহার
কখনও বিস্মৃত হন নাই, তাহাও স্পষ্ট বুঝা
যায় । পাঠক সুওকোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডের
চতুর্থশ্লোকে দেখিবেন যে কালী, করালী,
প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অগ্নির বিবধ রূপবর্ণনা
করা হইয়াছে । কিন্তু অগ্নি এবং অগ্নিনিহিত
ঐশীশক্তি, যে শক্তির বিকাশ অগ্নি, এই উভয়
সম্বন্ধে ঋষিগণের ভ্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ।
অগ্নির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেই তত্ত্ব ঋষি-
দিগের পরব্রহ্মের কথা মনে উঠিত । প্রথম
স্বস্তয়ের যে নয়টা ঋক্ অনুবাদ করিলাম, উহাতে
অগ্নি স্থানে ভৌতিক অগ্নি অর্থ করিলে আদৌ
অর্থ সঙ্গতি হইবে না । ভৌতিক অগ্নি কবি,
ভৌতিক অগ্নি সত্যস্বরূপ, ভৌতিক অগ্নিকে
বুদ্ধিরদ্বারা নমন্বার করিতে হইবে, ইত্যাদি
স্থলে অর্থ সঙ্গতি ঘটে না । তবে অগ্নি শব্দে
যদি অগ্নি নিহিত ঐশীশক্তি বুঝায়, তাহা হইলে
অর্থ সঙ্গতি হয় । ঐশীশক্তির স্তব এবং
ঈশ্বরের স্তব একই, কোন প্রভেদ নাই ।
ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ দর্শনে
সকল বস্তুর মূল পরব্রহ্মের কথা মনে পড়ে
এবং তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তত্ত্বহৃদয়ে তাহার পর-
মাত্মা হইতে অভিন্ন প্রতীয়মান হয় ।

ভগবান গোভিলের ব্রহ্মচারীর প্রতি অষ্টাদশ নিবেদন উপদেশ ।

বেদের ছয়টা অঙ্গ, তন্মধ্যে কল্পসূত্র একটা ।
যে গ্রন্থগুলিতে অগ্নিষ্টোমাদি ও গৃহস্থের বিবাহাদি
সংস্কারের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে তাহাকেই
কল্পগ্রন্থ অর্থাৎ বিধান গ্রন্থ বলা যায় । ঐ কল্প-
গ্রন্থগুলি সূত্রাকারে রচিত, এইজন্য উহাকে সূত্র-
গ্রন্থ বলে । এই সূত্রগ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন বেদের
ভিন্ন ভিন্ন শাখা অনুসারে বহুসংখ্যক । সাম-
বেদীয় অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের বিধানপ্রণেতা, লাট্যা-
য়ণ এবং তাহার রচিত গ্রন্থের নাম লাট্যায়ণ
শ্রোত-সূত্র । সামবেদীয় কোথুমী শাখায় বিবা-
হাদি ব্যবস্থা প্রণালীর প্রণেতার নাম গোভিলা-
চার্য্য এবং ঐ গ্রন্থের নাম গোভিল গৃহসূত্র ।

গোভিল গৃহসূত্রে ব্রহ্মচারীর প্রতি অষ্টাদশ
নিবেদন বিধি আছে, তাহা নিয়ে দেওয়া গেল ।
প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যাসূত্রান এইক্ষণ ভারতবর্ষ হইতে
একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও অতুক্তি হয়
না । আধুনিক ছাত্র জীবনই প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের
স্থানীয়, সুতরাং এই উপদেশগুলি বর্তমান ছাত্র-
দিগের বিশেষ দ্রষ্টব্য । অভিভাবকেরা এবং
শিক্ষকেরা যদি প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের কিঞ্চিৎ
আভাসও তাহাদের অধীনস্থ বালকদিগের হৃদয়ে
প্রতিবিম্বিত করিতে পারেন, তাহাইহলে ভার-
তের পুনরুত্থানের আশা করা যাইতে পারে ।

প্রথম উপদেশ,—

“আচার্য্যাদীনো ভাবাত্ত্রাধর্ম্মাচরণাৎ”

অধর্ম্মাচরণাতিরিক্ত স্থলে আচার্য্যের অধীন
হও অর্থাৎ আচার্য্য যখন যাহা বলেন, তাহাই
কর, কিন্তু অধর্ম্মাচরণ করিতে আচার্য্য উপদেশ
দিলেও তাহা পালন করিবা না ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপদেশ,—

“ক্রোধান্তে বর্জয়”

ক্রোধ এবং মিথ্যা কথা পরিত্যাগ কর ।

চতুর্থ উপদেশ,—

“মৈথুনম্”

স্রীমঙ্গ পরিত্যাগ কর ।

পঞ্চম উপদেশ,—

“উপরিশয়াম্”

গুরু শয্যা অপেক্ষা উচ্চ শয্যা পরিত্যাগ কর ।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম উপদেশ,—

“কৌশীলব গন্ধাজ্ঞাননি”

কৌশীলব অর্থাৎ নৃত্য গীত এবং গন্ধদ্রব্য
এবং অজ্ঞানাদি পরিত্যাগ কর ।

নবম উপদেশ,—

“স্নানম্ জলক্ৰীড়াপূর্ব্বকং বর্জয়”

জলক্ৰীড়াপূর্ব্বক স্নান করিও না ।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ উপদেশ,—

“অবলেনন দন্ত প্রক্ষালন পাদ-প্রক্ষালনাদি”

অবলেনন অর্থাৎ মুখ শোভন অলকা-
তিলকাদি এবং আবশ্যকাতিরিক্ত দন্ত প্রক্ষালন
অর্থাৎ তুখ তূতে আদির দ্বারা দন্ত রঞ্জন এবং
আবশ্যকাতিরিক্ত পাদ প্রক্ষালন করিও না ।

ত্রয়োদশ উপদেশ,—

“ক্ষুরকৃত্যম্”

ক্ষুরের দ্বারা কেশ লোমাদি মুণ্ডন ত্যাগ কর ।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ উপদেশ,—

“মধুমাংসে”

মর্দ্বপ্রকার মধু ও মাংস পরিত্যাগ কর ।

ষোড়শ উপদেশ,—

“গোযুক্তারোহণং”

গোযুক্ত শকটাদি আরোহণ পরিত্যাগ কর ।

সপ্তদশ উপদেশ,—

“অস্তগ্রাম উপানিহোধারণং”

গ্রামের মধ্যে চর্য্য পাহুকা ব্যবহার পরি-
ত্যাগ কর ।

অষ্টাদশ উপদেশ,—

“স্বয়মন্ত্রিয়নোচনমিতি”

স্বয়ং ইন্দ্রিয় নোচন অর্থাৎ হস্ত মৈথুন পরি-
ত্যাগ কর ।

প্রথম উপদেশদ্বারা শিষ্যকে সর্ক বিষয়ে
গুরু সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তী হইতে উপদেশ করা
হইল, কিন্তু উদার শাস্ত্রকার গুরু গর্হিত উপ-
দেশ পালন করিতে নিষেধ কারলেন ।

ইংবাজ সৈন্ত্যগিকে প্রতাহ কাওয়াং করিতে
হয়, তাহাব উদ্দেশ্য শাসন । এই শাসন ভিন্ন
কোন দেশ কখনও সভ্যতার উচ্চ শ্রেণীতে
উঠিতে পারেন নাই । প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রহ্ম-
চর্য্যের কঠোর শাসন ছিল বলিয়াই আজিও
ভারতবর্ষে স্মৃতির লোপ হয় নাই । যে ব্যক্তি
কখনও জীবনে কাহারও আজ্ঞানুবর্তী হয় নাই,
সে কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না ।
শিষ্যকে গুরুর আজ্ঞানুবর্তী করিয়া শিষ্যকে
কঠোর শাসনের অধীনে রাখা হইত ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপদেশদ্বারা বালকদিগকে
সত্যবাদী ও জিতক্রোধ হওয়াব উপদেশ করা
হইতেছে । ইহার আবশ্যকতা দেখান বাহ্য ।

চতুর্থ উপদেশ দ্বারা পাঠ্যাবস্থায় স্ত্রী-সংসর্গ
নিষেধ করা হইতেছে । আজকাল এন্ট্রেন্স বা
এলে পাশ করিলেই ছেলের বিবাহেব ধুম পড়িয়া
যায়, অনেক ছাত্র বিএ, এমে বিএল পাশ
করিতে করিতে তিন চারিটা ছেলের পিতা হন ।

প্রাচীন আখ্য-খ্যিয়া পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ এবং
স্ত্রী-সংসর্গ উভয়ই পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন ।

মিনী ব্রহ্মচর্য্যের কণ্টকস্বরূপ । ইন্দ্রিয় সেবা
করিলে শরীর দুর্বল হয়, স্মৃতিশক্তির হ্রাস
হয় এবং ক্রমে বুদ্ধি নষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষ ।
ব্রহ্মচর্য্যের সময় শরীর স বল করিতে হইবে এবং

জ্ঞানার্জন দ্বারা মন দৃঢ় করিতে হইবে । শরীর
স বল না হইতেই ইন্দ্রিয় সেবায় কাঁচা বাঁশে ঘুণ
ধরার জ্বর হয় ও ব্রহ্মচর্য্য পণ্ডশ্রমমাত্র হয় । হিন্দু
পিতা মাতা এবং অভিভাবকদিগের এই বৈদিক
উপদেশটি বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্তব্য ।
পাঠ সমাপন না হইলে তাঁহারা যেন কিছুতেই
বালকদিগের বিবাহ না দেন এবং সমাজের অনু-
রোধে বিবাহ দিলেও তাহাদের প্রতি বিশেষ
দৃষ্টি রাখেন, যেন তাহারা স্ত্রী সহবাস না করে ।

পঞ্চম উপদেশদ্বারা গুরুর প্রতি যেরূপ সম্মান
করিতে হইবে, তাহার উপদেশ করা
হইয়াছে ।

ষষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম উপদেশদ্বারা কুংসিত নৃত্য
গীতাদি এবং গন্ধ দ্রব্য এবং অঞ্জনাদি নিষেধ
করা হইয়াছে । গোতিলাচার্য্যের ভাষ্যকার
নানাপ্রকার ম্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, যে সমুদায়
গীতাদিতে মনোবিহার জন্মাইতে পারে, এইরূপ
গীতাদি পরিত্যাগ করবে । আজকাল বাই
থেমটা, গিয়েটা প্রভৃতির কানোদোপক সঙ্গীত
ও পিতাপুত্রকে একত্র হইয়াও শুনিতে দেখা
যায় । বালকদিগকে এইরূপ সঙ্গীত শুনান যে
ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা এই উপদেশদ্বারা দেখান হই-
তেছে । ঈশ্বরের ভজন বা অস্ত্র প্রকার ধর্ম্ম
সঙ্গীত শুনা বা তাহা অভ্যাস করা দৃশ্যীয় নহে,
বরং কর্তব্য । ব্রহ্মচারীদিগের প্রতাহই নানাবিধ
রাগ বাগলী সংযুক্ত সামগান করিতে হইত ।
ভারতবর্ষে সেই দিন ফিরিয়া যদি নাই আসে,
তথাপি বালকদিগকে অন্ততঃ কুংসিত গান
হইতে বিরত করা অত্যন্ত কর্তব্য ।

সপ্তম উপদেশদ্বারা বিলাস দ্রব্য নিষেধ করা হই-
য়াছে । আজকাল স্কুল কলেজের ছেলেদের তেড়ি-
কাটা ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার দেখিলে আপাদ
মস্তক শরীর অলিয়া উঠে । লেখা পড়ার সময়
বিলাসিতা হইলে কিছুতেই বিদ্যালাভ হয় না, এটি

সকলেরই স্বরণ রাখা কর্তব্য। দেবার্জনা করিয়া চন্দ্রনাথি ব্যবহার ইহা দ্বারা নিষেধ হই-
তেছে না।

অষ্টম উপদেশ দ্বারা অঞ্জনাথি ব্যবহার নিষেধ করা হইয়াছে। চোখে কাজল দিলে চোখ বেশ দেখায়, কিন্তু কাজল ব্যবহার রীতি বাঙ্গলায় বড় নাই, উত্তর পশ্চিম পাজাব প্রভৃতি দেশে খুব অধিক পরিমাণে আছে। সেখানে চক্ষুরোগ অতিশয় প্রবল, এজন্য অনেকে কাজল ব্যবহার করে, আর অনেকে ঐ রোগের ছলনা করিয়াও কাজল ব্যবহার করে।

আমাদের দেশে চশমা কাজলের জায় হই-
য়াছে। কোন কোন বালক হয়ত প্রকৃতই চক্ষুরোগাক্রান্ত হয় এবং তাহার পক্ষে চশমা আবশ্যকীয় হইতে পারে কিন্তু অনেকেই চক্ষুর শোভা সম্পাদনার্থ একপ কবিতা থাকে। চশমা এইক্ষণ গবিলিসিতার অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে। সুতরাং এই উপদেশে বাঙ্গলার জ্ঞাত কাজল স্থলে চশমা বসাইলে মন্দ হয় না।

নবম উপদেশ দ্বারা জলক্রীড়া নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতে কেবল শরীরের বল, মনের বল, জ্ঞানার্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, বাহ্যতে অনর্থক সময় নষ্ট হয়, বাহ্যতে শরীর দুর্ব্বল হয়, বাহ্যতে মন চঞ্চল হয়, বাহ্যতে প্রলোভন আছে, এইকপ সমুদায় বিষয় ত্যাগ করিবে। তবে যখন সম্ভরণে শরীর পটু হয়, তখন ভগবান্ গোভিলাচার্য্য জলক্রীড়া নিষেধ করেন কেন? বস্তুতঃ এখানে সম্ভরণ নিষেধ হয় নাই, জলক্রীড়াই নিষেধ হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাচীন-
কালে ক্রীড়ণ উল্লঙ্গ হইয়া স্নান কবিত, ঐ প্রথা এইক্ষণেও পঞ্জাবপ্রদেশে প্রচলিত আছে, এমন স্থলে ব্রহ্মচারীর সেখানে অধিককাল থাকা কর্তব্য নহে বলিয়াও বোধ হয়, এই উপদেশ করা হইয়াছে। সম্ভরণ যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে

নিষেধ ছিল না, তাহা পরবর্ত্তী এক উপদেশ দ্বারা দেখা যায়। ঐ উপদেশে বলা হইয়াছে।

“নাং না আরোহেত সম্ভরণেনৈব নদীপার-
দিকং গচ্ছেৎ।” নৌকা আরোহণ করিবে না, সম্ভরণদ্বারা নদী পারাদি গমন করিবে” জল-
ক্রীড়া যে ধর্ম্মজীবনের ব্যাঘাত করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া অনেকক্ষণ জলক্রীড়া করিতে করিতেই অনেকের মনোবিকার জন্মে এবং তাহার পশ্চাৎ ফল যে অপবিত্র প্রণয়, ইহা প্রত্যক্ষ।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ উপদেশ দ্বারা ও বিলাসবস্ত্র নিষেধ করা হইতেছে। দাঁতে মিশি, পাছকাদির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন এবং মুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

ত্রয়োদশ উপদেশ দ্বারা ক্ষুণ্ণের ব্যবহার নিষেধ
করা হইয়াছে। ক্ষুণ্ণের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সম্বন্ধ হঠাৎ উপলব্ধি হয় না। পাঠক বোধ হয় জ্ঞানেন যে পঞ্জাবস্থ শিখ (শিখ্য) সম্প্রদায় গুরু-
গোবিন্দের আদেশ অনুবর্ত্তী হইয়া জী কিসা পুর্ব্ব আজীবন কেহই কেশমুণ্ডন করে না। কেশব সহিত শারীরিক বলের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কেশধারী শিখ এবং কেশমুণ্ডনকারী উভয়েই হয়ত সহোদর ভ্রাতা কিন্তু কেশধারী শিখের এবং কেশমুণ্ডন-
কারী হিন্দু শারীরিক বলের প্রভেদ অনেক। আমাদের দেশে ব্যাধিগ্রস্ত হইলে বাবা বৈদ্য-
নাথের ও বাবা তারকেশ্বরের কেশনাথার প্রথা এবং তাহাতে কলপ্রাপ্তিও প্রত্যক্ষ। শরীরে যে তাড়িৎ পদার্থ আছে, তাহা কেশদ্বারা রক্ষিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানেও কেশ বৈজ্য-
তিক পদার্থের অপরিচালক বলিয়া সাব্যস্ত হই-
য়াছে সুতরাং শরীরে কেশ না থাকিলে শরীর বৈজ্যতিক পদার্থনিগমনে অশঙ্ক। ~~শরীর~~ সম্ভব
আছে।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ উপদেশদ্বারা মধু ও মাংস নিষেধ করা হইয়াছে। মধু ও মাংস উভয়ই উগ্রপদার্থ উহাতে হিন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। ব্রহ্মচারীর মৈথুন নিষেধ হইয়াছে, সুতরাং যে সমুদায় বস্ত্র আহারে মৈথুনের ইচ্ছা জন্মিবার সম্ভব তাহাও নিষেধ করা হইয়াছে।

ষোড়শ উপদেশদ্বারা বোধহয় গোজাতির প্রতি অশ্লুকম্পা প্রদর্শনের আদেশ করা হইয়াছে। আর্থ্যবর্থে ব্ধের দ্বারা হলচালনা এবং গাভীর দুগ্ধ পানই ব্যবস্থা, গোজাতির দ্বারা অশ্লু প্রকার কার্য্য করান প্রকৃষ্ট নহে। এইজন্তে গো শকটে আরোহণ নিষেধ হইয়াছে।

সপ্তদশ উপদেশদ্বারা কঠোরতা অবলম্বনের উপদেশ করা হইয়াছে। আজকালের ভদ্র সম্প্রদায় বাহারা সর্বদাই চন্দ্রপাত্রিকা ব্যবহার করেন, তাহারা যদি এক মাইল দুই মাইল একদিন শূন্যপদে হাঁটিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিতে পারিবেন তাহারা চন্দ্রপাত্রিকার কতই অদীন হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রহ্মচারীদের শরীর সবল কবা আবশ্যক, সকল সময় জুতা পায় দিলে পা দুর্বল হইয়া পড়িবে, এইজন্ত গ্রামের মধ্যে অর্থাৎ অন্নদূর ভ্রমণ করিতে হইলে জুতা ব্যবহার নিষেধ হইয়াছে, কিন্তু অধিক দূর গমন করিলে জুতা ব্যবহারে দোষ নাই।

আজ কালের বাবুরা এবং তাহাদের ছেলেরা এই উপদেশ দেখিয়া হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন। তাহারা হয়ত এই উপদেশকে সর্ব্বরত্নতার পরিচয় বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মহারাজাপিরাজদিগের পুত্রেরাও বাহারা ইচ্ছা করিলে হয়ত কখনও ভূ-পৃষ্ঠে পাত্রিকা বিক্ষেপ না করিয়াও পারিতেন, তাহারাও এই নিয়ম পালনে বাধ্য ছিলেন এবং এই নিয়ম পালন করিতেন। রাজার ছেলে

বলিয়া খালি পায় বেড়াইতে মনে লজ্জা হইত না। ইদানীং বালকেরা একেবারে জুতা পরিত্যাগ নাই করুন, অন্ততঃ দিবসের কতকংশ সময় তাহাদের শূন্যপদে ভ্রমণ নিত্যান্ত কর্তব্য, উহাতে পদের নিয়ন্ত্রণ যে অত্যন্ত দৃঢ় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ উপদেশদ্বারা যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা শুনিতে খারাপ হইলেও কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ উপদেশ অশ্লীল বা অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর। হস্তমৈথুন নিত্যস্ত বিগৃহীত কার্য্য। প্রী-সংসর্গ অপেক্ষা উহাতে শরীর ও মন অধিকতররূপে নষ্ট হয়। যে বালক বা যুবা হস্তমৈথুনে আসক্ত, তাহার ইহকাল পরকাল দুইই যে গেল তাহা নিশ্চয় জানিবেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। পিতা, মাতা, শিক্ষক ও অভিভাবক কিন্তু বালকদিগকে এই উপদেশ দিতে লজ্জাবোধ করেন। লজ্জার অহুবোধে কি তাহাদের পক্ষে তাহাদের প্রিয়তম পুত্র শিষ্যদিগকে অবাগপাত যাইতে দেওয়া উচিত? বৈদিক ঋষিরা স্পষ্টভাবে বালকদিগকে এই উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তবে আমরা কেন কুণ্ঠিত হইব? বোগ আছে কিন্তু লজ্জাবশতঃ বালককে তাহা বলিবে না এবং ভয়ানক কথা। সকলেই অবগত আছেন যে, হস্তমৈথুন অন্ন কিম্বা অধিক ভাবে প্রায় সর্ব্বদাই বালক-মাঝে প্রচলিত আছে। শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই বালকদিগের পক্ষে উহার অপকারিতা অনুভব করিয়া থাকেন, তথাপি লজ্জাবশতঃ তাহার প্রাকটিকের চেষ্টা করেন না। যখনই দেখিবেন যে বালক পাঠে অমনোযোগী, যখনই দেখিবেন যে বালকের স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও তাহার শরীর দুর্বল হইতেছে, শারীরিক পরিশ্রমে অর্থাৎ বালকভাব স্নান জীড়াদিতে অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তখনই বুঝা উচিত যে,

কাঁচা বাঁশে ঘূর্ণ ধরিয়াছে, তখন আর লজ্জা করিয়া কালবিলম্ব করা উচিত নহে এবং তখনই গোভিলাচার্য্যের নিষেধ উপদেশ শুলির মধ্যে অষ্টাদশ উপদেশ বালকের স্মল্লবরূপে জদয়ঙ্গম

করান উচিত। ব্রহ্মচারী জীবনের নিষেধ উপদেশগুলি এই স্থলে দেওয়া হইল, ব্রহ্মচারী জীবনের তাবৎ কর্তব্য কর্মগুলিও ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

গৃহস্থের প্রতি ভৃগুমুনির উপদেশ ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ শিক্ষাবল্লী ।

১ম অধ্যায়, একাদশ অঙ্কবাক ।

বেদমনুচাচার্য্যোক্তস্তেবাসিনমুশাস্তি ।

বেদাদি অধ্যয়ন করাইবা আচার্য্য শিষ্যকে ধর্মোপদেশ করিতেছেন ।

(১) সত্যং বদ ।—সত্য কথা বল ।

(২) ধর্ম্মং কুর ।—ধর্ম্ম আচরণ কব ।

(৩) স্বাধ্যায়ান্না প্রমদঃ ।—স্বাধ্যায় অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন হইতে বিবত হইও না ।

(৪) আচার্য্যায় প্রিৎ দনমাত্রত্যা প্রজা-
তস্তং মা ব্যবচ্ছেদীঃ ।—আচার্য্যকে তাঁহার
অভীষ্ট দান করিয়া তাহার নিকট বিদ্যা
অধ্যয়ন কব । তৎপবে তাঁহার অনুমতি
লইয়া ঘর পবিগ্রহ কবিন্না সন্তানোৎপাদনে
চেষ্টা হও ।

(৫) সত্যান প্রমদিতব্যম্ ।—সত্যাপ হইতে
পবিত্র হইও না ।

(৬) ধর্ম্মান প্রমদিতব্যম্ ।—ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবা-
শ্রুত হইও না ।

(৭) কুশলান প্রমদিতব্যম্ ।—আশ্রমকাল
কার্য্যানুষ্ঠানে পরাশ্রুত হইও না ।

(৮) ভূতৈ ন প্রমদিতব্যম্ ।—মাসিক
কার্য্যানুষ্ঠানে পবাশ্রুত হইও না ।

(৯) স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ।—

শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রাধ্যাপনা হইতে বিরত
হইও না ।

(১০) দেব পিতৃকার্য্যভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ।—

দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য হইতে বিরত হইও না ।

(১১) মাতৃদেবো ভব ।—মাতাকে দেবতা

জ্ঞান কর (মাতা দেব যন্ত স তৎ ভব
অর্থাৎ মাতা হইয়াছেন দেবতা যাব, তিনি
মাতৃদেব) ।

(১২) পিতৃদেবো ভব ।—পিতাকে দেবত্ব
জ্ঞান কর ।

(১৩) আচার্য্যদেবো ভব ।—আচার্য্যকে দেবতা
জ্ঞান কব ।

(১৪) অতিথিদেবো ভব ।—অতিথিকে দেবতা
জ্ঞান কর ।

(১৫) যাজ্ঞনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবি-
ত্যানি ।—অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্মের
সেবা কব ।

(১৬) নো ইতরাণি ।—অনবদ্যের অর্থাৎ
নিন্দিত কার্য্য করিও না ।

(১৭) যাজ্ঞম্বাক স্তচরিতানি তানি ত্যজ ।

পাশ্চাত্য।—আমরা (আচার্য্যগণ) যে সমুদায়
সুচরিত অর্থাৎ সাধুকার্য্য করি, তাহা কবিবা ।

(১৮) নো ইতরাণি।—তদিতর কার্য্য
করিবা না ।

(১৯) যে কে চান্নচ্ছৈবাসো ব্রাহ্মণ্যন্তেষাং
ত্বয়সেনে ন প্রধনিতবাম্।—যাহাবা আমাদিগের
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহাদেব একসনে
নিখাস পরিত্যাগ কবিও না, অর্থাৎ উপবেশন
করিও না ।

(২০) শ্রদ্ধয়া দেয়ম্।—শ্রদ্ধার সহিত দান
করিবে ।

(২১) অশ্রদ্ধয়াহদেয়ম্।—অশ্রদ্ধার সহিত
দান করিবে না ।

(২২) শ্রিয়া দেয়ম্।—শ্রী (লক্ষ্মী) অর্থাৎ
সম্পত্তি অমুসারে দান করিবে ।

(২৩) হ্রিয়া দেয়ম্।—লজ্জার সহিত দান
করিবে ।

(২৪) ভিয়া দেয়ম্।—ভীত হইয়া দান
করিবে । অর্থাৎ যখন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান
করিতে উদ্ভত হইবে, তখন তিনি দান গ্রহণ
করেন কি না, অন্তঃকরণে এই ভয় যেন থাকে ।

(২৫) সান্বিদ্যা দেয়ম্।—সংবিত্ত অর্থাৎ মিত্র
কার্য্যার্থে দান করিবে ।

(২৬) অথ যদি তে কশ্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্ত

বিচিকিৎসা বা স্মৃতাং। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্ধি-
শিবঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ অলুকা ধর্ম্মকামাঃ স্মৃতাঃ।
যথা তে তত্র বর্জ্জেরন তথা তত্র বর্জ্জেরথাঃ।—ইহার
পরে অর্থাৎ এইরূপ উপদেশানুযায়ী থাকিযা যদি
তোমাব কর্ম্ম বা (বৃত্ত) সদাচারে বিচিকিৎসা
অর্থাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে যে সমু-
দায় ব্রাহ্মণ বিচারক্ষম এবং সদাচার এবং সং-
কর্ম্ম যুক্ত (যুক্ত) এবং (অযুক্ত) অর্থাৎ বিষয়ে
অনাসক্ত, অলুকা অক্লব মতি এবং ধর্ম্মকাম
তাহাবা যেকপ অনুষ্ঠান করেন, সেইরূপ অনুষ্ঠান
করিবে ।

(২৭) অথাভ্যাখ্যাতেহু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ
সম্মশিনঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ অলুকা ধর্ম্মকামাঃ
স্মৃতাঃ। যথা তেষু বর্জ্জেরন, তথা তেষু বর্জ্জেরথাঃ।
এব আদেশঃ। এব উপদেশঃ। এষা বেদোপ-
নিষৎ এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতবাম্। এব-
মুচৈতদ্রূপান্তম্।—তোমাব কর্ম্ম বা আচার বিষয়
অপর দ্বাবা কথিত হইলে অর্থাৎ দোষোত্তেজ
হইলে, বিচারক্ষমযুক্ত, অনাসক্ত, অক্লব এবং
ধর্ম্মকাম ব্রাহ্মণেরা কার্য্যে এবং আচরণে যেকপ
অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেইরূপ করিবা । এই
আদেশ, এই উপদেশ, এই বেদোপনিষৎ অর্থাৎ
রহস্ত, এই অনুশাসন, এইরূপ উপাসনা করিবে,
এই উপাস্ত ।

যজুর্বেদ-শান্তিপ্রকরণ ।

১। ঋচং বাচস্পপদো মনো যজুঃপ্রপদো সাম
প্রাণপ্রপদো চক্ষুঃ শ্রোত্রপ্রপদো। বাগোজঃ
সহোজো যমি প্রাণাপানৌ ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। ঋচং। বাচং। প্রপদো। মনঃ।

যজুঃ। প্রপদো। সাম। প্রাণং। প্রপদো। চক্ষুঃ।

শ্রোত্রম্। প্রপদো। বাক্। ওজঃ। সহ। ওজঃ।
মমি। প্রাণাপানৌ ॥

(১) ঋচং।—পদ্যময় স্তোত্র ।

(২) বাচম্।—বাক্য । ঋচং বাচঃ—ঋকরূপ
বাক্য ।

*(৩) প্রপদ্যো—প্রবিশামি, শরণং ব্রজামি
অর্থাৎ আশ্রয় করি ।

(৪) মনঃ ।—মন ।

(৫) যজুঃ ।—যজ্ঞে ব্যবহৃত গদ্যময় মন্ত্র ।
মনঃ যজুঃ—যজুরূপ মন ।

(৬) প্রপদ্যো ।—পূর্ববৎ ।

(৭) সাম ।—স্বরসংযুক্ত স্তোত্র ।

(৮) প্রাণং ।—প্রাণ । সাম প্রাণঃ—সাম-
রূপ প্রাণ ।

(৯) প্রপদ্যো ।—পূর্ববৎ ।

(১০) চক্ষুঃ ।—চক্ষু, দর্শনেন্দ্রিয় ।

(১১) শ্রোত্রম্ ।—শ্রবণেন্দ্রিয় ।

(১২) প্রপদ্যো ।—দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের শরণ
গ্রহণ করি ।

(১৩) বাক্ ।—বাগিন্দ্রিয় ।

(১৪) ওজঃ ।—মানসিক বল ।

(১৫) সহ ।—একীভূত হইয়া অর্থাৎ যথাব-
স্থিত হইয়া ।

(১৬) ওজঃ ।—শারীরিক বল ।

(১৭) ময়ি ।—আমাতে ।

(১৮) প্রাণাপানৌ ।—প্রাণবায়ু ও অপান-
বায়ু ।

(১৯) বর্তন্তে ।—ধাক্ক । ইতি উহ পদ ।

অর্থঃ । ঋগুপাবাচমহং প্রপদ্যো, যজুরূপং
মনঃ প্রপদ্যো, সামরূপপ্রাণঃ প্রপদ্যো, চক্ষুঃ
স্তোত্রং প্রপদ্যো, বাগোজঃ ওজঃ প্রাণাপানৌ সহ
ময়ি বর্তন্তে ।

বঙ্গাভিবাদ । আমি ঋকরূপ বাক্যের আশ্রয়
গ্রহণ করি, যজুরূপ মনের আশ্রয় গ্রহণ করি,
সামরূপ প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করি, দর্শন ও
শ্রবণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি, আমাতে
বাগিন্দ্রিয়, মানসিক ও শারীরিক বল এবং
উচ্চাস ও নিশ্বাস বায়ু সমভাবে অর্থাৎ যথাব-
স্থিত থাকুক ।

ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, এইজন্ত
বাক্যের সহিত ঋকের তুলনা করা হইয়াছে ।
যজ্ঞাদিতে যজুর্বৈদের প্রয়োজন, মনন ভিন্ন
যজ্ঞাদি হয় না, এইজন্ত যজুর সহিত মনের
তুলনা করা হইয়াছে । প্রাণবায়ুব সাহায্যে সাম-
গান হয়, এইজন্ত সামের সহিত প্রাণের তুলনা
করা হইয়াছে । বাগাদি শব্দ গ্রহণে সপ্ত-
দশাবয়বী প্রজাপতি লিপ্সের সূচনা করা হই-
তেছে । এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, আমি
বেদেব ও লিপ্স শরীরের শরণ গ্রহণ করি ।

সপ্তদশাবয়ব যথা—

“বুদ্ধি কর্মেন্দ্রিয় প্রাণ পঞ্চকৈর্মনসা দিয়া ।

শরীরং সপ্তদশভিঃ যুগ্মং তল্লিপ্সমুচ্যতে ॥”

১।২৩। পঞ্চদশী । অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,
জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চবুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও
বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মে-
ন্দ্রিয় ; ও প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান
এই পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটি
প্রজাপতির সপ্তদশ অবয়ব ।

২। যন্মে ছিদ্রঞ্চক্ষুষৌ হৃদয়স্ত মনসৌ বাতি-
তৃম্মধ্বহ্মপতির্মৈ তদধাতু ।

শল্লো ভবতু ভূবনস্ত যম্পতিঃ ॥

পদপার্থঃ । যৎ । মে । ছিদ্রং । চক্ষুষৌ ।
হৃদয়স্ত । মনসৌ । বা । অতিতৃম্ম । বৃহ্মপতিঃ ।
মে । তদ্ । দধাতু । শম্ । নৌ । ভবতু । ভূবনস্য ।
যঃ । পতিঃ ।

(১) যুৎ ।—যে আমাব ।

(২) ছিদ্রং ।—ছিদ্র ।

(৩) চক্ষুষৌ ।—চক্ষুর ।

(৪) হৃদয়স্ত ।—হৃদয়ের ।

(৫) মনসৌ ।—মনের ।

(৬) বা ।—অথবা ।

(৭) অতিতৃম্ম ।—অতি হিংসিতম্ অর্থাৎ
হিংসাতাব ।

(৮) বৃহস্পতিঃ।—বৃহতাং বেদানাং পতি
অর্থাৎ বেদেব পতি।

(৯) মে।—আমার।

(১০) তদ্।—ছিদং অর্থাৎ সেই ছিদ্র।

(১১) দধাতু।—নিবর্তয়তু অর্থাৎ নিবর্তন বা
পূরণ করুন।

(১২) শং।—কল্যাণং অর্থাৎ মঙ্গল।

(১৩) নো।—অশ্নাকম্। আমাদিগেব।

(১৪) ভবতু।—হউন।

(১৫) ভূবনশ্চ।—ভূতজাতশ্চ, প্রাণিসমূহের।

(১৬) যঃ।—যে।

(১৭) পতিঃ।—অধিপতি।

অন্বয়ঃ। মে চক্ষুষো যচ্ছিদ্রং হৃদযশ্চ যচ্ছিদ্রং
মনসো বা যং অতিহ্রস্ম বৃহস্পতির্মে তদধাতু।
ভূবনশ্চ যস্পতি সঃ নো শং ভবতু।

বঙ্গানুবাদ। আমার চক্ষু ও হৃদয়ের যে
ছিদ্র অর্থাৎ ব্যাকুলত্ব জন্মিয়াছে এবং মনের যে
হিংসাভাব জন্মিয়াছে, তাহা বৃহস্পতি সংশোধন
করুন। বিশ্বের অধিপতি আমাদের মঙ্গল-
স্বরূপ হউন।

ভূ ভূবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবশ্চ
ধীমহি। ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। ভূঃ। ভূবঃ। স্বঃ। তৎ। স বিতুঃ।
বরেণ্যং। ভর্গঃ। দেবশ্চ। ধীমহি।

(১) ভূ ভূবঃ স্বঃ—এতাস্তিসোব্যাহৃতয়ঃ
পৃথিব্যাদি লোকত্রয় নামানি। এই তিনটি
ব্যাহৃতিদ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক এবং স্বর্গলোক
বুঝায়। এই তিন লোক আমার বশে থাকুক, ভূ
ভূবঃ স্বঃ উচ্চারণ কবাত্রে এই প্রার্থনা করা হয়।

(২) তৎ—যষ্ঠার্থে, তস্ত দেবশ্চ। যগী
প্রয়োগ, তাহার অর্থাৎ দেবতার।

(৩) সবিতুঃ—সর্গাস্তর্ঘ্যামিনো বিজ্ঞাননাও
স্বভাবশ্চ ব্রহ্মণঃ, সর্গাস্তর্ঘ্যামী বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব
ব্রহ্মের।

(৪) বরেণ্যং—সর্বৈঃ প্রার্থনীয়ং। সকলের
পূজনীয়।

(৫) ভর্গো—সর্বপাপনাং ভর্জন সমর্থং
তেজঃ। সকল পাপনাশকারী তেজঃ।

(৬) দেবশ্চ—দ্যোতনায়কশ্চ। জ্যোতির্ময়
দেবের।

(৭) ধিমহি—ধ্যায়ামঃ। ধ্যান করি।

(৮) ধিযঃ—বুদ্ধিঃ। বুদ্ধি।

(৯) যঃ—যে সবিতা।

(১০) নঃ—অশ্নাকং আমাদিগেব।

(১১) প্রচোদয়াৎ—প্রকর্ষণে প্রেরয়তি সং-
কর্ষাহুষ্ঠানায়। প্রেরণ করেন।

অন্বয়ঃ। তস্ত সবিতুঃ দেবশ্চ বরেণ্যং ভর্গো
ধীমহি। তস্ত কশ্চ? যো সবিতা নঃ ধियो
প্রচোদয়াৎ।

বঙ্গার্থঃ। যে জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম সংকর্ষাহু-
ষ্ঠানেব জন্ত আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান
করিয়া থাকেন, আমরা সেই জ্যোতির্ময় ব্রহ্মেব
সর্বজনপূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি।

অর্থাস্তব। সবিতু দেবশ্চ তৎ বরেণ্যং ভর্গো
ধ্যায়ামঃ যশ্চ নো ধিয়ো প্রচোদয়াৎ। অর্থাৎ
সবিতা দেবের সেই বরেণ্য ভর্গদ্যান করি,
যিনিই আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিয়া
থাকেন।

অর্থাস্তব। দ্বিতীয় অর্কেব “যো” শব্দের
লিঙ্গ ব্যত্যয়দ্বারা পুংলিঙ্গকে ক্লীবলিঙ্গ করিয়া
এইরূপ অর্থ করা যায়।

সবিতু দেবশ্চ তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি যো
(২) ভর্গো নো বুদ্ধিঃ প্রেরয়তি অর্থাৎ
সবিতা দেবের সেই বরেণ্য ভর্গ দ্যান করি, যে
ভর্গ আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া
থাকে।

এই মন্ত্রটি—ঋকবেদের ৩য় মণ্ডলের ৬২তম
১০ম ঋক সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র।

“কয়ানশিচত্র” আভুবদ্বী সদাবৃধঃ সখা ।
কয়ানশিচত্রী বৃত্তা ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। কয়া। নঃ। চিত্র নঃ। আভুবং।
উতী। সদাবৃধঃ। সখা। কয়া। শিচত্রী।
বৃত্তা।

(১) কয়া—উতির সহিত যোগ, কিরূপ
উতির দ্বারা।

(২) নঃ—অস্বাকং, আমাদিগের।

(৩) চিত্রঃ—পুঞ্জ্য।

(৪) আভুবং—আভিমুখ্যেন ভবতি, বিশেষ-
রূপে হয়েন।

(৫) উতী—উত্যা, অবনেন, তর্পণেন। তর্পণ,
উপাসনা।

(৬) সদাবৃধঃ—সদা বর্ধমান।

(৭) সখা—মিত্র।

(৮) কয়া—কি।

(৯) শিচত্রী—শচী শব্দের অর্থ কর্ম, কর্ম-
দ্বারা অতিশয়েন শচী শচী, অতিশয়।

(১০) বৃত্তা—বর্তমানয়া, অর্থাৎ কিরূপ কার্যে
বর্তমান থাকিলে।

অনয়ঃ। হে চিত্র! কয়া উতীনঃ সদাবৃধঃ
সখা আভুবং, কয়া শিচত্রী বৃত্তা চ।

হে পুঞ্জ্য পরমেশ্বর! কিরূপ অর্চনাদ্বারা, ও
কিরূপ কর্মে নিযুক্ত থাকিলে তুমি আমাদের
সখা হও? তুমি কিরূপ? না-সদা বর্দ্ধমান।

কত্ৰা সত্যো মদানাম্ সংহিষ্ঠো মংসং অক্ষসঃ।

দৃঢ়াচিদাক্ষে বহু ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। কঃ। তা। সত্যঃ। মদা-
নাম্। মংহিষ্ঠঃ। মংসং। অক্ষসঃ। দৃঢ়া।
চিং। আক্ষে। বহু।

অনয়ঃ। (হে পুঞ্জ্য পরমেশ্বর!) অক্ষসঃ
সত্যঃ মদানাম্ মংহিষ্ঠঃ কঃ স্বা মংসং। যেন
দৃঢ়া চিং বহু আক্ষে।

ব্যাখ্যা। মদানাম্ আনন্দজনক (মদী

হর্ষে) অক্ষসঃ—অখানোয়ং ভবতি (নিরুক্ত
৫. ১) আভিমুখ্যেন হি ধাতব্যং সর্বেগান্নং
প্রাতেঃ শরীরস্থিতেশ্চ তদায়ত্ত্বাং ইতি স্বন্দ-
স্বামী। আঙ পূর্বাং ধ্যায়তেবহুনি বাহুল্যং
যকারাকারয়োর্লোপঃ উপসর্গস্ত্র হ্রস্বঃ সূতা-
গমশ্চ ধাতোঃ। যদ্বা “অদ ভক্ষণে”—অদ্যতে
প্রাণিভিঃ তান্ বা স্বয়ম্ভি—অন্নসমূহ। সত্যঃ—
উত্তমঃ। মদানাম্—আনন্দজনক অন্নসমূহের
মধ্যে। মংহিষ্ঠঃ—অত্যন্ত আনন্দজনক। কঃ—
কোন অন্ন। স্বা—স্বাং তোমাকে। মংসং
আনন্দ জন্মায়। দৃঢ়াচিং—দৃঢ়াচিপি—চিং শব্দ
বৈদিকভাষায় “আপ” অথে ব্যবহার হয়—
দৃঢ়ও। বহু—বহুনি—ধন। আক্ষে—
আক্ষসি চুখসি—দদাসি ইত্যর্থঃ।

বহুহুদ। হে পরমেশ্বর! আনন্দজনক
অন্নসমূহের মধ্যে কোন্ অত্যন্ত আনন্দজনক
ও উত্তম অন্ন তোমার আনন্দজন্মায়? যে অন্ন
দ্বারা সমুদ্র হইয়া তুমি (খণ্ড) স্রুত স্বর্ণ
রৌপ্যাদি ধনও খণ্ডিত করিয়া আমাদিগকে দান
করিয়া থাক।

অভিবৃণঃ সখীনামবিভা জরিতৃণাম্।

শতশ্রবাস্ত্রাতয়ে ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। অভি। হু। নঃ। সখী-
নাম। অবিতা। জরিতৃণাম্। শতম। ভবাসি।
উতয়ে।

অনয়ঃ। হুং উতয়ে হু অভি শতম্ ভবাসি।
কীদৃশস্ত্বং সুখীনান্ মিত্রানান্ জরিতৃণান্ অবিতা।

ব্যাখ্যা। উতয়ে—অবনয়া, পালনায়,—
জগৎ পালন বা রক্ষার জন্ত, হু—হুত্ব, সম্যক্
অভি—অভিমুখ্যেন শতশ্রবাসি শতং ভবাসি—
শত শত রূপ ধারণ কর। তুমি কীদৃশ?
সুখীনান্—মিত্রাণাং—বাহারা তোমাকে সখ
জ্ঞান করে, জরিতৃণাং—স্তোতৃণাং—স্তোতা
দিগের অবিতা—পালয়িতা, রক্ষক।

বঙ্গাভুবাদ। হে পরমেশ্বর! তুমি ক্ষণে পালন বা রক্ষার জন্ত নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাক, তুমি কাদৃশ? না—তুমি তোমার সখাদিগের এবং স্তোত্রদিগের পালয়িতা। (গীতা এবং অস্ত্রাজ যক্ষগ্রন্থেও এইরূপ ভাব আছে—ধর্মসংস্থাপনায় বিনাশায় চ দ্রুতান্ সমুদ্যমি যুগে যুগে।)

পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী “শতম্ ভবাসি”র অভুবাদ করিয়াছেন—“শত শত উপায় সমুদ্ভাবন করিতেছে”। এই অভুবাদ মূলের অভুবাদ হইতে পারে না। ভ্রম দেখান হয় বলিয়া কহারণ যেন মনে হয় না যে, যে সমুদায় মহোদয়ের ভ্রম হিন্দু-পত্রিকায় দর্শিত হয়, তাঁহাদিগের অপেক্ষা হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক অধিক বিদ্বান্ বলিয়া বিবেচিত হইতে চাহেন। ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশের জন্ত এইরূপ ভ্রম দেখান হইয়া থাকে।

কয়া ভ্রম উত্থাতি প্রমদসে বৃন্দ।

কয়া স্তোতৃত্য আভব ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। কয়া। স্বং। নঃ। উত্যা। অভি প্রমদসে। বৃন্দ। কয়া। স্তোতৃত্য। আভব।

অর্থঃ। হে বৃন্দ! কয়া উত্যা স্বং নঃ অভি প্রমদসে কয়া উত্যা স্তোতৃত্য আভব।

ব্যাখ্যা। বৃন্দ বর্ষভীতি বুঝা, যিনি অশেষ মঙ্গল বর্ষণ করেন। কয়া উত্যা কেন তর্পণেন, কিরূপ পালনশক্তিদ্বারা। নঃ আমাদিগকে। অভি প্রমদসে আফ্লাদিত কর। কয়া উত্যা স্তোতৃত্য আভব কিরূপ পালনশক্তিদ্বারা স্তোত্রদিগকে ধনদান কর।

বঙ্গাভুবাদ। হে কল্যাণবর্ষণকারী পরমেশ্বর! তুমি কিরূপ পালনশক্তিদ্বারা আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন কর এবং কিরূপ পালনশক্তিদ্বারা স্তোত্রদিগকে ধনদান কর।

ইন্দ্র বিশ্বস্ত রাজতি।

শ্রো অস্ত্র দ্বিপদেশং তুঙ্গদে ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। ইন্দ্রঃ। বিশ্বস্তা। রাজতি। শং। নঃ। অস্ত্র। দ্বিপদে। শং চতুঙ্গদে।

অর্থঃ। বিশ্বস্ত ইন্দ্রঃ যো রাজতি শং নঃ দ্বিপদে শং অস্ত্র চতুঙ্গদে শং অস্ত্র।

ব্যাখ্যা। বিশ্বস্ত বিশ্বের। ইন্দ্রঃ ইদি পরমেশ্বর্যে ইন্দ্রভীতীন্দ্রঃ। পরমেশ্বর যো রাজতি যিনি শোভা পান। নঃ আমাদিগের। দ্বিপদে পুত্রাদিতে। শং কল্যাণরূপ। অস্ত্র ইউন। চতুঙ্গদে গবাদি পশুতে। শং অস্ত্র কল্যাণরূপ ইউন।

বঙ্গাভুবাদ। এই বিশ্বজগতের ঈশ্বর যিনি সর্বদাই শোভা পাইতেছেন, তিনি আমাদিগের পুত্রাদিতে এবং গবাদি পশুতে কল্যাণরূপ ইউন।

শ্রো মিত্রঃ শং বরুণঃ শ্রো ভবত্বর্গমা।

শ্রু ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শ্রো বিষ্ণুরুক্রমঃ ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। শং। নঃ। মিত্রঃ। শং। বরুণঃ। শং। নঃ। ভবতু। অর্থমা। শং। নঃ। ইন্দ্রঃ। বৃহস্পতিঃ। শং। নঃ। বিষ্ণুঃ। উরুক্রমঃ।

অর্থঃ। মিত্রঃ শং নঃ বরুণঃ শং নঃ অর্থমা শং নঃ ভবতু। ইন্দ্রঃ শং নঃ বৃহস্পতি শং নঃ উরুক্রম বিষ্ণুঃ শং নঃ ভবতু।

ব্যাখ্যা। মিত্রঃ—প্রমোদাম্বরগাং ত্রায়তে ইতি মিত্রঃ। যিনি মৃত্যু হইতে ত্রাণ করেন। ভক্তান্ন য়েহয়তি বা যিনি ভক্তদিগের প্রতি য়েহ প্রকাশ করেন। শং নঃ—আমাদিগের মঙ্গলরূপ ইউন। বরুণঃ—বৃনোতি সর্বং। যিনি বিশ্বস্ত তাবৎ পদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন। কিস্বা বুণোতি অঙ্গী কয়োতি ভক্ত-মিতি। যিনি ভক্তদিগের নিকট বর প্রদানে অঙ্গীকার করেন। শং নঃ—পূর্ববৎ। অর্থমা ইতি গচ্ছতি ভক্তং প্রতি যিনি ভক্তের নিকট আগমন করেন। শং নঃ ভবতু—পূর্ববৎ। ইন্দ্রঃ শং নঃ—পরমেশ্বর মঙ্গলরূপ ইউন। বৃহস্পতি

বৃহত্তীং বেদান্যং পতিঃ। বেদের অধীশ্বর। শং
নঃ—পূর্ববৎ। উরুক্রমঃ—উরু বিস্তীর্ণ ক্রমঃ
পাদভ্রাসঃ বস্ত্র সং। বাহার বিস্তীর্ণ পাদভ্রাস
অর্থাৎ যিনি ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন (বলি
বায়ন সংবাদ শ্রবণ করুন) বিষ্ণুঃ—বেবেষ্টি
ব্যাপ্তোত্তীতি বিষ্ণু। যিনি বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া
আছেন। শং নঃ ভবতু পূর্ববৎ। এই স্থানে
হিন্দু-পত্রিকার ১ম সংখ্যা অগ্নি শব্দের ব্যাখ্যা
দেখুন। “ভদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদ্-
চন্দ্রমাঃ। “ইদং মিত্রং বরুণ অগ্নিমাছরথো
ইত্যাদি।

বঙ্গাভিবাদ। যিনি সৃষ্টির হস্ত হইতে পরি-
ত্ৰাণ করেন, যিনি বিশ্বসংসার আবৃত করিয়া
রাখিয়াছেন, যিনি সম্বির জায় ভক্তদিগের
নিকট আগমন কবিতা থাকেন, যিনি পবন
ঐশ্বর্যশালী, যিনি বেদের অধিপতি, যিনি
সর্বব্যাপ্তি এবং বাহার বিস্তীর্ণ পাদভ্রাস, সেই
মিত্র, বরুণ, অর্থমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, উরুক্রম
বিষ্ণু, ইত্যাদি বহুবিধ নামে আখ্যাত পরমাত্মা
আমাদের কল্যাণরূপ হউন।

শ্রো বাতঃ পবতাং শ্রুতপতু সূর্য্যঃ।

শ্রো কনিক্রদেবঃ পর্জন্তো অভিবর্ষতু ॥১০॥

পদপাঠঃ। শং। নঃ। বাতঃ। পবতাং।

শং। নঃ। তপতু। সূর্য্যঃ। শং। নঃ। কনিক্রদং।

দেবঃ। পর্জন্তঃ। অভিবর্ষতু।

- অময় ও ব্যাখ্যা। বাতঃ নঃ অস্মাকং শং
স্বথকারী সন্ পবতাম্, বায়ু আমাদের স্বথকারী
হইয়া প্রবাহিত হউন। সূর্য্যঃ শ্রুতপতু সূর্য্য
আমাদের স্বথকারী হইয়া কিরণ প্রদান করুন।
কনিক্রদং—অত্যন্ত ক্রন্দন্তীতি শব্দং কুর্কন—
অত্যন্ত শব্দ করিয়া। পর্জন্তঃ দেব কনিক্রদং
শং নঃ অভিবর্ষতু—পর্জন্তঃ দেব অর্থাৎ মেঘ
অত্যন্ত শব্দ করিয়া আমাদের মঙ্গলময় হইয়া
বর্ষণ করুন।

বঙ্গাভিবাদ। বায়ু আমাদের কল্যাণরূপ
হইয়া প্রবাহিত হউন, সূর্য্য আমাদের কল্যাণ-
রূপ হইয়া কিরণ প্রদান করুন, মেঘ আমাদের
কল্যাণরূপ হইয়া সশব্দে বর্ষণ করুন।

অহানি শ্রুতবস্ত্র নঃ শং রাত্রীঃ প্রতীদীয়তাম্।
শ্রু ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শ্রু ইন্দ্রাবরুণা-
রাতহব্যা। শ্রু ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ইন্দ্রা
সোমো অবিভায় শং যোঃ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। অহানি। শং। ভবন্ত। নঃ।

শং। রাত্রীঃ। প্রতীদীয়তাম্। শং। নঃ।

ইন্দ্রাগ্নী। ভবতাম্। অবোভিঃ। শং। নঃ।

ইন্দ্রাবরুণা। রাতহব্যা। শং। নঃ। ইন্দ্রা-
পূষণা। বাজসাতৌ। ইন্দ্রা। সোমো। অবি-
ভায়। শং। যোঃ।

ব্যাখ্যা। অহানি শং ভবন্ত নঃ—যিনি
সকল আমাদের কল্যাণরূপ হউন। শং রাত্রীঃ
প্রতীদীয়তাম্—রাত্রী সকল আমাদের মঙ্গল
বিধান করুন। ইন্দ্রঃ—ইয়া অন্নমেনে নম-
স্কাং তদ্ব্যক্ত ভূতকম্ বলং লক্ষ্যতে। তেন
বললক্ষিত লক্ষণা তদাধারভূতো মেঘঃ। ইয়া
শব্দে অন্ন বুঝায় এবং অন্নের হেতুভূত বল
অর্থাৎ জলও বুঝায়—তৎপরে লক্ষণা অল-
ঙ্কারের দ্বারা ঐ বলের আধার মেঘকে বুঝায়—
অর্থাৎ মেঘ হইতে জল হই, জল হইতে অন্ন
হয়। ইরামন্নং দৃণাতি দধাতি ধারয়তি ইতি
রক্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতন্যং সিদ্ধঃ। পূর্বে এক
নস্ত্রে ইন্দ্র শব্দে “পরমেশ্বর” ব্যাখ্যাত হইয়াছে
এই নস্ত্রে ইন্দ্র শব্দে মেঘ বুঝাইতেছে। এইরূপ
স্থল বিশেষে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ বোধ-
গম্য করিতে না পারায় বৈদিক ব্যাখ্যার
বিভ্রাট ঘটিয়াছে। অগ্নিঃ। অশ্রুতি উর্দ্ধং গচ্ছতী-
ত্যগ্নিঃ ইন্দ্রাগ্নী—মেঘ ও অগ্নি, অর্থাৎ মেঘ
এবং মেঘের আশ্রিত বিদ্যুত্যাগ্নি। অবোভিঃ
পালনৈঃ পালন দ্বারা। শং নঃ ইন্দ্রাগ্নী ভবতাম্

অবোধিঃ—মেঘ ও বিজ্ঞান পালনশক্তি দ্বারা আমাদের কল্যাণরূপ হউন। ইন্দ্রাবরুণা—ইন্দ্র বরুণো ইন্দ্র ও বরুণ, ইন্দ্র—মেঘ, বরুণ—আকাশ, (ব+উগ্ণ) যাহা সকল পদার্থকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। রাতহব্য—রাত-হব্যো—রাতঃ দন্তঃ হব্যঃ জলম যয়োগ্তৌ রাত-হব্যো—যাহাতে দ্রবের কর্তৃক জল দত্ত হইয়াছে অর্থাৎ বাবিপূর্ণ। শং নঃ ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্য-বারিপূর্ণ আকাশ ও মেঘ আমাদের কল্যাণরূপ হউন। ইন্দ্রাপূর্ণা—ইন্দ্র ও পূর্ণা—মেঘ ও পৃথিবী। পূর্ব পুষ্ঠী কনিং প্রত্যয় নিপা-তনে সিদ্ধ, নিপাতনহেতু পুষ্যেব উকাব দার্য হইয়াছে, পোষয়তি অগ্নৈঃ প্রজাঃ। অন্নদাতা যে প্রজাদিগকে পোষণ করে, অর্থাৎ পৃথিবী। রাজ সাতৌ রাজন্ত অন্নম সাতৌ দানে নিমিত্ত-ভূতে। অন্নদাতা—অন্নদাতপৃথিবী ও মেঘ আমাদের কল্যাণরূপ হউন। ইন্দ্রা সোম—মেঘ ও চন্দ্র। স্তুতিয়া স্তুতায়। শং—রোগনাং। যোগঃ পৃথকরণায় উপশমায়, রোগনাশের জন্ত। রোগনাশের জন্ত এবং স্তুতের জন্ত। মেঘ ও চন্দ্র আমাদের কল্যাণরূপ হউন।

বঙ্গার্থ। দিন আমাদের কল্যাণরূপ হউন, রাত্রি আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। মেঘ ও বিজ্ঞান পালনশক্তিদ্বারা আমাদের কল্যাণরূপ হউন, বারিপূর্ণমেঘ ও আকাশ আমাদের কল্যাণরূপ হউন, অন্নপ্রদ পৃথিবী ও মেঘ আমাদের কল্যাণরূপ হউন, মেঘ ও চন্দ্র আমাদের রোগ উপশম ও স্তুতের জন্ত কল্যাণ-রূপ হউন।

শন্নোদেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে।

শং যোরভিস্রবন্ত নঃ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। শং। নঃ। দেবীঃ। অভিষ্টয়ে।

আপঃ। ভবন্ত। পীতয়ে। শং। যোগঃ। অভি-
স্রবন্ত। নঃ।

ব্যাখ্যা। দেবীঃ—দীপ্যমানাঃ, দীর্ঘিময়। আপঃ জলসমূহ। নঃ আমাদিগের। অভিষ্টয়ে অভিষেকায়, অভিষেকের জন্ত। পীতয়ে পানের জন্ত শং ভবন্ত কল্যাণরূপ হউন। শং যোগঃ ভবন্ত নঃ—আমাদের রোগ উপ-শমনের জন্ত প্রস্তুত হউন।

বঙ্গার্থ। দীর্ঘিময় জলসমূহ আমাদের দান পানের জন্ত কল্যাণরূপ হউন, এবং রোগ উপশমনের জন্ত প্রস্তুত হউন।

এই মন্ত্রে পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী মহা-শয় যে অর্থ কবিতাছেন, তাহার সহিত ভাষা-কাদের অর্থ মিলে না। তিনি লিখিয়াছেন, “স্বয়ং হইতে আমাদের কল্যাণার্থ প্রস্তুত হউন। “স্ব” শব্দে নদীর উৎপত্তি স্থান, এবং “শং” না রাখিয়া “স্ব” স্বীয়—এই অর্থ করিয়া-ছেন। এইকপ পাঠ “বোধাই” হইতে যে যজুর্বেদ আনিয়াছি, তাহাতে নাই। সামশ্রমী মহাশয়ের মুদ্রাক্ষিত গ্রন্থেও পাইলাম না। “শং যোগঃ” র ব্যাখ্যা পূর্বমন্ত্রে বাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা মহাশয়ের ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে।

স্তো না পৃথিবী নো ভবান্ধব্যা নিবেশনী।
যচ্ছনঃ শর্ম্মদপ্রথাঃ। অপনঃ শোশুচদর্থম্ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। স্তোনা। পৃথিবী। নঃ। ভব
অন্ধব্যা। নিবেশনী। যচ্ছ। নঃ। শর্ম্ম।
সপ্রথা। অপনঃ। নঃ। শোশুচৎ। অর্থম্।

ব্যাখ্যা। পৃথিবী নঃ পৃথিবী আমাদিগের
স্তোনা স্বরূপ। অন্ধব্যা কণ্টকরহিতা।
নিবেশনী বাসের উপযোগী। সপ্রথাঃ বিস্তৃত।
ভব, হও। শর্ম্ম—শরণ্য অশ্রয়। যচ্ছ, দেও।
অপনঃ অর্থমঃ শোশুচদ—জল আমাদিগের পাপ
বিনাশ করুন।

বঙ্গার্থ। হে পৃথিবী! তুমি কণ্টকরহিতা
বাসযোগ্য এবং বিস্তীর্ণ হইয়া আমাদের স্বখ-

রূপী হও। তুমি আমাদেরকে আশ্রয় দেও।
তুমি আমাদের পাপ নাশ কর।

আপোহিষ্ঠা ময়োভূবন্তান উর্জেদধাতন।
মহেরণায় চক্ষসে ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। আপঃ। হি। স্ব। ময়োভুবঃ।
তা। নঃ। উর্জে। দধাতন। মহেরণায়। চক্ষসে।

ব্যাখ্যা। হে আপঃ! হে জলসমূহ! হি
যস্মাৎ, যেহেতু। ময়োভুবঃ কল্যাণকারিণী স্ব,
হও। তা--তাদৃশ। নঃ--আমাদিগকে। উর্জ
রসাস্বাদনের জন্ত। দধাতন--সমর্থ করিতেছ।
মহেরণায়--মহেমহত্তরপায়, রমণীয় রমণীয়।
চক্ষসে--দর্শনায়, দর্শনের জন্ত, ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-
করলক্ষণ ইত্যর্থঃ। ইহার পর "দধাতন"
উহ আছে।

হে জলসমূহ! তোমরা যেকপ স্নান
পানাদি দ্বারা আমাদের অসুখরূপ হইয়া থাক,
সেইরূপ বসাস্বাদনের জন্ত আমাদিগকে সমর্থ
করিয়া থাক। (তোমরা রূপায় আমরা যে
কেবল ঐহিক সুখ ভোগ করি এমন নহে)
তোমরা রমণীয়দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির বিষয়েও
সাহায্য করিয়া থাক। (নদ্যাদিতে অবগাহন
করিলে যেকপ শরীরের ক্লান্তি দূর হইয়া উহা দৃষ্টি
হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণও প্রফুল্ল ও পবিত্র হয়--
ইহা প্রত্যক্ষ। গঙ্গাস্নানাদিতে শরীরের মল দোষ
কবিত্তে পাবে, অন্তঃকরণের পাপ বিনাশ করিতে
• পারে না এবং ধর্মার্জ্জনের জন্ত প্রাতঃস্নানাদি-
বিধিকুসংস্কার পূর্ণ বলিয়া--ইংরাজি শিক্ষিত
যুবকদিগের ধারণা হইতেছে। কিন্তু সকল ধর্ম-
শাস্ত্রেই অভিযেক ধর্মার্জ্জনের সহায় বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছে। বাইবেলেও দেখা যায় খৃষ্ট
জর্ডান নদীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বস্তত
নদী, পার্বত, সমুদ্রাদিতে মানুষের আধ্যাত্মিকশক্তি
উত্তেজিত করিয়া দেয়। দেশবিশেষে বা কাল
পরিবর্তন সহকায়ে কোন নদী হয়ত অপব নদী

অপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া গৃহীত হয়, কিং
তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট "সর্বোদকং" "গঙ্গোদকং"
বলিয়া বিবেচিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানীরা নদী মাত্রকেই
গঙ্গা বিবেচনা করেন। গঙ্গা (গাঙ্গ) শব্দের
অর্থ নদী। উহা গম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে, (গম+গন্) যাহার গতি আছে সেই
গঙ্গা, পরে যোগরূঢ় হইয়া নদী বিশেষকে বৃষ্ণা-
ইয়াছে। পুষ্পোদ্যানের ভ্রমণ করিলে যেকপ
স্রোতের চরিতার্থ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃ-
করণের পবিত্রতা জন্মে, সঙ্গীতে যেকপ কর্ণ
চরিতার্থ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মন প্রফুল্ল ও
হয়, সেইরূপ স্নানাদিতে অগ্নিশ্রিয়ও
চরিতার্থ হয় এবং চিত্তের পবিত্রতা জন্মে।
বহিঃশ্রমের সহিত অন্তঃশ্রমের যোগে বসিষ্ট সম্বন্ধ
তাহা প্রত্যক্ষ। স্মৃতির স্নানাদি দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান
লাভের সহায়তা হয় না, তাহা কিছুতেই বলা যায়
না। নীলনভোমণ্ডল দেখিয়া--কোন্ প্রেমিকের
হৃদয়ে আধ্যাত্মিকভাবে উদয় না হয়? নীল-
নভোমণ্ডল দেখিয়া যদি কবির প্রাণ পরমপিতাব
দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইলে সুনীল সাগর-
তীবে একপ ভাবের অভাব হইবে কেন? এমন
শুদ্ধহৃদয় ব্যক্তি কি জগতে আছে, যাহার হৃদয়
বহুসংখ্যক ভাগীরথী দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া না
উঠে? ঐ আনন্দটুকু স্থায়ী করিতে পারিলেই
পরব্রহ্ম দর্শনে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না।)

যোবঃ শিবতমোরসস্তত্ত্ব ভাজ্যতে হনঃ।

উশতীরিবমাত্রঃ ॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ। যঃ। বঃ। শিবতমঃ। রসঃ।
তত্ত্ব। ভাজ্যত। ইহ। নঃ। উশতীঃ। ইব।
মাত্রঃ।

ব্যাখ্যা। হে আপঃ--জলসমূহ। বঃ বঃ
শিবতমঃ রসঃ--তোমাদের সর্বোপেক্ষা মঙ্গলময়
যে রস। তত্ত্ব ভাজ্যত--কর্মে ভগ্নী, ভক্ততঃ
ভাগিনঃ কুরুত--তাহা প্রাপ্ত করাও।

প্রীতিযুক্ত। উশস্তি ইতি ছন্দসা দীর্ঘঃ। মাতরঃ
ইব—মাতার স্থায়।

বঙ্গার্থ। যৌতিযুক্তা মাতা যেকপ সন্তানকে
সুজরসপান করান, তোমরা সেইরূপ আমা-
দিগকে সর্বাংগে কল্যাণকর রস পান করাও।

তত্ত্বা অরুণমামবো যন্ত ক্ষয়ায় জিয়থ।
আপো জনয়থ। চনঃ ॥ ১৬ ॥

পদপাঠঃ। তত্বে। অরং। গমাম। বঃ।
যন্ত। ক্ষয়ায়। জিয়থ। আপঃ। জনয়থ। চনঃ।

ব্যাখ্যা। যন্ত ক্ষয়ায় ক্ষয়েন—যাহার নিবাস-
হেতু। জিয়থ—প্রীতা ভবথ, প্রীত হও।
তত্বে—তত্বে। রসায়—তদ্রসাপ্তয়ে—সেই রস
প্রাপ্তির জন্ত। বঃ—তোমাদিগকে। অবং—
পর্যাপ্তং, অধিক। গমামঃ—প্রাপ্তুমঃ। অপঃ—
হে জলসমূহ! নঃ—আমাদিগকে। জনয়থ—
উৎপাদয়ত আশিষিলেট তদ্রস ভোক্তৃনাম্নান্
কুরুত। সেই রস ভোগ করার জন্ত আমা-
দিগকে সমর্থ কর।

বঙ্গার্থ। হে জলসমূহ! যে রসের নিবাস-
হেতু তোমরা প্রীত হও, সেই রস প্রাপ্তির জন্ত
যেন আমরা তোমাদিগকে অধিক সেবা করি।
তোমরা আমাদিগকে সেই রস ভোগের জন্ত
সমর্থ কর।

দ্যোঃ শান্তিবস্তুরিফং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি-
রাপঃ শান্তিরোধধরশান্তিঃ। বনস্পত্যঃ শান্তিঃ
বিশ্বদেবাঃ শান্তিব্রহ্মশান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তি-
রেবশান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ॥ ১৭ ॥

পদপাঠঃ। দ্যোঃ। শান্তিঃ। অন্তুরিফং।
শান্তিঃ। পৃথিবী। শান্তিঃ। আপঃ। শান্তিঃ।
ওষধয়ঃ। শান্তিঃ। বনস্পত্যঃ। শান্তিঃ। বিশ্ব-
দেবাঃ। শান্তিঃ। ব্রহ্মশান্তিঃ। সর্বং। শান্তিঃ।
শান্তিঃ। এব। শান্তিঃ। সামা। শান্তিঃ। এধি।

ব্যাখ্যা। দ্যৌরিত্যাদিষু বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ
সমুদ্যর্থঃ প্রথম। বিভক্তি ব্যত্যয়হেতুদ্যো

ইত্যাদি পদে সমুদী স্থলে প্রথমা ইহায়াছে।
দ্যোঃ দিবি ছ্যলোকে। অন্তুরিফং—অন্তুরিফে।
পৃথিবী—পৃথিবীতে। আপঃ—জলে। ওষধয়ঃ—
ওষধিতে। বনস্পত্যঃ—বনস্পতিতে। বিশ্ব-
দেবাঃ—বিশ্বদেবতাতে। ব্রহ্ম—ব্রহ্মে। সর্বং—
সকল পদার্থে। শান্তিঃ—শান্তিতে। মা—মাং
প্রতি। এধি—অন্তঃ।

বঙ্গার্থ। ছ্যলোকে, অন্তুরিফে, পৃথিবী-
লোকে, ওষধিগুণে, বনস্পতি সমূহে, বিশ্বস্থ
জ্যোতিমানপদার্থে, ব্রহ্মে, সর্ব পদার্থে, এবং
শান্তিতে যে শান্তি বিরাজ করিতেছে, সেই
শান্তি যেন আমার হয়।

দূতে দৃংহমামিত্রস্ত্র মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি
সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্ত্রাহংক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি
সমীক্ষে মিত্রস্ত্র চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥ ১৮ ॥

পদপাঠঃ। দূতে। দৃংহ। মা। মিত্রস্ত্র। মা।
চক্ষুষা। সর্বাণি। ভূতানি। সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্ত্র।
অহং। চক্ষুষা। সর্বাণি। ভূতানি। সমীক্ষে।
মিত্রস্ত্র। চক্ষুষা। সমীক্ষামহে।

ব্যাখ্যা। দূতে দৃবিদ্যারে বিদীর্ঘে জরা
জর্জরিত শবীর্ষে, জীর্ণ শরীরে, মা—আমাকে।
দৃংহ, দৃঢ়কর। সর্বাণি ভূতানি মিত্রস্ত্র চক্ষুষা
মা সমীক্ষন্তাম, সকল প্রাণিই যেন আমাকে
মিত্রের চক্ষে দেখে, অর্থাৎ আমি যেন সকলের
প্রিয় হই। মিত্রস্ত্রাহং ইত্যাদি—আমি যেন
মিত্রের চক্ষে সকল প্রাণিকে দেখি। মিত্রস্ত্র
চক্ষুষাসমীক্ষামহে, আমরা পরস্পর সকলই যেন
সকলকে মিত্রের চক্ষে দেখি।

বঙ্গার্থ। হে জগদীশ্বর! আমার এই জরা-
জীর্ণ শরীর দৃঢ় কর, আর আমি যেন সর্বভূতের
প্রিয় হই, সর্বভূত যেন আমার প্রিয় হয়,
আমরা যেন পরস্পরের প্রিয় হই।

দূতে দৃংহমা। জ্যোত্বে সংদৃশী জীব্যা-
সঞ্জোক্তে সংদৃশী জীব্যাসম্ ॥ ১৯ ॥

*পদপাঠঃ। স্মৃতে। দৃংহমা। জ্যোক। তে।
সন্ধ্যা। জীব্যাসং। জ্যোক। তে। সন্ধ্যা।
জীব্যাসম্।

ব্যাখ্যা। স্মৃতে দৃংহমা—আমার এই জরা-
জীর্ণ শরীর স্মৃদুত কর। জ্যোক—চিরং নিশাত-
শিরাং, দীর্ঘকাল। তে—তোমার সন্ধ্যা-
সন্দর্শনে। তৎপর—আদরার্থে ঐ মন্ত্র পুনরুক্ত
হইয়াছে।

বঙ্গার্থ। হে জগদীশ্বর! আমার এই
জরাজীর্ণ শরীর স্মৃদুত কর, আমি যেন তোমার
সন্দর্শনে দীর্ঘজীবী হই। আমি যেন তোমার
সন্দর্শনে দীর্ঘজীবী হই।

নমস্তে হরসে শৌচিষে নমস্তে অস্তর্চিষে।
অগ্ন্যন্তে অগ্ন্যন্তপস্ত হেতয়ঃ পাবকো অগ্ন্যন্তঃ
শিবোভব ॥ ২০ ॥

পদপাঠঃ। নমঃ। তে। হরসে। শৌচিষে। নমঃ।
তে। অস্ত। অর্চিষে। অগ্নান্। তে। তপস্ত।
হেতয়ঃ। পাবকঃ। অগ্ন্যন্তঃ। শিবঃ। ভব।

ব্যাখ্যা। তে—তোমার। হরসে—হরতি
সর্বরসান্ ইতি হরঃ তস্মৈ। শৌচিষে—তেজসে,
রস—হরণকারী তেজ। নমঃ—নমস্কার। তে
অর্চিষে—তোমার তেজের প্রতি। নমঃ অস্ত—
নমস্কার। হেতয়ঃ—জালা। অগ্ন্যন্তপস্ত—অগ্নি
হিরোধিনঃ পুরুষাণ—আমাদিগের বিরুদ্ধবাদী
পুরুষদিগকে। তপস্ত—তাপ দিউক। অগ্ন্যন্তঃ—
• আমাদিগের পক্ষে। শিবঃ পাবকঃ ভব—মঙ্গল-
ময় ও শোধক হও।

বঙ্গার্থ। হে পরমেশ্বর! তোমার যেরস-
হরণকারী তেজ (যাহা অগ্নিতে বিদ্যমান আছে)
তাহাকে নমস্কার। অগ্নির জালা আমাদের
শত্রুদিগকে তাপ দিউক, কিন্তু আমাদের পক্ষে
শোধক ও মঙ্গলময় হউক।

নমস্তে অস্ত বিদ্যাতে নমস্তে স্তনয়িত্ববে।
নমস্তে ভগবন্ত যতঃ স্বঃ সমীহসে ॥ ২১ ॥

পদপাঠঃ। নমঃ। তে। অস্ত। বিদ্যাতে।
নমঃ। তে। স্তনয়িত্ববে। নমঃ। তে। ভগবন্।
নঃ। তু। যতঃ। স্বঃ। সমীহসে।

ব্যাখ্যা। তে—তোমার। বিদ্যাতে। নমঃ
অস্ত—নমস্কার। তে—তব স্তনয়িত্ববে নমঃ—
তোমার স্তনয়িত্বকে অর্থাৎ গর্জনকারীমেষকে
নমস্কার। নমস্তে ভগবন্ অস্ত—হে ভগবান!
তোমাকে নমস্কার। যতঃ স্বঃ সমীহসে। যেহেতু
(স্ব—স্বর্গং গন্ত) স্বর্গ প্রাপ্তির জন্ত তুমি
সাহায্য কর।

বঙ্গার্থবাদ। হে ভগবান! তোমাকে নম-
স্কার, তোমার বিদ্যা ও মেঘকেও নমস্কার,
যেহেতু তুমি স্বর্গপ্রাপ্তির জন্ত সাহায্য কর।

যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ঙ্কর।
শন্নঃ কুরু প্রজাভ্যোভয়ন্নঃ পশুভ্যঃ ॥ ২২ ॥

পদপাঠঃ। যতঃ। যতঃ। সমীহসে। ততঃ।
নঃ। অভয়ঃ। কুরু। শং। নঃ। কুরু।
প্রজাভ্যঃ। অভয়ঃ। নঃ। পশুভ্যঃ।

ব্যাখ্যা। যতঃ যতঃ—যদ্যদ্ যদ্যদ্ যখন
সমীহসে হৃৎচরিতাঃ অপকর্ত্তং চেষ্টসে, আমাদে
হৃৎখনাশের চেষ্টা করিয়া থাক, ততঃ—তন্ময়
তখন। নো অভয়ঙ্কর, আমাদিগকে অভয়প্রদান
কর। নঃ প্রজাভ্যঃ শং কুরু—আমাদিগে
সম্মতিবর্গের মঙ্গল কর। অভয়ঃ নঃ পশুভ্য
আমাদিগের গবাদি পশুকে অভয়দান কর।

বঙ্গার্থ। তুমি আমাদের হৃৎখ অপহর
করিয়া থাক, অতএব তুমি আমাদিগকে অভা
প্রদান কর, আমাদের সম্মতিবর্গের মঙ্গল ক
এবং গবাদি পশুদিগকে অভয়দান কর।

সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্ত হুমিত্রিয়
স্তস্মৈ সন্ত যোহস্মান্ দেষ্ট্য যঞ্চবস্মিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

পদপাঠঃ। সুমিত্রিয়াঃ। নঃ। আপঃ
ওষধয়ঃ। সন্ত। হুমিত্রিয়াঃ। তস্মৈ। সন্ত। যো
হস্মান্। দেষ্ট্য। যঃ। চ। বসঃ। দ্বিষ্যঃ।

ব্যাখ্যা। আপঃ ওষধিঃ নঃ স্মিত্রিয়াঃ সন্ত জল ও ওষধিগণ আমাদিগের মিত্ররূপে অবস্থান করুক। যো অন্মান দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিয় যাহারা আমাদিগকে দ্বেষ কিস্বা আমরা যাহাদিগকে দ্বেষ করি। তন্মৈ চুমিত্রিয়াঃ সন্ত তাহাদের শত্রুরূপে অবস্থান করুক।

বঙ্গার্থ। জল ও ওষধি আমাদিগের মঙ্গলজনক হউক, কিন্তু যাহারা আমাদিগকে শত্রু মনে করে, কিস্বা যাহাদিগকে আমরা শত্রু মনে করি, তাহাদের পক্ষ অমঙ্গলজনক হউক।

তচ্চক্ষুর্দেবহিতম্ভবন্তাচ্ছক্ষুর্মুচ্যতে। পশ্চেমশরদঃ শতজীবম শরদঃ শতং শৃগু যাম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ শ্রাম শরদঃ শতভূষশ শরদঃ শতাং ॥ ২৪ ॥

পদপাঠঃ। তং। চক্ষুঃ। দেবহিতম। পূর্বতাং। শুক্রম। উচরং। পশ্চেম। শরদঃ। শতং। শৃগু। যাম। শরদঃ। শতং। প্রব্রবাম। শরদঃ। শতম। অদীনাঃ। শ্রাম। শরদঃ। শতম। ভূষশ। শরদঃ। শতাং।

ব্যাখ্যা। (এই মন্ত্রের দ্বারা আমরা যে পরমেশ্বরের স্তুতি করিলাম)। তং চক্ষুঃ—তাহার চক্ষুরূপ। দেবহিতম—দেবহিতকারী। শুক্রম—শুক্লম—শুক্লবর্ণ পূর্বতাং—সম্মুখে। উচরং—উদেতি। (আমরা যেন সেই পরমেশ্বরের অঙ্গুগ্রহে) শতং শরদঃ পশ্চেম—শতশরৎ অর্থাৎ শতবর্ষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে পারি। শতং শরদঃ জীবাম শৃগুয়াম প্রব্রবাম অদীনাঃ শ্রাম—আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি, শতবর্ষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে পারি, শতবর্ষ পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারি, শতবর্ষ পর্য্যন্ত অদীন থাকি, অর্থাৎ আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি, এবং ঐ শতবর্ষ পর্য্যন্ত আমাদের ইন্দ্রিয়াদি সতেজ থাকে, এবং যেন দীন-ভাবাপন্ন না হই। (বর্ষান্তে শরৎঋতু বড়ই

সুখকর, এইজন্ত বর্ষের পরিবর্তে শবৎ খেদে অনেক স্থলে ব্যবহৃত দেখা যায়।) ভূষশ শরদঃ শতাং, শতাং—শতবর্ষোপর্য্যনি—শতবর্ষের অধিকও যেন। ভূষশ—বহুকালম্ শরদঃ (পশ্চেম) শতবর্ষের পরেও যেন আমরা শরৎ দেখিতে পাই।

বঙ্গার্থ। হে পরমেশ্বর! শুক্লবর্ণ দেবহিতকারী স্বর্গ্য তোমার চক্ষুরূপ উদয় হইয়া থাকে। আমরা তোমার রূপায় যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত আমাদের চক্ষু, কর্ণ, বাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সতেজ থাকে, আমরা যেন শতবর্ষ পর্য্যন্ত অদীন থাকি। আমরা শতবর্ষের পরেও যেন জীবিত থাকি।

(শান্তিকাম ব্যক্তি প্রত্যহ শান্তিপূর্ব পাঠ করিলে শান্তি লাভ কবিবেন। জগতে শান্তি ভিন্ন সুখ নাই। শান্তিই সুখ, সুখই শান্তি যে ব্যক্তি বহির্জগৎ শান্তিময় দেখিতে পাবেন তাহার অন্তর্জগৎ ও শান্তিময়। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য করে। যে ব্যক্তি পৃথিবী, আকাশ, মেঘ, বায়ু, স্বর্ষ্য, চন্দ্র, নদী, হ্রদ, পর্বত, ওষধি, বনস্পতি মনুষ্য, পশু, পক্ষী বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেই শান্তির রূপ দেখিতে পাবেন, তাহার অন্তঃকরণের শান্তি না আসিয়াই পারে না। যাহার যেরূপ ভাবনা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি হয়। সুন্দরী রমণী দেখিয়া, ভক্ত কান্দিলেন। সুন্দরী ভাবিলেন, ভক্ত আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে, ভক্তের কিন্তু সেই সুন্দরী রমণীতে বিধাতার অপূর্বরূপ দেখিতেছেন মাত্র। প্রত্যেক বস্তুতেই জড়-ভাব ও আধ্যাত্মিকভাব ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে। তুমি জড়ের দিকে চিত্ত ধাবিত কর, ক্রমে জড়ে পরিণত হইবে, আধ্যাত্মিক-ভাবের দিকে মন লগ, তোমার জড়ভাব তিবোহিত হওয়ায় দেবতায় পরিণত হইবে।

জগতে সর্বত্র শান্তি অনুসন্ধান কর, ঋষিদিগের
 তায় শান্তির জন্ম উদ্ভব হও, শান্তিদেবী
 তোমাকে অবশ্য অনুগ্রহ করিবেন, ইংরাজিতে
 বাহাকে “harmony” বলে, তাহা দেখিতে
 পাইবে, আপনাকে ঠিক করিতে পারিলেই, উহা
 সর্বত্র দৃষ্ট হইবে। যতদিন নিজে ঠিক না হইবে,
 ততদিন চতুর্দিক হইতে “discord” আসিয়া
 তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। “harmony”
 কে শান্তি বলা যায়, আর “discord” কে
 অশান্তি বলে। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রই
 “harmony” বিরাজ কবে, তুমি অজ্ঞান অন্ধ
 বলিয়া কিন্তু “discord” সৃষ্টি কর। ঋষিবা
 এই “harmony” উপলব্ধি করার বহুবিধ

উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের
 হৃদয়-প্রসূত চিন্তাশ্রোতে তোমার শরীর
 একবার ভাসাইয়া দেও, তুমিও সেই অপার
 শান্তিমাগরে উপস্থিত হইতে পারিবে, যে স্থলে
 উপস্থিত হইলে তুমি আর অশান্তি দেখিতে
 পারিবে না।

হে শান্তিদেবি! কি রোগে, কি শোকে,
 কি সুখে, কি দুখে, আমরা যেন কোন অব-
 স্থাতেই তোমার আনন্দময়মূর্তি বিস্মৃত না
 হই। তুমিই যেন আমাদের জীবনের এক-
 মাত্র লক্ষ্য হও। তুমি যেন সর্বত্র বিরাজ কর,
 তোমা হইতে যেন কেহই বিচ্ছিন্ন না হয়। ওঁ
 শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।)

পুরুষসূক্ত

নারায়ণো নাম ঋষিঃ পুরুষো দেবতা ।

অনুষ্টিপু ও ত্রিষ্টিপুচ্ছন্দঃ ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃদ্ধাত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলং ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ । সহস্র শীর্ষা । পুরুষঃ । সহস্রাক্ষঃ ।

সহস্রপাং । সঃ । ভূমিং । বিশ্বতঃ । বৃদ্ধা । অত্য-
 তিষ্ঠৎ । দশাঙ্গুলং ।

(১) সহস্র শীর্ষা—অনন্ত শিরবৃত্ত। সহস্র
 শব্দের উপলক্ষণদ্বারা অনন্ত অর্থে ব্যবহৃত হই-
 য়াছে। “সহস্র শব্দত্র উপলক্ষণত্বাদনৈন্তঃ
 শিরোভিযুক্ত ইত্যর্থঃ” সায়নঃ “সহস্র শব্দ”
 বহুবচীমহীধরঃ। সর্বপ্রাণিসমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ড-
 দেহ যে বিরাট পুরুষ এই স্থলে তাহার কথা
 বলা হইতেছে। শির শব্দের স্থানে শীর্ষন্
 আদেশ। শির শব্দের উপলক্ষণদ্বারা সর্বাংগবকে
 বুঝাইতেছে। অর্থাৎ মস্তক এবং অস্ত্রাণ্ড অবয়ব
 সম্পন্ন।

(২) সহস্রাক্ষঃ—অনন্তচক্ষুবৃত্ত। পূর্বের

তায় সহস্র শব্দে অনন্ত বুঝাইবে। অক্ষিশব্দদ্বারা
 কর্ণাদি অস্ত্রাণ্ড জ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝাইবে।

(৩) সহস্রপাং—অনন্তপাদবৃত্ত। পাদশব্দ-
 দ্বারা হস্তাদি অস্ত্রাণ্ড কর্ণেন্দ্রিয়ও বুঝাইবে।

(৪) সঃ—সেই।

(৫) পুরুষঃ—পিপর্তি পূরণতি বলং যঃ, পুং
 শেতে য ইতি বা যিনি বল পূরণ করেন অথবা
 হৃদয়মন্দিরে অবস্থান করেন।

(৬) ভূমিং—ব্রহ্মাণ্ড গোলকরূপাং—বিশ্ব
 জগৎ (সায়ন) ভূমি শব্দে ভূতাপলক্ষকঃ পঞ্চ-
 ভূতানি ব্যাপ্য পঞ্চভূত।

(৭) বিশ্বতঃ—উর্দ্ধে, নিম্নে সর্বত্র যজুর্বেদে
 “সর্বতো” পাঠ আছে।

(৮) বৃদ্ধা—পরিবেষ্টা—বাপ্ত করিয়া (যজু-
 র্বেদে “স্পৃহা” পাঠ আছে।

(৯) দশাঙ্গুলং—ব্রহ্মাণ্ড বহির্দেশঃ অনন্ত-

মপারমিতার্থঃ। অথবা নাভেকপরিদশাঙ্গুলং
হৃদয়ং ব্রহ্মাণ্ড বহির্দেশ অথবা নাভি হইতে
দশাঙ্গুল ব্যবধান হৃদয়।

(১০) অত্যন্তিষ্ঠং—অতিক্রম্যাবস্থিত। অব-
স্থিত আছেন। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই যে সেই
বিরাটরূপী পুরুষের অংশ, এই স্বক্কে তাহাই
বলা হইতেছে।

অনন্ত শির (অবয়ব) যুক্ত, অনন্ত চক্ষু
(জ্ঞানেন্দ্রিয়) যুক্ত, অনন্ত পাদ (কর্মেন্দ্রিয়)
যুক্ত, বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন,
এবং তিনি মানবের নাভিপ্রদেশ হইতে দশা-
ঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অব-
স্থিত করিতেছেন।

পুরুষ এবদং সর্বং যদ্বতং যচ্চ ভব্যং।

উতামৃতত্বস্তশানো যদগ্নেনাতিবোহতি ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। পুরুষ। এব। ইদং সর্বং। যৎ।

ভূতং। যৎ। চ। ভব্যং। উত। অমৃতত্বস্ত।

ঈশানঃ। অগ্নেন। অতিবোহতি।

(১) পুরুষঃ—পুরুষ। পূর্ক্বে শ্লোক দেখ।

(২) এব—ই। এই পুরুষই।

(৩) ইদং—এই।

(৪) সর্বং—সর্ব।

(৫) যৎ—যাহা।

(৬) ভূতং—অতীত জগৎ।

(৭) যৎ—যাহা।

(৮) চ—ও।

(৯) ভব্যং—ভবিষ্যৎ জগৎ।

(১০) উত—অপি।

(১১) অমৃতত্বস্ত—অমরগুণস্বত্বস্ত কৈবল্যস্ত।

অমৃতত্বের অর্থাৎ মোক্ষের।

(১২) ঈশানঃ—স্বামী।

(১৩) যৎ—যাহা। কিম্বা যাহা হইতে দ্বিতীয়া
বা পঞ্চমী।

(১৪) অগ্নেন—অগ্নি দ্বারা।

(১৫) অতিবোহতি—উৎপদ্যতে। যাহা উৎ-
পন্ন হয়। বা কারণবস্থামতিক্রম্য পরিদৃশ্যমানং
জগদবস্থাং প্রাপ্নোতি অথবা পরম পুরুষ স্বীয়
কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ
রূপ কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হন।

অর্থঃ। যদিৎ ভূতং যচ্চ ভব্যং তৎ সর্বং
পুরুষ এব। সঃ পুরুষ উত অমৃতত্ব ঈশানঃ
কিঞ্চ যদগ্নেনাতিবোহতি তস্ত সর্বস্ত চেশানঃ।
যদা যদ্বাদগ্নেন অতিবোহতি তদ্ব্যং পুরুষ এব।

অনুবাদ। এই বিশ্ব জগতে যাহা কিছু
হইয়াছে ও হইবে তৎ সমস্তই এই পুরুষ, ইনি
মোক্ষের অধিপতি, এবং ব্রহ্মাদি স্তব্ধ পর্যন্ত
বাবৎ জীব, যাহা অগ্নি অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর দ্বারা
পরিবর্জিত হয়, ইনি তৎ সমুদায়ের অধিপতি।
অথবা যে পুরুষ ভোগ্যমেন্দ্র দ্বারা কারণ অবস্থা
পরিত্যাগ করিয়া জগদবস্থা প্রাপ্ত হন।

এতাবানন্ত মহিমাতে জ্যাগাংস পুরুষঃ।

পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। এতাবান্। অস্ত। মহিমা।
অতঃ। জ্যাগান্। চ। পুরুষঃ। পাদঃ। অস্ত।
মহিমা। বিশ্বা। ভূতানি। ত্রিপাৎ। অস্ত।
অমৃতং। দিবি।

(১) এতাবান্—এই সমুদায় অর্থাৎ ভূত
ভবিষ্যৎ বর্তমান তাবৎ বস্তুর।

(২) অস্ত—ইহার (পুরুষের)।

(৩) মহিমা—মহিমা।

(৪) অতঃ—এই মহিমা হইতে।

(৫) জ্যাগান্—অত্যন্ত অধিক।

(৬) পুরুষঃ—পুরুষের শ্লোক দেখ।

(৭) পাদঃ—অংশ অর্থাৎ চতুর্থাংশ।

(৮) অস্ত—ইহার।

(৯) বিশ্বা—সকল।

(১০) ভূতানি—প্রাণিসমূহ।

(১১) ত্রিপাৎ—পৃথিবী অন্তরীক ছালোক

ব্যাপী পরব্রহ্মের স্বরূপ ।

(১২) অস্ত্র—ইহার (পুরুষের) ।

(১৩) অমৃতং—বিনাশ রহিতং সৎ । ত্রিপাত-
স্বরূপ অমৃত ।

(১৪) দিবি—দ্যোতনাত্মকে স্বপ্রকাশে
স্বরূপে ।

অর্থঃ । এতাবানস্ত মহিমা পুরুষোহতো
(মহিঃ) জ্ঞানান্ বিশ্বা ভূতানি অস্ত্র পাদঃ
অস্ত্র ত্রিপাৎ অমৃতং দিবি ।

বঙ্গানুবাদ । এই সমুদায় তাঁহার মহিমা,
ইহা তাহার প্রকৃতস্বরূপ নহে । প্রকৃতপুরুষ
ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ । বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ
পরমপুরুষের অংশমাত্র কিন্তু ইহার ত্রিপাদ
স্বরূপ অমৃত অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও
ছালোকব্যাপী বিনাশরহিত স্বরূপ স্বীয়রূপেই
অবস্থিতি করিতেছেন ।

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্ত্রেহাভবৎ
পুনঃ । ততো বিশ্বঙব্যক্রমাৎ শাশনানশনে
অভি ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ । ত্রিপাৎ । উর্দ্ধ । উৎ । পুরুষঃ ।
পাদঃ । অস্ত্র । ইহ । অভবৎ । পুনঃ । ততঃ ।
বিশ্বঙ্ । বি । অক্রমাৎ । শাশনানশনে ।
অভি ।

(১) ত্রিপাৎ—পুরুষঃ, সংসার-স্পর্শ-রহিত
ব্রহ্ম স্বরূপঃ । সংসার স্পর্শ-রহিত ব্রহ্মস্বরূপ ।

- (২) উর্দ্ধ—অজ্ঞান কার্য্যে সংসার্যৎ বহির্ভূতঃ
সন, অজ্ঞান কার্য্যের উর্দ্ধে অর্থাৎ বহির্ভাগে ।
- (৩) উৎ ঐৎ উদৈৎ—উৎকর্ষণে স্থিতবান্ ।
বিশিষ্টরূপে থাকেন । (৪) পুরুষ—পুরুষের
শ্রোকে দেখ । (৫) পাদঃ—অংশ । (৬) অস্ত্র—
ইহার । (৭) ইহ—মায়ায়াং মায়া জগতে ।
- (৮) অভবৎ পুনঃ—সৃষ্টি সংহারাত্যাং পুনঃ পুনঃ-
রাগচ্ছতি । সৃষ্টি এবং সংহারের জন্ত পুনঃ পুনঃ
আগমন করেন । (৯) ততঃ—মায়ায়ামাগত্যা-

নস্তরং । মায়াজগতে আগমনানন্তর । (১০)

বিশ্বঙ—দেবতীর্থগাদিরূপেণ বিবিধঃ সন । দেব

এবং ইতর প্রাণিরূপে বিবিধ প্রকার হইয়া ।

(১১) ব্যক্রমাৎ ব্যাপ্তবান্—ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন ।

(১২) শাশনানশনে—অশনেন সহ বর্তমানং

শাশনং চেতন প্রাণিজাতং । অর্থাৎ যাবৎ চেতন

পদার্থ । অনশনং । তৎ রহিতং অর্থাৎ অচেতন

পদার্থ । শাশনঞ্চ অনশনঞ্চ শাশনানশনে অর্থাৎ

চেতনাচেতন পদার্থ । (১৩) অভিলক্ষ্য । অর্থাৎ

চেতনাচেতন উভয় পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া ।

অর্থঃ । ত্রিপাৎ পুরুষঃ উর্দ্ধ উদৈৎ অস্ত্র

পাদ পুনঃ ইহ অভবৎ ততঃ শাশনানশনে অভি-

বিশ্বঙ ব্যক্রমাৎ ।

বঙ্গানুবাদ । ত্রিপাদ পুরুষ অজ্ঞানময় সংসা-

রের বহির্ভাগে বাস করেন, কিন্তু তাঁহার অংশ

সৃষ্টিস্থিতি সংহারহতুক মায়াজগতে পুনঃ পুনঃ

আবির্ভাব হয় । মায়াজগতে আগমনানন্তর

তিনি বহুবিশ্বরূপ ধারণ করিয়া চেতনাচেতন

তাবৎ পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন ।

তস্মাদিরাড়জায়ত বিরাজে অধিপুরুষঃ ।

স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো

পুনঃ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ । তস্মাৎ । বিরাট্ । অজায়ত ।

বিরাজঃ । অধি পুরুষঃ । স । জাতঃ । অতি ।

অরিচ্যত । পশ্চাৎ । ভূমিং । অথো । ইতি ।

পুনঃ ।

(১) তস্মাৎ—আদি পুরুষাৎ । সেই আদি

পুরুষ হইতে । (২) বিরাট্—াববিধানি রাজস্তে

বস্ত্তজ্ঞেতি বিরাট্ তাবৎ বস্ত্ততে বিবিধ হইয়া

বিরাজ করে, এই অর্থে বিরাট্ । অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড

দেহ । (৩) অজায়ত—জন্মিয়াছিলেন । (৪) বিরাজঃ

অধি—বিরাট্ দেহকে আশ্রয় করিয়া । (৫)

পুরুষঃ—দেহাভিমানী পুরুষ । (৬) সঃ জাতঃ—

তিনি জন্মিয়া । (৭) অত্যরিচ্যতে—দেবতীর্থায়ত্ত-

ষাধিক্রমোহত্বং। দেহাভিমানী পুরুষ দেবতা
তির্য্যগুম্ভায়াদি নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

(৮) পশ্চাৎ—অনন্তরং। (৯) ভূমিং—ভৌতিক
পদার্থ অর্থাৎ পঞ্চভূত। (১০) অথো—অনন্তরং।

(১১) পুরঃ—শরীরাদি—পূর্ণ্যস্তে সপ্তভির্দাতু-
ভিরিতি, সপ্তদাতু অর্থাৎ শোণিত, মাংস, মেদ,
মায়ু, অস্থি, মজ্জা, শুক্রদ্বারা পূর্ণ হয় যাহা,
এমত শরীর।

অথঃ। তস্মাৎ বিরাট্ অজায়ত পুরুষঃ
বিরাটজোহৃষি, সঃ জাতঃ সন্ অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ
ভূমিং সসর্জ অথ ভূমেঃ স্ঠানন্তরং পুংঃ জীবানাং
শরীরাদি সসর্জ।

বক্ষ্যহুবাদ। সেই নিরাকার পরম পুরুষ
হইতে বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাওরূপ দেহ উৎপন্ন
হইল এবং সেই বিরাট দেহের উপরে অর্থাৎ
বিরাট দেহ আশ্রয় করিয়া দেহাভিমানী পুরুষ
জন্মিলেন। সর্ব বৈদান্তবৈদ্য পরমাত্মা মায়াদ্বারা
বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে
প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাওভিমানী জীব হইলেন।
তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন তখন দেবতা
মুম্বায়াদি বিবিধরূপ ধারণ করিলেন এবং পঞ্চ-
ভূত ও জীব শরীরাদি সৃষ্টি হইল।

যং পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতম্বত।

বসন্তো অগ্রাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধঃ শরদ্ধবিঃ॥

পদপাঠঃ। যং। পুরুষেণ। হবিষা। দেবা।
যজ্ঞঃ। অতম্বত। বসন্তঃ। অগ্র। অসীৎ।
আজ্যং। গ্রীষ্মঃ। ইধঃ। শরৎ। হবিঃ।

(১) যং—যদা। (২) পুরুষেণ—দেহাভিমানী
পুরুষের দ্বারা। (৩) হবিষা—পুরুষরূপ ঘূতের
দ্বারা। (৪) দেবা—পূর্বোক্ত উৎপন্ন দেবতারা।
(৫) যজ্ঞঃ—মানসযজ্ঞঃ। (৬) অতম্বত—সম্পা-
দন করিয়াছিলেন। (৭) বসন্তঃ—বসন্ত ঋতু।
(৮) অগ্র—এই যজ্ঞের। (৯) অসীৎ—হইয়া-
ছিল। (১০) আজ্যং—ঘৃতাদি যে সমস্ত পদার্থ

দ্বারা আহুতি দেওয়া যায়। (১১) গ্রীষ্মঃ—গ্রীষ্ম
ঋতু। (১২) ইধঃ—যজ্ঞীয় কাষ্ঠ। (১৩) শরৎ—
শবৎ ঋতু। (১৪) হবিঃ—ঘৃত।

অথঃ। দেবা পুরুষেণ হবিষা যদা যজ্ঞঃ
অতম্বত অগ্র যজ্ঞন্ত বসন্তঃ আজ্যমাসীৎ গ্রীষ্ম
ইধঃ শরৎ হাবাসীৎ।

বক্ষ্যহুবাদ। পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন
দেবতারা যখন এই দেহাভিমানী পুরুষকে হবি-
ষরূপ করিয়া সেই পরম পুরুষের মানসযজ্ঞ
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাওরূপ দেহাভিমানী
পুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার আদি
পুরুষের আরাধনা করিয়াছিলেন, তখন বসন্ত
ঋতু তাঁহাদের পূণ্যোপকরণের আজ্যরূপ, গ্রীষ্ম
কাষ্ঠরূপ এবং শরৎ হবিষরূপ হইয়াছিল।

নিরাকার পরম পুরুষের ধারণা অসম্ভব
বলিয়া বিরাট দেহাভিমানী পুরুষকে আশ্রয়
করিয়া পবনাদ্বারা আরাধনা করা হইতেছে।
কিঞ্চিৎ নিম্নেই দৃষ্ট হইবে, দেহাভিমানী পুরুষকে
পশুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাহাকে
বধ করা হইতেছে, অত্র স্থলে পুরুষকে হবি-
ষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অহং ভাব পরি-
তাগ না করিলে জীবের মূর্তি হয় না এইজন্ত
দেহাভিমানী পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাকে হবি-
ষরূপে দগ্ধ করা হইতেছে, জীবাত্মার লগ্নেই
পবনাদ্বারা বিকাশ। গ্রীষ্ম ঋতুকে উষ্ণতাতিশয়া
হেতু কাষ্ঠরূপে কল্পনা করা হইয়াছে সুতরাং বসন্ত
এবং শবৎ ঋতুকে যজ্ঞের উপকরণরূপে কল্পনা
করা হইয়াছে।

তং যজ্ঞং বহিষি প্রোক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।

তেন দেবা অবজস্ত সাধ্যাঃ ঋষয়শ্চ যে॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। তং। যজ্ঞং। বহিষি। প্র।

ওক্ষন্। পুরুষম্। জাতম্। অগ্রতঃ। তেন।

দেবাঃ। অবজস্ত। সাধ্যাঃ। ঋষয়ঃ। চ। যে।

(১) তং—তাহাকে। (২) যজ্ঞং—যজ্ঞসাধন-

ভূতং—যজ্ঞসাধনোপযোগী । (৩) বহিষি—যজ্ঞে বৃহতে বর্জ্যে ইতি । যজ্ঞে মানসযজ্ঞে । (৪) প্রোক্ষন্—প্রোক্ষণাদিভিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতবস্তুঃ । জলসিঞ্চনাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কার করিয়া-
ছিলেন । (৫) পুরুষং—দেহাভিমানী পুরুষঃ । দেহাভিমানবিশিষ্ট পুরুষ । (৬) জাতসগ্রতঃ—
সৃষ্টেঃ পূর্বে জাতং প্রাপ্তকৃত্যং পুরুষঃ । (৭) তেন—
পুরুষেণ । (৮) দেবাঃ—দেবতারা । (৯) অয-
জন্ত—পুরুষকপেণ পশুনা মানসবাগং নিষ্পাদিত-
বস্তুঃ । পুরুষরূপ পশুদ্বারা মানসযজ্ঞ নিষ্পাদন
করিয়াছিলেন । (১০) সাধ্যাঃ সৃষ্টিসাধন যোগ্যাঃ ।
সৃষ্টিসাধনে সমর্থ । (১১) ঋষয়ঃ—ঋষি
প্রাপ্নোতি সর্কান্ মন্বান্ জ্ঞানেন পশুতি সংসার-
পারং বা ইতি । যাহারা সর্প মন্থ প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন, কিম্বা জ্ঞানের দ্বারা সংসারের তত্ত্ব অবগত
হইয়াছেন ।

অন্থয়ঃ । দেবাঃ তং অগ্রতং জাতং যজ্ঞং
পুরুষং বহিষি প্রোক্ষন্ তেন তে অযজন্ত, কে
দেবাঃ ? যে সাধ্যাঃ ঋষয়ঃ ।

সৃষ্টিসাধনসমর্থ এবং তত্ত্বজ্ঞানী দেবতারা
সেই অগ্রজাত দেহাভিমানী যজ্ঞীয় পুরুষকে
মানসযজ্ঞে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে
অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিয়া-
ছিলেন ।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্কহতঃ সংভূতং পৃথদাজ্যং ।

পশুস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮॥

পদপাঠঃ । তস্মাৎ । যজ্ঞাৎ । সর্কহতঃ ।

সম্ । ভূতং । পৃথং । আজ্যং । পশুন্ । তান্ ।
চক্রে । বায়ব্যান্ । আরণ্যান্ । গ্রাম্যাঃ । চ । যে ।

(১) তস্মাৎ—মানস যজ্ঞাৎ । সেই মানস যজ্ঞ
হইতে । (২) যজ্ঞাৎ—যজ্ঞ হইতে । (৩) সর্ক-
হতঃ—সর্কাত্মকঃ পুরুষো যস্মিন্ যজ্ঞে হুয়তে
সর্কাত্মকঃ পুরুষকে যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া
হইয়াছে । (৪) সংভূতং—সম্পাদিতং তেন

পুরুষেণ । পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল । (৫)
পৃথদাজ্যং—দধি মিশ্রমাজ্যং । দধিমিশ্রিত আজ্য ।
(৬) পশুন্—পশু । (৭) তান্—তাহাদিগকে ।
(৮) চক্রে—উৎপাদন করিয়াছিলেন । (৯) বায়-
ব্যান্—বায়ু দেবতাকান্ । বায়ু হইয়াছেন
দেবতা যাদেব বায়ু অন্তরীক্ষের অধিপতি,
পশুগণ গৃহে বাস না করিয়া অনাহৃত স্থানে
ভ্রমণ কবিস্বার সময় বায়ুই তাহাদিগের রক্ষক ।
“বায়বস্থ দেবো বঃ” ইতি যজুর্বেদঃ । (১০) আর-
ণ্যান্—হরিণ প্রভৃতি অরণ্যবাসী জন্তু । (১১)
গ্রাম্যান্—গো প্রভৃতি গ্রামবাসী জন্তু ।

অন্থয়ঃ । তস্মাৎ সর্কহত যজ্ঞাৎ পৃথদাজ্যং
সংভূতং তেন পুরুষেণ ইতি শেষঃ । স পুরুষঃ
তান্ বায়ব্যান্ । পশুন্ চক্রে তান্ কান্ যে
আরণ্যাঃ গ্রাম্যাশ্চ ।

বঙ্গানুবাদ । সেই সর্কহত যজ্ঞ হইতে দধি-
যুক্ত আজ্য সৃষ্ট হইয়াছিল । সেই পরম পুরুষ
ঐ যজ্ঞ হইতে গ্রামা ও বন্য বায়ব্য পশু সৃষ্টি
করিয়াছিলেন ।

তস্মাদাজ্যং সর্কহত ঋচঃ স্যামানি জজিরে ।

ছন্দাংসি জজিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯॥

পদপাঠঃ । তস্মাৎ । যজ্ঞাৎ । সর্কহতঃ ।

ঋচঃ । স্যামানি । যজিরে । ছন্দাংসি । জজিরে ।
তস্মাৎ । যজুঃ । তস্মাৎ । অজায়ত ।

বঙ্গানুবাদ । সেই সর্কহত যজ্ঞ হইতে ঋক
মন্ত্র এবং সাম মন্ত্র গায়ত্রীাদি ছন্দ, এবং যজুর্মন্ত্র
উৎপন্ন হইয়াছে ।

ঋক বলিলে বেদের পদ্যময় অংশ বুঝায় ।

সাম বলিলে গেয় অংশকে বুঝায় এবং যজুঃ
বলিলে যজ্ঞ ব্যবহৃত অংশকে বুঝায় ।

তস্মাদাশ্বা অজায়ন্ত যে কে চো ভিন্নাদিতঃ ।

গাবোহজজিরে তস্মাদাশ্বাজাত অজাবয়ঃ ॥১০॥

পদপাঠঃ । তস্মাৎ । অশ্বাঃ । অজায়ন্ত । যে ।

কে। চ। উভয়াদতঃ। গাং। ২। জঞ্জিরে।
তন্মাং। জাতাঃ। অভাবয়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। সেই যজ্ঞ হইতে ঘোটক,
অত্যাভ দন্তপংক্তিধারী পশুগণ গাভী, ছাগ ও
মেঘগণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

যং পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।

মুখং কিমন্ত কো বাহু কা উরু পাদো উচ্যতে ॥১১॥

পদপাঠঃ। যং। পুরুষং। বি। অদধুঃ।
কতিধা। বি। অকল্পয়ন্। মুখং। কিম্। অন্ত।
কো। বাহু। কো। উরু। পাদো উচ্যতে ইতি।

(১) যং—যদা। (২) পুরুষং—দেহাভিমাত্রী
পুরুষকে। (৩) ব্যদধুঃ—সংকল্পিতবস্তুঃ। মানস
যজ্ঞে পুরুষকে যে পশুরূপে সংকল্প করা হইয়া-
ছিল। (৪) কতিধা—কতিভিঃ প্রকারৈঃ। কয়
প্রকার। (৫) ব্যকল্পয়ন্—বিবিধং কল্পিতবস্তুঃ।
কল্পনা করিয়াছিলেন। (৬) মুখং—মুখ। (৭)
কিম্—কোনটা। (৮) অন্ত—ঐ পুরুষের। (৯)
কো—কোন কোনটা। (১০) বাহু—বাহুদ্বয়।
(১১) কো উরু—কোনটা উরুদ্বয়। (১২)
পাদো উচ্যতে—কোন অংশটা পাদরূপে
কথিত হয়।

অর্থঃ। যদা পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্প-
য়ন্। কিমন্ত মুখং কো বাহু কো উরু পাদো
উচ্যতে আন্তামিত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমাত্রী পুরুষকে যখন
যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছিল,
তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপে কল্পনা
করা হইয়াছিল। কোন অংশকে মুখ, কোন
অংশকে বাহু, কোন অংশকে উরু, কোন
অংশকে পাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।
বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই বিরাটপুরুষের অংশ-
মাত্র, এবং সেই বিরাটপুরুষকে দেহবিশিষ্ট
কল্পনা করিয়া বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে সেই বিরাট
পুরুষের মণ্ডক হইতে পাদ পর্য্যন্ত কোন না

কোন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। নিজের
কয়েক শ্লোক পাঠ করিলে ইহা উপলব্ধি
হইবে।

বাক্যগোহন্ত মুখমাসীদ্ধাহু রাজন্তঃ কৃতঃ।

উরু তদন্ত যদৈশ্চঃ পদ্মাং শূদ্রোহজায়ত ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। ব্রাহ্মণঃ। অন্ত। মুখং। আসীৎ।
বাহু। রাজন্তঃ। কৃতঃ। উরু। তৎ। অন্ত। যৎ।
বৈশ্বঃ। পদ্মাং শূদ্রঃ অজায়ত।

(১) ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শমদমাদিশুণ-
সম্পন্ন সাম্বিক ব্যক্তি। (২) অন্ত—বিরাট
পুরুষের। (৩) মুখং—মুখ। (৪) আসীৎ—হইয়া-
ছিল অর্থাৎ বর্ণনা করা হইয়াছিল। (৫) বাহু—
বাহুদ্বয়। (৬) রাজন্তঃ—মুকাদি কার্যে নিযুক্ত
রজগুণ প্রধান মানব। (৭) কৃতঃ—অর্থাৎ
কল্পনা করা হইয়াছিল। (৮) উরু—উরুদ্বয়।
(৯) তৎ—তাং, সেই। (১০) অন্ত—ইহার
অর্থাৎ পুরুষের। (১১) যৎ—বাহা। (১২) বৈশ্ব—
কৃষিবাণিজ্যাদিভাবে অর্থোপার্জনে নিযুক্ত, তম
রজগুণ প্রধান ব্যক্তি। (১৩) পদ্মাং—পদ হইতে।
(১৪) শূদ্রঃ—বেদ পরিত্যাগী তমগুণ প্রধান
ব্যক্তি। (১৫) অজায়ত—উৎপন্ন হইয়াছিল।

অর্থঃ। ব্রাহ্মণঃ অন্ত পুরুষস্ত মুখমাসীৎ
বাজন্তঃ অন্ত পুরুষস্ত বাহু কৃতঃ কল্পিতঃ।
যদৈশ্চঃ তদন্ত পুরুষস্ত উরু কল্পিতঃ। শূদ্র
পদ্মাং অজায়ত। শূদ্রঃ পাদরূপেণ কল্পিত
ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে
কল্পনা করা হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কে বাহুরূপ
কল্পনা করা হইয়াছিল। বৈশ্বকে উরুরূপ
কল্পনা করা হইয়াছিল। শূদ্রকে পদরূপে কল্পনা
করা হইয়াছিল।

১১ দশ শ্লোকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। যং
পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমন্ত
কো বাহু কা উরু পাদো উচ্যতে।

১২ দশ ঋকে উহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদ্ধাঙ্ক রাজ্ঞঃ কৃতঃ।

উরু তদস্ত বদৈশ্চঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

তৎপরে ১৪ শ ঋক্ পর্যন্ত “কতিধা ব্যকল্পয়ন্” প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১২শ ঋকে ইহা বলা হইতেছে না। যে মুখ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, কিন্তু বলা হইতেছে যে ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও মুখের অস্তিত্ব-কাল লইলে, ব্রাহ্মণের অস্তিত্বকাল পূর্বে আইসে। যদি বলা যায় যে স্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহা-হইলে যেমন স্বর্ণের অস্তিত্ব পূর্বে এবং অলঙ্কারের অস্তিত্ব পরে হুচিত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল বলিলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্বে এবং মুখের অস্তিত্ব পরে হুচিত হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণ মুখমাসীৎ শব্দের অর্থ ইহা নয় যে “ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে ‘ব্রাহ্মণকে মুখস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। বাহু দ্বিবাচন এবং কৃত একবাচন, সুতরাং কৃতির সহিত বাহু বাঞ্ছনা হইতে পারে না, রাজ্ঞেব সহিত উহার অর্থ হইবে। অর্থাৎ রাজ্ঞকে বাহুদ্বয় করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা নয় যে বাহুদ্বয়কে রাজ্ঞ করা হইয়াছিল। তৎপরে “উরু তদস্ত বদৈশ্চঃ” ইহার অর্থ এই যে বৈশ্বকে উরুদ্বয় করা হইয়াছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব পুরুষের মুখ, বাহু ও উরু কল্পিত হইয়াছিল কিন্তু শূদ্র সম্বন্ধে স্পষ্ট রহিয়াছে যে “পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত,” অর্থাৎ পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব মুখ বাহু ও উরু হইতে হইয়াছে কল্পনামাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, অজায়ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের পদ হইতে উৎপত্তি কল্পনা ব্যতীত অল্প কোনরূপ গ্রহণ করা ভ্রান্তিসিদ্ধ হয় না।

এই বিষয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত সত্যব্রতসাম-

শ্রী .বাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিয়ে দিলাম। তিনি বলেন “পূর্ক্স মন্ত্রে কোন বস্তুই বা পাদদ্বয়রূপে কথিত হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন থাকায় এবং এই মন্ত্রে আদিম ভাগত্রে ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রেই মুখাদিরূপে কল্পনীয় ক্ষুটোক্তি থাকায় এই শেষভাগে অর্থাৎ পাদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এই অংশটুকুর ও ঐ অমুসারে ব্যাখ্যা কর্তব্য সুতরাং শূদ্রজাতিই তাঁহার পদদ্বয়রূপে কল্পিত হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ বৃত্তিতে হইবে। এস্থলে আরও বিবেচনীয় যে প্রশ্ন মন্ত্রে প্রথমই মোটামুটি প্রশ্ন আছে, যে যাহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান করা হইল, তিনি কি প্রকারে কল্পিত হইলেন, অর্থাৎ তিনিও বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিগণ শরীরী বলিয়া কল্পনা করেন, সুতরাং কোন বস্তু দ্বারা কোন অঙ্গ কল্পিত হয় ইহাই জিজ্ঞাস্য ও এই প্রশ্নের উত্তরে অমুক বস্তু অমুক অঙ্গ কল্পনীয় ইহাই স্পষ্টত উত্তর, অতএব ঐদৃশস্থলে এইরূপ অর্থ করা কর্তব্য।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।

মুখাদিন্দ্রশ্চান্ধিশ্চ প্রাণাদায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। চন্দ্রমা। মনসঃ। জাতঃ।

চক্ষোঃ। সূর্য্যঃ। অজায়ত। মুখাৎ। ইন্দ্রঃ। চ।

অগ্নিঃ। চ। প্রাণাৎ। বায়ুঃ। অজায়ত।

চন্দ্র মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ চন্দ্রকে বিরাটপুরুষের মনস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, ইদ্র্যকে চক্ষুরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, ইন্দ্র ও অগ্নিকে মুখস্বরূপ কল্পনা হইয়াছিল, বায়ুকে সেই বিরাটপুরুষের প্রাণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষঃ শীর্কো দ্যৌঃ সমবর্তত।

পদ্ভ্যাং ভূমিদিশঃ শ্রোত্রাস্তথা লোকানল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। নাভ্যাঃ। আসীৎ। অন্তরীক্ষঃ।

শীর্ষঃ । দ্যৌঃ । সম্ । অবৰ্ত্তত । পভ্যাং । ভূমিঃ ।
দিশঃ । শ্রোত্রাং । তথা । লোকান্ । অকল্পয়ন্ ।

বঙ্গানুবাদ । নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন
হইয়াছিল, অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে বিরাটপুরুষের
নাভিস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল । দ্যৌঃ অর্থাৎ
স্বর্গকে মস্তকরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল,
ভূমিকে পাদরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, লোক
অর্থাৎ ভুবন সকল (লোকাঙ্শ্বে কর্মক্ষণানি যত্র)
এবং দিক সকলকে কর্ণস্বরূপ কল্পনা করা
হইয়াছিল । ৩২, ০৪০

সপ্তাস্ত্রাসন্ পরিধয়ঃ । সপ্তসমিধকৃতাঃ ।

দেব যদযজ্ঞং তন্মান অবগম পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ । সপ্ত । তত্ত্ব । আসন্ । পরিধয়ঃ ।

ত্রিঃ । সপ্ত । সমিধঃ । কৃতাঃ । দেবাঃ । যৎ ।
যজ্ঞম্ । তন্মানঃ । অবগম্ । পুরুষম্ । পশুম্ ।

(১) সপ্ত—সাত । (২) অস্ত্র—এই মানস
যজ্ঞের । (৩) আসন্—ছিল । (৪) পরিধয়ঃ—
পরিধি, গায়ত্রি আদি সপ্ত ছন্দ পরিধিস্বরূপ
হইয়াছিল । ঐষ্টিকস্তাহবনীয়স্ত্র ত্রয়ঃ পরিধয়ঃ
ঔত্তরবেদিকাঃ ত্রয়ঃ আদিত্য সপ্তমঃ পরিধিঃ
অথবা ক্ষীর সমুদ্রাদি সপ্তসমুদ্র এই যজ্ঞের পরিধি-
স্বরূপ হইয়াছিল । (৫) ত্রিঃ সপ্ত—ত্রিগুণ সপ্ত
অর্থাৎ একবিংশতি সংখ্যক । (৬) সমিধঃ—
যজ্ঞ কাষ্ঠ দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু তিন লোক এবং
আদিত্য এই একবিংশ নানীয় যজ্ঞীয় কাষ্ঠ—
অথবা গায়ত্রি আদি সপ্ত ছন্দ, অতি জগতী-
ত্যাদি সপ্ত ছন্দ কৃত্যাদি সপ্তছন্দ । (৭) কৃতাঃ—
করা হইয়াছিল, কল্পিত হইয়াছিল । (৮) দেবাঃ—
দেবতারা । (৯) যৎ—যদা—যখন । (১০) যজ্ঞম্—
যজ্ঞ, মানসযজ্ঞ । (১১) তন্মানঃ—মানস যজ্ঞঃ
কুর্মাণাঃ । (১২) অবগম্—বন্ধন করিয়াছিলেন ।
বিরাটপুরুষমেব পশুত্বেন ভাবিতবন্তঃ । বিরাট
পুরুষকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন ।
(১৩) পুরুষং পশুম্—পুরুষরূপ পশুকে ।

অবয়ঃ । দেবা যদা যজ্ঞং তন্মান পুরুষং
পশুমবগম, তদা অস্ত্র সপ্ত পরিধয়ঃ আসন্,
ত্রিসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ ।

বঙ্গানুবাদ । দেবতারা যখন যজ্ঞসম্পাদন
কালে পুরুষ পশুকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ
মানসিক যজ্ঞসম্পাদনকালে দেহাভিমানে পুরুষ
দেবকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, তখন
গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দকে ঐ যজ্ঞের সাতটি পরিধি
বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল, এবং দ্বাদশ মাস
পঞ্চ ঋতু, তিন লোক এবং আদিত্যকে ঐ
যজ্ঞের কাষ্ঠস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল ।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজ্ঞস্ত দেবাতানি ধর্ম্যাণি প্রথম-
মাসন্ । তেহ নাকং মহিমানঃ সচস্ত পূর্বে সাধ্যাঃ
সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

পদপাঠঃ । যজ্ঞেন । যজ্ঞম্ । অযজ্ঞস্ত ।
দেবাঃ । তানি । ধর্ম্যাণি । প্রথমানি । আসন্ ।
তে । হ । নাকন্ । মহিমানঃ । সচস্ত । যত্র ।
পূর্বে সাধ্যাঃ । সন্তি দেবাঃ ।

(১) যজ্ঞেন—মানসযজ্ঞ দ্বারা । (২) যজ্ঞম্—
যজ্ঞস্বরূপং প্রজাপতিমযজ্ঞস্ত, পূজিতবন্তঃ । মানস-
যজ্ঞ দ্বারা প্রজাপতির পূজা করিয়াছিলেন ।
(৩) অযজ্ঞস্ত—যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ।
(৪) দেবাঃ—দেবতারা । (৫) তানি—সেই
সমুদায় । (৬) ধর্ম্যাণি প্রথমানি আসন্ । ঐ
সমুদায় সর্ব প্রথম ধর্ম্যাজ্ঞান হইয়াছিল ।
(৭) তে—তাহারা । (৮) নাকম্—বিরাট প্রাপ্তি
রূপং স্বর্গং । বিরাট প্রাপ্তিরূপ স্বর্গ । (৯) মহি-
মানঃ—মহান্মানঃ মহাত্মা ব্যক্তিরা । (১০) সচস্ত—
প্রাপ্তবন্তি—প্রাপ্ত হন । (১১) যত্র—যে স্থলে ।
(১২) পূর্বে—পূর্বে । (১৩) সাধ্যাঃ—বিরাড়ু-
পাধিসাধকা, বিরাটপুরুষ উপাধি করিয়া বাহারা
উপাসনা করেন । (১৪) দেবাঃ—দেবতারা ।

অবয়ঃ । দেবাঃ যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজ্ঞস্ত তানি
প্রথমানি ধর্ম্যাণি আসন্, যত্র নাকে পূর্বে সাধ্যাঃ

দেবী: সন্তি তং নাকং মহিমানঃ সচস্তু । সৃষ্টে:
প্রবাহ নিত্যতাং দর্শয়তি ।

বঙ্গানুবাদ । দেবতারা যে মানসযজ্ঞ করিয়া
পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, উহাই প্রথম
ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূর্বে বিরাটপুরুষকে উপাধিস্বরূপ
করিয়া দেবতারা যে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন
অর্থাৎ বিরাটপুরুষ প্রাপ্তিরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, মহাত্মা উপাসকেরা সর্বদাই তাহা
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

পুরুষ সৃক্তের—কয়েকটি অনুবাক যজুর্বেদে
আছে, ঋগ্বেদে নাই, সামবেদে মাত্র পুরুষ
সৃক্তের ৫টি ঋক আছে । যজুর্বেদে ১৬টি ঋক
এবং ছয়টি অনুবাক আছে—ঐ কয়েকটি অনু-
বাকের ব্যাখ্যা এবং পুরুষ সৃক্তের উপর সম্পাদ
কের চিন্তা গবে প্রকাশিত হইবে ।

সনাতন-হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজ (আলোচনা ।)

ভারতবর্ষের বহুল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন
কোন সম্প্রদায় বা সমাজের নাম শুনিলেই দেশ-
হিতৈষী ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে এক প্রকার
বিক্রির সঞ্চার হয় । হওয়াও বিচিত্র নহে । যে
উন্নতি স্রোত ভাবতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে
অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে
আরম্ভ হইয়াছে, তাহার রোধাশঙ্কা হইলে কোন্
সমুদয় ব্যক্তি বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন ?
প্রবল ঋটিকান্তে ভাবতগগন শান্তভাব ধারণ
করিয়া যে অনুকূল পবন প্রেবণ করিতেছে,
তাহা বৃথা গুণ্ডগোলে উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা
হইলে, এরূপ বিরক্তি হওয়া স্বাভাবিক এবং
জায্য । কিন্তু জগতে মতভেদ অনিবার্য্য । ভিন্ন
ভিন্ন দেশ বা মহাদেশবাসীদিগের কথা দূরে
থাকুক, এক পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও
অনেক বিষয়ে মতভেদ না থাকিয়া যাইতে
পারে না । মতভেদ হইতে ক্রমে ক্রমে কার্য্য-
ক্ষেত্রে নানাবিধ ভেদ আসিয়া উপস্থিত হয় ।
ইহাও অনিবার্য্য । তবে কি ঐক্য অসম্ভব ?
ভেদের মধ্যে কি সাম্য থাকিতে পারে না ?
প্রকৃতি কি অনন্তকাল হইতে শিক্ষা দিবেছে না
যে ভেদের অভ্যন্তরে সাম্য অবস্থান করিতে
পারে ? যে দিক দৃষ্টিপাত করিবে সেই দিকেই
ভেদ দৃষ্ট হইবে, অথচ তাহার মধ্যে ঐক্য রহি-

য়াছে । তবে সমুদয় সমাজে বহুবিধ ভেদের মধ্যে
ঐক্য অসম্ভব হইবে কেন ? হিন্দু-সমাজেই বা
কেন ভেদের মধ্যে ঐক্য সংঘটিত হইতে
পারিবে না ? এক পরিবারের মধ্যে যেকপ ভিন্ন
ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রুচি হওয়া সত্ত্বেও ঐক্য
সংস্থাপন সম্ভব, তদ্রূপ সমাজস্থ বহুবিধ সম্প্র-
দায়ের মতভেদ সত্ত্বেও ঐক্য সংস্থাপন অসম্ভব
নহে । যেকপ এক পরিবারের মধ্যে যে সমুদায়
ভেদে পরিবার সমষ্টির কোন অহিত সংঘটিত না
হয়, পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ তৎসমুদায় ভেদের
উপর স্বেচ্ছাচারী বা উদাসীন হইয়া যে সমুদায়
ভেদের উপর উহার হিতাহিত নির্ভর করে
তৎসমুদায় বিষয়ে ঐক্য সংস্থাপন কর্তব্য বলিয়া
জ্ঞান করিয়া থাকেন, সমাজেও এরূপ সমাজ
সমষ্টির হিতাহিত ফলশ্রুত ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়-
গত ভেদের প্রতি স্বেচ্ছাচারী বা উদাসীন হইয়া,
সমাজ সমষ্টি হিতাহিত বিমিশ্রিত ভেদ স্থানে
ঐক্য সংস্থাপন করা কর্তব্য । হিন্দু-সমাজে
যেযোক্ত প্রকার ঐক্য সংস্থাপন করাই সনাতন
হিন্দু-ধর্ম্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ।

প্রাণধান করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে
যে যদি এক বা বহু ব্যক্তি সমাজের হিতাহিত
রহিত ভেদ সমুদায়ের প্রতি উদাসীন অবলম্বন
করিয়া সমাজের হিতাহিত বিমিশ্রিত বিষয়

সমুদায়ে একা সংস্থাপন করিতে সক্ষম করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়েন, তাহা হইলে একটি নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। সক্ষম করিয়া কোন একটা কার্য আরম্ভ করিলে, ঐ কার্যে বাঁহারা যোগ দেন বা সহানুভূতি দেখান তাহাদের লইয়া একটা নূতন দল, কালে যদি তাহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সজ্জ-দেগে কার্য করিতে থাকেন তাহাই হইলে তাহারা দেশের মধ্যে একটা প্রধান বা একমাত্র সম্প্রদায় হন। অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধু হইয়াও দেশে কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া অল্পবৃদ্ধ প্রণালী অবলম্বনে আশা ফলবতী হয় না। জগৎ পরি-বর্তনশীল। অদ্য যেটা অত্যাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কালক্রমে তাহা অনাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইবে। অদ্য যে প্রণালীটা প্রকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, দেশভেদে বা কালভেদে তাহা অপকৃষ্ট মধ্যে গণ্য হইতে পারে। অদ্য যেটা অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, জ্ঞানের পরিবর্তনের সহিত তাহা প্রমাদপরিপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য সমাজের ব্যক্তি-গত জ্ঞান সীমাবদ্ধ হইলেও, মনুষ্য সমাজের জ্ঞান অসীম। পূর্বে যাহা অপরিজ্ঞাত ছিল, এইক্ষণ তাহার মধ্যে অনেক বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হই-য়াছে। বর্তমান সময়ের জ্ঞানের সীমাও যে ভবি-ষ্যতে পরিবর্তিত হইবে তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সমুদায় বিষয় বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে যদি কোন সম্প্রদায় শাসনিক উদ্দেশ্য বা প্রণালীর সহিত অনন্তকালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রাখিতে চান, তাহার কালের হস্তে নিস্তার নাই। এবিধ কারণে অহিতকর সাম্প্রদায়িক ভাবশূন্য হইয়া এবং হিতাহিতশূন্য প্রভেদে ঔদা-সীল এবং হিতাহিত বিমিশ্রিতভেদে হিতকর একা সংস্থাপনে সচেষ্ট হইলে যদিচ হিন্দুধর্ম

সমাজের উন্নতি বর্ধক কোন নূতন সমাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইবে, তথ্যচ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী হইয়া কালের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া তাহারা অনন্তকাল পর্যন্ত জীবিত থাকার চেষ্টা করা কর্তব্য। কেবল একা হইলে চলিবে না' সমাজের অহিতকর কার্য কলাপেও লোকের একা হইতে পারে। একা স্থাপন করিবার সময় হিতকর একা স্থাপন করা আবশ্যক।

এইরূপ সমাজের আধুনিক এবং প্রাচীন শাস্ত্র এবং যুক্তির অনুবর্তী হইয়া হিতকর অনুষ্ঠানে রত এবং অহিতকর অনুষ্ঠান সমূহ বাহাতে দেশ হইতে দূরীভূত হয় তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান অনন্ত এবং অনন্ত জ্ঞানোদ্ভূত শাস্ত্রও অনন্ত। পূর্বে যেটি অভ্রান্ত বলিয়া মানব সমাজের সিদ্ধান্ত ছিল, এখন তাহা ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত বর্তমান কালের অভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত, অনেক বিষয়ও হ্রত কালক্রমে ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। কয়েকটি সামান্য উদাহরণদ্বারা ইহা অনা-য়াসে বুঝান যাইতে পারে। মনে কর কোন সময় কি ইউরোপ কি আসিয়া খণ্ড সর্বত্রই মনুষ্যেরা বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবী স্থিরভাবে আছে এবং সূর্য উহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে। কিন্তু জ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। বাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র বা নক্ষত্রবিজ্ঞান পাঠ করিয়া-ছেন তাঁহাদিগকে আর ইহা অধিক কথার দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। নূতন সত্য আবিষ্কার হওয়া পূর্বে, পৃথিবীর চতুর্দিকে সূর্য ভ্রমণ করেন বিশ্বাস করা কিছুই অদৈব ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া পূর্বের বিশ্বাসটি পরিবর্তন না করা বুদ্ধিমানের

কার্য্য নহে বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সকল বিষয়েই জ্ঞানের পরিবর্তনের সহিত বিশ্বাসের পরিবর্তন অনিবার্য্য। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে যদি এমন কোন বিধি থাকে, যাঁহা বর্ত্তমানকালে ভ্রমপূর্ণ বা অহিতকর বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তাহা দূর করিয়া ধরিয়া রাখিলে বুদ্ধিমানের কার্য্য করা হয় না এবং তাহাতে সমাজের অশেষ অমঙ্গল সংঘটিত হয়। অনেকে জানেন বিজ্ঞানে দ্বারা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে পৃথিবী গ্রহেব ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হওয়ায়, চন্দ্রগ্রহণ হয়। এইক্ষণ বাহনামক চণ্ডাল চন্দ্রকে গ্রাস করা বিশ্বাস করা কি যুক্তিসঙ্গত? যাহাদেব উৎকৃষ্ট জ্ঞান নাই, তাহাদের কুসংস্কার বশবর্ত্তী হওয়া এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের মানস হইতে অজ্ঞানতমিব তিবোহিত হইয়াছে, তাঁহাদের কি বিশ্বাস না থাকাসত্ত্বেও কুসংস্কার বিমিশ্রিত কার্য্য করা বিধেয়? সমাজে জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ লোকেরা যেকপ আচার ব্যবহার করেন, অশিক্ষিত লোকেরা অজ্ঞানসত্ত্বেও তদ্রূপ কার্য্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। একপ স্থলে কুসংস্কার পরিপূর্ণ কার্য্যদ্বারা জ্ঞানী লোকেরা কেবল স্ব স্ব কর্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করেন না, তাঁহারা তাঁহাদেব অশিক্ষিত স্বদেশবাসীদের কুসংস্কার সমূহকে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রতিও গুরুতর কর্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করেন। ইচ্ছা করিলেই প্রত্যেকে এবিষয়ে অনেক উদাহরণ স্মরণ করিতে পারিবেন?

শাস্ত্র বহুবিধ। যে শাস্ত্রে যে বিষয়ের শিক্ষা দেয়, কার্য্যক্ষেত্রে সেই শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হওয়া কর্তব্য। কি প্রণালীতে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়, কি প্রণালীতে ব্যাদি হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কি প্রণালীতে অপত্য উৎপাদন কবিত্তে হয়,

কি প্রণালীতে আহাৰ, নিদ্রা ইত্যাদি কার্য্য করা কর্তব্য ইত্যাদি সমুদায় আয়ুর্ষেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন আয়ুর্ষেদাশাস্ত্র এবং আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র, ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়, এবং অনেক বিষয়ে মতভেদও দৃষ্ট হয়। ভেদস্থলে কোন্টি অধিকতর যুক্তিযুক্ত তাহা নিরূপণ কবিয়া তদনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। সাধারণতঃ একপ্রকার চিকিৎসা নিষ্ফল হওয়ায় এবং আর একপ্রকার চিকিৎসা সফল হওয়ায়, লোকে কোন্টির অনুবর্ত্তী হইবে, তাহা এক রকম ঠিক্ করিয়া লয়। কিন্তু সাধারণ লোক নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, সকল বিষয় হৃদয়ানুযায়কপে পর্যালোচনা কবিয়া উঠিতে পারে না। এজন্য বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ পণ্ডিত আবশ্যক হয়। তাঁহারা শাস্ত্রের গবেষণাদ্বারা নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার কবিয়া এবং প্রাচীন কোন্ তত্ত্বটি ভ্রমপূর্ণ এবং কোন্টি যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি নির্দ্ধারণ কবিয়া সাধারণ লোকের সাহায্য কবিয়া থাকেন। প্রাচীনশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা সব ভুল বা সব ঠিক্, কিম্বা আধুনিক শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাও সব ভুল বা সব ঠিক্ এই উভয় বিশ্বাসই দূষণীয়। প্রাচীনশাস্ত্রও আধুনিক শাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা কবিয়া, উভয়ের মধ্যে যুক্তিযুক্ত হিতকর বিধিগুলি গ্রহণ কব এবং উভয়ের মধ্যে তদ্বিপরীত বিধিগুলি পরিত্যাগ কর, তাহাই হইলেই সমাজের মঙ্গল, তাহাই হইলেই উন্নতিস্রোত অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে, তাহাই হইলেই মনুষ্য সমাজ কালে দেবসমাজে পরিণত হইবে। শাস্ত্র বহুবিধ। যে সমুদায় শাস্ত্র যে বিষয় শিক্ষা দেয়, তদ্বিষয়ক যুক্তিযুক্ত হিতকর শাস্ত্র সমুদায়ের আদেশ পালন করা কর্তব্য। মনো-বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান,

প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, খনিবিজ্ঞান, ধাতু-
বিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, যুক্তবিজ্ঞান,
চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি শত শত বিজ্ঞান
আছে। যে বিষয়ের যেটি শাস্ত্র তাহাব অনুবর্তী
হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রকারদের মধ্যে যখন মত
বৈধ হয় এবং কাহাব কথা ভুল এবং কাহাব
কথা ঠিক তাহা নির্দ্ধারিত না করা যায়, এবং
কার্যক্ষেত্রে ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে উভয়েই তুল্য ফল-
প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হয়, তখন তাহাব যেটি পিয়
বোধ হয়, তিনি সেইটী অনুসরণ কবিতেন।

আমাদের টোলের পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ
যুক্তিব উপর বড় একটা আস্থা প্রদর্শন করেন
না। তাহাদের মত এই যে প্রাচীন সংস্কৃত
গ্রন্থাদিতে যে বিষয়ে বাহা লিখিত আছে, তাহা
অভাস্ত বলিয়া গ্রহণ কবিত হইবে এবং যে বিদ্যি
সমূহ উহাতে পিণিবদ্ধ আছে তাহাতে সমাজের
অশেষ অমঙ্গল হইলেও তাহা অবশ্য পালন
কবিত হইবে। অনেক সময় শাস্ত্রের বর্ণার্থ
মর্ম্মবোধ না কবিয়া বিপবীত অর্থ কবাব পব
ঐক্য কটিন শাসন প্রবর্তিত কবিলে অত্যন্ত অনিষ্ট
সম্পাদিত হয়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের আদেশ
সমূহ যুক্তিপূর্ণ এবং হিতকর বলিয়া প্রতীয়মান
হয়, কিন্তু আমরা তাহাব বিপবীত অর্থ কবিয়া
তাহাতে অজ্ঞেব বিশ্বাস স্থাপন কবিত বাধ্য
কবিলে অমঙ্গল না হইয়া যাইতেই পাবে না।
কিন্তু প্রাচীনশাস্ত্র যদিচ কোন স্থানে ভ্রমপূর্ণ
বলিয়া প্রতীয়মান হয়, শাস্ত্র স্বয়ংই বলিয়া
দিতেছেন যে তাহা মাত্র কর্তা উচিত নহে।
দেবগুরু বৃহস্পতি বলিতেছেন যে, “কেবলম
শাস্ত্রমাপ্রিত্য ন কর্তব্যোহর্থনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন-
বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রভায়তে ॥” শাস্ত্রকারেরা
ইহাও বলিতেছেন যে, “অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং
ধর্ম্মমপ্যাচবেগ ত্।” অধিক কথা কি শাস্ত্র
ইহাও বলিতেছে যে “সময়শ্যপি সাধনাং

প্রমাণং বেদবত্তবেং ॥” সাধুদিগের নিয়ম বেদের
সমান, যুক্তিবিরুদ্ধ শাস্ত্রদ্বারা অর্থ নির্ণয় করিলে
ধর্ম্মহানি হয়, ইহা অপেক্ষা শাস্ত্রে যুক্তির
শ্রেষ্ঠতাবাচক কথা আর কি হইতে পারে ?

শাস্ত্রের প্রতি যে বিশ্বাস, তাহার কতক-
গুলিব সহিত মনুষ্যের কার্যের সম্বন্ধ আছে।
কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে একরূপ বিশ্বাস
থাকিলে একরূপ কার্য কবিতে হয়, সেই
বিষয়ে অত্ররূপ বিশ্বাস থাকিলে অত্ররূপ কার্য
কবিতে হয়। যদি দেবদেবী পূজাতে ছাগাদি
জীবগণের বক্তমাংস উপহাব দেওয়াতে
দেবদেবী সম্মুখে হন, এবং পুণ্য অর্জিত হয়
একরূপ বিশ্বাস থাকে, তাহাই হইলে যে ব্যক্তি
ঐক্য বিশ্বাস থাকে তাহাব দেবদেবী পূজার্থে
প্রাণিবধ কার্য কবিত হয়, ঐক্য বিশ্বাস না
থাকিলে পূজার্থে প্রাণিবধ কার্য কবিতে হয়
না। যে সমুদায় বিষয় অদৃষ্ট, কিম্বা যাহা আপা-
ততঃ দৃষ্ট হয় না, তৎসম্বন্ধেই বিশ্বাসেব ভেদ
সম্ভব, দৃষ্টপদার্থে সকলেরই এক বিশ্বাস অনি-
বার্য্য। অদৃষ্ট বিষয় কিম্বা যে সমুদায় বিষয়
বহুকাং পরে দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় যুক্তিদ্বারা
নির্দ্ধারিত কবিত হয়। যদি বিভিন্ন প্রকার
বিশ্বাস প্রণোদিত কার্য সমান হিতকর বলিয়া
প্রমাণিত হয়, তাহাই হইলে যে কোন বিশ্বাস
থাকুক না কেন সমাজের তাহাতে অনিষ্ট হয়
না। যদি একপ্রকার বিশ্বাসে অহিতকর বা
অপেক্ষাকৃত কম হিতকর কার্য উৎপন্ন হয়,
তাহাই হইলে সেই স্থলে হিতকর বিশ্বাস স্থাপন
কবা কর্তব্য।

অপর কতকগুলি বিশ্বাসের সহিত কার্য-
ক্ষেত্রের কোন সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না, কিম্বা যদিচ
লক্ষিত হয়, তাহা এত অল্প যে নাই বলিলেও
অত্যুক্তি হয় না। সৃষ্টিবিধানের বিষয়ে বিবিধ
বিশ্বাস দৃষ্ট হয়; কিন্তু সৃষ্টিবিধান হইয়া-

ছিল, এতৎসম্বন্ধে বিশ্বাসের সহিত কার্যক্ষেত্রের সম্বন্ধ অত্যন্ত। তৎসম্বন্ধে কোন বিশ্বাস অপর বিশ্বাস হইতে অধিকতর দৃক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে যাহার যে বিশ্বাস থাকুক না কেন, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে কোন কার্যটি হিতকর বা কোন কার্যটি অহিতকর, তাহা নির্দোষিত করিতে হইলে, ঐরূপ বিশ্বাসের বিভিন্নতায় কিছু আসে যায় না।

হিন্দুশাস্ত্রের বিধিগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে, যে উহা হিতকর, অহিতকর এবং হিতাহিত ফলশূন্য বা সামান্য ফলযুক্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্রে কতকগুলি বিধি কতকগুলি কার্য করিবার জ্ঞাপন করিয়া দিতেছেন, অপর কতকগুলি বিধি কতকগুলি কার্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অপর কতকগুলি বিধি বিকল্যাত্মক অর্থাৎ তাহা পালন করিলেও হয় না করিলেও হয়। এইক্ষণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিধির মধ্যে প্রত্যেকটি হয় হিতকর বা অহিতকর, কিম্বা হিতাহিত ফলশূন্য বা সামান্য ফলযুক্ত। যে গুলি হিতকর তাহা অবশ্য পালনীয়, যে গুলি অহিতকর তাহা অবশ্য অপালনীয়, যে গুলি হিতাহিত ফলশূন্য বা সামান্য ফলযুক্ত তাহা ব্যক্তিগত স্বায় স্বায় ইচ্ছানুসারে পালন করিতেও পারেন, কিম্বা পালন না করিতেও পারেন। যে সমুদায় বিধি বিকল্যাত্মক, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ হিতকর, অহিতকর বা হিতাহিত ফলশূন্য বুঝিয়া ঐরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। শাস্ত্রে সহস্র সহস্র বিবিধ বিষয়ক বিধি আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ বিধিগুলি হিতকর কিম্বা অহিতকর তাহা এত সহজেই সাধারণের বোধগম্য হয়, যে তদ্বিষয়ক আলোচনা নিম্নয়োজন এবং তাহাতে মতদ্বৈপদ্য দৃষ্ট হয় না। আশিষ্ট

বিধিগুলির হিতাহিত ফল সহজ বোধগম্য নয় এবং তাহাতে মতদ্বৈপদ্য দৃষ্ট হয়। এই বিষয় ক্রমে মীমাংসা করা যাইবে। হিন্দু-সমাজের বর্তমান প্রচলিত রীতিনীতি সমূহের মধ্যে অনেকগুলি শাস্ত্রীয় বিধানের উপর স্থাপিত, অনেকগুলি শাস্ত্রীয় বিধির উপর স্থাপিত না হইয়াও ক্রমে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সমুদায় প্রচলিত রীতি নীতি হিতকর বা অহিতকর বা হিতাহিত ফলশূন্য ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার আচার করিতে হইবে। অনেকগুলি রীতি নীতি কুসংস্কারের উপর স্থাপিত হইলেও যদিও তাহা পালনে সমাজের অনিষ্ট না হয় এবং তাহা পালন না করিতে সাধারণের অসন্তোষ উৎপাদিত হওয়ার হয় ত যে সমুদায় রীতি নীতির উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করিতেছে, তাহাদের পরিবর্তনের পথে গুরুতর বাধা জন্মিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার রীতি নীতি পরিবর্তনের প্রতি উদ্যোগী হইয়া শেষোক্ত প্রকার রীতি নীতির দিকেই লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। মনে কর শাস্ত্রে বিধি আছে যে নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিতে নাই। এখন দেখিতে হইবে যে এই বিধি এবং তদনুযায়ী ব্যবহার সমাজের হিতকর বা অহিতকর। এই বিধিটি চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত। যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় একরূপ প্রমাণ চিকিৎসাশাস্ত্রে পাওয়া যায় বা প্রত্যক্ষ ফলদ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তাহা না খাওয়াই কর্তব্য। যদি চিকিৎসাশাস্ত্রে একরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় বা প্রত্যক্ষ দ্বারা দৃষ্ট হয় যে নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলে স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি হয়, বা ভক্ষণ না করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় তাহাহইলে নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করাই কর্তব্য। যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলেও কিছু ক্ষতি না

হয় বা না করিলেও কিছু ক্ষতি না হয়, তাহা-
হইলে স্বীয় স্বীয় স্বেচ্ছানুসারে লোকে চাই
অলাবু ভক্ষণ করুক বা নাই করুক। কিন্তু যদি
নবমীতে অলাবু ভক্ষণ না করা বিধিটি কুসংস্কার
পরিপূর্ণ বলিয়াও প্রতীয়মান হয় এবং করাতেও
যদি প্রত্যক্ষ কোন অনিষ্ট না দেখা যায়, তাহা-
হইলেও যদি অলাবু ভক্ষণ না করাতে কোন
অনিষ্ট না হয়, অথচ ভক্ষণ করিতে গেলে যদি
সমাজের অধিক লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠাতে
অত্যাশঙ্কিত কার্যের বাধা জন্মিবে এক্ষণ
প্রতীয়মান হয়, তাহাহইলে নবমীতে অলাবু
ভক্ষণ নিষেধ বিধি এবং প্রচলিত রীতি কুসংস্কার
পরিপূর্ণ হইলেও, শুকতর কর্তব্য কার্যের দিক
লক্ষ্য রাখিয়া নবমীতে অলাবু ভক্ষণ কবা প্রচলিত
করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পবিত্র্যাগ করা
কর্তব্য। যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ নিষেধ
বিধি ও রীতি হিতকর হয়, তবেত কোন গোল-
যোগই নাই। যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ
করাতেও কিছু ক্ষতি নাই অথচ না করিলে
অধিকাংশ লোক সন্তুষ্ট হন এবং করিলে অধি-
কাংশ কষ্ট হন, এমত অবস্থায় আপাততঃ
নবমীতে অলাবু ভক্ষণ না করাই কর্তব্য। আর
যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ কবাতেই হিত হয়
এবং না করাতেই অহিত হয় বলিয়া প্রমাণিত
হয়, তাহাহইলে তৎসম্বন্ধে প্রচলিত নীতি এবং
বিধি যাহাই থাকুক না কেন, অলাবু ভক্ষণ
করাই কর্তব্য। স্তবরাং সকল বিষয়েই কিসে
হিত বা কিসে অহিত হয় ইহা পর্যালোচনা
করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করিতে হয়।
সাধারণ লোকের কোন বিষয়েই কিসে হিত হয়
কিসে অহিত হয়, ইহা নির্ধারণ কবা কঠিন
হইয়া পড়ে এইজন্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে
বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের আবশ্যক। উহাদের
স্বীয় স্বীয় অধিকৃত বিষয়ের পর্যালোচনার ফল

সাধারণের গ্রহণ করা কর্তব্য। একজন ব্যবহার-
শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বা
অধিক পরিমাণে অনভিজ্ঞ থাকিবেনই থাকি-
বেন, স্তবরাং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়মাদিব হিতাহিত
ফল জানিতে হইলে তাহার চিকিৎসাশাস্ত্রীয়
পণ্ডিতদিগের শরণ লইতে হইবে। প্রত্যেক
মনুষ্যের সর্ব্ববিষয়ে অধিকার জন্মে না। অগতে
পবস্প্রবায় সকলেবই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।
মনে কর নীতিবেত্তা পণ্ডিতেরা আদেশ করিয়া-
ছেন যে সত্য বলা কর্তব্য। অত্যন্ত অশিক্ষিত
লোকও এই শাসনটি সম্পূর্ণরূপে মানুক আর
নাই বা মানুক, কিন্তু হিতকর বলিয়া স্বীকার
কবে, কিন্তু নীতিবেত্তারা যে চিন্তা এবং বহু-
দর্শনদ্বারা এই শাসনের হিতকর ফল সম্বন্ধে
নিঃসন্দেহ হইয়া সাধারণকে উহা পালন করিতে
আদেশ করিয়াছেন, সাধারণে তাহার কি জানে,
বলিলেই বা কি ব্যাভ্যন্তে পাবিবে? কিম্বা
বলাও উচিত নহে। অধিকারভেদ মনবের
শিক্ষার ভেদ সর্ব্বত্রই আদিষ্ট হইয়া থাকে।
বালক কণ গ ব পড়িতে আরম্ভ করিল। মনে
কব বালক প্রশ্ন করিল “ক” কেন “ক” উচ্চা-
রণ করি। এস্থলে গুরুমহাশয় বালককে কি
উত্তর দিবেন? তিনি যদি জানী হন, তাহা-
হইলে তিনি অবশ্য বলিবেন যে, এইক্ষণ “ক”
কে “ক” উচ্চারণ কর, অন্য প্রশ্নের আবশ্যক
নাই; জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত জানিতে পারিবে
“ক”কে কেন “ক” উচ্চারণ কর, আর বালক
যদি নিতান্তই অবাধ্য হয়, এবং কথা না
মানে তাহাহইলে অপরাধানুযায়ী বেজাযাতিদ্বারা
তাহাকে তাহার স্বীয় বৃদ্ধির অগম্য প্রশ্ন হইতে
বিরত করিবেন। কিন্তু যদি গুরুমহাশয় বিচ-
ক্ষণ না হন, তাহাহইলে তিনি বলিবেন “হে
বালক! অক্ষর শব্দের পরিচায়কমাত্র।
আমরা ক, খ, গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যে সমুদায়

শব্দ কণ্ঠ হইতে উচ্চারণ করি তাহা এক এক প্রকার আকার দ্বারা নির্দেশ করি, অর্থাৎ “ক” আকারের অক্ষর দেখিলে “ক” শব্দ বুঝিতে হইবে। উহা অল্প কোন আকারের দ্বারাও নির্দেশ করা যাইতে পারিত। চীন, আরব, ইংলণ্ড, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঐ শব্দই ভিন্ন ভিন্ন আকারের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গ-দেশের ঐ শব্দ “ক” আকারের দ্বারাই প্রথম নির্দিষ্ট হইয়াছিল, এবং তদবধি ঐরূপ নির্দিষ্ট হইতেছে। উহাতে কোন অসুবিধা লক্ষিত হয় না, সুতরাং পরিবর্তনেরও আবশ্যক নাই।” এইরূপ যুক্তি স্নকুমারমতি শিশুর বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। সমাজের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানে বালক, তাহাদিগকে নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইত্যাদি শাস্ত্রের বিদিসমূহ বালকদিগের হায়া শিক্ষা দিতে হয়। তাহাদিগকে কেবল চিন্তা, বহুদর্শন এবং গবেষণার ফলগুলি জানাইতে হয়, এবং বাহ্যতে তাহারা তাহা পালন করে, তজ্জন্ত নিন্দা বা প্রশংসা ক্রতির ব্যবস্থা করিতে হয়। বাহ্যার শিক্ষিত তাহাদের প্রতি এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক হয় না। পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যে বিভিন্নপ্রকার বিধি ও রীতিনীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রের শরণ লইতে হয়, এবং তৎসম্বন্ধে যাহাদের অধিকার আছে, তাহারা বাহ্য হিতকর বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, তাহা পালন করিতে হয়, আর বাহ্য অহিতকর বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। পণ্ডিতগণের মধ্যেও মতবৈধ হইলে অগত্যা স্বীয় স্বীয় প্রীতিকর কার্য করাই কর্তব্য। মনেকর নীতিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত আদেশ করিতেছেন যে বহুবিবাহ করা কর্তব্য, এবং অল্প কোন পণ্ডিত আদেশ করিতেছেন বহুবিবাহ অকর্তব্য। যদি প্রত্যক্ষদ্বারা

বহুবিবাহ করা হিতকর বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহাই কর্তব্য, আর যদি প্রত্যক্ষদ্বারা বহুবিবাহ করা অহিত বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা অকর্তব্য। যদি কোনটির প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট না হয়, তাহাহইলে স্বীয় স্বীয় প্রীতি অনুসারে চাই বহুবিবাহ কর, চাই বহুবিবাহ না কর। পূর্বে যে সমুদায় লোক বহুবিবাহ করিয়াছে বা করে নাই, তাহাদের ইষ্ট কি অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে। অদৃষ্ট ফল সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে যে ফল আশী করা যায় তাহা যদি যুক্তি দ্বারা অসম্ভব বোধ হয়, তাহাহইলে তদ্রূপ অদৃষ্ট ফল অনুসন্ধান নৃথা, সুতরাং তাহার মূলে যে বিশ্বাস লক্ষিত হয় তাহাও দূরীভূত করার চেষ্টা করা কর্তব্য।

পূর্বে হিতাহিত শব্দ অনেকবার ব্যবহার করা গিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে কাহার হিত? তাহার উত্তর এই যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় হিত এমন ভাবে অহুষ্ঠান করিবেন যে তাহাতে অপরের কোন ক্ষতি না হয়। সাধারণতঃ দেখা গিয়া থাকে যে যে কার্যদ্বারা স্বীয় স্বীয় হিত হয় সেই সেই কার্যের দ্বারাই সমাজের হিত হয়, এবং যে কার্যের দ্বারা স্বীয় স্বীয় অহিত হয় তাহাদ্বারাই সমাজের অনিষ্ট হয়। ঐরূপ যে কার্যে দ্বারা সমাজের হিত বা অহিত হয়, তাহাতেই স্বীয় স্বীয় হিত বা অহিত হয়। চৌর্য ইত্যাদি দ্বারা ধ্বংস নিজে অনিষ্ট হয় ঐরূপ সমাজেরও অহিত হয়। এতদ্বিষয়ের মীমাংসা ক্রমশঃ বিশদরূপে করা যাইবে। হিত আবার ঐহিক এবং পারত্রিক ঐহিক মঙ্গল বা অমঙ্গল হয়, তাহাদ্বারাই, বাহ্যার যে কোন প্রকার পরলোক স্বীকার করুন না কেন, তাহারা স্বীকার করেন

যে পারলৌকিক মঙ্গল হয়। চৌর্য, পরদার-গমন মিথ্যাকথন, ইত্যাদি দ্বারা যেমন ঐহিক অমঙ্গল হয়, বাঁহারা পরলোক স্বীকার করেন তাহারাও শুদ্ধারা পারত্রিক অমঙ্গলও হয় এইরূপ স্বীকার কবেন। ঐরূপ সত্যকথন, পিতৃমাতৃ গুরুভক্তি দরিদ্রে দান ইত্যাদি দ্বারা যেরূপ ঐহিক মঙ্গল হয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তজ্জপ পারত্রিক মঙ্গল হয় বলিয়াও স্বীকৃত হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস যেরূপ বিভিন্নই থাকুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কার্যের হিতকরত্ব বা অহিতকরত্ব সম্বন্ধে তাহাদের মতের প্রায়ই ঐক্য দেখা যায়।

এইক্ষেণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে কোন কার্যটি হিতকর বা অহিতকর তাহা কিরূপে অবগত হওয়া যাইবে? প্রশ্ন বড় সহজ নয়। উত্তরও নিতান্ত সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। এইরূপে ঐ বিষয়ের মোমাংসা করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কি ধর্মশাস্ত্র, কি নীতিশাস্ত্র, কি ব্যবহার শাস্ত্র সকলেরই উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে সমাজের হিত হয় তজ্জপ কার্য্য ক্রমে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, এবং তদ্বিপরীত কার্য্য ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়। যদি কোন ধর্মশাস্ত্র, বা নীতিশাস্ত্র বা ব্যবহার শাস্ত্র সাধারণের হিত উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল উদ্দেশ্য করিয়া কোন কোন ব্যবস্থা করেন, তাহাই হইলে বদ্যপি তাহাদ্বারা আপাততঃ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে, তথাপি পরিণামে তাহাতে ঐ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অনিষ্ট না হইয়া যাইতে পারে না, ইহা ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মনে কর আইন হইল কৃষি প্রজারা টাকা কর্জ

সকলেই মঙ্গল কেন সুতরাং হাব চক্রি থাকুক না

কেন, উত্তমার্ণ শতকরা আট আনার অধিক সুদ পাইবে না। ইহাতে আপাততঃ কৃষি প্রজার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে কৃষি প্রজার অসুবিধা না হইয়া যাইতে পারে না। কারণ আট আনা হারে উত্তমার্ণের অসুবিধা বোধ হইলে টাকা কর্জ দিবে না, সুতরাং অনেক সময় দারগ্রস্ত কৃষি প্রজাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। যদি আট আনা হারে উত্তমার্ণের অসুবিধা না হয়, তাহাই হইলে তিনি আইন না হইলেও আট আনা হারে টাকা কর্জ দিবেন, সুতরাং আইনের আবশ্যক হইবে না। ধর্ম-শাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র হইতে ঐরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণের হিতই শাস্ত্রীয় বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া কর্তব্য। যেরূপেই হউক না কেন, মনুষ্য সুখ পাইতে এবং দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। ঐ যে তদ্বার নিশিযোগে পরগৃহে প্রবেশ করিতেছে, এবং ঐ যে মোক্ষাভিলাষী যোগী বৃক্ষ-মূলে ধ্যানে মগ্ন আছেন, উভয়েরই সুখ প্রাপ্তির এবং দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা রহিয়াছে। তবে প্রভেদ এই যে একজন ভ্রান্ত হইয়া যে পথে গমন করিলে সুখ পাওয়া যাইবে না, সেই পথে যাইতেছে আব একজন যে পথে গেলে সুখ পাওয়া যাইবে সেই পথে যাইতেছেন। ইহা সংসারে তাবৎ কার্য্যই সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত। এমন কোন কার্য্য পাওয়া যায় না যাহাতে অবিচ্ছিন্ন সুখ বা অবিচ্ছিন্ন দুঃখ হয়। তবে যে কার্য্যে সুখের ভাগ অধিক তাহাকেই সুখ এবং যে কার্য্যে দুঃখের ভাগ অধিক তাহাকে দুঃখ বলা যায়। সুখ যে কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গেলে কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয় না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রত্যেক ব্যক্তি, কি রাজা কি প্রজা, কি ধনী কি নির্ধন, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে যে কার্য্যদ্বারা

স্বীয় স্বীয় স্মৃতি হয়, তাহাকেই স্বীয় স্বীয় হিতকর বলা যায়, এবং যে কার্যের দ্বারা সমাজের স্মৃতি হয়, তাহাকেই সমাজের হিতকর বলা যায়।

কিন্তু যে কার্যের দ্বারা সমাজের অস্মৃতি হয়, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি হয় না। কিন্তু যদি কোন কার্যের দ্বারা সমাজের অস্মৃতি না হয়, অথচ ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি হয়, তদ্রূপ স্মৃতি-ভোগ করাতে কোন বাধা নাই। স্মৃতি বলিলে মানুষ যে কোন প্রকার স্মৃতিভোগ করিতে সক্ষম, তাহা বুঝিতে হইবে এবং দুঃখ বলিলে মানুষ যে কোন প্রকার দুঃখভোগ করিতে পাবে তাহা বুঝিতে হইবে, চাই ঐ স্মৃতি দুঃখ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হউক, চাই উহা ইন্দ্রিয়াতীত হউক। যে সমুদায় কার্য কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় পুণ্য কার্য বলিয়া স্বীকার করেন, যদি তাহাতে অধিক দুঃখ এবং কম স্মৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তাহাকে পাপ কার্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অসুখ ইহাকে সংকার্য্য বলিয়া গিয়াছে, অসুখ শাস্ত্রে ইহাকে সং-কার্য্য বলিয়া গিয়াছে, এককাল বাবৎ ইহা সং-কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে ইত্যাদি কুতর্কদ্বারা সং অসং, ধর্ম অধর্ম নির্দ্ধারিত হইতে পাবে না। এই কার্য্যে অধিক স্মৃতি না অধিক দুঃখ? যদি অধিক স্মৃতি হয় তাহাহইলে সং, অধিক দুঃখ হইলে উহা অসং, এই সরল তর্কদ্বারা উহা মীমাংসা করিতে হইবে।

একশ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয় যাহারা যাচাতে স্মৃতি বৃদ্ধি হয় তাহাকে পাপ এবং যাচাতে দুঃখের বৃদ্ধি হয় তাহাকে পুণ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহারা শরীরকে অত্যন্ত কষ্ট দেন এবং মনে করেন ইহাদ্বারা ইজ্ঞামরণরূপ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন। কিন্তু তাহারাও স্মৃতির আরাধনা করেন, অথচ সাধারণে যাহাকে স্মৃতি বলেন, তাহারা তাহাকে দুঃখ বলেন। এইক্ষণ কথা

এই যে তাহারা যে উপায়দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা করেন, সে যথার্থ উপায় কি না?

অত্যন্ত শারীরিক কঠোরতাদ্বারা যে তাহাদের অভিলষিত স্মৃতি পাওয়া যায় না তাহা যুক্তি এবং শাস্ত্রে প্রমাণ দিতেছে। হিন্দুশাস্ত্রেও এই-রূপ অনুষ্ঠান দ্ব্যনয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জগতের প্রত্যেক কার্য্য স্মৃতি দুঃখ বিমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ অসম্ভব। সুতরাং যাহাতে অধিক স্মৃতি হয়, তাহা অদেষণ করা কর্তব্য।

প্রত্যেক কার্য্যই অবস্থান্তরে স্মৃতির বা দুঃখের কাণ্ড হইয়া থাকে। কাম যেকণ স্মৃতির কাণ্ড, উহা তদ্রূপ দুঃখেরও কাণ্ড হইয়া থাকে। কাম যেমন প্রিয়, কাম তদ্রূপই বদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন “আমি ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম” অর্থাৎ যেকণ কামভোগে ধর্ম্মহানি না হয়, আমি তদ্রূপ কাম। কামকে যেকণ কলহ হত্যা, ধনহানি, বুদ্ধিহানি, যশোহানি, বলাৎকাব, ক্রমহত্যা চৌর্য্য, শারীরিক দণ্ড প্রভৃতি স্বীয় বা অস্ত্রের বহল অনর্থক কারণ হইতে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ উহা না থাকিলে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন কোথায় থাকিত, পুত্রকন্ডা প্রভৃতি স্নেহের জিনিস কোথায় থাকিত? বাল্যকালে কে পালন করিত, যৌবনকালে কে জীবনের ধর্ম্মার্জনের সহায় হইত, বৃদ্ধকালে কে লালন পালন করিত? কাম যদি এক হিসাবে অশেষ অন্তঃকরণের কাণ্ড, অপর দিক কাম অশেষ মঙ্গলের নিদান। কামেব যেকণ রাক্ষস-মুর্ত্তি আছে, উহার তদ্রূপ দেবমুর্ত্তিও আছে। কামের গ্রায্য পরিচর্য্যায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় এবং অপত্য উৎপাদন হয়, কিন্তু উহার অপব্যবহারে মনুষ্য যে কি ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে

না। যদি বল সুখ যদি মনুষ্যের একমাত্র অভিলষিত পদার্থ হয়, তবে অজ্ঞান ইঞ্জিয় পরিচর্যায় যদি কেহ সুখভোগ করে, তবে সে কেন ভাঙা করিবে না? তত্ত্বতঃ বলা যাইতে পারে, যে উহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ। কামের অপব্যবহারে কেহ সুখভোগ করিতে পারে না, অর্থাৎ যেকপ পূর্বে বলা হইয়াছে, উহাতে যতটুকু সুখ আছে, তদপেক্ষা দুঃখ অধিক। ঐক্য ক্রোধাদি ইঞ্জিয়গণও অবস্থাতেই সুখের এবং দুঃখের কারণ হয়। সুতরাং আমাদের কামাদি থাকাই যে দুঃখের কারণ তাহা নয়, উহাদের অজ্ঞান ব্যবহারেই আমাদের দুঃখ হইয়া থাকে। যে সমুদায় বৃত্তিকে আমরা সাধারণতঃ অসৎ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, তাহারা যেরূপ অবস্থাতেই মঙ্গলের ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে, তজ্জপ সদাখ্যাসম্পন্ন বৃত্তিগুলিও অবস্থা ভেদে উভয় মঙ্গলের ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। দম্য যেরূপ আত্ম এবং পরের সুখের কারণ হইয়া থাকে, অবস্থাতেই উহা আগ্ন ও পরের দুঃখেরও কারণ হইয়া থাকে। উপার্জনাক্রম দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিলে যেরূপ পুণ্য অর্জন হয়, উপার্জনাক্রম অলসব্যক্তিকে দান করিলে তজ্জপ পাপ হয়। অলসব্যক্তিকে দান করিয়া আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া কেবল দানগ্রহীতা অলস ব্যক্তির অমঙ্গল করা হয় না, উহাতে অসাধু দৃষ্টান্তদ্বারা সমগ্র সমাজেরও অমঙ্গল করা হয়। এইরূপ শত শত বিষয়ের উদাহরণ প্রত্যেক মানব প্রাতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কোন কার্য কিরূপ করিলে সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা নিরূপণ করাই ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। যে ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র এই ঋজুপথ পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞান কোন কটিলপথ অবলম্বন করেন, কিম্বা

মনোহর বাক্যদ্বারা অজ্ঞানী লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের বাক্য সাবধানের সহিত গ্রহণ করা উচিত। অনেক সময় হয় ত তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া ত্রাসসঙ্গত সিদ্ধান্তের নিকটবর্তী হইয়াছেন, কিন্তু অনেক সময় তাহারা একপদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া কলুর বলদের ত্রাস একই জায়গায় ভ্রমণ করিতেছেন, অথচ মনে ধারণা করেন যে, অনন্ত সুখ হস্তগত করিলাম। কি ভ্রম! কি বিভ্রম! সুখের অন্বেষণে জীবন অতিবাহিত হইল, অথচ সুখ কোথায় রহিল তাহার খবর নাই। যদি বল পরকালে সুখ হইবে। যদি তাহাই বল, তাহাই হইলে বর্তমান কার্যের সহিত এবং পবকালের সুখের সহিত কার্যাকরণে সঙ্গত দেখান চাই। কেবল মুখে বলিলে চলিবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যদি পরকাল এবং ঈশ্বর মানা যায়, তাহা হইলে ইহজীবনের যে কার্যের দ্বারা সুখ হয়, পরকালের সুখ সেই সেই কার্যদ্বারা হইবে। পবকাল মানিলে, ইহজীবন এবং পরকালের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গত মানিতেই হইবে এবং ঈশ্বর মানিলে ইহাই স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত যে ইহজীবনে যে কার্যের যে ফল, পরকালেও তাহার তজ্জপ ফল। যদি চৌর্য্যদ্বারা ইহকালে সুখ অসম্ভব হয়, তাহাই হইলে পরকালে উহাদ্বারা সুখ হইবে এরূপ স্বীকার করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

বর্তমানকালে হিন্দুধর্ম-সংস্কারক কোন সভা সর্বাপেক্ষা যুক্তিধারা অধিকতর পরিচালিত হইলেও, তাহার সর্ববিধে শাস্ত্রের পোষকতা অবলম্বন করা উচিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে আমাদের শাস্ত্রে অনেক বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু হয় অজ্ঞান, না হয় ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থপরতা দ্বারা শাস্ত্রের পবিত্র হৃদয়কলুষিত হইয়াছে এবং নানাবিধ

কুসংস্কার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া, উচার অধোগতি আনয়ন করিয়াছে। দেবদেবী পূজা, তীর্থগমন, ব্রতপরিপালন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া, বর্ণাশ্রম ইত্যাদি সর্ববিষয়েই নিবপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করিয়া যাহা যুক্তিসঙ্গত এবং হিতকর তাহা গ্রহণ কবা উচিত এবং যাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ বা অহিতকর তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। ক্রমক ক্ষেত্র পরিষ্কার করিবার সময় শস্ত্র বিয়কারী কণ্টকাদিই উৎপাটন করিয়া থাকে, ধাত্তাদির ধ্বংস কবে না। প্রাচীন বৃক্ষের উৎকর্ষসাধন কবিত হইলে অনাবশ্যকীয় শাখা-দিই কর্তনাব আবশ্যক হয়, উহাকে সমূল ছেদন করিবার আবশ্যক কি? যদি অন্ন বায় এবং পবিত্রমে প্রাচীন বাসগৃহ স্নানবরূপ বাসোপযোগী করা যায়, তাহাইহলে মূর্থ ভিন্ন কেহই তাহা ধ্বংস কবিতা বহুবায় এবং শ্রমে নূতন গৃহ নিঃশেষে চেষ্টা করেন না। নিকটবর্তী জলা-শয়ের জল খরাপ হইলে যদি অন্ন বায়ে পঙ্কো-দ্ধাব দ্বাৰা উহার সংস্কার কবা যায়, তাহাইহলে কেহ নূতন জলাশয়ের প্রয়াস পায় না, কিম্বা দূরস্থ জলাশয়ের জল আনয়ন কবিত যায় না। হিন্দুসমাজকে পঙ্কোদ্ধৃত জলাশয়, সংস্কৃত পৈতৃক বাসগৃহ, কণ্টকশূন্য ধাত্তক্ষেত্র, জীর্ণশাখা বির-হিত প্রাচীনতরুর গ্রাস করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই করা উচিত নহে। সংসারে নূতন জিনি-সের নবসংযোগই অধিক। সমাজেও ঐরূপ নূতন জিনিষ অল্প হওয়া কর্তব্য। কিন্তু মহুষ্যের জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত, নূতন জিনিষ আনিবার বাধা থাকা উচিত না।

প্রাচীনকালে হিন্দুজাতি অত্যন্ত জাতি অপেক্ষা বে সূমভ্য ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময়ে ব্রিটনদেশস্থ লোকেরা দিগম্বরবেশে অরণ্যপর্যটন করিত, সে সময় ভারতবর্ষের সভ্যতা-কিরণ পৃথিবীর অনেক

দেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা পূর্বে ভাল ছিলাম বলিয়া, ব্রথা অহঙ্কারে সমাজের উন্নতির প্রতি উদাসীন হওয়া কর্তব্য নহে। আমাদের ঔদাসীন্য এবং অহঙ্কারই আমাদের সর্বনাশের মূল হইয়াছে। আমরা কোন সময় কোন জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলাম বলিয়া, এখনও আমরা আমাদের অপেক্ষা তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কবি। পূর্বপুরুষদিগের গৌরব শ্রবণে যে ব্যক্তির শরীর আনন্দে পুলকিত হয় না, সে ব্যক্তি নবান্দম, কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রথা অহঙ্কারে বা আলস্রে পূর্বপুরুষদিগের গৌরব বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, উহা জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত সে তদপেক্ষা নরাধম। অন্ধ বিশ্বাসই ভারতের এক প্রধান দুর্গতির কারণ। কি আশ্চর্য্য যে ভারতবর্ষে গ্রায়শাস্ত্র প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই ভারতের সম্ভান এখন কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া যে যাহা বলে তাহাতেই অটল বিশ্বাস স্থাপন করে। সত্য, অশিক্ষিত লোক অনেক বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন না কবিতা পারে না, কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য বিষয় যে শিক্ষিত লোকেও অন্ধ বিশ্বাসদ্বারা পরিচালিত হন।

শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের বিবরণ ফল, শাস্ত্রের প্রমাদপূর্ণ বা কল্পিত ব্যাখ্যায় শতগুণ বিবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদাহরণের অভাব নাই।—ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের এক বষ্টতম স্তবের সপ্তম মন্ত্রে পিথিত আছে:—

পিতা যং স্বাং হৃহিতরমধিনম কৃণা স্তেঃ
সঞ্জ্ঞানো নিবিকন।

স্বাধ্যোহজনয়ন্ ব্রহ্মদেবা বাস্তবস্পতিং

ব্রতপাং নিরতস্কন্ ॥

সাধারণতঃ উহার এইরূপ অর্থ করা হয়—
ব্রহ্মা নামে প্রসিদ্ধ পিতা স্বীয় হৃহিতাকে আজ্ঞা

মণ করিল, পরে তাহাকে পাইয়া “ক্ষ্মা” তদীয় পৃথিবীতে অর্থাৎ জনেন্দ্রিয়ে “সঞ্জ্ঞান” সঙ্গম-করত রেতঃনিষিদ্ধন, গর্ভাদান করেন, তাহা হইতে সাধ্য দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাহা হইতে ব্রতরক্ষক বাস্তোপতি দেবতাও নিষ্কৃত হইয়াছেন; এই মন্ত্ৰটি অবলম্বন করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি বৃহৎ গল্প রচিত হইয়াছে। তামুসেখা ভূমি রোহিতং ভূতামভ্যেৎ ইত্যাদি অর্থাৎ আক্রমণকালে উক্ত কথা ভাঙা হইয়া শীঘ্র পলায়ন করিবার মানসে ঋগ্ননামক মৃগীকপ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাও তখন মৃগরূপ ধারণ করেন, ইত্যাদি। মহিম্বস্তবেও প্রজানাং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং ছহিতরং “শ্লোক দেখা যায়।

এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ অশ্লীলভাব থাকা কতদূর অসঙ্গল-জনক। অতি পশু প্রকৃতি লোকও যে কার্যের নাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া থাকিতে পাবে না সেই কার্য ব্রহ্মায় আবোপিত হইয়াছে।

এ সমস্তই কল্পিত। ইহার বাস্তবিক কোন ঘটনা নাই। নিরুক্তকার “পিতা ছহিতুর্গর্ভং দধাতি, পর্জন্তঃ পৃথিব্যাঃ। অর্থাৎ পিতা ছহিতার গর্ভাদান করিলেন, ইহাও তাৎপর্য্য যে পর্জন্ত পৃথিবীতে রেতঃসেক জনদ্বারা পাত অর্থাৎ বৃষ্টি করেন।

“ব্রহ্ম” অতি বৃহদাবয়ব অর্থাৎ বৃহদুব্যাপী, “পিতা” সৃষ্টির পালয়িতা, “পর্জন্তঃ দেবতা” মেঘমণ্ডল “স্বাং” যখন “স্বাং ছহিতরং” স্রীয দোহনক্ষারিণী পৃথিবীকে “অধিষ্কন” আক্রমণ করিয়া, “রেতঃ নিষিদ্ধন” বৃষ্টিপাতকরত “ক্ষ্মা সঞ্জ্ঞানঃ” পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হন, তখনই সাধ্যাঃ দেবাঃ স্বাহ্যেকর হ্রাতিমান অঙ্গ সকল “অঙ্গনবন” সমুৎপন্ন করেন এবং তখনই বাস্তো-

প্পতিং বাস্তু শব্দে বাসগৃহ তাহাব পালক রক্ষক অর্থাৎ শিশুপা শাল প্রভৃতি বিবিধ কাষ্ঠতরু ও ব্রতপাং ব্রত শব্দে যজ্ঞ তাহার পালক রক্ষক অর্থাৎ যজ্ঞমণ্ডপ নিৰ্ম্মাণের উপযোগী বংশভূগাদি নিৰ্ম্মাণ করেন।

সায়নাচার্য্যও “পিতা ছহিতুর্গর্ভমাধাৎ” ইহার ব্যাখ্যা করেন যে “পিতা” ছালোকঃ। অধিষ্ঠাত্রিধিষ্টানবোবভেদেনাদিত্যো দ্যৌর্য্যচ্যতে ছবরশ্মিভিঃ। অথবা ইন্দ্রঃ পর্জন্তো বা। ছহিতুঃ দ্বে নিহিতায়া ভূম্যা গর্ভং সর্কোৎ-পাদন সামর্থ্যঃ বৃষ্টাদকলক্ষণমাধাৎ সর্কতঃ কথোতি। অর্থাৎ পিতা ছলোক। বাসস্থানের নামানুসারে বাসকারীর আখ্যান হইয়া থাকে, তদনুযায়ী এস্থলে ছাশব্দে স্বর্গ। তিনি স্রীয রশ্মির দ্বারা দূর স্থিত পৃথিবী তাহাব গর্ভাদান করিতেছেন অথবা ইন্দ্র বা পর্জন্ত নামক বৃষ্টি-দেব ঐ ছহিতুর্গর্ভানীয পৃথিবীতে সর্কোৎপাদন সামর্থ্য বৃষ্টি জল আধান করিতেছেন। দেখুন অর্থ কোথা হইতে কোথা গেল। আকাশ হইতে পৃথিবীতে বৃষ্টি পড়ে, এই সরল অর্থের স্থানে কিরূপ কুংসিত ভাব আনা হইয়াছে। ইহাতে কি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য?

এইরূপ অজ্ঞায় ব্যাখ্যাদ্বারা হিন্দুশাস্ত্র এত কলঙ্কিত হইয়াছে, এইরূপ অজ্ঞায় ব্যাখ্যায় হিন্দু সমাজের এত দুর্ব্বস্থা! এইজন্যই বিদেশীয়েরা হিন্দুদিগের শাস্ত্রের প্রতি এত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ কলনাকপক প্রভৃতি সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায়, উহা দ্বারা কতই না অনর্থের কারণ হইয়াছে!

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে যুক্তির উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবই হিন্দু-সমাজের বর্তমান দুর্গতির প্রধান কারণ। শাস্ত্রের যথাযথ মর্ম্ম ব্যাখ্যাও যেক্রূপ প্রয়োজনীয়, শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলিও কতদূর যুক্তি-

সঙ্গত বা হিতকর, তাহাও পর্যালোচনা নিতান্ত কর্তব্য ।

পূর্বে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু সমাজ সংস্কারক কোন্ সভার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে । যে সমুদায় কথা বলা হইয়াছে, শিক্ষিত লোক-দিগের মধ্যে অনেকেই এ বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে । একজনকেই হৃদয়ে কোন ভাব উপস্থিত হইলে, উহা অব্যক্ত থাকিলে কোন ফলোদয়ই হয় না । বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়া যদি উহা সমাজের কোন মঙ্গল হইবে সম্ভাবনা বোধ হয়, তাহাহইলে উহা পবম্পরের মধ্যে প্রকাশ করা উচিত । যদি উহাতে ভ্রম থাকে, তাহাহইলে তাহা সংশোধিত হইয়া যায়, আর যদি উহাতে কিছু সাববত্তা থাকে, তাহাহইলে-অশ্রান্ত লোকের সহায়ত পাইয়া যায় । যেক্ষণ সহায়ত পাইলে কতকগুলি লোকে একমত হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, নিষ্ফল হওয়ার কোন কারণ নাই । এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে কার্য গুরুতর, শক্তি অতি পরিমিত, এত ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এরূপ গুরুতর কার্যে হতক্ষেপ করা বামনের চক্র লাভে চেষ্টার মত হইবে ।

মহুষ্যের মধ্যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোক অতি বিরল, অধিকাংশ লোকেরই শক্তি অতি পরিমিত । কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে মহুষ্যের যে শক্তি ক্ষুদ্র সে কেবল মহুষ্যের স্বীয় দোষে । অনন্ত বিধের তুলনায় যদ্যপি মহুষ্য অতি সামান্য, তথাপি তাহার ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে এমনি একটা মহৎ শক্তির বীজ লক্ষিত হয়, যে তাহার সহিত তুলনা করিলে অশ্রু কোন শক্তিকেই সমদ্বন্দ্বী বলা যায় না । কি মক্‌ভূমি কি কানন, কি পর্বত, কি সমুদ্র, বায়ু, অগ্নি,

দ্রবত্ব সকলেই মহুষ্য শক্তির নিকট পরাভূ হইয়াছে । মহুষ্য স্বীয় শক্তি বলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে স্বীয় অধীন করিয়াছে । মহুষ্য স্বীয় শক্তিবলে, অপার ভয়াবহ সাগর লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় কার্যের উদ্ধার করিতেছে । কি পর্বত, কি মক্‌ভূমি, কেহই মহুষ্যের গতিরোধ কবিত্তে পারিতেছে না । সাময়িক বা ব্যক্তিবিশেষের শক্তি অল্প হইলেও মহুষ্য সমাজের শক্তি অসীম । তুমি কি আমি তোমার কি আমার জীবনে মধ্যভারতবর্ষের তাবৎ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আবাদ করিতে না পারি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে কালে মহুষ্য শক্তিদ্বারা যেখানে জঙ্গল আছে, সেখানে সুন্দর সুন্দর পল্লী, নগর প্রভৃতি নগনের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে, যেখানে ভয়াবহ ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুর্বল প্রাণীগণের প্রাণবধ করিয়া উদব-পূর্ণ কবিত্তেছে, সেখানে নির্ভীকচিত্তে বণিকেরা বাণিজ্য বাবসা করিবে, সেখানে কৃষক হল-চালনাদ্বারা মহুষ্যের ভোজন দ্রব্য বৃদ্ধি করিবে, যেখানে দস্যুরা নিরপরাধী ব্যক্তিগণের ধনাগরন এবং প্রাণবধ কবিত্তেছে, সেখানে রাজকর্ম-চাষীরা বিচারালয় প্রভৃতি স্থাপনদ্বারা শান্তি সংস্থাপন করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় উপার্জিত ধন, প্রত্যেক মহুষ্যের দেহ ও প্রাণ, যশ ও মান রক্ষা করিয়া সমাজের অশেষ সুখ-বর্দ্ধন করিবেন । আর ইহাও জানিও যে তোমার বা আমার শক্তি যে পরিমিত, তাহার কারণ তোমার কি আমার অজ্ঞান নাই বলিয়া, তোমার কি আমার “জানিদের প্রদার” নাই বলিয়া যদি তুমি কি আমি সম্যকরূপে জানিতাম যে তুমি কি আমি, কি কার্য করিতে সক্ষম, তাহাহইলে সামান্য আমি তুমি ও প্রবল পরাক্রমশালী হইতে পারিতাম । দেখ দেখি ঐ যে বটরূপে বীজ উছা কত সামান্য কিন্তু

আবার দেখ দেখি ঐ যে বটবৃক্ষের বীজ সমু-
 দ্রুত অর্দ্ধক্ৰোশ ব্যাপ্ত বটবৃক্ষ উহা কত প্রকাণ্ড ।
 দেখ দেখি ঐ যে মধুমক্ষিকা উহা পুষ্প হইতে
 পুষ্পান্তবে গমন করিয়া কতটুকু সামান্য মধু
 আহরণ করিতেছে, কিন্তু দেখ দেখি ঐ সামান্য
 মধুব তুলনার ঐ মধুচক্রের মধু কত অধিক ।
 তোমার শক্তি নাই বাটে, কিন্তু তোমার শক্তির
 বীজ আছে । ঐ বীজ তুমি অঙ্কুরিত কর, উহাকে
 তাপ, জল, ছায়া প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধিত কবি-
 বার চেষ্টা কর তাহাই হইলে দেখিতে পাবিবে
 যে তোমার কত শক্তি । কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ
 না করিলে মনুষ্যের শক্তির বিকাশ হয় না ।
 ব্যায়াম না করিলে শরীরে বল হয় না, চিন্তা না
 করিলে চিন্তাশক্তি হয় না । তর্ক কবিতা
 করিতে তार्কিক, বক্তৃতা করিতে কবিতা বক্তা,
 বাদ্য করিতে কবিতা বাদক, গাইতে গাইতেই
 গায়ক ; এইরূপ সমস্ত শক্তিই অভ্যাসদ্বারা
 পূর্ণবদ্ধিত হয় । তবে সমুদায় মনুষ্যের সর্ব-
 বিষয়ে শক্তির বীজ থাকে না ।

যাহার যে শক্তিবীজ থাকে, তাহা যে সেই
 শক্তি 'পরিবদ্ধিত' কবিবার চেষ্টা করিলেই
 জীবন সুখায় যায় না, ভবজলনিধিবে ক্ষে জলব্দ-
 বুদের ত্রায় উদিত হইয়া আবার অনন্ত জলে
 লুপ্ত হইতে হয় না, কাণ্ডারীবিহীন তবণীর
 ত্রায় উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া স্রোতের অধীন হইতে
 হয় না, গগনমার্গে অতীব লঘু বস্তুর ত্রায় ইত্যন্ত
 পরিচালিত হইতে হয় না ।

তুমি কি ? তুমি যদি জান' যে তুমি হল-
 চালাদ্বারা ভূর্ভেদ্য ভূমি বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে
 বীজবপন করিয়া ধাতাদি শস্ত জন্মাইয়া স্বীয়
 পরিবারাদি প্রতিপালন কবিতা পার, তবে
 তোমার পক্ষে হলচালনাই কর্তব্য ; যে তোমাকে
 যাহা বলুক আমি তোমাকে কখনই ঘৃণার চক্ষে
 দেখিব না । নিদাঘকালে যখন বিলাসী স্তম্ভর

অট্টালিকাসমূহের উপবিষ্ট আছে, অম্লচর-
 গণদ্বারা বিবিধপ্রকারে সেবিত হইতেছে, ভাল-
 বস্ত্রদ্বারা বীজিত, গোলাপ কেতকী প্রভৃতি
 সুবাসিত জলদ্বারা সিঙ্কিত হইয়া গ্রীষ্মজনিত
 ক্রেশ দূর করিয়া পর্য্যক্ষে স্নগীতলশরনে শয়ন
 করিয়া অল্পপম সুখভোগ কবিতাছে, তখন তুমি
 প্রচণ্ড মার্ভগুতাপে ঘর্ষিত কলেববে ক্ষুধা তৃষ্ণা
 সহ করিয়া বন্ধুর ক্ষেত্রে উপর ঐ বিলাসীর
 জন্ত হলচালনা কবিতাছ । তোমার যে বর্ণ
 মলিন হইয়াছে, তোমার যে অপবিত্রত বয়সে
 কেশ পক হইয়াছে, তোমার যে পৃষ্ঠে কুজ
 হইয়াছে, হস্ত পদ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, সে কি
 বিলাসীর জন্ত নয় ? আমি তোমাকে ঘৃণা
 করিব ? প্রাণ থাকিতে না । যে তোমাকে ঘৃণা
 করে, তোমার দেহ অগণিত বলিয়া উহা স্পর্শ
 করিলে আপনাকে অগণিত জ্ঞান করে সে
 মূর্খ বা পায়ণ । ক্রুব, মিথ্যাবাদী, পরাণকাবী
 ইন্দ্রিয়শক্ত লেখনীব্যবসায় অপেক্ষা ঐ হল-
 ব্যবসায়ী কি ভাল নয় ? হনুদ্বারা পৃথিবীর
 উপকার হয়, জনসমাজের সুখবৃদ্ধি হয় ; আর
 লেখনীর দ্বারা যদি জনসমাজের অহিত হয়, বা
 ছুঃখ বৃদ্ধি হয়, তাহাই হইলে কি হল ঐ লেখনী
 অপেক্ষা সহস্রাংশে ভাল নয় ? হে কৃষক ! তুমি
 নির্ভীকহৃদয় বন্ধু ভূমির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া
 যেখানে কটক রহিয়াছে সেখানে মনুষ্যের
 আহারীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিতে থাক, মনুষ্য
 যাহাই বলুক না কেন, স্বর্গের দ্বার তোমার
 জন্ত উন্মুক্ত রহিয়াছে ।

তুমি কি ? তুমি নবিক । তুমি যদি জ্ঞান
 যে নৌবিদ্যার দ্বারা তুমি স্বীয় ও অন্তের
 উপকার সাধন করিতে পার, তবে তুমিই উহা
 করিতে থাক । বড় তুফান অগ্রাহ্য করিয়া
 স্রোত চড়া প্রভৃতি বিপদরাশির মধ্য দিয়া তুমি
 মনুষ্যের সুখের জন্ত দেশবিদেশ হইতে কত

জিনিষের আয়দানি রপ্তানি করিতেছে। তুমি বিপদ স্বীকার করাতেই আমি নানাবিধ সুখ-ভোগ করিতে পারিতেছি। আমি তোমার নিকটেও ঋণী, ক্ষুদ্র আমি কেমন করিয়া তোমার সেই ঋণ পরিশোধ করিব ?

তুমি কে ? তুমি ভূত। তুমি স্বীয় জীবন পরের সেবা সুশ্রাবায় উৎসর্গ করিয়াছ। আমি তোমাকেও ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করি, তুমি যদি পরসুশ্রাবা কার্যে তৎপর হও, তাহা হইলে তুমি উহাই কবিতো থাক, তোমার অশ্রু প্রভৃৎ অপেক্ষা আমি তোমাকে অধিক মাত্ৰ করি। আমি তোমার নিকটেও ঋণী ; যে তোমাকে ঘৃণা করে, যে তোমাকে পদদলিত কবিতো চায়, সে পাবও ।

হে মানবগণ ! তোমরা যিনি যে কার্যে সক্ষম সেই কার্যে প্রবৃত্ত থাক, তাহাই হইলে তোমাদিগের আত্মশক্তি প্রস্ফুটিত হইবে, অরুণি নিহিত অগ্নি বহির্গত হইবে, ইন্দ্রনযোগে ঐ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে ।

তুমি যদি মনে কর যে তুমি শাস্ত্রচর্চাদ্বারা আত্ম ও পরের হিতানুষ্ঠান করিতে পাব, তবে তুমি তাহাই কর এবং যদি তুমি যথার্থ বিবেচনা কবিতো সক্ষম হইয়া থাক, তাহাই হইলে তোমার মনোবলও সিদ্ধ হইবে ।

তুমি যদি ঠিক জানিতে পার, যে সংসার হইতে তুমি রোগ দূর করিতে এবং স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করিতে সক্ষম, তবে তুমি চিকিৎসক হও । আর যদি তুমি স্বদেশকে শত্রুর অত্যাচার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে আপনাকে সক্ষম মনে কর, তাহাই কর । সংক্ষেপতঃ তুমি যাহা করিতে সক্ষম, তাহাই কর, তোমার শক্তিবৃদ্ধি হইবেই হইবে । তোমার আমার জীবন যে বুধা গণ্ড-গোলে অতিবাহিত হইয়া যায়, অমূল্য জীবন যে কালের উপর কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে

না, তাহারা একমাত্র কারণ এই যে তুমি আমি জানি না এবং জানিবার চেষ্টাও করি না যে তুমি আমি কি করিতে সক্ষম । অতএব কার্য্য বৃহৎ, তোমার আমার শক্তিক্ষুদ্র, এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী করিবার আবশ্যক নাই ।

তোমার আমার শক্তি ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু কে জানে ক্ষুদ্রশক্তির সহিত মহৎশক্তির সহিত যোগ হইবে না ? তুমি আমি দরিদ্র, কিন্তু আমাদের মধ্যে পরোপকারী ধনবান ব্যক্তিও আছেন । তোমার আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায় অতাল, কিন্তু বাহাদুরের পদতলে পড়িয়া আমরা এক্ষণেও শিক্ষা লাভ করিতে পারি, এরূপ লোক কি দেশে নাই ? তুমি যতটুকু পার তুমি কর, আমি যতটুকু পারি আমি কর, কালে যাহাবা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা, তাহারাও যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ।

তুমি নিজের অতি সামান্য লোক । নিজের সামান্য শক্তি অনুভব করিয়া অনেক সময় মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত কর যে তোমার মত লোকের দ্বারা জগতের কি হইতে পারে ? কিন্তু আবার তৎক্ষণাতই কে যেন বলিয়া দেয় “ভ্রম, ভ্রম-নক ভ্রম. মনুষ্য কেহই সামান্য নয় । জীবনের লক্ষ্য স্থির কর এবং একপদে ছইপদে অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর । যে যতই সামান্য হউক না কেন, লক্ষ্যস্থির হইলে তাহাব সামান্যত্ব কিছু-তেই থাকিতে পারে না ।” এই ছইপ্রকার ভাব—মানব হৃদয়ে আয়ার প্রতি অবিশ্বাস ও বিশ্বাসসম্বৃত্ত—প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই স্বীয় স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । তুমি অতি সামান্য লোক এবং সামান্যত্ব অনুভব করিয়া যখন অনেক সময় এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না মনে করিয়াছ, তখন হৃদয়ে

প্রবলবেগ—যে বেগ প্রকাশ করা যায় না, কেবল হৃদয়ে অনুভব করা যায়, হৃদমনীয়-বেগ—আসিয়া সাম্রাজ্য বোধক বুদ্ধিকে পরা-ভব করিয়া যাহা ভাল বুঝ সাধারণকে তাহা জানাইতে তোমাকে চালিত করিয়া দেয়। অনেক বিবেচনা করিয়া স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া হিন্দু-সমাজের নেতাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রার্থনা কর যে তাঁহারা হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন যে সমাজ বর্তমানে যেরূপ রহিয়াছে সেইরূপেই থাক। সমাজের পক্ষে শ্রেয়ঃ, বা দেশ কাল গোত্রোপযোগী পরিবর্তন আবশ্যক ? যদি কেহ বলেন যে হিন্দুসমাজ অপরিবর্তনীয়, স্মরণ্য চেষ্টা বুঝা, তাহাই হইলে সে কথা গ্রাহ্য যোগ্য নহে। যে কোন ব্যক্তি হিন্দুসমাজের বর্তমান আচার ব্যবহারের সহিত প্রাচীন আচার ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুসমাজ পরিবর্তনীয়। যদি কেহ বলেন যে শাস্ত্র অপরিবর্তনীয় তাহাও স্বীকার করা যায় না। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাদ্গত প্রত্যেক শাস্ত্রই পূর্বগামী শাস্ত্রদিগকে পরিবর্তন করিয়া আসিতেছে। কি ব্রত, যজ্ঞ, পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ সকল বিষয়েই শাস্ত্রের পরিবর্তন দেখা যায়। সাময়িক উপযোগীতাসম্মত শাস্ত্রের পরিবর্তন যে হইয়াছে, তাহা শাস্ত্র পাঠ করিলেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এক সময়ে যে কারণে যে শাস্ত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, পরবর্তী সময়ে সে কারণেও অস্তিত্ব না থাকিতে, সেই শাস্ত্র পরিবর্তন না করিয়া তদনুসারে চলিতে গেলে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়। এইরূপ হইলেই শাস্ত্রের এবং সামাজিকহিতের বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে করুন গ্রীষ্মপ্রধানদেশের

পক্ষে কোন খাদ্য অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তৎসাময়িক শাস্ত্র তাহা নিষেধ করিলেন। কিন্তু শীতপ্রধান দেশেও কি ঐ শাস্ত্র পালন করিতে হইবে ? এখানে ঐ শাস্ত্রের পরিবর্তন করিয়া নূতনশাস্ত্র প্রকাশ করিতে হইবে, নতুবা শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিয়া চলিতে হইবে। সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সহিত স্মৃতিশাস্ত্র পরিবর্তন করা অত্যাৱশ্যক, তাহা কোন বুদ্ধিমান লোককে বুঝাইয়া দিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাওয়া অনাবশ্যক। এই টুকু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে এক প্রজাও ভূম্যাধিকারীর স্বত্বসম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট অতি অল্প সময়ের মধ্যে কতবার আইন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রত্যেক বৎসব ব্যবস্থাপক সভা সম্মেলনোপযোগী নূতন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যে সময় বর্তমান ব্যবস্থাপক সভাসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সে সময় বিবেচনা করিলে উহার গঠন উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু কালে দেশের অবস্থা অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে অনেক লোকে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্যবস্থাপকসভার কার্যসম্পাদন করা উপযোগীতা দেখাইতেছেন। প্রজ্ঞামণ্ডলীও স্বদেশীয় লোকের মধ্যে কতকগুলি বিচক্ষণ লোক যাহাতে ব্যবস্থাপকসভার সভ্য হন, তজ্জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিতেছে, এখানে গভর্ণমেন্টের কি প্রাচীন আইন রাখা উচিত, না কালোপযোগী নূতন আইন প্রণয়ন করা উচিত ? অত্যন্ত দিন পূর্বে রাজনৈতিক বিষয়ে গভর্ণমেন্ট যে সমুদায় আইনাদি প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা যদি স্বশাসনের জন্য এখন পরিবর্তন করা আবশ্যক বোধ হয়, তাহাই হইলে সমাজ শাসনের জন্য বহুকাল পূর্বে যে সমুদায় শাস্ত্র গঠিত হইয়াছিল তাহা কি

পরিবর্তনের আবশ্যকতা নাই? আমাদের দেশের শাস্ত্রাদি পরিবর্তিত হইয়া আসিতে আসিতে কোন সময়ে যে পরিবর্তন একবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। স্মরণ্য এখন হয় সে শুলির পরিবর্তনের আবশ্যক, না হয় তাহাদের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে আদিষ্ট দণ্ড উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। হয় ত কোন সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষের বহির্ভাগে গমন করা ভারতবর্ষের পক্ষে অহিতজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তজ্জন্ত বিদেশ গমন শাস্ত্রে নিষেধ আছে বলিয়া যদি তর্ক স্থলে স্বীকারই কর, তবে যে সময়ে ঐরূপ বিধির অবতারণা হয় সে সময় কি কি কারণ বর্তমান ছিল এবং কি মুক্তিধারা ব্যবস্থাপকেরা উহার বিধান করেন, এতদিন পরে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন কিম্বা শাস্ত্রাদিতেও তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এটি নিশ্চয় যে সমাজের হিতই তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং সেই হিত অমুষ্ঠানের জন্তই তাহারা ঐরূপ আইন বা শাস্ত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু যদি বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই যে বিদেশ ভ্রমণে অমঙ্গল হওয়ার সম্ভব নাই, প্রত্যুত মঙ্গলের আশাই অধিক করা যায় এবং স্থলবিশেষ বিদেশ ভ্রমণ না করিলে বাণিজ্য এবং যুদ্ধাদির পক্ষে অনেক অসুবিধা হয়, তখন কি আমাদের এইরূপ মনে করা কর্তব্য নহে যে প্রাচীনশাস্ত্রকারেরা যে সমুদায় কারণে বিদেশ ভ্রমণ নিষেধ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কারণ এখন আর নাই। কালপরিবর্তনের সহিত অপর কতকগুলি কারণের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে হিন্দুর আচার পরিত্যাগ না করিয়া বিদেশগমনে কোন দোষই লক্ষিত হয় না, প্রত্যুত স্বদেশের হিতের জন্ত অত্যাৱশ্যক। এস্থলে যে কারণে

শাস্ত্রে বিধি প্রকটিত হয়, সে কারণের অভাব হওয়ার বিধি অগ্রাহ্য হইতেছে। স্মরণ্য হয় সেই শাস্ত্রপরিবর্তন করিয়া কালোপযোগী নূতন শাস্ত্র প্রকাশ করা কর্তব্য, না হয় শাস্ত্র লঙ্ঘনকারীর শাস্ত্রোন্নিষিত দণ্ড না দেওয়া কর্তব্য। এইরূপ বহুবিধ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে কালসহকারে শাস্ত্রপরিবর্তনের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হইবে।

একথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এখন এমন কোন ব্যক্তি আছেন যাহার প্রণীত শাস্ত্র সকল লোকে পালন করিবে? সম্ভবতঃ নাই। কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস এই যে যদি দেশের কতকগুলি প্রধান প্রধান মাত্র, গণ্য, সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা কোন সমুদায় জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের হিতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের হিতসাধন সঙ্কল্পে সম্মিলিতভাবে কতকগুলি নিয়ম করেন, তাহা সাধারণের গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা। যাহারা মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহারা দেখিয়াছেন যে হিন্দু-সমাজে পূর্বে পৈতামহসম্পত্তিতে পিতা ও পুত্রের সমান স্বত্ব ছিল। বিজ্ঞানেশ্বরও সেই নিয়ম প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে যে শ্লোকের সাহায্যে পিতার জীবিতকালেও পুত্রের পৈতামহসম্পত্তিতে অধিকার জন্মে দেখাইয়াছেন, জীমূতবাহনও তাহারই সাহায্যে পিতা বর্তমানে পুত্রের কোন স্বত্বই নাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহারা

১। উর্দ্ধং পিতৃশ্চ মাতৃশ্চ সমেতা ভ্রাতরং সমং।

ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্তমনৌশাস্ত্রে হি
জীবিতঃ।

২। ভূর্য্যা পিতামহোপাস্তা নিবকো দ্রব্যমেব বা।

তত্র ত্রাৎ সদৃশং সাম্যং পিতুঃ পুত্রস্ত
চোভয়োঃ ॥

৩। স্বাবরং দিপদৈঃ চ বদাপি স্বয়মর্জিতম্ ।

অসম্ভব স্থান সর্বান্ ন দানং ন চ বিক্রয়ঃ ॥

ইত্যাদি শ্লোকের উভয়ের মীমাংসা দেখিয়াছেন, তাহার। সরলভাবে যদি স্বীকার করেন, তাহাই হইলে অবশ্যই বলিবেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রকারদের একুপ অভিপ্রায় ছিল না যে পিতা বর্তমান থাকিতে পৈতামহসম্পত্তিতে পুত্রের কোন অধিকার জন্মাবে না। কিন্তু কালসহকারে ঐরূপ নিয়মের পরিবর্তন আবশ্যক হইল। পুত্রগণ পিতৃগণের অবাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, সম্পত্তি রুদ্ধাবস্থায় থাকিতে কাহারও উচ্চ ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিল না এবং উহাতে বাণিজ্যাদি নানাপ্রকারের অসুবিধা লক্ষিত হইল। যে যে শ্লোকের সাহায্যে বিজ্ঞানেশ্বর পৈতামহসম্পত্তিতে পিতা পুত্রের সমান অধিকার দেখাইলেন, জীমূতবাহন তাহারই বলে পিতার বর্তমানে পুত্রের অধিকার নাই দেখাইলেন। যখন বঙ্গবাসীরা দেখিল জীমূতবাহনের মতেও শাস্ত্রের পোষকতা আছে, তখন সুবিধার জন্ত তাহার মত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

উক্তপ্রকারে অত্যাশ্রয় অনেক সামাজিক নিয়মও পরিবর্তিত হইয়াছে, সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র যে অপরিবর্তনীয় তাহা নহে। তবে কথা এই যে পরিবর্তনের পূর্বে বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন সমাজের পক্ষে হিতকর কি অহিতকর। যে কোন নিয়ম সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অহিতকর, তাহা অগ্রাহ্য এবং যাহাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের মঙ্গল সম্ভাবনা, তাহা গ্রাহ্য। হিন্দুশাস্ত্র বিশেষরূপ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে সমাজের অঙ্গসংখ্যক লোকেব হিতৈব জন্ত যে অধিকাংশ লোকেব অহিতকর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, একুপ

আদেশ কোথায়ও লক্ষিত হয় না। আর যদি কোন শাস্ত্র ঐরূপ আদেশ করিয়া থাকে, তাহাই হইলে তাহাকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি, যেহেতু হিন্দুশাস্ত্র হিতকর, যুক্তিযুক্ত, অহিতকর ও অযুক্তিকর শাস্ত্র, শাস্ত্রই নয়।

মহু, ধর্মের চারিটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও স্বীয় স্বীয় আশ্রয় প্রীতিজনক কার্য।

বেদস্মৃতিসদাচারস্বত্ব চ প্রিয়মায়ানঃ ।

এতচ্চতুর্বিধং গ্রাহঃ সাক্ষাৎকর্মস্বত্ব লক্ষণম্ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যও ঐরূপ বলিয়াছেন।

শ্রুতিস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বত্ব চ প্রিয়মায়ানঃ ।

সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কামো ধর্মমূলমিদম্ স্বত্বম্ ॥

শ্রুতিস্মৃতি ব্যতীত পুরাণও শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত।

সর্বাপেক্ষা শ্রুতি মাত্ৰ, তৎপরে স্মৃতি, তৎপরে পুরাণ।

জাবাল বলিয়াছেন :—

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গমীষসী ।

অবিরোধে তু সদা কার্য্যং বৈদিকবৎ সদা ॥

ব্যাাস বলিয়াছেন :—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে ।

তত্র শ্রোতং প্রমাণন্ত তয়োর্দৈর্ঘ্যে স্মৃতিরক্ষরা ॥

সকল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে মহুস্মৃতি প্রধান। বৃহস্পতি বলিয়াছেন :—

মহুর্থবিপরীতা যা স্মৃতিঃ সান শত্বতে ।

এসব মাত্ৰ করিয়াও শাস্ত্রকারেরা যে যুক্তির উপর অধিকতর আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বর্তমান সময় হিন্দুদের মধ্যে যে সমুদায় আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট এবং হিতকর তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অপর কতগুলি

সমাজের অহিতকর তাহা প্রতিপন্ন করার জন্ত অধিক প্রয়াস অনাবশ্যক।

হিন্দুসমাজের যাহারা নীচ অস্পৃশ্যজাতি বলিয়া গণ্য, তাহারা যতদিন হিন্দুসমাজের নিয়মানুসারে কার্য্য করে, ততদিন তাহাদের অনেক সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, কিন্তু যাই তাহারা হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিল, অমনি হিন্দুরা তাহাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে বিরত হইলেন, কিম্বা পবিত্রই জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যদি একজন হিন্দু বিনামা নির্যাতনের ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে অস্পৃশ্য জঘন্য চামার বলিয়া পরিগণিত হইবে, কিন্তু একজন ইংরাজ যদি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহাহইলে তিনি মেঃ অমুক সাহেব, সেলাম কুনিসেরও বোঁগ্য হইতে পারেন এবং তাহার পদাবত বেত্নবাতও সহ্য করা যায়। ইংরাজ, চীন এবং অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে বিনামা বিক্রেতা আছে, কিন্তু তাহারা কি স্বজাতির মধ্যে ততদূর জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যতদূর না কি আমরা আমাদের ঐ প্রকার ব্যবসায়াদিগকে বিবেচনা করি। আরও দেখুন, ঐ চামার অন্য যদি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অগ্র ধর্ম গ্রহণ করে, তখন আর আমাদের সাধ্য কি যে আমাদের কর্তৃত্ব খাটাই। সে ধর্মাস্তর গ্রহণ করিল, আর হিন্দুদের চক্ষেও তাহার অপবিত্রতা দূর হইল। তবে কি হিন্দুধর্মই তাহার অপবিত্রতার কারণ ছিল? কেবল ব্যবসায়দ্বারা কি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কি নীচত্ব নির্দ্বিগত হওয়া উচিত? যে ব্যক্তি সমাজে নীচ বলিয়া পরিগণিত ব্যবসায়দ্বারা জীবিকানির্ভর করে, সে অনেক সদাধ্যাসম্পন্ন ব্যবসায়োপজীবী অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল হইতে পারে। তাহার পরোপকারবৃত্তি, ঈশ্বরনিষ্ঠা, সত্যবাদীতা,

জিতেন্দ্রিয়ত্ব অদিক হইলেও কি হিন্দুসমাজে সে অনাদৃত ও অপমানিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে? এইরূপ হওয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম এবং যুক্তির বিপরীত। সমাজের অহিতকর কার্য্য না হইলেই যথেষ্ট এবং তাহা না হইলে যে ব্যক্তি যে ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকানির্ভর করিতে সক্ষম হয়, সে তাহাই করুক। ইহাতে সমাজের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা প্রকারান্তরে কোনপ্রকার বাধা দেওয়া অকর্তব্য।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় সমাজের কোন অনিষ্ট না হয়, তাহার প্রতি কোনপ্রকার বাধা দিলে সমাজের অহিত ভিন্ন হিত হইবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা নাই। যে যে স্থলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় সমাজের অনিষ্টাশঙ্কা আছে, সেই সেই স্থলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মীমাবদ্ধ হওয়া অতীব আবশ্যক, অগ্র স্থলে হইলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টেব আশা করা যায় না।

যে সমুদায় নিয়ম বা শাসন সমাজের অনিষ্টকারী, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা প্রকারান্তরে হস্তক্ষেপ করে, তাহা পরিবর্তিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হিন্দুসমাজের হস্তক্ষেপের শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। জাতীয় জীবন ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টি বই আর কিছুই নহে। যে স্থলে ব্যক্তিগত জীবন ক্ষণপ্রভ, নিস্তেজ, পুরুষ-বিহীন, সে স্থলে জাতীয় জীবনও ঐরূপ। যদি প্রত্যেক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই এক সুদৃঢ় সাধারণ নিয়মের অধীন করিয়া রাখা যায়, তাহাহইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব একেবারে লোপ হইয়া যায়। আতিশয়-সমূহ সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা বই আর কিছুই নহে, সমাজস্থ ব্যক্তিগণ কোন বিষয়ে কোন স্থলে কিরূপ কার্য্য করিবেন,

শাস্ত্রে তাহার উপদেশ বা আদেশ দেওয়া হই-
 যাচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্রপ্রণেতারা যতই স্বার্থশূন্য
 হউক না কেন, তাহাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ
 ও সাধু হউক না কেন, তাহারা এমত কোন
 নিয়ম করিতে পারেন না, যাহা প্রত্যেক
 মানবের প্রত্যেক অবস্থার উপযোগী হইবে।
 শাস্ত্রীয় শাসনগুলি সাময়িক পরিদর্শনের
 উপর স্থাপিত। কালপরিবর্তনের সহিত
 তাহাদের উপযোগিতা বিলুপ্ত হয়। আর
 বিশেষ কথা এই যে এক ব্যক্তি আর এক
 ব্যক্তি হইতে যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন,
 প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় হিত যত বুদ্ধিতে
 পারে, অশ্রেয় তত বুদ্ধিতে পারে না। ভারত-
 বর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভার রাজবিধিবিভাগের সভ্য
 সাধারণের অপেক্ষা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ হইতে
 পাবেন, কিন্তু তিনি যদি আজ একটি আইন
 বাহির করেন এবং তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি
 মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্তিমকাল পর্যন্ত
 কিরূপে জীবন অতিবাহিত করিবে, তাহা
 সন্নিবেশিত করেন, তবে কি লোকে তাহাকে
 বাতুল বলিবে না! আমি কিরূপ গৃহে বাস
 করিলে, কিরূপ দেশে বাস করিলে, কিরূপ
 ভোজ্যভোজন করিলে, কিরূপ ব্যবসায় অব-
 লম্বন করিলে, কিরূপ স্ত্রীর পানিগ্রহণ করিলে,
 কিরূপ ভৃত্য রাখিলে, আমার জীবনে প্রত্যেক
 কার্যে কিরূপ ব্যবহার করিলে, আমায় অধিক
 অর্থ হইবে, ইহা আমি যত বুদ্ধিতে পারি রাজ-
 সচিব আমা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক পণ্ডিত
 হইয়াও আমার সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে তত
 বুদ্ধিতে পাবেন না। শাস্ত্র বা আইনের প্রধান
 উদ্দেশ্য মনুষ্যের পারস্পরিক অহিতাচরণ
 হইতে সমাজরক্ষা করা। রাম শ্রামের ধন
 কিসা শ্রাম রামের ধন চুরি যাহাতে না করিতে
 পারে, শাস্ত্র বা আইন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখি-

বেন, কিন্তু রাম বা শ্রাম যদি পরস্পরের কোন
 ক্ষতি না করিয়া যে কোন উপায়ে ধন উপার্জন
 করেন না কেন, শাস্ত্র বা আইনের তৎপ্রতি
 উদাসীন হওয়া উচিত। তুমি আমাকে উপ-
 দেশ দিতে পার যে আমায় এই প্রকারে ধন
 উপার্জন করা উচিত। কিন্তু আমাকে জায়তঃ
 তোমার উপদেশানুসারে চলিতে বাধ্য করিতে
 পার না। যখন শাস্ত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার
 প্রতি হস্তক্ষেপ কবে, তখনই সামাজিক
 উন্নতিস্রোত একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়।
 একবার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশ সমূহের প্রতি
 নেত্রপাত কর। উভয়ের প্রাচীন ও আধুনিক
 অবস্থা তুলনা কর। তাহাইহলে দেখিতে পাইবে
 যে আজ কাল পাশ্চাত্য দেশগুলি যে অনেক
 বিষয়ে এত উন্নত ও প্রাচ্যদেশ গুলি এত অন্-
 নত তাহার প্রধান কারণ একস্থলে ব্যক্তিগত
 স্বাধীনতা ও অপর স্থলে তাহার অভাব। ঐ যে
 আটলান্টিক মহাসাগরস্থিত ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাচরণের
 অধিবাসীরা আজ ২৫ কোটি ভারতবাসীকে
 দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, উহার
 কারণ কি জ্ঞান? আজ যে ব্রিটেনীয়ার জয়-
 পতাকা পৃথিবীর প্রত্যেক খণ্ডেই উড্ডয়মান,
 আজ যে তাহার বিজয়ভেরীর রবে গগন
 নিনাদিত আজ যে “অনভ্য জাপান” অসভ্য ও
 পরাক্রমশালী তাহার কারণ কি জ্ঞান? তাহা-
 দের হস্তপদ কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ নহে, তাহারা
 দেশাচারের দাস নহে, তাহারা অগুস্তিকর শাস্ত্র-
 দ্বারা পরিচালিত নহে, তাহাদের ব্যক্তিগত
 স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। ভূজঙ্গ যেরূপ গভীর পদ-
 বন্ধন করিয়া ভৃগুদোহন করে, দেশাচারও
 তরুণ ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রুদ্ধ
 করিয়া বল, বীর্য, সাহস সমুদায়ই দোহন
 করিয়া লইয়াছে। সামাজিক শাসন আবশ্যিক,
 কিন্তু কোন বিষয়েরই আতিশয্য শ্রেয় নহে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপই হিন্দুসমাজের চরিত্রের প্রধান এক কাবণ। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের সুখাপেক্ষা না করিয়া, যে সমুদায় দেশাচার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গতিরোধ করে, তাহা দেশ হইতে দূর করা হিন্দুসমাজের নেতাদিগের নীতিমূল্য কৰ্ত্তব্য।

সমাজ উন্নতির বিবিধ উপায় লক্ষিত হয়, প্রথম ভ্রায়, দ্বিতীয় নূতনশাস্ত্র বা ব্যবস্থা, তৃতীয় প্রাচীনশাস্ত্রের দেশ কাল পাত্রোপযোগী নব-ব্যাখ্যা। যে স্থলে সমাজের অধিকাংশ লোক সুশিক্ষিত, যে স্থলে যুক্তি প্রবল, সে স্থলে কোন প্রকৃতিত বিদ্যির অভাবে, প্রত্যেক কার্যে মনুষ্যকে ভ্রায়দ্বারা পরিচালিত করা যাইতে পারে, সে স্থলে ভ্রায়ের সাহায্যে সমাজ চালিত হইতে পারে। কিন্তু অতি সুসভ্য সমাজেও কোনটি ভ্রায় বা কোনটি অভ্রায়, তাহা সকলে বোধগম্য করিতে সক্ষম হয় না। এইজন্য, সমাজব্যবস্থার জ্ঞান শাস্ত্রীয় বিধি প্রকৃতিত হওয়া আবশ্যক হয়। যে স্থলে প্রাচীনশাস্ত্রের প্রতি অকাটা বিশ্বাস নাই, যে স্থলে প্রাচীনশাস্ত্র দেবতা বা দৈব-শক্তিসম্পন্ন মনুষ্যদ্বারা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস নাই, সে স্থলে প্রাচীনবিধির স্থলে নূতনবিধির প্রবর্তনায় বিশেষ দৌর লক্ষিত হয় না। কিন্তু এমন অনেক সমাজ আছে যে সমাজে যাহা প্রাচীন তাহাই উৎকৃষ্ট, তাহাই ভ্রমশূন্য, তাহাই ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া গৃহীত হয়। যে স্থলে সত্যযুগ ভবিষ্যতে স্থাপিত না হইয়া ভূতকালে স্থাপিত হইয়াছে, যে স্থলে মনুষ্য ক্রমে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিতেছে একরূপ বিশ্বাস না থাকিয়া, দিন দিন মূর্খ হইতেছে, এইরূপ বিশ্বাস প্রবল, যে সমাজে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, সকলেই ভূতকালের এবং যাহা কিছু কদর্য্য তাহা বর্তমান কালসম্প্রদায় বলিয়া বিশ্বাস, যে স্থানে শৌর্য্য,

বীর্য্য, পরাক্রম, দীর্ঘায়ু, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, সভ্য-নিষ্ঠার আদর্শ পশ্চাত্তিক অঙ্গুলিদ্বারা নির্দিষ্ট হয়, সে স্থলে প্রাচীনবিধির স্থলে নূতনবিধির প্রবর্তনায় মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গল হইতে পারে। পশ্চাদগত শাস্ত্রের প্রতি যতদিন দৃঢ়বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন নূতনশাস্ত্রের প্রতি লোকের আস্থা হওয়া কঠিন। উহাতে লাভের মধ্যে এই হয় যে প্রাচীনশাস্ত্রের দোষারোপ করিয়া উহা ভ্রম সাধারণের চক্ষে বাহির করিয়া দিয়া উহাতে যাহা কিছু ভাল আছে, তৎপ্রতিও আস্থা ধর্ম করিয়া দেওয়া হয়, অথচ নূতনশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাহেতু তাহাও কেহ পালন করিতে প্রস্তুত হয় না। সমাজের ব্যক্তি পরিবর্তন যুক্তিমান ব্যক্তিদের সর্বতোভাবে পরি-হাস করা কৰ্ত্তব্য। প্রাচীনশাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন সমাজনেতাদের বা সমাজসংস্কারকদের একটি বিশেষ ভ্রম। ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত আমাদের সর্ববিষয়ে মতভেদ থাকিতেও উহার, উদ্দেশ্য সাধু বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু উদ্দেশ্য সং-হইলেও উহা যে বিশেষ ফল দেখাইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ কি? প্রাচীনশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া নূতনশাস্ত্র করিতে যাওয়াই উহার প্রধান কারণ। অশিক্ষিত সমাজে নূতনশাস্ত্রের অবতারণা করিতে যাওয়া নিতান্তই আশঙ্কাজনক। পরিবর্তন অবশ্য হইবে, কিন্তু সেই পরিবর্তন এমন ভাবে করা আবশ্যক যে, সমাজে আঘাত না পায়। নূতনশাস্ত্রকর্ত্তা কেবল তৃতীয় প্রণালীর অনুযায়ী প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবেন। সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির কিসে হিত বা অহিত হয়, তিনি যুক্তি দ্বারা তাহা প্রথম নির্দ্ধারিত করিবেন, তৎপরে যেটি দ্বারা সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির হিত হয়, প্রাচীনশাস্ত্রে তৎপ্রণালী ব্যাখ্যা দিবেন। তাহাই হইবে

প্রাচীনশাস্ত্রেরও মর্যাদা থাকিল, সাধারণের ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছুই করা হইল না, অথচ নূতন ব্যাখ্যাধারা নূতনশাস্ত্রের অবতারণা হইল এবং উহা দেশ কাল পাত্রোপযোগী হওয়ায় এবং প্রাচীন শাস্ত্র-সমৃদ্ধ বলিয়া জনসমাজে গৃহীত ও আদৃত হইতে লাগিল। এই প্রণালীতেই প্রাচীন হিন্দুধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা শাস্ত্র পরিবর্তন করিতেন, এই প্রণালীতেই প্রাচীন রোমীয়ব্যবস্থাপকেরা যদেশেব ধ্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া জনসমাজের উন্নতিসাধন করিতেন এবং এই প্রণালীতেই বর্তমান হিন্দুসমাজ পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। জামুত-বাহন এক কথায় বলিবেই পারিতেন যে “প্রাচীনকালে পিতা ও পুত্র পৈতামহসম্পত্তিতে তুল্যাদিকারী ছিলেন, কিন্তু ঐ নিয়ম বর্তমানকালের উপযোগী নহে, বর্তমানে পিতা জীবিত থাকিতে পুত্র পৈতামহসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন না, আমি প্রাচীনশাস্ত্রের স্থলে, এইরূপ নিয়ম প্রচলিত করিলাম, ইহাতেই সমাজের অধিক উপকার সম্ভাবনা, তোমরা আমার পণ্ডিতশাস্ত্র গ্রহণ কর।” কিন্তু তিনি জানিতেন যে ঐরূপভাবে নূতনধর্মের অবতারণা করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করিবে না, সুতরাং তিনি উহা না বলিয়া প্রাচীনবিধি যেমন তেমনি রাখিয়াছেন, অথচ উহাতে এমন কৌশলে নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে প্রাচীনশাস্ত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যখন সমাজ দেখিল যে নূতনবিধি প্রাচীন শাস্ত্রসমৃদ্ধ এবং উহা দেশ পাত্র ও কালোপযোগী তখন তাহা গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিল না।

হিন্দুধর্ম সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বহুল ধর্মসম্প্রদায় লক্ষিত হয়। সকল সম্প্রদায়ই স্বীয় স্বীয় মতের প্রচারণা দ্বারা দ্বন্দ্বম্বাবলম্বীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করার

চেষ্টা করে। আরবদেশে প্রথমে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়, কিন্তু অন্তর্দিনের মধ্যে ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে অনেক দেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার হইয়াছে এবং অন্যান্য অনেক ধর্মাবলম্বী ঐ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে বোধ হয় দশভাগের নয়ভাগ হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্যালেস্টাইনে প্রথমে খৃষ্টধর্ম প্রচার হয়, কিন্তু সমগ্র ইউরোপ ও আনোরকাবাসীরা আজ কাল খৃষ্টধর্মাবলম্বী এবং বঙ্গের বঙ্গের শত শত খৃষ্টধর্ম প্রচারকেরা সহস্র সহস্র অল্প ধর্মাবলম্বীদিগকে গৃহীত করিতেছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচারণা আজ কাল নাই, কিন্তু প্রচারবলেই বৌদ্ধধর্ম ভারতোদ্ভূত হইয়াও চীন, ঝঞ্, থাই ও জাপান দেশপর্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। অধুনা পৃথিবীতে চারিটা প্রবল ধর্মসম্প্রদায় আছে; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টা ও বৌদ্ধ। খৃষ্টীয়ধর্মের প্রচারণা জন্ম প্রতি বঙ্গের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, যে স্থলে খৃষ্টীয়ধর্ম প্রচারকেরা স্বীয় ধর্মের বিস্তার করিতেছেন না। খৃষ্টীয়ধর্ম প্রচারকেরা ধর্মপ্রচারোপলক্ষে মানবজাতির নানাবিধ উপকার সাধনও করিতেছেন। মুসলমান ধর্মপ্রচারকেরাও স্বীয় ধর্মপ্রচার করেন বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণের তায় তাহাদিগের কোন বিশেষ প্রণালী নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রচার বিধি থাকাতোও উহার আজকাল প্রচার কার্য নাই। হিন্দুধর্মের প্রচারবিধি একবারেই লোপ হইয়াছে এবং অল্প কোন ধর্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুধর্মভুক্ত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। এই কারণেই ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী কয়েকটা ক্ষুদ্র দ্বীপ ও আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান ব্যতীত অল্প কোথায়ও

হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। এইরূপ প্রথার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে প্রত্যেক বৎসরে অনেক হিন্দু হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অথ অল্প ধর্ম অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু অল্প ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। মানবসমাজে যদি কোন ধর্মসম্প্রদায় না থাকিত, অর্থাৎ ধর্মমত প্রভেদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধের কোন বাধা না হইত, তাহাইহলে কথা ছিল না, কিন্তু যখন পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় বর্তমান রহিয়াছে এবং যখন ধর্মের একতার সহিত সামাজিক একতা একস্থলে প্রাপ্তি রহিয়াছে, তখন হিন্দুসমাজ স্বীয় অঙ্গ পুষ্টির বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারে না। ভাষা রীতিনীতি ও ধর্মের একতার উপর যে ক সম্বন্ধ তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এমত স্থলে হিন্দুধর্ম প্রচার-পুস্তক হিন্দুসমাজের অঙ্গ পুষ্টিসাধন পক্ষে সমাজ-নেতাদিগের দৃষ্টিপাত করা উচিত। পুরাকালে অল্প ধর্মাবলম্বীরাও যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহার উত্তম প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকালও পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণেরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া জাতিবিশেষ গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে খৃষ্টীয়ধর্ম প্রচার আরম্ভ হওয়ার তাহারা হিন্দুসমাজের অঙ্গপুষ্টি না করিয়া খৃষ্ট-য়ান সমাজেরই অঙ্গপুষ্টি করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজের বর্তমান অশাস্ত্রীয় বর্ণভেদ প্রথাই অল্প ধর্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুধর্মে আনয়ন করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা দিতেছে। অল্প ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কোনবুদ্ধিমান ব্যক্তিই অনাচমনীয় নূতন একটী বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে চাহে না। সুতরাং হিন্দুসমাজ অঙ্গ পুষ্টিসাধন করিতে ইচ্ছা করিলে উহার একটু উদারনীতি অবলম্বন করা উচিত। একরূপ নীতি অবলম্বন করিতে গেলে, শাস্ত্রের গোষকতা পাইবার কোন বাধা নাই

কিন্তু এসব গুরুতর বিষয়ে সমাজের বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের চিন্তার অভাব দৃষ্ট হয়। তাহার কারণের মূলে জলসেচন না করিয়া পত্রপুস্তক জল দিয়া উহা সম্ভব রাখিতে চান।

সনাতন হিন্দুধর্ম-সমাজের বহুবিধ প্রচলিত রীতিনীতির বিষয় হিন্দুপত্রিকার পূর্ন পূর্ন সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি যদি সমাজের অহিতকর হয় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হয়, তাহাইহলে উহা পরিবর্তন করিবার বিরুদ্ধে কাহার মত জায়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেকে বলেন যে স্বীকার করিলাম যে অনেক আচাৰ ব্যবহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং সমাজের পক্ষে অপকারী কিন্তু পরিবর্তন করে কে? রাজা বিদেশীয়, তিনি সম্ভবতঃই সামাজিক রীতিনীতির উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন; যদি তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেও যান, তাহাইহলে নানাবিধ বিভাট ঘটবার সম্ভাবনা। দেশের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যাহার আদেশ সকলেই মান্য করিয়া চলবে? সুতরাং তাহারা বলেন, আমরা যাহা আছি তাহাই থাকি, পারিবর্তনের চেষ্টা বুঝা, করিলেও হইবে না। রোগ আছে কিন্তু সে রোগ উপশমের আদৌ কোন চেষ্টা করিব না।

এইক্ষণ দেখা যাউক যে সমাজের উপর আধিপত্য করেন কাহার? বাহারা সমাজের উপর আধিপত্য করেন, তাহারা যদি একমত হইয়া কোন ঈর্ষ্য করেন, তাহাইহলে দেশের লোকের গ্রাহ্য না হইবার কারণ নাই। তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলাম যে বালবিধবার পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। অন্ততঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা উহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কৃতকার্য হইয়াছিলেন কি না, সে বিষয় এইক্ষণ বিচার করিব না। যদি বঙ্গ-

দেশের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যাসাগরের সহিত একমত হইতেন কিম্বা অন্ততঃ অধিকাংশ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত যোগদান করিতেন, বা তাঁহাকে বাধা না দিতেন তাহাই হইলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইবার কিছুই বাধা ছিল না। পণ্ডিতমণ্ডলী একঘরে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষ অবস্থান করিতেই, সাধারণ লোক উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ধারণা করায় উহা প্রচলিত হয় নাই। আজকাল নব্যসংস্কারকদল পাশ্চাত্য প্রাণালী অনুসারে সমাজ-সংস্কার কবিতা চাহেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আমাদের সমাজের ছায় সমাজের সংস্কার ছায় কিম্বা রাজারাজ্ঞা বা রাজব্যবস্থাদ্বারা হইতে পাবে না। একমাত্র উপায় শাস্ত্রের সমন্বয়পযোগী ব্যাখ্যা। জীমূতবাহন কিরূপে পৈতামহসম্পত্তিতে কেবল পিতার অধিকার সাবিত্য করিয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমান সময়ে আমাদের মতে সমাজ-সংস্কাররূপ গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কেবল আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী। ইংবাজিশিক্ষিত এম্. এ, বিএলদিগের সমাজের উপর কিছুমাত্র যে আধিপত্য নাই, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই পদে পদে দেখিতে পারেন। আজও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের সমাজের উপর অসাধারণ আধিপত্য। যতদিন সমাজের জ্ঞান এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের প্রাণ না জন্মিবে, যতদিন তাহারা ভারত-বর্ষের প্রাচীন অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিয়া লজ্জা ও ক্ষোভে মত্তক অবনত না করিবেন, যতদিন তাহাদের আচোপাল সকলের প্রতি ভালবাসা না জন্মিবে, যতদিন তাহারা বৈদান্তিক বিশ্বজনীন মৈত্রী দেখাইতে না শিখিবেন, ততদিন বঙ্গদেশের কিম্বা ভারতবর্ষের পুনরুত্থান অসম্ভব। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ধার্মিক পরোপকারী

বিদ্বান্ বিচক্ষণ লোকের অভাব নাই, কিন্তু নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদিগকে আদৌ গণনার মধ্যে আনেন না। নিরামিষাণী টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্য অনেক নব্যাবুদের নিকট আদৌ আদরের বা শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছেন, তাহাদের নিকট এম্. এ, বিএল্ মহাশয়দের বিদ্যা বুদ্ধি বৈদ্ব্যতিক আলোকের নিকট তৈলদীপের আলোকসদৃশ নিস্তেজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমার এই বিশ্বাস যে ভট্টাচার্য্য কুললিতকরঘনন্দনের ছায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে আর জন্মগ্রহণ কবে নাই। পণ্ডিতমণ্ডলীর কিন্তু তাহাদের স্বীয় কর্তব্যের প্রতি যথেষ্ট অবহেলা দেখা যায়। তাহারা সমাজের রাজা, অগত সমাজ অধঃপাতে গেলেও তাহারা ফিরিয়া দেখেন না। তাহারা সমাজের হিতাহিতসম্বন্ধে কখন গভীর আলোচনা করেন না, তাহারা ভারতের দ্রিহদ্রতা, দুর্জগতা, স্বরাধীনতা, মুর্থতা প্রভৃতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা নিবারণের কোন উপায় করেন না। তাহারা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। পণ্ডিতমণ্ডলীর এই উদাসীনতা দূর করিবার উপায় অবলম্বন করা উচিত। সমাজের উন্নতিসাধনার্থে পণ্ডিতমণ্ডলীর একটা সমিতি সংস্থাপন আবশ্যক। উহাতে সমাজের প্রচলিত বিধির মধ্যে কোন্ বিধিগুলি সমাজের পক্ষে অহিতকর বা হিতকর তাহা আলোচনা-পূর্বক হিতকর আচার ব্যবহার সংরক্ষণ ও অহিতকর আচার ব্যবহারের ধ্বংস করার জ্ঞান কৃতসম্মত হওয়া উচিত। তাহারা যদি সমাজের নেতৃত্বপদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তাহাই হইলে সমাজের উপর তাহাদের উদাসীনতা-ভাব ধারণ করিলে চলিবে না। প্রাচীনকালে

নৈমিষারণ্য প্রভৃতি পবিত্রস্থানে ঋষিগণ সমবেত হইয়া সমাজ হিতকর বিবিধবিধি প্রকটিত করিতেন, বর্তমান পণ্ডিতগণেব ও ঋষিগণের উদাহরণ অনুসরণপূর্বক সমাজের মঙ্গলার্থ দৃঢ়ব্রত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় স্থানাসনকন্থ-গ্রেসনামক রাজনৈতিক সভার অধিবেশনের পরই ভারতবর্ষীয় সোসিয়াল্ কন্ফারেন্সনামক একটি সামাজিক সভার প্রত্যেক বৎসর একবার অধিবেশন হইয়া থাকে। আমি যতদূর ঐ সভার কার্য-প্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, উহাতে কোন ফলোদয়েব সম্ভাবনা নাই। হিন্দু, মুসলমান, পার্শ্ব, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় লইয়া সামাজিক সংস্কার কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, আমি তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। গত বৎসর বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মহারাজিবাসী পূজাপাদ শৌবিন্দমহাদেব রাণাতে এই সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সমাজের প্রতি দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়ত্ব আকর্ষণ করিতে সমর্থ না হইব, সে পর্য্যন্ত সে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে চাউন না কেন, উহা পণ্ডিত হইবে। তাহার নিকট আমার মনোভাব ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থাকারে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আক্ষেপের বিষয় উহা ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষাভাব থাকিবে না, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহায়ত্ব থাকিবে, এইমাত্র। ইহা ব্যতীত যে সমুদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস এবং আচার ব্যবহারের অত্যন্ত প্রভেদ তাহাদের সকলকে একত্র লইয়া কোন প্রকারেই সমাজ-সংস্কার

করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সোসিয়াল কনফারেন্স শাস্ত্র মানিয়া চলিতে চান না। আমি সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রণালী পূর্বে সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছি, পাঠক যদি তাহা মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা-হইলে দেখিতে পারিবেন যে আমার মত এই যে সমাজের উন্নতি অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু শাস্ত্রের মর্যাদাও রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের জ্ঞান অল্পমাত্র সমাজে বিশ্বাসের ভিত্তি উপাটিত করিয়া ফেলিলে তাহার স্থান অধিকার করে এমন কিছুই দেখিতে পাই না। বেদাদিশাস্ত্রে সাধারণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে হইবে। এটি অসম্ভব নয়। প্রাচীন ঋষিগণ ইহাই করিয়া গিয়াছেন। আমাদেরও তাহাদের পস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। এইজন্যই আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সোসিয়াল্ কনফারেন্স পাশ্চাত্য প্রণালীতে সমাজ গঠন করিতে চান, উহা সম্ভব নহে, শ্রেয়ও নহে। উহা করিতে গেলে, যাহা ভাল আছে তাহাও যাইবে, লাভের মধ্যে পাশ্চাত্য কতকগুলি দোষ সমাজে আসিয়া ঢুকিবে। যখন হিন্দুধর্ম মহামণ্ডলের স্বজন হয়, তখন আমাদের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল, যে এইবার বুদ্ধিযথার্থ মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের বীজবপন করা হইল কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের প্রধান দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে আমরা আজকাল সুদীর্ঘবক্তৃতা এবং বৃথা আড়ম্বর ভাল বাসি, ধবরের কাগজে লম্বা চেওড়া কথায় লোকের মনে ধাঁধা লাগাইয়া দিই। আমরা পণ্ডিতগণের যে সভার কথা প্রস্তাব করিতেছি, উহা সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য হইবে। উহাতে কেবল শাস্ত্র ও সমাজের থাকোচনা ও মীমাংসা হইবে এবং সেই মীমাং-

সার বহুলপ্রচারের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কল কথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে আমরা ভারতবর্ষ মহামণ্ডলনামক সভা হইতে বেশী কোন আশা করিতে পারি এক্ষণ বোধ হয় না। সাম্প্রদায়িকভাবে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা হইতে আমরা সমাজের কোন উপকাব আশা করিতে পারি না। সমালোচন উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা অসম্প্রদায়িকভাবে অর্থাৎ সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। এই উচ্চ আদর্শ সকল কার্যেই চক্ষুর সমুখে রাখিতে হইবে। দৃষ্টি অল্প দিকে গেলেই নিশ্চয়ই পদাঙ্কন হইবে। সাম্প্রদায়িকতাই হিন্দু-সমাজের অধোগতির যে একটি প্রধান কারণ উহা আমাদের স্মরণ রাখা কঠব্য। অতএব পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট করপুটে নিবেদন যে তাহারা অসম্প্রদায়িকভাবে হিন্দু-সমাজের উন্নতিসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন। তাহারা হিন্দু সমাজের নেতা, শাস্ত্রাদি তাহাদিগকে আশ্রয় কবিয়া এপর্যন্ত জীবিত আছে, সমাজের ও তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। তাহারা অনায়াসে যে কার্য করিতে পারিবেন, অল্প লোকে অনেক যত্ন করিয়াও তাহা করিতে পারিবেন না। ভগবান্ বাহাকে যে সমুদায় উৎকৃষ্ট বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার ব্যবহার না করিলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কুশল হইতে মানবের বঞ্চিত হইতে হয়। আর সময় নাই, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পণ্ডিত-মণ্ডলী হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের মানি দৌত করিয়া উহার বিপুলতা সম্পাদন করিতে যত্নবান হউন, আর তাহা না করিলে তাহারা নিজেও যে অধঃপাতে যাইবেন, তাহার সন্দেহ

আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আর অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু-সমাজ যে স্বেচ্ছসমাজে পরিণত হইবে, তাহার আব আশ্চর্য্য কি? অতএব আর নিশ্চিত থাকি উচিত নহে, আর স্বীয় ক্ষমতাস্বারে যে যতদূর পাবেন, স্বীয় স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করুন, তাহা হইলে দুর্দিন আর চিরকাল থাকিবে না। বদেগোন্ধাবরূপ মহাযজ্ঞে স্বার্থকে বলিপ্রদান-পূর্ব্বক, যজ্ঞ সমাধান করুন। বিনা স্বার্থত্যাগে কিছুই হইতে পারে না। বেদ উপনিষৎ, দর্শনাদিশাস্ত্রের বহুল প্রচাব করিতে হইবে। পুরাণাদিশাস্ত্রের গুচরহস্ত সাধারণকে অবগত করাইতে হইবে। সমাজে পাপের হ্রাস ও পুণ্যের বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে যথার্থ চণ্ডাল পর্য্যন্ত প্রেম দেখাইতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতাব বন্ধোপ-মাগরে বিসর্জন দিতে হইবে। জাতীয় একতা সংস্থাপন করিতে হইবে। সমাজের ধর্মবল, জ্ঞানবল, বিদ্যাবল, ধর্মবল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইরূপ সঙ্গত করিয়া কার্য করিলে, ঋষিগণের আশীর্ব্বাদে ভারতবর্ষ পুনর্বার যে অভূতায়ভাগী হইবেই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম বিশ্বাস চাই, ঋষিগণের বাণ্যে বিশ্বাস চাই, স্বীয় আত্মায় বিশ্বাস চাই, তবেই ত কার্যসিদ্ধি হইবে। হে ভারতবর্ষীয় বৃদ্ধগণ! আপনাদিগে যেখানে থাকুন না কেন, আপনাদিগে সামাজিক প্রাণত্বস্বারে যিনি যে যে বৎ বলিয়া পরিচিত হউন না কেন, আমি আপনাদিগের সকলের পাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম কবিয়া করপুটে এই নিবেদন করি যে আপনাদিগের সকলে সমবেত হইয়া ভারতের পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হউন। ভারতের প্রাচীনকালে

ও সমাজের বর্তমান অবস্থানোপম অবস্থা নিরীক্ষণ
করিয়া যথার্থ পুরুষের জ্ঞান পতনোন্মুখ অঙ্গ-

স্বরণ করিয়া মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনে সচেষ্ট হইব।
ত্রতী হউন।

ক্রমশঃ—

সত্যকাম জীবনসংবাদ ।

ছন্দোগ্য উপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়, ৪।৫।৬।৭।৮।৯ খণ্ড ।

প্রাচীনকালে সত্যের যে কতদূর আদর ছিল, তাহা সত্যকাম জীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝা যায়। আরজ হইয়াও এই দাসী-পুত্র কেবল সত্যের প্রতি অচল অমুরাগ ধাকা-হেতু, ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা বলেন সনাতন-ধর্মশাস্ত্র সর্কার, উহাতে উদারভাব নাই, তাহারা অমুগ্রহ করিয়া সত্যকাম জীবন-সংবাদ পাঠ করিবেন। সত্যকাম বিদ্যালোভার্থ গোতম ঋষির নিকট উপস্থিত হইলেন, গোতম তাহার বংশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সত্যকাম তাহার জন্মের বৃত্তান্ত মাতার নিকট যাহা অবগত হইয়াছিলেন, অমুপূর্কিক তাহা বলিলেন। গোতম সত্যকামের অসাধারণ নৈতিক বল দেখিয়া বলিলেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও হৃদয় এত প্রশস্ত হইতে পারে না যে এরূপ আত্মগ্লানি লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে পারে। গোতম সত্যকামের অসাধারণ সত্যপরায়ণতা দেখিয়া বলিলেন তুমি ব্রাহ্মণ, সম্রাট আহরণ কর, আমি তোমাকে এইক্ষণেই উপনীত করিব। তৎপরে সত্যকাম যথার্থ উপনীত হইলেন এবং প্রাচীনকালের রীতামুসারে গুরুর গোচরণার্থ গুরুগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। আমরা বিদ্যালয়ে গমন করিয়া গ্রহ পড়িয়া জ্ঞান লাভ করি বলিয়া এইরূপ সংস্কার হইয়াছে, যে গ্রহ পাঠ ভিন্ন কেহ পণ্ডিত হইতে পারে না। কিন্তু এই সংস্কার যে ভ্রমপূর্ণ, অগতের অনেক মহাত্মার জীবনী পাঠ করিলে তাহা অবগত

হওয়া যায়। যাহারা অহরহঃ প্রকৃতির অনন্ত-রূপ চিন্তা করিতেছেন, যাহাদের হৃদয়ে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, গিরি, বন আদির অন্তর্নিহিতশক্তি অহরহঃ প্রেতিভাত হইতেছে, তাহারা কোন গ্রহ পাঠ না করিয়া ও ঋষি এবং তাহারাই মানব শিক্ষক হইয়া থাকেন। জ্ঞানার্জনের জন্য যাহাদের হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা আছে, তাহাদের শিক্ষকের অভাব হয় না। তাহারা অতি সামান্য সামান্য বস্তু হইতেও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সত্যকামের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। তিনি বৃষভ, অগ্নি, হংস, মদগু বা পানিকোড়ির নিকট হইতে চূর্ণভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সত্যকাম চারিদিক নেত্রপাত করিলেন,—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, এই চারিদিক কি পদার্থ? উহার ব্রহ্মের অবয়ব। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতি বিবিধ লোক কি পদার্থ? উহার ব্রহ্মের অবয়ব। সত্যকাম উর্দ্ধদিকে নেত্রপাত করিলেন,—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি কি পদার্থ? উহার ব্রহ্মের অবয়ব। সত্যকাম আশ্বশরীর ও মনের দিক দৃষ্টিপাত করিলেন, এই সমুদায় বাহ্যেজিয় ও অন্তরীজিয় সমুদায় কি পদার্থ? ব্রহ্মের অবয়ব। সমস্ত জ্ঞানের মূল ব্রহ্মজ্ঞান যে ব্যক্তির লাভ হইল, তাহার আর কিছুই শিথিতে রহিল না। সাধারণ ব্যক্তিদিগের বাহ্যকৃতি হইতে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিদিগের বাহ্যকৃতি অনেক বিভিন্ন। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির প্রসন্নোজিয়, প্রহসিত বদন, চিন্তাবিরহিত এবং আশাশূন্য হইয়া থাকেন।

গৃহে আসিলে যৌতম তাহাকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন । সত্যকাম ! তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা কে শিখাইল ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন । সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কবির্য্য, গুরুর সম্মান রক্ষার্থ, তাহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা পুনর্বার প্রার্থনা করিলেন । গোতম পুনর্বার তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন । সত্যকাম অত্যন্ত স্বয়ং আচার্য্য হইয়া ব্রহ্মচারীদিগকে শিক্ষা প্রদান কবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ।

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতর সাম-
দ্রয়াঙ্ক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্তামি কিং
গোত্রোহমস্মীতি ॥ ৪—১ ॥

পদপাঠঃ । সত্যকামঃ । হ । জাবালঃ । জবালাং ।
মাতরং । আমদ্রয়াঙ্ক্রে । ব্রহ্মচর্য্যং । ভবতি ।
বিবৎস্তামি । কিং । গোত্রঃ । অহম্ । অস্মি ।
ইতি ।

(১) জাবাল—জবালার পুত্র । (২) আমদ্র-
য়াঙ্ক্রে—ভাকিয়াছিলেন । (৩) ব্রহ্মচর্য্যং—ব্রহ্ম-
চর্য্যায় । ব্রহ্মচর্য্যের জ্ঞান । (৪) ভবতি—হে
ভবতি (সঙ্গমস্থচক সম্বোধন) । (৫) বিবৎ-
স্তামি—আচার্য্যকুলে বাস করিব । (৬) কিং
গোত্রোহমস্মীতি—আমি কোন গোত্র ? ব্রহ্মচর্য্য
গ্রহণকালে গুরু, শিষ্যের কুল গোত্র জানিয়া
তাহাকে উপনীত করিতেন, এইরূপ প্রথা
থাকায় সত্যকাম মাতা জবালার নিকট নিজের
কুল গোত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

জবালাপুত্র সত্যকাম জাবাল ব্রহ্মচর্য্য অব-
লম্বন করিবে বলিয়া যাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা
করিতেছেন আমি কোন গোত্র ?

স। হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাতযলোজ
দ্বমসি বহুবঃ চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে তাম-
লক্ষ্য সাহমেতন্ন বেদ যদ্যোত্রোহমস্মি জবালা তু
নামাহমস্মি সত্যকামো নাম তমসি স সত্যকাম
এব জাবালো ব্রবীথা ইতি ॥ ৪—২ ॥

পদপাঠঃ । সা । এনং । উবাচ । ন । অহং ।
এতৎ । বেদ । তাত । যৎ । গোত্রঃ । অং । অসি ।
বহু । অহং । চরন্তী । পরিচারিণী । যৌবনে ।
ত্বং । অলভে । সা । অহং । এতৎ । যৎ । গোত্রঃ ।
ত্বং । অসি । জবালাতু । নাম । অহং । অস্মি ।
সত্যকামঃ । নাম । ত্বং । অসি । সঃ । সত্যকামঃ ।
এব । জাবালঃ ব্রবীথা ।

জাবাল, পুত্র জবালকে বলিলেন হে তাত !
তুমি কোন্ গোত্র, তাহা আমি জানি না, আমি
যৌবনকালে বহুভর্তৃগৃহে পরিচারিণীর কার্য্য
করিতে করিতে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম,
এইজ্ঞাত তোমার কাহার ঔরসে জন্ম হইয়াছে,
তাহা আমি জানি না । আমার নাম জবালা
তোমার নাম সত্যকাম, তুমি সত্যকাম জাবাল
বলিয়া পরিচয় দিও ।

সহ হারিদ্রমতং গোতমমেতৌবাচ ব্রহ্মচর্য্যং
ভগবতি বৎস্তাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি ॥ ৪—৩ ॥

পদপাঠঃ । স । হ । হারিদ্রমতং । গোতমং
এতা । উবাচ । ব্রহ্মচর্য্যং । ভগবতি । বৎস্তামি
উপেয়াং । ভগবন্তং । ইতি ।

(১) হারিদ্রমতং—হারিদ্রমতের পুত্র । (২)
ব্রহ্মচর্য্যং—ব্রহ্মচর্য্যার্থ । (৩) ভগবতি—পূজ্য
তোমাতে । (৪) বৎস্তামি—বাস করিব । (৫)
উপেয়াং—নিকটে আসিলাম । (৬) ভগবন্তং—
ভগবানের নিকট ।

বলার্থ । জাবাল হারিদ্রমত গোত্রমের নিক
উপস্থিত হইয়া বলিল যে আমি ভগবানে
নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব বলিয়া ভগ-
বানের নিকট আসিয়াছি ।

তং হোবাচ ক্রিং গোত্রাহু সোম্যানীতি সহ
বাচ নাহমেতদ্বেদ ভৌ যদ্যোত্রোহমস্মি পূম
মাতরং সামা প্রত্যব্রীৎ বহুবঃ চরন্তী পি
চারিণী যৌবনে তামালভে সাহমেতন্ন বে
যলোজদ্বমসি জাবাল ত নামাহমস্মি সত

কামো নাম অমসীতি মোহং সত্যকামো
জাবালোহস্মি ভো ইতি ॥ ৪—৪ ॥

পদপাঠঃ। তং। হ। উবাচ। কিং। গোত্রঃ।
হু। সোম্য। অসি। ইতি। স। হ। উবাচ। ন।
অহং। এতৎ। বেদ। ভো। যং। গোত্র। অহং।
অস্মি। অপূচ্ছং। মাতরং। সা। মা। প্রতি।
অব্রবীৎ। বহু। অহং। চরন্তী। পরিচারিণী।
যৌবনে। ষাং। আলভে। সা। অহং। এতৎ।
ন। বেদ। যং। গোত্রঃ। ষং। অসি। জবালা।
তু। নাম। অহং। অস্মি। সত্যকামঃ। নাম। ষং।
অনীতি। স। অহং। সত্যকামঃ। জাবালঃ।
অস্মি ভো ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ। গোতম জাবালকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, হে সোম্য। তুমি কোন্ গোত্র, জাবাল
বলিলেন আমি কোন্ গোত্র তাহা জানি না,
মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে মাতা
বলিলেন যে, তিনি যৌবনকালে বহুলোকের
পরিচারিণীর কার্য্য করিতে করিতে আমাকে
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং আমি কোন্ বংশ-
সম্বৃত তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার
নাম জবালা আমার নাম সত্যকাম সুতরাং
আমি সত্যকাম জাবাল এইমাত্র তিনি
বলিলেন।

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি।
সমিধং সোম্যাহরোপস্বা নেঘোম সত্যাদগা ইতি
তমুপনীয় কৃশানামবলানাম্ চতুঃশতা গা নিরা-
কৃত্যোবাচোম্যঃ সোম্যাহুসংব্রভেতি তা অভিপ্ৰ-
হাপয়ন্তু বচনাসহস্রণাবর্তয়েতি সহ বর্ষগণং
প্রোবাগতা যদা সহস্রং সম্পূচ্ছং ॥ ৪—৫ ॥

পদপাঠঃ। তং। হ। উবাচ। না এতৎ।
অব্রাহ্মণঃ। বিবক্তুং। অর্হতি। সমিধং। সোম্য।
আহর। উপ। স্বা। নেঘো। ন। সত্যাত্য। অগাঃ।
ইতি। তং। উপনীয়। কৃশানাম্। অবলানাম্।
চতুঃশতা। গাঃ। নিরাকৃত্য। উবাচ। ইমাঃ।

সোম্য। অহু সংব্রহ্ম। ইতি। স। হ। বর্ষগণং।
প্রোবাগ। তা। যদা। সহস্রং। সম্পূচ্ছং।

(১) কৃশানাম্ অবলানাম্—কৃশ ও দুর্বলগা-
গাভীদিগের মধ্যে।

গোতম ববিলেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই
এইরূপ সত্য বলিতে সমর্থ হয় না। অতএব
তুমি ব্রাহ্মণ।

হে সোম্য! তুমি সমিধ আহরণ কর,
তোমাকে আমি উপনীত করিব, যেহেতু তুমি
সত্য হইতে দ্রষ্ট হও নাই। ইহা বলিয়া তাহাকে
উপনীত করিয়া কৃশ দুর্বলগাভীদিগের মধ্যে
চারিশত গাভী মোচন করিয়া বলিলেন, তুমি
ইহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর। গাভী
সমুদায় বৎ প্রেরণকালে জাবাল বলিলেন
চারিশত গাভী সহস্র না হইলে প্রত্যাগমন
করিব না। জাবাল দীর্ঘকাল প্রবাস করিয়া-
ছিলেন এবং ঐ কালের মধ্যে ঐ সকল গাভী
সহস্রসংখ্যক হইয়াছিল।

অথ হৈনমৃষভোহভ্রাবাদ সত্যকাম ইতি
ভগব। ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য!
সহস্রং ঋঃ প্রাপয় ন আচার্য্যকুলং। ব্রহ্মণশ্চ তে
পাদং ব্রবাণিতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ
হোবাচ প্রাচীদিক্কলং, প্রোবাচীদিক্কলং দক্ষিণান্নি-
ক্কলোদাচী দিক্কলৈব বৈ সোম্য! চতুঃকলঃ
পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম। স য এতমেবং
বিদ্যাংশ্চতুঃকলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নিত্যু-
পান্তে প্রকাশবান্নিন্নিল্লোকে ভবতি প্রকাশ-
বতোহলোকাঙ্কয়তি য এতমেবং বিদ্যাংশ্চতু-
কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নিত্যুপান্তে ॥

পদপাঠঃ। অথ। হ। এনং। ঋষভঃ।
অভ্রাবাদ। সত্যকাম। ইতি। ভগব। ইতি।
হ। প্রতি শুশ্রাব। প্রাপ্তাঃ। সোম্য। সহস্রং। ঋ।
প্রাপয়। নঃ। আচার্য্যকুলং। ব্রহ্মণঃ। চ।
তে। পাদং। ব্রবাণি। ইতি। ব্রবীতু। মে। ভগ-

বান্। ইতি তমৈ। হ। উবাচ। প্রাণী। দিক্।
কলা। দক্ষিণা। দিক্। কলা। উদিতী। দিক্।
কলা। এবং। বৈ। সোম্য। চতুষ্কলং। পাদং।
ব্রহ্মণঃ। প্রকাশবান্। নাম। সঃ। য। এবং।
বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। প্রকাশবান্।
ইতি। উপান্তে। প্রকাশবান্। অশ্বিন্। লোকে।
ভবতি। প্রকাশবতঃ। হ। লোকান্। জয়তি।
যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং।
ব্রহ্মণঃ। প্রকাশবান্। ইতি। উপান্তে ॥ ৫ ॥

তখন পালের ঝাঁড় বলিল, হে সত্যকাম।
সত্যকাম বলিলেন হে ভগবন্! ঝাঁড় বলিল,
হে সোম্য! আমরা এইক্ষণ সহস্র সংখ্যক হই-
য়াছি, আমরাগিকে আচার্য্যের বাটী লইয়া চল।
আমি তোমার। নিকট ব্রহ্মের চারি অংশের
একাংশ বর্ণনা করিব। জাবাল বলিলেন,
ভগবান্ বর্ণনা করুন, তাহাতে ঋষভ বলিলেন
পূর্বদিক্, পশ্চিমদিক্, দক্ষিণদিক্, উত্তরদিক্,
এই চারিদিক্ ব্রহ্মের অবয়বস্বরূপ। এই চতুর-
বরষ হইতে ব্রহ্মের প্রকাশময় নাম হইয়াছে।
যে বিদ্বান্ ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপের উপাসনা
করেন, তিনি ইহসংসারে ধ্যাতিলাভ করেন এবং
মৃত্যুর পর অমৃতলোক প্রাপ্ত হইবেন (জয়তি
প্রাপ্নোতি)। বায়ু দিক্ সমূহের দেবতা,
ঋষভকে আশ্রয় করিয়া বায়ু দেবতা সত্যকামকে
ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

অগ্নিতে পাদং বক্তেতি স হ "খোভূতে গা
অভিপ্রস্থাপরাক্ষকার তা যত্রা ভিস্মঃ বভূব-
ত্বেজস্মিন্মুশমাধার গা উপরুধ্য সমিধমাধার
পশ্চাদগ্নে: প্রোভুপোপবিবেশ। তমগ্নিঃ ভূবাদ-
সত্যকাম ইতি ভগব ইতি প্রতিশুশ্রাব। ব্রহ্মণঃ
সোম্য। তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগ-
বান্নিতি তমৈ গোবাচ পৃথিবীকলাস্তরিকং কলা,
দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈব বৈ সোম্য চতুষ্কলং

বিহাং চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্য
পান্তেহনন্তবানশ্মিন্নোকে ॥ ১-৪ ॥
লোকাভ্যয়তি য এতমেবং বিহাং চতুষ্কলং পাদং
ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যপান্তে ॥ ১-৪ ॥

পদপাঠঃ। অগ্নিঃ তে পাদং বক্তা। ইতি।
স। হ। খো। ভূতে। গাঃ। অভিপ্রস্থাপরাক্ষকে।
তাঃ। যত্র। অতি। সায়ং। বভূবুঃ। তত্র। অগ্নিঃ।
উপসমাধার। গাঃ। উপরুধ্য। সমিধং। আধার।
পশ্চাৎ। অগ্নেঃ। প্রাক্। উপবিবেশ। তং।
অগ্নিঃ। অভ্যবাদ। সত্যকামঃ। ইতি। ভগব।
ইতি। প্রতিশুশ্রাব। ব্রহ্মণঃ। সোম্য। তে।
পাদং। ব্রবাণি। ইতি। ব্রবীতু। মে। ভগবান্নিতি।
তমৈ। হ। উবাচ। পৃথিবী। কলা। অন্তরীক্ষং।
কলা। দ্যৌঃ। কলা। সমুদ্রঃ। কলা। এবং। বৈ।
সোম্য। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। অনন্তবান্।
নাম। স। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতু-
ষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। অনন্তবান্। ইতি।
উপান্তে। অনন্তবান্। অশ্বিন্। লোকে। ভবতি।
অনন্তবতঃ। হ। লোকান্। জয়তি। যঃ। এতং।
এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ।
অনন্তবান্। ইতি। উপান্তে।

বঙ্গার্থ। অগ্নি তোমাকে চারিপাদের আর
একপাদ বলিবেন, ইহা বলিয়া ঋষভ নিরন্ত হই-
লেন। সত্যকাম পরদিন প্রত্যুষে গাভী সকল
আচার্য্য গৃহাভিমুখে চালাইতে লাগিলেন, তৎ-
পরে যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, সেই
স্থানে অগ্নিও সমিধসংগ্রহ করিয়া গাভীসকল
বন্ধন করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখ হইয়া উপ-
বেশন করিলেন। অগ্নি তাহাকে বলিলেন, হে
সত্যকাম। সত্যকাম বলিলেন, হে ভগবন্! তৎ-
পরে অগ্নি বলিলেন হে সোম্য! আমি তোমাকে
ব্রহ্মের চারি অংশের একাংশের কথা বলিব।
সত্যকাম বলিলেন, বলুন, তাহাতে অগ্নি জাবা-

অবয়ব, অন্তরীক, ব্রহ্মের অবয়ব, স্বর্ণ ব্রহ্মের অবয়ব, সমুদ্র ব্রহ্মের অবয়ব। এই চতুরবয়ব হইতে ব্রহ্মের অনন্তময় নাম হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মের এই অনন্তময় চতুরবয়বরূপ উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তময় হয়েন এবং পরে অনন্তময় লোক প্রাপ্ত হয়েন।

হংসন্তোপাদং বক্তেতি সহ ষোড়শে গা অভিপ্রস্থাপরাঞ্চকার তা যজ্ঞাভিসারং বভুবু-
স্তজ্রাণিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায়
পশ্চাদয়েঃ প্রাভুপোপবিবেশ। তং হংস উপ-
নিপত্যাভ্যবাদ সত্যকাম ইতি ভগব। ইতি হ
প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মণঃ সোম্য! তে পাদং প্রবাপীতি,
ত্রবীতু মে ভগবানিতি তন্মৈ হো বাচাণিঃ কলা,
স্বর্ধ্যঃ কলা, চক্ষুঃ কলা বিদ্যাংকলৈব বৈ সোম্য!
চতুর্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিমান্নাম ॥ ৩ স য
এতমেবং বিদ্যাংকতুর্কলং পাদং ব্রহ্মণো
জ্যোতিমান্নিত্যাপান্তে জ্যোতিমান্নিন্দ্রিলোকে
ভবতি জ্যোতিষতোহলোকাঞ্জরতি য এতমেবং
বিদ্যাংকতুর্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিমান্নিত্যু-
পান্তে ॥ ৭—১১২।৩ ॥

পদপাঠঃ। হংসঃ। তে। পাদং। বস্ত্রা।
ইতি। স। হ। ষোড়শে। গাঃ। অভিপ্রস্থ।
পরাঞ্চকার। তা। যত্র। অভি। সারং। বভুবুঃ।
তত্র। অগ্নিং। উপসমাধায়। গাঃ। উপরুধ্য।
সমিধং। আধায়। পশ্চাৎ। অয়েঃ। প্রাক্।
উপোপবিশেষ। তং। হংসঃ। নিপত্য। অভ্যু-
বাদ। সত্যকামঃ। ইতি। ভগব। ইতি। হ।
প্রতিশুশ্রাব। ব্রহ্মণঃ। সোম্য। তে। পাদং।
প্রবাপি। ইতি। ত্রবীতু। মে। ভগবানিতি।
তন্মৈ। হ। উবাচ। অগ্নিঃ। কলা। স্বর্ধ্যকলা।
চক্ষুকলা। বিদ্যাং। কলা এবং। বৈ সোম্য। চতু-
র্কলঃ পাদ। ব্রহ্মণঃ। জ্যোতিমান্ন। নাম। সঃ।
যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতুর্কলং। পাদং।
ব্রহ্মণঃ। জ্যোতিমান্ন। ইতি। উপান্তে। জ্যোতি-

মান্। অগ্নিন্। লোকে। ভবতি। জ্যোতিষতঃ।
হ। লোকান্। অরতি। যঃ। এতং। এবং।
বিদ্বান্। চতুর্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। জ্যোতিমান্ন।
ইতি। উপান্তে।

বঙ্গার্থ। হংস তোমাকে ব্রহ্মের অপরাংশ বলিবেন। ইহা বলিয়া অগ্নি নিরস্ত হইবেন। তৎপরদিন প্রাতঃকালে জাবাল গাভী লবল শুক গৃহাভিমুখে চালাইতে লাগিলেন। এবং পূর্ন-
দিনের জ্ঞান স্বায়ংকালে অগ্নিসমুদগে করিয়া বসি-
লেন, একটি হংস উড়িয়া আসিয়া বলিল হে
সোম্য! তোমাকে ব্রহ্মের অবয়বের অংশের কথা
বলিব, অগ্নি ব্রহ্মের অবয়ব, স্বর্ধ্য ব্রহ্মের অবয়ব,
চক্ষু ব্রহ্মের অবয়ব, বিদ্যা ব্রহ্মের অবয়ব এই
চতুরবয়বহেতুক ব্রহ্মের নাম জ্যোতিষ্মৎ হই-
য়াছে, যিনি এই জ্যোতিষ্মৎরূপ ব্রহ্মের উপা-
সনা করেন তিনি ইহলোকে জ্যোতিষ্মৎ হয়েন
এবং পরকালে জ্যোতিষ্মৎ লোক প্রাপ্ত হয়েন।
গুরুবর্ণ হেতু হংস আদিভ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত
হইয়াছে।

মদগুপ্তম পাদং বক্তেতি সহ ষোড়শে গা
অভিপ্রস্থাপরাঞ্চকার তা যজ্ঞাভিসারং বভুবু-
স্তজ্রাণিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায়
পশ্চাদয়েঃ প্রাভুপোপবিবেশ ॥ ১ ॥ তং মদগুপ-
নিপত্যাভ্যবাদ সত্যকাম ইতি ভগব। ইতি হ
প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং প্রবাপীতি।
ত্রবীতু মে ভগবানিতি, তন্মৈ হো বাচ প্রাণঃ
কলাঃ, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রং কলা, মনঃ কলৈব
বৈ সোম্য। চতুর্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবা-
নাম। স য এতমেবং বিদ্যাংকতুর্কলং পাদং
ব্রহ্মণ আয়তনবান্নিত্যাপান্ত আয়তনবান্নি-
ন্দ্রিলোকে ভবত্যায়তনবতো হ লোকাঞ্জরতি য
এতমেবং বিদ্যাংকতুর্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবা-
নিত্যুপান্তে ॥ ৮—১১২।৪ ॥

বঙ্গার্থ। মদগুপকী ব্রহ্মের অপরাংশ বলি-

বেন বজ্রিয়া হংস নিরন্তর হইলেন। তৎপরে পূর্বের ভায় অগ্নি সময়ে করিয়া জ্বাল-বসিয়া-ছেন, এমন সময়ে মদন্ত অর্থাৎ পাণিকোড়ি পাখী তথায় আসিয়া সত্যকামকে বলিল আমি তোমার ব্রহ্মের অংশের কথা বলিব, সত্যকাম বলিলেন, হে ভগবন্! বলুন। তৎপর মদন্ত কহিলেন, প্রাণ ব্রহ্মের অবয়ব, চক্ষু ব্রহ্মের অবয়ব; শ্রোত্র ব্রহ্মের অবয়ব, মন ব্রহ্মের অবয়ব। এই চতুরবয়বহেতু ব্রহ্মের নাম আয়তনবান্, অর্থাৎ আশ্রয়বান্ যিনি ব্রহ্মের আশ্রয়বান্ রূপের উপাসনা করেন তিনি ইহলোক আশ্রয়বান্ হয়েন এবং অন্তকালে আশ্রয়বান্ লোক প্রাপ্ত হয়েন। মদন্ত জলচর পক্ষী জলের পরিবর্তে ব্যক্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্ত্যচাৰ্য্যকুলং তং আচাৰ্য্যহৃত্যবাদ সত্য-
কাম ইতি ভগব ইতি হ প্রীতিশ্রাব। ব্রহ্ম-
বিদিত্বৈকৈ সোম্য ভাসি কোমু তাম্মশশাসেত্যে
মহ্যোভ্য ইতি হ প্রীতিজ্ঞে ভগবাংস্বেব নে
কামে ক্রয়াং। শ্রুতং হেব মে ভগবদুভ্য

আচাৰ্য্যষ্টকব বিদ্যা বিদিত্তা সান্বিষ্টং প্রাপয়তীতি-
তমৈ হৈত দেবোজ্ঞ বা হন কিকন বীয়ায়েতি ॥ ৯—১১২৩ ॥

বঙ্গার্থ। সত্যকাম আচাৰ্য্যগৃহে উপস্থিত হইলে আচাৰ্য্য কহিলেন, হে সত্যকাম! সত্য-
কাম, কহিলেন, হে ভগবন্! আচাৰ্য্য পুনরায় কহিলেন, হে সোম্য! তুমি ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ভায় শোভা পাইতেছে। কে তোমাকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, সম্ভব ভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ দৈব-
শক্তিদ্বারা আমি শিক্ষিত হইয়াছি, এইক্ষণ আচাৰ্য্যদেব আমাকে শিক্ষা দেন। (অর্থাৎ পূর্বে কিছু শিক্ষা করিয়া থাকিলেও আমি তাহা গণনার মধ্যে আনি না, আচাৰ্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিলে উহা কলবান্ হয়। এইরূপ আপনার ভায় ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি। তাহাতে আচাৰ্য্য সত্যকামকে পুনর্বীর সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। ষোড়শকলা ব্রহ্মবিদ্যার কোন অংশই পরিত্যাগ করা হইল না।

মহিম্বস্তব ।

মহিম্বস্তব হিন্দুমাত্রেরই বড় আদরের
প্রতিবিম্ব। মহিম্বস্তবে জ্ঞান ও ভক্তির বড়ই সুন্দর
সম্বন্ধবিশেষ দেখা যায়। ইহার কোন কোন শ্লোক
এতই গভীর ও উদারভাবপূর্ণ, যে হিন্দুশাস্ত্রের
বারিষের, উহার প্রতিধ্বনী পাওয়া কঠিন।
কিন্তু মহিম্বস্তোত্রের ভাষা সরল নহে। সংস্কৃত
ভাষায় বিশেষ ব্যাপ্তি না থাকিলে, উহা বুঝা
কঠিন। এইজন্য অনেক ভক্তলোকের অনুরোধে
বঙ্গদেশের মহিম্বস্তোত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।
যাহাঙ্গা মহিম্বস্তোত্র পূর্বে পাঠ করেন নাই
তাহারা সমুদায় স্তোত্রটি পাঠ করিয়া স্তোত্র

মহিম্বস্তোত্রেরই বড় আদরের
প্রতিবিম্ব। মহিম্বস্তবে জ্ঞান ও ভক্তির বড়ই সুন্দর
সম্বন্ধবিশেষ দেখা যায়। ইহার কোন কোন শ্লোক
এতই গভীর ও উদারভাবপূর্ণ, যে হিন্দুশাস্ত্রের
বারিষের, উহার প্রতিধ্বনী পাওয়া কঠিন।
কিন্তু মহিম্বস্তোত্রের ভাষা সরল নহে। সংস্কৃত
ভাষায় বিশেষ ব্যাপ্তি না থাকিলে, উহা বুঝা
কঠিন। এইজন্য অনেক ভক্তলোকের অনুরোধে
বঙ্গদেশের মহিম্বস্তোত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।
যাহাঙ্গা মহিম্বস্তোত্র পূর্বে পাঠ করেন নাই
তাহারা সমুদায় স্তোত্রটি পাঠ করিয়া স্তোত্র

মহিম্বস্তোত্রেরই বড় আদরের
প্রতিবিম্ব। মহিম্বস্তবে জ্ঞান ও ভক্তির বড়ই সুন্দর
সম্বন্ধবিশেষ দেখা যায়। ইহার কোন কোন শ্লোক
এতই গভীর ও উদারভাবপূর্ণ, যে হিন্দুশাস্ত্রের
বারিষের, উহার প্রতিধ্বনী পাওয়া কঠিন।
কিন্তু মহিম্বস্তোত্রের ভাষা সরল নহে। সংস্কৃত
ভাষায় বিশেষ ব্যাপ্তি না থাকিলে, উহা বুঝা
কঠিন। এইজন্য অনেক ভক্তলোকের অনুরোধে
বঙ্গদেশের মহিম্বস্তোত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।
যাহাঙ্গা মহিম্বস্তোত্র পূর্বে পাঠ করেন নাই
তাহারা সমুদায় স্তোত্রটি পাঠ করিয়া স্তোত্র

(১) মহিম্বস্তোত্র—মহিম্বার। (২) পাঠ—সীমা।

(৩) স্তোত্র—স্তোত্র। (৪) পরং—অধিকং, পরং

পারং অর্থাৎ শেষ সীমার । (৫) অবিহ্বঃ—
অবিহ্বান্ ব্যক্তির । (৬) যদি—যদ্যপি । (৭)
অসদৃশী—অযোগ্যা । (৮) স্তুতি—স্তব । (৯)
ব্রহ্মদীনামপি—ব্রহ্মাদিরও । (১০) তৎ—তাহা
হইলে । (১১) অবসরাঃ—অসমানা, অযোগ্যা ।
(১২) স্মি—তোমাতে । (১৩) গিরঃ—স্তুতি-
বাক্য । (১৪) অথ—অনন্তর । (১৫) অবাচ্য—
অনিদ্ভিত । (১৬) সর্বঃ—সকল লোক ।
(১৭) স্বমতি পরিণামাবধি—স্বীয় বুদ্ধির সীমা
পর্য্যন্ত । (১৮) গৃণন্—স্তবকারী । (১৯) মম—
আমার । (২০) অপি—ও । (২১) এষঃ—এই ।
(২২) স্তোত্রে—স্তবে । (২৩) হব—হে হর !
(২৪) নিরপবাদ—নির্দোষ । (২৫) পরিকরঃ—
প্রারম্ভ ।

অবয়ঃ । হে হর ! তে মহিমঃ পবং পারং
অবিহ্বঃ স্তুতি যদি অসদৃশী (স্থানে) তৎব্রহ্ম-
দীনামপি গিবঃ স্মি অবসরাঃ (ভবেয়ুঃ) অথ
সর্বঃ স্বমতি পরিণামাবধি গৃণন্ অবাচ্য (ভবতি)
হে হর ! স্তোত্রে মমাপি এষঃ পরিকরঃ নিরপ-
বাদ ইতি ।

হে হর ! অবিহ্বান্ ব্যক্তির স্তুতি যে তোমার
মহিমার শেষ সীমার অযোগ্যা হইলে তাহাতে
আর আশ্চর্য্য কি ? কেননা ব্রহ্মাদির স্তুতিবাক্যও
তোমার অল্পপযুক্ত হইয়া থাকে । সকলেই
স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির সীমা অহুসারে তোমার স্তব
করিয়া থাকে এবং উহাতে নিন্দাভাজন হয় না,
তদহুসারে তোমার স্তোত্র বিষয়ে আমার এই
প্রারম্ভ কেন নিন্দনীয় হইবে ?

অতীতঃ পহ্নানং তব চ মহিমা বায়নসয়ো-
তদ্ব্যাবৃত্তা বং চকিতমভিধন্তে ঐতিরিপি । স
স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্ত বিবয়ঃ পদে
অর্কচীনে পততি ন মনঃ কস্ত ন বচঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠিঃ । অতীতঃ । পহ্নানং । তব । চ ।
মহিমা । বায়নসয়োঃ । অতদ্ব্যাবৃত্তা । বং ।

চকিতম্ । অভিধন্তে । ঐতিরিপি । সং । স্তো-
তব্যঃ । কতিবিধগুণঃ । কস্ত । বিবয়ঃ । পদে ।
তু । অর্কচীনে । পততি । ন । মনঃ । কস্ত । ন ।
বচঃ ।

(১) অতীতঃ—অতিক্রান্ত । (২) পহ্নানং—
পূর্ণ । (৩) তব—তোমার । (৪) মহিমা—মহিমার
(৫) বায়নসয়োঃ—বাক্য ও মনের । (৬) অতদ্ব্য-
বৃত্তা—অতৎরূপ ধ্বননদ্বারা, ঐতি-ঐশ্বর্য্যের
পদার্থ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, এ বস্তু ঐশ্বর্য্য
নয় ও বস্তু ঐশ্বর্য্য নয় ইত্যাদি তর্কপ্রয়োগ করিয়া
থাকেন । (৭) বং—বাহ্যকে । (৮) চকিতম্—ভয়ে
ভয়ে । (৯) অভিধন্তে—বর্ণনা করেন । (১০)
ঐতিরিপি—বেদে । (১১) অপি—ও । (১২) স কস্ত
স্তোতব্যঃ—কে তোমার স্তুতি করিতে পারে ।
(১৩) কতিবিধগুণঃ—ঐশ্বর্য্যের কতপ্রকার গুণ
কে বর্ণিতে পারে ? (১৪) কস্ত বিবয়ঃ—
কাহার জ্ঞাতব্য (কাহার বুদ্ধির বিধর্ম্মভূত
হইয়া থাকেন) । (১৫) পদে অর্কচীনে—
আধুনিক বস্তুতে । অর্থাৎ, সত্য, রজঃ, তমগুণ,
বলদ্বী চরিত্রাদিমূর্তি । (১৬) অর্কচীনে—
পশ্চাৎ । পরমাত্মা অবিজ্ঞেয় এইজন্য ঐশ্বর্য্য
ভক্তদিগের প্রতি অমুগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মা
বিষ্ণু, শিব ইত্যাদির মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া
থাকেন । (১৭) পততি ন মনঃ—কাহার মন
না যায় ? (১৮) কস্ত ন বচঃ—কাহার বাক্য
নিঃসৃত না হয় ।

অবয়ঃ । তব মহিমা চ বায়নসয়োঃ পহ্নানং
অতীতঃ ঐতিরিপি অতদ্ব্যাবৃত্তা বং (পর-
মাত্মানং) চকিতং অভিধন্তে, স কস্ত স্তোতব্যঃ,
(সঃ) কতিবিধগুণঃ, (সঃ) কস্ত বিবয়ঃ, অর্কচী-
চীনে পদে তু কস্ত মনঃ বচঃ (বা) ন পততি ।
বদার্থ । হে পরমাত্মন ! তোমার মহিমা
বাক্য ও মনের অতীত (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা
অনুমানদ্বারা তোমাকে গ্রহণ করা যায় না) ।

ঐতি ও তুমি যে কি বস্তু তাহা নির্ধারণ করিতে না পারিয়া তুমি ইচা নহ, তুমি উহা নহ এইরূপ তর্কবার্তা তোমার বিষয় ভরে ভরে বণিয়া থাকেন।

কেহই সেই পরমাত্মার স্তব করিতে সমর্থ হয় না। কেহই তাঁর গুণের ইয়ত্তা করিতে পারে না। কেহই তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না। তবে যখন তিনি ভক্তের ঐতি অহুগ্ৰহ করিয়া হরিহরাদি গুণময় মূর্তি পরিগ্রহ করেন তখন কাহার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হয় এবং কেহই বা তাঁহাকে স্তব না করিয়া থাকিতে পারে।

মধুক্ষীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্মিতবত-
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্নিম্নরপদং ।
মমষেতাং বাগীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ পুণ্যমী-
দেষ্টস্মিন্ পুরমধনবুদ্ধিব্যবসিতা ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। মধুক্ষীতাঃ। বাচঃ। পরমং।
অমৃতং। নির্মিতবতঃ। তবঃ। ব্রহ্মন্। কিং।
বাগ্। অপি। সুরগুরোঃ। বিশ্বরপদং। মম।
তু। এতাং। বাগীং। গুণকথন। পুণ্যেন। ভবতঃ।
পুণ্যমি। ইতি। এতস্মিন্। পুরকথন। বুদ্ধিঃ।
ব্যবসিতা।

(১) মধুক্ষীতাঃ—মধুক্ষী গুণবিশিষ্ট। (২)
বাচঃ—বাক্য। (৩) পরমং—অতিশয়। (৪)
অমৃতং—অমৃতস্বরূপ। (৫) নির্মিতবতঃ—রচনা-
কারী। (৬) তব—তোমার। (৭) ব্রহ্মন্—হে
ঈশ্বর! (৮) কিং—কি। (৯) বাগ্—বাক্য।
(১০) সুরগুরোঃ—দেবগুরু। (১১) বিশ্বর-
পদং—আশ্চর্য্যের বিষয়। (১২) মম—আমার।
(১৩) তু—কিন্তু। (১৪) এতাং—এই। (১৫)
বাগীং—বাক্য। (১৬) গুণকথনপুণ্যেন—গুণ-
বর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা। (১৭) ভবতঃ—তোমার।
(১৮) পন্যমি—পবিত্র করি। (১৯) এতস্মিন্—

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। (২০) ব্যবসিতা—নিয়োজিত।

অবয়বঃ। হে ব্রহ্মন্! মধুক্ষীতাঃ পরমমমৃতং
বাচঃ নির্মিতবত তব সুরগুরোরপি বাগ্ কিং
বিশ্বরপদং (অপিতু ন) মমতু এতাং বাগীং
ভবতো গুণকথনপুণ্যেন পুন্যমি হে পুরমধন!
এতস্মিন্ স্তোত্রে (মম) বুদ্ধিব্যবসিতা ভবতু।

বঙ্গার্থঃ। হে পরমাত্মন্! তুমি স্বয়ং মধুময়
অমৃতস্বরূপ বাক্যের আধার স্তবরাং দেবগুরু বৃহ-
স্পতিও তোমার স্তব করিলে উঠা তোমার
নিকট আশ্চর্য্যজনক হয় না, তবে আমি তোমার
স্তোত্রে যে বুদ্ধি নিয়োজিত করিরাছি তাহার
উদ্দেশ্য এই যে তোমার গুণবর্ণনা করিয়া যে
পুণ্য অর্জন করিব তাহা দ্বারা আমার বাগী
পবিত্র করিব অর্থাৎ ইহা দ্বারা তোমাকে যে
সন্তুষ্ট করিতে পারিব তাহা নহে তবে স্বীয়
মঙ্গলসাধনের জন্তে এইরূপ স্তব করিতেছি।

তবৈবধাং যতজ্জরহৃদয়রক্ষাশ্রলয়কৃতং, জয়ী-
বস্তব্যত্যং তিস্ববু গুণভিন্নান্ন তদ্ববু। অভব্যানাম-
স্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং বিহন্তং ব্যাক্রোশীং
বিদধত ইহৈকে জড়ধিরঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। তব। ঐবধাং। যৎ। তৎ।
জগহৃদয় রক্ষা শ্রলয়কৃতং। জয়ী। বস্ত। ব্যত্যং।
তিস্ববু। গুণভিন্নান্ন। তদ্ববু। অভব্যানাং।
স্মিন্। বরদ। রমণীয়াং। অরমণীং। বিহন্তং।
ব্যাক্রোশীং। বিদধত। ইহ। একে। জড়ধির।

(১) তব—তোমার। (২) ঐবধাং—ঐশ্বর্য্য
ভাব। (৩) যৎ—যাহা। (৪) তৎ—তাহা।
(৫) জগহৃদয় রক্ষা শ্রলয়কৃতং—বিষে-
স্বষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী। (৬) জয়ী-
বেদ। (৭) বস্ত—বর্ণিত বিষয়। (৮)
ব্যত্যং—নিষ্কিপ্ত। (৯) তিস্ববু—তিনেতেই
(১০) গুণভিন্নান্ন—বিভিন্নগুণযুক্ত। (১১)
তদ্ববু—দেহে। (১২) অভব্যানাং—পাণি

(১৪) বরদ—হে ভগবন্! (১৫) রমণীয়াং—
মমোরম। (১৬) অরমণীং—অরমণীয়। (১৭)
বিহঙ্গ—নষ্ট করিবার জ্ঞাত। (১৮) ব্যাক্রোশী—
নিন্দা। (১৯) বিদধতে—করে। (২০) ইহ—
এই সংসারে। (২১) একে—এই। (২২)
জড়ধিয়ঃ—নির্যোধ।

অর্থঃ। হে বরদ! তিস্থশৃঙ্গভিরাশ্চ-
তনুযুয্যন্তং জগদ্দয় রক্ষা প্রায়কৃতং ত্রয়ো বস্ত
যং তব ঐশ্বর্যং তং বিহঙ্গং ইহ একে জড়ধিয়ঃ
অভব্যানাং রমণীয়াং আশ্রিন্ (ঐশ্বর্যো)
(পণ্ডিতানাং) অরমণীং ব্যাক্রোশীং বিদধত।

বঙ্গার্থ। হে বরদ! তোমার ঐশীশক্তিদ্বারা
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতেছে এবং উহা সত্তরজ-
ন্তম ত্রিবিধ শৃঙ্গযুক্ত ত্রিমুর্ত্তিতে বিকাসিত হই-
তেছে, বেদ তোমার এই ঐশ্বরীক শক্তির বর্ণনা
করিয়া থাকে। তোমার ঐশীশক্তি নাই ইহা
দেখাইবার জন্ত নির্যোধেরা তোমার ঐশীশক্তির
নিন্দা করিয়া থাকে, ঐ নিন্দাতে পাণ্ডিদিগের
আনন্দ জন্মে কিন্তু উহাতে পুণ্যাশ্রাদিগের
রূপ হয়।

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়ত্রিভুবনঃ
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।
অতর্কশর্যো অ্যানবসরহৃদ্বো হতধিয়ঃ, কুতর্কো-
হয়ং কাংশিচ মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫॥

পদপাঠঃ। কিং। ঈহঃ। কিং। কায়ঃ। সঃ।
খলু। কিং। উপায়ঃ। ত্রিভুবনঃ। কিং। আধারঃ।
ধাতা। সৃজতি। কিং। উপাদানঃ। ইতি। চ।
অতর্কে। ঐশ্বর্যো। ত্রয়ি। অনবসরহৃদ্বঃ। হত-
ধিয়ঃ। কুতর্কঃ। অয়ং। কাংশিচ। মুখরয়তি।
মোহায়। জগতঃ।

(১) কিং—কি। (২) ঈহ—চেষ্টা। (৩)
কায়ঃ—শরীর। (৪) খলু—নিশ্চয়। (৫)
উপায়ঃ—উপায়। (৬) ত্রিভুবনঃ—ত্রিভুবন।
(৭) আধারঃ—যাহাতে অবস্থান। (৮) ধাতা—

বিধাতা। (৯) সৃজতি—সৃষ্টি করেন। (১০)
উপাদান—কারণ। (১১) অতর্কে—তর্কাতীতে।
(১২) ঐশ্বর্যো—মহেশ্বরে। (১৩) ত্রয়ি—তোমাতে।
(১৪) অনবসরহৃদ্বঃ—তোমাতে স্থান পায় না,
অতএব হৃদ্বঃ, অর্থাৎ এই সমুদায় কুতর্ক তোমার
মহেশ্বের অল্পপশুত্ব অতএব এই তর্ক অত্যন্ত
দুর্লভ বা তুচ্ছ। (১৫) হতধিয়ঃ—বুদ্ধিহীন
ব্যক্তিদিগকে। (১৬) কুতর্কঃ—কুতর্ক, মুখরয়তি
ইহার ক্রিয়া। (১৭) অয়ং—এই। (১৮)
কাংশিচ—কোন কোন। (১৯) মুখরয়তি—
মুখ হইতে নিঃসৃত করে। (২০) মোহায়—
মোহের নিমিত্ত। (২১) জগতঃ—জগতের।

অর্থঃ। সধাতা খলু কিমীহঃ সন্ কিং
কায়ঃ সন্ কিমুপায়ঃ সন্ কিং উপাদানঃ সন্
ত্রিভুবনঃ সৃজতি ইতি চ জগতো মোহায়
অতর্কে ঐশ্বর্যোহয়ং অনবসরহৃদ্বো অয়ং কুতর্কঃ
কাংশিচ হতধিয়ঃ মুখরয়তি।

বঙ্গার্থ। বিধাতা কিরূপে কি চেষ্টাধারা
কি আকার ধারণ করিয়া কি উপায় অবলম্বন
করিয়া, কি আধার আশ্রয় করিয়া কি উপ-
করণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি
কুতর্ক বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা করিয়া থাকে, কিন্তু
এই কুতর্ক তোমার তর্কাতীত মহেশ্বের অল্পপ-
শুত্ব এবং অত্যন্ত তুচ্ছ। এই কুতর্কদ্বারা কেবল
জগতের ভ্রম উপস্থিত হয়।

অজ্ঞানো লোকাঃ কিমবয়ববস্তোহপি
জগতামধিষ্ঠাতারং কিং তববিধিরনাদৃশ্য
ভবতি। অনীশো বা কুর্য্যাকুবনজননে কঃ
পরিকরং বস্তো মন্দাকাং প্রত্যাবরবর। সংশরত
ইমে ॥ ৬ ॥

অজ্ঞানঃ। লোকাঃ। কিং। অবয়ববস্তঃ।
অপিঃ। জগতঃ। অধিষ্ঠাতারঃ। কিং। ভব-
বিধিঃ। অনাদৃশ্যঃ। ভবতি। অনীশঃ। বা।
কর্য্যাকঃ। কুবনজননে। কঃ। পরিকরঃ। সংশরতঃ।

ঐতি ও তুমি যে কি বস্তু তাহা নির্দ্ধার করিতে না পারিয়া তুমি ইহা নহ, তুমি উহা নহ এইরূপ তর্কধারা তোমার বিবর ভরে ভরে বলিয়া থাকেন।

কেহই সেই পরমান্বার স্তব করিতে সমর্থ হয় না। কেহই তাঁর গুণের ইরত্তা করিতে পারে না। কেহই তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না। তবে বখন তিনি ভক্তের ঐতি অমুগ্ৰহ করিয়া হরিহরাদি গুণময় মূর্তি পরিগ্রহ করেন তখন কাহার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হয় এবং কেই বা তাঁহাকে স্তব না করিয়া থাকিতে পারে।

মধুকীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ধিতবত-
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোঃ সিন্ধুপদং।
মমবেতাং বাগীং গুণকখনপুণোন ভবতঃ পুণামী-
ষেতস্মিন্ পুরমধনবুদ্ধিব্যবসিতা ॥ ৩ ॥

পদপাঠিঃ। মধুকীতাঃ। বাচঃ। পরমঃ।
অমৃতং। নির্ধিতবতঃ। তবঃ। ব্রহ্মন্। কিং।
ধাক্। অপি। সুরগুরোঃ। সিন্ধুপদং। মম।
তু। এতাং। বাগীং। গুণকখন। পুণোন। ভবতঃ।
পুণামি। ইতি। এতস্মিন্। পুরকখন। বুদ্ধিঃ।
ব্যবসিতা।

(১) মধুকীতাঃ—মধুর্য্যগুণবিশিষ্ট। (২)
বাচঃ—বাক্য। (৩) পরমঃ—অতিশয়। (৪)
অমৃতং—অমৃতস্বরূপ। (৫) নির্ধিতবতঃ—রচনা-
কারী। (৬) তব—তোমার। (৭) ব্রহ্মন্—হে
ঈশ্বর! (৮) কিং—কি। (৯) বাচ্—বাক্য।
(১০) সুরগুরোঃ—দেবগুরু। (১১) সিন্ধু-
পদং—আশ্চর্য্যের বিবর। (১২) মম—আমার।
(১৩) তু—কিন্তু। (১৪) এতাং—এই। (১৫)
বাগীং—বাক্য। (১৬) গুণকখনপুণোন—গুণ-
বর্ণনরূপ পুণোর দ্বারা। (১৭) তবতঃ—তোমার।
(১৮) পনামি—পবিত্র করি। (১৯) এতস্মিন্—

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। (২০) ব্যবসিতা—নিয়োজিত।

অবয়ঃ। হে ব্রহ্মন্! মধুকীতাঃ পরমমমৃতং
বাচঃ নির্ধিতবত তব সুরগুরোরপি বাচ্ কিং
সিন্ধুপদং (অপিতু ন) মমতু এতাং বাগীং
ভবতো গুণকখনপুণোন পুনামি হে পুরমধন!
এতস্মিন্ তোদ্রে (মম) বুদ্ধিব্যবসিতা ভবতু।

বদার্থ। হে পরমান্বন্! তুমি স্বয়ং মধুময়
অমৃতস্বরূপ বাক্যের আধার হুতরাং দেবগুরু বৃহ-
স্পতিও তোমার স্তব করিলে উহা তোমার
নিকট আশ্চর্য্যজনক হয় না, তবে আমি তোমার
স্তোত্রে যে বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়াছি তাহার
উদ্দেশ্য এই যে তোমার গুণবর্ণনা করিয়া যে
পুণ্য অর্জন করিব তাহা দ্বারা আমার বাগী
পবিত্র করিব অর্থাৎ ইহা দ্বারা তোমাকে যে
সম্বন্ধ করিতে পারিব তাহা নহে তবে স্বীয়
মঙ্গলসাধনের জন্তে এইরূপ স্তব করিতেছি।

তবৈশ্বর্য্যং বস্তুজগদ্রমরক্ষা প্রলয়কৃতং, ত্রয়ী-
বস্তুব্যস্তং তিস্রু গুণভিন্নাসু তদ্ব্যু। অভব্যানাং-
স্মিন্ বরদ রমণীয়াং রমণীং বিহন্তং ব্যাক্রোশীং
বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠিঃ। তব। ঐশ্বর্য্যং। যৎ। তৎ।
জগদ্রমরক্ষা প্রলয়কৃতং। ত্রয়ী। বস্তু। ব্যস্তং।
তিস্রু। গুণভিন্নাসু। তদ্ব্যু। অভব্যানাং।
স্মিন্। বরদ। রমণীয়াং। রমণীং। বিহন্তং।
ব্যাক্রোশীং। বিদধতে। ইহ। একে। জড়ধিয়ঃ।

(১) তব—তোমার। (২) ঐশ্বর্য্যং—ঐশ্বরিক
ভাব। (৩) যৎ—যাহা। (৪) তৎ—তাহা।
(৫) জগদ্রমরক্ষা প্রলয়কৃতং—বিশ্বের
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী। (৬) ত্রয়ী—
বেদ। (৭) বস্তু—বর্ণিত বিষয়। (৮)
ব্যস্তং—নিক্ষিপ্ত। (৯) তিস্রু—তিনেতেই।
(১০) গুণভিন্নাসু—বিভিন্নগুণযুক্ত। (১১)
তদ্ব্যু—সেহে। (১২) অভব্যানাং—পাপি-

(১৪) বরদ—হে ভগবন্ ! (১৫) রমণীয়াং—
মমোরম । (১৬) অরমণীং—অরমণীর । (১৭)
বিহস্ত—নষ্ট করিবার জন্ত । (১৮) ব্যাক্রোশী—
নিন্দা । (১৯) বিদধতে—করে । (২০) ইহ—
এই সংসারে । (২১) একে—এই । (২২)
জড়ধিয়ঃ—নির্দোষ ।

অমরঃ । হে বরদ ! তিস্থত্ত্বগুণভিন্নাস্থ-
তত্ত্বব্যুৎপত্তং জগদ্রম্য রক্ষা প্রলয়কৃতং ত্রয়ো বস্তু
যৎ তব ঐশ্বর্য্যং তৎ বিহস্তং ইহ একে জড়ধিয়ঃ
অভব্যানাং রমণীয়াং অশ্বিন্ (ঐশ্বর্য্যো)
(পণ্ডিতানাং) অরমণীং ব্যাক্রোশীং বিদধত ।

বঙ্গার্থ । হে বরদ ! তোমার ঐশীশক্তিদ্বারা
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতেছে এবং উহা সত্ত্বরজ-
তম ত্রিবিধ গুণযুক্ত ত্রিমুর্ত্তিতে বিকাসিত হই-
তেছে, বেদ তোমার এই ঐশ্বরীক শক্তির বর্ণনা
করিয়া থাকে । তোমার ঐশীশক্তি নাই ইহা
দেখাইবার জন্ত নির্দোষেরা তোমার ঐশীশক্তির
নিন্দা করিয়া থাকে, ঐ নিন্দাতে পাপীদিগের
আনন্দ জন্মে কিন্তু উহাতে পুণ্যাত্মাদিগের
ক্লেশ হয় ।

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনঃ
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ ।
অতর্কশর্য্যো ত্বয়ানবসরজ্জহো হতধিয়ঃ, কুতর্কো-
হয়ং কাংশ্চিমুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫॥

পদপাঠঃ । কিং । ঈহঃ । কিং । কায়ঃ । সঃ ।
খলু । কিং । উপায়ঃ । ত্রিভুবনঃ । কিং । আধারঃ ।
ধাতা । সৃজতি । কিং । উপাদানঃ । ইতি । চ ।
অতর্কে । ঐশ্বর্য্যো । ত্রয়ি । অনবসরজ্জহো । হত-
ধিয়ঃ । কুতর্কঃ । অয়ং । কাংশ্চিৎ । মুখরয়তি ।
মোহায় । জগতঃ ।

(১) কিং—কি । (২) ঈহ—চেষ্টা । (৩)
কায়ঃ—শরীর । (৪) খলু—নিশ্চয় । (৫)
উপায়ঃ—উপায় । (৬) ত্রিভুবনঃ—ত্রিভুবন ।

(৭) অতর্কশর্য্যো—অতর্কশর্য্যো

বিধাতা । (৯) সৃজতি—সৃষ্টি করেন । (১০)
উপাদান—ধারণ । (১১) অতর্কে—তর্কাতীতে ।
(১২) ঐশ্বর্য্যো—মহেশ্ব । (১৩) ত্রয়ি—তোমাতে ।
(১৪) অনবসরজ্জহঃ—তোমাতে স্থান পায় না,
অতএব জহ, অর্থাৎ এই সমুদায় কুতর্ক তোমার
মহেশ্বের অন্তর্গত অতএব এই তর্ক অত্যন্ত
দুর্ব্বল বা তুচ্ছ । (১৫) হতধিয়ঃ—বুদ্ধিহীন
ব্যক্তিদিগকে । (১৬) কুতর্কঃ—কুতর্ক, মুখরয়তি
ইহার ক্রিয়া । (১৭) অয়ং—এই । (১৮)
কাংশ্চিৎ—কোন্ কোন্ । (১৯) মুখরয়তি—
মুখ হইতে নিঃসৃত করে । (২০) মোহায়—
মোহের নিমিত্ত । (২১) জগতঃ—জগতের ।

অমরঃ । সধাতা খলু কিমীহঃ সন্ কিং
কায়ঃ সন্ কিমুপায়ঃ সন্ কিং উপাদানঃ সন্
ত্রিভুবনঃ সৃজতি ইতি চ জগতো মোহায়
অতর্কে ঐশ্বর্য্যোত্রয়ি অনবসরজ্জহো অয়ং কুতর্কঃ
কাংশ্চিৎ হতধিয়ঃ মুখরয়তি ।

বঙ্গার্থ । বিধাতা ক্রমেণ কি চেষ্টাদ্বারা
কি আকার ধারণ করিয়া কি উপায় অবলম্বন
করিয়া, কি আধার আশ্রয় করিয়া কি উপ-
করণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি
কুতর্ক বুদ্ধিহীন ব্যক্তির করিয়া থাকে, কিন্তু
এই কুতর্ক তোমার তর্কাতীত মহেশ্বের অন্তর্গ-
ত এবং অত্যন্ত তুচ্ছ । এই কুতর্কদ্বারা কেবল
জগতের ভ্রম উপস্থিত হয় ।

অজ্ঞানানো লোকাঃ কিমবয়ববস্তোহপি
জগতামধিষ্ঠিতারং কিং তববিধিরনাদৃত্য
ভবতি । অনীশো বা কুর্ধ্যাভুবনজননে কঃ
পরিবরং বতো মন্দা বা প্রত্যয়বর ! সংশেরত
ইমে ॥ ৬ ॥

অজ্ঞানানঃ । লোকাঃ । কিং । অবয়ববস্তঃ ।
অপিঃ । জগতাং । অধিষ্ঠিতারং । কিং । ভব-
বিধিঃ । অনাদৃত্য । ভবতি । অনীশঃ । বা ।

মন্মথঃ। স্বাঃ। প্রতি। অমরবর। সংশেরতে।
ইমে ।

(১) অজ্ঞানঃ—অমরহিত। (২) লোকাঃ—
পৃথিব্যাদি লোক। (৩) কিং—কি। (৪) অবয়ব-
বস্তঃ—অবয়বযুক্ত। (৫) অপি—ও। (৬)
জগতাং—জগতের। (৭) অধিষ্ঠাতারং—অধি-
ষ্ঠাতা। (৮) দ্বিকিং—কি। (৯) ভববিধি—সৃষ্টি-
বিধি। (১০) অনাদৃত্য—অপেক্ষা না করিয়া।
(১১) ভবতি—হয়। (১২) অনীশ—ঈশ্বর ভিন্ন।
(১৩) কুর্যাৎ—করে। (১৪) ভুবনজননে—
জগৎ সৃষ্টি বিধান। (১৫) কঃ—কে। (১৬)
পরিকরং—চেষ্টা। (১৭) যতঃ—যেহেতু। (১৮)
মন্দঃ—মন্দ বুদ্ধি বা। (১৯) স্বাঃ—তোমাকে।
(২০) প্রতি—তোমার প্রতি। (২১) অমরবর—
হে ঈশ্বর। (২২) সংশেরতে—সন্দেহ করে।
(২৩) ইমে—ইহারা।

অর্থঃ। লোকাঃ অবয়ব বস্তোহপি অজ্ঞানঃ
ভবন্তি ভববিধি কিং জগতামধিষ্ঠাতারং অনা-
দৃত্য ভবতি ভুবনজননে অনীশঃ কঃ পরিকরং
কুর্যাৎ, হে অমরবর। ইমে মন্দাঃ প্রতি
সংশেরতে।

বঙ্গার্থ। পৃথিব্যাদি লোক সকল আকার
বিশিষ্ট হইয়াও কি, অমরহিত বা অসৃষ্ট হইতে
পারে, জগতের অধিষ্ঠাতা ব্যতীত কি সৃষ্টি
বিধান হইতে পারে ঈশ্বর ভিন্ন আর কে সৃষ্টি
বিধান করিতে পারে, হে ঈশ্বর! এই সকল
নির্বোধেরা তোমার প্রতি এইরূপ নানাবিধ
সন্দেহ করে। অর্থাৎ প্রোক্ত বিষয় “অজ্ঞানঃ
লোকাঃ” চিন্তা না করিয়া তোমার বিষয়ে
সন্দিহান হয়।

ত্রয়ো মাধ্যঃ যোগঃ পশুপতিমতঃ বৈষ্ণব-
মতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি
— ব্রহ্মাণ্যঃ বৈষ্ণবোক্তকুটিলানাপথজুষ্ণাঃ

পদপাঠঃ। ত্রয়ো। মাধ্যঃ। যোগঃ। পশু-
পতিমতঃ। বৈষ্ণবঃ। ইতি। প্রতিপ্নে। প্রস্থানে।
পরং। ইদং। অদঃ। পথ্যং। ইতি। চ।
কটীনাং। বৈচিত্র্যাৎ। ঋজুকুটিল নানাপথ
জুষ্ণাং। নৃণাং। একঃ। গম্যঃ। স্বঃ। অসি।
পরসাং। অর্গব। ইব।

(১) ত্রয়ো—বেদ। (২) মাধ্যঃ—মাধ্যাদর্শন।
(৩) যোগঃ—পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র। (৪) পশু-
পতি মতঃ—শৈবমত। (৫) বৈষ্ণবঃ—বৈষ্ণব-
মত। (৬) প্রতিপ্নে—বিভিন্নে। (৭) প্রস্থানে—
গমনে। (৮) পরং—শ্রেষ্ঠ। (৯) ইদং—এই।
(১০) অদঃ—ঐ। (১১) পথ্যং—হিতকর। (১২)
কটীনাং—কচির। (১৩) বৈচিত্র্যাৎ—প্রভেদ
হেতু। (১৪) ঋজুকুটিল নানাপথ জুষ্ণাং—সরল
বক্রাদি নানাপথ অবলম্বনকারী। (১৫) নৃণাং—
মনুষ্যের। (১৬) একঃ—এক। (১৭) গম্যঃ—
গম্যস্থানং। (১৮) স্বঃ অসি—তুমি হও। (১৯)
পরসাং—নদীদিগের। (২০) অর্গব—সমুদ্র।

অর্থঃ। হে ভগবন! ত্রয়ো মাধ্যঃ যোগ
পশুপতিমতঃ বৈষ্ণবমতি অনেন প্রকারে
প্রভিন্নে প্রস্থানে ইদং পরং অদঃ পথ্যং ইতি
এবং প্রকারেণ কটীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটি-
নানাপথ জুষ্ণাং নৃণাং স্বঃ পরসাং অর্গব ইব এব
গম্যোহসি।

বঙ্গার্থ। বেদ, মাধ্য, যোগ, শৈবমতঃ
বৈষ্ণবমত ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মপথ্যের
ব্যক্তিগণ এই পথটী শ্রেষ্ঠ কিম্বা ঐ পথটী হি-
কারী ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। নদী সমুদ্র।
সরল বা কুটিল পথ অবলম্বন করিয়া অর্গবে
যে রূপ সমুদ্রে যায়, অর্থাৎ সমুদ্রই যে রূপ তাহ
দের গম্যস্থান হয়, তক্রূপ কচির প্রভেদে
সরল কুটিল নানাপথাবলম্বী উপাসকদিগে
তুমি একমাত্র গম্যস্থান হইয়া থাক। অর্থ

উপাসনা করুক না কেন, উহা পরমাত্মারই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে ।

মহোক্ষঃ খট্টাঙ্গঃ পরশুরাজিনং ভাস্করগণিনঃ,
কপালকেতীয়ন্তবরদ ভাস্কোপকরণম্ । সুরাস্তাঃ
তামুজ্জিৎ দধতি চ ভবদ্রুপ্রণিহিতাং, ন হি
স্বাত্মারামং বিষয়মুগতুক্ষা ভ্রময়তি ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ । মহোক্ষঃ । খট্টাঙ্গঃ । পরশুঃ ।
অজিনং । ভাস্করগণিনঃ । কপালং । চ । ইতি ।
ইয়ং । তব । বরদ । ভাস্কোপকরণং । সুরাঃ ।
তাং । তাং । অজ্জিৎ । দধতি । চ । ভবদ্রুপ্রণি-
হিতাং । ন । হি । স্বাত্মারামং । বিষয়মুগতুক্ষা ।
ভ্রময়তি ।

মোহক্ষ—বৃষ । খট্টাঙ্গ—চিতার অর্দ্ধদণ্ড
কাঠ দণ্ড অথবা খাটের পায়ব ছায়া নুকপাল
সংযুক্ত দণ্ড । পরশুঃ—কুঠার । অজিনং—
বায় বা গজচর্ম । ভাস্কর—ভাস্কর । গণিনঃ—সর্প
সকল । কপালং—মাথার পুঁলি । ইতি ইয়ং—
এই সমুদায় । তব—তোমার । বরদ—অভীষ্ট-
দাতা । ভাস্কোপকরণং—তন্ত্র শব্দে ব্যবহার
বুঝায় । সাংসারিক ব্যবহারের সামগ্রী । সুরাঃ
দেবতারা । তাং তাং অজ্জিৎ—তাহাদেব ষাঁর
যে সম্পদ আছে । দধতি—উপভোগ করেন ।
ভবদ্রুপ্রণিহিতাং—আপনার ক্রুডশ্রে প্রদত্ত ।
আপনার আত্মাতেই যিনি নিবৃত্ত মুক্ত পুরুষ ।
বিষয়মুগতুক্ষা—বিষয়োপভোগের অলীক বাসনা ।
নহি ভ্রময়তি—নিশ্চয়ই বিচলিত করে না ।

হে বরদ ! বৃষ, খট্টাঙ্গ, পরশু, অজিন ভাস্কর,
গণিন এবং মুণ্ডই তোমার ইহ সংসারের ব্যব-
হারের সামগ্রী, অর্থাৎ তুমি সমুদায় স্মৃতি হইতে
বঞ্চিত । কিন্তু দেবতারা যে স্বপ্নসমৃদ্ধি উপ-
ভোগ করেন, সে তোমারই কল্পণা কটাক্ষ
প্রদত্ত । সংসারের ভোগ্যবস্তুর প্রতি তোমার
বিতৃষ্ণার কারণ এই যে বিষয়মুগতুক্ষা মুক্ত

এবং কশিৎ সর্কঃ সকলমপ্তব্রহ্মবিদং,
পরো ধ্রোব্যাদ্রোব্যো জগতি গদতি বাস্তবিশয়ে ।
সমস্তেহপ্যাত্মিন্ পুরমথন ! তৈর্ধিস্মিত ইব,
স্তবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন থলু নমু ধৃষ্টী মুখরতা ॥ ৯ ॥
পদপাঠঃ । অত্রং । কশিৎ । সর্কঃ । সকলং ।
অপরঃ । তু । অত্রং । ইদং । শবঃ । ধ্রোব্য-
দ্রোব্যো । জগতি । গদতি । বাস্তবিশয়ে । সমস্তে ।
অপি । এতস্মিন্ । পুরমথন । তৈঃ । বিস্মিতঃ ।
ইব । স্তবন্ । জিহ্রেমি । ত্বাং । ন । থলু । নমু-
ধৃষ্টী । মুখরতা ।

এবং কশিৎ সর্কঃ—কেহ বলেন যে এই
বিশ্বজগৎ নিত্য (সাংখ্যিকার কপিল মত)
সকলমপ্তব্রহ্মবিদং—কেহ এই বিশ্বজগৎকে
অনিত্য বলেন (বুদ্ধদেব মত) । পর ধ্রোব্য-
দ্রোব্যো জগতি গদতি বাস্তবিশয়ে—অন্ত একজন
এই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ণিত বিশ্বকে নিত্য ও
অনিত্য বলিয়া স্বীকার ছট পটাদি অনিত্য এবং
আকাশাদি পঞ্চ পদার্থ নিত্য (ভাস্কর
গৌতম মত) । সমস্তেহপ্যাত্মিন্ পুরমথন
তৈর্ধিস্মিতা ইব—হে পুরমথন ! এই সমুদায়
বিষয়ে আমি তাহাদিগেব কর্তৃক মুক্ত হইয়াছি ।
স্তবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন—তথাপি তোমাকে
স্তব করিতে আবার লজ্জা হয় না । থলু নমু
ধৃষ্টী মুখরতা কারণ আমার মুখরতা বোধ
করিতে পারি না ।

হে পুরমথন ! সাংখ্যিকার এই বিশ্বহ তাবৎ
পদার্থকে নিত্য বলিয়া থাকেন, বুদ্ধ এই বিশ্বহ
তাবৎ পদার্থকে অনিত্য বলিয়া থাকেন । ভাস্কর
গৌতম এই বিভিন্ন পদার্থ নির্ণিত এই
বিশ্বের কোন কোন পদার্থ অর্থাৎ আকাশাদিবে
নিত্য এবং অপর পদার্থ অর্থাৎ ছট পটাদিবে
অনিত্য বলিয়া থাকেন, সমুদায় তর্কের দ্বার
আমার বুদ্ধি বিমোহিত হয় বটে কিন্তু তোমার
— ক্রিয়াকর্মসমূহ — ক্রিয়াকর্মসমূহ —

তোমার গুণকীর্তন না করিয়া থাকিতে পারে না।

তবৈশ্বৰ্য্যং যত্নাদ্যত্নপরি বিরিকিহরিরধঃ, পরিচ্ছেদুং যাতাবনল মনলস্কবপুষঃ। ততো চক্ৰিশ্রদ্ধাভরগুরুগুণভ্যাং গিরিশ! যৎ, স্বয়ং চেষ্টে তাভ্যাং তব কিমম্বুত্তি ন ফলতি ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। তব। ঐশ্বৰ্য্যং। যত্নাৎ। যৎ। পরি। বিরিকিঃ। হরিঃ। অধঃ। পরিচ্ছেদুং। ততো। অনলমঅনলস্কবপুষঃ। ততঃ। ভক্তি-শ্রদ্ধা ভরগুরুগুণভ্যাং। গিরিশ। যৎ। স্বয়ং। চেষ্টে। তাভ্যাং। তব। কিং। অম্বুত্তিঃ। ন। লতি।

তবৈশ্বৰ্য্যং যত্নাৎ যত্নপরিবিরিকিহরিরধঃ—
রিচ্ছেদুং—তোমার ঐশ্বৰ্য্যের উপরিভাগ ব্রহ্মা
বং অধোভাগ বিষ্ণু জানিতে, যাতাবনলঃ—
নলং সাতে অসমর্থো ভূতো—অসমর্থ হইয়া-
ছিলেন। অনলস্কবপুষঃ—অনল—অগ্নিস্কন্ধ
মূহ বপুষঃ—শরীর। ততঃ—তাহার পরশ্রদ্ধা
ক্ৰিয়াক্রম গুরুগুণভ্যাং—ভক্তি, ভজন, শ্রদ্ধা
ঈশ্বাস, এই দুইয়ের ভয়ের দ্বারা গুরু
ইয়াছে। যাহা একপ স্তবকারকদিগের প্রীতি।
গিরিশ, হে গিরিশ! যৎ স্বয়ং চেষ্টে তাভ্যাং—
তুমি তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলে।
তব কিমম্বুত্তি ন ফলতি—তোমার সেবা কখন
ফল হয় না।

হে গিরিশ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তোমার ঐশ্বৰ্য্যের
পরি ও অধোভাগ জানিবার চেষ্টা করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তুমি
রূপ নাই,—তোমার শরীর অগ্নিসমূহদ্বারা—
বিস্তৃত কিন্তু যখন ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে
গাহারা তোমার স্তব করিয়াছিলেন, তখন
তুমি তাহাদিগকে দেখা দিয়াছিলে। তোমার
সবা কখন নিরর্থক হয় না। অর্থাৎ তুমি ভক্তি

অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং,

দশাশ্রো যবাহনভূতরণকপুপবশান্। শিরঃ-
পদ্মশ্রেণীরচিচরণাস্তোহবলেঃ, স্থিরায়ত্ত্বজ্ঞে
ত্রিপুরহর! বিম্বুজ্জিতমিদম্ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। অযত্নাৎ। আসাদ্য। ত্রিভু-
বনম্। অবৈরব্যতিকরম্। দশাশ্রঃ। যৎ।
বাহুন্। অভূত। রণকপুপবশান্। শিরঃপদ্ম-
শ্রেণীরচিচরণাস্তোহবলেঃ। স্থিরায়ঃ।
তত্ত্বজ্ঞেঃ। ত্রিপুরহর। বিম্বুজ্জিতম্। ইদম্।

পদার্থঃ। অযত্নাৎ—অনায়াসে। আসাদ্য—
প্রাপ্ত হইয়া। ত্রিভুবনম্—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল
এই ত্রিলোক। অবৈর ব্যতিকরম্—শত্রুশূন্য।
দশাশ্রঃ—রাবণ। যৎ—যে। বাহুন্—বিশি
ভূজ। অভূত—ধারণ করিয়াছিল। রণকপু-
পবশান্—যুদ্ধের ক্ষত একান্ত উৎক্লক। শিরঃ-
পদ্মশ্রেণীরচিচরণাস্তোহবলেঃ—রাবণ যে
ভক্তিশ্রুতিপ্রদিত হইয়া নিজের মস্তক রূপ পদ্ম
সমূহ তোমার পদ-পূজার উপকরণ করিয়াছিল,
তাহার। স্থিরায়ঃ—অচলা। তত্ত্বজ্ঞেঃ—
তোমাতে ভক্তির। ত্রিপুরহর—মহাদেব।
বিম্বুজ্জিতম্—প্রভাবমাত্র। ইদম্—ইহা।

বঙ্গার্থ। রাবণ অনায়াসে ত্রিলোকে
একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। তদীয় প্রভাবে
ত্রিলোক মধ্যে কেহই তাহার শত্রুভাবে অভ্যু-
ত্থান করিতে সাহসী হইত না এক্ষত যুদ্ধের
অভাবনিবন্ধন তাহার বাহু কণ্ঠ্যন উপস্থিত
হয়। হে ত্রিপুরারি! রাবণের এই অভুলনীয়
প্রতাপ, সে যে ভক্তিসহকারে মস্তকদ্বারা
তোমার চরণ বন্দন করিত, তোমাতে তাহার
সেই যে অচলাভক্তি তাহারই প্রভাবমাত্র।
তুমিই প্রসন্ন হইয়া তাহাকে একপ সৌভাগ্য
প্রদান করিয়াছিলে।

অমুখ্য স্বংসেবাসমধিগতসারং ভূজবলং

অলভ্যা। পাতালেহ্যলসচলিতাছুষ্ঠিশিরসি,
প্রতিষ্ঠা স্বযাসীন্ এবং উপচিভো মুহুতি
খলঃ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। অমুখ্য। অংসেবাসমধিগত-
সারং। ভুজবলং। বলাং। কৈলাসে। অপি।
স্বদধিবসতো। বিক্রময়তঃ। অলভ্যা। পাতালে।
অপি। অলসচলিতাছুষ্ঠিশিরসি। প্রতিষ্ঠা। ত্রয়ি।
আসীং। এবং। উপচিভঃ। মুহুতি। খলঃ।

পদার্থঃ। অমুখ্য—উহার। অংসেবাসমধি-
গতসারং—তোমার আরাধনাধারা যাহার
বললাভ হইয়াছে। ভুজবলং—বিশক্তিবাহুকে।
বলাং—বলপূরক। কৈলাসে—কৈলাস নামক
পর্বতে। অপি—ও। স্বদধিবসতো—তোমার
বাস ভূমিতে। বিক্রময়তঃ—যে (উত্তোলনের
জন্ত) প্রয়োগ করিতে ছিল, তাহার অলভ্যা—
অপ্রাপ্য। পাতালে—রসাতলে। অপি—ও।
অলসচলিতাছুষ্ঠিশিরসি—(কিঞ্চিৎ ভারাপ্রণের
জন্ত) যিনি হেলাতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ আনত
করিয়াছিলেন, তথাপি। প্রতিষ্ঠা—অবস্থিতি।
ত্রয়ি—তুমি হইলে পর। আসীং—হইয়াছিল।
এবং—নিশ্চয়ই। উপচিভঃ—বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে।
মুহুতি—মোহাভিভূত হয়। খলঃ—দুর্জন।

বঙ্গার্থ। রাবণ তোমারই আরাধনা
করিয়া অমিত ভুজবল লাভ করিয়াছিল পরে
অহঙ্কারে ক্ষীত হইয়া মোহবশতঃ তোমার
বাসভূমি কৈলাসপর্বতকেও উত্তোলন করি-
বার জন্ত বাহুপ্রয়োগ করিয়াছিল, তুমি তখন
হেলাতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা কিঞ্চিৎ ভার-
পর্ণ করিয়াছিলে, রাবণ সেই গুরুভারে নিপী-
ড়িত হইয়া পর্বতের চাপে পাতালে যাইয়াও
স্থির হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়াছিল।
কেননা হইবে, দুর্জন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই-
রূপই মোহাভিভূত হইয়া দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

যদ্যপি সত্যম্। বরদঃ। পদার্থঃ।

সতী, মধুশঙ্করঃ। বাণঃ পরিজনবিধেয়জিভুবনঃ।
ন তচ্চিহ্নং তস্মিন্ বরবসিতরিত্রিচরণয়ো নকঃ
তাপ্যায়ৈতৌ শিরসম্ব্যবনতি ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। যৎ। ঋজিং। স্ত্র্যায়ঃ। বরদঃ।
পরমোচ্চৈঃ। অপি। সতীম্। অধঃ। চক্রে।
বাণঃ। পরিজনবিধেয় জিভুবনঃ। ন। তৎ।
চিহ্নং। তস্মিন্। বরবসিতরিত্রি। ত্রিচরণয়োঃ।
ন। কন্ত। অপি। উন্নতৌ। ভবতি। শিরসঃ।
ত্রয়ি। অবনতিঃ।

পদার্থঃ। যৎ—যে। ঋজিং—সম্পাদকে।
স্ত্র্যায়ঃ—ইন্দ্রের। বরদ—বরদাতা। পরমোচ্চৈঃ
—অমূল্য। অপি—ও। সতীম্—বিদ্যমান।
অধঃ—অধঃকৃত করিয়াছে। বাণঃ—বাণ-
নামক। অমূল্য। পরিজনবিধেয় জিভুবনঃ—
ত্রিলোকের অধিবাসীদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তি-
দিগের মত যে অধীন করিয়া রাখিয়াছিল।
ন—নয়। তৎ—তাহা। চিহ্নং—আশ্চর্য্য।
তস্মিন্—সেই বাণাস্ত্রের। বরবসিতরিত্রি-
পূজকে। ত্রিচরণয়োঃ—তোমার চরণ যুগলের।
ন—না। কন্তাপি—কাহারই বা। উন্নতৌ—
উন্নতি লাভের জন্ত। ভবতি—হয়। শিরসঃ—
মস্তকের। ত্রয়ি—তোমার নিকটে। অবনতি—
নত করা।

হে বরদাতা! বাণাস্ত্রঃ ত্রিলোকের সমস্ত
অধিবাসীদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মত
অধীন ও আদেশাত্মক করিয়া অতি সমুদ্র
ইন্দ্রের ইন্দ্র-প্রদকেও যে অধঃকৃত করিয়াছিল,
বাণাস্ত্রের পক্ষে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।
কেননা, সে তোমার চরণযুগলের অর্জন
করিত। তোমার নিকটে মস্তক নত করিয়া
তোমার উপাসনা করিলে কেই বা উন্নতিলাভ
না করে। তোমার ভক্ত বাণাস্ত্রঃ ইন্দ্র অপে-
ক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ লাভ করিবে তাহাতে আর

অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-করচকিতদেবী-স্বরূপা-
বিধেয়ভাসীল্যত্বনিয়ম-বিধং সংস্কৃতবস্তুঃ। স
কআযঃ কঠে তব হু কুরুতে ন শ্রিয়মাংহো,
বিকারোহপি স্নাঘো ভুবনভয়ভঙ্গব্যাসনিম ॥১৪॥

পদপাঠঃ। অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড করচকিত
দেবাস্বরূপাবিধেয়ত্ব। আসীৎ। যঃ। ত্রিন-
য়ন। বিধং। সংস্কৃতবস্তুঃ। সঃ। কআযঃ। কঠে।
তব। হু। কুরুতো না। শ্রিয়মাং। অহো। বিকারঃ।
অপি। স্নাঘাঃ। ভুবনভয়ভঙ্গব্যাসনিমঃ।

পদার্থাঃ। অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কর চকিত
দেবাস্বরূপাবিধেয়ত্ব অদম্যে জগতের ধ্বংস
হইতেছে দেখিয়া ভয়ে বিস্মিত দেবভীও
অসুরবৃন্দের প্রতি করুণাকটাক্ষপাত যাহার
কর্তব্য হইয়াছিল, তাহার। আসীৎ—হইয়া-
ছিল। যঃ—যে। ত্রিনয়ন—শিব। বিধং—
কালকূট। সংস্কৃতবস্তুঃ—যিনি সংহার করিয়া-
ছিলেন, অর্থাৎ পান করিয়াছিলেন, তাহার।
সঃ—সেই। কআযঃ—নীলবর্ণ চিহ্ন। কঠে—
গলদেশে। তব—তোমার। হু—বিকর্কে।
কুরুতে—সম্পাদন করে। ন—না। শ্রিয়ম্—
শোভা। অহো—বিস্ময়ে। বিকার—ভল,
শরীরের অনুরূপ নীলবর্ণ চিহ্ন। অপি—ও।
স্নাঘাঃ—গৌরবের বিষয়। ভুবনভয়ভঙ্গব্যাস-
নিমঃ—জগতের ভীতিনিবারণের জন্য যিনি
ব্যাপ্ত হইয়াছেন, তাহার। সমুদ্রমহনসমুত
কালকূটধারা জগতের অসাময়িক বিধ্বংসের
জন্য দেবতা ও অসুরবৃন্দ ভীত ও বিস্মিত
হইয়াছিলেন, তাহা অবহায় রূপা করিয়া
জগতের পরিজ্ঞান তোমার কর্তব্য হইয়াছিল,
তুমি স্নয়ং সেই কালকূটপান করিয়া জগদ্বাসী-
দিগকে বাঁচাইয়াছিলে। হে ত্রিলোচন! বিঘ-
পানের জন্য তোমার কঠে যে নীলবর্ণ চিহ্ন
চিহ্নাঙ্কিত। তাহাতে কি তোমার অধিকতর

করিতে, জগতের ভীতি নিবারণ কার্যে তুমি
ব্যাপ্ত হইয়াছিলে, তাহাই অন্য তোমার কঠ-
কঠে যে বিকৃত নীলবর্ণ চিহ্ন, উহাও তোমার
গৌরবের বিষয় ॥১৪॥

অসিদ্ধার্থী নৈব কচিদপি স দেবাস্বরূপনরে,
নিবর্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যন্ত বিশিখাঃ।
স পশুদ্রীশ! তামিতরস্বরূপসাধারণমভূৎ, স্রঃ
স্বর্ভবাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥১৫॥

পদপাঠঃ। অসিদ্ধার্থী ন। এব। কচিৎ।
অপি। সদেবাস্বরূপ নরে। নিবর্তন্তে। নিত্যং।
জগতি। জয়িনঃ। যন্ত। বিশিখাঃ। সঃ। পশুন্।
দ্রীশ। তাম্। ইতর। স্রসাধারণম্। অভূৎ।
স্রঃ। স্বর্ভবাত্মা। ন। হি। বশিষু। পথ্যঃ।
পরিভবঃ।

পদার্থাঃ। অসিদ্ধার্থী—অকৃতকার্য। ন—
না। এব—নিশ্চয়। কচিৎ—কুত্ৰাপি
অপি—ও। সদেবাস্বরূপনরে—দেবদানব ও মহাব
সকুল। নিবর্তন্তে—নিবৃত্ত হয়। নিত্যং—
সর্বদা। জগতি—সংসারে। জয়িনঃ—জয়শী
যে তাহার। যন্ত—যাহার। বিশিখাঃ—বা
সকল। সঃ—সেই। পশুন্—জ্ঞান করিয়া
দ্রীশ—শঙ্কর। তাম্—তোমাকে। ইতরস্র
সাধারণম্—অন্তদেবতার মত। অভূৎ—হইয়
ছিল। স্রঃ—কামদেব। স্বর্ভবাত্মা—স্রগী
দেহ (অর্থাৎ তাহার শরীর ভঙ্গ হইয়া গিয়া)
এখন আর দেখা যায় না, স্রগ করিতে হয়
ন—না। হি—নিশ্চয়। বশিষু—জ্ঞেয়ত্ব
পুরুষদিগের প্রতি। পথ্যঃ—মঙ্গলকর। পা
ভবঃ—অনাদর।

নিয়েত জয়শীল যে কল্পপের বাণ সব
ত্রিলোক-মধ্যে কি দেব, কি মানব, কি মহ
বার উপরেই প্রযুক্ত হইক না কেন, কুত্ৰাপি
অকৃতকার্য হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সেই বি

অসার জ্ঞান করিয়াছিল, আই তোমার বিষয়
কোপানলে তন্নীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহা
কন্দর্পের অপরিণামদর্শিতারই ফল, কেননা,
তাহার জ্ঞান উচিৎ ছিল যে, রাহার জিতে-
দ্রিয় মুক্তপুরুষ তাঁহাদের প্রতি অনাদর
প্রদর্শন করিলে কখনই তাহা মঙ্গলকর হয়
না। ১৫।

মহী পাদবান্দ্রজতি সহসা সংশয়পদং,
পদং বিকোত্রীম্যভুজপরিবরণগ্রহণম্। মুহু-
র্দ্যোদ্যোহাং যাত্যানিভূতজটাতাড়িততটা, জগ-
ত্রক্ষ্যৈ ত্রয়টসি নমু বাটমব বিভূতা ॥ ১৬ ॥

পদপাঠঃ। মহী। পদাবাতাং। ত্রজতি।
সহসা। সংশয়পদম্। পদম্। বিকোঃ। ভ্রামান-
ভুজ পরিবরণ গ্রহণম্। মুহুঃ। দ্যোঃ।
দ্যোহাং। যতি। অনিভূতজটা তাড়িত তটা।
জগত্রক্ষ্যৈ। ত্রং। নটসি। নমু। বামা। এব।
বিভূতা।

পদার্থঃ। মহী—পৃথিবী। পদাবাতাং—
পায়ের আঘাত। ত্রজতি—প্রাপ্ত হয়। সহসা—
হঠাৎ। সংশয়পদম্—এবার রক্ষা পাইবে কি
না এইরূপ সন্দেহের অবস্থা। বিকোঃ পদং—
আকাশ। ভ্রামানভুজ পরিবরণগ্রহণম—নৃত্য-
কালে ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশাল অর্গলসদৃশ
বাহুর আঘাতে যেখানে (আকাশে) গ্রহ-

নক্ষত্রাদি ঝিট হয়, তাপাতি। মুহুঃ—পুনঃ-
পুনঃ। দ্যোঃ—স্বর্গ। দ্যোহাং—স্বর্গেতে অব-
স্থিতি। যতি—প্রাপ্ত হয়। অনিভূত-জটা
তাড়িততটা—অসংযমিত-জটাজুটার বাহার
(স্বর্গের) প্রান্তভাগ তাড়িত হইতেছে তাদৃশ।
জগত্রক্ষ্যৈ—জগতের রক্ষার নিমিত্ত। ত্রং—
তুমি। নটসি—নৃত্যকর। নমু—সম্বোধনে।
বামা—বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত। বিভূতা—প্রভূত।

জগতের হিতার্থে ধর্মদেবী জগতের উৎ-
পীড়ক রাক্ষাসদির নিধনকালে তুমি মহো-
ল্লাসে নৃত্য করিতে থাক, তখন পৃথিবী
তোমার বিষমপাদ সত্তাভনে এবার রক্ষা পায়
কি না, এইরূপ ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়।
তোমার ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশাল অর্গলসদৃশ
বাহুর প্রহারে আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি ব্যথিত
ও বিক্ষুব্ধপ্রায় হয়, স্বর্গের প্রান্তভাগেও
তোমার অসংবৃত জটাসমূহের আঘাত লাগে
স্বর্গভূমিও তাহাতে পুনঃ পুনঃ ক্রেশের অবস্থায়
পতিত হয়। জগতের রক্ষার নিমিত্তই তুমি নৃত্য
কর, কিন্তু তাহার আপাত ফল দেখিলে বোধ
হয় যেন তুমি জগতের সংহার কার্যেই প্রবৃত্ত
হইয়াছে। প্রভূ হে! তোমার প্রভূত এই-
রূপ বিপরীত লক্ষণাক্রান্তই বটে।

ক্রমশঃ—

নৈত্রেয়ী যান্ত্রবক্ষ্যম্ভবাদ।

পুস্তকান্নো মহিলাগণও বিবিধরিত্যায় বিভূ-
ষিতা হইতেন। নৈত্রেয়ী স্বামীসহিত ব্রহ্ম-
বিদ্যায় যে সমুদায় কথোপকথন করিয়াছিলেন,
তাহাধারাই ঐ সময়ের স্ত্রীলোকেরা কিরূপ
শিক্ষিতা হইতেন, তাহা বুঝা যায়। আমরা
মহিলাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান কর্তব্য মনে

করি বলিয়া কেহ যেন মন না করেন যে,
আমরা আধুনিক বা পাশ্চাত্য যে প্রথাতে স্ত্রী-
লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার পক্ষ-
পাতী। স্ত্রীলোকেরা স্কুলকলেজে গিয়া, যেম
সাজিয়া, এলে, বিএ, পাশ করিয়া, পুরুষের স্তায়
নানাবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-

নির্ধার করেন, ইহা আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশেও প্রচলিত জীশিক্ষা বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা যাইতেছে। মহামতি স্টাডটোনেরও ঐ আন্দোলনের সহিত সহানুভূতি দেখা যায়। যে শিক্ষাতে জীলোকদিগকে পুরুষলোক করিয়া তুলে সে শিক্ষার বিস্তার রোধ করা নিতান্ত কর্তব্য। বারান্তরে এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করা যাইবে। অদ্য মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ পাঠককে উপহার দিলাম।

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জ্যেষ্ঠাপত্নী।
যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সংসারশ্রম পরিত্যাগ করিবেন

ইচ্ছা করিয়া তাহার হুই পত্নী মৈত্রেয়ী কাত্যায়নীকে ডাকিয়া বলিলেন যে তোম দিগকে আমার তাবৎ সম্পত্তি বিভাগ করিয় দিয়া যাই। মৈত্রেয়ী তুচ্ছ ধনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া পতিসন্নিধানে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য ধন প্রার্থনা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। পরিদৃষ্টমান তাবৎ পদার্থই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই পরিদৃষ্টমান তাবৎ পদার্থ। অজ্ঞানহেতু ভেদজ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলে ভেদজ্ঞান থাকে না, ইহাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির উপদেশের মর্ম।

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ।

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাত্তয়া
অরেহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হস্ত তেহনয়া কাত্যা-
য়ন্তা হস্ত করবাণীতি ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। মৈত্রেয়ী। ইতি। হ। উবাচ।
যাজ্ঞবল্ক্যঃ। উৎযাগন। বা। অরে। অহম্।
অস্মাৎ। স্থানাৎ। অস্মি। হস্ত। তে। অনয়া।
কাত্যায়ন্তা। হস্ত। করবাণি। ইতি।

(১) মৈত্রেয়ী!—হে মৈত্রেয়ী! যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জ্যেষ্ঠা জীর নাম। (২) যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য নামক ঋষি। (৩) উৎযাগন—উৎ-উর্কঃ পারিত্রাজ্যাধ্যামাশ্রমান্তরং যাতন গন্ত-মিচ্ছন্ পরিত্রাজ্যকালশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক। (৪) অরে—সম্বোধনে অরে মৈত্রেয়ী। (৫) অহম্—আমি। (৬) অস্মাৎ স্থানাৎ—এই স্থান হইতে অর্থাৎ গৃহাশ্রম হইতে। (৭) অস্মি—ভবামি,

অহমতি প্রার্থনা করি। (৯) তে—তোমার। (১০) অনয়া কাত্যায়ন্তা—এই কাত্যায়নীর সহিত। (১১) অস্তং—বিচ্ছেদং, সম্বন্ধস্ত বিচ্ছেদঃ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ, বিত্ত বিভাগদ্বারা তোমাদিগকে পৃথক করিয়া দিবে। (১২) কর-বাণি—করিব।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির হুই জী ছিল, জ্যেষ্ঠার নাম মৈত্রেয়ী, কনিষ্ঠার নাম কাত্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গৃহস্থশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গরিত্রাজ্যক আশ্রয়ে গমন করিবার জন্ত ইচ্ছুক হইয়া জ্যেষ্ঠা জী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে মৈত্রেয়ী! আমি এই গৃহস্থশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পরিত্রাজ্যকালশ্রমে যাইতেই চ্ছুক হইয়াছি। এইক্ষণ আমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা তোমার এবং

পূণক্ করিয়া দিব, ইহাতে তুমি অনুমতি দেও।”

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ন ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিভেন পূর্ণা শ্রাৎ কথং তেনামৃত। শ্রামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপ-
করণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং শ্রাদ
মৃতত্বস্ত তু নাশাহস্তি বিভেনেতি ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। সা। হ। উবাচ। মৈত্রেয়ী। যৎ।
হু। মে। ইয়ং। ভগোঃ। সর্বা। পৃথিবী।
বিভেন। পূর্ণা। শ্রাৎ। কথং। তেন। অমৃত।
শ্রাম্। ইতি। ন। ইতি। হ। উবাচ।
যাজ্ঞবল্ক্য। যথা। এব। উপকরণবতাং।
জীবিতং। তথা। এব। তে। জীবিতং।
শ্রাৎ। অমৃতত্বস্ত। তু। ন। আশা। অস্তি।
বিভেন। ইতি।

(১) সাহোবাচ মৈত্রেয়ী--সেই মৈত্রেয়
বলিলেন। (২) যৎ--যদি। (৩) হু--বিতর্কে
বন্নু যদি ই বা। (৪) মে--যম আমার।
(৫) ইয়ং--এই। (৬) ভগোঃ--হে ভগবন্।
(৭) সর্বপৃথিবী--সমস্ত পৃথিবী। (৮) বিভেন
--ধনের দ্বারা। (৯) পূর্ণা--পরিপূর্ণ। (১০)
শ্রাৎ--হয়। (১১) কথং--কি প্রকারে। (১২)
তেন--তাহাদ্বারা। (১৩) অমৃত--মোক্ষাধি-
কাবিনী। (১৪) শ্রাম্--হইব। (১৫) ইতি--ইহা।
(১৬) নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ--যাজ্ঞবল্ক্য কহি-
লেন, ইহা নহে (অর্থাৎ ধনের দ্বারা মুক্তি হয়
না)। (১৭) যথৈব--যে প্রকার। (১৮) উপ-
করণবতাম্--সাধনবতাম্, জীবিকা নির্বাহার্থ
আবশ্যকীয় জব্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তিদের। (১৯)
জীবিতং--জীবন অর্থাৎ ধনী লোকদিগের
যে রূপ স্ত্রুত হয়। (২০) তথৈব তে জীবিতঃ
শ্রাৎ--সেই প্রকার তুমিও স্ত্রুত হইবে।
(২১) অমৃতত্বস্ত তু--অমৃতত্বের (অর্থাৎ

অস্তি) আশা নাই। (২৩) বিভেন--
বিস্তার।

বঙ্গার্থ। মৈত্রেয়ী বলিলেন, হে ভগবন্!
আমি যদি ধন পরিপূর্ণা তাবৎ পৃথিবীর
স্বামিনী হই বা হই তাহা হইলে আমি কি
তদ্বারা মোক্ষাধিকারিণী হইব? যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন না, উহাদ্বারা মোক্ষ হয় না, ধনবান্
লোকদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে ইহা-
দ্বারা তোমারও তদ্রূপ হইবে (অর্থাৎ সাংসা-
রিক স্ত্রুতলাভ হইবে) ধনের দ্বারা অমৃতত্বের
আশা নাই।

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতশ্রাৎ
কিমহং তেন কুর্য্যাম্ যদেব ভগবান্ বেদ তদেব
মে ক্রহীতি ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। সা। হ। উবাচ। মৈত্রেয়ী।
যেন। অহং। ন। অমৃত। শ্রাৎ। কিং। অহং।
তেন। কুর্য্যাম্। যৎ। এব। ভগবান্। বেদ।
তৎ। এব। মে। ক্রহি। ইতি।

বঙ্গার্থ। মৈত্রেয়ী বলিলেন যাহাদ্বারা
অমৃত লাভ করিতে পারিব না তাহা লইয়া
কি করিব। যদি অমৃত প্রাপ্তির বিষয়
ভগবান্ (অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি) জানেন তাহা
হইলে আমায় বলুন।

সাহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়বতারে নঃ সতী
প্রিয়ং ভাষস এহাস্থ বাখ্যাশ্রামি তে ব্যাচ-
ক্ষাণত তু মে নিদিধ্যাস্থেতি ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। সাঃ। হ। উবাচ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।
প্রিয়া। বত। অরে। নঃ। সতী। প্রিয়ং।
ভাষস। এহি। আস্থ। বাখ্যাশ্রামি। তে।
ব্যাচক্ষাণত। তু। মে। নিদিধ্যাস্থ। ইতি।

(১) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন। (২) প্রিয়ব-
তাবে নঃ সতীপ্রিয়ং ভাষস। বত-অরে
বতারে, যেখানে অমুকম্পা দেখাইয়া কিছু

ওহে, নঃ আদাদের অর্থ্যং আমার (প্রিয়াসত্বী) প্রিয় হও । (প্রিয়ং) ভাষন প্রিয় কথা বল । (৩) এহাস্ব—এহি+আস্ব, এস ও উপবেশন কর । (৪) ব্যাখ্যাশ্রমিতে—আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব । (৫) ব্যাচক্ষণত্ব তু মে নিদিধ্যাসন্তে (নিদিধ্যাসন্ত ইতি)—আমি যে ব্যাখ্যা করিব তাহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর ।

বঙ্গার্থ । যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ী ! পূৰ্ণ হইতেই আমি তোমাকে ভালবাসি, এইক্ষণেও তুমি আমার প্রীতিজনক আলাপন করিতেছ । এখানে আসিয়া উপবেশন কর, আমি অমৃতস্বের বিষয় যাহা ব্যাখ্যা করিব তাহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর ।

স হোবাচ ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাশ্রনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ॥ ৫ (ক) ॥

পদপাঠঃ । সঃ । হ । উবাচ । ন । বা । অরে । পত্ন্যঃ । কামায় । পতিঃ । প্রিয় । ভবতি । আশ্রনঃ । তু । কামায় । পতিঃ । প্রিয়ঃ । ভবতি ।

(১) ভবত্যাশ্রনস্ত = ভবতি + আশ্রনঃ + তু ।
(২) প্রিয় = ভাৰ্য্যায়াঃ প্রিয়ঃ ইত্যর্থঃ অর্থ্যং ভাৰ্য্যার প্রিয়ঃ ।

বঙ্গার্থ । যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ী ! পতির অভীষ্টসিদ্ধির (অর্থ্যং প্রীতির) জন্ত পতি যে ভাৰ্য্যার প্রিয় হইয়া থাকেন তাহা নহে, আত্মার প্রয়োজনার্থেই পতি প্রিয় হইয়া থাকেন । অর্থ্যং ভাৰ্য্যার আত্মাতে পতি বিদ্যমান থাকেন বলিয়া পতি ভাৰ্য্যার প্রিয় হইয়া থাকেন । পরমাত্মা সৰ্ব্বাধারেই যে বিদ্যমান এই শ্লোক ও পরবর্তী কতিপয় শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে ।

ন বা অরে জায়্যৈ কামায় জায়্য প্রিয়া

পদপাঠঃ । ন । বা । অরে । জায়্যৈ । কামায় । জায়্য । প্রিয়া । ভবতি । আশ্রনঃ । তু । কামায় । জায়্য । প্রিয়া । ভবতি ।

(১) প্রিয়া = পত্ন্যঃ প্রিয়া ইত্যর্থঃ, অর্থ্যং পতির প্রিয় ।

বঙ্গার্থ । (পূৰ্ণ শ্লোকে পতিজায়্যার প্রিয় হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে জায়্য যে কারণে পতির প্রিয় হইয়া থাকেন তাহাই বলা হইতেছে । জায়্য পতির আত্মাতে বিদ্যমান বলিয়া জায়্য পতির প্রিয় হইয়া থাকেন । যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ী ! জায়্য অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত যে জায়্য পতির প্রিয় হইয়া থাকেন তাহা নহে, আত্মার প্রয়োজনার্থেই জায়্য পতির প্রিয় হইয়া থাকেন ।

ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবত্যাশ্রনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয় ভবন্তি ॥ ৫ (গ) ॥

পদপাঠঃ । ন । বা । অরে । পুত্রাণাং কামায় । পুত্রাঃ । প্রিয়া । ভবন্তি । আশ্রনঃ তু । কামায় । পুত্রাঃ । প্রিয়া । ভবন্তি ।

১ । পুত্রাঃ প্রিয়াঃ = পুত্রাঃ পিতৃঃ প্রিয়াঃ ইত্যর্থঃ । পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয় ।

বঙ্গার্থ । যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ী পুত্রগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত যে পুত্রগণ পিতার প্রিয় হইয়া থাকে তাহা নহে, আত্মার প্রয়োজনের জন্তই পুত্রগণ পিতার প্রিয় হইয়া থাকেন । অর্থ্যং পিতা যে পুত্রগণকে ভাল বাসেন তাহা যে পুত্রের কোন উপকার করিবে বলিয়া তাহা নহে । পিতার আত্মাতে পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, সুতরাং পিতা পুত্রকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না ।

ন বা অরে বিভন্ত কামায় বিভন্ত প্রিয়ং ভবত্যাশ্রনস্ত কামায় বিভন্ত প্রিয়

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে বিত্তস্ত। কামায়।
বিত্তং। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মানঃ। তু।
কামায়। বিত্তং। প্রিয়ং ভবতি।

১। বিত্তং প্রিয়ম্—বিত্তং বিত্তস্বামিনঃ
প্রিয়মিত্যর্থঃ। অর্থ্যং ধন ধনীর প্রিয় হয়।

বঙ্গার্থ। ধন কেন ধনীর প্রিয় হয় তাহাই
বলা হইতেছে। আত্মাতে ধন বিদ্যমান আছে
বলিয়া ধন প্রিয় হইয়া থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! ধনের
উপকারার্থে যে ধন মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকে
তাহা নহে আত্মার প্রয়োজন বশতই ধন মনু-
ষ্যের প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্মপ্রিয়ং
ভবত্যান্ননস্ত কামায় ব্রহ্মপ্রিয়ং ভবতি ॥৫ (৬)॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। ব্রহ্মণঃ।
কামায়। ব্রহ্ম। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মানঃ।
তু। কামায়। ব্রহ্ম। প্রিয়ং। ভবতি।

১। ব্রহ্ম প্রিয়ং—ব্রাহ্মণজাতি সাধা-
রণের প্রিয়, সাত্ত্বিকগুণবিশিষ্ট পুরুষকে
ব্রাহ্মণ বলা যায়, তৎসমষ্টি বা জাতিকে
ব্রহ্ম বলে।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি!
ব্রাহ্মণজাতির উপকারার্থে যে ব্রাহ্মণজাতি
সাধারণের প্রিয় হইয়া থাকে তাহা নহে-
আত্মাতে ব্রাহ্মণ আছে বলিয়া আত্মার প্রে-
মের জন্য ব্রাহ্মণজাতি প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে ক্ষত্রস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং
ভবত্যান্ননস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং
ভবতি ॥৫ (৮)॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। ক্ষত্রস্ত।
কামায়। ক্ষত্রং। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মানঃ।
তু। কামায়। ক্ষত্রং। প্রিয়ং ভবতি

১। ক্ষত্রং প্রিয়ং ক্ষত্রং প্রিয়ং প্রজানা-

পুরুষকে ক্ষত্রিয় বলে, তাহার সমষ্টি বা জাতিকে
ক্ষত্র বলে।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি!
ক্ষত্রিয়জাতি প্রজাবর্গের প্রিয় হইয়া থাকে, সে
ক্ষত্রিয়জাতির প্রয়োজন বা আবশ্যক অর্থে
নহে আত্মাতে ক্ষত্রিয় জাতি আছে বলিয়া
ক্ষত্রিয়জাতি প্রজার প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ
প্রিয়া ভবত্যান্ননস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া
ভবন্তি ॥৫ (৯)॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। লোকানাং।
কামায়। লোকাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি। আত্মানঃ।
তু। কামায়। লোকাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি।

১। লোকাঃ প্রিয়াঃ—লোকাঃ ভূতানাং
প্রিয়াঃ ইত্যর্থঃ। লোকান্তে কর্ম্মফলানি দৃশ্যন্তে
যত্র ইতি লোকাঃ। অর্থ্যং জীবগণ যেখানে
কর্ম্মফল ভোগ করে তাহাকে লোক কহে।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি!
পৃথিব্যাদি লোকসমূহের প্রয়োজনের জন্য পৃথি-
ব্যাদি জীবের প্রিয় হয় না, আত্মাতে পৃথিব্যাদি
লোক সকল বিদ্যমান আছে বলিয়া উহা জীবের
প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া
ভবত্যান্ননস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া
ভবন্তি ॥৫ (১০)॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। দেবানাং।
কামায়। দেবাঃ। প্রিয়াঃ। ভবন্তি। আত্মানঃ।
তু। কামায়। দেবাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি।

১। দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি—জনশ্রেষ্ঠি শেষঃ।
দেবতাগণ লোকের প্রিয়।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি!
দেবতাদিগের প্রয়োজন বা উপকারের জন্য যে
দেবতাগণ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে তাহা

তারি আত্মার প্রয়োজনবশতঃ মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকেন ।

ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্তি ॥ ৫ (ক) ॥

পদপাঠঃ । ন । বা । অরে । ভূতানাং । কামায় । ভূতানি । প্রিয়ানি । ভবন্তি । আত্মনঃ । তু । কামায় । ভূতানি । প্রিয়ানি । ভবন্তি ।

১ । ভূতানি প্রিয়ানি লোকানামিতি শেষ—ভূতগণ অর্থাৎ সৃষ্টবস্ত সমূহ লোকের প্রিয় হয় ।

বঙ্গার্থ । যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! ভূতগণ অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের প্রয়োজন বা উপকারার্থ ভূতগণ যে জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছে তাহা নহে, আত্মাতে তাবৎ বস্তু বিদ্যমান আছে বলিয়াই আত্মার প্রয়োজনার্থ তাবৎ বস্তু লোকের প্রিয় হইয়া থাকে ।

ন বা অরে সর্গস্ত কামায় সর্গং প্রিয়ং ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় সর্গং প্রিয়ং ভবতি ॥ ৫ (ঞ) ॥

পদপাঠঃ । ন । বা । অরে । সর্গস্ত । কামায় । সর্গং । প্রিয়ং । ভবতি । আত্মনঃ । তু । কামায় । সর্গং । প্রিয়ং । ভবন্তি ।

১ । সর্গং । প্রিয়ং । জনানামিতি শেষঃ । অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তু জনগণের প্রিয় ।

বঙ্গার্থ । যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের প্রয়োজনের জন্ত যে তাবৎ পদার্থ লোকের প্রিয় তাহা নহে ; আত্মাতে তাবৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে বলিয়া তাবৎ পদার্থ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে ।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদ্বিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্গং বিদিতম্ ॥ ৫ (ট) ॥

পদপাঠঃ । আত্মা । বা । অরে । দ্রষ্টব্যঃ ।

মৈত্রেয়ি । আত্মনঃ । বা । অরে । দর্শনেন শ্রবণেন । মত্যা । বিজ্ঞানে । ইদং । সর্গং । বিদিতং ।

১ । দ্রষ্টব্যঃ—দর্শনার্থঃ দর্শনবিষয়মাপদয়িতব্যঃ অর্থাৎ দর্শনের বিষয়ীভূত করা কর্তব্য অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে যত্ন করা উচিত ।

২ । শ্রোতব্যঃ—পূর্ব্বমাচার্য্যত আগমতন্ত্র অর্থাৎ আচার্য্য ও আগম অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে আত্মার বিষয় শ্রবণ করা উচিত ।

৩ । মন্তব্যঃ—তর্কতঃ অর্থাৎ ত্রায়যুক্ত তর্কের দ্বারা আলোচনা করা উচিত ।

৪ । নিদ্বিধ্যাসিতব্যঃ—নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ—স্থিরচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে ।

৫ । মত্যা—অনুভূত্যা, বোধেন—অর্থাৎ হৃদ্বোধদ্বারা ।

৬ । বিজ্ঞানেন—সমাগুজ্ঞানেন ।

বঙ্গার্থ । যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! অন্তর্য্যব আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মার বিষয় শ্রবণ, ত্রায়োপেত তর্কাদি দ্বারা আত্মার বিষয় আলোচনা এবং নিবিষ্টচিত্তে তত্ত্ববিষয়ে ধ্যান করা কর্তব্য, হে মৈত্রেয় ! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, অনুভূতি ও সমাক্ষ অবগমন হইলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদিত হওয়া যায় ।

(ক) ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোহন্ত্রাত্মানো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোহন্ত্রাত্মানো ক্ষত্র বেদ, (খ) লোকান্তঃ পরাভূর্য্যোহন্ত্রাত্মানো লোকাবেদ, (গ) দেবান্তঃ পরাভূর্য্যোহন্ত্রাত্মানো দেবাবেদ, (ঘ) ভূতানি তং পরাভূর্য্যোহন্ত্রাত্মানো ভূতানি বেদ, (ঙ) সর্গং তং পরাদাদ্যোহন্ত্রাত্মানো সর্গং বেদেদং, (চ) ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং

পদপাঠঃ। ব্রহ্মা। তং। পরাদাদ্। যঃ।
অন্ত্র। আত্মনঃ। ব্রহ্ম। বেদ। ক্ষত্রং। তং।
পরাদাদ্। যঃ। অন্ত্র। আত্মনঃ। ক্ষত্রং।
বেদ। লোকাঃ। তং। পরাভূঃ। যঃ। অন্ত্র।
আত্মনঃ। লোকান্। বেদ। দেবা। তং।
পরাভূঃ। যঃ। অন্ত্র। আত্মনঃ। দেবান্। বেদ।
ভূতানি। তং। পরাভূঃ। যঃ। অন্ত্র। আত্মনঃ।
ভূতানি। বেদ। সর্গং। তং। পরাদাদ্। যঃ।
অন্ত্র। আত্মনঃ। সর্গং। বেদ। ইদং। ব্রহ্ম।
ইদং। ক্ষত্র। ইমে। লোকাঃ। ইমে। দেবাঃ।
ইমানি। ভূতানি। ইদং। অয়ং। আত্মা। যং।

(১) (ক) ব্রহ্ম—স্বাত্মিক গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে
ব্রাহ্মণ বলা যায়, তৎসমষ্টি বা জাতিকে
ব্রহ্ম বলে। (২) পরাদাৎ—পরা কুর্যাৎ অর্থাৎ
অন্য জ্ঞান করে। (৩) অন্ত্রাহত্মনোঃ—
আত্মনঃ অন্ত্র অর্থাৎ আত্মার বাহিরে।

বঙ্গার্থ। যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে ব্রহ্মকে
দেখে, ব্রহ্ম তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া বিবেচনা
করেন।

(খ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে ক্ষত্রকে
দেখে ক্ষত্র তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান
করে।

(গ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে পৃথি-
ব্যাদি লোকদিগকে দেখে, পৃথিব্যাদি লোক
তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(ঘ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে দেবতা-
দিগকে দৃষ্টি করে, দেবতাগণ তাহাকে অনাত্মীয়
বলিয়া জ্ঞান করে।

(ঙ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে, ভূত
সকলকে দৃষ্টি করে, ভূত সকল তাহাকে
অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(চ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে, বিশ্বস্থ
তাবৎ পদার্থকে দৃষ্টি করে, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ

(ছ) এই ব্রহ্ম, এই ক্ষত্র, এই সমুদয়
লোক, এই সমুদয় দেবতা, এই সমুদয় ভূত, এই
বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই আত্মা বা পরব্রহ্ম।

স যথা হ্রদুভেইজ্ঞমানস্ত ন বাহ্যং শব্দাং
শব্দরূপাদ্ গ্রহণায় হ্রদুভেস্ত গ্রহণেন হ্রদুভ্যা-
ধাতস্ত বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। স। যথা। হ্রদুভেঃ। হ্র-
মানস্ত। ন। বাহ্যং। শব্দাং। শব্দরূপাং।
গ্রহণায়। হ্রদুভেঃ। তু। গ্রহণেন। বা শব্দো
গৃহীতঃ। ৭। হ্রদুভ্যাধাতস্ত। বা। শব্দঃ।
গৃহীতঃ।

১। স যথা—স ইতি দৃষ্টান্ত।

২। হ্রদুভেইজ্ঞমানস্ত—দৃষ্টাদিনা তাদ্য-
মান চক্ষাঃ, কাঠিবারা বাজন হইতে এব-
ধিধ ঢাক।

৩। বাহ্যং শব্দাং—বহির্ভূতাং শব্দাং—
হ্রদুভি ব্যতিরেকে অন্ত্রাত্ম শব্দ হইতে।

৪। শব্দরূপাং—লোক ইতি শেষঃ।

৫। গ্রহণায়—গ্রহীতুম—শব্দ গ্রহণ করিতে।

বঙ্গার্থ। বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ জ্ঞান
হইবার পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ কর্ণে লাগিলে
কোন শব্দ কোন বস্তু হইতে বহির্গত হইতেছে
তাহা নির্দ্ধারিত করিতে গেলে সেই বস্তুর জ্ঞান
হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ কোন এক বস্তু হইতে
যে একটা শব্দ উৎপত্ত হইতেছে ঐ বস্তু ও শব্দ
উভয়কে কারণ ও কার্য্য সম্বন্ধে যোগ করা
আবশ্যক, সেইরূপ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ
সেই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সেই
সমুদয় বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইবার জন্ত সেই
বস্তুর কারণ পরব্রহ্মে জানা আবশ্যক
এবং তাহাকে জানিতে পারিলেই সেই
বস্তুর জ্ঞান হইবে। পরব্রহ্ম অবগত হইতে
পারিলেই যে সমস্ত বস্তু অবগত হওয়া

তেছে। “হ্রস্বতি বাজাইতে থাকিলে যাহার হ্রস্বতি শব্দের পূর্কজ্ঞান নাই সে হ্রস্বতি শব্দকে অজ্ঞ শব্দ হইতে পৃথক করিতে পারে না। হ্রস্বতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কেবল হ্রস্বতি হইতে যে ঐ শব্দ উদ্ভূত হইতেছে তাহা জানা যায়।”

স যথা শব্দজ্ঞান প্রায়মানস্ত ন বাহ্যং শব্দাং শক্রুয়াদ্ গ্রহণায় শব্দজ্ঞ তু গ্রহণেন শব্দজ্ঞস্ত বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। স। যথা। শব্দজ্ঞ। প্রায়মানস্ত। ন। বাহ্যং। শব্দাং। শক্রুয়াদ্। গ্রহণায়। শব্দজ্ঞ। তু। গ্রহণেন। শব্দজ্ঞস্ত। বা। শব্দঃ। গৃহীতঃ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও পূর্ববৎ করিতে হইবে।

শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শব্দের শব্দ বুঝিতে পারা যায়, শব্দের প্রতি লক্ষ্য না করিলে শব্দের শব্দ হইতে বাহিরের শব্দ পৃথক করা যায় না।

বীণাটৈ বাদ্যমানাটৈ ন বাহ্যং শব্দাং শক্রুয়াদ্ গ্রহণায় বীণাটৈ গ্রহণেন বীণাবাদস্ত বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। বীণাটৈ। বাদ্যমানাটৈ। ন। বাহ্যং। শব্দাং। শক্রুয়াদ্। গ্রহণায়। বীণাটৈ। গ্রহণেন। বীণাবাদস্ত। বা। শব্দঃ। গৃহীতঃ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও পূর্ববৎ।

বীণা বাদিত হইলে তাহার শব্দ বীণা শব্দ হইতে পৃথকভাবে গ্রহণ করা যায় না। বীণার বোধ হইলেই কেবল বীণাধ্বনি বোধ হইয়া থাকে।

স যথা হ্রস্বতিপ্রায়ে রজ্যাহিতাত্ পৃথগ্-ধূমা বিনিস্বরস্তোবং বা অরহস্য মহতো ভূতস্য

যদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণামুপাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্ত-স্তৈ বৈ তানি নিশ্চিস্তানি ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। স। যথা। আর্দ্রেধায়েঃ। অভি-
হিতাৎ। পৃথক্। ধূমা। বিনিস্বরস্তি। এবং।
বা। অরে। অস্যা। মহতঃ। ভূতস্য। নিশ্চ-
সিতং। এতৎ। যৎ। ঋক্ধেদঃ। যজুর্বেদঃ।
সামবেদঃ। অথর্কান্নিরসঃ। ইতিহাস। পুরাণং।
বিদ্যা। উপনিষদঃ। শ্লোকাঃ। সূত্রাণি।
অনুব্রাথ্যানানি। ব্যাখ্যানানি। অস্যা। এব।
এতানি। নিশ্চিস্তানি।

(১) আর্দ্রেধায়েঃ—আর্দ্রেধায়েভিরিষ্ক-
হয়িঃ ইতি আর্দ্রেধায়েঃ—তস্যাং, আত্মকাঠধারা
জলিত অগ্নি হইতে। (২) অভ্যাহিতাৎ—
স্থাপন করাতে। (৩) পৃথক্ধূমা—নানাপ্রকার
ধূম অর্থাৎ ধূম বিস্মূলিঙ্গ ইত্যাদি। (৪)
অস্ত্র—পরমাণ্বনঃ—পরমাত্মার। (৫) মহতো
ভূতস্ত—মহৎভূতের, অনবচ্ছিন্ন পরমার্থে।
(৬) নিশ্চিস্ত ম—অপ্রযত্নে বহির্গত, নিশ্চাস
ফেলিতে যেরূপ যন্ত্রের আবশ্যক হয় না, আপনা
আপনি হইতেছে, সেইরূপ। (৭) অথর্কান্নি-
রস—অঙ্গিরা ঋষি অথর্ক ঋষির নিকট হইতে
ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। এই জন্ত অথর্কবেদকে
আঙ্গিরস অথর্ক বলে। (৮) ইতিহাস—যথা
উর্কশী পুংসবর সংবাদ, ইতিহাস আন্তে অগ্নিন
ইতি, প্রাচীন কথা। (৯) পুরাণ—সর্গ, প্রতি
সর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশান্তচরিতযুক্ত ব্যাসাদি
প্রণীত বেদার্থ প্রকাশিকা শাস্ত্র। (১০) বিদ্যা—
নৃত্যগীতাদিশাস্ত্র। (১১) উপনিষদঃ—উপ
নিষদ্যতে প্রাপ্যতে ব্রহ্মবিদ্যা অনয়া ইতি
(উপ+নি+সদ+কিপ) যাহাধারা ব্রহ্মবিদ্যা
পাওয়া যায়। (১২) শ্লোকাঃ—ব্রাহ্মণ প্রভব মন্ত্র
ক্রমতে ইতি শ্লোক, ছন্দবিশিষ্ট বাক্য—“ম
নিসাধ পদিক্কাঃ তন্নগয়ঃ শাস্ত্রাণীঃ সমাঃ। যৎ

(৩৩) সূত্রানি—বস্তুসংগ্রহ বাক্যানি । (১৪) অমু-
ব্যাখ্যানানি—মন্ত্র বিবরণ । (১৫) ব্যাখ্যা-
নানি—অর্থবাদ । (১৬) অষ্টৈবৈতানি নিশা-
সিতানি । এই সমুদায়ই সেই পরমাঙ্গা হইতে
নিশ্বাসের ভায় অর্থাৎ অপ্রযত্নে বহির্গত
হইয়াছে ।

বঙ্গার্থ । পরমাঙ্গা ভিন্ন বিশ্বে আর কিছুই
নাই, সকলই সেই পরমাঙ্গা ইহা বুঝাইবার
জন্ত বলা হইতেছে যে “অর্জেকাষ্ঠধারা অগ্নি
প্রজ্বলিত করিলে যেমন উহাতে বিভিন্ন প্রকার
ধূম উপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই পরমাঙ্গার
নিশ্বাস হইতে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব এই চারি
বেদ, ইতিহাস পুরাণ, বিদ্যা উপনিষদ শ্লোক,
সূত্র, ব্যাখ্যা, অমুব্যাখ্যা, অপ্রযত্নে উদ্ভূত
হইয়াছে । অর্থাৎ ধূমাদির মূল যেমন অগ্নি,
তদ্রূপ বেদাদিশাস্ত্রের মূলও সেই পরমাঙ্গা ।”

স মধ্য সর্কাসানপাৎ সমুদ্র একায়নমেবং,
সর্কেবাৎ স্পর্শানাং স্বগেকায়নমেবং, সর্কেবাৎ
গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং, সর্কেবাৎ
রসানাং জিহ্বেকায়নমেবং, সর্কেবাৎ রূপানাং
চক্ষুরেকায়নমেবং, সর্কেবাৎ শব্দানাং শ্রোত্র-
মেকায়নমেবং, সর্কেবাৎ সঙ্কল্পানাং মন একা-
য়নমেবং সর্কাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেব,
সর্কেবাৎ কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং, সর্কেবাৎ
মানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং, সর্কেবাৎ
বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং, সর্কেবামক্ষ্যানাং
পাদাবেকায়নমেবং, সর্কেবাৎ বেদানাং বাগে-
কায়নম্ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ । স । যথা । সর্কাসাং । অপাৎ ।
সমুদ্রঃ । একায়নং । এবং । সর্কেবাৎ । স্পর্শানাং ।
স্বক্ । একায়নং । এবং । সর্কেবাৎ । রসানাং ।
জিহ্বাং । একায়নং । এবং । সর্কেবাৎ । শব্দানাং ।
রূপানাং । চক্ষুঃ । একায়নং । এবং । সর্কেবাৎ ।

য়নং । এবং । সর্কেবাৎ । বিদ্যানাং । হৃদয়ং ।
একায়নং । এবং । সর্কেবাৎ । কর্মণাং । হস্তে ।
একায়নং । এবং । সর্কেবাৎ । আনন্দানাং ।
উপস্থঃ । একায়নং । এবং । সর্কেবাৎ । বিস-
র্গনাং । পায়ুঃ । একায়নং । এবং । অক্ষ্যানাং ।
পাদৌ । একায়নং । এবং । সর্কেবাৎ । বেদানাং ।
বাক্ । একায়নং ।

(১) অপাৎ—নদী প্রভৃতি সর্লপ্রকার
জলাশয়ের । (২) একায়নম্—একগমনম্, এক-
নদী সমুদ্রে পতিত হইলে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ
থাকে না । (৩) স্পর্শানাং—মুহু, কর্কশ, কঠিন
পিচ্ছলাদি বিভিন্নপ্রকার স্পর্শের । (৪)
গন্ধানাং—বিবিধপ্রকার গন্ধস্রবোর । (৫)
রসনাং—সর্লপ্রকার রসের । (৬) রূপাং—
সর্লপ্রকার তেজের । (৭) শব্দানাং—সর্ল-
প্রকার শব্দের । (৮) সংকল্পঃ—কার্য্য করি-
বার ইচ্ছা । (৯) বিদ্যাং—জ্ঞান । (১০)
হৃদয়ম্—বুদ্ধি । (১১) সর্কেবাৎ কর্মণাং
ইত্যাদি—পঞ্চকর্মেজ্রির । হস্ত, পদ, উপস্থ
পায়ু, বাক্ ।

বঙ্গার্থ । বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই সেই পর-
মাঙ্গা ইহা বুঝাইবার জন্ত বলা হইতেছে “যে
যে রূপ সমুদ্র সমুদায় জলাশয়ের একমাত্র
আধার, স্পর্শমাত্রেরই স্বক্-যে রূপ আধার,
গন্ধমাত্রেরই নাসিকা যেরূপ আধার, রসমাত্রের-
ই জিহ্বা যেরূপ আধার, রূপ বা তেজমাত্রেরই
চক্ষু যেরূপ আধার, শব্দমাত্রেরই শ্রোত্র যেরূপ
আধার, সংকল্পমাত্রেরই মন যেরূপ আধার,
জ্ঞানমাত্রেরই বুদ্ধি যেরূপ আধার, হস্তধারা
যেরূপ তাবৎ কার্য্য সমাধা হয়, উপস্থই যেরূপ
আনন্দের মূল, পায়ু যেরূপ বিসর্গ বা ত্যাগের
মূল, পাদই যেরূপ গমনকার্য্যের মূল, বাক্
যেরূপ বেদাদির আশ্রয়, সেইরূপ পরমাঙ্গাই

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদক
মবাহুবিলীয়েত ন হাত্তোদগ্রহণায়ৈব শ্রাৎ।
তো যত স্বাদদৌ লবণমেবৈবং বা অরে। ইদং
মহত্মনস্তমপারং বিজ্ঞান ঘন ইব। এতেভ্যো
হুতেভ্যঃ সমুখায় তাগ্বেবাহুবিনশ্রুতি ন প্রোত্যা-
ংজ্ঞাহন্তীত্যারে ব্রবীমিতি হোবাচ যাজ্ঞ-
বল্যঃ ॥ ১২ ॥

পদপাঠিঃ। স। যথা। সৈন্ধবখিল্য। উদকে।
প্রাপ্তঃ। উদকঃ। এব। অমুবিলীয়েত। ন।
হ। অত্র। উদগ্রহণায়। এব। শ্রাৎ। যতঃ।
যতঃ। তু। আদদৌ। লবণঃ। এব। এবং।
বা। অরে। ইদং। মহত্মত্। অনস্তরং।
অপারং। বিজ্ঞানঘনঃ। ইব। এতে। সমুখায়।
তানি। এব। অমু। বিনশ্রুতি। ন। প্রোত্যাংজ্ঞা।
অস্তি। ঈতি। অরে। ব্রবীমি ইতি। হ।
উবাচ। যাজ্ঞবল্যঃ।

(১) সৈন্ধবখিল্য—সিদ্ধ শব্দেনোদকমভি
ধীয়তে, শুদ্ধনাং সিদ্ধরূপকং তদ্বিকারস্তত্র ভবে
বা সৈন্ধবঃ, সৈন্ধবশাস্ত্রো থিলাশ্চেতি সৈন্ধব-
খিল্যং থিল এব থিলাঃ স্বার্থে যং প্রত্যয়ঃ।
সিদ্ধ শব্দে জল বুঝায়, তাহার বিকার কিছা
তাহাহইতে উৎপন্ন সৈন্ধব অর্থাৎ লবণ, সৈন্ধবই
হইয়াছে থিলায় সৈন্ধবখিল্য। কাঠিন্দ্র প্রাপ্তি।
সৈন্ধবখিল্য কঠিন লবণও। (২) প্রাপ্তঃ—
প্রাপ্তি। (৩) আদদৌ—গ্রহণ করিয়া
আবাদন করা যায়। (৪) ইদম্—এই পর-
মায়া। (৫) মহত্মত্—মহচ্ছত্—তদুত্ম,
সকল অপেক্ষা মহত্তর এবং আকর্ষণাদির কারণ
বলিয়া—পরমায়াকে মহৎ বলা হইয়াছে।
তুতং—তিন কালেই স্বরূপের অব্যভিচারহেতু
সর্বদাই পরিনিম্পন্ন—অর্থাৎ কখন তাহার
পরিবর্তন হয় নাই। (৬) বিজ্ঞানঘনঃ—বিজ্ঞাপ্তি
বিজ্ঞানং চ তদবনশ্চেতি বিজ্ঞান ঘনঃ ঘন শব্দ

তাহাতে অন্ত্র পদার্থ মাত্র নাই। নান্দ্র-
জ্ঞাতান্তরমন্তরালে বিদ্যতে। (৭) প্রোত্যা
সংজ্ঞা। বিশেষসংজ্ঞা।

বঙ্গার্থ ও ব্যাখ্যা। (যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না
হয়, ততদিন ভেদ জ্ঞান থাকে। তত্ত্বজ্ঞান
জন্মিলেই অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি নষ্ট হয়। লবণ
জল হইতে উৎপন্ন হয় এবং তৎপর
কাঠিন্দ্র প্রাপ্তি হইয়া শিলার আয় কঠিন হয়।
ইহাকেই সৈন্ধবখিল্য বলে। অবিদ্যাজনিত যে
ভাব তাহাকেই সৈন্ধবখিল্য বলা হইয়াছে।
সৈন্ধবখিল্য জলে পতিত হইলে উহার ভিন্ন
অস্তিত্ব থাকিল না, জলের সহিত মিশিয়া গেল।
সকল জলই লবণাক্ত হইল, সৈন্ধবখিল্যের
স্বতন্ত্র সত্ত্বা আর থাকিল না। ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা
অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন
খিল্যভাব অর্থাৎ সতন্ত্রভাব নষ্ট হয়। জল ও
লবণের যেরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট হয়, ব্রহ্ম-
বিদ্যা জন্মিলে সেইরূপ হয়। তখন ব্রহ্মই সকল
এবং সকলই ব্রহ্ম এই জ্ঞান উপস্থিত হয়।)

সৈন্ধবখিল্য জলে পতিত হইলে জলের
সহিত যেরূপ মিলিত হয় এবং উহাকে পূর্ণের
আয় গ্রহণ করা যায় না, অর্থাৎ পূর্ণের আয়
সৈন্ধবখিল্য হয় না। যে স্থান হইতে হউক না
কেন, জলাবাদন করিলে, তাহাতে লবণস্বাদ
পাওয়া যায়। হে মৈত্রেয়! এই পরমায়া
মহত্মত্ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা মহৎ ও অপরিবর্তনীয়
এবং অনন্ত, অপার এবং বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ
কেবল, বিজ্ঞানময় নির্মল ও স্বচ্ছ (সকল পদার্থই
যদি সেই পরমায়া হইল, তাহাহইলে খিল্যভাব
বা স্বতন্ত্রভাব হয় কেন? কেহ বা সুখী, কেহ
বা দুঃখী, কেহ বা ধনী, কেহ বা নির্দীন ইত্যাদি
বিভিন্নাবস্থা দৃষ্ট হয় কেন? তদুত্তরে বলা হই-
তেছে যে পরমায়া স্বচ্ছ সলিলের আয়, কিন্তু

উখিত হয়) তজ্জপ এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থই ভূতগণ হইতে উখিত হইয়া নদী সমুদ্রে প্রবেশ করার দ্বারা তাহাদের বিনাশ হয় অর্থাৎ লয় পায়, কোন বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না" (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নাশ হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না, সুতরাং অবস্থা বিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ সংজ্ঞা কিছুই থাকিল না, কেবল বিজ্ঞান ঘন অনন্ত অপর স্বচ্ছ পর-ব্রহ্ম তত্ত্ব আর কিছুই থাকিল না।)

স। হোবাচ মৈত্রেয়্য ত্রৈব মা ভগবান্ মুমুহুঃ প্রোক্ত্য সংজ্ঞা ইত্তীতি স হোবাচ ন বা অরেহং মোহং ত্রীমালং বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥১২॥

পদপাঠঃ। স। হ। উবাচ। মৈত্রেয়ী। অত্র। এব। মা। ভগবান্। মুমুহন্। ন। প্রোক্তা। সংজ্ঞা। অস্তি। ইতি। স। হ। উবাচ। ন। বা। অব। অহং। মোহং। ত্রীমি। অল। বা। অল। বাণ অরে। ইদং। বিজ্ঞানায়।

(১) মুমুহন্—মোহং কৃতবান্। (২) অলং—পর্যাপ্ত, যথেষ্ট। (৩) বিজ্ঞানায়—বিজ্ঞাতুন।

বঙ্গার্থ। মৈত্রেয়ী বলিলেন, ভগবন্ আমার মোহ বা ভ্রান্তি জন্মাইবেন না। আপনি যে বলিলেন বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না এক কিরূপ? (শীত উষ্ণ প্রভৃতি কখন এক হয় না, আপনি পরমাত্মাকে বিজ্ঞান ঘন বলিয়া বিশেষ সংজ্ঞা দিতেছেন অথচ কিছুই বিশেষ সংজ্ঞা নাই, সকলই এক বলিতেছেন, আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না, ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞান ঘন হইলেন তবে বিশেষ সংজ্ঞা থাকিল না, এক কিরূপ কথা?)

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ী! আমি তোমাকে ভ্রান্তিমূলক কথা বলিতেছি না, হে মৈত্রেয়ী! তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি বাহ্য বলিয়াছি তাহী। যথেষ্ট (অবিদ্যাজনিত যে

গেলে, ঐ অবিদ্যা নিমিত্ত যে বিশেষ সংজ্ঞা অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞান তাহার নাশ হইয়া থাকে। যেমন জল না থাকিলে, জলের উপর চন্দ্রাদির যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা থাকে না, ইহাও সেইরূপ) (তৎপরে বিশেষ সংজ্ঞা যে কোন থাকে না, তাহা নিজের স্রোকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।)

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিহ্বতি, তদিতর ইতরং পশুতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানতি, যত্র বা অস্ত সৰ্বমাত্মৈবাবুৎ তৎ কেন কং জিহ্বৎ, কেন কং পশুৎ কেন কং শৃণুৎ কেন কমভিবদেৎ, কেন কং মনুৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনদং সৰ্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়া বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়া দিতি ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। হি। দ্বৈতং। ইব। ইবতি। তৎ। ইতর। ইতরং। জিহ্বতি। তৎ। ইতরং। ইতরং। পশুতি। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। শৃণোতি। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। অভিবদতি। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। মনুতে। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। বিজানাতি। যত্র। বা। অস্ত। সৰ্বং। আত্মা। এব। অবুৎ। তৎ। কেন। কং। মনুৎ। তৎ। কেন। কং। বিজানীয়াৎ। যেন। ইদং। সৰ্বং। বিজানাতি। তৎ। কেন। বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারং। অরে। কেন। বিজানীয়াৎ। ইতি।

বঙ্গার্থ। যে স্থানে দ্বৈততাব থাকে, সেই স্থানেই একজন অন্তর দ্রাব লয়, অর্থাৎ দ্বৈত-তাব থাকিলে ত্রাণের বস্তু এবং যে ব্যক্তি ত্রাণ লইতেছে, ইহাদের পার্থক্য থাকে বা বিশেষ সংজ্ঞা থাকে, ঐরূপ দ্বৈততাব থাকিলে একজন অন্তকে দর্শন করে, শ্রীণ করে, বলে, মনন

অর্থাৎ সর্বত্রই আত্মা সে স্থলে কে কাটার
প্রাণ লয়, কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে
শ্রবণ, কে কাহাকে বলে, কে কাহাকে মনে
করে, কে কাহাকে জানে। বাহ্যদ্বারা

বিশ্বই তাবৎ পদার্থজ্ঞানী যার তাহাকে আর
কিসের দ্বারা জানা যাইবে, বিজ্ঞাতাকে আর
কিসের দ্বারা জানা যাইবে?

ঈশ্বরের সর্জনতা ও মানবের স্বাধীনতা ।

যাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত “ঈশ্বরের
সর্জনতা ও মানবের স্বাধীনতা” নামক পুস্তকে
জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধে এই অভিপ্রায়
ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জীবের একটি আমিত্ব,
তাব থাকায় ব্রহ্মের সহিত উহার পৃথক্ সত্তা
অভূত হইয়া থাকে, ঐ আমিত্ব-বোধ কখনই
লয় হয় না, তবে অহঙ্কার মূলক যে একটি
আমিত্ব বোধ আছে তাহাই লয় হইতে পারে।
ঐ আমিত্ব বোধ লয় হইলে জীব ব্রহ্মে মিলন
হয়; কিন্তু ঐ প্রকার মিলন হইলেও জীবের
বিশুদ্ধ আমিত্ব বোধ চিরকালই থাকে। এই
সত্য আমাদের দেশের বৈদান্তিক মহাশয়গণও
আংশিকভাবে উপলব্ধি করিয়া “সোহং
শিবোহং” এই বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন;
কিন্তু তাঁহারা ভাবিতেন যে অহঙ্কার-মূলক
আমিই প্রকৃত আমি, সুতরাং অহঙ্কার-মূলক
আমিকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মতে লয় হইবার
ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। জীবের বিশুদ্ধ
আমির সহিত অহঙ্কার মূলক আমির যে
পার্থক্য আছে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে
পারেন নাই; এজন্য লয়ের সিদ্ধান্ত ঠিক
নহে। গ্রন্থকারের এই মন্তব্যটি নিতান্ত
ভ্রান্তিপূর্ণ; বেদান্তোক্ত জীব, ব্রহ্ম এক হও-
য়ার অর্থ লয় নহে। বৈদান্তিকগণ কোথাও
আত্মার লয় হইবার ব্যবস্থা দেন নাই, অর্থাৎ
মুক্তির অর্থ যে আত্মার অস্তিত্ব বিলোপ ইহা

তাঁহারা কোন গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেন নাই;
বরং আত্মার যে অস্তিত্ব বিলোপ হয় না তাহা
ভগবদ্গীতা, বেদান্ত, উপনিষদ্ ও অন্যান্য
দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে;

ন জ্ঞাবতে ত্রিযতে বা কদাচিন্মায়াং ।

ভূদ্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিতাঃ শব্দভেদ্যঃ পূর্ণাণো

ন হন্ততে হন্তমানে শব্দে ॥

ভগবদ্গীতা ২য় অধ্যায় (২০) শ্লোক) ।

এমন কি মুক্তাশ্মার ও অস্তিত্ব (বাস্তি নিষ্ঠ)।
যে এককালীন বিলুপ্ত হয় না তাহাও উপ-
রোক্ত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার
যদি উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতার বর্ণিত আত্মাব-
লক্ষণ এবং বেদান্তের লিখিত মুক্তাশ্মার বিষয়
পাঠ করিতেন, তাহাহইলে অহঙ্কার মূলক
ভ্রান্ত আমিত্ব ভিন্ন যে বিশুদ্ধ আমিত্ব-ভাব
বৈদান্তিকগণ অবগত ছিলেন না এ কথা
বলিতেন না। ঐ গীতা ও পঞ্চদশীর ও
বেদান্তদর্শনের শাক্তরভাষ্যে অনেক স্থানে
মুক্তাশ্মার সহিত ব্রহ্মের একত্ব ও পৃথকত্ব উভয়
ভাব স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে; তবে ভ্রান্ত
অহঙ্কার তিরোহিত হইলে জীবের পুনর্জন্ম
হয় না, আত্মা ব্রহ্মেই স্থিত হয়, এই মতবাদ
তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়া গিয়াছেন
তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রহ্মে স্থিত অর্থে
লয় নহে ব্রহ্মময়; সুতরাং অপরোক্ষ জ্ঞানীর

অহঙ্কার মূলক বৃত্তি কখনই থাকিতে পারে না। গ্রন্থকার যদি যোগাকীর্ণ ও দ্বিত প্রজ্ঞের লক্ষণ পাঠ করিতেন তাহাহইলে এই তত্ত্ব সুস্থিতে পাবিতেন। এইক্ষেণে এই তর্ক উঠিতে পারে যে, মানবাত্মা সেই পবনাত্মার অংশ তবে তাববাক্যেব অহঙ্কার ও অহঙ্কার-মূলক বৃত্তি-দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় তাঁহাব অসীম মহৎজ্ঞান সমীম অহং জ্ঞানে পরিণত হয়। সেই অসীম জ্ঞান তিবোচিত হইলে অসীম-জ্ঞান যদি অনন্তজ্ঞানের সহিত একীভূত হয় তবে আত্মা ব্রহ্ম (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে) মিলিত হইবে; এ অবস্থায় তাঁহার পূর্ণক অন্তর থাকিবে কেন? এই তর্কের উপরই বৈদ্যের নিরূপণ মুক্তি বাদ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৈদাস্তিকদিকের গুঢ় সূক্ষ্মভাব আছে। তদ্বারা তাঁহারা আত্মা ও ব্রহ্মের মিলনসম্বন্ধেও মূলক আত্মার পূর্ণকত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন; এই গুঢ়ভাব সহজে উপলব্ধ হয় না বটে, কিন্তু বিশেষ পণ্ডিতানদ্বারা উহার উপলব্ধি হইলে বৈদাস্তিকদিকের অভিপায় ও স্পষ্ট প্রতীতিমান হইবে, তদ্বার গন্তকাবের উচ্চাধারা নিম্নোক্ত আন একটি কুটর্কের পণ্ডন হইতে পারে। গ্রন্থকার তাঁহাব পুস্তকের অস্ত্র এক স্থানে বসিয়াছেন যে, “ঈশ্বরের অবতাব লখনই সংগত হইতে পারে না, ঈশ্বর স্বয়ং যদি একটি মানবরূপে অবতীর্ণ হন তবে তৎকালে অনন্ত ভাগতিক ক্রিয়া কাহার দ্বার নিরূপিত হয়”। গ্রন্থকারের এই কথা নিতান্ত সাবশূন্য তাহা একটু পণ্ডিতান করিয়া করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতিমান হইবে। ঈশ্বর অনন্তজ্ঞান ও শক্তিময় (অর্থাৎ অনন্তজ্ঞান ও শক্তির কেন্দ্র) উহাব ইচ্ছা শক্তি হইতে গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত অনন্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে এবং তাঁহাব প্রজ্ঞা

বা দীপ্তিতে উহা স্থিত আছে; অতএব ঈশ্বর অনন্ত। মানবাত্মা তাঁহার অংশ অর্থাৎ একদেশ ব্যাপি, এই অংশ বা একদেশ দৃষ্ট বস্তুব বিভাজিত অংশ বা একদেশের স্তায় নহে, ইহা জ্ঞান ও অন্তর্দর্শনের বিষয়; তদ্ব্যতীত ভাবটী বাহিবে প্রকাশ কারা যে কঠিন তাহা গ্রন্থকাবের নিজের স্বীকার করিতে হইয়াছে। ফলতঃ ঐ ভাবটী মহাই কঠিন হউক না কেন একেবারে জুরোধা নহে। মনে করুন আপনাব একটি মনন বা চিন্তা (Thought) যেমন আপনাব সাধারণ জ্ঞান ও শক্তির অন্তর্গত বা অংশ বিশেষ, প্রোক্ত অংশ সেই প্রকার শব্দে বর্ণিত আছে। মনু মননের আদি পুরুষ এবং মনু ব্রহ্মাব মানসপুত্র পুরাণে বর্ণিত আছে ব্রহ্মাই সৃষ্টিকারী শক্তি, উহা আদিতে নব বা স্থিতিশক্তিময় বিষুবনাভিপথে অবস্থিত ছিলেন। তদ্ব্যতীত ঘটকের নাভিচক্রই কামনা বা ইচ্ছা শক্তিব কেন্দ্র। অতএব অনন্ত-জ্ঞানভাস্তরে ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্রীভূত আগ-তিক মহামানসই সৃষ্টিকারী শক্তি বা ব্রহ্ম, কিন্তু উহাও আদি কারণ বা প্রথম বিকাশ নহে। অনন্তজ্ঞানের প্রথম বিকাশ অনন্ত প্রজ্ঞা বা সর্বনয় স্থিতি শক্তি উহাই পৈপায়নিক বিষয়, অতএব অনন্তজ্ঞান বা প্রজ্ঞাভাস্তরে ইচ্ছাশক্তি অবস্থিত আছে, ঐ অনন্তজ্ঞানস্থিত ইচ্ছাশক্তি হইতে সৃষ্টির নিমিত্ত এক একটি চিন্তা বা মনন (Thought) বিকাশিত হয়। উহাই ব্রহ্মার মানসপুত্র, এক্ষণে এই একটি গুরুতর আপত্তি হইতে পারে যে ব্রহ্ম কোন বিশেষ মূর্তি বা ব্যক্তি নহে, ব্রহ্ম অনন্ত চৈতন্য ও শক্তির কেন্দ্র উহা অনাদি অসীম ও অনন্ত। সূতরাং অনন্তের ইচ্ছা বা চিন্তা কি প্রকারে সম্ভব? ইহার উত্তর বিশদভাবে দিতে হইলে একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, তবে এখানে এই

পর্যন্ত বলিলে যথেষ্ট হইবে যে উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা বা চিন্তা নহে। জগতের স্থিতি শক্তিই তাঁহার প্রজ্ঞা সৃষ্টি শক্তিই তাঁহার ইচ্ছা, উহাই অনন্তের সাধারণ নিয়ম বা আইন। এ আইন বা নিয়মামুযায়ী বা নিয়ম প্রসূত (সৃষ্টির নিমিত্ত) বিশেষ বিশেষ মৌলিক ভাবের বিকাশ হয় উহাই ব্রহ্মের মানসপুত্র। ঐ মানসপুত্র হইতে সৃষ্টি ক্রিয়া সমাধা হয় মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্বে চত্বারো মনবন্তথা।

মস্তাবা মানসা জ্ঞাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥

গীতা ১০ম অধ্যায়ঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ ।

ঐ বিশেষ বিশেষ মানসপুত্রের মধ্যেও জ্ঞান ও ইচ্ছা উভয় আছে। ইচ্ছা হইতে কামনা, কামনা হইতে ভিন্ন ভিন্নভাবের উৎপত্তি হয়, উহাই ঈশ্বরের ভাবাংশ বা প্রকৃতি এবং জ্ঞানই স্বরূপাংশ বা পুরুষ। ঐ ভাব বা প্রকৃতির কেন্দ্রানুসারিণী (জ্ঞান বা পুরুষাতিমুখিনী) ও কেন্দ্রাপসারিণী উভয়শক্তি আছে। ঐ কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি হইতেই ঐ ভাব সকল ঘনীভূত হইয়া অজ্ঞানময় ঋড় জগতে পরিণত হয়। পূর্বোক্ত পুরুষরূপ জ্ঞান যখন ঐ ভাব সমূহে মগ্ন হইয়া তাদান্বিতাব প্রাপ্ত হন, তখন পূর্বোক্ত ভাবের অধীন হওয়ার দ্রাস্ত অহঙ্কারে পরিণত হয়েন, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভাবসমূহের সহিত আর পৃথক জ্ঞান থাকে না। নিজের অস্তিত্ব (জ্ঞানরূপ পুরুষের অস্তিত্ব) ভুলিয়া যান; আবার যখন প্রকৃতি পূর্বোক্ত কেন্দ্রানুসারিণী শক্তিপ্রভাবে কেন্দ্রিকশক্তির নিকটবর্তী হন, তখন পূর্বোক্ত ভাবসকল জ্ঞানময়ী স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধীন হইয়া পড়ে, ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই মানবের উচ্চ মনের সম্পত্তি, ঐশীপ্রজ্ঞার সহিত মানব মনের মিলন ব্যতীত ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। ঐ ইচ্ছাধারা দ্রাস্ত অহঙ্কার তিরোহিত

হয়, কিন্তু দ্রাস্ত অহঙ্কার তিরোহিত হইলেও আত্মার অস্তিত্বের বিলোপ হয় না, ব্রহ্মের অনন্তজ্ঞান ও অনবধীইচ্ছা শক্তি হইতে সৃষ্টির নিমিত্ত এক একটা মনন (Thought) রূপ মানস পুত্রের যে বিকাশ হয়, ঐ মানসপুত্র স্বীয়ভাবে মগ্ন হইয়া ভাবজগতের সহিত একীভূত হইয়া পড়েন। পরে কেন্দ্রানুসারিণী শক্তিপ্রভাবে ভাবজগত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তজ্ঞানময় পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেও তাঁহার মধ্যে বিবেকপ্রজ্ঞা স্থিতি ও জ্ঞানানুভূতি কখনও বিলুপ্ত হয় না। এইজন্যই গীতার ১০র্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ছিলেন।

বহুনি মে ব্যতীতানি জ্ঞানানি তবচার্জুন।

তাত্ত্বং বেদসর্গাণি ন ত্বং বেথপরগুপ ॥

গীতা ৪র্থ অধ্যায় ৫ শ্লোক।

যেমন তোমার সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্তজ্ঞান মধ্যে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান থাকা অযৌক্তিক বা অদার্শনিক নহে। বৃহৎ অগ্নিরাশির সহিত অগ্নিকু লিঙ্গের তাপের পরমার্থিক ন্যূনাতিরেক নাই, উভয়ই তাপমানবয়ের পরিমাণে সমান। ঐ অগ্নিকু লিঙ্গ অগ্নিরাশির একাংশ হইলেও একসমস্তরে অবস্থিত থাকিলেও একার্থে উভয় এক এবং অন্ত্যার্থে পৃথক্ বলা যায়। আপনার বিশেষ জ্ঞান বা বোধ সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্গত হইলেও উহা বিশেষ পদবাচ্য। তবে গ্রন্থকার দ্রাস্ত-অহঙ্কার মুক্ত বিত্তজ্ঞ অস্তিত্ব যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, বেদান্তিকেরা ঐ বিত্তজ্ঞ আমিত্ব তদাপেক্ষা উচ্চার্থে ব্যবহার করিয়াছেন, গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে “আত্মা ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিলেই প্রাপ্ত অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু পরলোকে পূর্ণ জ্ঞাত-লাভ করিতে পারেন না, তবে পরলোকে ক্রমে আত্মসাধনদ্বারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী

হইতে থাকেন, গ্রন্থকারের আত্মসাধন বেদান্ত-দর্শনোক্ত আত্মসাধন হইতে পৃথক্ এবং গ্রন্থকারের এই মতটী জ্ঞাপ্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, গ্রন্থকার জন্মান্তর স্বীকার করেন না বলিয়াই আত্মার উন্নতি ও সামঞ্জস্যের জন্ত ঐ মতটীর অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রমাণ করিতে হইলে বহুল সমালোচনা আবশ্যক, উহা অদ্যকার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয় নহে, এইজন্ত অদ্য ক্ষান্ত হইলাম। সময়াস্তরে আলোচনা করিব। কিন্তু গ্রন্থকারের ইহা বুঝা উচিত যে, পরলোকে কর্মভূমি নহে, উহা স্রষ্টৃপুত্র ক্ষেত্র বা ভোগভূমি মাত্র তথায় উন্নতি ও অবনতির কোন কার্য্য হইতে পারে না। ইহজগতে উন্নতি, অবনতির কার্য্য সম্পাদিত হয় ঐ কার্য্যের ফল পরলোকে ভোগ দ্বারা পরিপাক হইলে পুনরায় কার্য্যের জন্ত পুনর্জন্ম হয়, ইহার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক (বিজ্ঞানসম্মত) অর্থ আছে, বারান্তরে সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এখানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আত্মা বা পুরুষ যদি জ্ঞানময় হন তবে পরলোকে কেবল অন্তর্জ্ঞানাত্মভূতিজনিত ভোগ বাতীত উন্নতি অবনতির কোন কার্য্য হইতে পারে না ভোগান্তে কর্মাত্মরূপ ইচ্ছা ও কামজনিত প্রবৃত্তি উৎপত্তি হয়, ঐ প্রবৃত্তি অমূরূপ ক্রিয়া-শক্তি উত্তেজিত হইলেই বিষম জাতীয় তাড়িত আকর্ষণের দ্বারা পার্থিব আকর্ষণাধীন হইয়া পড়ে। আর কামবন্ধন ছিন্ন হইলে স্রষ্টৃপুত্র পরিবর্তে তুরীয় অবস্থার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের (অনন্তজ্ঞানের) বিকাশ হয়, সুতরাং পরলোকে ভোগেরও কোন প্রয়োজন হয় না, তবে অনন্তজ্ঞানের মধ্যে তাঁহার আত্মজ্ঞান স্থিতি ভোগ-ভূমিরূপ পরলোকে থাকিয়াও অসীম শক্তিময় জ্ঞানের অসীমত্ব হয় ও অনন্ত

প্রজ্ঞার সহিত জগৎ রক্ষণকার্য্যে ব্যাপ্ত থাকে এবং আবশ্যকমত ঐ মুক্তাত্মা ভোগ-ভূমিহু আত্ম-জ্ঞান ও স্থিতিকে আশ্রয় করিয়া ইহ-জগতের হিতার্থে স্বীয় মায়া বা ইচ্ছাশক্তি বলে ইহজগতে অবতীর্ণ হইতে পাবেন, ইহারই নাম অবতার। অনন্ত দৈশ্বর্য্য জিগজৎব্যাপী, তাঁহার কারণ জগতের বিতৃষ্ণ স্বরূপাংশ বিতৃষ্ণভাবে কার্য্য জগতে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার জগতের সৃষ্টি বা পোষণকার্য্যের ব্যাঘাত হইবে কেন? বরং কার্য্য জগতের উন্নতি হইবেক। পরলোকে মুক্তাত্মার বিশেষ জ্ঞান ও স্থিতির (বিজ্ঞানাত্মা স্বরূপ) যে পৃথক্ সম্বা থাকে তাহা বিগত বর্ষের চৈত্রমাসের অমূলকান পত্রিকার জ্ঞান-যোগ ও অন্তর্জগৎ শির্ষক (Heading) প্রবন্ধে বিশদরূপে প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হইয়াছে, অতএব এই বিষয়ে যাহাদের সন্দেহ আছে তাঁহার উক্ত পত্রিকা দৃষ্টি করিবেন।

গ্রন্থকারের শেষ তর্ক এই হইতে পারে যে “মানবাত্মা যখন দৈশ্বের অংশ তখন অবিশ্রিত বিশুদ্ধ অংশই হউক বা ভাবজগৎ মিশ্রিতই হউক স্বরূপতঃ উভয়ই দৈশ্বাংশ ভিন্ন উহাতে বিশেষত্ব নাই” কিন্তু সাধারণ মানবাত্মা যে অর্থে দৈশ্বাংশ অবতার সে অর্থে অংশ নহে। সাধারণ মানবাত্মার ঐশ্বরিক জ্ঞানের আভাস-মাত্র আছে, যেহেতু উক্ত জ্ঞান জ্ঞাত্রেয়দ্বারা বেষ্টিত এবং অহংকার-মূলক কাম, ক্রোধাদি ভাবরূপ রূপে রঞ্জিত হওয়ায় অসীম এবং বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মুক্তাত্মার দৈশ্বের বিশুদ্ধ স্বরূপ জ্ঞান আছে তাহা জ্ঞাত অহংকার দ্বারা বেষ্টিত বা কামক্রোধাদি ভাবরূপ রূপে রঞ্জিত না হওয়ায় তাহা সসীম বা বিকৃতভাব প্রাপ্ত নহে। পূর্বে কথিত হইয়াছে অগ্নি-রাশির সমস্তরহিত প্রত্যেক অগ্নিস্থূলিগ্ন ঐ অগ্নিরাশির সমতাপবিশিষ্ট, অতএব দৈশ্বের

স্বরূপ-জ্ঞানের সমস্তরহিত প্রত্যেকাংশই স্বরূপ জ্ঞানময়। যদি স্বরূপ-জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে সেই জ্ঞানই ঈশ্বরের জ্ঞান। ঐ জ্ঞানের মধ্যে স্থান ও কালের বাধা না থাকিলে স্থূল সূক্ষ্ম ও কাবণ এই ত্রিলোক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকাল উক্তজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। পূর্বে কথিত হইয়াছে ঈশ্বর সর্বশক্তি ও সর্ব জ্ঞানময়, বিজ্ঞানাদ্বারা তাঁহার ইচ্ছাশক্তির এক-দেখ ব্যাপী অতএব ঐ বিজ্ঞানাদ্বারা মধ্য দিয়া তাঁহার সর্বজ্ঞ প্রকাশ হইলে তাহার সর্বজ্ঞত্ব কখন সীমাবদ্ধ হইতে পারে না ও সীমাবদ্ধ হইলে সর্বজ্ঞতার অর্থ থাকে না। মনে কর

অনন্তজ্ঞানেব মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এবং কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল অসংখ্যভাবে ও বস্তু সাজান আছে, কিন্তু ঐ স্থূলভাবে ও বস্তুভেদ কবিশ্য সমাক্রমণ ঐ জ্ঞান বাহিরে প্রকাশ হয় না, তাহার ঐ সকল ভাবই ঐ জ্ঞান বিকাশের বাধা স্বরূপ। এক্ষণে যদি কোন কারণ বশতঃ কোন স্থূলভাবে বস্তু বিশেষের মধ্য দিয়া ঐ জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহাহইলে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান-মূলক শক্তি ও ফিয়ার ব্যাবাহত হইবে কেন? বৎ তদ্বারা ভাবজগতের উপকার হইবে, ইহার গূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য ক্রমে প্রকাশিত হইতে।

ঐশিশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

যজ্ঞোপবীত-তত্ত্ব ।

ভগবান্ গোভিনাচার্য্য তৎপ্রণীত কোথুম শাবীদেব গৃহকর্ম্মবিধিতে উপবীত-বিধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

যজ্ঞোপবীতং কুরুতে সূত্রং বস্ত্রং বাহুপি বা কুশলম্ভব ।

অর্থাৎ সূত্র বা বস্ত্র অথবা কুশলম্ভু, যখন যাহা সূত্র হইবে, তখন তাহাবই যজ্ঞোপবীত ব্যবহার কবিলে।

দক্ষিণঃ বাহুগুপ্ত্য শিরোহবধায় সনোহংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি দক্ষিণং কক্ষমধবলম্ভং ভবত্যেবং যজ্ঞোপবীতী ভবতি ।

অর্থাৎ উক্ত দক্ষিণবাহুকে উপরে রাখিয়া শিরোদেশে সনোহংসে বামস্তদ্ধ হইতে দক্ষিণ কক্ষের নিম্নসীমা পর্য্যন্ত লম্বমান হইবে। এই রূপ সূত্রাদির অল্পতম ধারণকারীকে যজ্ঞোপবীতি বা যজ্ঞোপবীতধারী বলা যায়।

সব্যং বাহুগুপ্ত্য শিরোহবধায় দক্ষিণেহংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি, সব্যং কক্ষমধবলম্ভং ভবত্যেবং প্রাচীনাবীতী ভবতি।—

অর্থাৎ বামবাহুকে উপরে রাখিয়া শিরো-দেশে সনোহংসে দক্ষিণস্তদ্ধ হইতে বামকক্ষের নিম্নসীমা পর্য্যন্ত লম্বমান হইবে। এইরূপে সূত্রাদির অল্পতম ধারণকারীকে প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ প্রাচীনাবীতধারী বলা যায়।

পিতৃযজ্ঞেষু প্রাচীনাবীতী ভবতি ।

পিতৃযজ্ঞে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে প্রাচীনাবীতী হইবে।

মহু বনে :—

উক্তে, দক্ষিণে পাণ্যবৃপবীড়াচ্যতে বিজঃ।

সব্যে প্রাচীন আবীতি নিবাতী কঠসজ্জনে ॥

বামস্তদ্ধ হইতে দক্ষিণচস্তুর নিম্ন দিয়া লম্বমান সূত্রধারীকে উপবীতী, ঐরূপ দক্ষিণস্তদ্ধ হইতে

বামহন্তের নিয়ম দিয়া লম্বমান খ্রমধারীকে প্রাচীনাবীতী এবং কঠেব সজ্জাকপে অর্থাৎ মালার ভায় উপবীতধারীকে নিবীতী বলা যায় ।

যে সমুদায় লোক ভারতবর্ষে বহির্ভাগে বাস করিতেন, ভারতবর্ষীয় আর্ঘ্যেরা তাহাদিগকে দম্বা বলিতেন । মহা বলেন “মুখবাহুরূপজ্ঞানং যা লোকে জ্ঞাতয়ো বহিঃ । স্নেহ বা বাচস্পার্গবাচঃ সর্ষেতে দম্ববঃ স্নতাঃ” ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রদিগের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বাস করেন, তাহারা আর্ঘ্য ভাবায়ুক্তই হউক বা স্নেহ-ভাবায়ুক্তই হউক তাহাদিগের সকলকেই দম্বা বলা যায় । অনার্য্য, দম্বা, স্নেহ, বাহু, রাফস, প্রভৃতি আর্ঘ্য প্রদত্ত ভারতের প্রদেশসমূহ বাসীদিগের নাম মাত্র । (১)

মহাভারতাদি গ্রন্থে অনেক স্থলে স্নেহ-দিগকে “বাহু” শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে । ভীষ্মপর্বে দেখা যায় “বাদিদেশে সবাছানাং ভক্ষ্যভোজামুত্তম” । অনার্য্যেরা আর্ঘ্যদিগের ভায় যজ্ঞাদিগ্রহণ করিতেন না, এইজন্য বেদে তাহাদিগকে “অব্যাজ্ঞান” বলা হইয়াছে ।

যজ্ঞোপবীত যজ্ঞবিহীন বাহুদিগের সহিত যজ্ঞরত আর্ঘ্যদিগের পার্থক্যজ্ঞাপক মাত্র । এক একটী সম্প্রদায় বা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক এক প্রকার বাহুচিহ্ন ধারণ করিতে দেখা যায় । বৌদ্ধ, খৃষ্টান, সিহিদি, মুসলমান প্রভৃতি সমুদায় সম্প্রদায়েরই এক একটী বাহুচিহ্ন আছে । এক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখাদিগের যথা—চৈতন্য, রামানুজ, নানক প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ বাহুচিহ্ন দেখা যায় ।

যজ্ঞোপবীত আর্ঘ্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাহুচিহ্ন মাত্র । কিন্তু যেকোন শব্দ থাকিলেই

যথার্থ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী না হইলে কোন ব্যক্তি মুসলমান হয় না, অথবা যদি যথার্থ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহাহইলে শব্দ না থাকিলেও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হয়, তদ্রূপ যজ্ঞোপবীত থাকিলেই সনাতন আর্ঘ্যধর্ম্মাবলম্বী না হইলে আর্ঘ্য হয় না, কিম্বা যদি সনাতন আর্ঘ্যধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহাহইলে যজ্ঞোপবীত না থাকিলেও আর্ঘ্য হয় । চিহ্ন কেবল চিহ্নমাত্র, বস্তুর স্বরূপ নহে । কিন্তু চিহ্ন হইতে আশঙ্কতা আছে । বাহুচিহ্ন না থাকিলে বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না । যদি ১, ২, ৩, প্রভৃতি বস্তু চিহ্ন না থাকিত তাহাহইলে গণিতশাস্ত্র অসম্ভব হইত । কার্য্যক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশবাসী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বন প্রভৃতি বস্তুর বাহুচিহ্ন অনেক সময় স্মরণজনক ও অনেক সময় অতাবশ্যক বলিয়াই মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে প্রায় সর্ব্ববিষয়েই বাহুচিহ্ন অবলম্বন করিয়াছেন । বস্তুর বিশেষ চিহ্ন কথন দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে বাহু চিহ্নদ্বারা আমাদের চিত্তপদ বদ্ধ । কোন সময়ে ও আনন্দ বাহুচিহ্ন পরিত্যাগ করিতে পারি না । কিন্তু চিহ্ন কেবল চিহ্নই । বস্তুর সহিত কখন উহার ভ্রম হওয়া কর্তব্য নয় না । চিহ্ন ও বস্তুর সহিত ভ্রম হওয়াতেই হিন্দু সমাজে অশেষ অমঙ্গলের অবতারণা হইয়াছে । যেখানে মূলবস্তু নাই, সেখানে চিহ্ন যে কেবল অনাবশ্যক তাহা নহে, উহা অশেষ অনিষ্টের কারণ হয় । পিতৃপদে প্রণাম কেবল পিতৃভক্তির বাহুচিহ্ন মাত্র, কিন্তু যদি আত্মিক পিতৃভক্তি না থাকে, তাহাহইলে পিতৃপদে প্রণাম কপটতামাত্র । যখন সমাজ অবনত হইতে আরম্ভ হয়, যখন সমাজে পাপ প্রবেশ করে, তখন মনুষ্যেরা মূল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বাহুচিহ্নই যথাসর্ব্বয় করিয়া তুলে । তখন আত্মিক অস্তিত্বগত ও বহিঃগত অধিকার করিয়া থাকে ।

বর্তমান হিন্দু সমাজের দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্যাদি প্রথা সমুদায় পর্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই অস্বত্ব হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যজ্ঞোপবীত যজ্ঞ-সম্পাদনকারী আৰ্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাহ্য চহ্ম-মাত্র, অল্প কোন চিহ্নদ্বারাও তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। আৰ্য্যোরা যদি উপ-বীত বাহ্যচিহ্ন অবলম্বন না করিয়া অল্প কোন প্রকার অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে ফল একই হইত।

প্রাচীনকালে যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়মে অধিক বাহ্যভূষণ ছিল না। বরং হুত, কুশ রজ্জু যখন বাহ্য পাওয়া যাইত, তাহাদ্বারা যজ্ঞোপবীত করা হইত। ইহাতে নবগুণ বা ত্রিদত্তী বা ষ্টী কি ষ্টী ধারণ করিবে এবং তাহাতে গুণচ্ছেদ থাকিবে না ইত্যাদি কোন কথাই যে ছিল না, তাহা গোভিলগৃহ হুত্রে পূর্বোক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

কালে কেবল মাত্র হুতদ্বারা যজ্ঞোপবীত করা আরম্ভ হইল এবং উহাতে অনেক আধ্যাত্মিক ভাব অর্পিত হইল, ব্রহ্মোপনিষদে আছে।

“সুচনাং হুতামিত্যাহ হুতং নাম পরং পদং।

তৎসুতং বিদিতং যেন স বিপ্রবেদপারগঃ ॥”

অর্থাৎ পরমপদ ব্রহ্মকে হুতনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মহুত। যিনি এই হুতের যথার্থ মর্ম্ম জানেন তিনিই বিপ্র, তিনিই দেবতা।

যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং হুত্রে মর্দি গণাইব।

তৎসুতং ধাবয়েৎ যোগী যোগবিৎ তত্তদর্শিবান্ ॥

হুতগ্রন্থিত মণিগণের স্তায় অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বাহাতে গ্রন্থিত রহিয়াছে, তত্তদর্শী যোগিরা সেই হুতই ধারণ করেন।

বহিঃ হুতং ভ্যজেষ্বিহান্ যোগমুক্তমাস্থিতঃ।

ব্রহ্মভাবময়ং হুতং ধারয়েদ্যঃ স চেতনঃ ॥

বিহান্ যোগাশ্রিত হইয়া বাহ্যহুত পরিভ্যাগ করিবে। তিনিই জ্ঞানী যিনি ব্রহ্মভাবময় হুত-ধারণ করেন।

হুতমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানোযজ্ঞোপবীতিনাম্।

তে বৈ হুতবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ ॥

যে সমস্ত জ্ঞানযজ্ঞোপবীতীদের অন্তঃকরণে স্পষ্ট হুত নিরত প্রতিভাসিত, তাহারাই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী, তাহারাই প্রকৃত হুতবিৎ।

যজ্ঞোপবীত জ্ঞানের বাহ্যচিহ্ন ইহাই উপ-রোক্ত শ্লোকের আভাস।

শিখা জ্ঞানময়ী যজ্ঞোপবীতঞ্চ তন্ময়ং।

ব্রাহ্মণ্যং সকলং তত্ত্বেন ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥

যাহার চৈতন্য শিখা জ্ঞানময়ী, যিনি ব্রহ্মভাবে উপবীত, তাহার সকলই ব্রাহ্মণ্য, এ কথাই মর্ম্ম ব্রহ্মবিদেরাই অবগত আছেন।

যজ্ঞহুত্রে নাম ত্রিবৃৎ। ছন্দোগপরিশিষ্ট বলেন :—

উক্তম্ব ত্রিবৃতং কার্য্যঃ তদ্ব ত্রয় মধোবৃতং।

ত্রিবৃত্ত্বোপবীত স্ত্রাং তদৈকো গ্রহ্মরিষাতে ॥

তিনটি তিনটি হুতদ্বারা এক একটা গ্রহ্ম হয়, এই গ্রহ্মই তাহার প্রথমোক্ত পাওয়া যায়।

মহু বলেন :—

কার্পাসমুপবীতঃ সাদ্বিপ্ৰস্তোদ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।

শণহুতময়ং রাজ্ঞো বৈশ্রস্ত্র্যাবিক সৌত্রিকম্ ॥

ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাসনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের শণনির্ম্মিত এবং বৈশ্যের মেঘলোমনির্ম্মিত হইবে। উহার তিনটি হুত হইবে এবং উহার আবর্তন দক্ষিণদিকে হইবে।

দেব বলেন :—

যজ্ঞোপবীতঃ কুর্মাং হুত্ৰাণি নবতন্তবঃ।

ব্রহ্মণোৎপাদিতং হুতং বিষ্ণুণা ত্রিগুণীকৃতং।

শিবেন নিহিতং গ্রহ্মিঃ সাবিত্র্যাচাভিমন্ত্রিতং।

ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবৈশ্চৈব বাহুভিঃ পবনোহলঃ। শুক্রঃ

স্বর্ঘ্যঃ সুরাচার্য্যাস্তদ্বন্দ্বনাং নবদেবতাঃ ॥

নবতন্ত্র সূত্রদ্বারা যজ্ঞোপবীত করিবে ।
ব্রহ্মা সূত্র উৎপাদন করেন, বিষ্ণু উহা ত্রিগুণ
নয়ন, শিব এস্থি বন্ধন করেন, সার্বভৌম উহা
মহাপুত্র করেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকি,
পবন, অনল, শুক্র, সূর্য্য, সুরাচার্য্য ইহারা
তন্ত্রদিগের নবদেবতা ।

এক একটা সূত্রে নয়টা তন্ত্র থাকে, এই
নয়টা তন্ত্র নয়টা দেবতাব্যাক্তক । তিন তিনটা
সূত্রেব দ্বারা এক একটা দণ্ডী হয়, ত্রিদণ্ডী
হইলে যজ্ঞসূত্র হয় ।

এই ত্রিদণ্ডীর অর্থ মন্ত্র কবিত্তেছেন :—

বাগ্‌দণ্ডোহধমনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ ।
যথৈত তে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥

কায়মনবাক্য এই তিনটা সমাক্‌ দমন
কবিত্তে হইবেক এইটা যাত্‌তার বুদ্ধিতে সদা
নিহিত আছে, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী ।

পাঠক দেখিবেন কিরূপে যজ্ঞোপবীতের
সহিত আধ্যাত্মিকভাবেব সংযোগ হইতেছে ।
নয় নয়টা তন্ত্রকে একটা একটা গুণ, তিন
তিনটা গুণে এক একটা দণ্ডী । ত্রিগুণের
হিত সব, রজঃ, তম এই তিন গুণের সম্বন্ধ
ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে । গ্রন্থিকালে দেব
ধর্ম্ম প্রভৃতিদের স্মরণ করিতে হয় ।

গ্রন্থিকালে স্মরণপ্রাপ্ত হইতে ভবতি মুর্তি-
নং । ব্রহ্মা চ কণ্ঠপো বিপ্রঃ সনকশ্চ সনা-
দনঃ ॥ সনং সনাতনো বিপ্রো নারদঃ কপিল-

স্তথা ॥ মরীচিরত্রিঃ পুংসঃ পুংস্তো গৌতমঃ
ক্রতুঃ ॥ ভৃগুর্দক্ষঃ প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠবাসুকী-
স্তথা । দৈবপায়নোভরদ্বাজঃ শুক্রো জৈমিনি-
য়েব চ ॥ বিদ্বৎস্বঃ শুনঃ শেফো জাতুকর্ণশ্চ
রোরবঃ । উর্কসম্বর্জকশ্চৈব সুরাচার্য্যবৃহ-
স্পতিঃ ॥ চন্দ্রসূর্য্য্য বৃধঃ শ্রীমান যজ্ঞসূত্রস্ত
গ্রন্থিবু । ত্রিষ্টমম বামাংসে বামকন্‌দে অহ-
র্নিশি । ব্রহ্মা-দেবতাঃ সর্ব্বস্ত যজ্ঞসূত্রস্ত
দেবতাঃ ॥

পূর্বে যাঁহা বলা হইল তাহাদ্বারা প্রতীত-
মান হইবে যে প্রথম যজ্ঞোপবীত যজ্ঞরত
আর্য্য এবং যজ্ঞবিহীন বাহ্যদিগের পার্থক্য
সূচক ছিল । কালে উহাতে আধ্যাত্মিকভাব
অর্পিত হইয়াছে এবং উহাতে ইন্দ্রিয়সংযম,
জ্ঞান, ধর্ম্মভাব প্রভৃতির সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া
হইয়াছে । আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেরই যজ্ঞোপ-
বীত ধারণকরা উচিত, কিন্তু পূর্বে যে বলা
হইয়াছে যে বস্ত্র না থাকিলে চিহ্ন রাখা এবং
বস্ত্র থাকিলে চিহ্ন না থাকিলেও চল, তাহাও
স্মরণ রাখা আবশ্যক । এইজন্যই মন্ত্র বলি-
য়াছেন ।

বাগ্‌দণ্ডোহধমনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ ।
যথৈত তে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥

যিনি মন, বাক্য এবং শরীরসংযম করিতে
সর্ব্বদা যত্নবান, তিনিই ত্রিদণ্ডী ।

বর্ণতত্ত্ব ।

চাতুর্কর্গ্যং সয়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ।

ভগবদগীতা ।

১ । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই উপ-
দেশ দিতেছেন যে গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগসূ-
সারে আমি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি ।

২ । এইক্ষণ প্রথমতঃ আমরা গুণের বিষয়

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । গুণ তিনপ্রকার
যথা ;—সব, রজঃ ও তমঃ ।

সব, রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্‌ বিদ্যাধ্যাত্মনো
গুণান্‌ ।

মন্ত্র ৮।১৪

সব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটিকে আত্মার গুণ
বলিয়া জানিবে । ভগবদগীতায়ও উল্লেখ আছে :—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবন্ধস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥

গীতা ১৪।৫

হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারা দেহমধ্যে অব্যয়স্বরূপ দেহীকে স্নেহ-হৃৎপাদি কার্য্যদ্বারা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ।

৩। জ্ঞানার্জন ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি সত্ত্বগুণের লক্ষণ, অজ্ঞান সংসারায়ুক্তি রজোগুণের লক্ষণ এবং লোভপ্রমাদ অজ্ঞানাদি তমোগুণের লক্ষণ । মনু বলেন :—

বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ ।

ধর্ম্মক্ৰিয়ায় চিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥১২।৩১

যৎসর্কেচ্ছতি জাতুং যঃ লজ্জতি চাচরনঃ ।

যেন তুষতি চান্নাত্ত তৎসত্ত্বগুণলক্ষণম্ ॥ ১২।৩৭২

আরম্ভকৃতিতৈর্ধ্যমসংকায্যপরিগ্রহঃ ।

বিয়োগপসেবা চাক্ষরঃ রাজসং গুণলক্ষণম্ ॥১২।৩

যেনাশ্লিষ্ট কৰ্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুঙ্কলাম্ । যচ্চ শৌচত্যাগসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়স্ত রাজসম্ ॥ ১২।৩৬

লোভঃ স্বপ্রোহধৃতিক্রোধাৎ নাস্তিক্যং ভিন্ন-বৃত্তিতা । যাচিন্তুতা প্রমাদঞ্চ তামসং গুণ-লক্ষণম্ ॥ ১২।৩৩

যৎকৰ্ম্ম কৃতা কুর্কঞ্চ করিয়াংশৈব লজ্জতি ।

তজ্জ্ঞেয়ং বিহুবা সর্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ১২।৩৫

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্বৰ্ণ উচ্যতে ।

সত্ত্বস্ত লক্ষণং ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠমেবাং যৎপেত্তরম্ ॥১২।৩৮

বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, দানাদিধর্ম্মানুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক চিন্তা সত্ত্বগুণের লক্ষণ । যে বিষয় জানিবার জন্ত আগ্রহ হয়, যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লজ্জা না হয় ও যাহাতে আত্মার তৃপ্তি জন্মে উহাই সত্ত্ব-গুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে । ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া (আরম্ভ) কার্য্যে প্রবৃত্তি, অদৈর্ঘ্য,

অসং কৰ্ম্মাচরণ ও অজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়োপ-সেবা রজোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে । যে কৰ্ম্মদ্বারা ইহলোকে মহতী খ্যাতিলাভ করা যায় ও যাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে হুঃখ হয়, তাহাই রজোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে । লোভ, নিদ্রা, অদৈর্ঘ্য, ক্রুরতা, পরলোকে অবিশ্বাস, কর্তব্য পরিত্যাগ, ভিক্ষাবৃত্তি ও ধর্ম্ম-দিতে অনবধানতা তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে । যে কার্য্য করিয়া সর্বকালেই লজ্জা পাইতে হয়, বিদ্বানেরা তাহাকে তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানেন । কাম তমোগুণের লক্ষণ, অর্থরজোগুণের লক্ষণ ও ধর্ম্ম সত্ত্বগুণের লক্ষণ ইহার মধ্যে যেটি পর পর বলা হইল সেইটি পূর্ব পূর্বটি হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কাম অপেক্ষা অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ।

৪। গীতায় বলা হইয়াছে :—

সর্বদারেষু দেহেহশ্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাধিবৃদ্ধং সম্ভবিত্যত ॥ ১৪।১১

লোভপ্রবৃত্তিরারম্ভকৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ! ॥১৪।১২

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিঃ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ! ॥১৪।১৩

সত্ত্বাৎ সজ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ । প্রমাদমোহৌ তমসৌ ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৪।১৭

যখন সমুদায় ইন্দ্রিয়গোষ্ঠেই জ্ঞানের কার্য্য-লক্ষিত হয় অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গণ বিশুদ্ধ জ্ঞান-দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন দেহে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে । হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দেহে রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে পরত্রব্যে ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কার্য্যকরণ, কর্ম্মের অসমতা অর্থাৎ হর্ষরাগাদি প্রবৃত্তি এবং বিষয়-তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয় । হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞান, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ

আলম্ব, ধর্ম অনুবধানতা এবং মূঢ়তা বৃদ্ধি হয়। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে লোভ এবং তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞানত জন্মিয়া থাকে ।

৫। মহু বলেন :—

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগদ্বेषৌ রজঃ-
শূভম্ । এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেবাং সর্কভূতাপ্রিতং
বগুঃ ॥ ১২।২৬

তত্র যং প্রীতিসংযুক্তং কিকিদান্নানি লক্ষয়েৎ ।

প্রশান্তমিব শুদ্ধাতং সত্ত্বং তদ্রূপধারয়েৎ ॥ ১২।২৭

যত্নু হুঃখসমায়ুক্তমপ্রতিকবমায়নঃ । তদ্র-

জোহপ্রতীপং বিদ্যাং সততং হারিদেহিনাম্ ॥ ১২

যত্নু শ্রামোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াক্ষম্ ।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমতুহুপধাবয়েৎ ॥ ১২।১৯

সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞান, তনোগুণের লক্ষণ

অজ্ঞান ও রজোগুণের লক্ষণ রাগ ও দ্বেষ ।

সর্কপ্রাণীর দেহেই এই তিন গুণ আছে। যখন

আত্মাতে প্রীতিসংযুক্ত, প্রশান্ত এবং নির্মল-

ছাতি দেখিবে, তখন উহাকে সত্ত্ব বলিয়া

জানিবে। যখন কোন বিষয় হইতে আত্মার

হুঃখ বা অপ্রীতি জন্মে, তখন উহাকে বিষয়-

স্পৃহোৎপাদক প্রতিকূল রজোগুণ বলিয়া

জানিবে। যাহা মোহসংযুক্ত, অব্যক্ত, বিষয়-

অক, অপ্রতর্ক্য ও অবিজ্ঞেয় তাহাকে তম

বলিয়া জানিবে।

৬। বিশ্বহ তাবৎ বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-

গুণাহুসারে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। মহুষ্যের

মধ্যে যেমন সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক

ব্যক্তি আছে, সেইরূপ বিশ্বহ স্থাবর জঙ্গম

তাবৎ পদার্থেই সাত্বিক, রাজসিক ও তাম-

সিকভাব আছে। মহু বলেন :—

দেবত্বং সাত্বিকা যান্তি মহুষ্যত্বক রাজস্যাঃ ।

তির্য্যাকুং তামসা নিত্যমিত্যেবা ত্রিবিধা

গতিঃ ॥ ১২।৩০

ত্রিবিধা ত্রিবিধেষা তু বিজ্ঞেয়া গোণিকী-

গতিঃ । অধমা মধ্যমাগ্র্যা চ কর্ম বিদ্যাবিশে-

ষতঃ ॥ ১২।৪১

স্থাবরাঃ ক্রিমিকীটাশ্চ সংজ্ঞাঃ সর্পাঃ সক্ষুপাঃ ।

পশবশ্চ মৃগাদৈশ্চব জঘন্তা তামসী গতিঃ ॥ ১২।৪২

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা স্নেজাশ্চ গর্হিতাঃ ।

সিংহাব্যাস্রাবরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ ॥ ১২।

চারণাশ্চ স্থপর্ণাশ্চ পুরুষাদৈশ্চব দান্তিকাঃ ।

রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীযুতমাগতিঃ ॥ ১২।৪৩

হল্লান্নানটাদৈশ্চব পুরুষাঃ শত্রুভূতয়ঃ । দ্রাভ-

গানপ্রশক্তাশ্চ জঘন্তা রাজসী গতিঃ ॥ ১২। ৪৪

রাজানঃ ক্ষত্রিয়াদৈশ্চব রাজ্যাকৈব পুরোহিতাঃ ।

বাদয়ুজপ্রধানাশ্চ নধ্যমা রাজসী গতিঃ ॥ ১২।৪৫

গন্ধর্কী গুহুকা যক্ষা এবুধাশ্চরাসাশ্চ য়ে ।

তথৈবাপ্সরসঃ সর্পারাজসীযুতমা গতিঃ ॥ ১২।৪৬

তাপসা যতনো বিপ্রা য়ে চ বৈমানিকা

গণাঃ । নক্ষত্রাণি চ দৈত্যশ্চ প্রথম সাত্বিকী

গতিঃ ॥ ১২।৪৮

যজ্ঞান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংনি

বৎসরাঃ । পিতরদৈশ্চব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্বিকী

গতিঃ ॥ ১২।৪৯

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম মহানব্যক্তমেব চ ।

উত্তমাঃ সাত্বিকীমেতাঃ গতিমাহর্ষনীবিণঃ ॥ ১২।৫০

এষঃ সর্কসমুদ্ধিষ্টপ্রকারস্ত কর্মণঃ ।

ত্রিবিধ ত্রিবিধঃ কুংসঃ সংসারঃ সার্ক-

ভৌতিকঃ ॥ ১২।৫১

সাত্বিক ব্যক্তির দেবত্বপ্রাপ্ত হয়, রাজসিক

ব্যক্তির মহুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় ও তামসিক ব্যক্তির

পশাদিয়োনি প্রাপ্ত হয়; গুণাহুসারে মহুষ্য-

দিগের এই তিনপ্রকার গতি হইয়া থাকে।

এই ত্রিবিধ গুণের প্রত্যেক গুণই কর্ম এবং

বিদ্যার প্রভেদাহুসারে উত্তম, মধ্যম এবং

অধম এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে।

বৃক্ষাদিহাবর পদার্থ, ক্রিমি, কীট, সর্প, পত,

সৰ্বভূতস্থিত আয়াকে পৃথকরূপে ও নানাভাবে জানা যায় তাহাকে রাজসিক জ্ঞান বলে । যে জ্ঞানদ্বারা দেহের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তি হয় সেই অযুক্তিকর পরমার্থজ্ঞানশূন্য তুচ্ছজ্ঞানকে তামসজ্ঞান বলা যায় । সৰ্বদা আসক্তিবর্জিত হইয়া রাগদ্বৈশূন্য হইয়া ফলপ্রাপ্তির আশা না করিয়া যে কর্ম করা যায় তাহাকে সাত্বিককর্ম বলা যায় । ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া অত্যন্ত অহঙ্কার ও বহুল আয়াসের সহিত যে কর্ম করা যায় তাহাকে রাজসিক কর্ম বলে । ভাবীশুভাশুভ, শক্তি বা অর্থকর, প্রাণহিংসা এবং পুরুষকার বা আত্মসমর্থা বিবেচনা না করিয়া কেবল অজ্ঞানবশত যে কর্ম করা যায় তাহাকে তামসিককর্ম বলে । আসক্তিবিরহিত, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি উৎসাহসমন্বিত এবং কার্য্যাসিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্বিকার যে কর্তা তাহাকে সাত্বিককর্তা বলা যায় । অনুরক্ত, কর্মফল-প্রার্থী, লোভী, হিংস্র, অপবিত্র এবং কার্য্য-সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদযুক্ত কর্তাকে রাজসকর্তা বলা যায় । অসমাহিত, নির্দোষ, অবিনয়ী, শঠ, পরবৃত্তিনাশকারী, অলস, বিবাদী ও দীর্ঘস্থত্রী কর্তাকে তামসকর্তা বলা যায় । হে ধনঞ্জয় ! গুণভেদানুসারে ধৃতি ও বুদ্ধির তিনপ্রকার প্রভেদ আছে, তাহাও পৃথক ও বিশেষভাবে বলিতেছি । হে পার্থ ! যে বুদ্ধিদ্বারা প্রযুক্তিমার্গ ও নিযুক্তিমার্গ, শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য, ভয় ও অভয়, সংসার-বন্ধন ও মুক্তি ইত্যাদি জানা যায় তাহাকে সাত্বিকী বুদ্ধি বলে । যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য্য ও অকার্য্য যথাবৎ জানা যায় না তাহাকে রাজসী বুদ্ধি বলে এবং যে বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞান-বশত অধর্ম ধর্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও সমুদায় পদার্থই বিপরীতভাবে প্রতীপন্ন হয় তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলে । হে পার্থ ! যে ধৃতি

চিত্তের একাগ্রতাহেতু মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ধারণ করে তাহাকে সাত্বিকধৃতি বলে । হে পার্থ ! যে ধৃতিদ্বারা ধর্মার্থকাম ধারণ করা যায় এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষা হয় তাহাকে রাজসীধৃতি বলে । যে ধৃতিদ্বারা দুর্দ্বেষা অর্থাৎ অবिवেকীপুরুষ স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, অহঙ্কার পরিত্যাগ না করে তাহাকে তামসীধৃতি বলা যায় । হে ভরতর্ষভ ! অভ্যাস বশতঃ মানবগণ যেস্থে আসক্ত হয় এবং যাহা-দ্বারা দুঃখের অবসান হয়, সেই স্থখও, তিন-প্রকার এইরূপ তাহা শ্রবণ কর । বাহ্য অগ্রে বিবের স্তায় এবং পরিণামে অমৃতের স্তায় বোধ হয় এবং যাহাতে আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে তাহাকে সাত্বিকস্থখ বলিয়া জানিবে । ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়সংযোগে প্রথমে অমৃতোপম পরিণামে বিষবৎ যে স্থখ তাহাকে রাজসস্থখ বলে । বাহ্য অগ্রে এবং পরে আত্ম-মোহকর ও নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুদ্ভূত, তাহাকে তামসস্থখ বলা যায় । পৃথি-বীহ মানবাদি হইতে স্বর্গবাদী দেবগণপর্য্যন্ত প্রকৃতিসমুত গুণত্রয় হইতে কেহই মুক্ত নহে ।

১০ । ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায় পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে শ্রদ্ধা, তপঃ, আহার, যজ্ঞ, দান প্রভৃতিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বিভক্ত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি, কি জড়জগৎ, কি অন্তর্জগৎ, সেই দিকেই সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের বিকাশ দেখিতে পাই । যাহার গীতার সপ্তদশ অধ্যায় পাঠ করেন নাই তাঁহাদের সুবিধার্থে মূলশ্লোক ও তাহার অর্থবাদ নিম্নে দিলাম ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভা-
বজা । সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি
তাং শৃণু ॥ ১৭২

স্বাস্থ্যরূপা সর্বত্র শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ! ।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যজ্ঞক্স এব সঃ ॥১৭১৩
যজ্ঞস্তি সাত্বিক। দেবান্ যজ্ঞরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রতান্ ভূতগণাংশ্চাজ্ঞে যজ্ঞস্তে তামসা
জনাঃ ॥ ১৭১৪

অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো-
জনাঃ । দস্তাহকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলা-
বতাঃ ॥ ১৭১৫

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
বৈষ্ণবান্তশরীরস্থং তান্ বিজ্ঞানসুরনিশ্চয়ান্ ॥১৭১৬
আহারস্বপি সর্বত্র ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেভ্যাং ভেদামমং শৃণু ॥ ১৭১৭
আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যস্বস্থপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।
ম্যোঃ দ্বিধাঃ হিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিক-
প্রয়াঃ ॥ ১৭১৮

কট্টমূলবগাতৃক্ষতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ । আহারা
রাজসন্তেষ্টে হুঃখশোকানয়প্রদাঃ ॥ ১৭১৯

যাতন্যামং গতরসং পূতপর্থাষিতঞ্চ যৎ ।
ঈচ্ছিতমপি চামেধ্যং ভোজনং তানসাপ্রিয়ং ॥১৭২০
মকলাকাজ্জিভিগ্জ্ঞ বিধিদ্দিষ্ট য ইচ্ছাতে ।
বৈষ্যমেবেতিমনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১৭২১
অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ ।
জ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি
রাজসং ॥ ১৭২২

বিধিহীনমসৃষ্টাংগং মজ্জহীনমদক্ষিণম্ । শ্রদ্ধা-
বরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৭২৩
দেবাবিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবং ।
স্কচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৭২৪
অল্পবেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
াধ্যায়ভ্যাসনকৈব বায়ুয়ং তপ উচ্যতে ॥১৭২৫
মনঃপ্রসাদ সৌম্যত্বং মোনমাত্মাবিনিগ্রহঃ ।
গবসংযুক্তিরিতোত্যং তপোমানসমুচ্যতে ॥১৭২৬
শুদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ ।
কলাকাজ্জিভিগ্জ্ঞৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭২৭

সংকারমানপূজার্থং তপো দণ্ডেন চৈব যৎ ।
ক্রিয়তে তদ্বিহ প্রোক্তং রাজসং চলমক্রবম্ ॥১৭২৮
মুচ্যাহেনাশ্রনো যৎপীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরশ্রোত্সাদনার্থং বা তস্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৭২৯
দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহমুপকারিনে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্বিকং
স্বতম্ ॥ ১৭৩০

যত্তু প্রতাপকারার্থং ফলমুদ্दिष्ट বা পূনঃ ।
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্বতম্ ॥১৭৩১
আদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তস্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৭৩২

দেহাদিগের আভাবিক শ্রদ্ধা ত্রিবিধঃ :—
সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ঐ বিষয় শ্রবণ
কর। যাহার যেকোন সত্তা অর্থাৎ সংস্কার তাহার
সেইরূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, জীবের সত্ত্ব, রজঃ
বা তমোগুণ যে পরিমাণে থাকে তাহার শ্রদ্ধা
সেইরূপ হইয়া থাকে। সাত্বিকলোকেরা সত্ত্ব-
গুণবিশিষ্ট দেবতাদিগকে অর্চনা করিয়া থাকে,
রাজসিক ব্যক্তিরা রজোগুণবিশিষ্ট বন্ধ
রাক্ষসের অর্চনা করিয়া থাকে এবং তামসিক
ব্যক্তিরা তমোগুণবিশিষ্ট ভূতপিশাচাদির
অর্চনা করিয়া থাকে। যাহারা দস্ত, অহঙ্কার,
কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্ল-
ঙ্খন করিয়া শরীরস্থ পঞ্চভূতকে এবং অন্তঃ-
শরীরস্থ পরমাত্মাকে ক্রেশ দেয় তাহাদিগকে
নিশ্চয় জ্ঞান বলিয়া জানিবে। আহারও ত্রিবিধ
হইয়া থাকে, যজ্ঞ, তপস্তা ও দানও তিন-
প্রকার তাহাদের ভেদ শ্রবণ কর। আয়ু,
উৎসাহ, বল আরোগ্য, স্ব্থ এবং প্রীতি
যাহাতে বিবর্দ্ধন করে এবং যাহা রসও রেহ-
যুক্ত এবং যাহা দীর্ঘকালস্থায়ী এবং যাহা উৎ-
কৃষ্য সেইরূপ আহারই সাত্বিক ব্যক্তিদেগের
প্রিয় হইয়া থাকে। অত্যন্ত কটু, অন্ন ও
লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, বিদাহী, হুঃখ

শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসিকদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। শীতল, রসশূন্য, পথ্যূষিত এবং উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র ভোজন তামসিক-দিগের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞ করা কর্তব্য এই মনে করিয়া একান্তমনে যে যজ্ঞ করা যায় তাহাকে সাত্বিক যজ্ঞ বলা যায়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কিবা নিজের মহত্বপ্রকাশের জন্ত যে যজ্ঞ করা যায় তাহাকে রাজসিকযজ্ঞ বলে। বিধিহীন অস্বঠ্য (অর্থাৎ যে যজ্ঞ ব্রাহ্মণাদির ভোজন হয় না) মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা যায়। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ-গণের অর্চনা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসাকে শারীরিক তপঃ বলা যায়। প্রাণীদিগের অহুদগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্যকথন ও শাস্ত্রপাঠককে বায়ুয়তপত্তা বলে। অন্তঃকরণের প্রসাদ, অক্রূরতা, মৌন, ইন্দ্রিয়সংযম এবং হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকে মানসিকতপঃ বলে। এই ত্রিবিধ তপঃ যখন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত করা যায় তখন তাহাকে সাত্বিক তপঃ বলা যায়। যে তপঃ সংকার, মান এবং পূজার্থে বা নিজের মহত্বস্থাপনের জন্ত করা হয় তাহাকে রাজসিক তপঃ বলা যায়। অবিবেকের সহিত আত্মার গীড়া জন্মাইয়া এবং পরের উচ্ছেদসাধনার্থে যে তপঃ করা যায় তাহাকে তামসিক তপঃ বলে। দান করা কর্তব্যাবোধে প্রত্যাপকার-সমর্থ ব্যক্তিকে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে সাত্বিকদান বলে। প্রত্যাপকার প্রত্যাশায় কিবা ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া মনঃকষ্টের সহিত যে দান করা যায় তাহাকে রাজসিক দান বলে। অপবিত্রস্থানে অপবিত্র সময়ে বা অপাত্রে, সংকার না করিয়া

এবং অবজ্ঞা করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে তামসিক দান বলা যায়।

১১। উপরে বাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা প্রতীতমান হইবে যে, যে ব্যক্তির যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে তাহার সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিতে অধিক প্রবৃত্তি জন্মে এবং এক একরূপ কার্য্য করিতে করিতে তৎকার্য্যানুরূপ গুণ জন্মে। কোন ব্যক্তির যদি সত্ত্বগুণ অধিক-পরিমাণে থাকে, তাহাই হইলে সাত্বিককার্য্য করিতে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে, ঐ প্রকার কোন ব্যক্তি সাত্বিককার্য্য অধিক পরিমাণে করিলে তাহাতে অধিক পরিমাণে সত্ত্বগুণ উদ্ভব হইবে। এই জগতে সাধুব্যক্তিরাত্ত সংসর্গদোষে অসংকার্য্য করিতে করিতে সদ্গুণলব্ধ হইয়া থাকেন এবং অসাধুব্যক্তিরাত্ত সাধুসংসর্গে থাকিয়া সংকার্য্য করিতে করিতে সদ্গুণসম্পন্ন হইয়ন, ইহা আমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব গুণ ও কর্ম্ম পবম্পর সাপেক্ষ, দ্বিতী বলেন :—

কর্ম্মণঃ স্কৃতত্যাগঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্। রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৪। ১৬

সাত্বিক কর্ম্মের নির্মল সাত্বিক ফল হইয়া থাকে, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান হইয়া থাকে।

১২। প্রত্যেক মনুষ্যেতেই জন্ম হইতে সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক গুণের আদিক্য দেখা যায়। সেই সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকিলে সেই সেই গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে। সাত্বিকগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাত্বিক কার্য্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে, জন্ম হইতে মনুষ্যের এরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কেন প্রভেদ হয়? যদি বল পিতামাতার প্রকৃতি অনুসারে সন্তানদিগের স্বাভা-

বক প্রবৃত্তির প্রভেদ হইয়া থাকে তাহা যুক্তি-
স্বত নহে; কারণ একই পিতামাতার বীর্যে
ভিন্ন গুণাবলম্বী পুত্র দৃষ্ট হয়—অধিক কি
মঙ্গলস্থানের মধ্যেও গুণের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া
কে। একই পিতামাতার সন্তানদিগের
ধা কেহ ক্ষুদ্রী, কেহ কুশী, কেহ সুবোধ,
কেহ নির্বোধ, কেহ সং, কেহ অসং, কেহ
ঐর্ষ্যযুক্ত, কেহ বিকলাঙ্গ ইত্যাদি হইয়া
কে। এই যে অল্পপুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, উহার
কৃত্যের কারণ কি? যদি তুমি বল যে পিতৃ-
ত্ববীর্য্যদোষেই শিশু অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছে তাহা ঠিক নহে। কাবণ অন্ধতা-
বন্ধন যে কষ্ট তাহা শিশুর ভোগ কবিত
তেছে। শিশু কোন পাপ করে নাই, এতলে
ত্বমাতৃদোষেহেতু শিশুর অন্ধতা স্বীকার
করিলে একের কর্মফলের ভোগ অল্পে নাইবা
ভায়, উহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পিতা কোন
প করিয়া থাকিলে তাহার ফল পিতারই
ভোগ করা যৌক্তিক ও জায। আরও বিবে-
চনা কর যে অনেক সময়ে সন্তানদিগকে পিতা-
তা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নগুণাবলম্বী দেবা
র। শিক্ষার প্রভেদানুসারে যে বিভিন্নতা
হয় তাহা বাদ দিলেও প্রত্যেক মানবেই
ঐচ্ছিক মৌলিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।
মৌলিক বিভিন্নতা অদৃষ্ট বা পূর্বজন্মার্জিত
নিবন্ধন হইয়া থাকে। কর্মের ফল অবশু-
বী, উহা কাহাবও এড়াইবার সাধ্য নাই।
য যেরূপ চিন্তা কর, তুমি যেরূপ আহার
ভোগ কর, সংক্ষেপতঃ তুমি শরীর, মনঃ ও
আত্মার ঘরা ঘরা কিছু কর তাহা নিফল
হইবার নহে। সকল কার্যেরই অবশুস্বাবী
ফল হইবেই হইবে। এই যে পাপী সুখস্বচ্ছন্দে
জীবনযাপন করিয়া যাইতেছে এবং এই যে
পাণ্ডিত্যবান আত্মজীবন কষ্টে কালাতিপাত করি-

তেছে, তোমার আমার দৃষ্টি, অবিদ্যাহেতু
সীমাবদ্ধ বলিয়া, এই বিষয়ের সমাধান করিতে
পারি না। কিন্তু যদি তোমার আমার দৃষ্টি এই
ব্যক্তিব্যয়ের ইহজীবনের পূর্ব ও পর পর্যায়ে
প্রসারিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আমরা
দেখিতে পারিতাম যে, সুখী পাপী পূর্বজীবনে
যে সংস্কার করিয়াছিল তাহাই তাহার
জীবনের সুখের কারণ এবং পরজীবনে যে
কষ্টভোগ করিতেছে তাহা তাহার ইহজীবনের
পাপের ফল; তাহা হইলে দেখিতে পারিতাম
যে দুঃখী পুণ্যাত্মা পূর্বজীবনে বহুবিধ পাপা-
চরণ করিয়াছিলেন এবং পরজীবনে সুখভোগ
করিতেছেন। সুতরাং মহুষ্যের কর্মের অবশু-
স্বাবী ফল অনেকস্থলে এক জন্মে দৃষ্ট না
হওয়ায় এবং জন্ম হইতেই বিভিন্নগুণাবলম্বী
এবং সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি
দর্শনে কার্যকারণের বিরোধ দূরীকরণার্থ এবং
কারণাত্মভাবে যুক্তিবাদী জন্মান্তর স্বীকার
করিতেই হইবে। নাস্তিকেরা পাপপুণ্য স্বীকার
না করিয়া কেবল পিতৃমাতৃবীর্য্যই সুখ-
দুঃখ ও সঙ্গুণ অসঙ্গুণের কারণ বলিয়া
নির্দেশ করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতে একের
পাপ বা পুণ্যাহেতু অপরের ফলভোগ
যুক্তিবিকল্প হওয়ায় অগ্রাহ্য। আত্মা
অবিনশ্বর।

ন জায়তে ত্রিযতে বা কদাচিন্নায় ভূত
ভবিতা বা ন ভূতঃ। অজ্ঞো নিত্যঃ স্বাধাতো-
হং পুরাণো ন হজতে হজ্ঞানো শরীরে ॥ ২১০

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার্য নবাণি গৃহাতি
নরোহপর্যাণি। তথা শরীর্যাণি বিহার্য জীর্ণা-
নুজ্ঞানি সংযাতি নবাণি দেহী ॥ ২১২

নৈনং ছিন্তন্তি শত্রাণি নৈনং দহন্তি পাবকঃ।

নষ্টেনং ক্লেদবস্ত্যাপো ন শৌষয়ন্তি মাক্ততঃ ॥ ২১২৩

অচ্ছেদ্যোহয়মদোহোহয়মক্লেদোহশোষা এব

চ। নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্বাগ্রচলোহয়ঃ সনাতনঃ ॥

ভাগবদগীতা ।

দেহত্যাগের পর মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে
আত্মাকে নুতন দেহ আশ্রয় করিতে হয় ।

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি
জননীজঠরে শয়নং ।

পণিক নুতন স্থানে আগমন করিলে সে
যেমন তাহার প্রীতিকর বাসস্থান অনুসন্ধান
করিয়া লয়, আত্মাও দেহপরিত্যাগ করিয়া স্বীয়
উপযোগী জনকজননী অনুসন্ধান করিয়া লয় ।
নুতন স্থানে আগমন করিলে সাধু যেক্রপ দেব-
মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করেন, কামুক যেক্রপ
বারাজনাগৃহে রাজিয়াপন করে, সকলেই ষেক্রপ
স্বীয় স্বীয় অবস্থা ও চরিত্রানুসারে আশ্রয়স্থান
অনুসন্ধান করিয়া লয়, দেহত্যাগের পর সাত্ত্বিক
ব্যক্তির সাত্ত্বিক, রাজসিক ব্যক্তির রাজসিক
ও তামসিক ব্যক্তির তামসিক পিতৃমাতৃবীৰ্য্যের
আশ্রয়গ্রহণ করে । কৰ্ম্মবিশেষে আত্মা বীৰ্য্যবিশে-
ষের আশ্রয়গ্রহণ করে । পিতৃমাতৃবীৰ্য্য সম্ভান-
দিগের সুখদুঃখ বা বিভিন্ন গুণের কারণ হইতে
পারে না । স্বীয় স্বীয় কৰ্ম্মই স্বীয় স্বীয় গুণ স্বীয়
স্বীয় সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থার কারণ ।

১৩। পূৰ্ণজন্মকৃত কার্যের ফল এবং
ইহজন্মকৃতকার্যের ফল মনুষ্যকে বিভিন্ন
গুণাবলম্বী এবং সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থা
প্রাপ্ত করায় । সত্ত্বগুণাধিকো জন্মগ্রহণ করিলে
জন্ম হইতেই সত্ত্বগুণের প্রাবৃত্ত্য হয় । ইহ-
জন্মেও সাত্ত্বিককার্য্য করিতে থাকিলে ঐ সত্ত্ব-
গুণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় । ইহজন্মে রাজসিক বা
তামসিক কার্য্য করিতে থাকিলে সত্ত্বগুণের
ক্ষয় হয় এবং রজ তমোগুণের বৃদ্ধি হয় ।

রজগুণাধিকো জন্মগ্রহণ করিলে জন্ম
হইতে রজগুণের আধিক্য হয় এবং ইহজন্মে
রাজসিককার্য্য করিতে থাকিলে ঐ রজগুণের

বৃদ্ধি হয় । ইহজন্মে সাত্ত্বিক বা তামসিককার্য্য
করিতে থাকিলে সত্ত্ব বা তমগুণের বৃদ্ধি হয়
এবং রজগুণের ক্ষয় হয় ।

তমগুণাধিকো জন্মগ্রহণ করিলে জন্ম
হইতে তমগুণের আধিক্য হয় এবং ইহজন্মে
তামসিক কার্য্য করিতে থাকিলে ঐ তম-
গুণের বৃদ্ধি হয় । ইহজন্মে সাত্ত্বিক বা রাজসিক
কার্য্য করিতে থাকিলে সত্ত্ব বা রজগুণের
বৃদ্ধি হয় এবং তমগুণের ক্ষয় হয় । এইজন্যই
শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ! ।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥

ন্যূনাধিকাংশে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যহেতু
ইহজীবনের পাপপুণ্য সুখদুঃখ ও বিভিন্ন গুণের
নির্দেশ হয় । পূৰ্ণ ও পরজন্মের সহিত ইহ-
জন্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন, কেবল নুতন নুতন
দেহধারণ হয় মাত্র । উহার কার্য্য ও কারণ
সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আইসে । মানুষ
অজ্ঞানবশতঃ পূৰ্ণ ও পরজন্ম দেখিতে পারে না
বলিয়া ইহজীবনের বহুবিধ সমস্তাপূরণ করিতে
পারে না । ইহজীবনের সং ও অসংকার্য্য
ফল অনেক সময়ে ইহজীবনেই দৃষ্ট হয়, অনেক
সময়ে পরজন্মে দৃষ্ট হয় । দেহত্যাগ জীবনে
অবচ্ছেদকমাত্র । জীবনের একাংশ অতিবাহি-
ত হওয়ায় আর একাংশ আরম্ভ হইল উহা ইহা
জানাইয়া দেয় । এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে
যদি পূৰ্ণজন্ম ছিল তাহাহইলে আমার তাহ
স্মরণ নাই কেন ? শ্রমিরা বলেন তোমার স্মরণ
নাই--কেননা--তুমি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন
আমরা পূৰ্ণজন্মের বিষয় জানি, আমরা পূৰ্ণ
জন্মের বিষয় অবগত আছি, আমাদের উপ-
দেশ অনুসরণ কর, তোমরাও পূৰ্ণজন্মে বৃত্তা-
অবগত হইতে পারিবে । শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে
বলিয়াছিলেন :—

বহুনি মে ব্যতীনানি জ্ঞানানি তব চার্জুন !।

তান্ত্রং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথা পরন্তপ ! ॥

“হে অর্জুন ! তোমার এবং আমার অনেক জ্ঞান অতীত হইয়াছে, কিন্তু তুমি অজ্ঞানবশতঃ তাহা জান না, আমি সমস্তই অবগত আছি।” বস্তুতঃ আমার একটি বিষয় স্মরণ নাই বলিয়া তাহার অন্তঃ নাই এই যে তর্ক ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। এইক্ষণ আমি এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, এই প্রবন্ধাতিরিক্ত সমুদায় বিষয় আমার স্মৃতিপটের বাহির রহিয়াছে ; কিন্তু একটি ছুইটি করিয়া সে সমুদায় স্মৃতিপটে আনিতে চেষ্টা করিলাম। অমনি গঙ্গা, যমুনা, হিমালয়, নেপাল, কাশ্মীর, লাহোর, কানী, প্রয়াগ, আরা, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান দৃশ্য বা তৎ-সংক্রান্ত নিজের বা বন্ধুদিগের কার্য্য এবং ঐ সমুদায় বন্ধু স্মৃতিপটে অঙ্কিত দেখা যাইতেছে। স্মৃতিব একস্তর উঠাইলে আর একস্তর আসিতেছে, আবার সে স্তর উঠাইলে আর একস্তর আসিতেছে। মনুষ্যাব আধ্যাত্মিকশক্তি অনুসারে স্মৃতিশক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ বা গত কল্যাকার কৃতকার্য্য অদ্য স্মরণ করিতে পারে না, কেহ বা দশবৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা আনুপূঙ্গিক বর্ণনা করিতে পারে। স্মরণ্য আমার স্মরণ নাই বলিয়া পূর্ব্বজন্ম ছিল না, এতর্ক অযৌক্তিক। স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, ঋষিদিগের উপদেশ অনুসরণ কর, পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত অবশ্যই মানসপটে উদ্ভিত হইবে।

১৪। গুণ এবং কর্ম্ম যে কয় প্রকার এবং গুণানুযায়ী কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা এবং কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মানুযায়ী গুণ জন্মে অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্ম পরস্পরের কার্য্য ও কারণ ; পূর্ব্ব ও পরজন্ম আছে এবং মনুষ্য জন্ম হইতেই পূর্ব্ব-জন্মান্বিত কর্ম্মহেতু ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলব্দী হয়

এবং তৎপরে ইহজন্মে স্বীয় কার্য্যের দ্বারা ঐ গুণের পরিবর্তন হয়, এই সমুদায় বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি।

১৫। গুণ এবং কর্ম্মানুসারে যে বর্ণভেদের বিধান হইয়াছে, তাহা সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছি। “চাতুর্য্যঃ ময়া সৃষ্টঃ গুণকর্ম্মবিত্তা-গশঃ।” এইক্ষণ গুণ এবং কর্ম্মানুসারে কিরূপে বর্ণভেদ হইয়াছে, তাহা দেখানোর চেষ্টা করিব। বর্ণ চারিটী,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মনু বলেন—ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যঃ। চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রানান্তি তু পঞ্চমঃ ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতি বা একজ, ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। এতদ্বারা আমরা বর্ণ যে চারিটী তাহা পাইলাম, এবং গুণ এবং কর্ম্মানুসারে যে ঐ চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যখন বলা হইল যে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলাম, “তখনই ব্রহ্মিতে হইবে যে এক সময় ছিল, যখন বর্ণভেদ হয় নাই, মহাভারত বলেন,—” ন বিশেষোহস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভিক্কর্ণতাং গতঃ “অর্থাৎ বর্ণভেদ নাই, জগৎ ব্রহ্মময়, তাহা দ্বারা সৃষ্ট হইয়া কর্ম্মের বিভিন্নতানুসারে বর্ণের বিভিন্নতা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্ব ১৮৮, ১৮৯ অধ্যায়, যাহাতে বর্ণভেদের আলোচনা রহিয়াছে, তাহা নিয়ে দিলাম :—

ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ ।

ভৃগুরুবাচঃ ।

অশ্বজ্ঞ ব্রাহ্মণান্ এবং পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্। আয়ত্তেজোভিনিবৃত্তান্ ভাস্করাগ্নি-সম প্রভান্ ॥ ১ ॥

ততঃ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তপো ব্রহ্মশাস্তম্। আচারকৈব শৌচঞ্চ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ ॥ ২ ॥

দেবদানবগন্ধর্বা দৈত্যাসুর মহোরগাঃ ।
 যক্ষরাক্ষসনাগাশ্চ পিশাচা মল্লজন্তা ॥ ৩ ॥
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম ।
 যে চাশ্চে ভূতসত্ত্বানাং বর্ণান্তাংশ্চাপি নিশ্চমে ॥ ৪ ॥
 ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ
 লোহিতঃ । বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণা-
 মসিতস্তথা ॥ ৫ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

চাতুর্ভূজং বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে ।
 সর্কেষাং ধনুবর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণশঙ্করঃ ॥ ৬ ॥
 কামক্রোধো ভয়ঃ শোভঃ শোকশিচস্তা
 ক্ষুধাশ্রমঃ । সর্কেষাঞ্চ প্রভবতি কস্মাদ্ বর্ণো
 বিভজ্যতে ॥ ৭ ॥

শ্বেদমুক্তপুত্রীযাণি শ্লেষ্মাপিত্তং চ শোণিতম্ ।
 তহুঃ কুরতি সর্কেষাং কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে ॥ ৮ ॥
 জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্বাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ ।
 তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৯ ॥
 ভৃগুকবাচ ।

নবিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মসিদ্ধং জগৎ ।
 ব্রহ্মণ্যপূর্কস্বষ্টং হি কস্মদ্বিকর্ষণতাং গতম্ ॥ ১০ ॥
 কামভোগপ্রিয়াস্তুত্বাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়-
 সাহসাঃ । ত্যক্ত স্বধর্ম্মারক্তজ্ঞাস্তে দ্বিজাঃ
 ক্ষত্রতাং গতাস্তে ॥ ১১ ॥

গোভাবুত্তিঃ সমাস্থায়পীতাঃ কুষ্মাপজীবিনাঃ ।
 স্বধর্ম্মান্ নাহুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাস্তে ॥ ১২ ॥
 হিংসানুতপ্রিয়ালুকাঃ সর্বকর্ষণোপজীবিনাঃ ।
 কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ । শূদ্রতাং
 গতাস্তে ॥ ১৩ ॥

ইত্যেতৈঃ কস্মদ্বির্বাস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং
 গতাস্তে । ধর্ম্মোযজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন
 প্রাতিষিধাতে ॥ ১৪ ॥

ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী স্বর-
 স্বভী । বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্কং লোভাৎ
 স্বজ্ঞানতাং গতাস্তে ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণা ব্রহ্মতত্ত্বস্থা স্তপন্তেষাং ন নশ্রুতি ।
 ব্রহ্মধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাং শুধা ॥ ১৬ ॥
 ব্রহ্মচৈব পরং স্থষ্টং যে ন জ্ঞানস্তি তে-
 দ্বিজাঃ । তেষাং বহুবিধাঃ স্ত্রীশ্চ তত্র হি
 জাতয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা শ্লেচ্ছ-
 জাতয়ঃ । প্রাণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচার-
 চেষ্টিতাঃ ॥ ১৮ ॥

প্রভাব্রাহ্মণসংস্কারাঃ স্বকর্ম্মকৃতনিশ্চয়াঃ ।
 ঋষিভিঃ শ্বেন তপসা স্বজ্যস্তে চা পরে
 পটৈঃ ॥ ১৯ ॥

আদিদেবসমুদ্ভূতা ব্রহ্মমূল্যাক্ষরা ব্যয়া ।
 সা সৃষ্টির্মানসৌ নামধর্ম্মতত্ত্বপরাযণা ॥ ২০ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়োবা দ্বিজোত্তম ।
 বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রার্থে তদক্রহি বদতাধরং ॥ ২১ ॥
 ভৃগুকবাচ ।

জাতকর্মাদিভিষ্মন্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ
 শুচিঃ । বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্শুকর্ম্মস্বব-
 স্থিতঃ ॥ ২২ ॥

শৌচাচার হিতঃ সমাগ্ বিবশালী শুক-
 প্রিয়ঃ । নিত্যব্রতো সত্য পরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ
 উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

সত্যং দানমথাজোহ অনুৎকৃতং ত্রপা ধৃণা ।
 তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণঃ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥
 ক্ষত্রয়ং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসম্পন্নতঃ ।
 দানাদানরতির্যত্র স এব ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
 বিশত্যন্ত পশুভ্যাশ্চ কৃষাদানরতিঃ শুচিঃ ।

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সঙ্গিতঃ ॥ ২৬ ॥
 সর্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্বকর্ম্ম করোহুশুচিঃ ।
 ত্যক্ত বেদজ্ঞানাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥
 শূদ্রেচৈতত্ত্ববেদজ্ঞানং দ্বিজৈস্তচ্চ ন বিদ্যতে ।

ন বৈ শূদ্রভবেচ্ছদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো ন চ ॥ ২৮ ॥
 মহাভারতের শাস্তিপর্কে দৃষ্ট হইবে যে

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি ও বিনাশ, মৃত্যুর পর গতি, বর্ণ ধর্মাদি বিষয়ক যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তত্ত্বের বর্ণ ধর্মবিষয়ের ভীষ্ম প্রাচীন ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভৃগুমুনি কৈলাসপর্বতে যখন উপবীত ছিলেন, তখন ভরদ্বাজ বর্ণভেদ সম্বন্ধে তাঁহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তত্ত্বের ভৃগু বাহা বলিয়াছিলেন, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিবকে তাহাই বলিলেন। ভৃগু বলিলেন—ঋগ্বেদ তন্ত্রের দ্বারা তেজোময় কবিতা এবং ভাস্কর এবং অম্বিব সমপ্রভা কবিতা, ব্রহ্মা পূর্বে ব্রাহ্মণ মর্থাৎ আত্মজ (ব্রহ্মার পুত্র ব্রাহ্মণ) প্রজাপতি-দগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তৎপর বিভূ স্বর্গপ্রাপ্তির জন্ত সত্য, ধর্ম, তপ, শাস্ত্র ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদমাত্র, সদাচার এবং পবিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তিনি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, ইহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই অজ্ঞাত জীবের বিবিধ শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণদিগের সিতবর্ণ, ক্ষত্রিয়দিগের লোহিত বর্ণ, বৈশ্যদিগের পীতবর্ণ এবং শূদ্রদিগের পিত্তবর্ণ, বৈশ্যদিগের পীতবর্ণ এবং শূদ্রদিগের সিতবর্ণ হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—চারিবর্ণের অর্থাৎ চারি ভীষ্মের ভেদ যদি বর্ণ অর্থাৎ শবীনের বর্ণদ্বারা হয়, তাহাহইলে সকল বর্ণের মধ্যেই বর্ণশুদ্ধি, অর্থাৎ শারীরিক বর্ণের মিশ্রণ দেখা যায়। অর্থাৎ বর্ণার্থ ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায় এবং অর্থাৎ শূদ্র ও খেতবর্ণ দেখা যায় ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, হিংসা, শ্রম আদি সকলের উপরই সমান প্রভাব

করে, তবে বর্ণ বা জাতিভেদ কিরূপ হইল ॥ ৭ ॥

বেদ, মৃত, পুরীষ, প্লেয়া, পিত্ত ও শোণিত সকলেরই সমান দেখা যায়, তবে বর্ণ বা জাতিভেদ হইল কিসে? ॥ ৮ ॥

অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম আছে, তাহাদের বর্ণ বা শ্রেণী কিরূপ নির্দেশ হয়? ॥ ৯ ॥

ভৃগু বলিলেন—

বর্ণ বা জাতির কোন ভেদ নাই, জগৎ ব্রহ্মময়; তাহা দ্বারা সৃষ্ট হইয়া, কাম্বাহুসারে মনুষ্যের বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্তি হইয়াছে ॥ ১০ ॥

যে সমুদায় বিজ্ঞ রজগুণপ্রভাবে কাম-ভোগে মত্ত, উগ্র ক্রোধ পরতন্ত্র সাহসিক কর্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ঋীর কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহারা রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

যাঁহারা রজ ও তমগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং ঋীর কর্তব্য অবহেলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পীতবর্ণ বৈশ্য হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

যাঁহারা তমগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র, মিথ্যাবাদী, লুন্ড, সর্বব্যবসায়াবলম্বী, শৌচ পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

এই প্রকার কর্মদ্বারা বিজগণ অজ্ঞাত বর্ণ প্রাপ্তি হইয়াছেন; ধর্ম ও যজ্ঞক্রিয়া যে চিরকাল ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ রহিয়াছে তাহা নহে ॥ ১৪ ॥

সরস্বতী যাহাদের সকলের বাণী, সেই চারিবর্ণ ব্রাহ্মদ্বারা এইরূপ সৃষ্ট হইয়াছিল; গোভবশতঃ তাঁহারা অজ্ঞানে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণেরা বেদের অধীন, যে পর্যন্ত তাহারা বেদধারণ করে এবং ব্রত ও নিয়ম পালন করে, সে পর্যন্ত তাঁহাদের তপ নষ্ট হয় না ॥ ১৬ ॥

বেদই সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রধান, যাঁহারা বেদ না জানে তাঁহারা অন্ধ্র, ইহাদের বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে ॥ ১৭ ॥

এই সমুদায় অধ্বজদিগকে পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত, শ্লেচ্ছ আদি বলা হইয়া থাকে তাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞান পরিভ্রষ্ট হইয়া স্বৈচ্ছাচারী হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণদিগের ভ্রায় সংস্কার সম্পন্ন স্বীয় স্বীয় কৰ্ম্মে নিরত অস্ত্রাশ্র জাতি, ঋষিগণের তপ-প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

আদি দেবসমুদ্ভূত, ব্রহ্মই যাহাব মূল এবং যাহা অক্ষর ও অব্যয়, এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্বপরায়ণ সৃষ্টি বলা যায় ॥ ২০ ॥

ভরদ্বাজ বলিলেন হে বাণীগ্রন্থব! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কিরূপে হয়, তাহা বল ॥ ২১ ॥

ভৃগু বলিলেন, যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছেন, যিনি বেদাধ্যয়নে রত হইয়া প্রতিদিন ষট্কার্য্য অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনা, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসংস্কার করেন, যিনি শৌচাচারে থাকেন, দেবতার প্রসাদ ভোজন করেন, গুরুপ্রিয় হয়েন, নিত্য ব্রত-নিষ্ঠ ও সত্যপর হয়েন, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলে ॥ ২২—২৩ ॥

যাহাতে সত্য, দান, অদ্রোহ, অনুশংসতা, লজ্জা, যুগা, এবং তপ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় ॥ ২৪ ॥

যিনি প্রজারক্ষারূপ কার্য্য করেন, বেদাধ্যয়ন করেন, ধন দান ও করগ্রহণ করেন, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায় ॥ ২৫ ॥

যিনি পশুপালন ও কৃষিকার্য্য করেন, ধনার্জনপ্রিয়, পবিত্র এবং বেদাধ্যায়ী, তাহাকে বৈশ্য বলা যায় ॥ ২৬ ॥

যিনি অগবিজ্ঞ, যাহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, জীবিকা নির্বাহার্থ ব্যবসায়ের বিচার নাই,

যিনি বেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং আচার-ব্রত হইয়াছেন, তাহাকে শূদ্র বলা যায় ॥ ২৭ ॥

যদি কোন ব্যক্তি দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করে, অথচ তাহাতে দ্বিজের কোন লক্ষণ দেখা না যায় এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে, অথচ তাহাতে শূদ্রের কোন লক্ষণ না দেখা যায়, তাহাহইলে ঐ দ্বিজও দ্বিজ নহে অর্থাৎ শূদ্র ঐ শূদ্রও শূদ্র নহে অর্থাৎ দ্বিজ ।

১৬। পূর্বে বাহা বলা হইল তাহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে বর্ণভেদ ছিল না, তৎপরে গুণ এবং কৰ্ম্মের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্ট হইয়াছে, বাহ বর্ণের দ্বারা বর্ণ বা জাতির নির্দেশ হয় না, আভ্যন্তরিক গুণের পার্থক্যানুসারে বর্ণ বা জাতিভেদ হয়। সত্ত্বগুণের বাহ লক্ষণ স্বেতবর্ণ, রজোগুণের বাহ লক্ষণ রক্তবর্ণ এবং তমোগুণের বাহ লক্ষণ পীতবর্ণ, তমগুণের বাহ লক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ। প্রথম যখন বর্ণভেদ আরম্ভ হয়, তখন শরীরের রং হেতুই প্রভেদ করা হয়, কিন্তু তৎপরে ঐক্য বিভাগে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণবর্ণহেতু শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ইত্যাদি কারণে আভ্যন্তরিক গুণই বর্ণভেদের একমাত্র কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এবিষয় সবিশেষ ক্রমশঃ বর্ণন করা যাইবে। পূর্বে যে শ্লোকগুলি দেওয়া হইল, তাহাদ্বারা বর্ণ বা জাতি যে বংশানুগত নহে এবং গুণকর্ম্মানুগত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এতদ্বিষয়ক সম্বন্ধে বেদ, পুরাণ, ঋগ্‌শাস্ত্রাদিতে যাহা কিছু আছে, তাহা ক্রমশঃ পাঠকের গোচর করাইয়া আগোচনা করিব।

১৭। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

এক এব পুরাবেদ প্রণব সর্ববাস্ময়ঃ ।

—দেবনারায়ণো নাম একাষ্মি বর্ণ এব চ ॥

পুরাকালে সর্ববাস্ময় প্রণব একমাত্র দেব ছিলেন, নারায়ণ একমাত্র দেবতা ছিলেন, এ

অগ্নি এবং এক বর্ণ বা জাতি ছিল। ঐ পুরাণ আরও বলেন :—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরাজিবম্ ।

জ্ঞানং দমাচ্যুতাস্থতং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ৭।১১।২১

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশাস্ত্রজয়ঃ ক্ষমা ।

ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ৭।১১।২২

দেবগুরুচ্যুতে ভক্তিদ্রবর্ণ পরিপোষণম্ ।

আত্মিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্ব-
লক্ষণম্ ॥ ৭।১১।২২

শূদ্রস্ত সন্নতিশৌচং সেবাস্বামিণ্যময়য়া । অমন্ত্র-
যজ্ঞোহন্তেষং সত্যং গো বিপ্ররক্ষণম্ ॥ ৭।১১।২৪

বৃত্তা স্বভাবকৃত্য বর্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃত । হিতা
স্বভাবজঃ কর্ম্ম শনৈর্নিগুণতামিষাং ॥ ৭।১১।৩২

যত্ন যত্নকণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যজকম্ ।

যদন্তজ্ঞাপি দৃশ্যেতে তং তে নৈব বিনি-
র্দিশেৎ ॥ ৩৫

শম, দম, তপস্বী, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সর-
লতা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, সত্য ব্রাহ্মণের
লক্ষণ । ২১

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়,
ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ, সত্য ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ । ২২

দেব, গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তি, ধর্ম্ম অর্থ ও
কাম এই ত্রিবর্ণের পোষণ, আত্মিক্য, নিত্য
উদ্যম এবং নৈপুণ্য বৈশ্বের লক্ষণ । ২৩

বিনয়, শৌচ, অকপট প্রভূভক্তি, অমন্ত্র যজ্ঞ,
অচৌর্য্য সত্য এবং গোবিপ্ররক্ষণ শূদ্রের
লক্ষণ । ২৪

স্বভাববিহিত বৃত্তিধারা জীবন যাবনপূর্ব্বক
জীব স্বভাবজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে
নির্গুণত্ব লাভ করে । ৩২

যে পুরুষের বর্ণ জ্ঞাপক যে লক্ষণ বলিলাম,
তদন্ত বর্ণেও যদি সেই লক্ষণ দেখা যায়, তাহা-
কেও ঐ বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইবে । ৩৫

পাঠক দেখিবেন ভাগবতের মতাম্বুনারেও

গুণ এবং কর্ম্মই বর্ণভেদের মূল । সাম্বিক, রাজ-
সিক, তামসিক ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় স্বভাববিহিত
কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া, ক্রমে উচ্চগুণের অধি-
কারী হইতে এবং পরে নির্গুণত্ব লাভ করিতে
চেষ্টা করিবেন, ইহাই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের
আদেশ । সাম্বিক ব্যক্তির তামসিক পুত্র কখনও
সাম্বিক বা ব্রাহ্মণ হইবেন না । তামসিক
ব্যক্তির সাম্বিক পুত্রও কখন তামসিক বা শূদ্র
হইবেন না । প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণ স্বীয় গুণাশু-
সারে নির্ধারিত হইবে । জাতি গুণগত উহা
কিছুতেই বংশগত হইতে পারে না, ইহাই
শাস্ত্রের আদেশ এবং ইহাই যুক্তিসঙ্গত ।

১৮। যাহারা জাতি বংশগত বলেন তাহারা
বেদের “ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীদ” ইত্যাদি শ্লোকের
বলে বলিতে চান যে, উহাতে জাতি গুণগত
বলিয়া কোন উল্লেখ নাই এবং চারি বর্ণের
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে ।
আমরা পূর্ব্বেরি বলিয়াছি যে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে
বর্ণ সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহা
পাঠকের গোচর করাইব এবং উহাধারা বর্ণ
যে গুণ এবং কর্ম্মগত তাহা প্রতিপন্ন হইবে ।
প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে বলিয়া অন্য কেবল
পুরুষ-স্বতন্ত্র “ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীদ” ইত্যাদির
আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম । সমগ্র স্বতন্ত্র
বিশেষ আলোচনা এস্থলে হিন্দু-পত্রিকার ১ম ২য়
সংখ্যায় ১০ম হইতে ১৪শ পৃষ্ঠায় পুরুষ-স্বতন্ত্র
ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে । পাঠক উহা অল্পগ্রহ
করিয়া দৃষ্টি করিবেন, এস্থলে কেবল বর্ণসংক্রান্ত
যে কয়েকটি শ্লোক আছে তাহার আলোচনা
করিব ।

সর্ব্বপ্রথমে পাঠক দেখিবেন যে পুরুষ-স্বতন্ত্র
রূপকপূর্ণ । বেদের ভাষ্যকারেরাও স্পষ্টাক্ষরে
তাহাই বলিয়াছেন । পুরুষ স্বতন্ত্র একাদশ
মন্ত্রে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে ।—

যং পুরুষং ব্যাদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং
কিমন্ত কো বাহু কা উরু পাদৌ উচ্যেতে ॥ ১১

পদপাঠঃ। যং। পুরুষং। বি। অদধুঃ।
কতিধা। বি। অকল্পয়ন্। মুখং। কিম্। অন্ত।
কৌ। বাহু। কৌ। উরু। পাদৌ উচ্যেতে
ইতি।

(১) যং—যদ। (২) পুরুষং—দেহাভি-
মানী পুরুষকে। (৩) ব্যাদধুঃ—সংকল্পিতবস্তুঃ
মানস যজ্ঞে পুরুষকে যে পশুরূপে সংকল্প করা
হইয়াছিল। (৪) কতিধা—কতিভিঃ পকারৈঃ।
কয় প্রকার (৫) ব্যকল্পয়ন্—বিনিধং কল্পিতবস্তুং।
কল্পনা করিয়াছিলেন। (৬) মুখং—মুখ। (৭)
কিম্—কোনটী। (৮) অন্ত—ঐ পুরুষেব। (৯)
কৌ—কোন কোনটী। (১০) বাহু—বাহুদ্বয়।
(১১) কৌ উরু—কোনটী উরুদ্বয়। (১২) পাদৌ
উচ্যেতে—কোন অংশটী পাদরূপে কথিত হয়।

অর্থঃ। যদা পুরুষং ব্যাদধুঃ কতিধা ব্যক-
ল্পয়ন্। কিমন্ত মুখং কৌ বাহু কৌ উরু পাদৌ
উচ্যেতে আন্তামিত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমানে পুরুষকে যখন
যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছিল,
তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ
কল্পনা করা হইয়াছিল। কোন অংশকে মুখ,
কোন অংশকে বাহু, কোন অংশকে উরু, কোন
অংশকে পাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।
বিশ্বস্থ তাবং পদার্থ সেই বিরাট পুরুষের অংশ-
মাত্র এবং সেই বিরাট পুরুষকে ঐদেবিশিষ্ট
কল্পনা করিয়া বিশ্বস্থ তাবং পদার্থকে সেই
বিরাট পুরুষের মতক হইতে পাদপর্ধ্যন্ত কোন
না কোন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা হই-
য়াছে। নিজের কয়েক শ্লোক পাঠ করিলে ইহা
উপলব্ধি হইবে।

ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীদাহু রাজন্তঃ কৃতঃ।
উরু তদন্ত বদৈশ্চঃ পদ্ভ্যাঃ শূদ্রোহজায়ত ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। ব্রাহ্মণঃ। অন্ত। মুখং। আসীৎ।
বাহু। রাজন্তঃ। কৃতঃ। উরু। তৎ। অন্ত। বৎ।
বৈশ্চঃ। পদ্ভ্যাং। শূদ্রঃ। অজায়ত।

(১) ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শমদমাদি গুণ-
সম্পন্ন সাধিক ব্যক্তি। (২) অন্ত—বিরাট পুরু-
ষের। (৩) মুখং—মুখ। (৪) আসীৎ—হইয়াছিল
অর্থাৎ বর্ণনা করা হইয়াছিল। (৫) বাহু—
বাহুদ্বয়। (৬) রাজন্তঃ—যুদ্ধাদি কার্যে নিযুক্ত
রজগুণ প্রধান মানব। (৭) কৃতঃ—অর্থাৎ কল্পনা
করা হইয়াছিল। (৮, উরু—উরুদ্বয়। (৯)
তৎ—তাহা, সেই। (১০) অন্ত—ইহার অর্থাৎ পুরু-
ষের। (১১) যৎ—যাহার। (১২) বৈশ্চঃ—কৃষি-
বার্ণজ্যাদিদ্বারা অর্থাৎপার্জনে নিযুক্ত, তম-রজ-
গুণ প্রধান ব্যক্তি। (১৩) পদ্ভ্যাং—পদ হইতে।
(১৪) শূদ্রঃ—বেদ পরিত্যাগী তমগুণ প্রধান
ব্যক্তি। (১৫) অজায়ত—উৎপন্ন হইয়াছিল।

অর্থঃ। ব্রাহ্মণঃ অন্ত পুরুষস্ত মুখমাসীৎ।
রাজন্তঃ অন্ত পুরুষস্ত বাহু কৃতঃ কল্পিতঃ। বদৈশ্চঃ
তদন্ত পুরুষস্ত উরু কল্পিতঃ। শূদ্র পদ্ভ্যাং অজা-
য়ত। শূদ্রঃ পাদরূপেণ কল্পিত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখ-
রূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কে বাহু-
স্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। বৈশ্যকে উরু-
স্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। শূদ্রকে পাদরূপে
কল্পনা করা হইয়াছিল।

১১ দশ শ্লোকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।

যং পুরুষং ব্যাদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমন্ত কো বাহু কা উরু পাদৌ উচ্যেতে ॥
১২ দশ শ্লোকে উহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীদাহু রাজন্তঃ কৃতঃ।
উরু তদন্ত বদৈশ্চঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত ॥

তৎপরে ১৪শ শ্লোক পর্ধ্যন্ত “কতিধা ব্যকল্প-
য়ন্” প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১২ শ শ্লোকে ইহা বলা হইতেছে না। যে

মুখ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, কিন্তু বলা হইতেছে, যে ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও মুখের অস্তিত্বকাল লইলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্বকাল পূর্বে আইসে, যদি বলা যায় যে স্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহা হইলে যেমন স্বর্ণের অস্তিত্ব পূর্বে এবং অলঙ্কারে অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মুখ লইয়াছিল বলিলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্বে এবং মুখের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণে মুখমাসী শব্দের অর্থ চলা নয় যে ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে ব্রাহ্মণকে মুখ-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বাহু দ্বিবচন এবং কৃত একবচন, সুতরাং ক্রতের সহিত বাহু বোঝনা হইতে পারে না, রাজত্বের সূচিত উহাও অদ্বয় হইবে। অর্থাৎ রাজত্বকে রাজত্ব কলা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা নয় যে রাজত্বকে রাজত্ব কলা হইয়াছিল। তৎপরে “উরু তদন্ত যদন্তঃ” ইহার অর্থ এই যে বৈশ্বকে উরুদ্বয় করা হইয়াছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব পুরুষের মুখ, বাহু ও কল্পিত হইয়াছিল কিন্তু শূদ্রসম্বন্ধে স্পষ্ট রহিয়াছে যে পদ্যং শূদ্র অজায়ত’ অর্থাৎ পদবয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব মুখ বাহু ও উরু হইতে হইয়াছে কল্পনা মাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, অজায়ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের পদ হইতে উৎপত্তি কল্পনা ব্যতীত অন্য কোনরূপ গ্রহণ করা যায় সিদ্ধ হয় না।

এই বিষয় পুণ্যপাদ পণ্ডিত সত্যব্রতসাম-শ্রী বাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে দিলাম। তিনি বলেন “পূর্বে মন্ড্রে কোন বস্তুই বা পাদবয়রূপে কথিত হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন থাকায় এবং এই মন্ড্রে আদিম ভাগজয়ের

ব্রাহ্মণাদি জাতিব্রহ্মই মুখাদিরূপে কল্পনীয় ক্ষুটোক্তি থাকায় এই শেষ ভাগে অর্থাৎ পাদ-বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এই অংশ টুকুও ঐ অনুসারে ব্যাখ্যা কর্তব্য সুতরাং শূদ্রজাতিই তাঁহার পদবয়রূপে কল্পিত হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ বৃত্তিতে হইবে। এতলে আরও বিবেচনীয় যে প্রশ্ন মন্ড্রে প্রথমই নোটাটুটি প্রশ্ন আছে, যে বাহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান হইল, তিনি কি প্রকার কল্পিত হয়েন, অর্থাৎ তিনি ও বাস্তবিক শরীরা নহেন, তবে কবিগণ শরীরা বলিয়া কল্পনা করেন, সুতরাং কোন বস্তু দ্বারা কোন বস্তু কল্পিত হয় ইহাই জিজ্ঞাস্য ও এই প্রশ্নের উত্তরে অমুক বস্তু অমুক বস্তু কল্পনীয় ইহাই স্বসঙ্গত উত্তর, অতএব ঈদৃশ স্থলে এইরূপ অর্থ কলা কর্তব্য।”

পাঠকবর্গকে পুনর্বার অনুবোধ করিতেছি, যে তাঁহারি হিন্দু-পত্রিকার দশম পৃষ্ঠা হইতে ১৪শ পৃষ্ঠা পুরুষ-স্বস্ত্রের ব্যাখ্যা মনোযোগ-পূর্বক পাঠ করিবেন। উপরে বাহা লেখা হইল তাহা দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে বেদের পুরুষ-স্বস্ত্র বাহা বংশগত জাতিভেদের ভিত্তি বলিয়া পবিগণিত হইয়া থাকে, তাহাতে জাতিভেদ কিরূপ হইল, তাহা কিছুই বলেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র চারিটি বর্ণ বাহা পূর্বে ছিল, পুরুষ স্বস্ত্র তাহার এক একটা সংজ্ঞা দিয়াছেন মাত্র। ব্রাহ্মণ সর্দাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব তাহার মুখ, ঐরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্রের, উরু, বাহু, পদ সংজ্ঞা হইল। এই স্বস্ত্র যে ব্রাহ্মণাদি জাতির স্বজন ব্যাখ্যা করেন না, তাহা “ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল”—“রাজত্বকে করা হইয়াছিল” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। উহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে এই ঋক রচনার পূর্বেই ব্রাহ্মণাদি জাতি উদ্ভব হইয়াছে।

স্বত্বাং জাতি গুণ এবং কর্মগত নহে, বংশ-
গত এবং বেদে এইরূপ আছে বলিয়া যদি কেহ
তর্ক করেন, সে তর্ক যুক্তিসঙ্গত নহে।

বর্ণ বা জাতি যে বংশগত নহে এবং গুণ ও
কর্মগত তাহা বেদ হইতে পশ্চাদাগত সমুদায়
শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। পাঠকগণ
আপাতঃ গুণগত বর্ণবিরোধী কোন ধর্মশাস্ত্রেব
প্রমাণ দেখিয়া বা শুনিয়া যেন ব্যস্ত না হয়েন।
বিরোধী শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতীয়মান বচন সমুদায়
উদ্ধার করিয়া তাহা যে গুণগতবর্ণের বিরোধী
নহে, তাহা ক্রমশঃ দেখাইব। হিন্দু-পত্রিকার
আকার ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ কেবল একটা প্রবন্ধদ্বারা
পত্রিকার সমুদায় কলেবর পূর্ণ কবিলে, পাঠকের
পত্রিকা পাঠে তৃপ্তি না হইতে পারে আশঙ্কায়
ক্রমশঃ সমুদায় বিষয় আলোচনা করিবার
ইচ্ছা রহিল।

বায়ুপুর্বাণ কি বণেন শ্রবণ করুন—
পুত্রো যুৎসমদন্ত চ শুনকো যন্ত শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ান্শ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রান্তথৈব চ।
এতন্ত বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্মভির্দ্বিজাঃ ॥

যুৎসমদের পুত্রের নাম শুনক, শুনকের
পুত্রের নাম শৌনক। এই শৌনকের বংশে
দ্বিজগণ ভিন্ন ভিন্ন কর্মহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শৌনকের
বংশধরগণ কর্মের বিভিন্নতাহেতু ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন। বিচিত্র
শব্দে ভিন্ন ভিন্ন, যেকোন মহিমান্বয়ে, “কুচিনাং
বৈচিত্র্যং”। এস্থলে দেখুন একই শৌনকের
বংশোদ্ভবগণ কর্মের বিভিন্নতাহেতু বিভিন্ন বর্ণ
হইয়াছিল। এস্থলে মহাভারত ও ভাগবতের
কথাও স্মরণ করুন।

বিকৃপুর্বাণ কি বলেন দেখুন :—

পুত্রবসো জ্যোষ্ঠঃ পুত্রো যন্তায়ুর্নামা, সুবাহো-
তঃ ততম্ উদগবেন। তন্ত্রাং স পঞ্চপুত্রান্

জনয়ামাস। নহমক্ষত্রবৃদ্ধরভুজিসংজ্ঞাঃ। তথৈবা-
নেন পঞ্চমপুত্রোভূৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাং স্নহোত্র
পুত্রোভূৎ। কাশলেশয়ৎসমদান্তন্ত পুত্রান্নয়োঃ-
ভবন্। যুৎসমদন্ত শৌনকশ্চাত্তবর্ণাং প্রবর্ত-
য়িতাভূৎ ॥

(বিকৃপুর্বাণ—৩র্থ অংশ ৮ম অধ্যায়।)

প্রথম কয়েক পংক্তির অনুবাদ অনাবশ্যক।
শেষ পংক্তির অর্থ এই যে যুৎসমদের বংশোদ্ভব
শৌনক চারিবর্ণের প্রবর্তয়িতা, অর্থাৎ তিনি
গুণকর্ম্মানুসারে তাহার বংশাবলীদিগকে চারি-
বর্ণে বিভাগ করিয়াছিলেন।

হরিবংশ ২৯ অধ্যায় ২০, কি বলেন দেখুন—
পুত্রয়ৎসমদন্তাপি শুনকো যন্ত শৌনকাঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ান্শ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রান্তথৈব চ।

অনুবাদ পূর্বের স্থায়

এই সমুদায় শাস্ত্রবরাই প্রমাণ হইতেছে যে
কোন এক সময় গুণ এবং কর্মের বিভাগানুসারে
বর্ণধর্ম্ম অল্পাধিক হয়।

বর্ণ যদি বংশগত হইত তাহাইহলে মনু
কখনও একরূপ লিখিতে পারিতেন না।—

মনু দশম অধ্যায়—৪০ শ্লোকে বলিতেছেন—

“প্রচ্ছন্ন্য বা-প্রকাশ্য বা বেদিতব্যঃ
স্বকর্ম্মভিঃ।

যাহাদের প্রচ্ছন্ন বা অপ্রকাশ জন্ম তাহাদের
বর্ণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা নির্দিষ্ট হইবে। এস্থলে
হিন্দু-পত্রিকা ৩৪র্থ সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠা সত্যকাম
জাবাল সংবাদ পাঠ করিবেন। দাসী জবালার
পুত্রের পিতৃনির্ণয় হইতে পারে নাই। গোতর
সত্যের প্রতি তাহার প্রগাঢ় আস্থা দেখিলে
তাহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছিলেন। গুণানুসারে
পিত্তা যে বর্ণে আছেন, পুত্রকেও তৎগুণানু-
যায়ী বর্ণ বলিয়া প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে
কর্ম্মক্ষেত্রে পুত্র পিতৃগুণের পরিচয় দিলে পিতৃ
বর্ণেতে থাকিয়া যান, অথ গুণের পরিচয় দিবে

সেই গুণানুসারে নূতন বর্ণে প্রবিষ্ট হন। গুণাদির
বিশদব্যাখ্যা হিন্দু-পত্রিকার ৫৬ সংখ্যায় করা
হইয়াছে। পাঠক উহা অনুগ্রহপূর্বক মনো-
নিবেশ করিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন।

মহু আন কি বলেন, দেখুন—

তপোবীজ প্রভাবৈশ্ব তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে ।
উৎকর্ষং চাপকর্ষঞ্চ মহুষোষিহ জন্মতঃ ॥ ১০-৪২ ॥

তপ এবং বীজ বা বীৰ্য্যের প্রভাবে ইহ-
সংসারে মহুষ্যেব মধ্যে জাতীয় উৎকর্ষ এবং
অপকর্ষ হইয়া থাকে। ঋষি বিধামিজের ইতি-
হাস হিন্দুজাতির মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা
সকলেই অবগত আছেন। সত্যকাম জাবালের

বৃত্তান্ত হিন্দু-পত্রিকার পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।
আর দেখুন :—

হরিবংশ—১১শ অধ্যায় ৬৫৮ শ্লোক :—
নাভাগারিষ্টপুত্রো হৌ বৈশৌ ব্রাহ্মণতাং গতো ।
বৈশু নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। আরও দেখুন,—

শুণু রাজন্ যথা রাজা বীতহব্যো মহাবশাঃ ।
রাক্ষর্ষির্দ্রুপ্তং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসংকৃতম্ ॥
হে রাজন্! মহাবশা রাজর্ষি বীতহব্যরাজ
যে রূপ লোকপুঞ্জিত দ্রুপ্ত ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া-
ছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

(ক্রমশঃ)

মহানির্বাণতন্ত্র ।

গৃহস্থের প্রতি উপদেশ ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্ত্রীং ব্রহ্মজ্ঞানপরাযণঃ ।
যদ্যৎকৰ্ম্ম প্রকুরীত তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ১ ॥
ন শিষ্যভাবণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ ।
দেবতাতিথিপূজাস্থ গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ ২ ॥
মাতবং পিতরশ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্ ।
মহা গৃহী নিষেবেত সদা সৰ্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ৩ ॥
তুষ্ঠীয়াৎ মাতরি শিবে! তুষ্ঠে পিতরি পার্কতি! ।
তব প্রীতির্ভবেদেবি! পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ৪ ॥
জ্ঞানাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাংপরম্ ।
যুবয়োঃ প্রৌণনং যশ্নাং তস্মাৎ কিং গৃহিণ্যস্তপঃ ॥ ৫ ॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানস্তোজ্ঞনমেব চ ।
তত্ত্বসময়মাজ্যমাত্রৈ পিত্রে নিবেদয়েৎ ॥ ৬ ॥
শ্রাবয়েন্মুহুরাং বাণীং সৰ্বদা প্রিয়মাচরেৎ ।
পিত্রোরাক্সানুসারী স্ত্রীং সন্তপ্তঃ কুলপার্বনঃ ॥ ৭ ॥
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জনং পরিভাষণম্ ।
পিত্রোরগে ন কুর্য্যাৎ যদীচ্ছোদানুনো হিতম্ ॥ ৮ ॥

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নমোত্তিষ্ঠেৎ স সন্নমঃ ।
বিনাজ্ঞানোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ ৯ ॥
বিদ্যাধনমদোমন্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্ ।
ন যতি নরকং ঘোরং সৰ্ব্বধর্ম্মবহিকৃতঃ ॥ ১০ ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসৌদরান্ ।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কঠগঠৈরপি ॥ ১১ ॥
বঞ্চয়িত্বা গুরুন্ বন্ধুন্ যো ভুঙক্তে শ্বৌদরশ্চরঃ ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোহসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥ ১২ ॥
গৃহস্থো গোপয়েদরান্ বিদ্যাভ্যাসয়েৎ স্ত্রীতান্ ।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধুনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৩ ॥
জনস্তা বর্জিতো দেহো জনকেন প্রয়োজিতঃ ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সৌহৃদমস্তান্ পরিত্যজেৎ
এষামর্থো মহেশানি! কৃদ্য কষ্টশতাতিথি ।
প্রীগয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মো হেবসনাতনঃ ॥ ১৫ ॥
স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্বি মানবঃ ॥

ন ভাৰ্য্যাষ্টাভয়েৎ ক্ৰাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা ।
 ন ত্যজ্যেৎ ঘোরকষ্টেহপি যদি সান্বী পতিব্রতা ॥
 স্থিতেষু স্বীয়দারেষু দ্বিয়মতাং ন সংস্পৃশেৎ ।
 ছপ্নেন চেতসা বিদ্বানতথা নারকী ভবেৎ ॥
 বিরলে শয়নং বাসং ত্যজ্যেৎ প্রাজ্ঞঃ পরদ্বিগা ।
 অগ্নুভাবগণৈকৈব দ্বিরং শৌৰ্য্যদ্রদর্শয়েৎ ॥
 ধনেন বাসসা প্রেম শ্রদ্ধয়া যুগ্ধভ্যষণৈঃ ।
 সততঃ তৌষয়েদ্বারান্ নাপ্রিয়ং কচিদাচবেৎ ॥
 উৎসবে লোকযাত্ৰায়াং তীৰ্থেবতনিকৈতনে ।
 ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্ৰানাত্যবিবৰ্জিতান্ ॥
 যস্মিন্নরে মহেশানি ! তুষ্ঠী ভাৰ্য্যা পতিব্রতা ।
 সৰ্ব্বো দৰ্শ্যঃ কৃতন্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ ॥
 চতুর্দ্বাবিধি স্তূতান্ লালয়েৎ পালয়েদ্ পিতা ।
 ততঃ যোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥
 বিংশত্যাকাশিকান্ পুত্ৰান্ প্রেববেৎ গৃহকৰ্ম্মসু ।
 ততস্তাংস্তল্যভাবেন মদাঃ স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥
 কন্তাপ্যেবং পালনোয়া শিক্ষনোয়াতিযত্নতঃ ।
 দেয়া বরায় বিহবে ধনদানসমন্বিতা ॥
 এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃশ্চ স্বস্বদাতৃস্তুতানপি ।
 জ্ঞাতীন্ মিত্ৰানি ভৃত্যশ্চ পালয়েত্তৌষয়েদৃগৃহী ॥
 ততঃ স্বদৰ্শনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ ।
 অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পপিপালয়েৎ ॥
 যদ্যেবং নাচরেদেবি ! গৃহস্থো বিভবে সতি ।
 পশুসেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগৰ্হিতঃ ॥
 নিজালম্ভঃ দেহযদ্রং কেশবিচ্ছাদশমেব চ ।
 আশক্ৰিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচবেৎ ॥
 যুক্তাহাবো যুক্তানিদো মিতবাসিতমৈথুনঃ ।
 স্বচ্ছো নম্রঃ শুচিৰ্দ্ৰক্ষো যুক্তঃ স্তাৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ॥
 শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্তাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিদৌ ।
 জুগুপ্সিতান্ ন মছেত নাবমছেত মানিনঃ ॥
 দৌহৰ্দ্দং ব্যবহার্যাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্ ।
 সহবাসেন তরৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসন্ততঃ ॥
 ত্রপেদ্ দেষ্টুংপি ক্ষুদ্রাং সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্ ।
 প্রদশ্যদান্নভাবান্নৈব দৰ্শ্যং বিলজ্জবেৎ ॥

দ্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুণ্যয়ে কথিতঞ্চ যৎ ।
 কৃতং যদুপকারায় ধৰ্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥
 জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেষপি পরাজয়ে ।
 গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥
 বিদ্যাধনযশোধৰ্ম্মান্ যতমান উপার্জয়েৎ ।
 ব্যসনকাস্তাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজ্যেৎ ॥
 অবহাঙ্গুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ ।
 তন্মাদবস্থং সময়ং বীক্ষ্য কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ॥
 যোগফেনরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বাকবঃ ।
 মিতাবাসিতহাসঃ স্তান্নাত্মাগ্রে তু বিশেষতঃ ॥
 জিতেন্দ্রিয়ঃ অগ্নায়ান্না স্তুতিস্তঃ স্তাদ্ দূঢ়ব্রতঃ ।
 অপ্রমত্তো দীৰ্ঘদৰ্শী যাত্ৰাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥
 সতাং মুহু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ ।
 আয়োজ্যং কৰ্য্যাস্থখা নিদ্রাং পরেযাং পরিবৰ্জয়েৎ ॥
 জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি ।
 সেতুঃ প্রতীষ্টিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥
 সন্তুষ্ঠৌ পিতরৌ যস্মিন্ননুযুক্তাঃ সুহৃদগণাঃ ।
 গায়ন্তি যদ্ যশো লোকান্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥
 সত্যমেব ব্রতং যন্ত দয়া দীনেষু সৰ্ব্বথা ।
 কামক্ৰোধৌ বশে যন্ত তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥
 বিবক্ত পরদারাস্থ নিস্পৃহঃ পরবস্তুদুঃ ।
 দন্তমাংসমধ্যাহ্নো যন্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥
 ন নিভেতি রণাং নো বৈ সঃগ্রামেহপ্যপরাযুগ্ধঃ ।
 ধৰ্ম্মবুদ্ধে যুতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥
 অসংশয়াস্বা স্তুশ্রদ্ধঃ শাস্ত আচারতৎপবঃ ।
 মচ্ছাশনে হিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥
 জ্ঞানিনা লোকযাত্ৰায়ৈ সৰ্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা ।
 ক্রিয়ন্তে যেন কৰ্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥
 শৌচস্ত দ্বিবিধং দেবি বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ ।
 ব্রাহ্মণ্যস্বাপর্ণং যন্তং শৌচমাস্তরিকং স্ততম্ ॥
 অস্তিক্সী ভস্মনা বাপি মলানাগপকৰ্ষণম্ ।
 দেহশুদ্ধিৰ্ভবেৎ যেন বহিঃ শৌচং তদুচ্যতে ॥
 গঙ্গা নদ্যা হ্রদা বাপ্যস্তথা কৃপাশ্চক্ষুসকাঃ ।
 সৰ্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদীক্ৰমতঃ প্রিয়ে ॥

ভক্ষ্যন্তু যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃৎমা তু মলবর্জিতা ।
বাসোহজিনতৃণাদীনি মৃদজ্জানীহি সুরতে ॥
কিমত্র বহনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে ।
মনঃপূতং ভবেদ্ যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ ॥
নিদ্রাস্তে মৈথুনস্রাস্তে ত্যাগাস্তে মলমুত্তরোঃ ।
ভোজনাস্তে মলে স্পৃহে বহিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥
সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তাস্মিকীক্রমাৎ ।
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্যাদ্ যথাবিধি ॥

(১) গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হইবে, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে (২) গৃহস্থ নিখ্যা কথা বলিবে না, অসরল ব্যবহার করিবে না এবং দেবতা ও অতিথিপূজায় নিবত হইবে । (৩) মাতা ও পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া গৃহস্থ সদাসর্মদা তাহাদিগকে অত্যন্ত যত্নে সেবা করিবেন । (৪) হে পার্শ্বতি ! পিতা ও মাতা সম্বন্ধে প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলে তোমার প্রীতি হয় এবং পরমরক্ষা সন্তুষ্ট হন । (৫) হে আদ্যো ! তুমি জগতের মাতা এবং পরব্রহ্ম জগতের পিতা, তোমরা দুই জনে যাহাতে সন্তুষ্ট হও, তাহা অপেক্ষা গৃহস্থের আর কি তপ হইতে পারে ? (৬) উপযুক্ত সময় জানিয়া পিতামাতার ব্যবধান জ্ঞা আসন, শয্যা, বসন, পানীয় ও ভোজনদ্রব্য নিয়ন্ত্র করিবে । (৭) কুলপবিত্রকারী সংপুত্র সর্মদা পিতা মাতার আজ্ঞামুবর্তী হইবে, তাহাদের প্রিয় আচরণ করিবে এবং তাহাদিগকে মৃদুবাণী শুনাইবে । (৮) যদি নিজের হিতকামনা কর, তাহাহইলে পিতামাতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য পরিহাস, তর্জন বা ছুঁয়ালাপ করিবে না । (৯) পিতা-মাতাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইবে এবং পিতৃশাসনে থাকিয়া বিনাজায় উপবেশন করিবে না । (১০) যে ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনরূপমদে মত্ত হইয়া পিতামাতাকে অব-
হেলা করে সকল ধর্মের বহিষ্কৃত সেই ব্যক্তি

যোরনরকে প্রবেশ করে । (১১) প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও, মাংসপিতা পুত্র, স্ত্রী ও অতিথি ও সোদর পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে না । (১২) যে ব্যক্তি গুরুজন এবং আত্মীয়ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের উদরপূর্ণ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে নিন্দনীয় হয় এবং পরকালে নরকে প্রবেশ করে । (১৩) গৃহস্থ ভাৰ্য্যাকে রক্ষা করিবে, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে । আত্মীয়স্বজনদিগকে প্রতিপালন করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম । (১৪) পিতৃবীর্য্যে উৎপন্ন ও মাতৃগর্ভে বর্জিত দেহ স্বজন কর্তৃক প্রীতপূর্ব্বক শিক্ষিত হয়, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে অধম । (১৫) হে মহেশানি ! ইহা-
দিগের জ্ঞা শত কষ্ট করিয়াও সত্যামুসারে ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে । ইহাই সনাতনধর্ম । (১৬) যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপর তিনি সংসারে ধন্য, কৃতী ও পরমার্থবিৎ । (১৭) ভাৰ্য্যা সাক্ষী পতিব্রতা হইলে ভাৰ্য্যাকে কখন তাড়না করিবে না মাতৃবৎ পালন করিবে এবং যোরকণ্ঠেও পরিত্যাগ করিবে না বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজের স্ত্রী বর্জনানে বিরক্তমনে অথ স্ত্রী স্পর্শ করিবে না, করিলে নরকে যাইবে । প্রাজ্ঞব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জনে শয়ন ও বাসকরা পরি-
ত্যাগ করিবে এবং স্ত্রীদিগের প্রতি অগুরু বাক্যপ্রয়োগ করিবে না ও শৌর্য্যপ্রকাশ করিবে না । ধন ও বস্ত্রদান, প্রেম, শ্রদ্ধা এবং মৃদু-
বাক্যের দ্বারা ভাৰ্য্যাকে সতত সন্তুষ্ট করিবে, কদাচ ভাৰ্য্যার অপ্রিয় আচরণ করিবে না । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পুত্র বা অমাত্যের সঙ্গব্যতীত পত্নীকে উৎসবে, লোকসনারোহস্থলে, তীর্থে ও পরগৃহে প্রেরণ করিবে না । হে মহেশানি ! যে সম্বোদর প্রতি পতিব্রতাভাৰ্য্যা সন্তুষ্ট থাকে, তৎকর্তৃক সকল ধর্মই করা হইয়াছে এবং সে তোমারও প্রিয় হয় । পিতা পুত্রকে চতুর্থ

বর্ষাবধি লালনপালন করিবে, অনন্তর ষোড়শ-বর্ষ পর্যন্ত গুণ ও বিদ্যাশিক্ষা দিবে এবং তৎপরে পুত্র বিংশতিবর্ষের অধিক বয়স্ক হইলে তাহাকে গৃহকর্মে নিযুক্ত করিবে, তখন হইতে তাহার প্রতি তুল্যভাবে দেখাইয়া তৎপ্রতি স্নেহ-প্রদর্শন করিবে। এইরূপে কন্যাকেও যত্নের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান্ বরে সম্প্রদান করিবে। গৃহী, এইরূপ নিয়মে, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভ্রাতৃপুত্র, স্ত্রী, মিত্র ও ভৃত্যাদিগকে পালন করিবে এবং সন্তুষ্ট করিবে। গৃহস্থব্যক্তি স্বধর্মনিরত, এক-গ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদাসীনদিগকে পরি-পালন করিবে। হে দেবি! যদি গৃহস্থ সম্পত্তি-শালী হইয়া এরূপ আচরণ না করে, তাহাকে লোক গর্হিত গাপী ও পশু বলিয়া আনিবে। নিদ্রা, আলস্য, দেহের প্রতি মত্ত, আহার ও বসনাদির প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি করিবে না। পরিমিত আহার বিহার পরিমিত নিদ্রা এবং পরিমিত বাক্যপ্রয়োগ করিবে; সরল, বিনয়ী, বাহ্যভ্যন্তরশৌচসম্পন্ন হইয়া সকল কার্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিবে।

শক্রর প্রতি শৌর্যপ্রকাশ করিবে, বান্ধব ও গুরুর নিকটে বিনয়ী হইবে, নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রতি সন্মম দেখাইবে না এবং মানী ব্যক্তিদিগের মানহানি করিবে না। কাহার সহিত মিত্রতা, কিরূপ ব্যবহার, কিরূপ প্রবৃত্তি, কিরূপ প্রকৃতি তাহা একত্রে বাস ও আলাপাদিতে তৃক্কের দ্বারা অবগত হইয়া মনুষ্যকে বিশ্বাস করিবে। বুদ্ধিমান সময়ানুসারে ক্ষুদ্র শত্রু হইতেও ভীত থাকিবে এবং ধর্মকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া আত্ম-প্রভাব প্রদর্শন করিবে। যদি কেহ কোন কথা গোপনে বলে তাহা, আশ্রয়শ্রম ও পৌরুষ যাঁহা, পরোপকারের জন্ত করা হইয়া থাকে তাহা ধর্মজ ব্যক্তি প্রকাশ করিবে না। যশস্বী

ব্যক্তি নিন্দিত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যাঁহাতে নিশ্চিত পরাজয় হইবে তাহা নাইয়া গুরু ও লঘু ব্যক্তির সহিত বাদবিতণ্ডা করিবে না। যত্নপূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ এবং ধর্ম উপার্জন করিবে, অসতের সঙ্গ, দাত্তকীড়াদিও মিথ্যাকলহ পরিত্যাগ করিবে।

অবস্থানুসারে চেষ্টা হওয়া উচিত ও সময়ানুসারে ক্রিয়া করা কর্তব্য, এইজন্ত অবস্থা ও সময় বুঝিয়া কার্য করিবে। যাঁহা নাই তাহা পাইবার চেষ্টা করিবে এবং যাঁহা আছে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে; দক্ষ ও ধার্মিক হইবে এবং বন্ধুগণের প্রিয় ব্যবহার করিবে সর্বদা বিশেষতঃ মানীব্যক্তির সমক্ষে বাক্য ও হস্ত আয়ত্তে রাখিবে। জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নায় ও দূরত্ব হইবে এবং সন্ধিসয়ের চিন্তা করিবে অপ্রমত্ত ও দূরদর্শী হইয়া ইন্দ্রিয় ও তন্মোগ বিষয়ের অনিত্যতা চিন্তা করিবে।

ধীরব্যক্তি সত্য নম্র, প্রিয় ও হিতকরবাক্য বলিবে এবং আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা পরিবর্জন করিবে।

যৎকর্তৃক জলাশয়, বৃক্ষ, বিশ্রামগৃহ, পথ ও সেতুপ্রতিষ্ঠিত হয় তৎকর্তৃক ত্রিলোক জিত হইয়াছে, যাঁহার প্রতি পিতামাতা সন্তুষ্ট, স্নেহগণ অমুখরুত্বে এবং মনুষ্যেরা যাঁহার যশোগান করে তৎকর্তৃক ত্রিলোক জিত হইয়াছে। সত্য যাঁহার ব্রত, দীনের প্রতি যাঁহার দয়া ও কাম-ক্রোধ যাঁহার বশে সে ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করিয়াছে। পরদারের বিরক্ত, পর বস্তুতে নিম্ণ এবং দম্ব ও রাগসংযমবিহীন ব্যক্তি লোকজয় জয় করিয়া থাকেন। যে যুদ্ধে ভয় করে না ও তাহাতে পৃষ্ঠ দেখায় না এবং যে ধর্মযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করে তৎকর্তৃক ত্রিলোকজিত হইয়া থাকে অসংখ্যাত্মা, শ্রদ্ধাবান্ ও এই তন্ত্রোক্ত শৈবোপাসক ও আমার আদেশ প্রতিপালনকারী

ব্যক্তি কর্তৃক লোকত্রয় জিত হয়। যে স্ত্রানী ব্যক্তি লোক যাত্রানির্কীহার্থে সকল দিক সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য কবেন তৎকর্তৃক ত্রিলোক-জিত হয়। হে দেবি! বাহ ও অভ্যন্তরভেদে শৌচ দুইপ্রকার, ব্রহ্মেতে আত্মার্পণ করিয়া যে পবিত্রতা জন্মে তাহাকে আন্তরিক শৌচ বলে এবং জল বা ভস্মের দ্বারা মলাপকর্ষণ করিয়া যে দেহের শুদ্ধি হয় তাহাকে বাহ্যশৌচ বলে। গঙ্গা, অত্যাচ্ছ নদী, সর্বোবর বাপী, কূপ ও তদ-পেক্ষা ক্ষুদ্র জলাশয়াদি গঙ্গা হইতে ক্রমান্বয়ে সকলেই পবিত্র হইয়া থাকে। হে সূত্রত! এই

বাহ্যশৌচ বিধিতে যাজ্ঞিক ভস্মশ্রেষ্ঠ, নির্মল মৃত্তিকাক্ষেষ্ঠ এবং বস্ত্র, অজিন ও তৃণমৃত্তিকার ছায় মলাপকরণ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

অথবা শৌচাশৌচসম্বন্ধে বহুবাক্যব্যয়ের আবশ্যক নাই, যে গৃহস্থের যাহাতে মনের পবিত্রতা জন্মে সে সেইরূপই আচরণ করিবে। নিদ্রান্তে জীসংসর্গের অন্তে মলমূত্রত্যাগান্তে, ভোজনান্তে ও মলস্পর্শ করিয়া বাহ্যশৌচ করা বিধি। ক্রমান্বয়ে ত্রৈকালিকী, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা কর্তব্য এবং উপাসনাবেদানুযায়ী যথাবিধি অর্চনা করিবে।

যজুর্বেদ ।

২য় অধ্যায়, ৩২ কণ্ডিকা।

পিতৃগণের প্রতি নমস্কার ।

নমো বঃ পিতরো বসায়, নমো বঃ পিতরঃ শোষায়, নমো বঃ পিতরো জীবায়, নমো বঃ পিতরো স্বধায়ৈ, নমো বঃ পিতরো ঘোরায়। নমো বঃ পিতরো মত্তবে, নমো বঃ পিতরঃ, পিতরো বো, গৃহানঃ পিতরো দত্ত, সতো বঃ পিতরো দেঋতবঃ পিতরো বাস আপত্ত ॥

পদপাঠঃ। নমঃ। বঃ। পিতরো। রসায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। শোষায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। জীবায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। স্বধায়ৈ। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। ঘোরায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। মত্তবে। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। পিতরঃ। নমঃ। বঃ। গৃহান্। নঃ। পিতবঃ। দত্ত। সতঃ। বঃ। পিতরঃ। দেয়। এতৎ। বঃ। পিতরঃ। বাস। আপত্ত।

(১) রাসায়—ষড়্ভাষতবঃ পিতর ইতি ঋতঃ, রসাদি শব্দেন বসস্তাদি ষড়্ভূতব উচ্যন্তে। রসভূতায় বসস্তায়। ঋতি অল্পসারে ষড়্ভাষত্বে

পিতৃগণের স্বরূপ। রসাদিশব্দে বসস্তাদি ষড়্ভাষত্বে বুঝাইতেছে। পিতৃরূপ বসস্তকে নমস্কার। (২) শোষায়—ওষধিগণ যে সময় শুকাইয়া যায় অর্থাৎ গ্রীষ্ম। পিতৃরূপ গ্রীষ্মকে নমস্কার। (৩) জীবায়—জীবশব্দে জল অর্থাৎ বর্ষা। পূর্বেয় ছায়। (৪) স্বধায়ৈ—স্বধা শব্দে শরৎ, স্বধা শব্দে পিতৃ অল্প বুঝায়, শরৎকালেই প্রায় সমুদায় অন্ন জন্মে এইজন্ত স্বধাশব্দে শরৎ। (৫) ঘোরায়—হেমন্তকালে প্রচুর শীত হওয়ায় হুঃখ হয় এইজন্ত হেমন্তকে ঘোর বলে। (৬) মত্তবে—শিশির ঋতুতে ওষধিবর্গ দ্রুতপ্রায় হয়। উহা যেন কোষবশতই হইয়াছে। এইজন্ত শিশির ঋতুকে মত্তা অর্থাৎ কোষ বলা হইয়াছে। (৭) গৃহান্—জীপূতাদি।

হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ বসস্তঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ গ্রীষ্মঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ!

তোমাদের স্বরূপ বর্ষাঋতুকে প্রণাম করি।
হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ শরৎঋতুকে
প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ
হেমঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমা-
দেব স্বরূপ শিশির ঋতুকে প্রণাম করি। হে

পিতৃগণ! তোমাদিগকে প্রণাম করি। হে
পিতৃগণ! তোমরা আমাদিগকে জীপুতাদি
দিয়াছ। হে পিতৃগণ! তোমাদিগকে আমবা
ধনদান করি। হে পিতৃগণ! তোমরা আমাদেব
দত্তবস্ত্র গ্রহণ কর।

ঋগ্বেদ ।

হিরণ্যগর্ভস্তোত্র ।

১২১ সূক্ত, ১০ম মণ্ডল, ৮ম অষ্টক, ৭ম অধ্যায়, বর্গ ৩—৪ ।

(১) “ক” শব্দাভিধেয় প্রজাপতিদেবতা,
হিরণ্যগর্ভঋষি, ত্রিষ্টুপছন্দ ।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তজাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পতি-
রেক আসীৎ । সদাধারপৃথিবীং দ্যামুতোমাং
কটৈষ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। হিরণ্যগর্ভ। সম্। অবর্ত্তত।
অগ্রে। ভূতস্ত। জাতঃ। পতিঃ। এক
আসীৎ। সঃ। দাধার। পৃথিবীম্। দ্যাম্।
উত। ইমাং। কটৈষ। দেবায়। হবিষা।
বিধেম্।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। “ভূতস্ত” অস্ত্র উৎপন্নস্ত
স্বাবর জঙ্গলস্ত জগতঃ হিরণ্যগর্ভঃ এব “অগ্রে”
প্রাপঞ্চ্যোৎপত্তেঃ প্রাক্ “সমবর্ত্তত” উৎপন্নাত।
সজাতঃ সন্ ভূতস্ত “এক” অদ্বিতীয়ঃ পতিঃ
রক্ষিতা “আসীৎ”। “স পৃথিবী” অন্তরীক্ষম্
“প্রথমে,” ষিষণ সম্প্রসারণঃ। প্রথমে পৃথিবী।
“দ্যাম্” ছ্যালোকম্ “ইমাং,” পুরোবর্ত্তিনীমিমাঃ
ভূমিং “দাধার” ধারয়তি। “কটৈষ” কিংশকঃ
অনির্জাতস্বরূপস্তাং প্রজাপত্যৌ বর্ত্ততে। যদ্বা
সৃষ্টার্থং কাময়তে ইতি কঃ। যদ্বাকং স্রুথং
তজ্জপস্তাং ক ইতি উচ্যতে “দেবায়” দানাদি-
গুণযুক্তায় “হবিষা বিধেম” হবির্দানবিভক্তি
ব্যত্যয়ঃ। হিরণ্যগর্ভঃ—হিরণ্যস্তাস্ত্র গর্ভভূতঃ
প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভঃ। তদণ্ডমতবন্ধৈম সহ-

স্রাংস্ত্র সমপ্রভং। তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সপ্ত
লোক পিতামহঃ। ইতি মনুস্মৃতিঃ। হিরণ্য-
গর্ভঃ “হিরণ্যময়” “বিজ্ঞানময়” গর্ভঃ ইতি
নিরুক্তম্।

বঙ্গানুবাদ। অগ্রে কেবল হিরণ্যগর্ভই
ছিলেন। (মনুসংহিতায় লিখিত আছে স্বয়ম্ভু-
ভগবান্ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা কবিতা প্রথ-
মতঃ জলসৃষ্টি করেন। তৎপরে তাহাতে
শক্তিরূপ বীজ আরোপ করেন। ঐ বীজ
হিরণ্ময় অণু হইয়াছিল এবং ঐ অণু হইতে
সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।
এই ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ। স্বয়ম্ভুব্রহ্মই হিরণ্ময়
অণুে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। এই ব্রহ্মকে হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি
বলে। অথবা হিরণ্যগর্ভ শব্দে বিজ্ঞানময়
বুঝায়) তিন জাতমাত্র সর্বভূতের অদ্বিতীয়
অধীশ্বর হইলেন। তিনি অন্তরীক্ষ (পৃথিবী) (১)

(১) মন্ত্রের বক্তব্য বিষয়কে “দেবতা” মন্ত্র প্রণেতাকে
“ঋষি,” এবং মন্ত্রের ছন্দকে “ছন্দ” বলা যায়। এই মন্ত্র
প্রণেতা ঋষির নাম হিরণ্যগর্ভ এবং তিনি প্রজাপতি বা
হিরণ্যগর্ভের স্তুতি করিতেছেন।

(১) এই মন্ত্রে রমেশবাবু “পৃথিবী” শব্দের অনুবাদ
“পৃথিবী”ই করিয়াছেন। বস্তুত পৃথিবী শব্দে মহীধরের
মতে অন্তরীক্ষ, সারনের মতে “পৃথিবীং দ্যা” অর্থাৎ
“বিত্তীর্ণ আকাশ” বা অন্তরীক্ষ ও আকাশ। নিরুক্তের

শব্দে অন্তরীক), ছােলোক এবং এই ভূমি (ইমাং) ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এব-
জুত “ক” নামধারী প্রজাপতিদেবকে হবি-
প্রদান করি বা অর্চনা করি বা পূজা করি।
(কশদে, যিনি সৃষ্টির জন্ত কামনা করেন বা
কশদে সূত্র বুঝায় ও সূত্ররূপেহেতু প্রজাপতিকে
বুঝায়, কিম্বা যাহার স্বরূপ জানা যায় না,
এইজন্ত কিং অর্থাৎ “কি” শব্দের দ্বারা সেই
অবিজ্ঞাতস্বরূপ প্রজাপতিকে বুঝায়)।

এই শ্লোক ও যজুর্বেদের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের
চতুর্থ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের দশম ও একবিংশ
অধ্যায়ের ১ম শ্লোক এক।

মোকমূল্য প্রভৃতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ
“কান্ দেবতাকে পূজা করিব” এইরূপ প্রমা-
ণক অর্থ করিয়াছেন, রমেশবাবু তাহার ঋগ্বেদ-
সংহিতাবৎ বঙ্গভূবাদের ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন।
কিং শব্দের অর্থ কোন্ অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বদাই
জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কেহই
জানিতে পারে না, এজন্ত “ক” শব্দে পরমাত্মা
বুঝায়। নিরুক্ত এবং সায়ন ও মহীধরের ভাষা-
ইরূপ ব্যাখ্যা আছে, আমি তাহাদিগকে অমু-
মুদ্রণ করিলাম। তবে কঠৈ শব্দের পূর্বে

তেও পৃথিবী শব্দে অন্তরীক। এই চারিপ্রকার কোন
তেই “পৃথিবী” অর্থে “পৃথিবী নহে, কেবল ভট
মাকমূল্যের মহোদয় “পৃথিবী”কে “Arth” বলিয়া
করিয়াছেন। এই মন্ত্রে “ইমাং” শব্দে ভূমি বুঝায়, ভট
মাকমূল্যের এই “ইমাং” টি “দ্যাম্” এর বিশেষণ
করিয়াছেন। রমেশবাবু উহাকে পৃথিবীর বিশেষণ
করিয়াছেন।

পাঠকগণ হিন্দু পত্রিকার বেদের অনুবাদ ও রমেশ-
বাবুর বেদের অনুবাদ তুলনা করিয়া দেখিবেন, রমেশ-
বাবুর বেদের অনুবাদে ভাষা ও নিরুক্তের সহিত
অনেকস্থলে অনৈক্য দেখা যায় এবং অনেকস্থলে তাহার
অনুবাদ বিবরণ বলিয়া বোধ হয় না।

“অদন্ত আং” শব্দ উহ স্বীকার করিলেও “এব-
ধি দেবতা ছাড়া আর কাহাকে হবিঃ দিব”
এইরূপ অর্থ হইতে পারে। মহীধরও বলেন
“তং বিহায় কঠৈ” তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া
কাহাকে হবি দিব।

য আত্মদা বলদা যন্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং
যন্ত দেবাঃ। যন্ত ছায়ামৃতং যন্ত মৃত্যুঃ কঠৈ
দেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। আত্মদাঃ। বলদাঃ। যন্ত। বিশ্বে।
উপাসতে। প্রশিষং। যন্ত। দেবাঃ। যন্ত। ছায়া।
অমৃতং। যন্ত। মৃত্যুঃ। কঠৈ। দেবায়। হবিষা।
বিধেম্।

ব্যাখ্যা। যঃ যে হিরণ্যগর্ভ। আত্মদাঃ—
আত্মানং দদাতি আত্মদাঃ উপাসকানাং সামুজ্য-
প্রদঃ অর্থাৎ যিনি আত্মাকে প্রদান করেন বা
উপাসকদিগকে সামুজ্যপ্রদান করেন, মুক্তিপ্রদ।
বলদাঃ—সামর্থ্যপ্রদ। বিশ্বে সর্বৈ মনুষ্যাঃ সকল
মনুষ্যা। যন্ত—যাহার। প্রশিষং—শাসন, আজ্ঞা।
উপাসতে—অনুবর্ত্তী হয়। দেবাঃ—(যন্ত প্রশিষ
মুপাসতে) দেবতারাও যাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী
হয়েন। যন্ত—যাহার। ছায়া-আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞান-
পূর্ব্বক উপাসনা। অমৃতং মুক্তিহেতু। যন্ত—
যন্ত অজ্ঞানমিত্যেব, যাহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা।
মৃত্যুঃ—সংসারহেতু। কঠৈদেবায় হবিষা বিধেম্—
এবধি প্রজাপতিদেবতাকে হবিঃপ্রদান করি।

এই শ্লোক যজুর্বেদের ২৫।১৩।

এই শ্লোকের মর্ম্ম আগাগোড়াই রমেশবাবু
ভুল বুঝিয়াছেন। ভট্টমোকমূল্যেরও তাহাই।
এ ভ্রম দেখাইবার স্থান এ পত্রিকায় হয় না,
কারণ এমন ভ্রম অনেক আছে।

বঙ্গভূবাদ। যিনি মুক্তিপ্রদ, বলপ্রদ, মনুষ্য
ও দেবতার। যাহার শাসনানুবর্ত্তী, কাহাকে
জ্ঞানের সহিত উপাসনা করিলে মুক্তি হয় এবং
কাহাকে না জানিতে পারিলে পুনঃ পুনঃ ইহ-

সংসারে আসিতে হয়, এবম্বিধ প্রজাপতিদেব-
তাকে পূজা করি কিম্বা ইহাকে ব্যতীত আর
কাহাকে পূজা করিব ?

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিষৈক ইদ্রাজা
জগতো বভূব । য ঈশে অস্ত্র দ্বিপদশচতুষ্পদঃ
কঠৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ । যঃ । প্রাণতঃ । নিমিষতঃ
মহিত্বা । একঃ । ইং । রাজা । জগতঃ । বভূব
যঃ । ঈশে । অস্ত্র । দ্বিপদঃ । চতুষ্পদঃ । কঠৈশ্চ
দেবায় । হবিষা । বিধেম্ ।

ব্যাখ্যা ।—যঃ—যে হিরণ্যগর্ভ । প্রাণতঃ—
নিখাস প্রাশাসকারীদিগের । নিমিষতঃ—নিমেষ
কারীদিগের অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কার্যকারী-
দিগের, জগতঃ—জগৎ, প্রাণিজাতত্ব, প্রাণি-
বর্গের । মহিত্বা—মাহাত্ম্যেণ অর্থাৎ মহিমান্বারা ।
এক ইং—অদ্বিতীয় এব সন্, অদ্বিতীয় হইয়া ।
রাজা বভূব—ঈশ্বরো ভবতি, রাজা হইলেন ।
যঃ—যে প্রজাপতি । অস্ত্র—এই পরিদৃষ্টমান
জগতের । দ্বিপদশচতুষ্পদঃ—দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ-
দিগকে । ইশে—ইষ্টে, আধিপত্য করেন । কঠৈশ্চ
দেবায় হবিষা বিধেম্—এবম্বিধ প্রজাপতিদেব-
তাকে ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

বঙ্গানুবাদ । যিনি মহিমান্বারা নিখাস-
প্রাশাসকারী ও নিমেষকারী প্রাণিবর্গের অদ্বি-
তীয় ঈশ্বর এবং যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ দ্বিপদ ও
চতুষ্পদ জন্তুর উপর আধিপত্য করিতেছেন,
এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি । অথবা
ঐহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব ।
এই শ্লোক যজুর্বেদের ২৩ । ৩ ও ২৫ । ১১ ।
রমেশবাবু এ শ্লোকে “প্রাণতঃ” একবারেই বাদ
দিয়াছেন ।

যন্তেমে হিমবন্তো মহিত্বা যন্ত সমুদ্রং রসয়া
সহাঃ । যন্তেমাঃ প্রদিশো যন্ত বাহু কঠৈশ্চ
দেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ । যন্ত । ইমে । হিমবন্তঃ । মহিত্বা ।
যন্ত । সমুদ্রং । রসয়া । সহ । আঃ । যন্ত
ইমাঃ । প্রদিশঃ । যন্ত । বাহু । কঠৈশ্চ । দেবায়
হবিষা । বিধেম্ ।

ব্যাখ্যা । যন্ত—যাহার । ইমে—এই সকল
হিমবন্তঃ—তুষারমণ্ডিত পর্বত সমুদায় অর্থাৎ
হিমালয়াদিপর্বত সমুদায় । মহিত্বা—মহত্বম্
রসয়াসহ—নদীর সহিত । সমুদ্রং—সমুদ্র
যন্ত—যাহার মহিমা । আঃ—প্রকাশ করে
যন্তেমাঃপ্রদিশো যন্ত বাহু—এই দিক্ সমুদায়
যাহার বাহু । কঠৈশ্চদেবায় ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

বঙ্গানুবাদ । হিমাচ্ছন্ন হিমালয় প্রভৃতি
এবং নদীসহ সমুদ্র যাহার মহিমা কীর্তন করে
এই সমুদায় দিক্ যাহার বাহুরূপ এবম্বিধ
প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি । কিম্বা তাহাকে
ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব ?

এই শ্লোকটী যজুর্বেদের ২৫ । ১২ ।

এস্থলেও রমেশবাবু ভ্রম লক্ষিত হয়
“সমুদ্রং রসয়া সহ” হইতে তিন বুলিয়াছেন
সঙ্গার “ধরা” আর “আহ” শব্দকে কি “উল্লিখিত
হইয়াছে” বুঝায় ? মোক্ষমূলার বটে “The
say” বলিয়াছেন ।

যেন দ্যৌকগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্ব
স্তভিতং যেন নাকঃ । যো অন্তরীক্ষে রজসে
বিমানঃ কঠৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ । যেন । দ্যৌঃ । উগ্রা । পৃথিবী
চ । দৃঢ়া । যেন । স্বঃ । স্তভিতং । যেন । নাকঃ
যঃ । অন্তরীক্ষে । রজসঃ । বিমানঃ । কঠৈশ্চ
দেবায় । হবিষা । বিধেম্ ।

ব্যাখ্যা । যেন—যে প্রজাপতিদ্বারা । দ্যৌঃ—
অন্তরীক্ষ । উগ্রা—উদগুণী, বুড়ীদাক্তা, যিনি
অন্তরীক্ষকে বারিদ করিয়াছেন । পৃথিবীদৃঢ়া—
পৃথিবীদৃঢ়া করিয়াছেন । যেন স্বঃ স্তভিতং—
যাহা দ্বারা স্বর্য্যমণ্ডল স্তভিত হইয়াছে । যো

নাকঃ—যাহাদ্বারা স্বর্গ স্তম্ভিত হইয়াছে । যঃ
অন্তরীক্ষে—যিনি অন্তরীক্ষে । রজসঃ বিমানঃ—
জলের নির্মাতা । কঠৈশ্বেদেবায় ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

বজ্রানুবাদ । যাহাদ্বারা অন্তরীক্ষ বারিপ্রদ ও
পৃথিবী দৃঢ় হইয়াছে, যাহাদ্বারা সূর্য্যামণ্ডল
স্তম্ভিত রহিয়াছে, যাহাদ্বারা নাক (স্বর্গ অর্থাৎ
দুঃখশূন্য সুখ) নিয়মিত হইয়াছে, যিনি অন্ত-
রীক্ষে জলের নির্মাতা, এমন প্রজাপতিদেব-
তাকে পূজা করি ।

এই শ্লোক যজুর্বেদের ২৩৬ ।

এ শ্লোকেও রমেশবাবুর ভুলিয়াছেন । এই
দশটি শ্লোকে রমেশবাবু ভ্রম আগামীসংখ্যায়
স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে বিশেষরূপ দেখাইয়া দিব ।

যঃ ক্রন্দসী অবসা তন্তুভানে অষ্টভ্যক্ষেতাং
মনসা রেজমানে । যত্রাধিস্বরউদিতো বিভাতি
কঠৈশ্বেদেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ । যঃ । ক্রন্দসী । অবসা । তন্তু-
ভানে । অভি । ঐ ক্ষেতান্ । মনসা । বেজ-
মানে । যত্র । অধি । স্বঃ । উদিতঃ । বিভাতি ।
কঠৈশ্বে । দেবায় । হবিষা । বিধেম্ ।

যং—যাহাকে । ক্রন্দসী—আকাশ ও
পৃথিবী । অবসা—রক্ষণেন হেতুনা, অগ্নেন,
বুষ্টিজনকেন । রক্ষণদ্বারা,—পৃথিবী অগ্নের দ্বারা
এবং আকাশ বুষ্টিদ্বারা । তন্তুভানে—প্রাণি-
জাতং স্তম্ভয়ন্তো, প্রাণিবর্গকে স্তম্ভন অর্থাৎ
দৃঢ় করিয়া, তাহাদিগকে পোষণ করিয়া ।
অষ্টভ্যক্ষেতাং আবর্গোমহত্ত্বমনেন ইতি অপঞ্চ-
তাম, আমাদিগের মহত্ব ইহা হইতে এইরূপ
জ্ঞান করা । মনসা—মনের দ্বারা । রেজ-
মানে—রাজমানে, শোভমানে, শোভমান ।
যত্রাধি—যাহা আশ্রয় করিয়া । স্বঃ—সূর্য্য ।
উদিতঃ—উদিত হইয়া । বিভাতি—শোভা
পায় । তৎপরে পূর্ববৎ ।

অবস । অবসা তন্তুভানে, রেজমানে ক্রন্দসী

যং মনসা অষ্টভ্যক্ষেতাং যত্রাধিস্বরঃ উদিতঃ সন্
বিভাতি—(তৎপরে—পূর্ববৎ) ।

বঙ্গার্থ । শোভমান, অগ্ন ও বুষ্টিদ্বারা প্রাণি-
বর্গের রক্ষক দ্বারা পৃথিবী যাহাঁকে তাহা-
দিগের মহত্ত্বের কারণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং
যাহাঁকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদিত হইয়া
শোভা পায়, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া
আমরা কাহাকে অর্চনা করিব অথবা এবশ্বিধ
“ক” বা প্রজাপতিদেবতাকে অর্চনা করি ।

এই শ্লোক যজুর্বেদের ৩২ । ৭ শ্লোক ।

আপো হ যচ্ছতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা
জনয়ন্তী রশ্মিঃ । ততোদেবানাং সমবর্ততা-
বেকঃ কঠৈশ্বেদেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ । আপঃ । হ । যৎ । বৃহতীঃ ।
বিশ্বম্ । আয়ন্ । গর্ভম্ । দধানাঃ । জনয়ন্তীঃ ।
রশ্মিঃ । ততঃ । দেবানাম্ । সম্ । অবর্তত ।
অমুঃ । একঃ । কঠৈশ্বে । দেবায় । হবিষা ।
বিধেম্ ।

আপঃ—জল । যদা—যদা । বৃহতীঃ—অপরি-
মেয় । বিশ্বম্—বিশ্বম্ । আয়ন্—প্রাপ্ত হইয়া-
ছিল । গর্ভঃ দধানাঃ—হিরণ্যগর্ভ লক্ষণ ধারণ
করিয়াছিলেন । জনয়ন্তীঃ—অগ্নিঃ—অগ্নিম্
উপলক্ষণম্ অগ্নিরূপ ভূতজাতম্ । অগ্নিরূপ
হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিল । অগ্নিশব্দে
উপলক্ষণমাত্র । তাৎ—ভূতজাত বুঝাইতেছে ।
ততঃ—তৎপরে । দেবানাম্ অমুঃ—দেবতাদের
প্রাণ অর্থাৎ প্রাণরূপ আত্মা, লিঙ্গশরীররূপ
হিরণ্যগর্ভঃ । সমবর্তত উৎপন্ন হইয়াছিল ।
তৎপরে পূর্ববৎ ।

অবস । গর্ভং দধানাঃ অগ্নিম্ জনয়ন্তী বৃহতীঃ
আপঃ যৎ বিশ্বম্ আয়ন্ ততঃ দেবানাং
একঃ অমুঃ সমবর্তত । কঠৈশ্বেদেবায় হবিষা
বিধেম্ ।

বঙ্গার্থ । অপরিমেয় জলরাশি গর্ভধারণ

করিয়া অধিক্রপ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিয়া যখন বিশ্বভূবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল তখন দেবতা-দিগের প্রাণরূপ আত্মা অর্থাৎ লিঙ্গ শরীররূপ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করির?। কিম্বা এবিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি।

এই শ্লোক যজুর্বেদের—৩২। ৭ ও ২৭। ১৫

যশ্চিদাপোঃ মহিনাপর্যাপশ্চদক্ষং দধানা জনয়ন্তি যজ্ঞম্। যো দেবেষধিদেব এক আসীৎ কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। যঃ। চিৎ। আপঃ। মহিনা। পরি অপশ্চৎ। দক্ষম্। দধানাঃ। জনয়ন্তীঃ। যজ্ঞম্। যঃ। দেবেষু। অধি। দেবঃ। একঃ। আসীৎ কঠৈ। দেবায়। হবিষা বিধেম্॥

ব্যাখ্যা। যঃ—যিনি। চিৎ—আর। আপঃ—বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ অপঃ, জল। মহিনা—মহিমা—ছান্দসোমলোপঃ স্বীয় মহিমাবারা—পর্যাপশ্চৎ—সর্বদিকে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। দক্ষং—প্রপঞ্চা-অকং বর্দ্ধিতুং প্রজাপতিং—প্রপঞ্চা অকবর্দ্ধিতু প্রজাপতি। দক্ষ শব্দে—ক্ষমতা, কুশল ব্রূয়, কিন্তু এখানে সৃষ্টিবীজ প্রজাপতি যিনি সৃষ্টি-বিষয়ে দক্ষ তাঁহাকে ব্রূহিতেছে। দধানা—ধারণ করিয়া। জনয়ন্তীর্য়জ্ঞম্—যজ্ঞ উপলক্ষণ-মাত্র—ইহাবারা তাবৎ সৃষ্টবস্ত ব্রূহিতেছে। যজ্ঞ উৎপাদন করিয়া। যো দেবেষু অধিদেবঃ একঃ আসীৎ—যিনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব-প্রধান দেবতা।

অর্থ। যঃ চিৎ মহিমা দক্ষং দধানাং যজ্ঞম-জনয়ন্তীঃ আপঃ পর্যাপশ্চৎ যঃ দেবেষু অধিদেবঃ একঃ আসীৎ ইত্যাদি।

যিনি স্বীয় মহিমার প্রভাবে সৃষ্টিবীজ ধারণ করী এবং বিধোপাদনকারী জলরাশির সর্ব-ভাগেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি সকল দেবতার মধ্যে এক অদ্বিতীয় দেবতা তাঁহাকে

ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব? অথবা এবিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি।

যজুর্বেদ ২৭। ২৬ ও ৩২। ৭

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্য জ্ঞান। যশ্চাপশ্চজ্ঞা বৃহতী-জ্ঞান কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৯ ॥

মা। নঃ। হিংসীৎ। জনিতা। যঃ। পৃথিব্যাঃ। যঃ। বা। দিবম্। সত্যধর্ম্য। জ্ঞান। যঃ। চ। অপঃ। চজ্ঞাঃ। বৃহতীঃ। জ্ঞান। কঠৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্। ৯

মানঃ হিংসীৎ আমাদিগকে যেন হিংসা না করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন। জনিতা যঃ পৃথিব্যাং—যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, জনিতা—জন-য়িতা, মজ্জ ইতি নিচোলোপঃ। যঃ বা দিবম্ জ্ঞান-যো ছালোকম্ সৃজৎ, যিনি ছালোকেব স্রষ্টা। সত্যধর্ম্য—সত্য্য ধারয়িতা—সত্যের ধারণকারী। যশ্চাপশ্চজ্ঞা বৃহতী জ্ঞান—যিনি—আনন্দদায়িনী (চজ্ঞ) ও অপরিমো জলরাশির স্রষ্টা—তৎপর পূর্ববৎ।

অর্থ। যঃ পৃথিব্যাঃ জনিতা, যঃ দিবঃ জ্ঞান, যঃ চজ্ঞাঃ বৃহতীঃ অপঃ জ্ঞান, যঃ সত্যধর্ম্য, স মা নঃ হিংসীৎ, কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম্।

বঙ্গার্থ। যিনি পৃথিবী, ছালোক ও আনন্দ-দায়িনী ও অপরিমেয় জলরাশির স্রষ্টা, যিনি সত্যের ধারয়িতা, তিনি যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন, তাহাকে ব্যতীত আমরা আর কাহার পূজা করিব কিম্বা আমরা এবিধ প্রজাপতি দেবতার পূজা করিব।

যজুর্বেদ ১২। ১০২।

প্রজাপতে ন ত্বদেতাভ্যস্তো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎকামান্তে জুহবন্তমো অর বয়ং শ্রাম পত্যো রয়ীনাং॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। প্রজাপতে। ন। ত্বৎ। এতানি

অন্তঃ। বিশ্বা। জাতানি। পরিতা। বভূব। যৎ।
কামাঃ। তে। জুহুঃ। তৎ। নঃ। অস্ত। বয়ং।
শ্রাম। পত্যঃ। রয়ীনাং।

প্রজাপতে—হে প্রজাপতি!। ন—না।
ত্বং অশ্রুঃ—তুমি ব্যতীত। এতানি বিশ্ব-
জাতানি—এই সমুদায় সৃষ্টপদার্থ। পরিতা
বভূব—নানাজাতীয়ানি বর্তমান ভূত, ভবিষ্যৎ
কালবিষয়ানি ন পরিতবিতুং সমর্থঃ, এতানি
ভূতানি অশ্রুং সংস্কৃতধাপাশক্তঃ, তুমি ভিন্ন
এই সমুদায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানকালের
নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টিপালন ও সংহার করিতে
কেহ পারে না। যৎকামান্তে জুহুঃ—তোমার
নিকট আমরা যাহা প্রার্থনা করি। তন্মো

অস্ত—তাহা আমাদের হউক। বয়ং শ্রাম
পত্যো রয়ীনাং। আমরা যেন ধনের পতি হই।
অশ্রুঃ। হে প্রজাপতে! ত্বদন্তঃ এতানি
বিশ্বজাতানি ন পরিতা বভূব। যৎকামাঃ তে
জুহুঃ তন্মো অস্ত বয়ং রয়ীনাং পত্যঃ শ্রাম।
হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত এই বিশ্ব-
ব্রহ্মাণ্ড কেহই সৃষ্টিপালন এবং সংহার করিতে
পারে না, তোমার নিকট আমরা যাহা প্রার্থনা
করি, তাহা যেন প্রাপ্ত হই, আমরা যেন ধন-
পতি হই।

যজুর্বেদ ১০।২০, ২৩৬।

ঋগ্বেদেব দশমগণ্ড ১২১ স্তব্ধ সমাপ্ত।

অথর্ববেদ ৪।১৬ ।

(১) বরুণ-স্তোত্র ।

বৃহস্পতিমধিষ্ঠাতাক্রিকাদিব পশুতি। যঃ
স্তায়ন্ মত্ততে চরন্ সৰ্বং দেবা ইদং বিজুঃ ॥১॥

পদপাঠঃ। বৃহন্। এষাম্। অধিষ্ঠাতা।
অস্তিক্যং। ইব। পশুতি। যঃ। স্তায়ন্। মত্ততে।
চরণ। সৰ্বং। দেবাঃ। ইদং। বিজুঃ।

ইনি অপরিমেয় এবং এই পৃথিব্যাদিলোকের
(এবাম্) অধিষ্ঠাতা। ইনি যেন নিকটে থাকি-
য়াই সকল বস্তু দেখিয়া থাকেন। যদি কেহ
মনে করে যে, সে গোপনে (স্তায়ন্) কোন
কার্য্য করিতেছে (চরন্), দেবতারা (এস্থলে

বরুণদেব বুঝাইতেছে) তাহা সকলেই জানিতে
পান।

যন্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বধতি যো নিলায়ং
চরতি যঃ প্রতঙ্কম্। ধৌ সন্নিদ্য বন্মন্ত্রেয়েতে
রাজা তদ্বদ বরুণস্তৃতীয়ঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। যঃ। তিষ্ঠতি। চরতি। যঃ।
চ। বধতি। যঃ। নিলায়ং। চরতি। যঃ।
প্রতঙ্কম্। ধৌ। সঃ। নিষদ্য। যঃ। মন্ত্র-
য়েতে। বুজা। তৎ। বেদ। বরুণঃ। তৃতীয়ঃ।

যদি কেহ দণ্ডায়মান থাকে, কিম্বা গমনা-
গমন করে, কিম্বা গোপনে ধীরে ধীরে গমন
করে (বধতি), কিম্বা গুপ্তস্থানে (নিলায়ং)
সভয়ে (প্রতঙ্কম্) গমন করে, বরুণ তাহা
জানিতে পারেন কিম্বা যদি ছুই জনে একত্রে
বসিয়া মন্ত্রণ করেন, বরুণ রাজা সে স্থলে যেন
তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া সমুদায়ই শুনেন।

(১) বরুণ.—বৃগোতি সৰ্বং, ইনি বিবহ তাবৎপদার্থকে
আবৃত্ত করিয়া আছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম। (বৃক্টনন্)
এই স্তোত্র সম্বন্ধে গোপেন্দ্রায় রথ বলিয়াছেন যে সমগ্র
বৈদিকসাহিত্য ঋগ্বেদের সর্বস্বতা সম্বন্ধে এমন জোরের
লেখা একপ আর দেখা যায় না। আমরা বলি যে বেদে
এরূপ স্তোত্র অনেক আছে।

উত্তরঃ ভূমিক্ষরুণত্ত রাজ উভাসৌ ধৌ-
বৃহতী দূরে অস্তা। উতো সমুদ্রৌ বরুণত্ত
কুক্ষী উতাস্মিন্নল্ল উদকে নিলীনঃ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। উত। ইয়ং। ভূমিঃ। বরুণত্ত।
রাজঃ। উত। অসৌ। ধৌঃ। বৃহতী।
দূরে। অস্তা। উত। উ। সমুদ্রৌ। বরুণত্ত।
কুক্ষী। উত। অস্মিন্। অল্ল। উদকে। নিলীনঃ।

এই ভূমি ও বরুণরাজ্য, ঐ বিস্তীর্ণ আকাশ
যাহার সৌম্যবয় পরস্পর হইতে বহুদূরে রহি-
রাছে (দূরে অস্তা) তাহাও বরুণরাজ্য, ঐ
সমুদ্রবয়ও অর্থাৎ জলসমুদ্র ও বায়ুসমুদ্র তাহার
কুক্ষি অর্থাৎ উদরের দুই পার্শ্বরূপ, অথচ
তিনি এই সাম্রাজ্য জলাশয়েতেও আছেন।

উতো যো দ্যামতিসপৎপরস্তাং স মুচ্যতৈ
বরুণত্ত রাজঃ। দিবঃ স্পশঃ প্রচরস্তীদমত্ত
সহস্রাঙ্কা অতি পশুস্তি ভূমিঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। উত। উ। যঃ। দ্যাম্।
অতিসপৎ। পরস্তাং। ন। স। মুচ্যতৈ। বরু-
ণত্ত। রাজঃ। দিবঃ। স্পশঃ। প্রচরস্তি। ইদম্।
অত্ত। সহস্রাঙ্কাঃ। অতি। পশুস্তি। ভূমিঃ।

যদি কেহ আকাশের বহির্ভাগেও পলায়ন
করে, তাহাইহলেও সে বরুণের নিকট মুক্তি
পায় না। বরুণের দূতগণ (স্পশঃ) আকাশে
বিচরণ করে এবং সহস্র চক্ষু হইয়া এই পৃথিবী
দর্শন করে।

সর্বং তদ্রাজা বরুণো বিচষ্টে যদস্তরা রোদসী
যৎপরস্তাং। সংখ্যাতা অস্ত নিমিষো জনানাম-
ক্ষানিব শ্বস্রী নিমিনতি তানি ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। সর্বং। তৎ রাজা। বরুণঃ।
বিচষ্টে। যৎ। অস্তরা। রোদসী। যৎ। পরস্তাং।
সংখ্যাতাঃ। অস্ত। নিমিষঃ। জনানাম্। অক্ষান্।
ইব। শ্বস্রী। নিমিনতি। তানি।

পৃথিবী এবং আকাশের (রোদসী) এই
অর্থে রোদসী ও ব্যবহার হয়, হিরণ্যগর্ভ স্তোত্রে
দ্রষ্টব্য। অন্তরে এবং বহির্ভাগে যাহা কিছু
আছে, বরুণরাজ্য সকলই দৃষ্টি করিয়া থাকেন।
ইহা কর্তৃক মনুষ্যদিগের চক্ষুর নিমেষ পর্য্যন্ত
গণিত হইয়া থাকে। নিপুন অক্ষক्रीড়ক
(শ্বস্রী) যে ব্যক্তি অক্ষক्रीড়া করে (শ্ব শব্দে
কুকুর বুঝায়, কুকুর ঘাতক, কোনমতে “শ্বস্রী”
এবং উহার অর্থ আত্মর বা ধনর) যেক্রপ
অংগ চালনা করে তিনি সেইরূপ এই সমু-
দায় বস্তু পরিচালনা (নিমিনোতি) করিয়া
থাকেন।

যে তে পাশাবরুণ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি
বিষিতারুণস্তঃ। সিনস্ত সর্ষে অনুতম্ বদন্তম্
যঃ সত্যবাদ্যতি তং স্বজন্ত ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। যে। তে। পাশাঃ। বরুণ। সপ্ত।
সপ্ত। ত্রেধা। তিষ্ঠন্তি। বিষিতাঃ। রুণস্তঃ।
সিনস্ত। সর্ষে। অনুতম্। বদন্তম্। যঃ। সত্য-
বাদ্যতি। তং স্বজন্ত।

যে—যে সমুদায়, তে—তোমাব, পাশাঃ—
পাশ, রুণ্। বরুণ—হে বরুণ। সপ্ত সপ্ত ত্রেধাঃ-
সাত এবং তিনি ভাঙ্গে। তিষ্ঠন্তি—আছে।
বিষিতাঃ—বিস্তৃত। রুণস্তঃ—ক্রোধযুক্ত। সিনস্ত
বন্ধন করুক। সর্ষে—সকল। অনুতমবদন্তম্—
মিথ্যাবাদীদিগকে। যঃ সত্যবাদতি—যে সত্য
বলে। তং স্বজন্ত—তাহাকে পরিত্যাগ করুক
(স্বজ—বৈদিকভাষায় পরিত্যাগ করাও বুঝায়)

হে বরুণ! তোমার ক্রোধযুক্ত বিনাশকারী।
পাশ যাহা সপ্ত সপ্ত এবং তিন তিনভাঙ্গে
বিস্তৃত রহিয়াছে, উহা মিথ্যাবাদীদিগকে বন্ধন
করুক কিন্তু সত্যবাদীদিগকে যেন পরিত্যাগ
করে।

সামবেদান্তর্গত বিবাহমন্ত্র ব্যাখ্যা ।

বর্তমান সময়ে বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া বড়ই গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। একালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের মধ্যে প্রায় কেহই বেদান্তিক নহেন। সুতরাং বেদান্তের অজ্ঞতাবশতঃ পুস্তকে ভুলই হউক বা ঠিকই হউক যাহা লিখিত থাকে তাহাই পাঠ করিয়া থাকেন।

আমি ইতিমধ্যে কোন বিবাহে গিয়া দেখিলাম পুরোহিতদ্বয় অর্হণা পুত্রবাসনা এবং অর্হণা পুত্রবাসনা এই লইয়া প্রবল বিরোধ বাধাইয়া বাসিয়াছেন। ফলতঃ ওটী পুত্র বাসনা বা পুত্রবাসনা এ দুইয়ের কিছুই নহে। ওটী পুত্রবাসনা।

আমি সেই দিবস স্থির করিলাম যে বেদান্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মন্ত্র সমুদায়ের ব্যাখ্যা করিয়া জন-সমাঙ্গে প্রকাশিত করিব, আজ সেই ইচ্ছা কায়ে পরিণত করিতে বাসিলাম। ভরসা করি সহৃদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ আমাব এই প্রবন্ধগুলি অমুগ্রহপূর্বক একবার পাঠ কারবেন।

ওঁ অর্হণা পুত্রবাসনা ধেনুভবদ্যমে সানঃ পয়স্বতী দুহা মুত্তরা মুত্তরাং সমাং ।

অর্থঃ। মে অর্হণা পুত্রবাসনা য ধেনুঃ অভবৎ বা পয়স্বতী উত্তরামুত্তরাং সমাং নঃ দুহাং মনোরথান্ ইতি শেষঃ ।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মে মম অর্হণা পুত্রনীর্য পুত্রবাসনা হৃদ্ধাধি দানেন পুত্রপালনকারিণী বা পুর্কোন্মিথিত বিশেষণেন বিশেষিতা ইত্যর্থঃ ধেনুঃ গোঃ অভবৎ প্রজাপালনার্থং পূর্বমুৎপন্ন ইত্যর্থঃ সা পূর্কোক্ত যচ্ছবপ্রতিপাদ্য পয়স্বতী বহুহৃদ্যসম্পন্ন উত্তরা মুত্তরাং সমাং উত্তরোত্তর-বৎসরান্ ব্যাপ্য ন-অস্বাৎ মনোরথান্ দুহাং তুপুয় ।

বঙ্গাহুবাদ। আমার পুত্রনীর্য এবং হৃদ্ধা-দিদানদ্বারা পুত্রপালনকারিণী যে গাভী প্রজা-পালনার্থ পূর্বে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, বহুহৃদ্য প্রসবিত্রী সেই গাভী উত্তরোত্তর বৎসর সমু-দায়ে আমাদের মনোরথ সফল করুন।

১। অর্হণা অর্হ পুত্রায়াং কর্মাণি অনঃ।

১। পুত্রবাসনা পুত্রবাসং সীদতি গচ্ছতি ইতি-গত্যর্থবাৎ সদ্ভাতোঃ ড প্রত্যয়ঃ। ততঃ টিলোপঃ। ৩। য—যচ্ছবস্ত প্রথমান্ত প্রয়োগো-ইয়ং জীলিঙ্গবিহিতঃ। ছান্দসত্বাৎ হ্রস্বঃ। ৪। মে—সম কর্তরি যজী। ৫। পয়স্বতী—ভূমার্ধে বৎপ্রত্যয়ঃ। ৬। দুহাং—দুহতাং ছান্দসত্বাৎ তলোপঃ। ৭। উত্তরা উত্তরাং—সমামিত্যন্ত বিশেষণ বিশেষণ পদদ্বয়ং, বীপ্সায়াং দ্বিভাবঃ।

ওঁ ইদ মম মিত্যং পদ্যাং বিরাজমস্মা-দ্যাদ্যাদিতিষ্ঠামি ॥ ২ ॥

অর্থঃ। অহং ইদং বিরাজং ইমাং পদ্যাং অস্মাদ্যাদি অধিতিষ্ঠামি ॥ ২ ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। ইদং বিরাজং আসনং ইমাং পদ্যাং পাদপদবীঃ অস্মাদ্যাদি অন্নভোজ-নায় পশ্চাত্ত্বক মধুপর্কাদি ভোজনায় ইত্যর্থঃ অধিতিষ্ঠামি আক্রমামি ॥ ২ ॥

বঙ্গাহুবাদ। আমি মধুপর্কাদি ভোজনের নিমিত্ত এই আসনে এবং এই চিত্রিত পাদচিহ্ন সকলের উপর অধিষ্ঠিত হইলাম ॥ ২ ॥

১। বিরাজং—বিশেষণে রাজভেদেহ্মিন্ ইতি অধিকরণে অপ্রত্যয়ঃ। ২। পদ্যাং—পদভ্যাং হিতাং ইতি য প্রত্যয়ঃ। ৩। অস্মা-দ্যাদি—অদ্ ভোজনে ইতি ধাতোর্ভাবে য প্রত্যয়েন অদ্যং। অন্নত্ব অদ্যং ভোজনং তন্মৈ তাদর্থে ঐদী।

ওঁ বা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্ষ্বীঃ শর বিচ-
ক্ষণাত্মা মহু মস্মিন্ আসনোচ্ছিত্রাঃ শর্ম
যচ্ছত ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ। সোমরাজ্ঞীঃ বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ
যাঃ ওষধী তাঃ অস্মিন্ আসনে অচ্ছিত্রাঃ
(সত্যঃ) মহাঃ শর্ম যচ্ছত ॥ ৩ ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সোমরাজ্ঞীঃ চন্দ্রদেবভাণ্ডাঃ
ওষধীশো নিশাপতি রিত্যমরঃ। বহ্বীঃ নানা-
প্রকারাঃ শতবিচক্ষণাঃ শতমুখাঃ শতহানেন
দীপ্তিফুরণাৎ অস্তাঃ শতমুখং ব্যাজ্যতে। যা
ওষধী তাঃ অস্মিন্ মম আধাররূপে আসনে
অচ্ছিত্রাঃ নিরন্তরাঃ সত্যঃ সর্বদা বর্তমানা
ইত্যর্থঃ মহাঃ শর্ম স্ত্বং যচ্ছত দদত।

বঙ্গানুবাদ। চন্দ্রদেবত নানা প্রকারে শত-
মুখী ওষধিবর্গ এই আসনে সর্বদা বর্তমান
থাকিয়া আমাকে স্ত্ব প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

১। সোমরাজ্ঞীঃ—সোমশক্তা রাজা যাসাং
তাং ॥ ২। শতবিচক্ষণাঃ—বিশেষণ আখ্যা-
য়তেনেন ইতি বিচক্ষণং মুখ শতং বিচক্ষণং
যাসাং তাঃ।

ওঁ বাঃ ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্ষ্বীতাঃ পৃথিবী
মহু তা মহু মস্মিন্ পাদয়োচ্ছিত্রাঃ শর্ম
যচ্ছত ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ। যাঃ সোমরাজ্ঞীঃ পৃথিবী মহু
বিষ্টিতাঃ তাঃ অস্মিন্ পাদয়োঃ অচ্ছিত্রাঃ শর্ম
যচ্ছত ॥ ৪ ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সোমরাজ্ঞীঃ চন্দ্রদেবভাণ্ডাঃ
পৃথিবী মহু পৃথিব্যাং বিষ্টিতাঃ বিশেষণ স্থিতাঃ
যা ওষধীঃ তাঃ অস্মিন্ আসনে পাদয়োঃ
চরণয়োঃ অধস্তাৎ ইতিশেষ অচ্ছিত্রাঃ নিরন্তরাঃ
সত্যঃ শর্ম স্ত্বং যচ্ছত দদত মহামতি শেষ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ওষধি সকল চন্দ্রদেবভাণ্ডক
এবং সর্বদা পৃথিবীর উপরিভাগে বর্তমান
সেই ওষধি সকল আসনোপরি পাদদ্বয়ের

নিম্নদেশে অবস্থানপূর্বক আমাকে স্ত্ব প্রদান
করুন ॥ ৪ ॥

১। পৃথিবীঃ—অনুগত যোগে দ্বিতীয়া।

ওঁ যতো দেবাঃ প্রতি পশ্যাম্যাপত্ততো মা-
গ্ধকিরাগচ্ছতু ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ। হে আপঃ! যতো দেবীঃ প্রতি-
পশ্যামি ততঃ গ্ধকিঃ মা আগচ্ছতু ॥ ৫ ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে আপঃ! তোঃ জলানি
যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ দেবীঃ যুস্মান্ প্রতিপশ্যামি
ভক্তিবাবেন সমীক্ষে ততঃ তস্মাৎ কারণাৎ
গ্ধকিঃ সমৃদ্ধিঃ মা মাং আগচ্ছতু প্রাপ্নোতু।
তপসা মনসা বাগ্ভিঃ পূজিতা বলিকর্মভিঃ
তুষ্যন্তি শমিনাং নিতাং দেবতাঃ। সন্তুষ্টাঃ
অভীপ্সিত ফলানি যচ্ছন্তি ইতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে জল সকল! যেহেতু
আমি তোমাদিগকে ভক্তভাবে দর্শন করি-
তেছি সেই হেতু আমাকে সমৃদ্ধি প্রদান কর ॥ ৫ ॥

১। মা—মাং ইত্যন্যস্থানে মা আদেশঃ।

ওঁ সযাঃ পাদমবনে নিজেহস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং
দধে ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ। (অহং) সযাঃ পাদং অবনে নিজে
অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে ॥ ৬ ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং সযাঃ পাদং বামং
চরণং অবনে নিজে প্রক্ষালয়ামি অস্মিন্ রাষ্ট্রে
রাজ্যে শ্রিয়ং লক্ষ্মীং দধে নিবেশয়ামি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি বামপাদ প্রক্ষালন
করতঃ এই রাজ্যে লক্ষ্মীর নিবেশ করিলাম ॥ ৬ ॥

১। অবনে নিজে—অবপূর্ণাং নিজধাতোঃ
যঙ্লুগস্তাৎ লটঃ উত্তম পুরুষৈক বচনম্।

ওঁ দক্ষিণং পাদমবনে নিজেহস্মিন্ রাষ্ট্রে
শ্রিয়মাবেশয়ামি ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ। (অহং) দক্ষিণং পাদং অবনে
নিজে অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং আবেশয়ামি ॥ ৭ ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং দক্ষিণং পাদং চরণং

অবনে নিজে প্রকাশয়ামি তথা। অগ্নি রাষ্ট্রে
প্রিয় লক্ষ্মীং আবেশয়ামি আদধামি। ৭।

বঙ্গাহ্বাদ। আমি দক্ষিণপাদ প্রকাশন
কবতঃ এই রাজ্যে লক্ষ্মীর নিবেশ করিলাম। ৭।

ও পূর্বমন্ত্রমপরমন্ত্র মুভৌপাদারবনেনিজে
রাষ্ট্রত্যাগ অভয়স্তাবরুদ্যে। ৮।

অর্থঃ। রাষ্ট্রস্ত অদ্যৈ (তথা) অভয়স্ত
অবরুদ্যে পূর্বঃ অস্ত্রং অপরাং অস্ত্রং (এতৌ)
উভৌ পাদৌ অবনে নিজে। ৮।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং রাষ্ট্রস্ত রাজ্যস্ত অদ্যৈ
সমুদ্যায়ঃ তথা অভয়স্ত ভীতাব্যস্ত অবরুদ্যৈ
ময়ি অবরোধায় লাভায় ইতি যাবৎ পূর্বঃ প্রথমং
অস্ত্রং বামং অপরাং অস্ত্রং দক্ষিণং এতৌ উভৌ
পাদৌ অবনে নিজে প্রকাশয়ামি। ৮।

বঙ্গাহ্বাদ। আমি রাজ্যের মঙ্গলনিমিত্ত
এবং নিজের অভয়লাভার্থ প্রথমে বাম এবং
তদন্তর দক্ষিণ এই উভয়পাদ প্রকাশন করি-
লাম। ৮।

ও অগ্নস্ত রাষ্ট্রীরসি রাষ্ট্রীশ্বে ভূয়াসম্। ৯।

অর্থঃ। (তং) অগ্নস্ত রাষ্ট্রিঃ অসি তে
(প্রসাদাৎ অহমপি) রাষ্ট্রিঃ ভূয়াসং। ৯।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। তং অগ্নস্ত রাষ্ট্রিঃ দীপ্তি-
কারণং অসি ভবসি। তে তব প্রসাদাৎ অহ-
ংহাৎ অহমপি রাষ্ট্রিঃ দীপ্তিসম্পন্ন ভূয়াসং
ভবসি। ৯।

বঙ্গাহ্বাদ। তুমি অগ্নের দীপ্তিকারণ আমি
ও তোমার অহুগ্ৰহে দীপ্তিসম্পন্ন হইব। ৯।

ও যশোহসি যশোময়ি ধেহি। ১০।

অর্থঃ। (তং) যশঃ অসি (অতঃ) ময়ি
যশঃ ধেহি। ১০।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। তং যশঃ কীর্ত্তিস্বরূপঃ অসি
ভবসি। অতঃ কারণাৎ ময়ি যশো ধেহি অর্পয়। ১০।

বঙ্গাহ্বাদ। যেহেতু তুমি যশঃ স্বরূপ সেই
হেতু আমাতে যশ অর্পণ কর। ১০।

ও যশসো যশোহসি। ১১।

অর্থঃ। (তং) যশসঃ যশঃ অসি। ১১।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। তং যশসঃ কীর্ত্তিসংক্রান্তম্

যশঃ কীর্ত্তিস্বরূপঃ অসি ভবসি। ১১।

বঙ্গাহ্বাদ। তুমি কীর্ত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কীর্ত্তি-
স্বরূপ। ১১।

১। যশসঃ—যশঃ শব্দাৎ অর্শ্ আদিহাৎ অচ্
প্রত্যয়ঃ ততঃ স্থপাং স্থপ্ ইত্যনেন ষষ্ঠ্যন্তস্ত
প্রথমাস্তথা।

ও যশসো ভক্ষোহসি মহসো ভক্ষোহসি
ত্রীর্ভক্ষোহসি প্রিয়ং ময়ি ধেহি। ১২।

অর্থঃ। (তং) যশসঃ ভক্ষ্যঃ অসি মহসঃ
ভক্ষ্যঃ অসি শ্রীঃ ভক্ষ্যঃ অসি ময়ি প্রিয়ং
ধেহি। ১২।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। তং যশসঃ যশঃ কারণাৎ
মমভক্ষ্যঃ অসি ভবসি তথা মহসঃ তেজোলাভার্থং
মম ভক্ষ্যঃ অসি শ্রীঃ স পতি প্রাপ্তে ভক্ষ্যঃ অসি
ময়ি প্রিয়ং লক্ষ্মীং ধেহি অর্পয়। ১২।

বঙ্গাহ্বাদ। হে মধুপর্ক! আমি তোমাকে
কীর্ত্তিলাভের জন্য এবং প্রভূত তেজোলাভের
নিমিত্ত এবং বিশিষ্ট সম্পত্তিলাভার্থ ভক্ষণ
করিতেছি আমাতে লক্ষ্মী অর্পণ কর। ১২।

১। যশসঃ—স্থপাং স্থপ্ ইত্যনেন চতুর্থ
স্তস্ত ষষ্ঠ্যন্ততা। ২। মহসঃ—স্থপাং স্থপ্ ইতা-
নেন চতুর্থ্যন্তস্ত ষষ্ঠ্যন্ততা। ৩। শ্রীং—চতুর্থ-
স্তস্ত প্রথমাস্ততা।

ও মুগ্ধং গাং বক্রগপাশাদ্বিষন্তং মেহভিধেহি
তং জহ মুঘা চোভয়োকংস্বজ গা মজ্জু তুগানি
পিবতুদকং। ১৩।

অর্থঃ। বক্রগপাশাং গাং মুগ্ধং (তথা)
অভিধেহি তং মে অমুঘা চ উভয়োঃ বিষন্তং জহি
(ততঃ) গাং উৎস্বজ তুগানি অতু উদকং
পিবতু। ১৩।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে নাপিত! তং বক্র-

পাশাং বরুণদৈবতাং পাশাং গাং মুকুতাজ ।
তথা-তাং অভিধেহি কথং কিমিত্যাঙ্কায়ামাহ
হে গোঃ । অং মে মম চ তথা-অমুয়া কত্মা
সম্প্রদাতুঃ এতয়োঃ উভয়োঃ দ্বিবস্তং শক্রং জহি
বিনাশয় । ততঃ গাং উৎসজ যথেষ্টং পর্য্যটিতুঃ
বিস্জ সা তৃণানি গ্রাসান্ অতু ভক্ষয়তু তথা
উদকং জলং পিবতু । ১৩ ।

বঙ্গাহ্ববাদ । হে নাপিত ! তুমি বরুণদৈবত
রজ্জু হইতে গরুকে মুক্ত কর । এবং তাহাকে
বলিমা দাও যে আমার এবং এই কত্মা সম্প্র-
দাতার শক্রবর্গ বিনষ্ট করুন । পরে তাহাকে
ইচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিবার জন্ত ছাড়িয়া দাও ।
সে তৃণ ভক্ষণ এবং জলপান করুক ।

১। জহি—হনু ধাতোঃ লোট মধ্যম পুরু-
বৈক বচনম্ ।

ঔ মাতারুদ্রাণাং হ্রিতাবস্থনাং স্বসাদিত্যানা
মমৃতস্ত নাভিঃ প্রহবোচং চিকিত্তুবে জনায় মা
গা মনাগা মদিতিং বধিষ্ট । ১৪ ।

অর্থঃ । (অহং) প্রহবোচং (যা ইয়ং)
রুদ্রাণাং মাতা বস্থনাং হ্রিতা আদিত্যানাং
স্বসা অমৃতস্ত নাভিঃ (তাং ইমাং) অদিতিং
অনাগাং পাং চিকিত্তুবে জনায় (মহং) মা
বধিষ্ট । ১৪ ।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা । অহং প্রহবোচং প্রাক্র-
বানস্মি যৎ যা ইয়ং রুদ্রাণাং তদাখ্য দেবতা
বিশেষণাং মাতা জননী বস্থনাং হ্রিতা কত্মা
আদিত্যানাং স্বসা ভগিনী তথা অমৃতস্ত মৃতস্ত
নাভিঃ উৎপত্তিকারণঃ মৃতস্ত অমৃতত্বং শৃগাল

কুকুরদংশিতস্ত ভক্ষণাং প্রসিদ্ধং । তাং ইম
ঐন্দ্রশোপকার সাধিকাং পূজনীয়াং অদিতি
অধস্তিতাং অনাগাং অপরাধশূভাং গাং চিকিত্তু
জ্ঞানসম্পন্নায় জনায় মহং মদর্থ মিতার্থং ;
বধিষ্ট ন হিংসীঃ । মধুপর্কদানার্থং গোবধ
কলৌ নিষিদ্ধঃ । তথাচ মধুপর্কে পশেবধঃ ।
শৃঙ্গেষু দাস গোপালকুল মিত্রাদিনীরিণাং ভোজ্যা-
নতা গৃহস্থ্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ ইত্যাদীন্তভিধায়
এতানিলোকগুণ্ডার্থং কলরাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্তিতানি কন্ধ্যাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বৃধেঃ ।
সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদভবেদিত
সান্নদীর পুরাণং । ১৪ ।

বঙ্গাহ্ববাদ । আমি বলিতেছি যে বিনি
রুদ্রদিগের মাতা বহুদিগের কত্মা আদিত্যবর্ণের
ভগিনী অমৃতের * উৎপত্তিকারণ তাহাকে
তাদৃশ মহোপকারসাধিকা পূজনীয়া এবং অপ-
রাধশূভা গরুকে জ্ঞান সম্পন্ন আমায় জন্ত বধ
করিও না । ১৪ ।

১। অনাগাং—ছান্দসত্বাং সলোপঃ ।

ইতি সামবেদিনাং সম্প্রদানবিধেঃ
বৈদিক মন্তব্যার্থা সমাপ্তা ।

ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ ।

* শৃগাল কুকুরে দংশন করিলে তাহাকে যদি
পর্যাপ্তপরিমাণে ঘৃত খাওয়ানো যায় তাহাইলে তাহা
বিষ বিনষ্ট হয় । এই ব্যবহার দ্বারা মৃতের যে অমৃত
আছে তাহা স্পষ্টই অমৃত হইতে পারে ।

আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদ ।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ।

সকলেই জানেন, ঈশ্বর জগতের কারণ । কিন্তু কিরূপ কারণ, তাহা অতি অল্প লোকে জানে । কুন্তকার কলসের একরূপ কারণ, মৃত্তিকা কলসের অগ্ররূপ কারণ ; ইহাব মধ্য ঈশ্বর জগতের কোনরূপ কারণ ? অথবা নৃত্য (মাকড়সা) যেমন স্বশরীরের দ্বারা স্ববিস্তৃত জালের সমবায়ী কারণ এবং স্বতঃ নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ঈশ্বর কি সমবায়ী কারণ এবং নিমিত্ত কারণ ?—সৃষ্টিব পূর্বের জগৎ কি ছিল ? কিরূপেই বা জগতের সৃষ্টি হইল ? ইত্যাদি প্রশ্নেব সন্দেহ উত্তর ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ-প্রপাঠকে “আরুণি শ্বেতকেতুসংবাদে” যুক্তি-যোগে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । তাই এই প্রস্তাবেব অবতারণা করিলাম ।

“শ্বেতকেতুর্হীকণেয় আস । তং হ পিতো-বাচ । শ্বেতকেতো ! বস ব্রহ্মচর্য্যম্ । ন বৈ সোম্যাম্মং কুলীনোহননুচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভব-তীতি” ।”

পদপাঠঃ । শ্বেতকেতুঃ । হ । আরুণেয়ঃ । আস । তং । হ । পিতা । উবাচ । শ্বেতকেতো । বস । ব্রহ্মচর্য্যং । ন । বৈ । সোম্য । অম্মং কুলীনঃ । অননুচ্য । ব্রহ্মবন্ধুঃ । ইব । ভবতি । ইতি ।

বিষমপদব্যাখ্যা । শ্বেতকেতু—জটনৈক বিদ্যা-র্থীর নাম । হ ঐহিক পারস্পর্য্যোপদেশ—প্রসিদ্ধি আরুণেয়—আরুণির পুত্র । ব্রহ্মচর্য্যং অধ্যয়নের অস্ত্র সোম্য সোমবৎ (চন্দ্রবৎ) প্রিয়দর্শন । মেহসূচক সোধোদন । অম্মংকুলীনঃ—আমাদের বংশজাত । জ্ঞাতি । অননুচ্য—নঞপূর্ব্বক—অনু-পূর্ব্বক-বচ্ছাভ্যাসে সন্তোষ স্থানীয় যপ্ । শিক্ষাদি ষড়ঙ্গসহিত বেদ অধ্যয়ন না করিয়া । ব্রহ্মবন্ধুঃ—

ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণ) বন্ধুঃ (পিতা) যন্ত সঃ । যাহার পিতা ব্রাহ্মণ ; কিন্তু সে কখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহাকে ব্রহ্মবন্ধু বলে । দ্বিতীয় হ ও বৈ বাক্যাঙ্গকারে । অনেক স্থলে হ বলিতে আনন্তর্য্য্য হইবে ।

অমুবাদ । এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে—(পূর্ব্ব-কালে) আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন । (একদা) তাঁহার পিতা আরুণি তাঁহাকে বলিলেন, শ্বেতকেতো ! অধ্যয়নের অস্ত্র গুরুগৃহে বাস কর । হে সোম্য ! আমাদের বংশে কেহ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন না করিয়া ব্রাহ্মণবন্ধু হন না, অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিহীন হইয়া কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়া সম্ভব থাকেন না ।

সহ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্দান্ বেদানবীতঃ মহামনা অনুচানমানীন্তক এয়ায় । তং হি পিতোবাচ শ্বেতকেতো ! যম্ ! সোমোদং মহামনা অনুচানমানী স্তকোহস্ত্যত তমাদেশম-প্রাক্ষ্যো যেনাক্রতং শ্রতং ভবত্যমতং মতম-বিজ্ঞাতবিজ্ঞাতমিতি ।

পদপাঠঃ । সঃ । হ । দ্বাদশবর্ষঃ । উপেত্য । চতুর্বিংশতিবর্ষঃ । সর্দান্ । বেদান্ । অবীতঃ । মহামনাঃ । অনুচানমানী । স্তকঃ । এয়ায় । তং । হি । পিতা । উবাচ । শ্বেতকেতো । বৎ । যম্ । সোম্য । ইদং । মহামনাঃ । অনুচানমানী । স্তকঃ । অসি । উত । তং আদেশঃ । প্রাক্ষ্যঃ । যেন । অক্রতং । শ্রতং । ভবতি । অমতং । মতং । অবি-জ্ঞাতং । বিজ্ঞাতং ইতি ।

বিষমপদব্যাখ্যা । মহামনাঃ—মহৎ (গম্ভীরং) ছরবগাহমিতি যাবৎ) মনো যন্ত সঃ । মহসা যাহার মনের ভাব বুঝা যায় না । অনুচান-

মানী—আত্মনিম্নানং পণ্ডিতঃ মন্তত ইত্যেবং
শীলং বন্ত সঃ। যে আপনাকে সাক্ষোপাঙ্গ বেদা-
ধারী পণ্ডিত মনে করে। স্বরূপঃ—উদ্ধত।
এয়ায়—আ—ই—লিটোরূপং। আসিয়াছিলেন।
মু—সম্বোধনে, হে। আদেশঃ—আদিপ্ততে (উপ-
দিষ্টতে) অসৌ। উপদেশের বিষয়, উপদেষ্টব্য।
অপ্রাক্যঃ—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। মন্তং—
তর্কিত, মানা।

অমুবাদ। দ্বাদশবর্ষের শিশু খেতকেতুগুরু-
গৃহে গমনপূর্বক সমগ্র বেদধ্যয়ন করিয়া চতু-
র্বিংশতি বৎসর বয়সে গম্ভীর, পণ্ডিতম্ভ্র ও
উদ্ধত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর
পিতা পুত্রকে বলিলেন, হে সোম্য! খেতকেতো!
তুমি (লেখাপড়া শিখিয়াও) গম্ভীর, পণ্ডিতা-
ভিমাত্রীও উদ্ধত হইয়াছে; তুমি কি গুরুর
নিকট সে উপদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলে? যে উপদেশ শ্রুত হইলে অথ অশ্রুত
শ্রুত হয়, যে উপদেশ তর্কিত হইলে অথ অত-
র্কিত তর্কিত হয় এবং যে উপদেশ জ্ঞাত হইলে
যাবতীয় অজ্ঞাত জ্ঞাত হওয়া যায়!—অর্থাৎ
যাহা শুনিবে আর কিছু শুনিবার আবশ্যক হয়
না। যাহা অজ্ঞান বলে মানিলে আর কিছু
মানিতে হয় না এবং যাহা জানিলে কিছুই
অজ্ঞাত থাকে না?

আভাষ। খেতকেতু পিতার এই অদ্ভুত
কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ কখন
হইতে পারে না, যে এক বিষয় জ্ঞানিলে অথ
বিষয় আর জানিতে হয় না। তাই আকুলহৃদয়ে
বলিলেন।

“কথং মু ভগবঃ। স আদেশো ভবতীতি”?

হে ভগবন্! সে আদেশ কি রকম? আর কি
বলিলেন।

যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং
বিজ্ঞাতং শ্রাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং

মৃত্তিকৈত্যেব সত্যং যথা সৌম্যৈকেন লোহমণিনা
সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং শ্রাৎ। বাচারম্ভণং
বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্। যথা
সৌম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কাষ্ঠায়সং
বিজ্ঞাতং শ্রাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং
কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্। এতং সোম্য! স
আদেশো ভবতীতি॥

পদপাঠঃ। যথা। সোম্য। একেন। মৃৎ-
পিণ্ডেন। সর্বং। মৃন্ময়ং। বিজ্ঞাতং। শ্রাৎ।
বাচ। আরম্ভণম্। বিকারঃ। নামধেয়ং।
মৃত্তিকা। ইতি। এব। সত্যম্। যথা। সোম্য।
একেন। লোহমণিনা। সর্বং। লোহময়ং।
বিজ্ঞাতং। শ্রাৎ। বাচ। আরম্ভণম্। বিকারঃ।
নামধেয়ং। লোহাং। ইতি। এব। সত্যম্। যথা।
সোম্য। একেন। নখ-নিকৃন্তনেন। সর্বং।
কাষ্ঠায়সং। বিজ্ঞাতং। শ্রাৎ। বাচারম্ভণম্।
বিকারঃ। নামধেয়ম্। কৃষ্ণায়সং। ইতি। এব।
সত্যম্। এতং। সোম্য। সঃ। আদেশঃ। ভবতি।
ইতি।

বাখ্যা। একেন—কেবল। মৃৎপিণ্ডেন—
মৃত্তিকাসমূহদ্বারা। মৃন্ময়ং—মৃত্তিকার বস্তু।
বাচা—“বাচেতি তৃতীয়া ষষ্ঠার্থ ত্রুটব্যঃ” ইতি
আনন্দগিরি। বাক্যের। আরম্ভণম্—অবলম্বন।
ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর ব্যাখ্যা
করিয়াছেন—“বাচারম্ভণং বাগালম্বনম্”। কিন্তু
শারীরকভাষ্যে লিখিয়াছেন, “বাচৈব কেবল-
মস্তীত্যারম্ভণভ্যন্তে বিকার” ইতি। ইহার ব্যাখ্যা
স্থলে গোবিন্দানন্দ টীকায় লিখিয়াছেন, “বাগা-
রম্ভণং নাম মাত্রং বিকার” ইতি। এই মতে বাচ-
রম্ভণং—এই বাক্যের অর্থ বাক্যের দ্বারা উৎ-
পাদিত। বিকারঃ—প্রকৃতির অথ আকারে
পরিণতি। যেমন ঘট মৃত্তিকার বিকার; কেমন
মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হয়। নামধেয়ম্—নাম।
সত্যম্—“সত্যত্বঞ্চ ত্রিকালাব্যাহৃত্যং” ইতি

বেদান্তিনঃ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে
যাহা অস্ত্রাণী হয় না। তাহার নাম সত্য।
লৌহমণি—সুবর্ণদ্বারা। নথবিকৃত্তনেন—“নথ-
নিকৃত্তনেনোপলক্ষিতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেন ইত্যর্থঃ।
অর্থাৎ নথনিকৃত্তন শব্দের অর্থ নথচ্ছেদক অস্ত্র-
বিশেষ (নরুণ) হইলেও এখানে লক্ষণা বলে
লৌহ বৃত্তিতে হইবে। কৃষ্ণায়সং—কৃষ্ণায়সের
বিকার, লৌহের বস্তু।

অমুবাদ। হে সোম্য! যেমন কেবল মৃত্তিকা
অবগত থাকিলে সমস্ত মুগ্ধ বস্তু অবগত হওয়া
যায়। মৃত্তিকারের (ঘটাদি) নাম বাক্যের অব-
লম্বন মাত্র। মৃত্তিকারও মৃত্তিকা—এই টুকুই
কেবল সত্য। হে সোম্য! যেমন কেবল সুবর্ণ
চিনা থাকিলে সমস্ত (কটক কুণ্ডলাদি) সুবর্ণ-
নয় বলিয়া চিনা যায়। সুবর্ণবিকারের (কটক)
(কুণ্ডলাদি) নাম (লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির
উপায় ভূত) বাক্যাবলম্বন মাত্র। উহার সুবর্ণ-
নামই কেবল সত্য। হে সোম্য! যেমন এক
লৌহ জানা থাকিলে সমস্ত (ছুরি, কাঁচি
প্রভৃতি) লৌহময় বলিয়া জানা যায়। লৌহ-
বিকারের (ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি) নাম বাক্যের
অবলম্বন মাত্র। লৌহই কেবল সত্য। হে
সোম্য! এইরূপ সে আদেশ অর্থাৎ এই প্রকার
একমাত্র সত্য ভূতবস্তুর উপদেশ জানা থাকিলে
মিথ্যা ভূত সমস্ত বিকৃত বস্তু জানা হয়।

তাৎপর্য—মৃত্তিকা সত্য, ঘট, পট মিথ্যা।
ইহা বৃত্তিতে হইলে সত্য ও মিথ্যা শব্দের অর্থ
বেশ করিয়া বোঝা উচিত! বিবমপদব্যাখ্যা
স্থলে বলিয়াছি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে
যাহার বাধ হয় না, তাহাই সত্য। আর এই
কালত্রেয় যাহার বাধ হয়, তাহা মিথ্যা। সত্য
শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিশেষণেও ঐ অর্থ বোঝা
যায়। অস্মৃৎ উত্তর শত্ প্রত্যয় করিয়া সং-
হায়। অস্মৃৎ একপরিণাম ধাতু। বস্তুগত

সং, বিদ্যমান ও বর্তমান এক পরিণাম। সদেব
সত্যং স্বার্থিক তত্ত্বিত প্রত্যয়ের যোগে নিম্পন্ন।
অতএব সত্যের অর্থও যা, সত্যের অর্থও তাই।
অর্থাৎ সত্য বলিতেও বিদ্যমান বা বর্তমান।
এ বিদ্যমান কোন কালে?—অতীতে বর্তমানে
বা ভবিষ্যতে? অবয়বশক্তির দ্বারা কোন কালে
বিশেষের উপলক্ষনা হওয়ায় সকল কালেই
যাহা বিদ্যমান, তাহাই সত্য বলিতে হইবে।
সত্তা-বিশিষ্টই সং এবং সত্তা ইহা সর্ববাদি-সম্মত
সাধারণেও জানে যাহা কদাচ অস্ত্রাণী হয়
না, তাহাই সত্য, আর যাহা ঠিক থাকে না,
তাহাই মিথ্যা। এখন দেখ—অতীত কালে
(ঘটস্থতির পূর্বে ঘট থাকে না, ভবিষ্যৎ ধ্বংস-
কালেও ঘট থাকে না,—থাকে কেবল বর্তমান
কালে। কালত্রেয় উহার অস্তিত্ব বাধিত হও-
য়ায় ঘট অসত্য ভূতবস্তু। ঘট-স্থতির পূর্বেও
ঘট মাটি, ঘট ধ্বংসের পরেও ঘট-মাটি, এবং
ঘটের সমকালেও, ঘট মাটি। মৃত্তিকায়
অস্তিত্বের বাধ কোনকালে নাই, তাই ঘটের
মৃত্তিকা সত্য, ঘটের ঘট মিথ্যা।

শ্রীমন্মথসুন্দর সরস্বতীর অভিপ্রায়—যাহা
কাল, দেশ কিম্বা বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (বিভক্ত)
তাহাই মিথ্যা। ঘট স্থতির পূর্বে ঘটের অস্তিত্ব
থাকে না, ধ্বংসকালেও অস্তিত্ব থাকে না, থাকে
কেবল ছই চারি দিন মধ্যকালে; এইরূপে
কালের পরিচ্ছন্ন থাকায় ঘটকে কাল পরিচ্ছিন্ন
বলা যায়। মৃদবস্তু মাত্রই কোন না কোন
দেশে থাকে, সকলদেশ তাহার অধিকরণ হয়
না। ঘট যে দেশে থাকে সেই দেশই তাহার
অধিকরণ। অতএব ঘটকে দেশ পরিচ্ছিন্নও
বলা যাইতে পারে। স্বগত, সজাতীয় ও বিস্ব-
জাতীয়—এই ত্রিবিধভেদের নাম বস্তু পরিচ্ছিন্ন।
উক্ত ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্টই বস্তু পরিচ্ছিন্ন। স্থল
কথা—আপনাতে যে আপনার ভেদ তাহাই

স্বগতভেদ। যেমন বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-ফল-গত ভেদ সমান জাতির মধ্যে যে পরস্পরের ভেদ তাহার নাম স্বগতভেদ। যেমন আত্র বৃক্ষ ও বৃক্ষ, পনস বৃক্ষ ও বৃক্ষ উভয়ের স্বজাতি। অথচ পরস্পরে পরস্পরের ভেদ আছে, সেই ভেদকে সমাজীয়ভেদ বলা যাইতে পারে। বিরুদ্ধ জাতি বস্তুরয়ের যে পরস্পরে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। যেমন বৃক্ষের সহিত পর্কভের ভেদ। কপাল ও কপালিকা—ঘটের অবয়ব বিশেষ। কপাল কপালিকা প্রভৃতির সংযোগ বিশেষের নাম ঘট, ইহাদের পরস্পরের ভেদ থাকায় ঘট স্বগত ভেদ-বিশিষ্ট। স্বজাতির মধ্যে এঘটে ও ঘটের ভেদ থাকায় প্রত্যেক ঘট সমাজীয়ভেদ-বিশিষ্ট। ঘট, পট পরস্পর বিজাতি। ঘটে পটের ভেদ থাকায় ঘট বিজাতীয়-ভেদ বিশিষ্ট। পূর্কোক্ত রীতিতে ঘট স্বগত সমাজীয় এবং বিজাতীয় ভেদ বিশিষ্ট হওয়ায় ঘটকে বস্তু পরিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে। অতএব কাল দেশ ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঘট মিথ্যা।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য গীতার তাষ্যে লিখিয়াছেন, ঘট প্রত্যক্ষ গোচর হইলেও মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উহার উপলব্ধি হয় না; অতএব ঘট ও মৃত্তিকা একই পদার্থ এবং উহার মৃত্তিকাত্বই সত্য। মৃত্তিকার নানাবিধ বিকার, নানাবিধ নাম—কেবল লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির জন্ত। আর একটু স্বল্প দৃষ্টি কর, আকৃণি ঘটাপেক্ষা যে মৃত্তিকাকে সত্য বলিয়াছেন, উহাও উহার কারণাপেক্ষা মিথ্যা। মৃত্তিকাও আর কিছু নয়—পরমাণু সমষ্টি মাত্র। পরমাণু সমষ্টি হইতে মৃত্তিকার পৃথক্ৰূপে উপলব্ধি না হওয়ায় মৃত্তিকা মিথ্যা। মৃত্তিকাপেক্ষা পরমাণু সমষ্টিই সত্য। এই প্রকার যত স্বল্প দৃষ্টি করিয়া, দেখিতে

পাইবা—কারণের অস্তিত্ব কালক্রমে অব্যাহত, কার্যের অস্তিত্ব বাধিত অতএব কার্য্যমাত্রই মিথ্যা। কারণমাত্রই সত্য। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মক্‌ৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী, মন, ইন্দ্রিয়, চক্ষুর্দৃশ্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির বাহা কারণ তাহাই সত্য, কেননা সেই অনির্বচনীয় জগতের কারণই কালক্রমে অব্যাহত এবং তিনি সকল কালে, সকল দেশ এবং সকল বস্তুর সকল অবয়বে আছেন বিধায় তিনিই একমাত্র কাল, দেশ ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ক্ষিত্যাদি অগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ নয়। ক্ষিত্যাদির ক্ষিত্যাদি নাম মিথ্যা; অতএব তাদৃশ জগতের কারণের কথা শুনিলে মানিলে ও জানিলে সমস্ত পদার্থ শুনা, মানা ও জানা হয়। ইহাই আকৃণির মনের ভাব।

এক্ষণে দুইটি আপত্তি উঠিতে পারে। প্রথম আপত্তি—রূপভেদে পদার্থভেদ—ঘট স্থালী, মাসের যখন রূপ পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছি, তখন পদার্থও পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ বলিব। পৃথক্ পদার্থ হইলে পৃথক্ সত্যতা অনিবার্য্য। একটু অভিনিবিষ্ট হইল এ ব্যাপ্তির ভ্রান্তির উপলব্ধি হইব। একখানি বস্ত্র সঙ্কচিত (গোট) কর, একবিধ রূপ হইবে, প্রসারিত কর, অত্রবিধ রূপ হইবে। কিন্তু পদার্থ একবিধ থাকিবে। মনুষ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, পরস্পরের পৃথক্ রূপ হইলেও পরস্পর পৃথক্ পদার্থ নয়। অতএব রূপভেদে পদার্থের ভেদ স্বীকার যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুতঃ মৃত্তিকায় তাদৃশ ঘটাদির রূপ বিলীনভাবে না থাকিলে বাজে বৃক্ষের আকৃতি অদৃশ্য ভাবে না থাকিলে এবং পিতামাতার পুত্রের আকৃতি ও প্রকৃতির নিদান না থাকিলে ঘট, বৃক্ষ ও ছত্র তাদৃশ রূপগুণ কোথা হইতে লাভ করিবে? “কারণ ওণাঃ

কার্যগুণমারভ্যন্তে”—কারণের গুণ কার্যে
সংক্রান্ত হয় ।

দ্বিতীয় আপত্তি—যাবৎ বিকার বস্তুর নাম-
ভেদে পদার্থের ভেদ স্বীকার করা । এক
মৃত্তিকার ঘট, স্থালী ইত্যাদি অনন্ত নাম
সত্ত্বেও ঘট, স্থালী ইত্যাদিকে পৃথক্ পদার্থ
স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত নয় । বিকারের
নাম ভেদে পদার্থের ভেদ হয় না । একবস্ত্রের
রিপণপেড়ে, পাবনাপেড়ে, তবর, গরদ ইত্যাদি
বহু উপাধি আছে । তবে এক মৃত্তিকার
পৃথক্ পৃথক্ নাম হইল কেন? মনে কর,
আমাদের ঘরের দরকার, কিন্তু যদি আমরা
কাহাকেও নিরুপাধি মৃত্তিকা আনিতে বলি,
তাহা হইলে সে সকলও আনিতে পারে,
স্থালীও আনিতে পারে ; কিন্তু তাহার দ্বারা
আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না । তাই প্রয়ো-
জনবশতঃ আকৃতিভেদে নামভেদের ব্যবহার
আছে । অতএব এক উক্ত হইয়াছে, “বাচা-
রস্তুং বিকারো নামধেয়ং” ।

তখন স্বেতকেতু বিনীতভাবে বলিলেন ।

“ন বৈ নুনং ভগবন্তু এতদবোদিমুর্দ্ধৈতদ-
বেদিষ্টম্ কথং মে নাবক্ষ্যসিতি ভগবাংস্ত্যেব
সেতদ্ববীজ্বিতি ।”

পদবিভাগ । ন । বৈ । নুনং । ভগবন্তু ।
তে । এতং । অবোদিমুঃ । যং । হ এতং ।
অবেদিষ্টম্ । কথং । মে । ন । অবক্ষ্যম্ । ইতি ।
ভগবান্ । তু । এব । মে । তং । ব্রবীতু ।
ইতি ।

বিষমপদব্যাখ্যা । বৈ—অনুসারে । নুনং—
নিশ্চিত । ভগবন্তু—মহাত্মাশালী । তে—
অধ্যাপকগণ । প্রথম ইতি শব্দের অর্থ অতএব
দ্বিতীয় ইতির অর্থ এই । ভগবান্—ব্রহ্মবান্—
তথাচ “ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্য বীৰ্য্যবান্কারকীষ্টি-
ষিত্যমরঃ । যং—যদি । হ—যস্মাৎ, কেন না ।

অনুবাদ । মহাত্মাশালী তাঁহারা এইরূপ
উপদেশের কথা নিশ্চিত জানেন না ; কেন না
যদি তাঁহারা ইহা জানিতেন, আমাকে না
বলায় কোন কারণ নাই । অতএব আপনিই
ব্রহ্মবান্ হইয়া আমার নিকট তাহা বলুন ।

“তথা সোমোতি-হোবাচ । স দেব সোমো-
দমগ্র আদীদেকমেবাধিতীয়ম্ ।”

পদবিভাগ । তথা সোম্য । ইতি । হ ।
উবাচ । সৎ । এব । সোম্য । ইদং । অগ্রে ।
আসৎ । একং । এব । অধিতীয়ং ।

বিষমপদব্যাখ্যা । সৎ—দেশ, কাল, বস্তু-
দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ত্রিকালে অব্যাহিত সত্যস্বরূপ
জগতের প্রকৃতিভূত পরমাশ্রা । পূর্বের তাৎ-
পর্য্যব্যাখ্যা দেখুন । এব—কেবল । এব শব্দের
দ্বারা রূপ নাম বিশেষিত জগতের ব্যাবৃতি করা
হইয়াছে । ইদং—দৃশ্যমান জগৎ । অগ্রে সৃষ্টির
পূর্বে । এবং—স্বকারণ্য পতিত মত্তারাস্তীতোক-
মেবেভ্যুচ্যতে । কার্য্যাদিকরণে সমবায়িকারণ্য-
স্তর—রহিত । অধিতীয়ং—মুদ্র্যতিরেকেন-মুদ্রো
যথাক্রম্যটাদ্যাকারেণ পরিগময়িতুকুণালাদি নিমিত্ত
কারণং দৃষ্টং তথা সদ্যতিরেকেন সতঃ সহকারি-
কারণং দ্বিতীয়ং বস্তুস্তরং প্রাপ্তং প্রতীষিধ্যতে ।
নাস্ত দ্বিতীয়ং বস্তুস্তরং বিদ্যত ইত্যাদিতীয়ম্ ।
যেমন মৃত্তিকাব্যতীত মৃত্তিকাখণ্ডের ঘটাদি-রূপ-
বর্তী কুণ্ডকার প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়,
সেই প্রকার সমস্ত ব্যতীত সতের সহকারিগণ
অন্ত বস্তু* সম্ভাবিত হইতে পারিত, তাহাষ্ট
অধিতীয় পদের উপাদানে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে ।
যাহার দ্বিতীয় নাই, সেই অধিতীয় । একরোং ।

অনুবাদ । অনন্তর আকৃণি একং । অক-
সোম্য ! তাই হইবে । তে । ইমাঃ । তিসঃ ।
পূর্বে জগৎ কেবল এত একেকা । ভবতি ।
পরমাশ্রা ছিল । ইতি ।

তাৎপর্য্য । গা । সা—প্রভৃতা । ইয়ং ।

ইহা ঠিক। জগৎ হই প্রকার সৌরও পার্থিব।
গ্রহাদি সৌর জগৎ। ক্ষিত্যাদি পার্থিব জগৎ।
স্থল কথা—জগৎ বলিতে নাম ও রূপের সত্তা-
বিশিষ্ট। সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপ থাকে না।
মনে কর, পূর্বে দিন কুন্তকার গৃহে রাশীকৃত
মুক্তিকা ছিল। পরদিন ঘটাদি প্রস্তুত দেখিয়া
বলা বাইতে পারে, অগ্রে ইহা কেবল মুক্তিকা
ছিল, এখন সেই মুক্তিকার বিবিধ প্রকার রূপ ও
নাম হইয়াছে। নাম রূপ-সত্তা-বিশিষ্ট জগতের
নাম ও রূপ বাদ দিলে কি থাকে? সত্তা-বিশিষ্ট
অর্থাৎ সং থাকে। সত্তা-বিশিষ্ট ও সং একার্থক।
ফল কথা, কার্য্যমাত্র কার্য্যের পূর্বে কারণরূপে
থাকে। জগৎও তাহাই ছিল।

“এক” অর্থাৎ স্বগতভেদরহিত, “এব”
অর্থাৎ সজাতীয়ভেদবিহীন, অদ্বিতীয় অর্থাৎ
বিক্রাজীয়ভেদ শূন্য। স্বগত সজাতীয় ও বিক্রা-
জীয়ভেদরহিত পদার্থ সং—তিনিই কেবল
সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন।

“তর্কিক আহরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবা-
দ্বিতীয় তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। কুতস্ত খলু
সৌম্যৈবং আদিতি হোবাচ। কথমসতঃ সজ্জায়ে-
তেতি? সত্ত্বৈব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা
বিতীয়ম্।”

পদবিভাগ। তৎ। হ। একে। আহঃ।
অসৎ। এব। ইদং। অগ্রে। আসীৎ। একং।
এব। অদ্বিতীয়ং। তস্মাৎ। অসতঃ। সং। জায়ত।
কুতঃ। তু। খলু। সৌম্য। এবং। স্মীৎ। ইতি।
হ। উবাচ। কথং। অসতঃ। সং। জায়েত।
ইতি। সং। তু। এব। সৌম্য। ইদং। অগ্রে।
আসীৎ। একং। এবং। অদ্বিতীয়ং।

বিষমপদব্যাপ্য। একে—কেহ। অসৎ—
অভাব। জায়ত—অভ্যায়ত জন্মিয়াছে। জন্মি-
য়াছে অভাববাহানসঃ।

যম্বাদ। কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টির পূর্বে

এই জগৎ কিছুই ছিল না। পরে সেই অভাব
হইতে এই ভাবময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।
আরুণি বলেন, হে সৌম্য! ইহা সম্ভব পর
নয়।—কখনই অসৎ হইতে সং জন্মিতে পারে
না। অতএব সৃষ্টির পূর্বে এই পরিদৃশ্যমান
জগৎ কেবল এক অদ্বিতীয় সং ছিল।

“তদেক্ত বহুত্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহ-
সৃজত। তত্তেজো একত বহুত্যাং প্রজায়েয়েতি
তদপোহসৃজত। তস্মাদ্যত্র ক চ শোচতি শ্বেদতে
বা পুরুষন্তেজস স এব তদধ্যাপো জায়ন্তে। তা
আপ ঐক্ষন্তঃ। বহবঃ শ্রাম, প্রজায়েমহীতি তা
অন্নমসৃজন্ত। তস্মাদ্যত্র ক চ বর্ষতি তদেব
ভূয়িষ্ঠম্নঃ ভবত্যন্ত্য এব তদধ্যাদ্য জায়তে
তেষাং ধবেষাং ভূতানাং জীণ্যেব বীজানি
ভবন্ত্যন্তজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি”।

পদবিভাগ। তৎ। ঐক্ষত। বহু। শ্রাঃ।
প্রজায়েঃ। ইতি। তৎ। তেজঃ। অসৃজত।
তৎ। তেজঃ। ঐক্ষত। বহু। শ্রাৎ। প্রজায়েঃ।
ইতি। তৎ। অপঃ। অসৃজত। তস্মাৎ। যত্র।
ক। চ। শোচতি। শ্বেদতে। বা। পুরুষঃ।
তেজসঃ। এব। তৎ। অদি। আপঃ। জায়ন্তে।
তাঃ। আপঃ। ঐক্ষত। বহবঃ। শ্রাম। প্রজায়ে-
মহি। ইতি। তাঃ। অন্নং। অসৃজন্ত। তস্মাৎ।
যত্র। ক। চ। বর্ষতি। তৎ। এব। ভূয়িষ্ঠঃ।
অন্নং। ভবতি। অন্ত্যঃ। এব। তৎ। অধি।
অদ্যাদ্যং। জায়তে। তেষাং। খলু। এষাং।
ভূতানাং। জীণি। এব। বীজানি। ভবন্তি।
আন্তজং। জীবজং। উদ্ভিজ্জং। ইতি।

বিষমপদব্যাপ্য। তৎ—মারোপাধিকং সং।
ঐক্ষত—ঐক্ষা করিলেন। ঐক্ষা—সিস্কাক্ষবৃদ্ধি,
জগৎ—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাবিশয়ক সংকল্প, বহু
শ্রাং—বহু হই, প্রজায়েৎ—প্রকর্ষণ উৎপাদ্যে।
ভালরূপে জন্মায়। ইতি হেতো। তৎ মারো-
ময় ঐক্ষাশালী সং, তত্তেজঃ—বিশেষ্য বিশেষণ

ভাবাপন্ন পদবয়ং। তৌজোময় সং। শোচতি সত্ত্বপ্ত হয়, যেদতে ষষ্ঠ্যাক্ত হয়। অধিকায়ন্তে—জন্মায়। অন্ন—পৃথিবী লক্ষণ। অন্ন বলাতেই পৃথিবীর কথা বলা হইল। অন্নাদাং—অন্নং চ আদাঞ্চ (ভোজ্যঞ্চ) অন্নাদাং ত্রৌহিষবাদি তেষাং জীবাবিষ্টানাং। জীবিত। খলু—প্রসিদ্ধি। এষাং—পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি। বিজ্ঞানি—কারণানি। আণ্ডজং—অণ্ডাজাতঃ অণ্ডজঃ। স এবাণ্ডজঃ—পক্ষী প্রভৃতি। জীবজং জায়জং মনুষ্য, পশু প্রভৃতি। উদ্ভিজ্জং—উদ্ভিদং স্বাবয়ং। ততো জাতং—স্বাবর বীজ বৃক্ষাদি।

অনুবাদ। (মায়াময়) পরমাত্মা সঙ্কল্প কবিলেন আমি (এক জিলাম) বহু হই, দেহাদি কারণ তেজরূপে উৎপন্ন হই; এই হেতু সেই মন-স্বরূপ পরমাত্মা তেজ সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তেজোময় পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন—আমি বহু হই, দেহাদিকারণ জলরূপে জন্ম গ্রহণ করি; এই বিবেচনায় তেজ হইতে জলেন সৃষ্টি করিলেন। তেজ হইতে জল জন্মিয়াছে বলিয়া লোকে সত্ত্বপ্ত হইলে শ্মিন্ন কলেবর হয়; অতএব তেজ হইতে জল জন্মায়। অবশেষে সেই জলময় পরমাত্মা সঙ্কল্প কবিলেন, আমি বহু হই, দেহাদি কারণ অন্নময় পৃথিবীরূপে জন্ম পরিগ্রহ করি; এই কারণে অন্নময় পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। অতএব যেখানে স্রবৃষ্টি হয়, তথায় পৃথিবী অন্নময় হয় সূতরাং জল হইতে অন্নময় পৃথিবী জন্মায়। এই অন্নাদিনয়-দেহধারী পক্ষি প্রভৃতি জীবের তিনটী মাত্র কারণ—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

তাৎপর্য। “বহুভাং” ও “প্রজায়েষ্য”—উভয়ের অর্থ এক। আমি তাৎপর্যের প্রতি-লক্ষ্য করিয়া অর্থ করিলাম। পরিণাম ও

বিবর্তবাদ এ দুটি মত এসিদ্ধ আছে। “বহুভাং” আমি বহুরূপে পরিণত হই, এইটী পরিণাম বাদ। “প্রজায়েষ্য” অর্থাৎ ভ্রান্ত ব্যক্তির যেমন রজ্জুতে সর্প উৎপন্ন হয়, সেই-রূপ ক্ষিতি জল তেজোময় দেহ আমি উৎপন্ন হই। মহামায়ার মায়ার ঘোরে দেহে, প্রাণে ও ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। এইটী বিবর্ত বাদ। মতদ্বয় লক্ষ্য করিয়া বিবিধ উক্তি করিয়াছেন।

সৃষ্টিক্রম বলা এ শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। বা কিছু সমস্ত সত্তের কার্য্য বলাই উদ্দেশ্য; তাই আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টির কথা বলিলেন না। যুক্তিকাদি-সৌসাদৃশ্যের সূত্রবোধের জন্য ক্ষিতি-অপ-তেজ এই তিনটী ভূতের উল্লেখ করিলেন।

“সেয়ং দেবতৈকজত। হস্তাহমিত্যস্ত্রো দেবতা অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্ব নামরূপ ব্যাকর-বাণীতি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমৈককাং কর-বাণীতি,—সেয়ং দেবতৈকজত। দেবতা অনে-নৈব জীবেনানুপ্রবিশ্ব নামরূপে ব্যাকরোং। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমৈককামকরোং। যথানু খলু সৌম্যোমিত্যস্ত্রো দেবতা ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমৈককা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি।”

পদবিভাগ। সা। ইয়ং। দেবতা। ঐকজত। হত। অহং। ইমাং। তিস্রঃ। দেবতাঃ। অনেন। জীবেন। অনুপ্রবিশ্ব। নামরূপে। ব্যাকর-বাণি। ইতি। তাসাং। ত্রিবৃতং। ত্রিবৃতং। ঐককাং করবাণি। ইতি। সা। ইয়ং। দেবতা। ইমাং। তিস্রঃ। দেবতাঃ। অনেন। এব। জীবেন। অনুপ্রবিশ্ব। নামরূপে। ব্যাকরোং। তাসাং। ত্রিবৃতং। ত্রিবৃতং। ঐককাং। অক-রোং। যথা। হু। খলু। সৌম্য। ইমাং। তিস্রঃ। দেবতাঃ। ত্রিবৃতং। ত্রিবৃতং। ঐককা। ভবতি। তং। মে। বিজানীহি। ইতি।

বিষয়পদব্যাখ্যা। সা—প্রজাত। ইয়ং।

তেজঃ অপং অগ্নেব যোনি সৎ। দেবতা—
দীবাভীতি দেবঃ। ততঃ স্বার্থে তল্। যে
পৃথক্ভাবে ক্রিড়া (অবস্থান) কবে। তৎ-
কালে সৎ ও তেজ, জল, ক্ষিতি পৃথক্ভাবে।
অবস্থিত ছিল বলিয়া ঐ চারিটাই দেবতা পদের
দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। ইমাঃ—তেজ, জল
ও ক্ষিতি। ব্যাকরবাণি—ব্যক্ত করি। ত্রিবৃৎ—
একত্রিত তেজ, জল ও ক্ষিতি। মিশ্রিত
দুভাগ তেজ, একভাগ জল ও একভাগ ক্ষিতি
ত্রিবৃৎ কৃত তেজ হয়, দুইভাগ জল একভাগ
ক্ষিতি ও একভাগ তেজ ত্রিবৃৎ-কৃত জল হয়।
দুভাগ ক্ষিতি, একভাগ তেজ ও একভাগ জলে
ত্রিবৃৎ কৃত ক্ষিতি হয়।

অনুবাদ : প্রকৃত্য সংস্করণ পবনাত্মা
(বহুভাবের প্রয়োজন সিদ্ধি ব্রহ্ম) পুনর্নাব
সঙ্কল্প করিলেন—এক্ষণে আমি তেজ, জল ও
পৃথিবীতে জীবাত্মকপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও
রূপ ব্যক্ত করি এবং তাহাদের প্রত্যেককে
ত্রিবৃৎ (মিশ্রিত) করি। এট সঙ্গলানন্তর
সেই পরমাত্মা তেজ, জল ও পৃথিবীতে জীবাত্ম-
রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম আর রূপ বক্ত
করিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ
করিলেন। হে সোম্য! যে প্রকারে তেজ,
জল ও ক্ষিতি—প্রত্যেক ত্রিবৃৎ-কৃত হইয়াছে,
তাহা আমার নিকট অবগত হও।

তাৎপর্য্য। কেহ যেন বিবেচনা না করেন,
অসংসারী সর্বজ্ঞ পবনেশ্বর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া
দৈহিক সূত্র ছুঃখ ভোগ করেন। পরমেশ্বরের
প্রতিবিম্ব দেহে প্রবেশ করে। প্রতিবিম্ব
দোষে বিষ ছুষ্ট হয় না। জলে প্রতিবিম্ব সূর্য্য
তরঙ্গ সঞ্চলনে সঞ্চলিত হয়; কিন্তু বিষভূত
আকাশগত সূর্য্য সঞ্চলিত হয় না।

“যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসন্তরুপং।
যচ্ছুরুং তদপাং যংকৃষ্ণং তদন্নম্। অপাগাদগ্নে-

রমিত্বং বাচারন্তগং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি
রূপাণীত্যেব সত্যং। যদাদিত্যস্ত রোহিতং রূপং,
তেজসন্তরুপং, যচ্ছুরুং তদপাং, যংকৃষ্ণং তদ-
ন্নম্। অপাগাদিত্যাদিত্যাত্মাদিত্যত্বং বাচারন্তগং
বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং।
যচ্ছুরুমসৌ রোহিতং রূপং তেজসন্তরুপং,
যচ্ছুরুং তদপাং যংকৃষ্ণং তদন্নম্। অপাগাচ্ছুরু-
চ্ছুরুত্বং। বাচারন্তগং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি-
রূপাণীত্যেব সত্যং। যদ্বিছাতো রোহিতং
রূপং তেজসন্তরুপং যচ্ছুরুং তদপাং, যংকৃষ্ণং
তদন্নম্। অপাগাদ্ বিছাতো বিছাত্বং। বাচারন্তগং
বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং।

পদবিভাগ। যৎ। অগ্নে। রোহিতঃ
রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। যৎ। শুক্রং।
তৎ। অপাং। যৎ। কৃষ্ণং। তৎ। অন্নম্।
অপাগাৎ। অগ্নেঃ। অগ্নিত্বং। বাচা। আরন্তগং।
বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি। রূপাণি। ইতি।
এব। সত্যম্। যৎ। আদিত্যস্ত। রোহিতং।
রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। যৎ। শুক্রং।
তৎ। অপাং। যৎ। কৃষ্ণং। তৎ। অন্নম্। অপা-
গাৎ। ইতি। আদিত্যস্ত। আদিত্যত্বং। বাচা।
আরন্তগং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি।
রূপাণি। ইতি। এব। সত্যং। যৎ। চন্দ্রমসঃ।
বোহিতং। রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং।
যৎ। শুক্রং। তৎ। অপাং। যৎ। কৃষ্ণং। তৎ।
অন্নম্। অপাগাৎ। চন্দ্রাৎ। চন্দ্রত্বং। বাচা।
আরন্তগং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি।
রূপাণি। ইতি। এব। সত্যম্। যৎ। বিছাতঃ।
রোহিতং। রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। অন্নম্।
অপাগাৎ। বিছাতঃ। বিছাত্বং। বাচা।
আরন্তগং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি।
রূপাণি। ইতি। এব। সত্যম্।

অনুবাদ। ত্রিবৃৎ কৃত অগ্নির যে রোহিত
রূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত তেজের রূপ সেই

অগ্নির যে গুরুরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত জলের
রূপ। আর সেই অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ, তাহা
অত্রিবৃৎ-কৃত পৃথিবীর রূপ। এইরূপে রূপ-
বিশ্লেষণে অগ্নির অগ্নি অপগত হইল। থাকিল
কি ? অগ্নির অগ্নি নাম ; কিন্তু বিকারভূত নাম
বাক্যের অবলম্বন মাত্র—মিথ্যা বস্তু। সমবেত
লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই তিনটী রূপ কেবল
সত্য। ত্রিবৃৎ-কৃত সূর্য্যের যে লোহিত রূপ,
তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত তেজের রূপ। সেই সূর্য্যের
যে গুরুরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত জলের রূপ।
সেই সূর্য্যের যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত
পৃথিবীর রূপ। এই প্রকারে দেখ, সূর্য্যের
সূর্য্য দ্বীকৃত হইল। সূর্য্যের সূর্য্য নাম
মিথ্যা। বিকারভূত নাম বাক্যের অবলম্বন-
মাত্র। ঐ তিনটী রূপ কেবল সত্য। ত্রিবৃৎ-
কৃত চন্দের যে লোহিতরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-
কৃত তেজের রূপ তাহাও যে গুরুরূপ তাহা
অত্রিবৃৎ-কৃত জলের বর্ণ তাহার যে কৃষ্ণরূপ,
তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত পৃথিবীর বর্ণ। অতএব
চন্দের চন্দ্র অপাশ্চ হইল, চন্দের চন্দ্র নাম
মিথ্যা। বিকারগত নাম বাক্যের অবলম্বন
মাত্র। কেবলমাত্র রূপত্রয় সত্য। ত্রিবৃৎ-কৃত-
বিদ্যাতের যে লোহিতরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত
তেজের রূপ, যে গুরুরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত
জলের। যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত
পৃথিবীর। অতএব বিদ্যাতের বিদ্যাত বিদায়
প্রাপ্ত হইল। থাকিল বাক্যের অবলম্বনভূত
বিদ্যাত নাম, কিন্তু নাম কিছুই নয়—মিথ্যা
উহা রূপ তিনটী কেবল সত্য।

মন্তব্য। তোজোময় পদার্থত্রয়ের রূপত্রয়
অসম্ভব নয় একটু অমুখাবন করিলে স্পষ্ট
বুঝিতে পারিবেন।

এতদ্ব্যবসায় তেজঃ পূর্বে মহাশালা
মহাপ্রোক্ত্রিয়াননোহ্যকশ্চনাক্তমম তম-

বিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হেভ্যো বিদাঞ্চকুঃ।
যহ রোহিতমিবা ভূদিতি তেজসন্তরূপমিতি
তদ্বিদাঞ্চকুঃ। যহ গুরুমিবাভূদিতাপাং রূপ-
মিতি তদ্বিদাঞ্চকুঃ। যহ কৃষ্ণমিবাভূদিত্যম্ভ
রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চকুঃ। যহ বিজ্ঞাতমেবা-
ভূদিত্যোতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি
তদ্বিদাঞ্চকুঃ।

পদবিভাগ। এতৎ। হ। স্ম। বৈ। তৎ।
বিদ্যাংসঃ। আহঃ। পূর্বে। মহাশালাঃ। মহা-
প্রোক্ত্রিয়াঃ। ন। নো। অদ্য। কশ্চন। অশ্রুতং।
অমতং। অবিজ্ঞাতং। উদাহরিষ্যতি। ইতি
হি। এভ্যঃ। বিদাঞ্চকুঃ। যৎ। উ। রোহিতং।
ইব। অভূৎ। ইতি। তেজসঃ। তৎ। রূপং।
ইতি। তৎ। বিদাঞ্চকুঃ। যৎ। উ। গুরুং। ইব।
অভূৎ। ইতি। অপাং। রূপং। ইতি। তৎ।
বিদাঞ্চকুঃ। যৎ। উ। কৃষ্ণং। ইব। অভূৎ।
ইতি। অম্ভ। রূপং। ইতি। তৎ। বিদাঞ্চকুঃ।
যৎ। উ। অবিজ্ঞাতং। এব। অভূৎ। ইতি।
এতাসাং। এব। দেবতানাং। সমাসঃ। ইতি।
তৎ। বিদাঞ্চকুঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। স্ম—অতীত কালবোধক
অব্যয়। তদেতৎ। ত্রিবৃৎ করণং। মহাশালাঃ—
বৃহদগ্গহস্ত, বহুগোষ্ঠী। মহাপ্রোক্ত্রিয়াঃ—একাং
শাখাং সকল্লাং বা যদ্ভূতিরঙ্গৈরধীত্যা চ। যট্-
কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ প্রোক্ত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিদি-
ত্ব্যক্তাঃ। সাক্ষোপাঙ্গবেদজ্ঞত্বাক্ষণ। এভ্যঃ—
বিজ্ঞাতেভ্য ত্রিবৃৎকৃতেভ্য স্ত্রিভ্যো রোহিতাদি-
রূপেভ্যঃ। যদ—উ—যদপীত্যর্থ। সমাসঃ—
সমবায়ামিশ্রণ।

অমুখাবদ। এই ত্রিবৃৎভিজ্ঞ বহুগোষ্ঠী
প্রাচীন মহাপণ্ডিতগণ বলিতেন, আনাদেব
বংশে একরূপ মূর্খ কেহ নাই, যে বলিবে—
আমরা কখন আচার্য্যের নিকট অনুক নিময়
গুনি নাই—শাস্ত্রসঙ্গত তর্কের আশ্রয় করিয়া

অমুক বিষয় আলোচনা করি নাই এবং প্রত্য-
কৃত্ত: অনুভব করি নাই। তাঁহারা দৃষ্টান্তরূপে
প্রদর্শিত ত্রিবৃকৃত লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণবর্ণের
অভিজ্ঞানে অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা-
লাভ করিয়াছেন। যথা—যাহাতে লোহিতের
মত বোধ হইত, তাহা তেজের বর্ণ বিবেচনা
করিতেন। যাহা শুক্রের মত বোধ হইত তাহা
জলের বর্ণ বিবেচনা করিতেন। এবং যাহা নীল
বর্ণের মত হইত, তাহা পৃথিবীর রূপ বিবেচনা
করিতেন। কিন্তু যাহা কোন বর্ণবিশেষ বলিয়া
চিনিতে পারিতেন না, তাহা তেজ, জল ও
পৃথিবীর বর্ণের সমবায় বিবেচনা করিতেন।

তাৎপর্য্য। এই সকল যুক্তি, তর্ক ও
দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে কার্য্যকে
বিশ্লেষ করিলে কারণ ব্যতীত কিছুই পাওয়া
যায় না। কার্য্যময় পক্ষীকৃত জগৎকে বিশ্লিষ্ট
করিলে বেশ বুঝা যায় যে ইহা ইহার কারণ
ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ জানা থাকিলে
কার্য্য জানিতে পৃথক্ প্রয়াস করিতে হয় না;
কিন্তু কার্য্যের রূপ, গুণ জানিলে কারণ জানা
দূরের কথা, তৎসজ্জাতি কার্য্যসত্তরও জানা যায়
না। প্রত্যেক কার্য্য জানিবার জন্ত পৃথক্
ইচ্ছা, পৃথক্ কৃতি, পৃথক্ চেষ্টা ও পৃথক্ ক্রিয়া
করিতে হয়। মনে কর, কোন ব্যক্তি গয়ার
পেড়া মিষ্টান্ন, আমিষাম বা আমাম কিছুই
জানে না তথাপি সে ইহার আশ্বাদন করিয়া
বুঝিতে পারে, ইহা আর কিছু নয়, ছানা,
চিনি ইত্যাদি। কিন্তু যে কখন ছানা চিনি
প্রভৃতি খায় নাই, সে ভাবে পেড়া একটা পদার্থ
বিশেষ। সেইরূপ যে প্রকৃতিভূত পরমায়া
চেনে, নামরূপে বিকৃত জগৎ তাহার পরি-
চিত; কিন্তু যে কেবল জগৎ চেনে, সে
তাঁহাকে চিনিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাই
বহু দূরে অবস্থিত থাকে।

ষোড়শকলঃ সোম্য! পুরুষঃ পঞ্চদশাহনি
মাশীঃ। কামমপঃ পিব। আপোময়ঃ প্রাণে
ন পিবতো বিচ্ছেৎসন্ত ইতি। স হ পঞ্চদশা-
হানি নাশাথহৈনমুপসাদ। কিং ব্রবীমি ভো
ইতি। ঋচঃ সোম্য। যজুংষি, সামানীতি।
সহোবাচ। ন বৈ মা প্রতিভাস্তি ভো ইতি।
তং হোবাচ। যথা সোম্য! মহতোহভ্যাহিত-
শৈকোহঙ্গারঃ খদ্যোত মাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্ত্র্যন্তেন
ততোহপি ন বহুদহেদেবং সোম্য! তে ষোড়-
শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্ত্র্যন্তরৈতর্হি
বেদানামুভবস্ত্র্যশান? অথ মে বিজ্ঞাস্তসীতি
সহাশাথ হৈনমুপসাদ। তং হ যৎকিঞ্চ পপ্রজ্ঞ।
সর্বং হ প্রতিপেদে তং হোবাচ। যথা সোম্য!
মহতোহভ্যাহিতশৈকমঙ্গারং খদ্যোতামাত্রং পবি-
শিষ্টং তং তৃণৈরূপসমাধায় প্রজ্ঞালয়েৎ। তেন
ততোহপি বহুদহেদেবং সোম্য! ষোড়শানাং
কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ সান্নেনোপসমা-
হিতা প্রাজানীন্তরৈতর্হি বেদানামুভবস্ত্র্যময়ং হি
সোম্য! মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি
তদ্রাস্ত বিজ্ঞাবিতি বিজ্ঞাবিতি ॥

পদবিভাগ। ষোড়শকলঃ। সোম্য। পুরুষঃ।
পঞ্চদশ। অহানি। মা। অশীঃ। কামং। অপঃ।
পিব। আপোময়ঃ। প্রাণঃ। না। পিবতঃ।
বিচ্ছেৎসন্তে। ইতি। স। হ। পঞ্চদশ। অহানি।
না। আশ। অথ। হ। এনং। উপসাদ। কিং।
ব্রবীমি। ভোঃ। ইতি। ঋচঃ। সোম্য। যজুংষি।
সামানি। ইতি। সঃ। হ। উবাচ। ন। বৈ। মা।
প্রতিভাস্তি। ভোঃ। ইতি। তং। হ। উবাচ।
যথা। সোম্য। মহতঃ। অভ্যাহিতস্ত্র্য। একঃ।
অঙ্গারঃ। খদ্যোতামাত্রঃ। পরিশিষ্টঃ। স্ত্র্যং।
তেন। ততঃ। অপি। না। বহু। দহেৎ। এবং।
সোম্য। তে। ষোড়শানাং। কলানাং। একা।
কলা। অতিশিষ্টা। স্ত্র্যং। তয়া। এতর্হি। বেদান।
ন। অনুভবসি। অশান। অথ। মে। বিজ্ঞাস্তসি।

তি। সঃ। হ। আশ। অথ। হ। এনং। উপ-
সসাদ। তং। হ। যং। কিঞ্চ। পপ্রচ্ছ। সর্কং।
হ। প্রতিপেদে। তং। হ। উবাচ। যথা। সোম্য।
মহতঃ। অভ্যাহিতস্ত। একং। অঙ্গারং। খদ্যোত-
মাত্রং। পরিশিষ্টং। তং। তৃণৈঃ। উপসমাধায়।
প্রজ্ঞপ্নয়েৎ। তেন। ততঃ। অপি। বহু। দহেৎ।
এবং। সোম্য। ষোড়শানাং। কলানাং। একা।
কলা। অতিশিষ্টা। সা। অগ্নেন। উপসমাহিতা।
প্রাজালীৎ। তয়া। এতর্হি। বেদান্। অহুভবসি।
অন্নময়ং। হি। সোম্য। মনঃ। আপোময়ঃ।
প্রাণঃ। তেজোময়ী। বাক্। ইতি। তৎ।
হ। অস্ত। বিজজ্ঞৌ। ইতি। বিজজ্ঞৌ। ইতি।

বিষমপদবাখ্যা। ১। ষোড়শকলঃ—ষোড়শটী
মনের শক্তিরূপাকলা (অংশ) দ্বারা তিনি
ষোড়শকল। ষোড়শদিনাপেক্ষায় অগ্নের দ্বারা
উপচিত মনের শক্তির অংশকে ষোড়শকলা বলা
হইয়াছে।

২। কামং—যথেষ্টং। ৩। অভ্যাহিতস্ত—
প্রজ্বলিতস্ত। ৪। অঙ্গারং—প্রজ্বলিত কয়লা।
৫। বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি—দ্বিভাষাসম্বিত্ব-
হত প্রকরণ পরিসমাখ্যার্থঃ।

অহুবাদ। আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন,
হে সোম্য! অগ্নের দ্বারা পরিরক্ষিত পুরুষের
মানসিকশক্তি ষোড়শভাগে বিভক্ত। (যদি তাহা
প্রত্যক্ষ করিতে চাও) তবে পঞ্চদশদিন অভুক্ত
থাক। কেবল যথেষ্ট জলপান কর; কেন না
জলময় প্রাণ। যে জলপান করে, তাহার প্রাণ
বিস্ত্রিয় হয় না।

অনন্তর শ্বেতকেতু পঞ্চদশদিন ভোজন না
করিয়া ষোড়শদিনে পিতার সমীপে উপস্থিত
হইলেন এবং বলিলেন, পিতঃ! আপনার নিকট
কি বলি—

পিতা বলিলেন, কেন ঋক্, যজুঃ ও
সামবেদের ব্যাখ্যা কর, অথবা আবৃত্তি কর।

পুত্র বলিলেন, পিতঃ! আমার কিছুই মনে
পড়ে না। পিতা বলিলেন, (মনে না পড়ার
কারণ বলি, শুন) প্রথমে কাষ্ঠাদিদ্বারা প্রজ্ব-
লিত, অনন্তর নির্ঝাঁপোমুখ সেই অগ্নির অঙ্গার
খদ্যোতপ্রায় থাকিলে, তাহার দ্বারা তাবৎ
পরিমিত দাহবস্তু দগ্ধ হইতে পারে। তাহার
অধিক দগ্ধ হইতে পারে না। হে সোম্য!
অগ্নোপচিত মানসিক শক্তিরূপা ষোড়শকলার
মধ্যে পঞ্চদশদিনের অভোজনে পঞ্চদশটী কলা
ক্ষীণ হইয়াছে, একটিনার অবশিষ্ট আছে,
তাহার দ্বারা তাবৎ পরিমিত পদার্থ মনে পড়িতে
পারে; ততোধিক বেদাদি মনে পড়িতে পারে
না। এক্ষণে ভূমি ভোজন কর, পরে আমার
নিকট সমস্ত জানিতে পারিবে।

শ্বেতকেতু ভোজন করিয়া পিতার সমীপে
উপস্থিত হইলেন। তখন পিতা তাঁহাকে যাহা
জিজ্ঞাসা করেন, শ্বেতকেতু তাহারই উত্তর দেন।

পিতা বলিলেন, হে বৎস! সমিদ্ধ অগ্নি
ইক্ষনাভাবে খদ্যোতপ্রায় অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট
থাকে। তৃণ-কাষ্ঠসহযোগে প্রজ্বলিত করিলে
তাহা কর্তৃক পূর্ণাপেক্ষা বহুদাহ বস্তু দগ্ধ হয়।
হে সোম্য! এই প্রকার ষোড়শকলার একটা-
মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, ষোড়শদিনজাত
ভোজনে সেই ক্ষীরমাণ কলা পুনর্বার প্রকৃতিস্থ
হওয়ায় বেদার্থের ধারণা করিতে পারিতেছ।
(এই অম্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা মনের অন্নময়ত্ব
সিদ্ধ হইল) অতএব অন্নময় মন, জলময় প্রাণ
এবং তেজোময় বাক্য। শ্বেতকেতু পিতৃবাক্যের
তাৎপর্য্য বেশ বুঝিয়াছিলেন।

আভাস। পরমাত্মা জীবাত্মারূপে মনে
প্রবিষ্ট হন। মনস্থ হইয়া মননাদি করিয়া
থাকেন। মনশ্চ্যুত হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা
এক হয়, তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

উদালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুঃ পুত্রমুবাচ।

স্বপ্নাস্তং মে সোম্য বিজানীহীতি। যত্নৈতং
পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো
ভবতি। স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং
স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং স্বপীতো ভবতি ॥

পদবিভাগ। উদালকঃ। হ। আরুণিঃ।
স্বৈতকেতুং। পুত্রং। উবাচ। স্বপ্নাস্তং। মে।
সোম্য ॥ বিজানীহি। ইতি। যত্র। এতৎ।
পুরুষঃ। স্বপিতি। নাম। সতা। সোম্য। তদা।
সম্পন্নঃ। ভবতি। স্বং। অপীতঃ। ভবতি।
তস্মাৎ। এনং। স্বপিতি। ইতি। আচক্ষতে। স্বং।
হি। অপীতঃ। ভবতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উদালক—স্বৈত
কেতুর পিতার ডাক নাম। আরুণি তাঁহার
পৈতৃক উপাধি।

২। স্বপ্নাস্ত—স্বপুপ্তি, গাঢ়নিদ্রা। ৩।
স্বপিতি—স্বপুপ্ত হয়। ৪। সতা—পরমাত্মনা,
পরমাত্মার সহিত। ৫। সম্পন্নো ভবতি,—একী-
ভূতো ভবতি। ৬। অপীতঃ—লীনঃ।

অনুবাদ। উদালক আরুণি পুত্র স্বৈত-
কেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! স্বপুপ্তির
কথা বলি, অবধান কর। যে সময়ে পুরুষ
স্বপুপ্ত হয়, সেই সময় জীবাত্মা সংস্করূপ পরমা-
ত্মার সহিত এক হয়, অর্থাৎ জীবাত্মা সতে
(পরমাত্মার) লীন হয়। যেহেতু স্বতে অপীত
(লীন) হয় সেইহেতু লোকে ইহাকে স্বপিতি
(স্বপুপ্ত) বলে।

আভাস। মনের সাথী জীব বিষয়ে বিচরণ
করিয়া শ্রান্ত হইলে স্বপুপ্ত হয়। স্বরূপে অবস্থান
ব্যতীত শ্রমের অপনোদন হয় না, তাই তৎ-
কালে জীব স্বরূপ (নিজের রূপ) পরমাত্মার
সহিত মিলিত হয়। এই কথা দৃষ্টান্তের দ্বারা
সমর্থন করিতেছেন।

স যথা শকুনিঃ স্বত্রেণ প্রবন্ধো দিশং দিশং
পতিত্বা অগ্নত্ৰায়তনমলক্কা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত

এবমেব থলু সোম্য! তন্ননো দিশং দিশং পি
ত্ৰাত্ৰায়তনমলক্কা প্রাগমেবোপশ্রয়তে। প্রা
বন্ধনং হি সোম্য! মন ইতি।

পদবিভাগ। সঃ। যথা। শকুনিঃ। স্বত্রেণ।
প্রবন্ধঃ। দিশং। পতিত্বা। অগ্নত্ৰ। আয়তনং।
অলক্কা। বন্ধনং। এব। উপশ্রয়তে। এবং। এব।
থলু। সোম্য। তৎ। মনঃ। দিশং। দিশং।
পতিত্বা। অগ্নত্ৰ। আয়তনং। অলক্কা। প্রাগং।
এব। উপশ্রয়তে। প্রাগবন্ধনং। হি। সোম্য।
মনঃ। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। শকুনিঃ—পক্ষী। ২।
মনঃ—জীবাত্মা। ৩। প্রাগঃ—পরমাত্মা।

অনুবাদ। যেমন পক্ষী (পক্ষী-ঘাতকে
হস্তগত) স্বত্রেণ দ্বারা বদ্ধ হইলে (বন্ধন-
মোক্ষার্থী হইয়া) ইতস্তত উড়িয়া বেড়িয়া
পরিশেষে বন্ধন ব্যতীত বিশ্রামের স্থান দেখিতে
না পাইয়া বন্ধন স্থান আশ্রয় করে। হে সোম্য।
সেইরূপ জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ের
চারিদিকে স্রুপে হুংথের তরে বিচরণ করিয়া
শ্রান্ত হইয়া পড়ে। অগ্নত্ৰ শ্রান্তিদূর করিতে
না পারিয়া অবশেষে পরমাত্মাকে আশ্রয় করে।
জীবের বন্ধন পরমাত্মা।

আভাস। অগ্নাদি কার্য্যকারণ পরম্পরায়ণ
সং (পরমাত্মা) জগতের মূল, তাহা প্রমাণ
করিতেছেন।

অশনা পিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি
তত্ৰৈতং পুরুষোহশিশিষতি নামাপ এব
তদশিতং নয়ন্তে তদযথা গীনাযোহশ্বনাযোঃ
পুরুষনায ইত্যেবাং তদপ আচক্ষতেং
শনায়ৈতি তত্ৰৈতচ্ছৃঙ্গমুৎপতিতং সোম্য!
বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। তস্ত
ক মূলং স্তাদগ্নত্ৰায়াদেবমেব থলু সোম্যাদেন
শুঙ্গেনাপো মূলমঘিচ্ছিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো
মূলমঘিচ্ছি তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমঘিচ্ছি

মূল্যঃ সোম্যোম্যঃ সর্ক্সাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
সংপ্রতিষ্ঠাঃ ।

পদবিভাগ । অশনা পিপাসে । মে । সোম্য ।
বিজানীহি । ইতি । যত্র । এতৎ । পুরুষঃ । অশি-
শ্যতি । নাম । অপঃ । এব । তৎ । অশিতং ।
যন্তে । তৎ । যথা । গোনায়াঃ । অশ্বনায়াঃ । পুরুষ-
য়াঃ । ইতি । এবৎ । তৎ । অপঃ । আচক্ষতে ।
শনাদ । ইতি । তত্র । এতৎ । শুঙ্গং । উৎ-
তিতং । সোম্য । বিজানীহি । ন । ইদং ।
মূলং । ভবিষ্যতি । ইতি । তত্ৰ । ক । মূলং ।
সং । অজ্ঞত্ৰ । অজ্ঞাৎ । এবৎ । এব । খলু ।
সোম্য । অগ্নেন । শুঙ্গেন । আপঃ । মূলং । অবিচ্ছ ।
দ্বিঃ । সোম্য । শুঙ্গেন । তেজঃ । মূলং ।
বিচ্ছ । তেজসি । সোম্য । শুঙ্গেন । সং ।
সং । অবিচ্ছ । সম্মূল্যঃ । সোম্য । ইমাঃ ।
সর্ক্সাঃ । প্রজাঃ । সদায়তনাঃ । সংপ্রতিষ্ঠাঃ ।

বিষয়পদব্যাখ্যা । ১ । অশনা—অশনমিচ্ছ-
তি অশনাদিস্থার্থে কাচ । ততঃ ক্রিপু । তত্ৰ
কর্তাভাবঃ । অজ্ঞাব্যকারমোলোপচ । ভোজ-
নই অশনা, অশনায় ও অশনায়া—এই তিনটি
ক পর্যা্যর শব্দ । অশন ও অশনায় শব্দদ্বয়ের
কার্য বিধায় অভেদ স্বীকার করিয়া অশনায়েতি
রদত্তী সন্দর্ভেব অবতারণা করিয়াছেন ।

২ । অশনায়েতি—অশনায়াঃ ইতি বিসর্গ
পাশ্চাত্যসঃ । অশং (ভুক্তদ্রব্যং) নয়ন্তীতি
পটিত্যন্ত বিশেষণতয়া স্ত্রীত্বাদাপ । বহুবচনঞ্চ ।

৩ । শুঙ্গ—বিনাশোৎপত্তিমদ্বাং শুঙ্গং অর্থাৎ
জ বস্ত্র । অথবা শুঙ্গশব্দের অর্থ বটবৃক্ষ । বট-
ক যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ
বে, সেইরূপ কাষণ হইতে বাহার রূপান্তর হয়
তাই শুঙ্গ নামে লক্ষিত । ৪ । প্রজাঃ—প্রজা-
ন্ত ইতি । জ্ঞাত্য পদার্থ বস্ত্র । ৫ । সদায়-
নাঃ—সদ্য অয়তনং আশ্রয়োবাসাৎ তাঃ । ৬ ।
সংপ্রতিষ্ঠাঃ—সংপ্রতিষ্ঠালয়স্থানং বাসাৎ তথা ।

অনুবাদ । (সংপ্রতি) অশনাও পিপাসার
তত্ত্ব আমার নিকট অবগত হও । যে সময়ে
পুরুষের বৃত্তি হয় তৎকালে পীতজল ভুক্ত-
দ্রব্য দ্রবীকৃত করিয়া রসাদিরূপে পরিপাক
করে । সেই হেতু যেমন গোপাল গোনয়ন
(চারণ) কবে বলিয়া গোনায়ে, অশ্বপাল অশ্ব-
চারণ করে, বলিয়া অশ্বনায়ে, সেনাপতি সৈন্ত
পুরুষ চালনা করেন বলিয়া পুরুষনায়ে নামে
অভিহিত হয়, সেইরূপ জল অশিত অন্ন নয়ন
অর্থাৎ পরিপাক কবে বলিয়া অশনায়ে । (অত-
এব অশনার শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ জল, গোপার্শ
ভোজনেচ্ছা । জলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় ।
পরিপাকবহায় বৃত্তি উপস্থিত হয় এই শুঙ্গ
যোগে যোগার্থসহকৃত অশনায়ে শব্দের ভোজ-
সেচ্ছারূপ নিরুত্ব অর্থ ব্যবহৃত আছে ।)

হে সোম্য ! সেই অগ্নে এই বিপুল দেহশুঙ্গ
উৎপন্ন হইয়াছে জানিও । এ দেহশুঙ্গ মূল-
রহিত নয় । যদি বল, ইহাব মূল কি ?
অগ্নি ইহার মূল । (কেননা ভুক্ত অন্ন জলের
দ্বারা দ্রবীকৃত হইয়া জঠরাগ্নি কর্তৃক পচ্যমান
রসরূপে পরিণত হয় । সেই রস হইতে
শোণিত হইতে মাংস । মাংস হইতে মেদ ।
মেদ হইতে অস্থি । অস্থি হইতে মজ্জা । মজ্জা
হইতে শুক্র । স্নোলোকের পক্ষে মজ্জা হইতে
আর্দ্রব শোণিত উৎপন্ন হয় । জরাযুকোষে
মিলিত সেই শুক্রশোণিত দেহের বীজ । পরে
ভুক্তবস্ত্র দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বটবৃক্ষের
জায় এই বিপুল দেহ উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব
দেহ অন্নমূল) হে সোম্য ! আবার জলকে
অন্নশুঙ্গের মূল বলিয়া জান । হে সোম্য !
তেজকে জলশুঙ্গের মূল বলিয়া জান । হে
সোম্য ! সং (পরমাঙ্গ) তেজশুঙ্গের মূল বলিয়া
জান । সং এই স্বাবরজকর্মাঙ্ক প্রজায়
মূল । সতের সহিত কেবল অতীতকালের

সম্বন্ধ নয়, বর্তমানেও সংই সকলের আশ্রয়।
ভবিষ্যতেও সং লয়ের স্থান।

আভাস। এক্ষণে জলন্তজের ঘারা সংই মূল
ইহা প্রমাণ করিতেছেন।

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম। তেজ
এব তৎপীতং নয়তে। যদযথা গোনায়োহখনায়ঃ
পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদত্তেতি।
তত্রৈতদেব শুদ্ধমুৎপত্তিতং সোম্য বিজানীহি
নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। তন্তু ক মূলং শ্রাদ্ধ-
জ্যোত্যাঃ। সোম্য শুদ্ধেন তেজো মূল-
ময়িচ্ছ। তেজসা সোম্য শুদ্ধেন সমূলময়িচ্ছ
সমূলাঃ সোম্যোমাঃ সর্করাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
সংপ্রতিষ্ঠাঃ। যথা তু খলু সোম্যোমাস্তিপ্রো
দেবতাঃ পুরুষঃ প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃন্দৈককা
ভবতি, তত্ত্বজ পুরস্তাদেব ভবত্যন্ত সোম্য পুরু-
ষন্ত প্রয়তো বায়নসি সম্পদ্যতে। মনঃ প্রাণে।
প্রাণন্তেজসি। তেজঃ পরমাত্মদেবতায়াং। স
যজ্ঞমোহনিমা। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্কং। তৎসত্যং।
স আত্মা। তত্ত্বমসি। ঐতকেতে।

বিষয় পদব্যাখ্যা। প্রয়তঃ—প্রিয়মাণন্ত,
মুমূর্ষুঃ।

অনুবাদ। অনন্তর যখন পুরুষের পিপাসা
হয়। তখন তেজ সেই পীতজ লোহিত ও
প্রাণরূপে পরিণমিত করে। যেমন গোনোতা
গোনায়, অখনোতা অখনায় পুরুষনেতা পুরুষনায়
সেইরূপ উদকনেতা (পরিপাচয়িতা) তেজ
উদত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। (পীতজল
তেজের সহায়তার রক্তাদিক্রূপে পরিণত হওয়ায়
জলের আবশ্যক হয় বলিয়া এবং প্রকৃতি প্রত্যয়
তাদৃশ অর্থ বোঝায় বলিয়া পিপাসার নামও
উদত্তা হইয়াছে) হে সোম্য! এই প্রকারে
এই দেহ উৎপন্ন। এদেহ মূলরহিত নয়। যদি
বল মূল কি? জলই তাহার মূল। জল ও শুদ্ধ,
তাহার মূল তেজ জানিও। তেজ ও শুদ্ধ তাহার

মূল সং জানিও। হে সোম্য! এই সমস্ত বস্ত
বস্ত সমূলক, বর্তমানকালেও সং অবলম্বন
করিয়া আছে। ভবিষ্যৎ সং বস্তুতে বিলীন
হইবে।

তেজ, জল ও ক্ষিতি প্রত্যেকে ত্রিবৃকৃত
(মিলিত) বৈকুণ্ঠে দেহের সম্পাদন হয়, তাহা
পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে ব্যাক্রমে স্বকারণে
কার্যের লয় প্রদর্শন করাইয়া দেহ সমূল ইহা
প্রতিপাদন করিতেছেন। হে সোম্য! ত্রিমাণ
পুরুষের বাক্য মনে বিলীন হয়। (তাই মুচু-
কালে মনের অগ্রে বাগ্‌রোধ হয়) অনন্তর
স্ববৃষ্টিপালের জায় মন প্রাণে বিলীন হয়।
(তাই শ্বাসরোধের পূর্বে জ্ঞান নষ্ট হয়) প্রাণ
উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী হইয়া ইন্দ্রিয় সমষ্টির সহিত তেজ
বিলীন হয়। (তাই প্রাণ নির্গমের পূর্বে হস্ত
পদাদি আকর্ষণ করে। সকলেই দেখিয়াছেন
মরিবার সময় হস্তপদাদি আক্ষেপের পরই শব্দ
নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু তখনও তেজ থাকায় গায়ে
উত্তাপ বোধ হয়) চরমে তেজ পবন দেবতার
লীন হয়। যিনি পরম দেবতা তিনিই সং-
স্বাক্ষরূপে জগতের কারণ। এই সমস্ত বস্ত দেহ
আত্মায় আত্মময়। অর্থাৎ তিনি ভিন্ন জগতে
সংসারী নাই, তিনি ভিন্ন জগতে আর দ্রষ্ট
নাই; তিনি ভিন্ন জগতে আর শ্রোতা নাই
তিনি একমাত্র পরমার্থ সত্য। তিনি জীবাত্মা
হে ঐতকেতে! তাই (সং) তুমি।

তুয় এব না ভগবান্ বিজ্ঞাপয়দ্বিতী ৩৫
সোম্যোতি হোবাচ।

যথা সোম্য! মধুকৃতো নিষ্ঠিষ্ঠন্তি নান
ত্যায়াণাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং বৎ
গময়ন্তি। তে যথা যত্র ন বিবেকং লভান্তে
মুখ্যাং বৃক্ষন্তরদোহস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যোমা
সর্করা প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিহুঃ সতি সম্পদ্য
মহ ইতি। ত ইহ ব্যাভ্রো বা সিংহো বা বৃ

বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো মশকো বা যদাদ্ ভবন্তি, তদা ভবন্তি । যএষোহনিমৈতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং তৎ সত্যং আত্মা । তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় । মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ন্তি তথা সোম্যোতি বাচ ।

। অতুবাদ শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্ ! যার নিকট এ বিষয় পুনর্বার উপদেশ দিতে আজ্ঞা হউক । পিতা আক্রণি বলি-
, সোম্য ! তাহাই হইবে ।

বিষমপদব্যাখ্যা । ১। মধুকৃতঃ—ভ্রমরাঃ । নিষ্ঠিষ্ঠন্তি—সম্পাদয়ন্তি । ৩। সমবহারং—
দ্যত । ৪। সম্পদ্য—লোনো ভূত্বা ।

অতুবাদ । হে সোম্য ! যেমন ভ্রমর নানান-
নর নানাবৃক্ষের রসসংগ্রহ করিয়া মধুর
পারে পরিণত করে, কিন্তু মধুকূপে পরি-
সেই রস সকল বিবেচনা করিতে পারে
যে আমি অমুক বৃক্ষের রস । হে সোম্য !
প্রকার এই সকল প্রজা অসুপ্তি প্রলয় ও

কালে সংবৃত্ততে (পরমাত্মায়) লীন হইয়া
তে পারে না যে, আমরা সতে লীন হই-
। সেই সকল প্রজাবৃন্দ সং সম্পন্ন হইলেও
কর্মজ্ঞানজনিত বাসনার প্রণোদনে তত্তৎ
জনিত ফলভোগের উপযুক্ত শরীর ধারণ

। তাই তাহারা অসুপ্তির অনন্তর প্রবুদ্ধা-
য় প্রলয়ের পর সৃষ্টিদশায় ও মরণের পর
স্বরে ব্যাঘ্র অথবা সিংহ, অথবা বৃক, অথবা
হ, অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ,
। মশক—যা' যা' হইতে পারে, সং হইতে
ই হইয়া তা'ই হয় । যুগসহস্র অতীত
। ও সংসারীর পূর্বসংকীর্ণ বাসনা অন্তর্হিত
। বাসনা, বলেই পুনঃ শরীর সম্বন্ধ হয় ।
সং স্বাক্ষরূপে জগতের কারণ, এই সমস্ত
—সেই আত্মায় আত্মময় । তিনি একমাত্র

পরমার্থ সত্য—তিনি আত্মা হে শ্বেতকেতো !
তিনিই তুমি । (অসুপ্তি অনন্তর লোকে “সং
হইতে আদিত্যম—” এই বৃষ্টিতে পারে না
কেন ? এই সন্দেহে সন্দিগ্ধ হইয়া) শ্বেত-
কেতু বলিলেন, হে ভগবন্ ! আমার নিকট
এ বিষয় পুনর্বার উপদেশ করুন । আক্রণি
বলিলেন, হে সোম্য ! বলিতেছি শ্রবণ কর ।

ইমাঃ সোম্য নদাঃ পুতন্তাং প্রাচ্যাঃ স্তনুস্তে
পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাং সমুদ্রমেবাপি যান্তি
সমুদ্র এব ভবন্তি । তা যথা তত্র ন বিছুরিয়-
মহমাত্মীয়মহমাত্মীতি । এবমেব থলু সোম্যোমাঃ
সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগত্য ন বিজ্ঃ সত
আগচ্ছামহ ইতি । ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো
বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা
দংশো বা মশকো বা সম্পদ্য ভবন্তি, তদা
ভবন্তি । স এষোহনিমৈতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং, তৎ
সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ! ইতি
ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ন্তি । তথা
সোম্যোতি হোবাচ ।

বিষমপদব্যাখ্যা । ১। প্রাচ্যাঃ—প্রাগঞ্চনাঃ
পূর্ববাহিন্যঃ । ২। প্রতীচ্যাঃ—প্রতীচীমঞ্চতীতি
প্রতীচ্যাঃ । পশ্চিমবাহিন্যঃ ।

অতুবাদ । হে সোম্য ! সমুদ্র হইতে নদী
উৎপন্ন হয় । সমুদ্রের জল মেঘের আকর্ষণে
মেঘ ভাবাপন্ন হয় । অনন্তর পর্কিতে তাহার
বর্ষণে নদী হইয়া থাকে । তাহার মধ্যে এই
সকল পূর্ববাহিনী গঙ্গাদি নদী পূর্বদিক্ দিয়া
সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্রের সহিত অভেদা-
বস্থায় অবস্থান করে । আর পশ্চিমবাহিনী সিদ্ধ
প্রভৃতি নদী পশ্চিমদিক্ দিয়া গঙ্গাদির সহিত
মিলিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্র হয় ।
তথায় যেমন এই আমি গঙ্গা, এই আমি যমুনা
বলিয়া বৃষ্টিতে পারে না । হে সোম্য ! এই
প্রকার এই সমস্ত প্রজামণ্ডলী সং হইতে

আগত হইয়া বুঝিতে পাবে না যে সং-হইতে আসিলাম। সতে বিলয়াবস্থাও বুঝিতে পারে না যে আমি অমুক ছিলাম। (যেমন সমুদ্রে বিলীন নদীর জগ আবার নদী হয়। সেইরূপ) তাহার। যেমন ছিল, তরুণ ব্যাঘ্র, অথবা সিংহ, অথবা বৃক, অথবা বরাহ, অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ, অথবা মশক হয়। সেই সং স্বরূপে জগৎ কারণ, এই সমস্ত বস্তু সেই আত্মার আত্মায় তিনিই একমাত্র পরমার্থ সত্য। তিনি আত্মা। হে ষ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

ষ্বেতকেতু বলিলেন, আমার নিকট পুনর্বার উপদেশ করুন। আকুণ্ঠ তাই হবে” বলিয়া বলিতে লাগিলেন।

অন্ত্র সোম্য! মহতো বৃক্ষস্তথো মূলেহভ্যা-
হত্মাজ্জীবন্ প্রবেৎ, যো মধ্যোহভ্যাহত্মাজ্জীবন্
স্রবেৎ, যোগ্রেহভ্যাহত্মাজ্জীবন্ স্রবেৎ, স এষ
জীবেনান্মন্যমুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমান-
তিষ্ঠতি। তস্ত তদেকাং শাখাং জীবো জহাতি
সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাতি সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং
জহাতি সর্কং জহাতি সর্কং শুষ্যতে। যমেব
খলু সোম্য বিজ্জীতি হোবাচ। জীবাণেতং বাচকিলেদং ত্রিযতে ন
জীবো ত্রিযত ইতি। স এবোহনিমৈতদান্ম-
মিদং সর্কং, তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি
ষ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্জা-
পয়ত্বিত্তি, তথা সোম্যোতি হোবাচ।

পদবিভাগ। অন্ত্র। সোম্য। মহতঃ। বৃক্ষস্ত।
যঃ। মূলে। অভ্যাহত্মাং। জীবন্। স্রবেৎ। যঃ।
মধ্যে। অভ্যাহত্মাং। জীবন্। স্রবেৎ। যঃ।
অগ্রে। অভ্যাহত্মাং জীবন্। স্রবেৎ। সঃ। এষঃ।
জীবেন। আত্মনা। অমুপ্রভূতঃ। পেপীয়মানঃ।
মোদমানঃ। তিষ্ঠতি। তস্ত। যৎ। একাং।
শাখাং। জীবঃ। জহাতি। অথ। সা। শুষ্যতি।

দ্বিতীয়াং। জহাতি। অথ। সা। শুষ্যতি। তৃতীয়াং
জহাতি। অথ। সা। শুষ্যতি। সর্কং। জহাতি
সর্কং। শুষ্যতি। এবং। এব। খলু। সোম্য
বিজ্জীতি। ইতি। হ। উবাচ। জীবাণেতং। বা
কিন। ইদং। ত্রিযতে। ন। জীবঃ। ত্রিযতে
ইতি। সঃ। যঃ। এষঃ। অনিমা। এতদান্ম
ইদং। সর্কং। তৎ। সত্যং। সঃ। আত্মা। ত
ত্ত্বং। অনি। ষ্বেতকেতো। ইতি। ভূয়ঃ। এ
মা। ভগবান্। বিজ্জাপয়তু। ইতি। ত
সোম্য। ইতি। হ। উবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। অমুপ্রভূতঃ—ব্যা

২। পেপীয়মানঃ—পুনঃ পুনরতিশয়েন
পিবতি রসান্ আকর্ষতীতি। ৩। মোদমানঃ

অমুবাদ। হে সোম্য! যদি কোন বা

অনেক শাখাদিসংযুক্ত বৃক্ষে পরন্তর আ

কবে, সেই সক্রদাঘাতে বৃক্ষ জীবিত থাকি

রসস্রাব করে। প্রকাণ্ড আঘাত কবি

বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া রসস্রাব করে, শাখা

করিলেও বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া রসস্রাব

(বৃক্ষের জীবন তাদৃশ আঘাতে নষ্ট হয়

কেমনা সেই বৃক্ষ জীবাশ্মায় অমুবাণ্ড।

স্তরের দ্বারা পার্শ্বের রস আকর্ষণ ক

শারীর অভাব দূর্ব কবে তাই বৃক্ষ কষ্ট পুট

অবস্থান করে। এই বৃক্ষ জীব যদি একটা

তাগ করে তবে সেটা শুষ্ক হয়। (কে

সে শাখা জীব হইতে পৃথগ্ভূত) যদি দ্বি

শাখা তাগ করে তবে তা’ও শুষ্ক হয়।

তৃতীয় শাখা তাগ করে, তবে তাহাও শুষ্ক

যদি সকল শাখা তাগ করে তবে সে সকল

হয়। হে সোম্য! এই প্রকার জীবমাত্রই।

জীববিমুক্ত হইলে মৃত হয়, জীবের মৃত্যু

সেই জীব স্বরূপে জগৎ কারণ এই

বস্তু। সেই আত্মায় আত্মবান্। তিনিই এক

পরমার্থ সত্য। তিনি আত্মা। হে ষ্বেতকে

চনিই তুমি। ষ্ঠেতকেতু বলিলেন, পুনর্বার
াদেশ করুন। আরুণি তাই হ'বে বলিয়া
লিতে লাগিলেন।

অগ্রোধকলমত আহরতীদং ভগব ইতি।
স্কীতি ভিন্নং ভগব ইতি। কিমত্র পশুসী-
দ্য ইবেমা ধান্য ভগব ইত্যাসামনৈকং
স্কীতি ভিন্না ভগব ইতি। কিমত্র পশুসীতি।
কনন ভগব ইতি। তং হোবাচ। যং বৈ
মৈম্যতমনিমানং ন নিভালয়স এতশ্চ বৈ
মৈম্যোহপিম এবং মহাঅগ্রোধস্তিষ্ঠতি।
কংস সোম্যোতি স য এবোহপিমৈতদান্মাদং
কং তং সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি ষ্ঠেতকেতো
ত ভূম এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা
মৈম্যোতি হোবাচ।

পদবিভাগ। অগ্রোধকলং। অতঃ। আহর।
ত। ইদং। ভগবঃ। ইতি। ভিক্ষি। ইতি।
কঃ। ভগবঃ। ইতি। কিং। অত্র। পশুসি।
ত। অণাঃ। ইবঃ। ইমাঃ। ধান্যঃ। ভগবঃ।
ত। আসাং। অঙ্গ। একাং। ভিক্ষি। ইতি।
স্যাঃ। ভগবঃ। ইতি। কিং। অত্র। পশুসি।
ত। কিকন। ন। ভগব। ইতি। তং। হ।
গচ। যং। বৈ। সোম্য। এতং। অনিমানং।

নিভালয়সে। এতশ্চ। ইব। সোম্য। এবঃ।
পন্নঃ। এবং। মহাঅগ্রোধঃ। তিষ্ঠতি। অকং
সোম্য। ইতি। সঃ। যঃ। এষঃ। অগিমা।
দাঅ্যাং। ইদং। সর্কং। তং। সত্যং। সঃ।
দ্যা। তং। অং। অসি। ষ্ঠেতকেতো। ইতি।
ঃ। এব। মা। ভগবান্। বিজ্ঞাপয়তু। ইতি।
।। সোম্যে। ইতি। হ। উবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। অগ্রোধ—বটবৃক্ষ।
বঃ—ভগবন্। ২। ধান্যঃ—বীজানি।

অগিমা—অত্যন্ত অগ্নি, অতি সূক্ষ্ম।
তিষ্ঠতি—উত্তিষ্ঠতি, উৎপন্নঃ সন্ আস্তে
র্থঃ।

অম্ববাদ। আরুণি বলিলেন,—একটি বটের
ফল আনিয়ন কর।

ষ্ঠেতকেতু—হে ভগবন্! এই আনিলাম।
আরুণি—ফলটি ভঙ্গ কর।

ষ্ঠেতকেতু—ভগবন্! ভঙ্গ করিলাম।

আরুণি—ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ?

ষ্ঠেতকেতু—ভগবন্! সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজের মত।

আরুণি—ইহার মধ্যে একটি ভঙ্গ কর।

ষ্ঠেতকেতু—ভগবন্! ভঙ্গ করিলাম।

আরুণি—এই ভঙ্গবীজে কি দেখিতেছ?

ষ্ঠেতকেতু—ভগবন্! কিছুই নয়।

আরুণি। হে সোম্য! তুমি বটবীজের যে
অগিমা দেখিতে পাইতেছ না; এই (নামরূপ-
বর্জিত অদৃশ্যমান বীজভূত) অগিমা হইতে
(শাপাস্কন্ধ ফলপলাশ-সম্পন্ন) বিশাল বটবৃক্ষ
সমুৎপন্ন হয়। হে সোম্য! আমার কথা সত্য
বলিয়া শ্রদ্ধা কর। সেইরূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম
বস্তু (পরমাণু) তাহাহইতে এই নাম রূপবান্
বিচিত্র বিশ্বত্রকাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। তাই সেই
আত্মার গণং আত্মময়। তিনি পরমার্থ সত্য
বস্তু। তিনি আত্মা, যে ষ্ঠেতকেতো! তিনিই
তুমি।

ষ্ঠেতকেতু—হে ভগবন্! পুনর্বার আমার
নিকট এই বিষয় উপদেশ করিতে আজ্ঞা হইবে।

আরুণি—হে সোম্য! তা'ই হ'বে।

লবণমৈতদ্ভুদকেতুবাধারাত মা প্রাতীকরূপসীদধা
ইতি স হ তথা চকার তং হোবাচ যদোষা
লবণমুদকেতুবাধা অঙ্গ তদাহরতি তদ্ধাবিশু
ন বিবেদ যথা বিলীনমেবাঙ্গ। অস্ত্রাস্তাচামেতি
কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি
লবণমিতি অস্ত্রাদাচামেতি কথমিতি লবণ-
মিত্যভি প্রাঞ্ছেনদধমোপসীদধা ইতি তদ্ধ তথা
চকার। তচ্ছবৎ সঘর্ভতে তং হোবাচাত্র বাব-
ধিঃ।

স য এবোহগিমৈতদাঙ্গ্যামিদং সৰ্বং তৎ সত্যং
স আঙ্গা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। ইতি ভূয় এব
মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যোতি
হোবাচ ।

পদবিভাগ। লবণং। এতৎ। উদকে। অবা-
ধায়। অথ। মা। প্রাতঃ। উপসীদথাঃ। ইতি।
সঃ। হ। তথা। চকার। তং। হ। উবাচ। যং।
দোষা। লবণং। উদকে। অবাধাঃ। অঙ্গ। তৎ।
ইতি। তৎ। হ। অবমৃশ্ণ। ন। বিবেদ। যথা।
বিলীনং। এব। অঙ্গ। অশু। অস্তাৎ। আচাম।
ইতি। কথং। ইতি। লবণং। ইতি। মধ্যাৎ।
আচাম। ইতি। কথং। ইতি। লবণং। ইতি।
অস্তাৎ। আচাম। ইতি। কথং। ইতি। লবণং।
ইতি। অভিপ্রাশু। এনং। অথঃ। মা। উপসী-
দথাঃ। ইতি। তৎ। হ। তথা। চকার। তৎ।
শখং। সংবৰ্জতে। তৎ। হ। উবাচ। বাব।
কিল। ইতি। সঃ। যং। এষং। অণিমা। ঐত্য-
দাঙ্গ্যং। ইদং। সৰ্বং। তৎ। সত্যং। সঃ। আঙ্গা।
তৎ। স্বং। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি। ভূয়।
এব। মা। ভগবান্। বিজ্ঞাপয়তু। ইতি। তথা।
সোম্য। ইতি। হ। উবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অবধায় স্থাপয়িত্ব।
মা—মাং। ২। দোষা—রাত্রৌ। ৩। অভি-
প্রাশু—পবিত্র্যাক্ষ্য। ৪। অঙ্গ—সম্বোধনসূচক
অব্যয়। ৫। বাবকিল—আচার্য্যোপদেশ স্মরণ-
সূচক অব্যয়।

অভুবাদ। আরুণি—জলে একথণ্ড লবণ
রাখিয়া প্রভাতে আমার নিকট আসিও।

শ্বেতকেতু পিতার আজ্ঞাপালন করিতে
উপস্থিত হইলেন।

আরুণি—রাত্রিতে যে লবণ জলে রাখিয়াছ,
তাহা লইয়া এস। শ্বেতকেতু জল দেখিয়া
বৃষ্টিতে পারিলেন না যে ইহাতে লবণ আছে।

আরুণি—লবণ জলে বিলীন হইয়াছে,

উপর হইতে একটু জল লইয়া আচমন করি
দেখ কিরূপ তার?

শ্বেতকেতু—(আচমনান্তে) লবণ (লোনা)

আরুণি—মধ্য হইতে জল লইয়া আচম
করিয়া দেখ, কিরূপ তাব?

শ্বেতকেতু—(আচমনান্তে) লবণ।

আরুণি—তলা হইতে জল লইয়া আচম
করিয়া দেখ, কিরূপ তার?

শ্বেতকেতু—(আচমনান্তে) লবণ।

আরুণি—উহা পরিত্যাগ করিয়া আম
নিকট এস। শ্বেতকেতু পিতৃ-আজ্ঞা পাল
করিলেন।

আরুণি—হে সোম্য! যেমন তুমি জ
লবণ দেখিতে পাইতেছ না, অথচ এই জ
সেই লবণ আছে। প্রকারান্তরে উপর
করিতে হইতেছে। সেইরূপ সং দেখি
পাইতেছ না, তিনি নিরন্তরই এখানে আছেন
তিনি স্মৃশ্ণ হইতেও স্মৃশ্ণতম। তাঁহার ধ
জগৎ আশ্রয়। তিনিই একমাত্র সত্য, তিনি
জীবাত্মা। হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু—পুনর্বার আমার নিকট উ
দেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

আরুণি—হে সোম্য! তাই হবে।

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোহভিনদ্ধাং
মানীয় তং ততোহভিনদ্ধনে বিস্মজেৎ স য
তত্র প্রাণ্ডবোদগ্ধবোধরাগ্ধবা প্রাণায়ীতা
নদ্ধাক্ষ আনীতোহভিনদ্ধাক্ষো বিস্মষ্টঃ। ত
যথাভিবন্ধনং প্রমুচ্য প্রক্রয়াদেতাং দিশং গন্ধ
এতাং দিশং ব্রজতি স গ্রামাদ্গ্রামং পৃথ
পণ্ডিতোমেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যোতৈ
মেনেহাচাৰ্য্যবান্ পুরুষো বেদ তন্ত তাব
চিরং যাবৎ বিমোক্ষোহথ সম্পূজ্য ইতি।
য এবোহগিমৈতদাঙ্গ্যামিদং সৰ্বং তৎ সত্যং
আঙ্গা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব

ভগবান্ বিজ্ঞাপয়স্বিতি তথা সোমোতি
হাবাচ ।

পদবিভাগ । যথা । সোম্য । পুরুষঃ । গন্ধা-
রেভ্যঃ । অভিনদ্ধাক্ষং । আনীয় । তং । ততঃ ।
অতিজনে । বিস্বজ্ঞেং । সঃ । যথা । তত্র ।
প্রাঙ্ । বা । উদঙ্ । বা । অধরাঙ্ । বা ।
প্রায়ায়ীত । অভিনদ্ধাক্ষঃ । আনীতঃ । অভি-
নদ্ধাক্ষঃ । বিস্বষ্টঃ । তস্ত । যথাভিবন্ধনং ।
প্রমুচ্য । প্রক্রায়ং । এতাং । দিশং । গন্ধারাঃ ।
এতাং । দিশং । ব্রজ । ইতি । সঃ । গ্রামাং ।
গ্রামং । পুচ্ছন্ । পণ্ডিতঃ । মেধাবী । গন্ধরান্ ।
এব । উপসম্পদ্যেত । এবং । এব । ইহ । আচার্য্য-
বান্ । পুরুষঃ । বেদ । তস্ত । তাবং । এব ।
চিরং । যাবৎ । ন । বিমোক্ষ্যে । অথ সম্প্রসৃত্যে ।
ইতি । শেষং প্রাপ্যং ।

বিষমপদব্যাখ্যা । ১ । গন্ধাবেভ্যঃ জন-
পদবিশেষেভ্যঃ । ২ । অভিনদ্ধাক্ষং—বদ্ধ-
চক্ষুঃ । ৩ । অতিজনে—বিজনে । ৪ । সঃ—
দিগ্ভ্রাস্তো জনঃ । ৫ । প্রাক—প্রাঙ্ মুখঃ ।
৬ । উদঙ্—উত্তর মুখঃ । ৭ । অধরাঙ্—
পশ্চিমমুখঃ । ৮ । পণ্ডিতঃ—উপদেশবান্ ।
৯ । মেধাবী—গুরুপদেশস্মরণ সমর্থঃ ।

অনুবাদ । হে সোম্য ! যদি কোন তত্ত্ব
গন্ধার নামক জনপদ হইতে কোন গন্ধার-
বাসীকে চক্ষুঃ বন্ধন করত আনয়ন করিয়া
(সর্লস্বাপহরণপূৰ্ণক) বিজনবনে পরিত্যাগ
করিয়া যায় তাহাহইলে দিগ্ভ্রাস্ত সেই বদ্ধচক্ষু-
কথন বা পূৰ্ণমুখ হইয়া কথন বা উত্তর মুখ
হইয়া, কথন বা পশ্চিমমুখ হইয়া (হে বনবাসি-
গণ ! তত্ত্বেরা চক্ষুবন্ধনপূৰ্ণক আনয়ন করিয়া
বিজনবনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ।
আপনারা দয়াপূৰ্ণক বন্ধনমোচন করিয়া পথ
দেখাইয়া দেন বলিয়া) চীৎকার করে । (সেই
চীৎকার শুনিয়া) কোন কাকণিক ব্যক্তি বন্ধন-

মোচন করিয়া “এই দিকে গান্ধার দেশ, এই
দিকে (অমুক অমুক) পথ দিয়া ” যাও, এই
কথা বলেন । যদি গান্ধারবাসী তাঁহার উপদেশ
স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে সে মুক্তচক্ষু হইয়া
এ গ্রাম হইতে ও গ্রামে ভ্রাজসা করিতে
করিতে গন্তব্যস্থানে গমন করিতে পারে । সেই-
রূপ মেধাবী মুমুকু আচার্য্যের উপদেশে পণ্ডিত
হইয়া পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়া নিবৃত্ত
হয় । (অর্থাৎ যদি সে মূঢ়মতি ও দেশান্তর দর্শন
পিপাসু না হয়, তবে সেই বদ্ধচক্ষু তত্ত্ববানীত
ব্যক্তি ভ্রান্তভাবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায়
কাতর হইয়া ব্যাঘ্র তত্ত্বর প্রভৃতি অনর্থ পর-
স্পরায় ভয়ঙ্কর অরণো ছুঃখিতান্তঃকরণে করুণ
রবে কে আছ, আমাকে রক্ষা কর বলিয়া
চীৎকার কবে । যদি সেই ছুঃখে দয়ার্জ হইয়া
কোন কাকণিক ব্যক্তি তাহার (গান্ধারবাসীর)
বন্ধনমোচনপূৰ্ণক গন্তব্যপথ এবং পথিভুলভ
বিপদের উপায় উপদেশ করিয়া বিদায়দেন ।
তাহাহইলে উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি উপদেশানুরূপ
কার্য্য করে, তবে সে যেমন স্বদেশপ্রাপ্ত হইয়া
নির্বিবর্তিত লাভ করে সেইরূপ পুণ্যাপুণ্য
তত্ত্বগণ স্বদেশভূত পরমাত্মার সমীপ হইতে
আনয়নপূৰ্ণক মোহপট বদ্ধচক্ষু করিয়া
পাক্ৰভৌতিক বাত-পিত্ত-কফ কুধির-মেদ-
মাংসাস্থি-মজ্জা-শুক্র-ক্লমি-মূত্র পুরীষময় শীতো
ষ্ণাদি দ্বন্দ্বছুঃখের আধার এই দেহারণ্যে প্রবেশ
করায় । অনন্তর প্রাণিগণ বিষয়তৃষ্ণার কাতর
হইয়া এইরূপ আক্ৰোশ করে,—হায় ! আমি
এত বড় লোকের পুত্র, ইহারা আমার সম্পদে
বান্ধব ছিল, একদিন আমি স্তম্ভী ছিলাম
একণে বোর নারকী, আমি অতি মূঢ় অপণ্ডিত
অধাৰ্ম্মিক, বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, তথাপি চৈত
ন্তের উদয় হইল না, পরিণামের কিছুই করি
লাম না, হা হতোম্মি, একণে আমি কি করি

আমার জিলাগের উপায় কি? ইত্যাদি। যদি তাহার পুণ্যবলে ব্রহ্মবিৎ গুরু তাহার কাতরোক্তিতে দয়ার্জ হইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং “হে বংশ! তুমি এই প্রকারে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। ইত্যাদি গুরুগম্য উপদেশ দিয়া তাহার মোহপট অপনোদন করেন তবে সেই সাধক গন্ধারদেশবাসীর জায় স্বধাম ব্রহ্মধামে গিয়া শান্তিলাভ করে। অতএব গুরু সহায় না হইলে পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। এই পাক্‌ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ না করিলে পরমাত্মা লাভ হয় না।) পরমাত্মা হুঙ্গ হইতে হুঙ্গতম। তাঁহার দ্বারা জগৎ আশ্রময়। তিনি একমাত্র সত্যস্বরূপ। তিনিই জীবাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, পুনর্বার আমার নিকট উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

আরুণি—হে সোম্য! তাই হবে।

মন্তব্য। তত্ত্ব তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ—ইহার তাৎপর্য পুণ্যপুণ্য কর্মের ভোগের জন্ত দেহ হইয়া থাকে। সে ভোগ এ দেহেও হয় এবং পারলৌকিক বা জন্মান্তরীয় ভোগ দেহেও হয়। ভোগ সমাপ্ত হইলে মুক্তি। আমরা এমনি মুঢ়,—এক কর্মের ফলভোগ করিতে না করিতে অজ্ঞ ফলভোগের বীজ পুণ্যপুণ্য সঞ্চিত করি। তাই জন্মজন্মান্তরেও আমাদের ফলভোগ সমাপ্ত হয় না। ব্রহ্মজান হইলে কর্মক্ষীণ হয়, বস্ত্র গত্যা ভোগও করিতে হয় না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন—“জ্ঞানায়িঃ পর্মকর্মাণি ভগ্নস্যং কুরুতেহর্জুন” ইতি। কিন্তু য কর্মের ফল আরম্ভ হইয়াছে, জ্ঞানায়ি তাহা বন্ধ করিতে পারে না, জ্ঞানারম্ভ ফল কর্মই ভোগের পূর্বে দগ্ধ হইয়া থাকে। যতক্ষণ ধর্মীর গীর ধনুকে থাকে, ততক্ষণ লক্ষ্যবেধে ও

অবেধে তাহার কামচার; কিন্তু লক্ষ্যবেধের কার্য আরম্ভ হইলে অর্থাৎ বাণ ধনু হইতে ছাত হইলে অনভিপ্রেত লক্ষ্যবেধও সম্পন্ন হয়। সেইরূপ আরম্ভ ফল জ্ঞানী ও অনভিপ্রেত হইলেও, সে ফল অনিবার্য। অনারম্ভ ফলে তাঁহার কামচার আছে, যখন শরীর হইয়াছে, তখন শরীরজনক কর্মের ফল আরম্ভ হইয়াছে ভোগে সে শরীর ক্ষয় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তাই শ্রুতি বলেন, “তত্ত্ব তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্য।”

পুরুষং সোমোপতাপিনং জাতয়ঃ পর্যুপা-
সতে জানামি মাং জানামি মামিতি তত্ত্ব যাবন্ন
বাস্তুনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি
তেজঃ পরস্তাং দেবতায়ং তাবজ্জানাতি অথ
যদাশ্ব বাস্তুনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণ-
স্তেজসি তেজঃ পরস্তাং দেবতায়ামথ ন
জানাতি। স য এষোহসি মৈতদাশ্বামিদং সর্বং
তৎসত্যং স আশ্বা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি
ভূয় এব বা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ষিতি তথা
সোমোতি হোবাচ।

পদবিভাগ। পুরুষং। সোম্য। উপতাপিনং।
জাতয়ঃ। পর্যুপাসতে। জানামি। মাং।
জানামি। মাং। ইতি। তত্ত্ব। যাবৎ। ন। বাক্।
মনসি। মনঃ। প্রাণে। প্রাণঃ। তেজসি। তেজঃ।
পরস্তাং। দেবতায়ং। তাবৎ। জানাতি। অথ।
যদা। অশ্ব। বাক্। মনসি। মনঃ। প্রাণে।
প্রাণঃ। তেজসি। তেজঃ। পরস্তাং। দেবতায়ং।
অথ। ন। জানাতি। শেষঃ প্রাথৎ।

বিষয়পদব্যাখ্যা। ১। উপতাপিনং—জর-
যুক্তং। ২। পরস্তাং দেবতায়ং পরমাত্মনি।

অনুবাদ। হে সোম্য! জাতিবর্গ মুমূর্ষু
ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া বলিয়া থাকে—আমাকে
চিনিতে পার, আমাকে চিনিতে পার? যাবৎ
তাহার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে ও

তেজ পরমাশ্রায় লীন না হয়, তাবৎ যুমুর্
চিনিতে পারে, কিন্তু যখন ইহার বাক্য মনে,
মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরমাশ্রায় বিলীন
হয়, তখন আর কিছুই বুঝিতে পারে না।
(বিগদের স্থান) সেই পরমায়্যা যক্ষ হইতে
যক্ষতম। তাঁহার দ্বারা জগৎ আয়তম। তিনিই
একমাত্র সত্য, তিনিই জীবাত্মা, হে শ্বেত-
কেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন—আমাকে পুনর্বার
উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

আরুণি বলিলেন—হে সোম্য! তা'ই হ'বে।

আভাস। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মরণক্রম
সমান; বিশেষ এই—জ্ঞানী সংসারী পুনরাবর্তন
করেন না, অজ্ঞানী করেন। ইহার কারণ
দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

পুরুষঃ সোম্যোত হন্তৃগৃহীতমানযন্ত্যপ-
হার্য্যং স্তেয়মকার্য্যং পরশ্রমশ্চৈব তপতেতি স
যদি তস্ত কৰ্ত্তা ভবতি তত এবাণুতমায়ানং
কুরুতে সোহনুতান্তিসন্ধোহনুতেনাশ্রান-মন্তর্কায়
পরশ্রং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণতি স দহতেহথ হন্ততে।
অথ যদি তস্তাকৰ্ত্তা ভবতি তত এব সত্যামায়ানং
কুরুতে স সত্যান্তিসন্ধঃ সত্যেনাশ্রানমন্তর্কায়
পরশ্রং তপ্তং প্রতি গৃহ্ণতি স ন দহতেহথ
মুচ্যতে। স যথা তত্র নাদাচ্ছেতৈতদাশ্রামিদং
সৰ্গং তৎসত্যং স আশ্রা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো
ইতি তদ্ধাত্ত বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎস্থ ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ॥

পদবিভাগ। পুরুষঃ। সোম্য। উত। হন্ত-
গৃহীতঃ। আনয়ন্ত। অপহার্য্যং। স্তেয়ং।
অকার্য্যং। পরশ্রং। অশ্রম। তপত। ইতি। সঃ।
যদি। তস্ত। কৰ্ত্তা। ভবতি। তত। এব।
অনুতং। আশ্রানং। কুরুতে। সঃ। অনুতান্তি-
সন্ধঃ। অনুতেন। আশ্রানং। অমন্তর্কায়। পরশ্রং।
তপ্তঃ। প্রতিগৃহ্ণতি। সঃ। দহতে। অথ।

হন্ততে। অথ। যদি। তস্ত। অকৰ্ত্তা। ভবতি।
তত। এব। সত্যং। আশ্রানং। কুরুতে। সঃ।
সত্যান্তিসন্ধঃ। সত্যেন। আশ্রানং। অমন্তর্কায়।
পরশ্রং। তপ্তং। প্রতিগৃহ্ণতি। সঃ। ন। দহতে।
অথ। মুচ্যতে। সঃ। যথা। তত্র। ন। অদাচ্ছেত।
ঐতদাশ্রা। ইদং। সৰ্গং। তৎ। সত্যং। সঃ।
আশ্রা। তৎ। স্বঃ। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি।
তৎ। হ। অস্ত। বিজজ্ঞো। ইতি। বিজজ্ঞো।
ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—অনুতান্তিসন্ধঃ—মিথ্যায়
অভিসন্ধা (অভিসন্ধিঃ) বাহার।

অনুবাদ। রাজপুরুষেরা (চৌর্য্যাপবাদে
অভিযুক্ত) পুরুষকে হাতে হাতকোড়ি দিয়
(বিচারার্থ রাজদরবারে) আনয়ন করে এবং
বলে, এ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, অর্থাৎ
চুরি করিয়াছে। যদি চোর চুরি অস্বীকার
করে এবং বিশিষ্ট প্রমাণ যদি না পাওয়া যায়
তখন অগত্যা বিচারক বগেন তপ্ত পরশ
ইহার হস্তে দাও, (যদি চুরি করিয়া থাকে
তবে দণ্ড হইবে) সেই ব্যক্তি যদি প্রকৃত
চোর হয়, অথচ চুরি অপলাপ করে, তবে সেই
মিথ্যা ব্যবহারকারী মোহবশতঃ মিথ্যাবার
আশ্রাকে (আপনাকে) আবৃত করিয়া তপ্ত
পরশ্র প্রতিগ্রহ করে, দণ্ড হয়, অর্থাৎ পক্ষ
লাভ করে। আর যদি বস্ত্তঃ চোর না হয়,
আপনাকে সত্যপথে রাখে, সেই সত্যান্তিসন্ধ
ব্যক্তি সত্যে আশ্রাকে আচ্ছাদিত করিয়
যদি পরশ্র গ্রহণ করে, তবে সে দণ্ড হ
না, প্রত্যুত চৌর্য্যাপবাদ হইতে মুক্ত হয়। সে
(সত্যান্তিসন্ধ) যেমন তাহাতে সত্যব্যবস্থিত হস্ত
হেতু দণ্ড হয় না। (সেইরূপ অন্ধসত্যান্তিসন্ধ
বিকার সত্যান্তিসন্ধে মরণকালে পরমাশ্রানত
সমান হইলেও অন্ধসত্যান্তিসন্ধ জ্ঞানান্তরাভাব
বশতঃ সংসারক্লেশে দণ্ড হয় না, বিকারসত্যান্তি

সদ্ধ, প্রতিজ্ঞায় সংসার স্থলতরুণে দগ্ধ হয় ।
আত্মাভিসন্ধি-কৃত মুক্তি, আত্মানভিসন্ধিকৃত
বন্ধন । সেই পরমাত্মা হুস্ত হইতেও হুস্ততম ।
তাহার দ্বারা জগৎ আত্মায় । তিনিই এক-
মাত্র সত্য । তিনি জীবায়া, হে ষ্বেতকেতো !
তিনিই তুমি । ষ্বেতকেতু পিতৃবাক্যের তাৎ-
পর্য্য বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন ।

মন্তব্য । সত্যযুগে রাজগণ ঠিক বিচার
করিতেন । সাঙ্কীরাও প্রায় মিথ্যা বলিত না ।
যদি বিচারক বাহুপ্রমাণে সন্দেহান হইতেন,
অগত্যা অগ্নি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন ।
যোগেশ্বরের কয়ের আশঙ্কায় সহসা অগ্নি

পরীক্ষা করিতে চাহিতেন না । নীতাদেবী
অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । তৎ-
কালের রাজগণ ধার্মিক জায়গর ও বাস্বেদিক
যোগী ছিলেন ; তাঁহাদের বাক্যবলে সত্যের
নিকট অগ্নির এহেন দাহিকাশক্তি অন্তর্হিত
হইত । তাই তাঁহাদের কথামত চোরের
হাত দগ্ধ হইত, সাধুর হস্ত অক্ষত থাকিত ।
এখনও অনেকে যোগী আছেন, তাঁহাদের
বাক্যে অবটন ঘটে । ফলতঃ অগ্নি পরীক্ষা
পরম যোগী রাজর্ষিগণের যোগবিভূতি ।

ব্রজেননাথ স্মৃতিতীর্থ ।

স্বাশ্বেদ—

বরুণস্তোত্র ৫ম মণ্ডল ৮৫ সূক্ত ।

অত্রিঃ । ঐষ্টুপ । বরুণ ।

প্র সত্রাজে বৃহদর্চ্যগভীরং ব্রহ্মপ্রিয়ং বরুণায়
ঐতায় । বিয়োজধান শমিতৈব চর্যোপস্তিরে
পৃথিবীং স্বর্যায় ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ । প্র । সত্রাজো । বৃহৎ । অর্চ ।
গভীরম্ । ব্রহ্ম । প্রিয়ং । বরুণায় । ঐতায় ।
বি । যঃ । জধান । শমিতা । ইব । চর্য । উপ
স্তিরে । পৃথিবীম্ । স্বর্যায় ।

ব্যাখ্যা । অত্রি ঋষি অপনাকে সন্মোহন
করিয়া কহিতেছেন, হে অত্রি । ঐ সত্রাজে—
সমগ্রাজমানায় । ঐশ্বর্যায়—সম্যক দীপ্তিশালী
ঐশ্বর্য । ঐতায়—সর্বত্র প্রিয়মানায়—প্রিয় ।
বরুণায়—ব্রহ্মোক্তি সর্বং যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ
পদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন তাঁহাকে ।
গভীরং—গভীর । প্রিয়ং—প্রিয় । বৃহৎ—
বৃহৎ । ব্রহ্ম—স্তোত্রং । প্র-অর্চ—প্রোচ্চারয় ।
উচ্চারণ কর । যো বরুণঃ—যে বরুণ । শমি-

তৈব—পশুহস্তার জায় । চর্যঃ—চর্য ।
পৃথিবীং বিস্তীর্ণমন্তরিকং—বিস্তীর্ণ অন্তরীক ।
স্বর্যায়—স্বর্যায় উপস্থিত—আন্তরণায় বিজ-
ধান বিস্তারয়ামাস—আন্তরণের জন্ত বিস্তাব
করিয়াছিলেন ।

বঙ্গার্থ । হে অত্রি ! তুমি, হুপ্রিয়ক ও সম্যক
দীপ্তিশালী বরুণ অর্থাৎ—পরমেশ্বরের প্রিয়,
বৃহৎ ও গভীর স্তোত্র উচ্চারণ কর । পশুহস্তা
বরুণ নিহত পশুর চর্য বিস্তৃত করে, তিনি
স্বর্যের আন্তরণার্থ সেইরূপ অন্তরিককে
বিস্তৃত করিয়াছেন ।

বনেষু বাস্তরিকং ততান বাজমর্কংসু পরঃ
উজ্রিয়াসু । হংসু ক্রতুং বরুণো অপূষয়িঃ
দ্বিবিহর্যামদধাৎ সোমমদ্রো ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ । বনেষু । বি । অন্তরিকং ।
ততান । বাজম্ । অর্কংসু । পরঃ । উজ্রিয়াসু ।

ংস্রু। ক্রতুম্। বরুণঃ। অপ্‌স্রু। অগ্নিম্।
বি। স্বৰ্য্যাম্। অদধাৎ। সোমম্। অদ্রৌ।

ব্যাখ্যা। অয়ং বরুণঃ—এই বরুণ। বনেযু—
কাদিব উপরিভাগে। অস্তরিক্ষং ততান—
অস্তরিক্ষে বিস্তারিত কবিয়াছেন। বাজম্—
বল। অর্কংস্রু—অশ্বদিগকে। পয়ঃ—ছক্।
উশ্রিয়াস্রু—গোশু। হ্রংস্রু—জদযে। ক্রতুং—
কর্মসম্পন্ন—সম্বল। অপ্‌স্রু—জলে। অগ্নিঃ—
উর্ধ্বং—বাড়বানল। দিবি—অস্তরিক্ষে। স্বৰ্য্যাম্—
সূর্য্য। অদধাৎ—স্থাপন কবিয়াছেন। সোমম্—
সামলতা। অদ্রৌ—পর্কতে।

বঙ্গার্থ। এই বরুণ বৃক্ষের উপরিভাগে
অস্তরিক্ষে বিস্তারিত কবিয়াছেন, অশ্বকে বল,
পাতিকে ছক্, জদয়ে সদল, জলে বাড়বানল
দিয়াছেন। তিনি আকাশে স্বৰ্য্য ও পর্কতে
সামলতা স্থাপন কবিয়াছেন।

নীচীনবাং বরুণঃ কবক্ষং প্রসসর্জ বোদসী
অস্তরিক্ষং। তেন বিশ্বভূবনশু রাজা যবং ন
বৃষ্টিব্রূনতি ভূম্ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। নীচীনবাং। বরুণঃ। কবক্ষং।
প্রসর্জ। বোদসী। অস্তরিক্ষং। তেন। বিশ্ব।
ভূবনশু। রাজা। যবং। ন। বৃষ্টিঃ। বি। উনন্তি।
ভূম্।

ব্যাখ্যা। নীচীনবাং—অধোমুখছিদ্র। বরুণঃ
—বরুণ। কবক্ষং—মেঘ। প্রসসর্জ—কবিয়াছেন।
বোদসী—স্বর্গ ও পৃথিবী। অস্তরিক্ষং—অস্ত-
রিক্ষ। অর্থাৎ লোকত্রয়ের হিতের জন্ত। তেন
ই ভলৈব দ্বাৰা বিশ্ব—ভূবনশু রাজা। বিশ্ব-
ভূবনের রাজা। যবং ন—যবমিব যবের স্তায়।
মানভিসিক্ত করেন। ভূম্—ভূমি, ভূমি।

বঙ্গার্থ। অশিল ভূবনের অধিপতি বরুণ স্বর্গ,
পৃথিবী ও অস্তরিক্ষের হিতার্থে মেঘে নিয়ন্ত্রণে
ছিদ্র কবিয়া দিয়াছেন। বৃষ্টি যেরূপ যবসিক্ত
করে, তিনি তদ্রূপ সমগ্র ভূমিকে সিক্ত করেন।

উনন্তিভূমিং পৃথিবীমুত দ্যাং যদা ছক্‌ঃ বরুণো
বষ্টাদিৎ। সমভ্রেণ বসত পর্কতাসন্তবিধীয়ন্তঃ
শ্রথয়ন্তঃ বীরাঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ! উনন্তি। ভূমিং। পৃথিবীম্। উৎ।
দ্যাং। যদা। ছক্‌ম্। বরুণঃ। বষ্টি। আৎ। ইৎ।
সম্। অভ্রেণ। বসত। পর্কতাসঃ। তবিধীয়ন্তঃ।
শ্রথয়ন্তঃ। বীরাঃ।

ব্যাখ্যা। বরুণঃ—বরুণ। ভূমিং—পৃথিবী।
পৃথিবীং—অস্তরিক্ষ। দ্যাং—ছালোক। উনন্তি
—আর্দ্র করেন। যদা—যখন। ছক্‌ঃ—উদকম্,
জল। বষ্টি—কামনা করে। আদিৎ—অনন্তর।
পর্কতাসঃ—পর্কতসমূহ। অভ্রেণ—মেঘের দ্বারা।
সংবসন্ত—আবৃত করে। বিধীয়ন্তঃ—বলমিচ্ছন্তঃ,
বল ইচ্ছা করিয়া। বীরা বিশেষণ বৃষ্টিঃ প্রের-
য়িতারো—বিশেষরূপ বৃষ্টি প্রেরণকারী মরুতঃ—
মরুৎগণ। শ্রথয়ন্তঃ—মেঘ শিথিল করে।

বঙ্গার্থবাদ। বরুণ যখন বৃষ্টি কামনা করেন,
অর্থাৎ ওষধিবর্গ বৃদ্ধি হউক, এই ইচ্ছা করেন,
তখন তিনি পৃথিবী অস্তরিক্ষ এবং স্বর্গলোক
আর্দ্র করেন। অনন্তর পর্কত সকল মেঘেব
দ্বাৰা আবৃত হয় এবং বৃষ্টিপ্রদানকারী মরুৎগণ
মেঘবৃন্দকে শিথিল কবিয়া দেয়।

ইমামুষ্ণাস্রবন্ত শ্রতশু মহীং মাগাং বরুণশু
প্রবোচম। মানেনেব তস্থিবা অস্তরিক্ষে বিয়ো-
মমে পৃথিবীং স্বর্ঘ্যেণ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। ইমাং। উ। স্রু। আমুস্রবন্ত। শ্রতশু।
মহীম্। ময়াম্। বরুণশু। প্র। বোচম্। মানেন।
ইব। তস্থিবান্। অস্তরিক্ষে। বি। যঃ। মমে।
পৃথিবীম্। স্বর্ঘ্যেণ।

ব্যাখ্যা। আমুস্রবন্ত—অমুর সম্বন্ধিনঃ—শরীরে
বসতি ইত্যোজঃ প্রাণঃ—প্রাণবানের। শ্রতশু—
প্রসিক্তের। মহীম—মহতী। ইমাং মাগাম্—
এই প্রজা। প্রবোচম্—ঘোষণা করিতেছি। বো
বরুণ অস্তরিক্ষে তস্থিবান্—যে বরুণ অস্তরিক্ষে

ধাকিয়া মানেনেব—মানদেওর ছায়। স্বর্গেয়
স্বর্গের দ্বারা। পৃথিবী—অস্তবিক। বিগমে—
পরিমাণ করিয়াছেন।

বঙ্গার্থ। আমি প্রসিদ্ধ প্রাণবান বরুণের
এই মহতী প্রজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি যে তিনি
অস্তরিক্ষে অবস্থান করিয়া স্বর্গের দ্বারা মান-
দেওর ছায় অস্তবিক্ষের পরিমাণ করিয়াছেন।

ইমামুল্লকবিতমস্তা মায়াং মহীং দেবস্তা নকিবা
দবর্ষ। একং যজ্ঞদ্বা ন পূণস্ত্যেবাসিক্তীরবণয়ঃ
সমুদ্রং ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। ইনাম্। উ। ছ। কবিতম্।
অস্ত। মায়াং। মহীং। দেবস্ত। নকিঃ। আ।
দবর্ষ। একম্। যং। উদ্ব। ন। পূণস্তি। এনীঃ।
আসিক্ত্যীঃ। অবনয়ঃ। সমুদ্রম্।

ব্যাখ্যা। কবিতমস্তা—প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাত্ত—
প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন। দেবস্ত—দ্যোতমানস্ত
জ্যোতির্গম্য মহতীং মায়াং মহতী প্রজ্ঞা। নকি
কেহই না। আদবর্ষ—খণ্ডন করা। উনু—
পাদপুরণে। যং—যেহু। একং সমুদ্রম—
এক সমুদ্র। এনীঃ—এস্তাঃ শুভ্রাঃ—শুভ্র।
আসিক্ত্যীঃ—বাবীমোক্ষণকারী। অবনয়ঃ—
নদী। উদ্বা—জলেন দ্বারা। ন পূণস্তি—ন
পূরণস্তি—পূরণ কবিত্তে পারে না।

বঙ্গার্থ। প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাসম্পন্ন জ্যোতির্গম্য
বরুণদেবের স্তমহতী প্রজ্ঞা কেহই খণ্ডন কবিত্তে
পারে না। বরুণের সেই প্রজ্ঞাবশতঃ বারি
মোক্ষণকারী নদীসমূহ একমাত্র সমুদ্রকেও পূরণ
করিতে পারে না।

অর্থ্যম্যং বরুণমিত্রং বা সখ্যং বা সদমিদ্
ভ্রাতরং বা। বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যং
সীমাগচ্ছ কুমা শিশ্রপং ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। অর্থ্যম্যং। বরুণ। মিত্রং। বা।

সখ্যং। বা। সদম্। ইত্। ভ্রাতরম্। বা।
বেশম্। বা। নিত্যম্। বরুণ। অরণম্। বা। যং।
সীম। আগঃ। চক্রম। শিশ্রপঃ। তং।

ব্যাখ্যা। অর্থ্যম্যং—দাতা বা গুরু। অর্থ্যম্য-
স্বার্থে যং প্রত্যয়। বরুণ—হে বরুণ! মিত্রাং—
মিত্র। সখ্যং—সখা। সদম্ ইত্—সর্বদাই।
ভ্রাতরং—ভ্রাতা। বেশং—প্রতিবেশী। নিত্যং—
নিবন্তর। অবণং—অশঙ্ক, মুক। আগঃ—অপ-
রাধ। চক্রম—কবিয়া থাকি শিশ্রপঃ তং—
তাহা নষ্ট কর।

বঙ্গার্থ। হে বরুণ! আমরা গুরু, মিত্র
সখা, ভ্রাতা, প্রাতবেশী বা মুকের নিকট যাহা
অপরাধ কবিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা
নষ্ট কর।

কিতবাসো যদ্বিপিপূর্ণ দীবি যদ্বা য সত্য-
মুতবং ন বিদ্য। সর্পতাবিষ্য শিথিরেব দেবাপ-
তে স্তামবরুণপ্রিয়াসঃ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। কিতবাসঃ। যং। বি। বিপূঃ। ন
দীবি। যং। বা। য। সত্যম্। উং। যং। ন
বিদ্য। সর্পা। তা। বি। স্তা। শিথিরা। ইব।
দেব। অথ। তে। স্তাম। বরুণ। প্রিয়াসঃ।

ব্যাখ্যা। কিতবাসঃ—কিতবাস্যাত্ত কৃত
কিন্তুবাস্তি সর্পং ময়া জিতমিতি বদতীহ
কিতবঃ—তোমার আব কি আছে আমি সর্প
জয় করিয়াছি এইরূপ বলে যে—পাশক্ৰীড়ক
শিথিবা—শিথিল। বিষ্য—মোচন কর।

বঙ্গার্থবাদ। হে বরুণ! ছাতক্ৰীড়ার পাশ
ক্ৰীড়কের ছায় যদি আমবা স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে
কিছু করিয়া থাকি, তুমি তৎসমুদায় হইতে
শিথিল বন্ধনের ছায় মুক্ত কর, তাহাইহে
আমরা তোমার প্রিয় হইবে।

আমিষের প্রসার ।

সংসারের গণগোল কি লইয়া? চীন, পোনে ভুমুল সংগ্রাম হইতেছে, উহা প্রকৃত কারণ কি? চীন মনে করে, জাপান আমা হইতে স্বতন্ত্র, জাপান মনে কবে চীন আমা হইতে স্বতন্ত্র। জাপান যদি চীনকে জাপান মান কবিতো পারিত, চীন যদি জাপানকে চীন জ্ঞান করিতে পারিত, তাহাই হইলে কি ত নব-রক্তপাত হইত? কখনই না। যদি আমি “তোমাকে” “আমি” জ্ঞান কবিতো পারিতাম, তাহাই হইলে আমি কি তোমাকে না করিতে পারিতাম? কখনই না। “তোমাকে” “আমি” হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি নিবাই আমি তোমাকে ভালবাসি না। আমি-ত্ব পক্ষেই অশান্তির কারণ, উহার প্রসারই অশান্তির মূল। প্রতিবেশী ধনবান হইলেন, আমি দরিদ্র বহিয়া গেলাম; মনে দ্বেষ জন্মিল, কননা, প্রতিবেশী সম্পদ আমি আয় সম্পদ চান করি না। প্রতিবেশীকে আমি আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি বলিযাই, তাহা স্বথ, স্বথ, আমার স্বথ, দুঃখ হয় না। ফরিদপুরে ভিক্ষে অনেক লোক ছুঃসহ কষ্ট সহ কবিল, কষ্ট আমার প্রাণ কান্দিল না। কোথাকার ফরিদপুরের লোক? আমার সহিত সম্বন্ধ কি? আমি স্বতন্ত্র, আমার হৃদয়ে তাহাদের কষ্ট প্রতিভাত হইল না। আমি আমাকে ভাল বাসি, অগতে আমি ছাড়া আর কিছুই আমাকে প্রীতি দিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, আমি-ষের ধ্বংস কর, তবেই শান্তি। কথাটা ফিরাইয়া লিলে বলা যায়, আমিষের প্রসার কর, তবেই শান্তি। আমিষের ধ্বংস হইলে, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ থাকিল না, আমিষের

প্রসার হইলেও, তাহাই হইল। আমিষের ধ্বংস এবং আমিষের প্রসার একই কথা। শাস্ত্র বলেন, সর্কভূতে যিনি আত্মা দৃষ্টি করেন এবং আত্মাতে সর্কভূতে দৃষ্টি করেন, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই মোক্ষপ্রাপ্ত হইলেন। বস্তুতঃ আমাতে, তোমাতে এবং অত্মাতে কোন প্রভেদ নাই, অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ ভেদ দর্শন করিয়া থাকি। উচ্চ দার্শনিক মীমাংসা, যাহার বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া যাইবে, তাহা ছাড়িয়া দিয়া যদি মূল দৃষ্টিতেও দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাই হইলে দেখিবে যে তোমার এবং আমার জীবন এত সংশ্লিষ্ট যে যে পর্যন্ত তুমি আমাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিবে, সে পর্যন্ত তোমার স্বথের আসা ছরাণা। তুমি বড় মানুষ, তোমার কলোরা হইল, ডাক্তার আনিবে ব্যারাম আরোগ্য হইল। আমি গরিব, ব্যারাম হইল, ডাক্তার আসিল না, কলোরা রোগে মরিলাম, কেহই খবর গাইল না। আমার মৃত-দেহে কলোরা বিষ চারিদিক ব্যাপ্ত করিল, তুমি আমাকে এড়াইলে বটে, কিন্তু দূষিত বায়ু এড়াইতে পারিলে না, কলোরা তোমাকে এবং গ্রামস্থ তাবৎ লোককে আক্রমণ করিল, গ্রাম ছারখার গেল। আমাকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া চিকিৎসা করিলে, ইহা হইত না। তুমি নিজের স্বস্থ থাকিবার উপায় করিলে স্বস্থ থাকিতে পারিবে না, আমাকেও স্বস্থ রাখা চাই। তোমার আমিষের বিস্তার কর, তাহা হইলেই স্বস্থ থাকিতে পারিবা। যাহা প্রতিবেশীদিগের মধ্যে হইয়া থাকে, তাহা গ্রাম দেশ, মহাদেশের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। ইয়ুরোপ বা আমেরিকা বা আফ্রিকা খণ্ডে অন্য একটা নূতন ব্যারাম

আবির্ভাব হইলে, রাত্রি প্রভাত হইতে না
হইতেই, দেখিবা উহা সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে ।
সুতরাং শান্তিকাম ব্যক্তির সর্বত্র সমদৃষ্টি চাই ।
কেবল নিজের দিকে চাইলে হইবে না, পরেব
দিকে দৃষ্টিপাত করা চাই । ইহাকে আমিষের
বিস্তার বলে, ইহাকে পাশ্চাত্য বৈদাস্তি-
কেরা "altruism" বলিয়া থাকেন । নিজে
যথেষ্ট ধন উপার্জন করিলে, কিন্তু দরিদ্র জগৎ
সে ধনে বঞ্চিত । শত শত প্রতিবেদী অন্নবস্ত্রে
ক্লিষ্ট, তোমার দৃকপাত নাই । শতশত প্রতিবেদী
অজ্ঞানবশতঃ অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তুমি
তোমার ধনেই মত্ত । কিন্তু ছই দিনও না বেতে,
দম্ভ্য তোমার সর্বত্র অপহরণ করিল ; তোমার
ধন কোথায় গেল ? দোষ কাহার ? তোমার ।
তুমি বলিবা দম্ভ্যর ; কখনই না । তুমি দেশে
দম্ভ্য হতে দেও কেন ? যাহাবা দম্ভ্য হইয়াছে,
তুমি তোমার ধনের সদ্যবহার করিলে, তাহাবা
যে আদৌ দম্ভ্য হইত না । তুমি শাস্ত্র সিদ্ধ
মন্তন করিয়া জ্ঞানামৃত পান করিয়া, দেবতা
হইয়া ঘবে বসিয়া দেবকার্য্যে নিরত থাকিলে ;
জ্ঞানামৃত আব কাহাকেও দান করিলে না ;
আর সকলে রাক্ষস হইয়া তোমার দেবকার্য্যে
বাধা দিতে লাগিল । তুমি তখন তাহাদের
বিনাশের উপায় উদ্ভাবন কবিতো লাগিলে ।
কেন এত গণ্ডোগোলার দরকার কি ? তাহা
দিগকেও জ্ঞানামৃত দিয়া রাক্ষস না হইতে-
দিলেই হইত । দেখ, দেশে যে এত রাক্ষস সে
তোমারই দোষ । নিজেব ছেলেটি বেশ লেখা-
পড়া শিখেছে,—শাস্ত্র, ধার্মিক, কিন্তু প্রতিবেদী-
গণের পুত্রগুলি সকলই ষণ্ডামার্ক, তোমার
ছেলেটিও, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া ষণ্ডামার্ক
হইয়া গেল । সুতরাং কেবল নিজের ছেলেকে
লেখা পড়া শিখালে চলিবে না, পরের ছেলেকেও
লেখা পড়া শিখান চাই । জগৎ ব্রহ্মময়, সুতরাং

কেহ কাহারও ছাড়া নহে, ক্ষুদ্র পিপীলিকার
দহিতও তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে রহিয়াছে । জ্ঞান
বিকাশের সহিত, "আমিতে" যে ভালবাসা
যখন উহার ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে তখন
সর্বভূতে আত্মদর্শন হয়, তখন সকল গণ্ডোগোল
ঘুটিয়া যায় । ঐ যে তোমার পুত্রটী তোমার
ক্রোড়ে মূত্র ত্যাগ করিল, কই তুমি ত শিহবিগ্ন
উঠিলে না, কই তুমি নাসিকা কুণ্ঠিত কবিলে
না ; কিন্তু ঐ তোমার ভৃত্যের পুত্র তোমার
বিছানায় আসিবা মূত্র ত্যাগ করিল,
তুমি চিৎকার কবিলে, নে-নে, ভৃত্য অপ্রস্তুত,
বালকেকে ছইটা চপটাঘাত কবিয়া স্থানান্তরিত
কবিল । এইরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের মূল কোথা ?
আমি, তুমি । তুমি ভৃত্যের বালকেকে স্বীয়
বালক হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা কর, তাই এত
গণ্ডোগোল । বালকের মূত্র ত্যাগ এ গণ্ডোগোল
কাণ্ড না । তোমার পুত্র পীড়িত, উখানশক্তি
রহিত, মলমূত্রত্যাগ করিতেছে, তুমি বিনা
ক্লেশে তাহা পরিদ্রাব করিতেছ, বরং আনন্দ
অনুভব কবিতেছ । কিন্তু আমার পুত্রের গুণ
ওরূপ করিতে পার না কেন ? আমার পুত্রের
মল মূত্র, তাহার কারণ নহে । জর্জর উভয়ে
তেই সমান । কারণ, আমার পুত্রকে স্বীয় পুত্র
সদৃশ জ্ঞান কর না বলিয়া । তোমার আমিষ
নেহায়েত সম্মুচিত বলিয়া পার না । আমিষ
বিস্তার কবিতো পারিলে, আমার পুত্রের মল
মূত্র পরিষ্কার করাতেও তোমার আনন্দ হইত ।
মেথরকে স্পর্শ কর না কেন ? ভেবে দেখ ।
মেথর মূর্খ সেই জন্ত কি ? তবে দেখ, অমৃত
সে মেথরের আয় মূর্খ, কিন্তু তাহাকে তুমি স্পর্শ
করিতে কুণ্ঠিত হও না । মেথর কৃষ্ণবর্ণ, মেথর
অধাশ্মিক ইত্যাদি যে সমুদায় কারণ তুমি
মেথরকে স্পর্শ না করিবার কারণ দেখাইবা
তাহা সমুদায়ই অমূকের থাকা সত্ত্বেও তুমি

তাহাকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হও না। তবে মেথব তোমার মল স্পর্শ কবে, এই জ্ঞাত তুমি তাহাকে ঘৃণা কর। অঙ্গ দৌত করিয়া আসিলে কি তাহাকে স্পর্শ কর? না, তাহাও কর না। তুমিও কিন্তু প্রত্যহ মল স্পর্শ কর, হস্ত পদ দৌত করিলে, তুমি শুচি হইলে; মেথর কিন্তু হইল না! মেথরের আত্মা কি মল স্পর্শ করিতে পারে? শরীর মলসংযুক্ত হইলে, উহা দৌত কলিলে, তাহার অঙ্গ তোমার স্নায় পরিশুদ্ধ কেন হইবে না? এখন দেখ মল তুমিও স্পর্শ কব, স্নতরাং মল স্পর্শ করা বলিয়া মেথর তোমাব নিকট হেয় নহে। মেথবকে তুমি স্বতন্ত্র বিবেচনা কর, বলিয়াই হেয় বিবেচনা কর। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইল, তোমার অসহ উদ্বেগ হইল। কিন্তু তোমার নিজের গাত্রে কুষ্ঠ হইলে, কি কব? স্নতরাং কুষ্ঠরোগের জ্ঞাতই যে তুমি কুষ্ঠাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা কর, তাহা নহে। তুমি তাহাকে স্বতন্ত্র মনে কর বলিয়াই এইরূপ ঘৃণা কর। নিজের অঙ্গে একটি ক্ষত হইলে, তখন তাহা চিকিৎসাই কর, যাহাতে উহা আরোগ্য হয় তাহার চেষ্টা কর। পরকে যদি আপন জ্ঞান করিতে পারিতে, তাহা হইলে পরের অঙ্গে ক্ষত হইলেও উহা আপনার অঙ্গের ক্ষতের স্নায় আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিতে। তুমি সুস্থ, তুমি বিদ্বান্, ধার্মিক, ধনী। অত্যাশ্রকেও তোমার স্নায় ধার্মিক বিদ্বান্ কর। পাপী, রোগী, মূর্খ, দরিদ্রকে ঘৃণা করও না, তাহা-দিগকে তোমার উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করানের চেষ্টা কব। পূর্বেই বলিয়াছি যে তাহা না করিলে, তোমার নিজের বাহা কিছু আছে, তাহাও ঘৃণা। তুমি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয়, বিলাসশূন্য, বেদজ্ঞ ইত্যাদি, কিন্তু তুমি যদি একা ব্রাহ্মণ মাত্র থাকিলে, আর

দেশের অধিকাংশ লোক যদি শূদ্র, অর্থাৎ অন-ক্ষর, অধার্মিক ইত্যাদি রহিয়া গেল, তাহা হইলে শূদ্র সংস্রবে, তোমার ব্রাহ্মণত্ব থাকিতে পারে না। আমিত্বের বিস্তার ভিন্ন কিছুতেই রক্ষা নাই। শাস্ত্রে আদেশ আছে শূদ্রকে বেদ পড়াইবে না। আদেশ যুক্তিসঙ্গত কিন্তু অনাবশ্যক শূদ্র অনক্ষর সে বেদ পড়িবে কেমন করে? যে 'ক' 'খ' না জানে সে ঋষি হৃদয় প্রস্তুত উচ্চভাব কিরূপে অধিকার করিবে? কিন্তু শূদ্রকেও ত উন্নত করিতে হইবে। সংসারে যাহারা চোর, ডাকা-ইত, মিথ্যাবাদী, মূর্খ আছে, তাহাদিগকে চিরকাল সেই সেই অবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে, না তাহাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে? শূদ্র লেখা পড়া শিখিতে আবশ্য করিল, শূদ্র আহার বিহার ইত্যাদিতে সাত্ত্বিকভাব অব-লম্বন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার শূদ্রত্ব থাকিল না; তখন তাহাকে বেদ কেন পড়াইবে না? অতি নীচ এবং অতি মহৎ ব্যক্তির জীবনের পরিণাম আদর্শ একই ব্রহ্ম দর্শন বা মোক্ষপ্রাপ্তি, তাহা হইতে কেহই বঞ্চিত হইবে না। উচ্চাধিকারীদিগের নিম্ন অধিকারীদিগকে পথ প্রদর্শন করাইয়া গন্তব্য স্থানে লইতে হইবে, না তাহাদিগকে চিরকালই অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিতে দিয়া ব্রহ্ম হইতে বঞ্চিত রাখিতে হইবে? তুমি সমাজে বাহা-দিগকে ব্রাহ্মণ বল, বেশ করে চক্ষু মেলিয়া দেখ, তাহার মধ্যে অনেক শূদ্র দেখিতে পারিবা, আর বাহাদিগকে শূদ্র বল তাহাদিগের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ দেখিতে পারিবে। তুমি ব্রাহ্মণ নামধারী শূদ্রদিগকে বেদ পড়াইতে চাও, কিন্তু শূদ্র নামধারী ব্রাহ্মণদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাও। এটা ঘোর অবিদ্যাজনিত কার্য। ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভইটী পারিভাষিক শব্দনাম, নতুবা ঐ দুইটা কথার মধ্যে আর কিছুই নাই। এই

এই জ্ঞান থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়, এই এই জ্ঞান থাকিলে তাহাকে শূদ্র বলা যায়। ইহা ভিন্ন উহার মধ্যে আর কিছুই নাই। তোমরা কেবল কথা লইয়া মারামারি কর, বস্তুর মূল ঘাও না। শব্দ বস্তুর পরিচায়ক। এক শব্দ শোঁহকে তুমি যত উচ্চেষ্টা কর স্বর্ণ বলিয়া পরিচয় দেওনা কেন, সে কি কখন স্বর্ণ হইতে পারে? আর যথার্থ স্বর্ণকে যদি তুমি রাজাজ্ঞা প্রচাবেও গোহ করিয়া তুলিতে চাও, তাহাও স্বর্ণকে কিছুতেই ঘাইবে না। যথার্থ ব্রাহ্মণকে তুমি শূদ্রই বল আর ঘাই বল, সে ব্রাহ্মণই রহিলে, আর যথার্থ শূদ্রকে তুমি যতই কেন ব্রাহ্মণ বলিতে থাক না, তাহার শূদ্রত্ব জাহ্নব্যান্তর রহিবেই রহিবে। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ কখন যথার্থ শূদ্রকে স্বর্ণা করিবে না। সে তাহাকে আন্তে আন্তে উচ্চপ্রদেশে লইয়া যাইবে। তাহার অধিকার অহুসারে শিক্ষাদান করিবে। শিক্ষা প্রদানে ক্রমশঃ অধিকারে বৃদ্ধি হইতে হইতে সেও তোমার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। শূদ্রকে বেদ পাঠ করাইবে না, এই আদেশটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শূদ্র আদৌ বেদ পাঠ করিতে চাহিবে না। সে বেদের বুঝিবে কি? তুমি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিবে না। যদি বল যে এক বৎসরের শিশুকে যুদ্ধে ঘাইতে দিও না, উহা ঠিক “শূদ্রকে বেদ পাঠ করিতে দিও না,” এই আদেশের তুল্য আদেশ হয়। কিন্তু শিশু কি আর বাড়িবে না? সে যখন যুদ্ধের উপযোগী হইবে, তখন তাহাকে যুদ্ধে ঘাইতে কেন দিবা না? তাহাকে তুমি চিরকাল আর শিশু করিয়া রাখিবে না? যখন সে যুদ্ধের উপযোগী হইল, তখন আর শিশু রহিল না, সুতরাং শিশুকে যুদ্ধে পাঠাইবা না, এ আদেশ অনাবশ্যক। সংসারে যাহা উৎকৃষ্ট তাহারই বৃদ্ধি করা আবশ্যক, যাহা অপকৃষ্ট তাহার হ্রাস

করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণত্ব যদি উৎকৃষ্ট হও, তবে উহার বৃদ্ধিই আবশ্যক; শূদ্রত্ব যদি অপকৃষ্ট হয়, তাহাইলে উহার হ্রাসই আবশ্যক। প্রত্যেকের নিজের “আমি” পরস্পরের “আমি” দিক্ লওয়া চাই, আর নিজের “আমি” গুনি উপরে “আমির” দিকে আনা চাই। ক্রমশঃ নিম্ন উপাধিগ্রহ “আমি” উচ্চ উপাধিগ্রহ “আমি” করিতে হইবে। উচ্চ উপাধিগ্রহ “আমি” দিগকে নিরূপাধি পবনব্রহ্মের “আমি” করিতে হইবে। এই “আমি” দ্বৈব প্রসার এবং সঙ্কোচই জগতের মঙ্গল এবং অমঙ্গলের কারণ।

সংসারে যে কিছু গুণগোল দেখিবে, উহার কারণ অহুসন্ধান কবিলে দেখিতে পাইবে, উহার মূল আমিত্বের সঙ্কোচ রহিয়াছে। কি পারিবারিক, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক সম্ভাবনাকর অশান্তিই আমিত্বে সঙ্কোচজনিত। রাম শ্রাম ছই মহোদর ভ্রাতা, কিন্তু রাম শ্রামের মুখদশন করেন না, শ্রাম রামের মুখদশন করেন না। ব্যবহার দেখিলে একই পিতৃ মাতার সন্তান বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। ঠিক যেন, একজন সর্প আর একজন নকুল। পর-পরের আপদ বিপদে রক্ষা করা দূরে থাকুক, দেবাসুরের আয় পরস্পরের সংহার চেষ্টাই দিবারাত্রি অন্তঃকরণে জাগরুক। একজনের হৃথে আর একজন নহা হৃথিত, একজনের হৃথে আর একজন মহাসুখী। রাম জ্যেষ্ঠ। পৈতৃকসম্পত্তির কতকংশ হইতে শ্রামকে বঞ্চিত করাই বিবাদের মূল। রাম, শ্রামকে আমির বাহিরে ফেলিয়া দিয়া, আমিরহট্ট নিজেতেই সঙ্কোচ করিয়া ফেলিলেন, সর্ব্ব নিজেই উদরস্থ করিলেন। শ্রামও নিজের আমি ছাড়া আর কোন আমি জানেন না, রামের আমির সকল ধন হইল, তাহার আমি

কিত হইল, স্তত্রাং তাহার সঙ্গীর্ণ আমি
বতান্ত কুরু হইল। রাম শ্রাম সকল অবস্থার
গকের মধ্যেই দেখিতে পারিবে। যাহারা
মাজে মাছ, গণা, ধনী, বিদ্বান, ধার্মিক
মিয়া পরিচয় দেন, যাহারা বড়লোক বলিয়া
শে পরিচিত, জীবনী লেখকেরা যাহাদেব
বিনেব উচ্চ আদর্শ সমাজেব অনন্ত ব্যক্তি-
গেব আদর্শরূপ কবিত্তে চাহেন, তাহাদেব
মোও রাম শ্রাম দেখিতে পারিবে, অপর-
ক্ষে অনক্ষব অজ্ঞানী, নির্দীন, নগণ্য ব্যক্তি-
গেব মধ্যেও রাম শ্রাম দেখিতে পাবিবে।
নিদাব রাম শ্রাম হযত জমিদাদি লইয়া
বম্পবেব বিনাশে সমুদাত, আব কুবক রাম
নি হযত পৈতৃক ভূমিগণেব একহস্ত প্রমাণ
মা লইয়া বিবাদে পম্পবেব মন্তকে লগুড়
ঘাত কবিত্তেছে। সমাজেব কৃত্রিম উচ্চ
দর্শ গণিতাগ কবিলে, জমিদাব রাম শ্রাম
যক রাম শ্রাম হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ
হেন। রক্ষোপবে ঐ বেড়টটি চিল একটুকরা
ংস বটেবা বিবাদ কবিত্তেছে, রাম শ্রাম উহা-
গের অপেক্ষা কোন্ অংশে ভাল? মানুষ
ম শ্রাম কেবল মানুষেব আকার ধারণ কবিয়া
হন, চিল রাম শ্রাম পক্ষীর আকার ধারণ
কবিত্তেছে। উভয়েব মধ্যে এই আকাংগত
ভদমাত্র, প্রকৃতিগত ভেদ কোথায়? সুন্দব-
নে ব্যাঘ আছে,—বলবান, নৃশংস, স্বীয় উদব-
র্গ কবিবাব জন্ত কতশত তর্পণ প্রাণিসংহাব
বিত্তেছে, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন কবিয়া দেখ
হমাব সমাজেও কতশত ব্যাঘ দেখিতে
রিবে? সুন্দব বনেব ব্যাঘ অনেক সময়ে
থম উদ্যমেই শিকারেব প্রাণসংহাব করে,
কন্তু তোমাব ভাতা ব্যাঘেরা হযত আন্তে
ন্তে স্বীয় শিকারেব বিনাশ সাধন কবিয়া
ধিকতর নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করে। ভেদ

যাহা তাহা আকৃতিগত, প্রকৃতিগত কোন ভেদই
নাই। তোমার যদি দূব দৃষ্টি থাকে, তাহাইহলে
দেখিতে পারিবে, যে আকৃতিগত ভেদও নাই,
দেখিতে পারিবে যে ব্যাঘ প্রকৃতি মনুষ্য যথার্থই
ব্যাঘেব আকার ধারণ কবিত্তেছে। শৃগাল,
কুকুব, বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ, গণ্ডার, কাল,
শকুনি প্রভৃতিব জায় আমবা সকলেই আমিষ
লইয়াই ব্যস্ত। স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ
হইলেই যথেষ্ট। বলি, যদি ইতর প্রাণীর জায়
মানুষও একটুকরা মাংসই জীবনেব চরম উদ্দেশ্য
কবিয়া কেলিল, তাহাইহলে মানুষ আর মানুষ
থাকিল কোথায়? বস্ততঃ দিব্যানেত্র দিয়া
দেখিলে, সমাজে যাহাদিগকে মানুষ মনে কর,
তাহাদিগেব মধ্যে মানুষ বড় দেখিতে পারিবে
না, প্রায়ই শৃগাল, কুকুব, বানব আদি রাজ
সিংহাসন, বিচারাসন, ধর্ম-মন্দির আদি পবিত্র
স্থান অধিকার কবিয়া আছে দেখিতে পাইবে।
আর যাহাদিগকে তুমি শৃগাল কুকুব জ্ঞান
কবিয়া মদা সর্পদা দূব দূব কবিত্তেছে, ছায়া-
মার স্পর্শ কবিলে, মানবরা দেহ শুচি কবি-
তেছ, হযত তাহাদেব মধ্যে অনেক প্রকৃত
মানুষ দেখিতে পাবিবে। প্রকৃত মানুষকে
পদতলে দলিত কবিত্তেছ, আব প্রকৃত শৃগাল ও
কুকুবেব পদতলে লুপ্ত হইতেছে। সর্পকে
রজ্জু জ্ঞান কবিয়া নির্ভয়ে রহিয়াছে, আর
রজ্জুকে সর্পজ্ঞান কবিয়া ভয়ে ভীত হইতেছ।
অবিদ্যা-জর্জিত অধ্যাস হোমাব হৃদয় আচ্ছন্ন
কবিত্তেছে। জ্ঞানশূন্য হইয়া তুমি বস্তকে
অবস্ত ও অবস্তকে বস্ত জ্ঞান কবিত্তেছ।
আমিষেব চরিতার্থই জীবনেব প্রধান কার্য
মনে কবিত্তেছ এবং যাহাদেব আমিষেব সন্ধোচ
অধিক তাহাদিগকেই তুমি প্রধান মনে কবি-
তেছ। এই আমিষেব সন্ধোচই সংসারেব
তাবৎ অশান্তির মূল। এই আমিষেব সন্ধোচ

হেতুই মানুষ পশুরূপে পরিণত হয়। আমিত্বের সঙ্কোচ পরিত্যাগ কর, নিজ দেবতা হও সকলকে দেবতা করিতে চেষ্টা কর, তাহাহইলে সর্বত্রই শান্তি দেখিতে পারিবে।

সমাজবিশেষে ব্যক্তিবিশেষ অপর ব্যক্তিকে যেরূপ স্বতন্ত্র বিবেচনা না করিলে, সেই সমাজ দেবসমাজে পরিণত হইত, সেইরূপ দেশ-বিশেষ অপর দেশকে স্বতন্ত্র বিবেচনা না করিলে, সমগ্র পৃথিবী স্বর্ণ রাজ্য হইত। ইংলণ্ড যে ভারতের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমিত্বের সঙ্কোচই তাহার কারণ। গবর্ণমেন্ট যে ম্যানচেষ্টারের অহুরোধে দেশীয় বস্ত্রের উপরও শুল্ক বসাইলেন, উহাও ঐ আমিত্বের সঙ্কোচহেতু। উপযুক্ত ভারত-বাসীরা যে স্বীয় দেশেও উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়েন না, সেও ইংলণ্ডের আমিত্বের সঙ্কোচহেতু। মাস্ত্রাজ্জ তাসানাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ওয়েব-সাহেব বলিয়াছেন যে সমগ্র পৃথিবী তাহার স্বদেশ, এবং সমগ্র মনুষ্যজাতি তাহার স্বদেশ-বাসী। যদি ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকের এইরূপ আমিত্বের প্রসার থাকিত, তাহাহইলে ভারতের এত দুর্দশা হইত না! কিন্তু ইংলণ্ডেরও আমিত্বের সঙ্কোচহেতু পরিণামে বিষময় ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে। বিধাতার রাজ্যে আমিত্বের সঙ্কোচ লইয়া কেহই কুশল-ভাগী হইতে পারে না, এটি অকাটা সত্য। আমিত্বের সঙ্কোচহেতুই যে এই সংসারের সকল অশান্তি তাহার সহস্র উদাহরণ বুদ্ধিমান পাঠক নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন, এইজন্ত উহার সবিশেষ আলোচনায় প্রবন্ধের কলেশ্বর বৃদ্ধি করিলাম না।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ এই আমিত্বের প্রসার বৃদ্ধি করার জন্য বহুবিধ উৎকৃষ্ট উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। হিন্দু একটি সংস্কার লও—

বিবাহ। বিবাহের উদ্দেশ্য আমিত্বের প্রসার। ক্রুগল কুক্ষিত করিও না, বেশ নিবিষ্টচিত্রে ভাবিয়া দেখ, বিবাহ বিধান কি জ্ঞাত হইয়াছে। অজ্ঞাত ধর্ম্মে বিবাহ অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে নহ, কিন্তু বিবাহ হিন্দুর পক্ষে একটি অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম। প্রাচীন ঋষিদিগের জীবনী পাঠ কর, দেখিতে পারিবে যে ব্যাস, বশিষ্ঠ, মিশ্রামি, গৌতম, বাজ্রবল্ল্য আদি মহাপুরুষগণ সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বেদপাঠ কর, দেখিতে পারিবে যে ঋষিদিগের পুত্র, পৌত্রাকি-রাও পূর্বপুরুষদিগের গ্রাম আধ্যাত্মিক ক্রম-প্রভাবে ঋষিদেব অধিকার করিয়াছেন। হিন্দু-মাত্রে বিবাহ একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান। অজ্ঞাত জাতি-দিগের মধ্যে যেকোন bachelor অববিবাহিত থাকায় দোষ মাই, হিন্দুদিগের মধ্যে তাগ নহে; অবশ্য যাহারা চির ব্রহ্মচর্য্য অবগম্য কবেন, তাহাদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ; উৎকর্ষ-বিনয় সবিশেষ পাবে বলিতেছি। এখন বিবেচনা কর বিবাহের উদ্দেশ্য কি? যদি বল, ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যাই বিবাহের উদ্দেশ্য, তাহা হইলেই বিবাহ না করিয়াও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা যায়। শত শত লোক প্রত্যহ ঐরূপ প্রণালীতে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিতেছে। এই স্থানে একটা গল্প মনে পড়িল, গল্পটায় কিছু অশ্লীলতা দোষ থাকে বিবেচনা করিলেও পাঠক মাপ কবিনে। পঞ্জাবদেশ পরিভ্রমণকালে ঐ কথাটি বিশ্বস্তভাবে শুনি। গল্পটি এই—পঞ্জাবের একজন বড় দিগ্‌লিয়ান, যিনি পরে উচ্চ রাজকীয়পদে উন্নত হইলেন এবং পরে নানাবিধ গণ্ডোগোলদেই লাঞ্ছনাও ভোগ করেন, তিনি অববিবাহিত ছিলেন। নাম বলিব না, কারণ প্রয়োজন নাই। অববিবাহিত সাহেবের সহিত একজন বুদ্ধ দেশীয় বড়লোক সাক্ষাৎ করিতে যান। নানাবিধ আলাপ আপ্যায়িতের পর, বুদ্ধ দেশীয়

৭ সাহেবকে বলিলেন ; “সাহেব তুমি দিব্য শ্রী পুরুষ, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধনবান্, এ অবস্থায় বাহু কর না কেন ।” সাহেব বলিলেন, “বিবাহ বিব কেন ;” বুদ্ধ বলিলেন—“পুত্রকল্পা না কিলে কি সংসারে সুখ হয় ?” সাহেব ক্ষণে উঠিয়া গিয়া অল্প একটি কুঠরি হইতে চখানি এলবাম আনিয়া বুদ্ধকে তিন চাবিটি লক বালিকার ফটো দেখাইলেন এবং বলিলেন, “এইটি প্রথম, এইটি দ্বিতীয়, এইটি তৃতীয়, এইটি চতুর্থ সন্তান, সুতরাং পুত্রোৎপাদনই যদি বাহের উদ্দেশ্য হয়, তাহাত আমার হইয়া যাচ্ছে ; আর বিবাহেব দরকার কি ?” বুদ্ধ মাক্। বস্তুতঃ বিবাহ না কবিয়াও যেক্রপ ল্লখ চরিতার্থ করা যায়, সেইরূপ বিবাহ না বিয়াও সন্তানোৎপাদন করা যায়। ইতব গীবা বিবাহ সংস্কার সম্পাদন না করিয়াও ণানোৎপাদন কবিতেছে। সুতরাং কেবল ণানোৎপাদনের জন্ত বিবাহেব প্রয়োজন হয় । বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইহার উদ্দেশ্য আমির প্রসার। অবিদ্যাহেতু মানুষ অহংকাবে আমিত্বে পরিপূর্ণ। আমি ভিন্ন সে আব কিছুই বে না। যাহাতে আমি দেখে, বা যাহাকে নি জ্ঞান কবে, তাহাতেই প্রীতি পায়, মি ভিন্ন কিছুতেই প্রীতি নাই। শিক্ষা ধকাব ভেদে হয়। নিতান্ত অজ্ঞানকে একের অতুলক ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়া যায় না, এইরূপ ন দিলে, সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। ণানে পূর্বে ছিল, সেইখানেই থাকিয়া যায়। ণাং তাহাকে আন্তে আন্তে উচ্চদিকে লইয়া তে হয়। এখন চিন্তা করিয়া দেখ। বিবাহ মলে, স্ত্রী পাইলাম, ইন্দ্রিয় পরিচর্যা হইবে, পারিক নানাবিধ সুবিধা হইবে, পুত্র পোজে নন্দে কালযাপন করিবে, ইত্যাদি কত আশা াহের প্রাক্কালে মানবের হৃদয়ে উথিত

হয়। বিবাহ হইল, ছই দিন পরেই পূর্কের অথবা সুখ স্বপ্ন ভাদিয়া গেল। মহা বিপদ। একা ছিলাম, বেশ ছিলাম, আজ মাস্ত্রাজ, কাল বোম্বাই, পরখ লাহোর, তারপর দিন কান্দীর, তারপর দিন তিব্বত ইত্যাদি যাইতে পারিতাম। এক পেট, যেক্রপ হয় চলিয়া যাইত। চাই শ্রম করি, বা নাই করি, দিন একরূপ কাটিয়াই যাইত। একি বিপদ। খাট, খাট, সকাল হইতে রাত্রি ছই গ্রহর পর্যন্ত খাট, খাট। বিশ্রাম নাই। নিজের সুখ কোথায়। ভাৰ্গ্যা হব ত চিররোগিণী, নিজের এই শ্রম তাহাতে আবার তাহাব শুশ্রূষা। ক্রমে পুত্র, কন্তা, তাহাদের বিবাহ শিক্ষা ইত্যাদি যাড়ে চাপিল। তাহাদের ব্যারাম, পীড়া, সুখ, দুঃখ আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিবাহের পূর্কের সেই সুখের স্বপ্ন এখন কোথায়? সব গিয়াছে, দীন, হীন, মলিন, চিন্তাস্বরে অহরহ আরত, ঐ দেখ বিবাহিত পুরুষ নিজ সুখের চিন্তামাত্র না করিয়া কিসে পুত্র পরিবার প্রতিপালন করিবে, কিসে তাহাদের সুখ হইবে, কিসে তাহাদের অশিক্ষা হইবে, কিসে তাহাদের শরীর সুস্থ থাকিবে, কিসে কন্তাগণ উত্তম পাত্রস্থ হইবে, ইত্যাদি চিন্তায় আত্মসুখ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। বিবাহের উদ্দেশ্যও সাপিত হইয়াছে। বিবাহের উদ্দেশ্য, সুখ নহে। বিবাহের উদ্দেশ্য আমিত্বের প্রসার। বিবাহের উদ্দেশ্য স্বীয় সন্তুচিত “আমি” কে আন্তে আন্তে পরের “আমি”কে নিজ “আমি” জ্ঞান করান। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ কি একেবারে অসংসৃষ্ট ব্যক্তিতে নিজের আমি বিসর্জন দিতে পারে? কখনই না, এই জন্তই বিবাহেয় বিধান। বাই বিবাহ হইল, অরনি তোমার আমি যাহা কেবল তোমাতে ছিল, তাহা অল্প একজনে বাইয়া বিস্মৃত হইল। আর একজনের

সুখ দুঃখের সহিত তোমার সুখ দুঃখ মিশিয়া গেল। যাহা একে সৌম্যবন্ধ ছিল, তাহা যাইয়া দুয়ে বিস্তৃত হইল। তুমি তোমার আমি ছাড়া অন্ততঃ আর একজনকে আমি মনে করিতে লাগিলে। কেবল নিজে ভাল কাপড় পরিলে চলিবে না, ভাৰ্য্যাকেও দিতে হইবে। কেবল নিজে ঘড়ির চেইন ঝুলাইলে হইবে না, ভাৰ্য্যা-কেও হামিলটনের বাড়ীর মণিসুজাত্যচিত বলয়, কুণ্ডলাদি অলঙ্কার দিতে হইবে। নিজের অসুখ হইলে কেবল চিকিৎসক আনিতে চলিল না, ভাৰ্য্যার জন্তেও চিকিৎসা ও সুশ্রাব্য করার দরকার হইল। তোমার অসংযত আমি সংযত হইল, তোমার অশৃঙ্খল আমি শৃঙ্খলে পড়িল, তোমার সমুচিত আমি একটু বিস্তৃত হইল। তুমি আপনার দেহাতিরিক্ত দেহকেও আপন জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলে। যে কাল্পনিক সুখের আশাতে তুমি দাবপরিগ্রহ করিয়াছিলে, দেখিলে সে কিছু নহে। তোমার চিত্ত উন্নত হইতে আরম্ভ করিল, তোমার হৃদয় প্রশস্ত হইতে আরম্ভ করিল, তুমি স্বার্থভাগ কবিত্তে আরম্ভ করিলে, তোমার আমিত্ব দিন দিন গুরু-পক্ষের চক্রে হ্রাস বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিল। যখন বিবাহ না হইয়াছিল, তখন তুমি যাহা উপার্জন করিতে বিলাসের জন্ত, সমুদায় ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতে না। যখন বিবাহ হইল, জ্ঞানি তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা আরম্ভ হইল, আর একটি প্রাণীর সমস্ত ভার 'তুমি গ্রহণ করিলে, তোমার দায়িত্ব বোধ হইল। বিবাহের উদ্দেশ্য সাধিত হইল। ক্রমে পুত্র কন্যাদি জন্মিলে তখন তোমার ঐ দায়িত্ব জ্ঞান আর বাড়িতে লাগিল। তোমার একা আমি এখন অনেক আমি হইয়া দাঁড়াইল। নিজে না থাইয়া না পরিয়া ছেলেদিগকে কালেজে পড়াইতে আরম্ভ করিলে, নিজে কষ্ট সহ করিয়াও কন্যাকে

সুপাত্র করিলে। পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র আদিতে ক্রমে তুমি বৃহৎ একটি আমি হইয়া বসিলে। ভেবে দেখ, তখন তোমার নিজের আমার কোন চিন্তাই নাই, সব চিন্তাই "হু ছোঁড়াদেব" জন্ত, কেমন তাই না? তবে বিবাহে তোমার আমিত্বের প্রসার করিয়া দিল যখন গুরুগৃহে বাস করিতাম, তখন একদিন নিজ মঙ্গল সংবাদ না লিখিলে, পিতা মাতার কতই চিন্তিত হইয়া পত্র লিখিতেন, ভাবিতা এ আবার কি? একদিন পত্র লিখি নাই তাহাতে ইহাদেব এত চিন্তা কেন? তখন আমি বড় সমুচিত ছিল। পুত্রের উপর পিতা মাতার যে কি স্নেহ, তাহা বুঝিতে পারিয়া না। কিন্তু বিবাহ হইল, পুত্র জন্মিল। তখন পুত্রটী চক্ষুর অন্তরণে গেলেই চিন্তা। তখন পুত্রকথা মনে পড়িল। বাটে, বাটে, এই কারণ। এই জন্তই পিতা মাতার "এত চিন্তা" হইত। নিজের পুত্র না হইলে, পুত্রের প্রাণিতামাতার যে কি স্নেহ তাহা বোধগম্য করা যায় না। নিজে পুত্র হইলেই, পিতামাতার প্রতি অচলাভক্তি আসিয়া উপস্থিত হইত। তখনই পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম আদি কথার যৎসামান্য বোধ করা যায়। অভ্যাসেরা ঠেকি শিখে। শুকদেবদি পরমবোণীর ছায় ছুই এত মহাত্মা ব্যতীত সংসারের অধিকাংশ লোক কিঞ্চদধিক বা ন্যূন তমসাজ্ঞ। নিশ্চল বিশ্বাস অতি অল্প মানুষের আছে। তাহাদের প্রতি অতি সমুচিত। এই জন্ত সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সনাতন শাস্ত্রানুসারে আমিত্বের প্রসার জন্ত বিবাহ একটা অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম। তোমার নিজের ছেলেকে আদর করি শিখিলে, নিজের ছেলের জন্ত প্রাণদ্বিতে শিখি তখনই তুমি বুঝিতে পারিলে, যে অপণ্ডে ছেলের প্রতিও অপরের ছেলের ঐরূপ ভাব

তোমার সঙ্কুচিত আমি প্রথমতঃ তোমার
জন্মের পুত্রপর্যন্ত বিস্তৃত হইল। আত্মপুত্র
হইতে উহা অস্ত্রের পুত্রোত্তেও যাইয়া বিস্তার
হইতে আরম্ভ হইল। “আহা ঐ ছেলেটা খায়
ই, উহাকে একটু খাবার দেও না কেন,”
ই যে কথা তোমাকে মাঝে মাঝে বলিতে
নি, উহার কারণ তোমার পুত্র। তোমার
জন্মের প্রতি মেহবশতঃ গবের পুত্রের কষ্টও
তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে পারিল। উহা
হইলে, অজ্ঞানাবচ্ছন্ন তোমার ঐক্য হইত
না সন্দেহ। ইংবাজেরা “bachelor” বা
বিবাহিতদিগকে “Unsocial boor” “অসমা-
জিক শূকর” আখ্যা সাধারণতঃ দিয়া থাকে,
যহার কারণ ঐক্য অবিবাহিত ব্যক্তির সাধা-
রণতঃ অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়া থাকে, তাহা বা
জন্মের স্নেহবচ্ছন্দতা ভিন্ন আর কিছুই জানে
। তাহাদের আমিও অত্যন্ত সঙ্কুচিত ।

তবে যদি তুমি শুকদেবের বা শঙ্করাচার্যের
দায় বিবেকী পুরুষ হও, তাহা হইলে তোমার
বাহ্যে প্রয়োজন নাই। কারণ যে উদ্দেশ্যে
বাহ তোমার পূর্বেই সাধিত হইয়াছে; তুমি
দি বিবাহের পূর্বেই বিশ্বকে আমি বলিয়া জান

করিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে বিবাহ
সংসারে তোমাকে আবার কি শিখাইবে। যখন
তুমি বিশ্বজনকে মিত্রভাবে দেখিতে আরম্ভ
করিয়া থাক, তখন আর তোমাকে বিবাহে কি
শিক্ষা দিবে, বেদজ্ঞ ব্যক্তির আর ‘ক’ ‘খ’
পড়িতে হইবে কেন? সনাতন শাস্ত্রও এইজন্ম
ঐক্য ব্যক্তিদেগের জন্ম বিবাহ অনাবশ্যক
বলিয়া গিয়াছেন। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়
যদি ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান অথবা আশ্রিতের
সম্পূর্ণ বিকাশ বা প্রসার হইয়া যায়, তাহা
হইলে আর দারপরিগ্রহের আবশ্যক থাকে না।
তখন আর সম্বন্ধ সংস্থাপনপূর্ব্বক আশ্রিতের
প্রসারের আবশ্যক হয় না। যদি ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়
ঐ আশ্রিতের ঐক্য প্রসার না হয়, তাহা হইলে
ব্রহ্মচর্য্যান্তেই দারপরিগ্রহ আবশ্যক। সনাতন
শাস্ত্রেরও ঐক্য বিধান। বিবাহ অবশ্য কর্তব্য
বলাতে ইংরাজি শিক্ষিত পাঠকেরা বিলায়তি
নানামত স্মরণ করিয়া লেখককে হয় ত মূর্খ বা
বাতুলজ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু প্রবন্ধের
আকার দীর্ঘ হইয়া চলিল বলিয়া, ঐ বিষয়
ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ—

সর্বমোদ প্রকরণ ।

যজুর্বেদ ।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যন্তদ্বায়ুন্তদুচ্চক্রমাঃ ; তদেব
কৃষ্ণদব্রহ্ম ত আপঃ স প্রজাপতিঃ ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। তং। এব। অগ্নিঃ। তং।
দিত্যঃ। তং। বায়ুঃ। তং। উ। চক্রমাঃ।
। এব। শুক্রঃ। তং। ব্রহ্ম। তাঃ। অপিঃ।

প্রজাপতিঃ।

বদার্থ। তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিভা,

তিনিই বায়ু, তিনিই চক্রমা, তিনিই শুক্র,
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জন, তিনিই প্রজাপতি।

এই সমুদায় অর্থাৎ অগ্নি আদি শব্দের ধাত্বর্থ
লইলে ব্রহ্ম বুঝায়, এবং এই সমুদায় শব্দের দ্বারা
তং তং নাম প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থও বুঝায়।
সকল পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিই ব্রহ্ম। দৈনিক
স্বাধিকারের সেই অন্তর্নিহিত শক্তিই দিগেই

ষ্টিপাত ছিল। পরবশ্বে তাহাদের হৃদয় এতই পরিপূর্ণ ছিল, যে তাঁহারা সর্বাদ্বারে তাঁহাকেই দেখিতে পাইতেন। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই সেই পরব্রহ্মের বিকাশ, ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল।

হিন্দু-পত্রিকা ১ম, ২য়, ৩য় ও চতুর্থ সংখ্যার অন্তিমস্তোত্র দ্রষ্টব্য।

সর্বের নিমেষা জঞ্জিরে বিজ্যাতঃ পুরুষাদধি।

নৈনগুরুত্বতীর্থ্যক মন্থে পরিজগ্রভং ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। সর্বের। নিমেষাঃ। জঞ্জিরে। বিজ্যাতঃ। পুরুষাৎ। অধি। ন। এনম্। উজ্জ্ব। ন। তীর্থ্যকঃ। ন। মন্থে। পরিজগ্রভং।

ব্যাখ্যা। নিমেষাঃ—কালবিশেষাঃ, কাল-বিশেষ। জঞ্জিরে—উৎপন্ন ইহায়াছিল। বিজ্যাতঃ পুরুষাৎ—জ্যোতিষ্ময় পুরুষ হইতে। পরিজ-গ্রভং—পরিগৃহাদি—গ্রহণ করে।

বঙ্গার্থ। এই জ্যোতিষ্ময় পুরুষ হইতে নিমেষাদি কাল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার উজ্জ্ব, তীর্থ্যক বা মন্থা কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ ইনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। ব এষ নেতি নেত্যায়াগৃহো ন হি গৃহ্যত ইতি শ্রুতঃ।

ন তন্ত প্রতিমা অস্তি যন্ত নাম মহ-
ত্মশঃ ॥ ৩ (ক) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (ক) ন। তন্ত। প্রতিমা। অস্তি যন্ত। নাম। মহঃ। ত্মশঃ।

ব্যাখ্যা। তন্ত পুরুষত্ব প্রতিমা প্রতিমান-
রূপমানং কিঞ্চিদন্ত নাতি, যন্ত নাম প্রসিদ্ধা
মহঃ ত্মশঃ অস্তি।

বঙ্গার্থ। সেই পরমপুরুষের প্রতিমা নাই,
তাঁহার কেবলমাত্র মহৎ যশ প্রসিদ্ধ আছে।

হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্তভাগে ভূতন্ত জাতঃ পতি-
রেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীদ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (খ) ॥

য প্রাপতো নিমিষতো মহিষৈক ইদ্রজ
জগতো বভূব। য ইশে অস্ত দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (গ) ॥

যন্তেমে হিমবন্তো মহিত্বা যন্ত সমুদ্রং রময়
সহাছঃ। সন্তেমাঃ প্রদিশো যন্ত বাহু কস্মৈ
দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (ঘ) ॥

য আশ্রদা বলদা যন্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশি
যন্ত দেবাঃ। যন্ত ছায়ামৃতং যন্ত মৃত্যুঃ কস্মৈ
দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (ঙ) ॥

৩ (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) এর ব্যাখ্যা হিন্দু
পত্রিকায় ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যার হিরণ্যগর্ভ স্তোত্র
দ্রষ্টব্য। এস্থলে কেবলমাত্র অনুবাদ দেওয়া
গেল।

বঙ্গার্থ। ৩ (খ), (গ), (ঘ), (ঙ)—অর্থাৎ
কেবল হিরণ্যগর্ভাখ্য বিজ্ঞানময় পুরুষ ছিলেন
তিনি জাতমাত্র সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্ব
হইলেন। তিনি অন্তরীক্ষ, ছালোক এবং এই
ভূমিধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এবিধ
প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চনা
করিব।

যিনি মহিমাবান নিখাস প্রাশাসকারী
নিমেষকারী প্রাণিবর্গের অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং
যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তর উপ-
আধিপত্য করিতেছেন, আমরা এবিধ প্রজা-
পতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চনা করিব।

এই হিমাচ্ছন্ন হিমালয় প্রভৃতি পর্বত এবং
নদীসহ সমুদ্র যাহার মহিমা কীর্তন করিতেছেন
এই সমুদায় দিক যাহার ভূজস্বরূপ, আমরা
এবিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে
অর্চনা করিব।

যিনি মুক্তিপ্রদ, বলপ্রদ, মনুষ্য ও দেবতার
যাহার শাসনামূল্যবর্তী যাহাকে জ্ঞানের সর্বি-
উপাসনা করিলে মুক্তি হয় এবং যাহাকে
জানিতে না পারিলে, পুনঃ পুনঃ ইহদংশ

আসিতে হয়, আমরা এবিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চনা করিব।

মামা হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্যানট্। যশ্চাপশ্চন্দ্রাঃ প্রথমো জজান কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (চ) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (চ)—মা। মা। হিংসীং। জ্নিতা। যঃ। পৃথিব্যাঃ। যঃ। বা। দিবং। সত্যধর্ম্য। ব্যানট্। যঃ। চ। আপঃ। চন্দ্রাঃ। প্রথমঃ। জজান। কঠৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম।

ব্যাখ্যা। যঃ প্রজাপতি পৃথিব্যা ভূমৈর্জনিতা—যে প্রজাপতি পৃথিবীর জনরিতা, যশ্চ দিবং ব্যনট্ ছালোকমস্বজং—যিনি ছালোক-স্বজন করিয়াছেন, যশ্চাপশ্চন্দ্রাঃ জজান—আল্লাদিকা জলানি উৎপাদিতবান্—যিনি আনন্দদায়ী জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যঃ প্রথম সত্যধর্ম্য চ আদিভূতঃ সত্য্য ধারয়িতা—যিনি সকলের আদি ও সত্যের ধারয়িতা। স প্রজাপতির্মাং মা হিংসীং—সেই প্রজাপতি আমাকে যেন বিনাশ না করেন। কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম—এবিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহার অর্চনা করিব।

বঙ্গার্থঃ। যিনি সকলের আদি, সত্যের ধারয়িতা, যিনি এই পৃথিবী, ছালোক ও আনন্দদায়িনী জল স্বজন করিয়াছেন, তিনি যেন আমাকে বিনাশ না করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন। ঈহাকে ব্যতীত আমরা আর কাহাকে অর্চনা করিব।

(হিরণ্যগর্ভস্তোত্র, মে, ৬ষ্ঠ সংখ্যা হিন্দু-পত্রিকা)
ম শ্লোক দেখ—কিছু পাঠভেদ আছে।

যম্মাজাতঃ পরো অতো অস্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররণ-ক্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৩ (ছ) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (ছ) যম্মাং। ন। জাতঃ। পরঃ।

অন্তঃ। অস্তিঃ। যঃ। আবিবেশ। ভুবনানি। বিশ্বা। প্রজাপতিঃ। প্রজয়া। সংররণঃ। ক্রীণি। জ্যোতীংষি। সচতে। স ষোড়শী।

ব্যাখ্যা। যম্মাং—যম্মাং পুরুষাং—যে পুরুষ হইতে। অন্তঃ—বাতিরিক্ত। পরঃ—উৎকৃষ্ট ন জাতঃ অস্তি—নাই। য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। যিনি ভূতজাত তাবৎ বস্তুতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। স প্রজাপতিঃ ক্রীণি জ্যোতীংষি সচতে—সেই প্রজাপতি নিজের তেজস্বারা—অগ্নি, সূর্য্য ও বিদ্যুৎ এই তিন পদার্থকে তেজো-ময় করেন। স ষোড়শী—তিনি ষোড়শকলাস্বক লিঙ্গশরীরী পুরুষ। কিন্তুতঃ প্রজাপতিঃ—প্রজয়া সংররণঃ—যিনি প্রজাক্রমে সম্যকরূপে রমণ করিতেছেন।

বঙ্গার্থঃ। যে পুরুষ হইতে আর উৎকৃষ্ট পুরুষ কেহ নাই, যিনি বিশ্ব তাবৎ পদার্থেই অমুপ্রবিষ্ট আছেন, যিনি কারণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য শরীর ধারণ করিয়া প্রজাক্রমে সম্যকরূপে রমণ করিতেছেন, যিনি বিদ্যুৎ, অগ্নি ও সূর্য্যকে স্বীয় জ্যোতিঃস্বারা জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছেন, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ষোড়শকলাস্বক লিঙ্গশরীরী পুরুষ।

ইন্দ্রশ্চ সম্রাণ্ডবরুণশ্চ রাজা তৌ তে ভক্ষক-ক্রতুরগ্র এতম্। তয়োঁরহমহুভক্ষন্তক্ষ্যামি বাগ্-দেবী জুবাণা সোমশ্চ তৃপ্যতু স প্রাণেন স্বাহা ॥ ৩ (জ) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (জ) ইন্দ্রঃ। চ। সম্রাট্। বরুণঃ। চ। রাজা। তৌ। তে। ভক্ষকক্রতুঃ। অগ্রঃ। এতম্। তয়োঃ। অহম্। অহুভক্ষং। ভক্ষ্যামি। বাগ্দেবী। জুবাণা। সোমশ্চ। তৃপ্যতু। সহ। প্রাণেন স্বাহা।

ব্যাখ্যা। সোমশ্চ—সোমেন তৃপ্যর্থান্নাং করণে যষ্টি। জুবাণা—ভক্ষণ সেবনান্না। বাগ্দেবী—রসনা।

বঙ্গার্থ। সমাট ইন্দ্র এবং বরুণ রাজা অগ্রে তোমার সোমরস পান করিয়াছিলেন, তাহাদের পানানন্তর আমি ঐ সোমরস পান করি। সোম-রসদ্বারা সেব্য ইইয়া রসনা প্রাণের সহিত তৃপ্তিলাভ করুক। আমার যজ্ঞ উত্তমরূপে হত হউক। ইন্দ্র বরুণের ব্যাখ্যা পূর্ন পূর্ন সংখ্যায় দেখ, তাবৎ বস্তুই দৈবরূপে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

এষো হ দেবঃ প্রদিশোহনুসর্গাঃ পূর্কো-
হজাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স
জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ জনাতিষ্ঠতি সর্পতোমুখ ॥৪॥

পদপাঠঃ। এষঃ। হ। দেবঃ। প্রদিশঃ।
অনুসর্গাঃ। পূর্নঃ। হ। জাতঃ। সঃ। উ।
গর্ভে। অন্তঃ। সঃ। এব। জাতঃ। সঃ। জনিষ্য-
মানঃ। প্রত্যঙ। জনাঃ। তিষ্ঠতি। সর্পতোমুখঃ।

বঙ্গার্থ। ইনি সকল দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। হে মনুষ্যসকল ! (জনাঃ) ইনি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন (পূর্কোহ জাতঃ), ইনিই গর্ভে থাকেন, ইনিই জন্মিয়া থাকেন, যাহা ভবিষ্যতে জন্মিবে তাহাও ইনি ইনিই প্রতি পদার্থে আছেন, (প্রত্যঙ-প্রতি পদার্থমঞ্চতি) ইনি অনন্তমুখ।

যশ্মানজাতঃ পুরা কিকটনৈব য আবভূব ভুব-
নানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণস্ত্রাণি
জ্যোতীষি সচতে স যোড়শী ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ও অনুবাদ। ৩ (ছ) দেখ। কিঞ্চিৎ
প্রভেদ আছে, (যাহার পূর্বে আর কিছু ছিল
না। যিনিই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ হইয়াছিলেন)।

যেন দৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্তম্ভিত
যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ
কঠৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

(হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যা ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বঙ্গার্থ। যাহাদ্বারা অন্তরীক্ষ বারিপ্রদ ও
পৃথিবী দৃঢ়া হইয়াছে, যাহাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল

স্তম্ভিত রহিয়াছে, যাহাদ্বারা নাক (স্বর্ণ অথবা
হংখশূত্র সূত্র) নিয়মিত হইয়াছে, যিনি অন্-
রীক্ষের জলের নিশ্চিন্তা, এমন প্রজাপতিদেবকে
ভিন্ন আমরা আর কাহার অর্চনা করিব।

যং ক্রন্দসী অবসা তন্তুভানে অভ্যাক্ষেতান্
মনসা বেজমানে। যরাধিস্ব উদিতো বিভাতি
কঠৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ (ক)

হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শোভমান, অঙ্গ ও বৃষ্টির দ্বারা প্রাণবর্গের
রক্ষক, দ্যাবা পৃথিবী যাহাকে তাহাদের মহত্বের
কারণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং যাহাকে আশ্রয়
করিয়া সূর্য্য উদিত হইয়া শোভা পায়, সেচ
প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকে
অর্চনা করিব।

আপোহ যবুহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধান
জনরন্তীরয়ন্। ততো দেবানাং সমবর্ত্ততামুরেকঃ
কঠৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ (খ)

হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গার্থ। অপারম্যেয় জলরাশি গর্ভদান
করিয়া অগ্নিরূপ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিয়া
যখন বিশ্বভূবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন দেবতা-
দিগের প্রাণরূপ আত্মা উৎপন্ন হইয়াছিল।
এবং প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর
কাহাকে উপাসনা করিব।

যাশ্চদাপো মাহিনা পর্য্যপশ্যদক্ষং দধান
জনরন্তী যজন্ম। যো দেবেষধিদেব এক আসাঁও
কঠৈশ্চ দেবায় হাবিষা বিধেম ॥ ৭ (গ)

হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গার্থ। যিনি স্বীয় মহিমার প্রভাবে সৃষ্টি
বীজধারণকারী এবং বিশ্ব উৎপাদনকারী জল-
রাশির সর্বভাগেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি
সকল দেবতার মধ্যে এক অদ্বিতীয় দেবতা,
এবং প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর
কাহাকে অর্চনা করিব।

বেনস্তংপশ্যামিহিতং গুহা সদাত্র বিশ্বস্তব-
তোকনীড়ম্ । তস্মিন্দিদং সঞ্চবিচৈতি সৰ্বং
স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাস্থ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ । বেনঃ । তং । পশ্যৎ । নিহিতং ।
গুহা । সং । যত্র । বিশ্বম্ । ভবতি । একনীড়ম্ ।
তস্মিন্ । ইদং । সঞ্চবিচৈতি । সৰ্বং । সঃ । ওতঃ ।
প্রোতঃ । বিভূঃ । প্রজাস্থ ।

ব্যাখ্যা । বেনঃ, পণ্ডিত । তং সেই ব্রহ্মকে ।
পশ্যৎ পশ্যতি দেখিয়া থাকেন । কীদৃশ ব্রহ্ম
গুহা গুহায়ং গুহাতে । নিহিতং স্থাপিত ।
গুহা শব্দে বুদ্ধি বা হৃদয় । সং নিত্য । যত্র যে
ব্রহ্ম । বিশ্বং বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, একনীড়ম্
একাত্ম্য । তস্মিন্ সেই ব্রহ্মে । ইদং এই সমস্ত
বিশ্ব । সঞ্চবিচৈতি সং + বি + চ + এতি —সমেতি
ব্যাচ্যত । সংগৃহ্যতে সংহারকালে ব্যতি নির্গচ্ছতি
হৃষ্টকালে —সংহারকালে তাহাতে গমন করে
এবং অসি সমগ তাহা হইতে নির্গত হয় । সঃ
সেই পরমাত্মা প্রজাস্থ স্থপিতদাথে । ওতঃ
প্রোতঃ শরীৰ ও শরীর উদ্ধৃত্ত শরীরভাবে
ওতঃ, এবং তিৰ্য্যক তত্ত্ব শরীরভাবে প্রোতঃ
ভাবে আছেন । বিভূঃ কার্য্যকারণ রূপেণ বিবিধ
ভবতি হতি বিভূঃ কার্য্যকারণরূপে যিনি বহুবিধ
রূপ ধারণ করেন ।

বঙ্গার্থ । পণ্ডিত ব্যক্তিরূপে সেই পরমাত্মাকে
যায় স্বীয় হৃদয়ে দেখিয়া থাকেন, তিনি নিত্য,
এই বিশ্বভুবন তাহাকেই একমাত্র আশ্রয়
করিয়া বর্তমান রহিয়াছে, সংহারকালে তাহাতেই
মুমুদায় গমন করিতেছে এবং হৃষ্টকালে তাহা
হইতেই সমস্ত বহির্গত হইতেছে, তিনি বস্তুর
উদ্ধৃ ও তিৰ্য্যকতত্ত্বর দ্বারা বিশ্বস্থ তাবৎ স্থি-
পদার্থে শরীর ও শরীররূপে অবস্থান করিতে-
ছেন, তিনি কার্য্যকারণরূপে বিবিধ রূপ ধারণ
করিয়া বিরাজ করিতেছেন ।

প্রত্যহোচ্যেদমুতমুদানু বিদ্বান্ গন্ধর্বো ধামবিভূ-

তমুহাসং । ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাত যন্তানি
বেদ স পিতৃঃ পিতাসং ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ । প্রা । তং । বোচেৎ । অমৃতং ।
মু বিদ্বান্ । গন্ধর্বোঃ । ধাম । বিভূতং । গুহাসং ।
ত্রীণি । পদানি । নিহিতা । গুহা । অস্থ । যঃ ।
তানি । বেদ । স । পিতৃঃ । পিতা । অসং ।

ব্যাখ্যা । প্রবোচেৎ—বলেন । তং—সেই
ব্রহ্মকে । অমৃতম্—মৃত্যুরহিত । বিদ্বান্—
পণ্ডিত । গন্ধর্বোঃ—গাং বেদবাচং ধারয়তি
বিচারয়তি—বেদান্তবেত্তা । গুহাসং—হৃদয়ে
বিদ্যমানম্ । ধাম-স্বরূপং—স্বরূপ । বিভূতং—
বিভক্তং, স্বর্গ, স্থিতি প্রলয়রূপে বা আগ্রত, স্বপ্ন
ও অমুপ্তরূপে । ত্রীণি পদানি—ব্রহ্মের উপরোক্ত
তিন প্রকার স্বরূপ । যঃ তানি—পদানি বেদ—
যিনি সেই তিন স্বরূপ জ্ঞাত আছেন । স পিতৃঃ
পিতা অসং—তিনি পিতার পিতা পিতামহ
অর্থাৎ পবব্রহ্ম হয়েন ।

বঙ্গার্থ । বেদবিৎ পণ্ডিত তাহাকে অমৃত
বলিয়া বর্ণনা করেন । একমাত্র হৃদয়ে অবস্থিত
সেই ব্রহ্মের স্বরূপ বিতস্ত হইয়াছে । স্থিতিস্থিতি
প্রলয় বা আগ্রত, স্বপ্ন এবং অমুপ্তাদি তিন অবস্থা
কেবল হৃদয়েই নিহিত আছে । যিনি ইহা
অবগত আছেন, তিনিও স্বয়ং ব্রহ্ম ।

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ
ভুবনানি বিশ্বা । যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে
ধঃসন্নধৈরয়স্ত ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ । সঃ । নঃ । বন্ধুঃ । জনিতা । সঃ ।
বিধাতা । ধামানি । বেদ । ভুবনানি । বিশ্বা ।
যত্র । দেবাঃ । অমৃতম্ । আনশানঃ । তৃতীয়ে ।
ধাম্ । অধৈরয়স্ত ।

ব্যাখ্যা । সঃ—সেই পরমাত্মা । নঃ বন্ধুঃ
জনিতা, বিধাতা—তিনি আগাদিগের বন্ধু, জন-
য়িতা এবং ধারয়িতা । স ধামানি বেদ বিশ্ব-
ভুবনানি—তিনি সকল ভূতজাত এবং সকল

হান অবগত আছেন। দেবাঃ—দ্র্যুতিমান পদার্থ সমুদায়। তৃতীয়ে ধামন্ (ধামনি)—তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ সৃষ্টিক্রমে অবস্থিত থাকিয়া। অধৈর্যরস্তু—স্বৈচ্ছয়াবর্ত্তন্তে। কীদৃশাদেবাঃ—অমৃতং—মৌক্ষ প্রাপ্তিরূপ জ্ঞান, যথ—যে ব্রহ্মে আনশানাঃ—ব্যাপ্তবানাঃ অম্লবতে—বহলং ছান্দনীতি—যে ব্রহ্ম হইতে অমৃতত্ব গ্রহণ করিয়া।

বঙ্গার্থ। তিনি আমাদের বন্ধু জনয়িতা এবং ধারয়িতা। তিনি ভূতজাতমাত্রে এবং ধামমাত্র অবগত আছেন। দ্র্যুতিমান্ পদার্থ (পদার্থ মাত্রেই দ্র্যুতিমান্) সমুদায় সেই পরমাত্মা হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ সৃষ্টিক্রমে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। (যেমন সূর্য্য কিরণ দিতেছে, মেঘ বৃষ্টি দিতেছে ইত্যাদি)।

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশস্তন উপস্থায় প্রথমজ্ঞানমৃত-
ত্বান্নান্নান্নমতিসংবিবেশ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। পরীত্য। ভূতানি। পরীত্য। লোকান্। পরীত্য। সর্বাঃ। প্রদিশঃ। দিশ। চ। উপস্থায়। প্রথমজ্ঞাং। ঋতস্ত। আত্মনা। আত্মানঃ। অভিসংবিবেশ।

ব্যাখ্যা। পরীত্য—ব্রহ্মরূপ জানিয়া। উপ-
স্থায়—সেবা করিয়া প্রথমজ্ঞাং—জ্ঞান বা বেদ-
রূপ বাস্য, যাহাব সর্ব প্রথম সৃষ্টি এবং যাহা-
দ্বারা পরব্রহ্ম পাওয়া যায়। ঋতস্ত—সত্যের।

বঙ্গার্থবাদ। জ্ঞানবান সর্বমেধ যাজ্ঞী ব্যক্তি সর্বভূতকে, সর্বলোককে, সমুদায় দিক্ বিদিককে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া, অনন্তজ্ঞানস্বরূপ বেদের সেবা করিয়া (আত্মনা) স্বীয় জীবাত্মার দ্বারা সত্যস্বরূপের আত্মার প্রবেশ করেন।

পরিদ্যাবা পৃথিবী সদ্য ইদা পরিলোকান্ পরিদিশঃ পরিধঃ। ঋতস্ত তস্তং বিততং বিচৃত্য তদপশ্যং তদভবং তদাসীৎ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। পরি। দ্যাবা। পৃথিবী। সদাঃ। ইত্যা। পরি। লোকান্। পরি। দিশ। পরি। ধঃ। ঋতস্ত। তস্তং। বিততং। বিচৃত্য। তৎ। অপশ্যং। তৎ। অভবং। তৎ। আসীৎ।

ব্যাখ্যা। দ্যাবা পৃথিবী সদাঃ পরিত্য—
দ্যাবা পৃথিবীকে সদ্য ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া। লোকান্ দিশঃ ধঃ পরিত্য—লোক সকল, দিক্ সকল এবং আকাশকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া। ঋতস্ত বিততং তস্তং বিচৃত্য—যজ্ঞের বিস্তৃত তত্ত্ব অর্থাৎ কর্তব্য, কার্য্য সমাপন করিয়া। তদ-
পশ্যং—তাহাকে দেখেন, তদভবং—তাহাকে লাভ করেন, তদাসীৎ—তাহাই হইলেন।

বঙ্গার্থ। জ্ঞানবান সর্বমেধ যাজ্ঞী ব্যক্তি দ্যাবা পৃথিবী, দিক এবং আকাশকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া—যজ্ঞের বিস্তৃত কর্তব্য কর্ম সমাপনাতে ব্রহ্মকে দেখিতে পান, ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন এবং নিজেও ব্রহ্ম হন।

সদস্পতিমদ্বুতপ্রিয়মিত্তস্ত কাম্যম্। সনিং ধাময়সিধং স্বাহা ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। সদসঃ। পতিং। অদ্বুতং। প্রিয়ম্। ইত্ৰস্ত। কাম্যম্। সনিং। মেধাং। অধাসিধং। স্বাহা।

ব্যাখ্যা। সদসঃ—যজ্ঞ গৃহেব। পতিং-
পালক। অদ্বুতং—অদ্বুত। ইত্ৰস্ত প্রিয়ম্ কাম্যম্
—ইত্দের প্রিয় ও কাম্য। সনিং—দ্রব্যদান
মেধাং—বুদ্ধি। অধাসিধং—প্রার্থনা করি।

বঙ্গার্থ। যজ্ঞগৃহের পালক, অদ্বুত ইত্দের প্রিয় ও কাম্য অগ্নির নিকট বল ও মেধা প্রার্থনা করি। আমার যজ্ঞ সূহত হউক।

যামেধান্দেবগণাঃ পিতরশোপাসতে। তর
মামদ্য মেধয়া মেধাবিনক্ক স্বাহা ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। যাং। মেধাং। দেবগণাঃ। পিতরঃ। চ। উপাসতে। তরা। মাং। অদ্য
মেধয়া। মেধাবিনং। কুক। স্বাহা।

বঙ্গার্থ। যে মেধা দেবগণ ও পিতৃগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, মোক্ষদায়িনী সেই মেধাধারা আমাকে অদ্য মেধাধা কর। আমার বস্ত্র স্নহত হউক।

মেধাধারো বকণো দদাতু মেধাময়িঃ প্রজাপতিঃ। মেধামিজ্জশ্চ বায়ুশ্চ মেধাকাতা দদাতু মে স্বাহা ॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ। মেধাং। মে। বকণঃ। দদাতু। মেধাং। অগ্নিঃ। প্রজাপতিঃ। মেধাং। ইজ্জঃ। চ। বায়ুঃ। চ। মেধাং। ধাতা। দদাতু। মে। স্বাহা।

বঙ্গার্থ। বকণ আমাকে মেধা দান করুন, অগ্নি, প্রজাপতি, ইজ্জ, বায়ু আমাকে মেধা

দান করুন; ধাতা আমাকে মেধা দান করুন। আমার বস্ত্র স্নহত হউক।

ইদম্বে ব্রহ্মকল্পকোমে শ্রিয়মশ্নুতাম্।

ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাস্তম্বে তে স্বাহা ॥ ১৬ ॥

পদপাঠঃ। ইদং। মে। ব্রহ্ম। কল্পং। চ। উভে। শ্রিয়ম্। অশ্নুতাম্। ময়ি। দেবাঃ। দধতু। শ্রিয়ম্। উত্তমাং। তম্বে। তে। স্বাহা।

বঙ্গার্থ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্বন্ধীয় ত্রী, অর্থাৎ ধর্মবিষয়ক ও সাংসারিক বিষয়ক উভয়-বিধ ত্রী আমি যেন প্রাপ্ত হই। দেবগণ আমাকে উত্তম ত্রী প্রদান করুন। আমার এই বস্ত্র স্নহত হউক।

ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণ ।

যজুর্বেদ ।

যজ্ঞাগ্রতো দূবঙ্গমদৈতি দৈবমন্তু স্পৃশ্য তথৈবতি। দূবঙ্গমজ্যোতিষাজ্যোতিরেকন্তম্বে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্তু ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। যং। জাগ্রতঃ। দূবম্। উদৈতি। দৈবং। তং। উ। স্পৃশ্য। তথা। এব। এতি। দূবঙ্গম্। জ্যোতিষাম্। জ্যোতিঃ। একম্। তং। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্তু।

ব্যাখ্যা। যং দৈবং—দীব্যতি প্রকাশতে দেবো বিজ্ঞানাত্মা তত্র ভবং দৈবম্ আয়জ্ঞাহক-মিতার্থঃ—বিজ্ঞানাত্মক, যাহাধারা আয়জ্ঞান উপলব্ধি হয়। মনঃ—মন। জাগ্রতঃ—জাগ্রত ব্যক্তির। দূবম্ উদৈতি—দূব উদয় হয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বহু দূরে গমন করিতে পারে না, মন তাহা পারে। তং উ স্পৃশ্য তথা এব এতি—স্পৃশ্যব্যক্তির পক্ষেও ঐরূপ দূরে গমন করে এবং পুনর্বার আগমন করে। যং স্থলে

তং ব্যবহৃত হইয়াছে। দূবঙ্গম—ভূত ভবি-ব্যৎ বর্তমান বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। জ্যোতিষাং একং জ্যোতিঃ—জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ানেকমেব জ্যোতিঃ প্রকাশকং প্রবর্তকং—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দিগের একমাত্র প্রকাশক বা চালক। তং মনঃ শিব সঙ্কল্পমন্তু—শিবঃ কল্যাণকারী ধর্মবিষয়ঃ—সেই আমার মনের কল্যাণকারী ধর্মবিষয়ে সঙ্কল্প হউক, পার্শ্ববিষয়ে যেন হয় না।

বঙ্গার্থ। আয়জ্ঞানের সহায় যে মন জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে দূরে উদয় হয়, এবং স্পৃশ্য ব্যক্তির পক্ষেও তদ্রূপ দূরে গমন করে এবং আগমন করে, যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমুদায় বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে, যে মন অন্তান্ত ইন্দ্রিয়বর্গের চালক, এতাদৃশ মনীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক।

যেন কর্মাণ্যাপসো মনীষী যজ্ঞে কৃণুস্তি
বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূৰ্ণং যজ্ঞমন্তঃ প্রজানান্তম্বে
মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্ত ॥ ২ ॥

পাদপাঠঃ। যেন। কর্মাণি। অপসঃ। মনী
ষিণঃ। যজ্ঞে। কৃণুস্তি। বিদথেষু। ধীরাঃ। যৎ।
অপূৰ্ণং। যজ্ঞম্। অন্তঃ। প্রজানাম্। তৎ। মে।
মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অন্তঃ।

ব্যাখ্যা। যেন—যে মনের দ্বারা। অপসঃ—
অপ (কর্ম) অপো বিদ্যাতে যেবাং তে কর্ম-
যন্তঃ। ধীরাঃ—ধীর। মনীষিণঃ—মনীষী ব্যক্তি।
যজ্ঞে—তাবৎ কর্তব্য কার্যে কর্মকাণ্ডে বিদথেষু
—বিজ্ঞানবিষয়ে কর্ম্মাণি কৃণুস্তি—কার্য্য করেন।
যৎ—যাহা। অপূৰ্ণং—যাহা। শরীরের পূর্বে সৃষ্ট
কিছা বাহার বাহুরূপ নাই। যজ্ঞম্—যজ্ঞং যষ্টুং
শক্তং যজ্ঞম্—যজ্ঞ করিতে সমর্থ। প্রজানাম্
অন্তঃ—যাহা প্রাণিমাত্রের অন্তরে অর্থাৎ শরীর
মধ্যে অবস্থিত করে। অবশিষ্ট পূর্ববৎ।

বঙ্গার্থ। ধীর এবং কর্তব্য কার্য্য সম্পন্ন-
কারী মনীষী ব্যক্তির যো মনের দ্বারা কর্ম্ম ও
জ্ঞানকাণ্ডের কার্য্যের অমুষ্ঠান করেন, যে মনের
দ্বারা কর্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা যায়, এবং
যেমন প্রাণিমাত্রের শরীরে অবস্থিত করে,
এতাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক।

যৎ প্রজানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যোজ্যতি
রন্তরমুতপ্রজাত। যস্মাৎ ঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম
ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্ত ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। যৎ। প্রজানম্। উৎ। চেতঃ।
ধৃতিঃ। চ। যৎ। জ্যোতিঃ। অন্তরঃ। অমৃতম্।
প্রজাত। যস্মাৎ। ন। ঋতে। কিঞ্চন কর্ম্ম।
ক্রিয়তে। অবশিষ্ট পূর্ববৎ।

ব্যাখ্যা। যৎ—যাহা। প্রজানম্—বিশেষণ
জ্ঞান জনকম্, যাহা হইতে বিশেষরূপ জ্ঞান
জন্মে। উত—এবং। চেতঃ—চেতন্যতি, সম্যক্
জ্ঞান।

ধৃতিঃ—ঐর্ধ্য। প্রজাত অন্তঃ—প্রাণিমাত্রের
শরীর মধ্যে থাকে। অমৃতম্—মৃত্যুরহিত, অর্থাৎ
শরীরের সহিত বাহার ধ্বংস হয় না। মন মূঃ
নখর পদার্থ হইলেও শরীরাদির সহিত ধ্বংস
হয় না। জ্যোতিঃ—ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক ব
চালক। যস্মাৎ ঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ন ক্রিয়তে—
যে মন ব্যতীত কেহই কোন কার্য্য করিতে
পারে না। অবশিষ্ট পূর্ববৎ।

বঙ্গার্থ। যে মন জ্ঞানজনক, যে মনই চিত্ত
ও ধৃতি, যাহা প্রজামাত্রের শরীর মধ্যে থাকিয়
অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়গণের নেতাধ্বরূপ হইয়াছে, যাহা
শরীরের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যাহা
ব্যতীত কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না।
এতাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক।

যেনেদমুতস্তুবনস্তবিষাৎপরিগৃহীতমমুতো
সর্বম্। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ
শিবসঙ্কল্পমন্ত ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। যেন। ইদম্। ভূতম্। ভূবনম্
ভবিষ্যৎ। পরিগৃহীতম্। অমুতো। সর্বম্
যেন। যজ্ঞঃ। তায়তে। সপ্তহোতা। তৎ। মে
মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অন্তঃ।

ব্যাখ্যা। যেন—যে মনের দ্বারা। অমুতো
—অবিনশ্বর। ইদম্ ভূতম্ ভূবনম্ ভবিষ্যৎ
সর্বম্—এই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমুদায়
পদার্থ। পরিগৃহীতম্—জ্ঞাত। যেন সপ্তহোতা
যজ্ঞস্তায়তে—যাহাদ্বারা সপ্তহোতাবিশিষ্ট যজ্ঞ
পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশিষ্ট পূর্ববৎ।

বঙ্গার্থ। যে অবিনশ্বর মনের দ্বারা ভূত
ভবিষ্যৎ, বর্তমানাদি সমস্ত পদার্থ পরিগৃহীত
হয়, যে মনের দ্বারা সপ্তহোতাবিশিষ্ট যজ্ঞ পকি
বর্দ্ধিত হয়। তদ্রূপ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক।

যস্মিন্ চ সামযজুঃষি যস্মিন্ প্রতীক্টিগ
রথনাভাবিবারাঃ। যস্মিন্ শিষ্টং সর্বমোক্ত
প্রজানান্তম্বে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্ত ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। যস্মিন্। ঋচঃ। সাম। যজুঃ।
যস্মিন্। প্রতিষ্ঠিতা। রথনাভো। ইব। অরাঃ।
যস্মিন্। চিত্তং। সৰ্গম্। ওতম্। প্রজানাং। তং।
মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্ত।

ব্যাখ্যা। যস্মিন্—যে মনে। ঋচঃ সাম
যজুঃ—ঋক্, সাম ও যজু্ সমুদায়—রথে নাভো
ইব অবাঃ—রথ নাভিতে অরার অর্থাৎ চক্র-
মণ্যস্থিত কাষ্ঠখণ্ড গুলিব ত্রায়। প্রতিষ্ঠিতা—
প্রতিষ্ঠিত। যস্মিন্—যে মনে প্রজানাং—প্রাণী-
সমূহেব। সৰ্গম্ চিত্তং—সৰ্গপদার্থ বিষয়ক-
জ্ঞান। ওতং—নিষ্কিপ্তম্। তন্মে মনঃ—পূর্ববৎ।

বঙ্গার্থ। রথচক্রের মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ-
খণ্ডগুলি যেরূপ রথচক্রের কেন্দ্রস্থ নাভিস্থলে
সংবদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে, তজ্জপ ঋক্, সাম,
যজু্ যে মনে প্রতিষ্ঠিত আছে যে মনে প্রজা-
বর্গেব সৰ্গপদার্থ বিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে,
তাদৃশ মনীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক।

অস্মাধিরখানিব যম্মহুয্যানেনীয়তেভী-
তভির্জাজিন ইব। হৃতপ্রতিষ্ঠং যদজিরজ-
বিষ্ঠম্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। হু। সারথিঃ। অশ্বান্। ইব।
যং। মনুষ্যান্। নেনীয়তে। অভিত্তভিঃ।

বাজিনঃ। ইব। হৃতপ্রতিষ্ঠং। যং। অজিরং।
অবিষ্ঠম্। তং। মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্ত।

ব্যাখ্যা। অস্মাধিরথিঃ—নিপুণ সারথি।
অশ্বান্ ইব। নেনীয়তে—অশ্বদিগকে যেরূপ
পরিচালন করে। অভিত্তভিঃ বাজিনঃ ইব—
বল্গাধারা যেরূপ অশ্বদিগকে পরিচালন করে।
হুইবার উপমার উদ্দেশ্য এই প্রথমতঃ সাধারণ-
ভাবে অশকে লয়, দ্বিতীয়তঃ উহাকে বিশেষ-
রূপে নিয়মিত করা হয়। যম্মহুয্যান্ নেনীয়তে
—যেমন মনুষ্যদিগকে কার্যে পরিচালন করে
এবং সংযত করে হৃতপ্রতিষ্ঠং—যে মন
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। যং অজিরং অবিষ্ঠং—যাহা
জরারহিত এবং অত্যন্ত বেগবান। অবশিষ্ট
পূর্ববৎ।

বঙ্গার্থ। নিপুণ সারথি যেরূপ অশকে
চালনা করে এবং বল্গাধারা সংযত করে।
যে মনও মনুষ্যদিগকে তজ্জপ পরিচালনা করে,
যে মন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ হৃদয়ধারা
যাহার উপলব্ধি হয়, যে মন জরাস্থত এবং
অত্যন্ত বেগবান এতাদৃশ মনীয় মনে শিব-
সঙ্কল্প হউক।

দেবতা ও অসুরদিগের ব্রহ্মজ্ঞান ।

একদা দেবগণ ও অসুরগণ তুলিলেন যে
প্রজাপতি বলিতেছেন;—

“ব আত্মাহুপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-
র্কিশোকোহবিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসঙ্কল্পঃ সোহৃষেটব্য স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স
সর্গাংচ্চ লোকানাপ্রোতি সর্গাংচ্চ কামান্-
স্তমান্মনমুবিদ্যাবিজ্ঞানাতীতি ॥

অর্থাৎ যিনি পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক,

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আদি শূন্য, যিনি সত্যসঙ্কল্প এবং
সত্যকাম, তাঁহাকে শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশের
সাহায্যে অধেষণ করা এবং বিশেষরূপে জানি
কর্তব্য, যেহেতু যে ব্যক্তি আত্মাকে জানেন,
তিনি সৰ্গলোক এবং সৰ্গকাম প্রাপ্ত হন।

দেবগণ ও অসুরগণ উহা শ্রবণ করিয়া আত্ম-
তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য স্বীয় স্বীয় রাজ্য ইন্দ্র
ও বিরোচনকে প্রজাপতির নিকট প্রেরণ করি-

লেন। ইচ্ছা ও বিরোচন প্রচলিত রীতানুসারে সমিৎপাণি হইয়া আশ্রিত্ত্ব শিকার্থ প্রজাপতি সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ না করিলে, শিক্ষা দিবার বিধান না থাকায়, তাহারা উভয়ে প্রজাপতি সন্নিধানে বত্রিশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যে অবহিত থাকায় পর, প্রজাপতি তাহাদিগের আগমনবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাহারা প্রজাপতি বাহা বলিয়াছিলেন এবং দেবাসুবেরা তাহা শুনিয়া তাহার কথিত সেই আশ্রম তত্ত্ব তাহান নিকট জানিতে পাঠাইয়াছেন ইত্যাদি বলিলেন।

তখন প্রজাপতি বলিলেন,—

য এষোহিকিণি পুরুষো দৃগুতে এষ আশ্রমোতি হোবাচৈতদমৃতমভয়নেতদ্ব্রহ্মকৃতি ॥

অর্থাৎ যে পুরুষকে চক্ষুর মধ্যে দেখা যায়, তিনিই আশ্রম। ইনি মৃত্যু ও ভয়রহিত ইনিই ব্রহ্ম।

যে পুরুষকে চক্ষুর মধ্যে দেখা যায়, তিনিই আশ্রম, ইহাদ্বারা প্রজাপতি বুঝাইলেন যে পুরুষকে বোণীগণ চক্ষু মুদিত করিয়া সমাধিনিমগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা দেখেন। তিনিই আশ্রম, তিনিই বথার্থ জ্ঞেয়; চক্ষু কেবল দৃষ্টির উপকরণমাত্র। শিষ্যদ্বয় ইচ্ছা ও বিরোচন কিন্তু তাহার উপদেশের বথার্থ অর্থ না বুঝিয়া ভাবিলেন, যে চক্ষুর মধ্যে যে প্রতিবিম্ব পড়ে সেই বুঝি আশ্রম, তাই তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, জলে বাহাকে দেখা যায়, দর্পণে বাহাকে দেখা যায়, তিনি কে? প্রজাপতি দেখিলেন যে শিষ্যেরা তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই, তাহারা দর্পণে, জলে, চক্ষুতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাকেই আশ্রম সাবস্থ্য করিয়া লইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, হা তিনিই বটে, তিনি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হন অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই ব্রহ্মস্বয়। কিন্তু পাছে শরীরের প্রতিবিম্বকে

শিষ্যগণ আশ্রমজ্ঞান করে, তাই তিনি তাহা দিগকে বলিলেন—“জলপাত্রের মূণ দর্শন কর এবং তদনন্তর আশ্রম বিষয় বাহা কিছু না বুঝ, আনাকে বলিও।” তদনুসারে তাহারা জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রজাপতি তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ? তাহারা বলিলেন, আমরা আনাদেব প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি, কেশ নথপর্্য্যায় দেখা যাইতেছে। প্রজাপতি বলিলেন, তোমরা লোম নথ ইত্যাদি কেলিয়া দেও, শবীর অলঙ্কারে ভূষিত কর, সুন্দর বসন পরিধান কর এবং তাহার পর জলের দিক্ দৃষ্টিপাত করিয়া বল কি দেখিতেছ। তাহারা বলিলেন, আমরা আনাদিগেব উভয়কে মালঙ্কৃত, পবিত্রত এবং সুবসনাবৃত দেখিতে পাইতেছি।

তখন প্রজাপতি বলিলেন, উনিই আশ্রম উনিই, মৃত্যু ও ভয়বাহিত, উনিই ব্রহ্ম।

প্রজাপতির উদ্দেশ্য এই যে প্রথম সলোম নথ শরীরের প্রতিবিম্ব, তৎপরে লোম নথবিবর্জিত অলঙ্কৃত ও বসনাবৃত শবীরের প্রতিবিম্ব জগে দেখিলে, ইহাদের শবীরের আগমাপাণির অর্থাৎ অনিত্যতার উপগন্ধি হইবে এবং যখন তিনি পূর্বে পাপ, জরা, মৃত্যুরহিত আদি আশ্রাব যে লক্ষণ বলিয়াছেন এবং তৎপরে নৈত্রমধ্যে বাহাকে দৃষ্ট হয় এবং যিনি মৃত্যুরহিত ভয়বাহিত ইত্যাদি বলিয়াছেন তখন ইহাদ্বারা শিষ্যদিগের আশ্রম বিষয়ে বথার্থ জ্ঞান হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। বিরোচন ভাবিলেন যে গুরু প্রজাপতি যখন জলে শরীরে প্রতিবিম্ব দেখাইলেন, তখন শরীরই আশ্রম। ইচ্ছা ভাবিলেন শবীরেব ছায়াই আশ্রম।

উভরে এবম্বিধ সংস্কাব লইয়া প্রজাপতির নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন। প্রজাপতি কিন্তু তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না।

রণ ব্রহ্মজ্ঞান স্বীয় যন্ত্রে যত হয়, পরকীর ক্ষায় তত হয় না। তিনি ভাবিলেন যখন হারী আশ্রম যে লক্ষণ প্রথমে বলা হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিবে এবং তৎপরে শরীরের রিবর্তনের সহিত জলে তাহার প্রতিবিম্বের রিবর্তন চিন্তা করিবে, তখন ইহাদের আশ্রম আপনা হইতেই হইবে।

বিবোচন সম্বন্ধে অম্বদিগেব নিকট আগমন করিলেন এবং শরীরই আত্মা এবং শরীরেরই সেবা কবিত্তে হইবে এবং এই শরীরের সেবা করিলেই সৰ্বলোক এবং সৰ্বকাম প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। অম্বদিগেব তদবধি শরীরকে যথা-পূৰ্ণ জ্ঞান করিয়া, মৃত্যুর পবেও শরীরকে দালকার পুষ্টিাদি দ্বারা সুশোভিত করে। দাবাব বাহাটা শরীরকে যথাসৰ্ব্ব মনে করিয়া দ্রাক্ষাদি হইতে বিরত হয়, লোকে তাহা-গকে অম্ব অখ্যা দেয়।

ইন্দ্র ও দেবগণের নিকট প্রত্যাগমন করিতে গেলেন, কিন্তু সহসা তাহাব মনে সন্দেহ হইল। হারী সংস্কার ছিল শরীরের প্রতিবন্ধই আত্মা। আত্মা শরীরের প্রাত্যবধ হইলে, শরীর অলঙ্কৃত হইলে আত্মা অলঙ্কৃত হইল, শরীর পারদ্রুত হইলে আত্মা তাহাই হইল, অন্ধ হইলে আত্মা অন্ধ হইল, শরীর হস্তপদ বিরাহিত হইলে, আত্মা বিরাহিত হস্তপদ হইল। সুতরাং আত্মা শরীরের ভায় নশ্বব হইয়া উঠিল, অথচ জ্ঞাপতি বলিয়াছেন, আত্মা অজর, অমর ত্যাদি। সুতরাং তিনি বলিয়া উঠিলেন “আমি ভোগ্য পশ্যামি।” আমি আত্মার যা বেক্রপ বুদ্ধিয়াছ, তাহাতে কোন ফল প্রতীত হই না। তখন তিনি পুনর্বার সমিৎ মনপূৰ্ণক প্রজাপতি সমীপে উপনীত হইলেন। প্রজাপতি বলিলেন, “কি ইন্দ্র! তুমি রোচনের সহিত শাস্ত্রদ্বয়ে চলিয়া গিয়া-লে, পুনর্বার কি জন্ত আসিয়াছ?” তখন ইন্দ্র জ্ঞাপতিকে স্বীয় সংশয়ের বিষয় জানাইলেন।

তখন প্রজাপতি বলিলেন যে তুমি আর ব্রহ্ম বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূৰ্ণক আমার ঋত অবস্থান কর, আমি তোমাকে আত্মার যথে পুনর্বার উপদেশ দিব।

ব্রহ্ম বৎসর পরে প্রজাপতি বলিলেন ;—
“য-এব স্বপ্নে মহীয়মান শরীরতোষ আশ্রয়িত হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্বন্ধেতি ॥

অর্থাৎ যিনি স্বপ্নে মহীয়মান অর্থাৎ পূজা-মান হইয়া বিচরণ করেন, ইনি মৃত্যুরহিত, ভয়রহিত ইনি ব্রহ্ম।

বিশ্ব ব্রহ্মময়, উপাধিভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দৃষ্ট হন। তাহার জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত আদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। প্রজা-পতি যাহা উচ্চভাবে বলিতেছেন, ইন্দ্র তাহা নিম্নভাবে লইতেছেন। ইন্দ্র কিছু দূব গিয়া ভাবিলেন যে এটি বাদ ঠিক হয়, যে শরীর অন্ধ হইলেও আত্মা অন্ধ হয় না এবং শরীরের কোন দোষে আত্মা দূষিত হয় না এবং শরীরের সুখ দুঃখ যখন আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাই হইলে স্বপ্নাবস্থায়ও যখন সুখদুঃখাদি প্রাপ্তি হয় তখন স্বপ্ন-পুরুষকে কিরূপে আত্মা বলি। তখন ইন্দ্র পুনর্বার প্রজাপতি সমিধান আগমন করিয়া স্বীয় সংশয় জানাইলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন যে পুনর্বার ব্রহ্ম বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া আমার নিকট অবস্থান কর, ঐ সময়ের পর আমি তোমাকে আত্মার তত্ত্ব অবগত করাইব।

ব্রহ্ম বৎসরান্তে প্রজাপতি বলিলেন :—

“তদ্ব্যব্রৈতং সুপ্তঃ সম্ভ্রমঃ স্বপ্নং না বিজা-নাত্যেব আশ্রয়িত এতদমৃতমভয়মেতদ্বন্ধেতি।
যখন মনুষ্য নিদ্রিত অবস্থায় থাকে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে, এবং স্বপ্ন দৃষ্টি না করে, তাহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে, তিনি মৃত্যু ও ভয়রহিত, তিনিই ব্রহ্ম।

প্রজাপতি প্রথম বলিয়াছেন যে যোগিগণ সমাধি মগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা যাহাকে দর্শন করে, যিনি স্বপ্নে বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা এবং এক্ষণে এ কথা পরিষ্কৃত করায় জন্ত বলিতেছেন, যিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নাদিদর্শন করেন না তিনিই আত্মা ও ব্রহ্ম। প্রজাপতির উদ্দেশ্য যে পরিবর্তনশীল উপাধির মধ্যে অপরিবর্তনশীল যে উত্তম পুরুষ তিনিই আত্মা। ইন্দ্র কিন্তু একদেগ মাত্র দৃষ্টি করিতেছেন। যখন যে উপদেশটি হইতেছে, তাহার সহিত অজ্ঞ উপদেশের যোজন্য না

করিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছেন। ইঙ্গ্র কিছু দূর গমন করিয়া পুনর্বার প্রজাপতির নিকট আগমন করিলেন, এবং বলিলেন, ওরো, যদি সুযুগ্ম পুরুষই আত্মা হয়, তাহা হইলে ত সে আপনাকেও আপনি জানে না, অপরকেও জানে না, তাহা হইলে সে ত বিনাশ ভাবপ্রাপ্ত হইল, অথচ আত্মা বিনাশরহিত, কারণ আপনিই বলিয়াছেন আত্মা অমৃত।

প্রজাপতি দেখিলেন যে ইঙ্গ্র ক্রমে উচ্চ-দিকে গমন করিতেছে, তিনি অম্বর ব্যতিরেক কাণ্ডা দ্বারা আশ্রয়ত বৃকিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ পাপকর্য না হইলে ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় না, এইজন্ত পূর্বে ইঙ্গ্রকে ছিয়ানবই বৎসর ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করাইয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন ইঙ্গ্রের উন্নত অবস্থা হইয়া আসিয়াছে, তখন আর পাঁচ বৎসরমাত্র ব্রহ্ম-চর্যাই যথেষ্ট হইবে, এই বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি বলিলেন ইঙ্গ্র তুমি আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্ম চর্যাবলম্বন করিয়া আমার নিকট অবস্থান কর। ঐ পাঁচবৎসরান্তে আমি তোমাকে আত্মার বিষয়ে আর উপদেশ দিব। পাঁচ বৎসর শেষে প্রজাপতি পুনর্বার ইঙ্গ্রকে আশ্রয়ত বলিলেন। ইঙ্গ্র মোট একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্যাবলম্বন প্রজাপতির সন্নিধানে বাস করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরান্তে প্রজাপতি বলিলেন :—

মহাব্যম্ভাং বা ইদং শরীরমাত্তং মূহূন।
ভদ্রতামৃতশরীরস্তাত্মানোহধিষ্ঠানমাত্তো বৈ
সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্ত সতঃ
প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরস্ত্যশরীরঃ বাব সন্তং ন
প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥

হে মহাবন্! এই শরীর মরণ ধর্ম্মশীল, ইহা মুক্তার অধীন। ইহা অমৃত ও অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র। যখন অবিবেকহেতু আমি এই শরীর কিম্বা এই শরীর আমি ইত্যাদি ভ্রম জ্ঞান থাকে, তখন আত্মা সশরীর অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া—প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অধীন হয়। যতক্ষণপর্যন্ত ঐরূপ ভ্রমজ্ঞান থাকে, ততক্ষণপর্যন্ত আত্মাকে সশরীর অর্থাৎ শরীরবিশিষ্ট বলা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মা সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হয় না। বিবেক উদ্ভেক হইলে, অর্থাৎ শরীর আত্মা নয়

এবং আত্মা শরীর নয়, অর্থাৎ যখন আত্মাকে শরীর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন আত্মা অশরীর হইবে এবং সেই অশরীর আত্মাকে সুখদুঃখাদি স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রজাপতি পূর্বে বলিয়াছেন যে একই আত্মা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুযুগ্ম অবস্থায় বিচরণ করেন। ইঙ্গ্র তাহাতে দোষ দৃষ্টি করিলেন। সুযুগ্ম অবস্থায় আত্মার জ্ঞান থাকে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে প্রজাপতি বলিয়াছেন আত্মা সর্বলোক প্রাপ্ত হয়, আত্মা সর্বকাম প্রাপ্ত হয়। তাহা কিরূপ হইল। ইঙ্গ্র বৈতভাবে চলিতেছেন, প্রজাপতি অবৈতভাবে চলিতেছেন, সুতরাং ইঙ্গ্র প্রজাপতির কথা বৃকিতে পারিতেছেন না। ইঙ্গ্র ভাবিতেছেন সর্বভূত, সর্বলোক, সর্বকাম, স্বতন্ত্র, আমি স্বতন্ত্র সুতরাং সুযুগ্ম অবস্থায় যখন আমার জ্ঞান না থাকিল, তখন আত্মা সর্বকাম কিরূপে ভোগ করিল। প্রজাপতির উদ্দেশ্য যে আত্মার প্রাপ্তি অর্থাৎ ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলেই সকল প্রাপ্তি হইল। আমিই আত্মা, বিধই আত্মা, সুতরাং আত্মার বাহিরে কিছুই থাকিল না। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন :—“কং কেন বিজানায়” ইত্যাদি। ইঙ্গ্রেও ঐরূপ সন্দেহ নষ্ট করণের জন্য প্রজাপতি বলিতেছেন আর সচ্চিদানন্দমাত্র। উপাধিবিশিষ্ট হইলেই সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞানে উপাধি নষ্ট হইলে সচ্চিদানন্দ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

প্রজাপতি পুনর্বার বলিতেছেন :—

অশরীরো বায়ুরভ্যং বিদ্যাত্তময়িত্বশরীর্য
তদ্ব্যবধিতাত্তম্যমুদ্যাদাকাশাৎ সমুখ্যায় পর
জ্যোতিরূপসম্পদ্য শ্বেন রূপেণাভিনিপ্পদ্যতে
এবমেবৈষ সম্প্রসাদেহস্মাচ্ছরীর্যৎ সমুখ্যায়
পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য শ্বেন রূপেণাভিনিপ্পদ্যতে
স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পযোতি
জ্ঞানং ক্রীড়ন্ত রমমাণঃ স্রীতির্ষা বাচ্যে
জ্ঞাতির্ষা নোপজনং স্রের্ননিত্যং শরীরং
যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মনি
শরীরে প্রাপ্যো যুক্তঃ ॥

অর্থাৎ বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি ইত্যাদি অশরীর হইয়াও যেকোন আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রীষ্মকালের প্রথমে স্বর্ঘ্যসংযোগে আকাশ

ধারণ করে, তজ্জপ এই নির্মল পুরুষ এই শরীর ইতে উদ্ভিত হইয়া পরমজ্যোতি অর্থাৎ আত্ম-
হান প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপ ধারণ করেন,
হাকেই উত্তম পুরুষ বলা যায়। ইনিই কারণ
মবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কার্যাবস্থায় পরিণত
ইলে যে শরীরেই থাকুন না কেন, আহাৰ,
শীতা, রমণীগণের সহিত বিহার, যানাদি
সারোহণ বা স্ত্রীতিবর্ণের সহিত আমোদ
করিয়া থাকেন। অথ বেকপ শকটে আবদ্ধ
স, সেইরূপ এই প্রাণ অর্থাৎ প্রজায়া এই
দ্বীপে সংযুক্ত হন।

প্রজাপতি আরও বলিলেন,—

অথ যত্রৈতদাকাশমমুবিষণং চক্ষুঃ স চাক্ষুঃ
রুদ্রদর্শনার চক্ষুরথ যে বেদেদং জিহ্বাণেতি
। আত্মা গন্ধার ভ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহ-
ণীতি স আত্মাভিব্যাহরায় বাগথ যো বেদেদং
ম্মানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রঃ অথ যো
মদেদং মমানীতি স আত্মা মনোহস্ত দৈবং
ক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুশা মন-
লতান্ পুশ্চন্ কামান্ রমতে ॥

অর্থাৎ চক্ষু দর্শনের উপকরণমাত্র, আত্মাই
দর্শন করেন, ঐরূপ নাসিকা, জিহ্বা ও কর্ণ
ভ্রাণ, কথন এবং শ্রবণের উপকরণমাত্র, আত্মাই
ভ্রাণ করেন, কথা বলেন এবং শ্রবণ করেন।

মনও এই আত্মার দৈবচক্ষু, তিনি মনের
দ্বারা এই সমুদায় আনন্দভোগ করিয়া আদ-
ম্বিত হন।

এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতঃ দেবা আত্মান-
মুপাসতঃ তস্মাত্তেবাং সর্কে চ লোকা আত্মাঃ
সর্কে চ কামাঃ স সর্কাস্তে চ লোকানাম্মোতি
সর্কাস্তে কামান্ যন্তামাত্মানমমুবিদ্যা জানা-
তীতিহ প্রজাপতিরূবাচ প্রজাপতিরূবাচ ॥

প্রজাপতি ইন্দ্রকে আত্মার বিষয় ধেরূপ
উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রহ্মলোকে দেবগণ
সেইরূপ তাহার চিন্তা করেন সেইহেতু তাহা-
দের সর্কলোক এবং সর্ককাম প্রাপ্তি হয়।
যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি সর্কলোক ও
সর্ককাম প্রাপ্ত হন ইহাই প্রজাপতির উপদেশ,
ইহাই প্রজাপতির উপদেশ।

বিমুক্তভক্ত কাহাকে বলা যায় ?

বিমুক্তপুৰাণ ।

ন চ চলতি নিজবর্ণধর্মতো যঃ সমগতিরাশ্র-
য়ঃ বিপক্ষপক্ষে । ন হরতি ন চ হস্তি কিঞ্চি-
দৈতঃ সিতমনসঃ তমবেহি বিমুক্তভক্তম্ ॥ ১ ॥

যে বিষয়ে স্বীয় অধিকার নাই, এরূপ কার্য
পরিত্যাগ করিয়া যিনি স্বীয় অভাবানুযায়ী
গণালুসারে কর্তব্যপারায়ণ থাকেন, যিনি পরদ্রব্য
স্বপহরণ করেন না কিম্বা কোন জীবহিংসা
করেন না, যাহার মন অত্যন্ত নির্মল, তাহাকে
বিমুক্তভক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

কলিকলুশমলেন তন্ত্র নাত্মা বিমলমর্তে
লিনীকৃতোহস্তমোহে । মনসি কৃতজ্ঞনার্দিনং
মুখ্যঃ সততমবেহি হরবতীবভক্তম্ ॥ ২ ॥

এইরূপ বিমলমতি ভক্তের আত্মা কলিকলুশ-
ল মলিন করিতে পারে না। যাহার বিগত-
মোহ মনে জনার্দিন সদাই বিরাজ করেন,
তাহাকে হরির অত্যন্ত ভক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

কনকমণি রহস্তবেক্ষ্য বুদ্ধা তৃণমিব যঃ
সমবৈতি বৈ পরশ্চম্ । ভবতি চ ভগবত্যনন্ত-
চেতাঃ পুরুষবরং তমবেহি বিমুক্তভক্তম্ ॥ ৩ ॥

যিনি নির্জনে পরশ্ব স্বর্ণ দেখিয়া তাহাকে
তৃণের ত্রায় জ্ঞান করেন, তিনি ভগবানে
অনন্তচেতা হইয়া থাকেন, সেই পুরুষবরকে
বিমুক্তভক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

ক্ষটিকগিরিশিলামলঃ ক বিমুর্শনসি নৃণাং
ক চ মংসরাদিদোষঃ । নহি তুহিনময়ুধরশ্চি-
পুস্তে ভবতি হতাশানদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ৪ ॥

ক্ষটিকগিরি শিগার ত্রায় নির্মল বিমুই বা
কি, আর মমুষ্যের মনে মংসরাদি দোষই বা
কি? অর্থাৎ ইহার পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব বলিয়া
একত্র থাকিতে পারে না। সে কিরূপ? না—
সিতাংস্ত চস্ত্রের রশ্মি-পুঞ্জ কখন হতাশানদীপ্তি-
জনিত তেজ থাকিতে পারে না ॥ ৪ ॥

১৩০১ সালের হিন্দু পত্রিকার সূচীপত্র ।

বিবরণ	পৃষ্ঠা ।	বিবরণ	পৃষ্ঠা ।
১। সূচনা। ...	১	১৬। মহানির্বাণতন্ত্র গ্রন্থের প্রতি উপদেশ। ...	১৬
২। ঋগ্বেদের প্রথমমুদ্রক অধিস্তোত্র। (সমাপ্ত) ১—২, ১২—২১	১—২, ১২—২১	১৭। সপ্তনদী ...	১৭
৩। ভগবান গোভিলের ব্রহ্মচারীর প্রতি নিবেদন উপদেশ। ২—৪	২—৪	১৮। যজুর্বেদ পিতৃগণের প্রতি স্মরণার্থ। (সমাপ্ত) ...	১৮
৪। গ্রন্থের প্রতি ভগ্নমুনির উপদেশ ৪	৪	১৯। ঋগ্বেদ হিরণ্যগর্ভস্তোত্র (সমাপ্ত) ৫	১৯
৫। যজুর্বেদ-শাস্তিপ্রকরণ। (সমাপ্ত) ৫, ২১, ৫২—৬০	৫, ২১, ৫২—৬০	২০। অথর্ষবেদ বরুণস্তোত্র। (সমাপ্ত) ৬	২০
৬। মোকদ্দমা ও সালিসীসভা। ৫—৮	৫—৮	২১। মঙ্গলাচরণ। ...	২১
৭। ঋগ্বেদ, পুরুষসূক্ত। (সমাপ্ত) ৮—১২	৮—১২	২২। সামবেদান্তর্গত বিবাহমন্ত্র ব্যাখ্যা ৬	২২
৮। সনাতন হিন্দুধর্ম-সমাজ (আলোচনা)। ১২—১৯, ৩৬—৩৮, ৪৩—৪৫, ১০৩—১০৫	১২—১৯, ৩৬—৩৮, ৪৩—৪৫, ১০৩—১০৫	২৩। আর্যশিষ্যতত্ত্বসংবাদ। ৬	২৩
৯। সত্যকাম ও আবাল-সংবাদ। (সমাপ্ত) ২১—২৪	২১—২৪	২৪। বৃথা নাম ধর তুমি। ৭	২৪
১০। মহিষাসুর। ২৪—২৭, ৮০—৮২	২৪—২৭, ৮০—৮২	২৫। ঋগ্বেদ বরুণস্তোত্র। ৭	২৫
১১। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ। (সমাপ্ত) ২৭—৩২	২৭—৩২	২৬। আমিষের প্রসার। ৭২—৭৪, ৮	২৬
১২। ঈশ্বরের সর্বস্বত্ব ও মানবের স্বাধীনতা ... ৩২—৩৪	৩২—৩৪	২৭। বৈধব্যাল। ...	২৭
১৩। যজ্ঞোপবীততত্ত্ব। ... ৩৪—৩৬	৩৪—৩৬	২৮। বেদান্তদর্শনাম্বুদ। ৮	২৮
১৪। বর্ণতত্ত্ব ৪৫—৫১, ৭৬—৮০, ১০৫	৪৫—৫১, ৭৬—৮০, ১০৫	২৯। আকাশ-প্রদীপ। ...	২৯
১৫। ধর্মোচরণ। ... ৫১—৫২	৫১—৫২	৩০। যজুর্বেদ সর্বমেধপ্রকরণ। (সমাপ্ত) ... ৯	৩০
		৩১। যজুর্বেদ ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণ। ৯	৩১
		৩২। দেবতা ও অসুরদিগের ব্রহ্ম- জ্ঞান। ... ১০১	৩২
		৩৩। বিষ্ণুভক্ত কাহাকে বলা যায় ?	৩৩

১৩০১ সালের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড
১ম ও ২য় সংখ্যা।

১৩০২ সাল
১৮১৬ শকাব্দ।

বৈশাখ ৩
জ্যৈষ্ঠ।

সূচনা।

নারায়ণঃ নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

বিষয়বিশিষ্ট গণপতির রূপায় ও আর্য্যঋষি-
গণের আশীর্ব্বাদে বৎসরাবধি নানাবিধ বিষয়
অতিক্রম করিয়া হিন্দু-পত্রিকা নূতন বর্ষে নূতন
উৎসাহের সহিত পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত
হইতেছেন। সহৃদয় পাঠকগণ হিন্দু-পত্রিকাকে
আশীর্ব্বাদ করুন যে হিন্দু-পত্রিকা দীর্ঘজীবনী
হইয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজেব মঙ্গলসাধনার্থ
সমর্থ হয়। আর্য্যঋষিগণের পাদপদ্ম চিন্তা
করিয়া হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি।
হিন্দু-পত্রিকায় হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজের উদ্দেশ্য সাধ-
নোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। বেদ, উপনিষৎ
ও দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রেব মর্ম্ম সাধারণকে অব-
গত করাইবার জন্তই হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশিত
হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ ভাল
করিয়া বুঝিতে না পারায়, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি
অনেকের অশ্রদ্ধা দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের
উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে সে অশ্রদ্ধাটুকু
থাকে না। আমি বেশ জানি যে, আমি যে
কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমি তাহার সম্পূর্ণ
অনুপযুক্ত, তবে এই অপার জলধির পারে
বাইবার জন্ত আর্য্যঋষিগণের পদপদ্মই আমার

একমাত্র অবলম্বন। আজকাল বাজে বিষয়ে
পত্রিকার অভাব নাই, কিন্তু যে সমুদায় বিষয়ে
আন্দোলনের উপর সমাজের যথার্থ মঙ্গল নির্ভর
করে, সে সমুদায় বিষয়ে নব্যসমাজ অবিস্মৃত
কারিতা এবং প্রাচীন সমাজ ঔদাসীন্য দেখাইয়া
থাকেন। নব্যসমাজ, ভারতবর্ষকে মিলিত
ইংলণ্ড করিতে চান, প্রাচীন সমাজ অচল
অটল। হিন্দু-সমাজ পাশ্চাত্য প্রণালীকে
গঠিত হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্রের নির্দিষ্ট
সিদ্ধান্তানুযায়ী দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া
সমাজের মঙ্গলার্থ বর্তমান অনেক সামাজিক
প্রথা কিয়দংশ পরিবর্তন না করিলেও হিন্দু
সমাজের স্থায়িত্বের সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কায় কারণ
আছে। এই অভাব দূরীকরণার্থ সনাতন হিন্দু
ধর্ম্মসমাজ ও হিন্দু-পত্রিকা যত্ন করিতেছেন।
হিন্দু-পত্রিকা শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে দেশকাল
পাত্রোপযোগী সামাজিক রীতিনীতির প্রচা-
র উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে হিন্দু
ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মূল শ্লোক সমুদয় উদ্ধৃত
হইতেছে এবং তাহার যথার্থ মর্ম্ম ব্যাখ্যাত
হইতেছে। বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার

চতুর্বিধ আশ্রম, সাকার ও নিরাকার উপাসনা এবং সংক্ষেপতঃ প্রত্যেক মানবের ধর্ম জীবনের বাহা বাহা অত্যাবশ্যক, শাস্ত্র এবং যুক্তিসহকারে নাথায়সারে তাহার মর্ম ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা নাটক নভেলের ছায় আপাততঃ মনোরঞ্জন না করিলেও যাহাতে ভিষকের তিক্ত ঔষধের ছায় পরিণামে অমৃতময় ফলপ্রদ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি করা যাইবে না। এই পত্রিকা সংস্কৃতভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর পাঠোপযোগী নহে, কিন্তু আশা করি, তাঁহারা যেন পত্রিকা দৃষ্টি করিয়া আমাকে মধ্যে মধ্যে আমার ভুল দেখাইয়া দেন, তাহাইহলে হিন্দু-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। সাধারণের সুবিধার্থে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা ধার্য হইয়াছে। এই টাকার উপর হিন্দু-পত্রিকার জীবন নির্ভর করে; যাহারা মূল্য পাঠান নাই, পত্রিকা পাইবামাত্র যেন স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য প্রেরণ করেন। পুনঃ পুনঃ তাগাদা করা ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য। প্রত্যেক গ্রাহক যেন হিন্দু-পত্রিকাকে নিজের পত্রিকা বিবেচনা করিয়া হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। গড়ে যদি প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ পাঁচজন করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় বর্ষে হিন্দু-পত্রিকার দশসহস্র গ্রাহক হইতে পারে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহবাহাদুর হিন্দু-পত্রিকার অধিনেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়া হিন্দু-পত্রিকাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ভাওয়ালের রাজা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর ও তাহার ন্যানেজার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বোম মহাশয় জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভার পক্ষ হইতে পঞ্চাশ খণ্ড করিয়া হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করিতে

হিন্দু-পত্রিকা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন। ঢাকার শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজমোহন সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত শ্রায়ালঙ্কার, শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র রায়চৌধুরী, পাবনার শ্রীযুক্ত জগদ্বদ্র, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত শ্রামলাল ঘোষ, জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু, পূর্ণিয়ার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়, দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত নিত্যদাচরণ সেন, বগুড়ার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, রংপুরের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মজুমদার, হুগলীর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঝিনাইদহের শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, নড়াইলের শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য, খুলনিয়ার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, আলিপুরের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, বনগ্রামের শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বরিশালের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, চন্দ্রনাথের শ্রীযুক্ত কিশোরলাল পরিব্রাজক, উলাপ শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ শিবোবাস্ত্র এবং রাঁচির শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব, সিলংএর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাস ইত্যাদি অগণ্য অনেক মহোদয় হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকাদি সংগ্রহ করিয়া যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্ত হিন্দু-পত্রিকা তাহাদিগেব নিকট অত্যন্ত ঋণী। মহেশপুরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রজেননাথ স্মৃতিতীর্থ, সাতক্ষীরার উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ হিন্দু-পত্রিকার প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইহার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিশেষে মহোদয়গণ কলিকাতার কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরাজ হিন্দু-পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতি কার্যের তত্ত্বাবধান ও কলিকাতা হইতে যশোহর পত্রিকা প্রেরণ প্রভৃতি নানাবিধ যে সমুদায় কার্য করিয়াছেন, তাহা না করিলে হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। ইণ্ডিয়ানমিরার, অমৃতবাজার-পত্রিকা

হিন্দুপেটিংট, বঙ্গনিবাসী, চাকাগেজেট, এডু-
কেশনগেজেট, হিন্দুপত্রিকা, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি
সম্বাদপত্র এবং যে সমুদায় মহাত্মা হিন্দু-
পত্রিকাকে উৎসাহ দিয়া অগ্রগৃহীত করিয়া-
ছেন, হিন্দু পত্রিকা তাহাদের নিকটও বিশেষ
ঋণী এবং হিন্দু-পত্রিকা এতদ্বারা উপরোক্ত সক-
লের নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার
করিতেছেন ।

পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কলিকাতা সংস্কৃত-
কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত
মহেন্দ্রচন্দ্র জায়রাম মহাশয় সর্বপ্রথমেই হিন্দু-
পত্রিকাকে উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করিয়া
এবং গ্রাহকবর্গের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের
জজ ত্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব-
প্রথমে মূল্য প্রদান করিয়া হিন্দু-পত্রিকার নিকট
চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ।

নিশীথ স্বপ্ন-সংবাদ ।

মধুমাসঃ, দ্বিপ্রহরা যামিনী । শান্তিময়ী
প্রকৃতিঃ । চন্দ্রস্তাবকাবাহিবিরাজিতো বিকি-
রতি স্বধাময়ঃ কিরণ-জালং । চন্দ্রালোকেন
পুলকিতরুদয়ঃ কোকিলো মুকুতিতাম্র তরুশাখা-
য়ামুপবিষ্ট উচ্চাবয়তি কুলববনস্তবাস্তরা । গোলাপ-
কুম্বদেন বিকাশতোদ্যানং স্রশোভিতং সুরভিতঞ্চ
ক্রিয়তে । ইদৃক্ শান্তিপূর্ণায়ামপি প্রকৃতো,
অলতি মে হৃদি ঘোরশান্তিঃ । তাস্ত বোধ-
য়িতুং শক্যতে নাপরং । যত্বেবদ্বিধয়া দলয়া
সমালিঙ্গিতেনৈব সা সাধুপলব্ধা । কথমপি
নায়াতি নিদ্রা । অতীতেষু ক্ষণেষু মন্ত্ৰেহস্মি
নিদ্রিতঃ । তদাপগৃহ্মিষাদবামলক্কাকাকপোলাং
শিরসি সমুপবিষ্টাং কামপি ঘোড়শীং রমণীং ।
বিস্ময়েন শরীরং কণ্টকিতমজায়ত । বজ্রমব-
দরমপ্রদয়েব তয়োক্তং—

মাতৈঃ । নাহং মাতৃষী, নেদং ভৌতিকং
পরীং পরম্প্রাচ্যিকং ।

পরিব্রাজকঃ—মাতঃ ! ক্রহি করুণয়া কাসি ।
কিমর্থং বা আগতসি ঘোরনিশীথ সময়ে ।

দেবী—নেত্রে উন্মীল্য বিলোকয়, স্রুহমস্মিতে
ইদ্যানবৃগোলাপকুম্বমাস্মিকা দেবী । হুঃখেন
ত হুঃখিতাগতাস্মি তে সন্নিধিম্ ।

পঃ—জড়ময়ী তু ভবতীতি মে মতিঃ, ন
মন্ত্ৰে ভবত্যাং চৈতন্ত্যক্লিরতীতি কদাপি ।

দেঃ—ইতঃ প্রভৃতি নিবোধ চৈতন্ত্যসম্পন্ন-
ত্বমিতি ।

পঃ—অপি জানাতি ভবতী যদতি মে হুঃখং ।

দেঃ—জানামি তাবৎ, তেনৈব আগতাস্মি ।
ঔষধমপি ব্রবীমি হুঃখবাবকং । উক্তমপি ময়া
প্রত্যহং, নোপলভ্যাতে স্বয়াজ্ঞানেন ।

পঃ—আঃ পুনর্জীবিতমাস্মানং মন্ত্ৰে । শাধি
মাং বিপন্নং ।

দেঃ—বিকশিতো ভব ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

দেঃ—বিকশিতো ভব ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

দেঃ—বিকশিতো ভব ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

নাতঃপরমপশ্যৎ কিমপি, অন্তর্হিতা তু সা
দেবী, হৃদি বর্ততে ঘোরমন্ধকারম্ । হা কিম-
পশ্যম্, কিমশংক্যম্, কোহং ব্যাপারঃ । বেত্তি
ভগবানস্বর্গামী প্রবক্তো বা নিদ্রিতো বাপ্যাহম্
নেত্রযুগলমনর্গলমশ্রবিসসর্জ । অকস্মাদবলোকিতা
আনন্দমূর্তিঃ সৌভদ্রপূর্ণা পীতবসনা । 'পি

বকছা। এষাপি বিবক্ষ্যমপি মাং নিবার্ণ্য-
বীং ।

দেবকথা—নোপলভসে ? মানবস্তাবদ্ বিখং
ডুময়ং বিভাব্যাত্মানং বহুমানঃ শ্লাঘতে,
বিজহাতি ন তু স্বকীয়াং জড়বুদ্ধিम् ।

পঃ—মা পুনর্বিভ্রম্যমাং, বদ তাবং কাসি
তঃ ।

দেঃ কঃ—ন জানাসি জড়মতি যদস্মিতে
দ্যানহ্রাস্মুকুলায়িকা দেবী ।

পঃ—মহাপ্রলয়স্তাবং কিমদ্য, যত্তু পশ্যামি
ডুময়ং বিখং চৈতন্ত্যেন পবিণতমিতি ।

দেঃ কঃ—শাস্তং মূৰ্খ ! তব রোদনেন ব্যথিত-
দয়া যা প্রাকপ্রাহৃত্তা গোলাপায়িকাদেবী,
য়া প্রেষিতাগতাহস্তব সন্নিধিम् ।

পঃ—বদ তাবদ্ যদস্মি বক্তব্যম্ ।

দেঃ কঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

দেঃ কঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

দেঃ কঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

নাতঃ পরমপশ্যতঃ কিমপি । অন্তর্হিতা তু সা
দেবকথা । গতৌহম্ পুনঃ পূৰ্বদশাম্ । অক-
স্মাদপশ্যতঃ চন্দ্রতারকাসন্নিতমাকাশম্ শিরো-
ভাগে নিপতিতম্ ।

পঃ—অদ্য হুনং মহাপ্রলয়ং ।

চন্দ্রঃ—মাতৈঃ ব্যথিতা রোদনেন তব সন্নি-
ধিমাগতা বয়ম্ । জহীহি জড়বুদ্ধি, শূণ্য তাবং
যচ্ছ্যতে ।

পঃ—অবহিতৌহস্মি ।

চঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম,
বিতরামৃতম্ ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

অকস্মাদন্তর্হিতং চন্দ্রতারকমাকাশং শিরস্তঃ ।

অতঃপরমশ্রয়তঃ কণ্ঠান্তিকে কোকিলস্ত
কুহরবঃ ।

পঃ—কোকিল ! হৃদিনে মম হ্রমপি কিমা-
গতোহসি বিড়ম্বিতুং মাং ।

কোকিলঃ—কুহ, কুহ, কুহ, কুহ ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

কোঃ—কুহ, কুহ, কুহ, কুহ ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

কোঃ—কুহ বিকশিতো ভব, কুহ ফলত্বেন
পরিণম, কুহ বিতরামৃতম্, কুহ কুহরবেনোন্মা-
দয় জগৎ ।

পঃ—কিং পুনঃ ।

অকস্মাদন্তর্হিতঃ কোকিলঃ । গতৌহম্ পুনঃ
পূৰ্বদশাম্ । অতঃপরমপশ্যতঃ সৌম্যমূর্তিগমিত
তেজসং শিরোভাগে স্থিতমেকং ব্রহ্মচাৰিণম্ ।
অহমপৃচ্ছং কো ভবানিতি । সোহব্রবীৎ সত্য-
কামজাবালোহম্ । বোদনেন ব্যথিতস্তব
সন্নিধিমাগতঃ । মথোক্তং সত্যকথনেন ভবান্
জগতঃ শীর্ষস্থানীয়ঃ, সত্যং বদতু কেন দে
হঃপমপনীতং সত্যং । সঃ দক্ষিণতোহঙ্গুলা
নির্দিদেশ ঋষভমেকম্ । ঋষভস্তবদং সত্যং
যচ্ছ্যতঃ গোলাপাদিভিঃ । সমুদাতো যদাহং পুনঃ
প্রপ্তুং সন্নির্দিদেশাঙ্গুলা দক্ষিণতঃ পাবকম্ ।
পাবকস্তাবচ্ছ্যতঃ সত্যং যচ্ছ্যতঃ ঋষভেন । সমু-
দাতো যদাহং পুনঃ প্রপ্তুং সন্নির্দিদেশ
দক্ষিণতো হংসমেকম্ । হংসস্তাবচ্ছ্যতঃ সত্যং
যচ্ছ্যতঃ পাবকেন । সমুদাতো যদাহং পুনঃ প্রপ্তুং
হংসং, সন্নির্দিদেশ দক্ষিণতো মদগুমেকম্ । মদগু-
স্তাবচ্ছ্যতঃ সত্যং যচ্ছ্যতঃ হংসেন । সমুদাতো
যদাহং পুনঃ প্রপ্তুং মদগুং, অন্তর্হিতাস্তাবং ব্রহ্ম-
চারিপ্রভৃত্যঃ । তদা প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্যহমুদভ
বং দেশাং দেশান্তরং । অসমর্থৌহং, বিপ

পাঠক! সমর্থশ্চেৎ, গোলাপকুসুমিব বিকাশয়
পকিস্তন্থিহিতাম্, অম্রমুকুলমিব ফলয়েন পরি-

ণম, চক্ৰইব বিতরামৃতম্, কোকিল ইব কুহ-
রবেনোন্মাদয় জগৎ জগতোহিতায়।
কশ্চিদিদপরিব্রাজকশ্চ।

স্বার্থেদ ।

৮ম অষ্টক ১০ম মণ্ডল, ৮১শ সূক্ত ।

বিশ্বকর্মাভোবনঃ অর্থাৎ ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা
ঋষি, বিশ্বকর্মা দেবতা ত্রিষ্টপ্।

য ইমা বিশ্বামুবনানি জুহুত্বা
হীতান্যসীদৎ পিতা নঃ । স আশিষা
দ্রবিশমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরা
প্রাবিবেশ ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। যঃ। ইমা। বিশ্বা। ভুবনানি।
জুহুত্বং। ঋষিঃ। হোতা। নি। অসীদৎ। পিতা।
নঃ। সঃ। আশিষা। দ্রবিশম্। ইচ্ছমানঃ। প্রথমঃ।
মিচ্ছৎ। অববাণ্। আ বিবেশ।

ব্যাখ্যা। বিশ্বকর্মা, পবমেশ্বর। ভুবনানি—
ভূতজাতানি, তাবৎ সৃষ্ট জগৎ। জুহুত্বং—প্রলয়-
কালে স্বান্নাত্মাহুতি প্রেক্ষপবৎ সংহরণ্। প্রলয়-
কালে স্বীয় আত্মাতে আহুতি প্রদান করিয়া-
ছিলেন অর্থাৎ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ঋষিঃ—
অতীক্ষিণ দ্রষ্টা, সর্গজ্ঞ, ঋষি জ্ঞানেন পশুতি
সংসার পাবৎ। হোতা—সংসার কপশ্চ হোমশ্চ
কর্তা, সংসারকপ হোমের কর্তা। নঃ—আমা-
দিগেব। পিতা—জনক। অসীদৎ—হিতবান্,
ছিলেন। অর্থাৎ প্রলয়কালে পবমেশ্বর সমুদায়
সংসার করিয়া পুনর্বার সৃষ্টির পূর্বে একই
পরমেশ্বর ছিলেন। আশিষা বা ইদমেক এবাণ্ড
আসীৎ। সঃ—পরমেশ্বর। আশিষা, আমি
বহু হইব এইরূপ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির ইচ্ছাদ্বারা।
দ্রবিশম্—ধন, ধন উপলক্ষণা, জগদ্বোগের
স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইচ্ছমানঃ ইচ্ছা করিয়া।

প্রথমং মূখ্যং পারমার্থিকং রূপমাব্রবন্, স্বীয়
পারমার্থিকরূপ অর্থাৎ স্বরূপ আবরণ করিয়া।
অবরান্—সৃষ্টপদার্থ সমূহ। আবিবেশ—প্রবেশ
করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। সর্গজ্ঞ পবমপিতা পরমেশ্বর হোতার
ভায় বিশ্বজগতকে স্বীয় আত্মায় আহুতি প্রদান-
পূর্বক প্রলয়কালে একাকীমাত্র ছিলেন, তৎ-
পরে তিনি বিশ্বভোগের বাসনাহেতু পুনঃ পুনঃ
সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া স্বরূপ আবৃত রাখিয়া সৃষ্ট-
পদার্থে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কিস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কত-
মত্ব স্মিত্ব কথাসীত্ব। যতো ভূমিং জন-
য়ন্ বিশ্বকর্মা বিদ্যামৌষ্মিষ্মদ্বিনা
বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। কিম্। স্মিত্ব। আসীৎ। অধিষ্ঠানম্।
আবস্তম্। কতমৎ। স্মিত্ব। কথা। আসীৎ।
যতঃ। ভূমিম্। জনয়ন্। বিশ্বকর্মা। বি। দ্যাম্।
ঔর্ণোৎ। মহিনা। বিশ্বচক্ষাঃ।

ব্যাখ্যা। স্মিত্ব—প্রশ্নে। কিং স্বিদাসীদধি-
ষ্ঠানং—সৃষ্টিকালে তিনি কোন্ স্থান আশ্রয়
করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্থাৎ কোন্ আশ্রয়
স্থান ছিল না। কতমৎস্মিত্ব আরম্ভণং—সৃষ্টির
উপাদান কারণ কি ছিল—অর্থাৎ কিছুই না।
কথাসীৎ—সৃষ্টি কিরূপে আরম্ভ হইয়াছিল।
যতঃ—যে অধিষ্ঠান ও আরম্ভণ হইতে। বিশ্ব-
চক্ষাঃ—সর্গদ্রষ্টা। ভূমি জনয়ন্—পৃথিবী নিৰ্মাণ-

রুক। দ্যাং—আকাশ। উর্গোং—বায়ুগোং
স্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন। মহিনা—স্বীয় মহিমা দ্বারা।

বঙ্গার্থ। কৃন্তকার যেকপ গৃহাদি আশ্রয়
রিয়া, মৃৎকপ উপাদান ও চক্রাদি উপ-
করণদ্বারা ঘট প্রস্তুত করিয়া থাকে, ঐকপ
রূপেই পরমেশ্বর কি আশ্রয় করিয়া, কি
পাদান এবং কি উপকরণদ্বারা এই পৃথিবী
সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর আকাশ বিস্তার
করিয়াছিলেন? তিনি ইহা স্বীয় মহিমা দ্বারা
করিয়াছিলেন, কুলালের ছায় উপাদানদির
প্রাথমিক হয় নাই।

विश्वतश्चतुर्विधं विश्वतो मुखी विश्वतो
बाहुभ्यो विश्वतस्यात् । सं बाहुभ्यां
धमति सं पततैर्या বাহুমী জনযন্দ্বে
একঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। বিশ্বতঃ। চত্বঃ। উত। বিশ্বতঃ।
মুখঃ। বিশ্বতঃ। বাহুঃ। উত। বিশ্বতঃ। পাং।
১ং। বাহুভ্যাম্। ধমতি। সং। পততৈঃ। দ্যা বা
ভূমী। জনয়ন্। দেবঃ। একঃ।

ব্যাখ্যা। বিশ্বতশ্চত্বঃ অনন্তচত্বঃ। বিশ্বতো-
মুখঃ—অনন্ত মুখ। বিশ্বতবাহুঃ—অনন্ত বাহু।
বিশ্বতম্পাং—অনন্তপাদ। উত-আরও। বাহুভ্যাং—
বাহুদ্বারা। পততৈঃ—গমনশীল পাদদ্বারা। দ্যা বা-
ভূমী—আকাশ ও ভূমি। সংধমতি—সম্যক্।
প্রেরয়তি—সম্যক্ প্রেরণ করেন। বাহুসঞ্চালন-
দ্বারা আকাশ সৃষ্টি ও পাদসঞ্চালন দ্বারা পৃথিবী
সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ আকাশ তাহার বাহুরূপ
ও পৃথিবী তাহার পাদরূপ। জনয়ন্—আকাশ
ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া। দেবঃ একঃ (বর্ত্ততে)—
নিজে দ্যোতমান স্বয়ং প্রকাশ ও অদ্বিতীয়স্বরূপ
আছেন।

বঙ্গার্থ। অনন্তচত্বঃ, অনন্তমুখ, অনন্তবাহু-

অনন্তপাদ পরমেশ্বর বাহু ও পাদসঞ্চালনপূর্বক
আকাশ ও ভূমি সৃষ্টি করিয়া নিজে স্বপ্রকাশ
ও অদ্বিতীয় অবস্থায় অবস্থিত আছেন।

किं सिद्धं क उ स पृथ्वी अम
यतो द्यावा पृथिवी निष्ठतत्तुः मनी-
षिणो मनसा पृच्छते द्रुतवदध्यतिष्ठद्भु-
नानि धारयन् ॥ ४ ॥

পদপাঠঃ। কিং। সিং। বনন্। কঃ। উ
সঃ। বৃক্ষঃ। আস। যতঃ। দ্যা বাপৃথিবী। নিঃ
তক্ষঃ। মনীষিণঃ। মনসা। পৃচ্ছত। ইং। উ
তং। যং। অধি। অতিষ্ঠং। ভুবনানি। ধারয়ন্।

ব্যাখ্যা। কিং সিং বনন্—সে কোন বন
ক উ সঃ বৃক্ষ আস—সে কোন বৃক্ষ। যতঃ দ্যা বা
পৃথিবী নিষ্ঠতক্ষঃ—যাহা হইতে তক্ষণ অর্থাৎ
ছুতারের কার্যের দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী
তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মনীষিণঃ—হে মনী-
ষিণ। মনসা পৃচ্ছত—স্বীয় স্বীয় মনে জিজ্ঞা-
স কর। যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্—বিশ্বভূব
ধারণে তিনি যাহা আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। গৃহাদিনিষ্কাশকালে মনুষ্যেরা যেক
কোন বন হইতে বৃক্ষাদি আনয়ন করিয়া তাহা
কাষ্ঠদ্বারা গৃহাদি প্রস্তুত করে, ঐরূপ পরমেশ্বর
কোন বন হইতে, কোন বৃক্ষদ্বারা এই দ্যা বা
পৃথিবীর সৃষ্টি কবিয়াছিলেন। হে মনীষিণ
তিনি কি আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বভূবন ধার
করেন, তোমরা স্বীয় স্বীয় মনে জিজ্ঞা-
স কর। অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মই এক উপকরণ
অন্ত উপকরণের সাহায্য আবশ্যক হয় না।

या ते धामानि परमाणि यावम
या मध्यमा विश्वकर्मानुतेमा । शिर
सखिभ्यो हविषि स्वधा वः स्वयं यजस्व
तत्त्वं त्रिधानः ॥ ५ ॥

পদপাঠঃ । যা । তে । ধামানি । পরমাণি । বা ।
অবমা । যা । মধ্যমা । বিশ্বকর্মন্ । উত । ইমা ।
শিক্ষা । সখিভ্যঃ । হবিষি । স্বধাবঃ । স্বয়ম্ ।
যজ্ঞস্ব । তদ্বম্ । বৃধানঃ ।

ব্যাখ্যা । হে বিশ্বকর্মন্—হে বিশ্বকর্মা ।
যা তে পবমানি ধামানি—তোমার যে পরম
ধাম, উত্তম শরীৰ, দেবাদি শরীৰ । অবমা-
ধামানি—কৃমিকীটাদি শরীৰ । মধ্যমধামানি—
মহুযাদি শরীৰ । সখিভ্যঃ—সখাদিগকে অর্থাৎ
আমাদিগকে । হবিষি—যজ্ঞে, যজ্ঞ সম্পাদনে
শিক্ষা-শিক্ষাদেও । হে স্বধাবঃ—স্বধা গ্রহণকারী ।
স্বয়ং তদ্বম্ বৃধানঃ—স্বীয় শরীৰ পুষ্টি করিয়া
অর্থাৎ দেব, মহুযা ও তির্গ্যাক শরীৰ আদি পুষ্টি
করিয়া । যজ্ঞস্ব—যজ্ঞ কর ।

বঙ্গার্থ । হে বিশ্বকর্মন্ ! তোমার সখা
অর্থাৎ উপাসকদিগকে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ, তোমার
উত্তম, মধ্যম ও অধম শরীৰ কি তাহা শিক্ষা
দেও । হে স্বধা গ্রহণকারী, তুমি স্বীয় শরীৰ বৃদ্ধি
করিয়া প্রায়ঃই যজ্ঞ অর্থাৎ সৃষ্টিযজ্ঞ সমাপন কর ।

**বিশ্বকর্মন্ হবিষা বহুধানঃ স্বয়ং
যজ্ঞস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্ । সুহৃদ্বন্যে
অভিতো জনাস ইহাস্মাকমথবা
সুরীরস্তু ॥ ৬ ॥**

পদপাঠঃ । বিশ্বকর্মন্ । হবিষা । বহুধানঃ ।
স্বয়ং । যজ্ঞস্ব । পৃথিবীং । উত । দ্যাম্ । সুহৃদ্ব ।
অথো । অভিতঃ । জনাসঃ । ইহ । অস্মাকম্ ।
অথবা । হবিঃ । অস্তু ।

ব্যাখ্যা । হে বিশ্বকর্মন্ ! হবিষা—অগ্নেয়,
অগ্নেয় দ্বারা । বহুধানঃ—বর্দ্ধিত হইয়া । স্বয়ং
পৃথিবীম্ উতদ্যাম্ যজ্ঞস্ব—স্বয়ং পৃথিবীক দিবক
যজ্ঞস্ব বায়ুহ সর্গব্যাপী হও । অভিতঃ—
অর্জিতঃ চতুর্দিকে । অথো বহুপাসনাপারায়ণাঃ—
যাহারা তোমার উপাসনা কবে না মজ্ঞ

মুখ্যতবস্ত—মোহ প্রাপ্ত হউক । সঃ—বিশ্বকর্মা ।
ইহ—আমাদিগের যজ্ঞে । অস্মাকম্—আমা
দিগের । মঘবান্ মঘম্—“মংহতি দানকর্মা”
ধনম্ । মঘবা—সর্গধনেশানঃ সকল ধনের কর্তা
ও স্রিঃ—সু প্রেরণে স্বর্গাদি ফলের প্রেরক ।
অস্তু—হউন ।

বঙ্গার্থ । হে বিশ্বকর্মন্ ! অগ্নের দ্বারা পরি-
বর্দ্ধিত হইয়া তুমি পৃথিবী ও স্বর্গ সকল স্থান-
কেই ব্যাপ্ত কর । যাহারা তোমার উপাসনা
না করে, তাহারা মোহপ্রাপ্ত হউক । আমা-
দিগের এই আরক যজ্ঞে তুমি আমাদের পক্ষে
ধন ও স্বর্গাদি ফলের প্রেরক হও ।

**বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমুতয়ে মনো-
জুবং বাজি অদ্যাহুবেম । স নী বিশ্বানি
হবনানি জৌষৎ বিশ্বশস্তু । অবসে ।
সাধুকর্মা ॥ ৩ ॥**

পদপাঠঃ । বাচস্পতিং । বিশ্বকর্মাণম্ । উতয়ে ।
মনোজুবম্ । বাজে । অদ্য । হুবেম । সঃ । নঃ ।
বিশ্বানি । হবনানি । জৌষৎ । বিশ্বশস্তু । অবসে ।
সাধুকর্মা ।

ব্যাখ্যা । বাচস্পতিং বাক্যের স্বামী বা বেদের
অধিপতিকে । বিশ্বকর্মাণম্ বিশ্বকর্মাণকে । মনো-
জুবং মনের আয় ক্রতগাম্যকে । বাজে যজ্ঞে ।
উতয়ে—রক্ষায় জন্ত । অদ্য হুবেম আহ্বান
করিতেছি । সঃ তিনি নো আমাদিগের বিশ্বানি
হবনানি তাবৎ হব্যবস্ত । জৌষৎ ভোগ করুন ।
অবসে রক্ষায় জন্ত । বিশ্বশস্তু তাবৎ মঙ্গলের
আকর । সাধুকর্মা বিচিত্রকর্মা ।

বাক্যের অধিপতি, মনসদৃশ বেগবান বিশ্ব-
কর্মাণকে আহ্বান করিতেছি । সেই বিশ্বমঙ্গলের
আকর, বিচিত্রকর্মা আমাদের প্রদত্ত তাবৎ
হব্যবস্ত আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত গ্রহণ
করেন । সমাপ্ত ।

অথর্ববেদ।

(১) স্কন্ডশ্লোক।

দশম অধ্যায়।

কক্ষিচক্রে তপো অস্বাধিতিষ্ঠতি
কক্ষিচক্রে স্কৃতমস্বাধ্যাহিতম্। ক ব্রতং
ক অহাষ্য তিষ্ঠতি কক্ষিচক্রে সত্যমস্ব
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। কক্ষি। অক্ষে। তপঃ। অশ্রু।
অধিতিষ্ঠতি। কক্ষি। অক্ষে। সত্যম্। অশ্রু।
অধ্যাহিতম্। ক। ব্রতং। ক। শ্রদ্ধা। অশ্রু।
তিষ্ঠতি। কক্ষি। অক্ষে। সত্যম্। অশ্রু। প্রতি-
ষ্ঠিতম্।

বঙ্গার্থ। তাঁহার কোন্ অক্ষে তপ অধিষ্ঠান
করিতেছে, তাঁহার কোন্ অক্ষে যজ্ঞ অধিষ্ঠান
করিতেছে। তাঁহার কোন্ অক্ষে ব্রত ও শ্রদ্ধা
এবং কোন্ অক্ষে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

কক্ষাদ্ভ্রাহ্মণ্যতঃ অগ্নিরস্ব কক্ষা-
দ্ভ্রাহ্মণ্যতঃ পবতে মাতরিখ্যা। কক্ষাদ্ভ্রা-
হ্মণ্যতঃ বিমিমীতেঃ অধিচন্দ্রমা। মহস্কন্ড-
মিমানো অঙ্গম্ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। কক্ষাৎ। অঙ্গাৎ। দীপ্যতে।
অগ্নিঃ। অশ্রু। কক্ষাৎ। অঙ্গাৎ। পবতে। মাত-
রিখ্যা। কক্ষাৎ। অঙ্গাৎ। বিমিমীতেঃ। অধি।
চন্দ্রমা। মহস্কন্ড। মিমানঃ। অঙ্গম্।

বঙ্গার্থ। তাঁহার কোন্ অঙ্গ হইতে অগ্নি
প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, কোন্ অঙ্গ হইতে মাতরিখ্যা
অর্থাৎ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোন্ অঙ্গ
হইতে চন্দ্রমা মহান্ স্কন্ডের অঙ্গ পরিমাণ
করিয়া স্বীয় পথে গমন করিতেছে।

(১) শুভ ও দুষ্ট একই কথা। পরমাঙ্গা বিশেষ
শুভ বা দুষ্টবস্তু। তিনি বিশ্বজনকে ধারণ করিয়া
আছেন, এইজন্য তাঁহার নাম শুভ।

কক্ষিচক্রে তিষ্ঠতি ভূমিরস্ব কক্ষি-
চক্রে তিষ্ঠত্যন্তরিচম্। কক্ষিচক্রে
তিষ্ঠত্বাহিতাঘীঃ কক্ষিচক্রে তিষ্ঠত্যুত্তর-
দিবঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। কক্ষি। অক্ষে। তিষ্ঠতি। ভূমি।
অশ্রু। কক্ষি। অক্ষে। তিষ্ঠতি। অন্তরিচঃ।
কক্ষি। অক্ষে। তিষ্ঠতি। আহিতা। দোঃ।
কক্ষি। অক্ষে। তিষ্ঠতি। উত্তরঃ। দিবঃ।

বঙ্গার্থ। তাহার কোন্ অক্ষে ভূমি কোন্
অঙ্গে অস্তরীক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্ অঙ্গে
আকাশ স্থাপিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্
অঙ্গে আকাশের উর্দ্ধতর (উৎ-তন-উত্তর) প্রদেশ
প্রতিষ্ঠিত আছে।

ক প্রেপস্বদীপ্যত উর্ধ্বা অগ্নিঃ ক-
প্রেপস্ব পবতে মাতরিখ্যা। যত্র প্রে-
পস্বীভিয়ন্ত্যাহতস্কন্ডং তং বৃহি কতম-
স্বিদেব সঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। ক। প্রেপস্ব। দীপ্যতে। উর্ধ্বা।
অগ্নিঃ। ক। প্রেপস্ব। পবতে। মাতরিখ্যা। য-
ত্র। প্রেপস্বীভিঃ। অভিযন্তি। আহতঃ। স্কন্ডং। ত-
ক্রহি। কতমঃ। সঃ। এব। সঃ।

বঙ্গার্থ। কাহাকে পাইবান ইচ্ছা করি
উর্দ্ধমুখ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, কাহাকে পাইব
ইচ্ছা করিয়া মাতরিখ্যা প্রবাহিত হয়, কবে
গতি সকল যে স্কন্ডকে পাইতে ইচ্ছা করে এ
বাহাতে গমন করে, সেই স্কন্ড কে তা
আমাকে বল। (স্বিং প্রশ্নে)

কার্জমােসাঃ ক যন্নি মােসাঃ সংবৎ

সরেণ সহ সংবিদানাঃ। যত যন্ত্যুগৌ
যত্রাতর্বা স্তম্ভং তং ব্রুহি কতমঃ
স্বিদেব সঃ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। ক। অর্দ্ধমায়াঃ। ক। যন্তি।
মানাঃ সংবৎসরেণ সহ। সংবিদানাঃ। যত।
যন্তি। ঋতবঃ। যত। আর্ভবাঃ। পূর্ববৎ।

বঙ্গার্থ। অর্দ্ধমান অর্থাৎ পক্ষ এবং মাস
বৎসরেণ সহিত মিত্রতা করিয়া কোথায় গমন
কবে, যে দ্বন্ডে ঋতু সকল এবং ঋতুসম্বন্ধীয়
অশ্রাও কালবিভাগ গমন কবে, সেই দ্বন্ড কে
তাঁহা আশাকে বল।

ক প্রেসন্তী যুবতীবিরূপে অহোরাত্রি
দ্রবতঃ সংবিদানি। যত প্রেসন্তীরমি-
যন্ত্যাপস্কম্ভং তং ব্রুহি কতমঃ
স্বিদেব সঃ ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। ক। প্রেসন্তী। যুবতী। বিরূপে।
অহোবাত্রি। দ্রবতঃ। সংবিদানে। যত। প্রেস-
ন্তী। অভিযন্তি। আপঃ। পূর্ববৎ।

বঙ্গার্থ। বিভিন্নরূপা যুবতীদ্বয় দিবা ও রাত্রি
কাহাকে পাইবাব ইচ্ছায় মিত্রভাবে গমন কবি-
তেছে। যে দ্বন্ডকে পাইবাব ইচ্ছা করিয়া জল-
সমূহ গমন করিতেছে, তিনি কে তাঁহা আশাকে
বল।

যস্মিন্ স্তম্ভপ্রজাপতির্লোকান্ সর্ষা-
নধরায়ত্। স্তম্ভং তং ব্রুহি কতমঃ
স্বিদেব সঃ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। যস্মিন্। স্তম্ভা। প্রজাপতিঃ।
লোকান্। সর্ষান্। অধারয়ৎ। পূর্ববৎ।

বঙ্গার্থ। দ্বন্ডকে আশ্রয় করিয়া প্রজাপতি
পৃথিবীাদি সমুদায় লোক ধারণ করিয়াছেন,
তিনি কে তাঁহা আশাকে বল।

যত্ পরমবমং যন্ত মধ্যমং প্রজাপতি
সমৃজি বিশ্বরূপম্। ক্রিয়তা স্তম্ভঃ
প্রবিশে তত যন্ত প্রাবিশত্ ক্রিয়ন্ত-
ভূষ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। যত্। পরমং। অবমং। যৎ। চ।
মধ্যমং। প্রজাপতি। সমৃজে। বিশ্বরূপম্। ক্রিয়তা।
দ্বন্ডঃ। প্রবিশে। তত্। যৎ। ন। প্রাবিশৎ।
ক্রিয়ৎ। তৎ। বভূব।

বঙ্গার্থ। প্রজাপতি যে উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যম
অর্থাৎ দেব, তির্গাক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন, দ্বন্ড তাহাব কতদূর প্রবেশ করিয়া-
ছিলেন এবং কতদূর প্রবেশ করেন নাই?
অর্থাৎ সৃষ্টবস্ত সমুদায়েতেই চৈতন্যশক্তি আছে
কি কোন অংশে নাই?

বিস্মৃ-ভক্ত কাশাকে বলা যায়?

সকলমিদমহং বাসুদেবঃ

পবনপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।

ইতি মন্তিরচলা ভবত্যানন্তে

জদয়গতে ব্রজতান্ বিহার্য দূরাৎ ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ জদয়স্থ হইলে, আমি এতৎ বিশ্বস্থ
সকলই এক অদ্বিতীয় পবনপুরুষ পরমেশ্বর
বাসুদেব, এইরূপ মতি অচলা হইয়া থাকে।

হে বীর! তুমি পূর্বোক্ত পুরুষ পশুদিগকে
দূবে পরিভাগ করিয়া ধর্মজীবনে অগ্রসর
হও ॥ ১৩ ॥

কমল-নয়ন! বাসুদেব! বিষ্ণো!

ধরণীধরাত্ম্যত! শঙ্খ-চক্র পাণে!

ভবশরণমিতীরযন্তি যে বৈ

ব্রজ ভট্ট! দূরতরেণ তানপাপান ॥ ১৪ ॥

হে কমল-নয়ন ! হে বাসুদেব ! হে বিষ্ণু ! হে
রবিধর ! হে অচ্যুত ! হে শম্ভুচক্রপাণি ! তুমি
মামার আশ্রয় হও সদাসর্বদা যাহাদের মুখে
ইরূপ বাণী, হে ধর্মবীর ! তুমি সেই উচ্চা-
র্শ্বরূপ পুণ্যাদিগের আশ্রয় গ্রহণ
কর ॥ ১৪ ॥

বসতি মনসি যস্য সৌহব্যায়া
পুরুষবরস্ত ন তস্ত দৃষ্টিপাতে ।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহত বীৰ্য্যবলস্ত সৌহৃদ্যলোক্যঃ ॥ ১৫ ॥

টীকা। দৃষ্টিপাতে—দৃষ্টিপাতমনাদৃত্য ইত্যর্থঃ।
অনাদরে সপ্তমী ।

ভগবান, বৈকুণ্ঠলোকে অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপে
অবস্থিত আছেন, তিনি সাধারণ মনুষ্যদিগের
অপ্রাপ্য। এইহেতু সেই ভগবান যে মহাত্ম্যাব
অন্তঃকরণে বাস করিতেছেন, তাঁহার রূপাকটাক
ভিন্ন ভগবানের মায়া-চক্রদ্বারা প্রতিহত বল-
বীৰ্য্য তোমার ও আমার অস্ত গতি নাই। অর্থাৎ
সাধারণ লোকের পক্ষে সাধুসেবাই শ্রেয়ঃ, তাঁহা-
দের করুণা ভিন্ন ভগবানকে পাওয়া যায় না ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য-কৃত বিষ্ণুস্তোত্র !

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো ! দময় মনঃ শময়
বিষয়-মুগ্ধত্বান্ । ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয়
সংসার-সাগরতঃ ॥ ১ ॥

দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমল-পরিভোগ সচ্চিদা-
নন্দে । শ্রীপতি-পদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে
বন্দে ॥ ২ ॥

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ ! তবাহং ন মাম-
কীনদ্বম্ । সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচনসমুদ্রো
ন তারঙ্গঃ ॥ ৩ ॥

উক্তনগনগভিদল্লজ ! দল্লজকূলমিত্র !
মিত্রশশিদৃষ্টে । দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি
কিং ভব তিরস্করঃ ॥ ৪ ॥

মৎস্তাদিভিরবতারৈরবতারবতাহবত । সদা
বস্তুধাম্ । পরমেশ্বর ! পরিপালো ভবতা ভবতাপ-
ভীতোহমম্ ॥ ৫ ॥

দামোদরগুণমন্দিরসুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ ।
ভবজলধিমথনমন্দরপরমং দরমপনয়ন্তং মে ॥ ৬ ॥

নারায়ণ ! করুণাময় ! শরণং করবাণি
তাবকোচরণে । ইতি ঘটপদী মদীয়ে বদন-
সরোজে সদাবসজু ॥ ৭ ॥

হে বিষ্ণো ! (আমার) অবিনয় অপনয়ন
কর, মনকে দমন কর, বিষয়-মুগ্ধত্বা উপশমিত
কর, সকল জীবের প্রতি দয়ারূপিত বিস্তার
করিয়া দাও, সংসার-সমুদ্র হইতে (আমাকে)
ত্যাগ কর ॥ ১ ॥

আমি পুনঃ পুনঃ জন্মমবণের ক্লেশবিমোচনের
জন্ত, মন্দাকিনী যাহার মকরন্দ, (অর্থাৎ যে
পাদপদ্মযুগল হইতে গঙ্গা প্রাচুর্ভূতা হইয়াছেন)
সচ্চিদানন্দস্বরূপই যাহার পূর্ণসৌরভ, (যে
পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সচ্চিদানন্দ-
স্বরূপতা অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়) লক্ষ্মীকান্তের
সেই পাদপদ্মযুগলের বন্দনা করি ॥ ২ ॥

হে প্রভো ! বিশ্বরূপ তুমি, অতএব যদিও
তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই
তথাপি আমি তোমার, তুমি আমার নহ।
যদিও সমুদ্র 'ও' তরঙ্গ একই পদার্থ তথাপি
তরঙ্গ সমুদ্রের, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের
নহে ॥ ৩ ॥

হে গোবর্দ্ধনধারি ! দানবকুলনিহ্বদন চক্র-
হৃদ্যস্বরূপনেত্র উপেন্দ্র, সর্বোপরি প্রভুত্বসম্পন্ন

তুমি দৃষ্টিগোচর হইলে ভববন্ধনমোচনের আর
কি বাকি থাকে ॥ ৪ ॥

হে পরমেশ্বর ! তুমি মন্ত্ৰ-কুশ্মাদিরূপে অব-
তীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে সর্বদা রক্ষা করিতেছ ;
আমি জন্মমরণাদি ক্লেশে ভীত হইয়াছি,
আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

হে গুণাধার দামোদর ! হে সুন্দর বদনার-
বিন্দু গোবিন্দ ! হে সংসার-সমুদ্রমহনের মন্দরা-
চল ! (অর্থাৎ এসংসারে যে কিছু সাররত্ন তাহা

তোমারই প্রসাদ লভ্য) তুমি আমার প্রবল-
ভবভয় দূরীভূত কর ॥ ৬ ॥

হে করুণাময় নারায়ণ ! আমি তোমার চরণ-
যুগলের আশ্রয়গ্রহণ করিতেছি । ভ্রমর যেমন
পদ্মে লীন থাকে এই ষট্পদবিশিষ্ট শ্লোকার্দ্ধ
(নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ-
চরণৌ) নিরন্তর আমার মুখে বিরাজমান
থাকুক ॥ ৭ ॥

শ্রীমৎপবনহংসপরিভ্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-
বিরচিতং ষট্পদীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

শঙ্করকৃত চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র ।

দিনমপি রজনী সায়ে প্রাতঃ শিশিরবসন্তো
পুনরায়াতঃ । কালক্ৰীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন
মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ১ ॥

ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং
মুচ্যমতে । প্রাতে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি
নহি রক্ষতি ভূকৃষ্ণকরণে । ধ্রুবপদম্ । অগ্রে বহ্নিঃ
পৃষ্ঠে ভানুবাঐ চুবুকসমর্পিত জাহ্নুঃ । করতল-
ভিক্ষা তরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ ।
ভজগোবিন্দং ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যাবদ্ বিতোপার্জনসকুস্তাবম্নিজপবিবারো
রক্তঃ । পশ্চাদ্ ধাবতি জর্জবদেহে বান্ধাৎ
পৃচ্ছতি কোহপি ন গেহে । ভজ—৩ ॥

জটিলী মুণ্ডী লুক্কিতকেশঃ কাষায়াস্বরবহকৃত-
বেশঃ । পশুন্নপি চ ন পশুতি মৃচ্ উদরনিমিত্তং
বহকৃতবেশঃ । ভজ—৪ ॥

ভগবদীতা কিঞ্চিদদীতা গঞ্জাললবকণিকা
পীতা । সৰুদপি যন্ত মুরারিসমর্চ্চা তন্ত যমঃ
কিং কুরুতে চৰ্চ্চা । ভজ—৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডঃ দশনবিহীনং
জাতং তুণ্ডম্ । বৃদ্ধো যাতি গহীয়া দণ্ডং তদপি
ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম্ । ভজ—৬ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তং স্তরুণস্তাবৎ তরুণী-
রক্তঃ । বৃদ্ধস্তাবচ্চিত্তামগ্নঃ পরে ব্রহ্মণি কোহপি
ন লগ্নঃ । ভজ—৭ ॥

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী
জঠরে শয়নম্ । ইহসংসারে খলু হস্তান্তরে রূপয়া-
পারে পাহি মুরারে । ভজ—৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ
পুনরপি মাসঃ । পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্ । ভজ—৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুক্রে নীরে
কঃ কাসারঃ । নঠে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে
তদ্বৈ কঃ সংসারঃ । ভজ—১০ ॥

নারীস্তনভরনাভিনিবেশং মিথ্যামার্য্যামোহ-
বেশম্ । এতন্মাসংসাদিবিকারং মনসি বিচারয়
বারংবারম্ । ভজ—১১ ॥

কন্তুঃ কোহং কৃত আয়াতঃ কামে জননী
কো মে ভাতঃ । ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং
বিষং ত্যক্তা স্বপ্নবিচারম্ । ভজ—১২ ॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং ধ্যেয়ং ত্রীপতিরূপ-
মজস্রম্ । নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীন-
জনায় চ বিত্তম্ । ভজ—১৩ ॥

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ
পৃচ্ছতি গেহে। গতবতি বায়ো দেহাপায়ে
ভার্যা বিভ্র্যতি তস্মিন্ কায়ে। ভজ—॥ ১৪ ॥

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ভ্রমশরীরে
রোগঃ। যদ্যপি লোকে মরণং শরণং তদপি
ন মুক্ততি পাপাচরণম্। ভজ—॥ ১৫ ॥

রথ্যাচর্পটবিরচিতকঙ্কঃ পুণ্যাপুণ্যবিক্রিত
পঙ্কঃ। নাহং নহং নায়েং লোকসুতদপি কিমর্থং
ক্রিয়তে শোকঃ। ভজ—॥ ১৬ ॥

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা
দানম্। জ্ঞানবিহীনে সর্বমনেন মুক্তিন্ ভবতি
জন্মশতেন। ভজ—॥ ১৭ ॥

দিন যায়, রাত্রি যায়, সায়াং, প্রাতঃ, শিশির,
বসন্ত এ সমস্তই চলিয়া যায়, আবার ফিবিয়া
আসে; কাল এইরূপে যেন খেলা করিতেছে কিন্তু
নাহুয়ের আয়ু এই সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে সে আব
ফিবিয়া আসিবে না। মানুষ আজবদে কাল
মরিয়া যাইবে তথাপি আশার কুহক এড়াইতে
পারে না। হে মূঢ়মতি মানব! সময় থাকিতে
গোবিন্দকে ভজনা কর, মৃত্যু নিকটেই রহিয়াছে
যখন সে আক্রমণ করিবে, তখন কোন পাণ্ডি-
তাই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১ ॥

শীত নিবারণের বস্ত্রটুকু পর্য্যন্ত যে তাগ
করিয়াছে, ভিক্ষাব পাত্রটা পর্য্যন্ত যে রাখে
নাট, বৃক্ষের তলায় যে বাস কবে একপ সর্প-
তাগো সন্ন্যাসীও আশাব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ
করিতে পারে না। অতএব হে মূঢ়মতি
মানব!—পারিবে না ॥ ২ ॥

মানুষ যতদিন অর্থোপার্জন করিতে সমর্থ
হয় ততদিন পবিবারবর্গের মধ্যে সকলেই তাহার
প্রতি বিশেষ অল্পরাগ দেখায়। পরে দেহ জরা
জীর্ণ হইলে আর কেহই তাহাকে ডাকিয়াও
জিজ্ঞাসা করে না। হে মূঢ়মতি মানব!—
পারিবে না ॥ ৩ ॥

লোকে উদরারের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া
ধর্মের নানাপ্রকার কৃত্রিম পরিচ্ছদ ধারণ করে;
কেহ জটাধারী, কেহ মুণ্ডিত মস্তক, কেহ বা
রক্তবস্ত্র পরিধান করে। ইহারা ধর্মপথে উঠিতে
গিয়াও আসক্তির হাত এড়াতেই পারে না।
হে মূঢ়মতি মানব!—পারিবে না ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি ভগবদ্গীতা কিছু পাঠ করিয়াছে,
গঙ্গাজলেব কণিকামাত্র পান করিয়াছে এবং
একটীবারমাত্র হরি কথার আলোচনা করিয়াছে।
তাহার আর শমনের ভয় থাকে না। হে মূঢ়-
মতি!—পারিবে না ॥ ৫ ॥

শরীরের চর্ম ও মাংস শিথিল, কেশ পক ও
দন্তগুলি স্থলিত হইয়াছে, যষ্টি ভর কবিয়া
যাহাকে চলিতে হয়, এমন যে বৃদ্ধ সেও প্রবল
আশা ছাড়িতে পারে না। হে মূঢ়-
পারিবে না ॥ ৬ ॥

বাল্যকালে খেলাতে, যৌবনে-ভোগবিলাসে
বার্হক্যে নানাপ্রকার চিন্তায় মানুষ ভ্রুবিব
থাকে, পবমেশবের চিন্তা কেহই কবে না
হে মূঢ়!—পারিবে না ॥ ৭ ॥

এই জন্মে মনিলেই দুর্ভাগ্যই না, আবার
জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার জননীও জঠবে বা
করিতে হইবে। এ সংসার হইতে মুক্তিলাভ
বড়ই কঠিন, হে যুবাবি! কৃপা কবিয়া জীবনে
ত্যাগ কব। হে মূঢ়!—পারিবে না ॥ ৮ ॥

রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসব কা
চলিয়া গেল আবার কত নূতন আসিল, কাল
কত পবিবর্তন ঘটিল তথাপি মানুষ তাহাব সোঁ
ছাথেব নিদান আশাকে ছাড়িতে পারিল না
হে মূঢ়!—পারিবে না ॥ ৯ ॥

যৌবন গেলে যেমন কামধিকার থাকে না
পূর্ণবীর জল শুকাইয়া গেলে তাহার যেমন আ
পূর্ণবীজ থাকে না, ধনশালী ব্যক্তি দরি
হইয়া পড়িলে তাহার যেমন আব পূর্ণবর্ম

মুচর থাকে না সেইরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে মায়ায় সংসার উঠিয়া যায়, সংসারের মণ্যাজ্ঞান আর থাকে না। হে মুঢ়!—পারিবে না ॥ ১০ ॥

মানুষ মিথ্যা মায়া ও মোহেব আবেশে রক্ত-
ংস ও বসাপ্রভৃতির বিকারমাত্র রমণীর দেহকে
বলাসেব সামগ্রী মনে করিয়া কি বীভৎস-
পাপেই লিপ্ত থাকে, বাৎসর্য এই বিষয়টার
চিন্তা কর দেখি। হে মুঢ়!—পারিবে না ॥ ১১ ॥

তুমি কে আমিই বা কে, কোথা হইতে
মাসিগাছি, কেই বা আমার মাতা, কেই বা
মামাব পিতা; স্বপ্নেব মত আমার এই সংসারকে
পাড়াইয়া ভাল করিয়া এই বিষয়টা ভাবিয়া দেখ
দখি। হে মুঢ়!—পারিবে না ॥ ১২ ॥

গীতার নাম সহস্র গান কবিবে, ভগবানের
পে নিরন্তর ধ্যান কবিবে, সাধুসঙ্গে বাস করিবে,
রিদ্রকে ধনদান করিবে, ইহাই মনুষ্যের
ধর্মব্য। হে মুঢ়!—পারিবে না ॥ ১৩ ॥

যতক্ষণ দেহে জীবাত্মা বাস করে, ততক্ষণ
পাপান্ত নোকে তাহার তত্ত্বাবধান লয়। প্রাণ
চ্যব হইয়া গেলে শবীঘটা এমন বীভৎস ও
হৃদয় আকার ধারণ করে যে, প্রাণোপেক্ষা
প্রদত্তনা যে পত্নী সেও তাহা দেখিয়া ভয় পায়।

এ শরীরের এইরূপই ছঃখজনক পরিণাম। হে
মুঢ়!—পারিবে না ॥ ১৪ ॥

হায়! হায়! মানুষ আপাততঃ সুখের জ্ঞান
জীসন্তোষণ করিয়া পরিশেষে ক্লম হইয়া কত ক্লেশ
সহ করে। চিরদিন কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না,
মৃত্যুই এ জীবনের পরিণাম, তথাপি মানুষ
পাপাচরণ পরিত্যাগ করে না। হে মুঢ়!—
পারিবে না ॥ ১৫ ॥

পথে প্রাপ্ত তৃণপত্রাদির চিতকহুদ্বারা শ্রীত-
নিবারণ কর, পাপ ও পুণ্যের অতীত মুক্তির
পথে অগ্রসর হও। আমি, তুমি এবং অপর যাহা
কিছু দেখিতে পাও, এ সমস্তই অনিত্য তবে
আর কিসেব জ্ঞান শোক করিবে? হে মুঢ়!—
পারিবে না ॥ ১৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। বিষয়া-
সক্ত অজ্ঞান ব্যক্তি গঙ্গাসাগরে গমন করুক আর
নানাপ্রকার ব্রতনিয়ম পালন করুক, দীনদুঃখী-
দিগকে প্রচুর ধনদান করুক, এইরূপে শতজন্ম
কাটিয়া যাইবে, তবুও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে
না। হে মুঢ়মতি মানব!—পারিবে না ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যাবিরচিতং চর্পটপঞ্জরিকা-
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শঙ্কর-কৃত দ্বাদশপঞ্জরিকা স্তোত্র ।

মুঢ়! জহীহি ধনগমচক্ষুঃ কুক সদবুদ্ধিঃ
নসি বিতৃষ্ণাম্। যত্নভসে নিজকর্মোপাত্তং
ভুংক্তে ন বিনোদয় চিন্তম্ ॥ ১ ॥

অর্থগননর্থং ভাবয় নিত্যং নাতি ততঃ সুখ-
শমঃ সত্যম্। পুত্রাদপি ধনভাজাঃ ভীতিঃ
ক্টেদ্রবা বিহিতা নীতিঃ ॥ ২ ॥

কী তে কাস্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোহয়মজীব
বিচিত্রঃ। কস্ত স্বঃ বা কূত আয়াতন্তস্তং চিন্তয়
তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৩ ॥

মা-কুরু ধনজন্যৌষোন গর্জঃহরতি নিমেঘাৎ
কালঃ সর্কম্। মায়াশ্রমমিদমখিলং হিঙ্গা ব্রহ্ম-
পদং স্বঃ প্রবিশ বিদিত্বা ॥ ৪ ॥

কামঃ ক্রোধঃ মোহঃ লোভঃ ত্যক্ত্বান্নানং
ভাবয় কোহহম্ । আত্মজ্ঞানবিহীনো মুঢ়ান্তে
পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥ ৫ ॥

স্বরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনঃ
বাসঃ । সর্কপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্ত স্মৃৎ ন
করোতি বিরাগঃ ॥ ৬ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নঃ বিগ্রহ-
সকৌ । ভব সমচিত্তঃ সর্কত্র ত্বং বাহুশ্চিরাদ্
যদি বিষ্ণুত্মম্ ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি ময়ি চাত্তত্রৈকো বিষ্ণুর্যর্থঃ কুপ্যসি
সর্কসহিষ্ণুঃ । সর্কশ্মিরপি পশ্চাত্ত্বানং সর্কত্রোৎ-
স্বজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্যবিবেক
বিচারম্ । আপ্যসমেতসমাধিবিধানং কুর্কবধানং
মহদবধানম্ ॥ ৯ ॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং তদজ্জীবিত-
মতিশয়চপলম্ । বিক্টিব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং
শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥ ১০ ॥

কাতেহষ্টাদশদেশে চিন্তা বাতুল তব কিং
নাস্তি নিয়ন্তা । যত্নং হন্তে স্মৃঢ়ং নিবন্ধং
বোধয়তি প্রভবাদি বিরুদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

গুরুচরণাশ্রুজনির্ভরভক্তঃ সংসারাদচিরাদ্
ভবযুক্তঃ । সেক্সিয়মানসনিয়মাদেব দ্রক্ষ্যসি
নিজ হৃদয়স্থং দেবম্ ॥ ১২ ॥

ছাদশপঞ্জরিকাময় এব শিষ্যাণাং কথিতোহু-
পদেশঃ । যেষাং চিন্তে নৈব বিবেকন্তে পচ্যন্তে
নরকমনেকম্ ॥ ১৩ ॥

হে মোহান্ধ জীব ! অর্থোপার্জনের বাসনা
পরিত্যাগ কর, বুদ্ধিকে সংপথে প্রবর্তিত কর,
মনে নিম্প্রহভাব অবলম্বন কর । নিজের যথা-
বিহিত কর্মদ্বারা যে কিছু ধনলাভ কর,
তাহাতেই মনকে সন্তুষ্ট রাখি ॥ ১ ॥

অর্থকে সর্কদা, প্রনতের মূল বলিয়া চিন্তা
কর । বাস্তবিক অর্থ হইতে স্মৃথের কণিকা-

মাত্রও লাভ হয় না । অনেক স্থলে দেখা যায়
পুত্রেরাও লোভী হইয়া ধনশালী পিতার বিরুদ্ধে
ষড়্ যন্ত্র করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

এ সংসারের বিষয় চিন্তা করিলে আশ্চর্য
হইতে হয় । কে তুমি, কার তুমি, কোথা
হইতে আসিয়াছ, কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার
পুত্র এ সকল বিষয় নিবিষ্টমনে একটু চিন্তা
কর দেখি ॥ ৩ ॥

ধন, জন ও যৌবন লইয়া গর্ক করিও না,
এ সকল এই আছে, এই নাই । এ সংসার মায়া-
ময়, ইহাতে লিপ্ত না হইয়া ব্রহ্মের ধ্যানে নিবৃত্ত
হও ॥ ৪ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এ গুলিকে পরি-
ত্যাগ কর । আত্মা বিশুদ্ধ পদার্থ, এই সর্ক
প্রবৃত্তি গুলিতেই ইহার বিকার ঘটায় । এই
সকল প্রবৃত্তি হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া
দেখিলেই ইহার প্রকৃতস্বরূপ বুদ্ধিতে পাবিবে,
আত্মার বিষয় যাহারা জানে না, তাহাবাই
নরকভোগ করে ॥ ৫ ॥

সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কে স্মৃ
না হয় । আমরা স্মৃথের উপকরণ সংগ্রহে বৃত্ত
কত ক্রেশই না সহ করি । বিষয়বিরাগী ব্যক্তি
ষড়্ছাপ্রাপ্ত দেবালয় বা বৃক্ষতলই বাসস্থান
মুক্তিকাই শয্যা, অজিন বকুল প্রভৃতিই পরি-
ধেয়, উপভোগের বস্ত্র সমস্তই পরিত্যাগ
ইহাতে নিত্য শান্তি, হৃৎথের লেশমাত্র
নাই ॥ ৬ ॥

অচিরেই যদি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর
তবে শত্রু, মিত্র, পুত্র প্রভৃতি কোন দিকেই
রাখিও না । সকল জীবের প্রতি সমদর্শী হও ॥ ৭ ॥

সর্ক জীবে এক স্মৃথের বর্তমান রহিয়াছেন
কেন তুমি অপরের প্রতি ক্রোধ করিবে? স্মৃ
জীবে আত্মাকে দর্শন কর, ভেদজ্ঞান পরি-
ত্যাগ কর ॥ ৮ ॥

প্রাণায়াম কর, ইজ্রিসংঘম কর, নিত্য-
স্বব প্রতি আস্থা, অনিত্যব প্রতি উপেক্ষা
হর। পবনেশ্বরের নাম জপ, তাঁহার ধ্যান ও
মাধিতে রত হও ॥ ৯ ॥

পদ্মপত্রের জল যেরূপ অস্থির টলমল করিতে
ঠাকে, আমাদের জীবনটীও ঠিক সেইরূপ, এই
যাচ্ছে, এই নাই। জগতের সমস্ত লোকগুলিই
থা অভিমানরূপ রোগে আক্রান্ত, তাই নিরন্তর
থাকে ও হুঃখে জর্জরিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

হে বাতুল! কেন তুমি নানাচিত্তায় ব্যাকুল
হইতেছ, তোমার উপরে সুরবিবেচক পরিচালক
ত তোমার কেহ নাই? তুমি নিত্য, তোমার
অমৃত্য নাই তথাপি যাহার ইচ্ছা ব্যতীত

তোমার নড়িবারও শক্তি নাই, সেই পরমেশ্বরের
উপর নির্ভর কর ॥ ১১ ॥

গুরু পাদপদ্মে ভক্তি কর, তাঁহারই প্রসাদে
সংসার হইতে অচিরে মুক্তিলাভ করিবে।
মন এবং অজ্ঞান ইজ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া
একাগ্রতার সহিত ধ্যান কর, নিজের হৃদয়স্থিত
পরমদেবকে দেখিতে পাইবে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশটী শ্লোকে সম্পূর্ণ এই উপদেশ বাক্য-
গুলি শিষ্যদিগের নিকটে কথিত হইয়াছে,
ইহাতে যাহাদের বৈরাগ্য না জন্মে তাহারা
বারংবার নরকযন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দ্বাদশ-
পঞ্জরিকান্তোক্তং সম্পূর্ণম্।

সপ্তপদী গমন ।

সকলই জানেন সপ্তপদী গমন বিবাহ
কর্য্য একটী মঙ্গল এবং উহার পূর্বে বিবাহ
সিদ্ধ হয় না। পাণিগ্রহণকা মন্ত্রা নিয়তঃ
বিলক্ষণম্। তেবাং মিষ্টা তু বিজ্ঞেয়া বিব্রদভিঃ
পুণ্যে পদে ॥ সপ্তপদী গমন হইলে বিবাহ
কন আর ভঙ্গ কবা যায় না। বিধিবৎ প্রতি
হুপি ভাজেৎ কণাং বিগর্হিতাম্। ব্যাধিতাং
বৈপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনাচোপপাদিতাম্। কুলুক-
পট্টেব তীর্কায় ঐরূপ দোষযুক্তা কণ্যাকে “সপ্ত-
পদী কদবাং প্রাক্ জাতাং ভাজেৎ” এইরূপ
র্থ কবা আছে। অর্থাৎ সপ্তপদী গমন হইলেই
বাহুসিদ্ধ হইল, ঐ বন্ধন কিছুতেই ভঙ্গ্যকরা
হইবে না। কিন্তু সপ্তপদী গমন জিনিষটা কি,
গাংহা বরবধু দূরে থাকুক, পুনোহিত মহাশয়-
গের মধ্যে শতকরা একজনে উহা জানেন
না সন্দেহ। সমাজের অবস্থা বড়ই শোচনীয়
ইয়া দাঁড়াইয়াছে। সপ্তপদী গমন কি তাহা

সপ্তপদী গমনের সময় বরকণ্ঠার পরস্পরের
প্রতি উক্তি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে
পারিবেন।

বর। (একম্) ইষে বিষ্ণুস্তা নয় তু।

বধু। “ধনং ধাত্বক্ মিষ্টাং ব্যঞ্জনাদ্যক্
যদগৃহে। মদধীনক্ কর্তব্যং” বধুরাদ্যে
পদে বদেৎ ॥

বর। (বি) উজ্জৈ বিষ্ণুস্তা নয় তু।

বধু। “কুটুম্বং প্রথয়িষ্যামি তে সদা মঞ্জু-
ভাষিণী। হুঃখে ধীর্য্য সুরথে হৃষ্টা” বিতীয়ে
সা ব্রবীষ্বরম্ ॥

বর। (ত্রীণি) রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্তা নয় তু।

বধু। ঋতৌ কালে শুচিঃ স্নাতা ক্রীড়াম্মি ত্বয়া
সহ। নামং পরপতিং যামান্ তৃতীয়ে সা
ব্রবীষ্বরম্ ॥

বর। (চত্বারি) ময়ো ভবায় বিষ্ণুস্তা নয় তু।

বধু। লালসামি চ কেশান্তং গন্ধমাল্যাম্-

লেপনৈঃ। কাঞ্চনৈভূষণৈস্তভ্যঃ ভুবীয়ে
সা ব্রবীদ্বরম্ ॥

বর। (পঞ্চ) পশুভ্যো বিষ্ণুস্তা নয় তু।

বধু। সখীপরিবৃত্তা নিত্যং গোষ্ঠ্যারামনুতং-
পরা। অগ্নি ভুক্তা ভবিষ্যামি পঞ্চমে সা
ব্রবীদ্বরম্ ॥

বর। (ষট্) ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্তা নয় তু।

বধু। যজ্ঞে হোমে চ দানাদৌ ভবেয়ং তব
বামতঃ। যত্র যত্র তত্র তিষ্ঠামি পদে যঠেহ-
ব্রবীদ্বরম্ ॥

বর। সখে সপ্তপদা ভব সামান্যত্বতঃ ভব
বিষ্ণুস্তা নয় তু।

বধু। সর্বেহত্র সাক্ষিণস্বং হি মম ভর্তৃত্বমাগত।
কুতেন ব্রহ্মণা পূর্বেণ বিধানেন কুলো-
ত্তমোতি ॥

স্বামী জীর মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপন আবশ্যক।
সপ্তপদী গমন সেই মিত্রত্ব প্রাপ্তিসূচক ক্রিয়া।
“মৈত্রী সপ্তপদীপ্রোক্তা সপ্তবা ক্যাথবা ভবেৎ।”
মিত্রস্বর্জনের হেতু এই যে সংসারযাত্রা নির্বাহ-
কালে মিত্র না থাকিলে পাপনিবারণ এবং
পুণ্যার্জন বড়ই কষ্টকর, “পাপান্নিবারয়তি
যোজয়তে হিতায় গুহ্যং নিগূহ্য চ গুণান্ প্রকটী-
করোতি। আপদগতং ন বিজহাতি দদাতি
বিন্তং সন্মিত্রলক্ষণমিদং প্রবদন্তি সন্তঃ॥” ইতি
পরম্পর পাপনিবারণ হিতায়—যোজনাদ্যর্থং
মিত্রস্বর্জনং।

১ম পাদ।

বর। বিষ্ণুরূপ আমি (ইষে-অন্নায়, সর্বেষা-
স্বীয়ানাঙ্গাদীনামধিষ্ঠাত্রীকরণাব।)

তোমাকে আমার তাবৎ আহাৰ্য্য বস্তুর
অধিষ্ঠাত্রী করিব বলিয়া তোমাকে প্রথমপাদ
গমন করাইলাম।

বধু। বরের এই কথা শুনিয়া বধু তখন
আত্মাদিত্যস্তঃকরণে বলিতেছেন,—“ধন

ধাত্তমিষ্ঠান্নব্যঞ্জনাদি বাহাই কিছু থাকু-
না কেন, সকলই আমার অধীন হইবে।

২য় পাদ।

বর। বিষ্ণুরূপ আমি তোমাকে বলাধিকারে
দ্বিতীয়পাদ গমন করাইলাম (উর্জ বলা)

বধু। আমার ভর্তা আমাকে পাইয়া অধি-
বলাষিত হইবেন, ইহা জানিয়া হৃষ্টচি-
বধু বলিতেছেন—“হৃৎথে ধৈর্য্যাবলম্ব
করিয়া, এবং সূত্রে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, আ
সর্বদা মঞ্জুভাষিণী হইয়া তোমার কুটু-
দিগকে পোষণ করিব।

৩য় পাদ।

বর। বিষ্ণুরূপ আমি ধনবৃদ্ধির জন্ত আমি
তোমাকে তৃতীয়পাদ গমন করাইলাম
(রায়স্পোষায়—ধনপুষ্টায়। অর্থাৎ
তোমাকে ধনের অধ্যাক্ষতাও দিলাম।

বধু। বধু তখন স্বামীর ধনের অধ্যাক্ষতা
পাইলেন ইহা জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বলি-
তেছেন,—“আমি ঋতুকালে স্নানপূর্ব্ব
ভুচি হইয়া তোমারই সহিত বিহা
করিব, কখন পরপুরুষ গমন করিব না”

৪র্থ পাদ।

বর। সূত্রে জন্ত আমি তোমাকে চতুর্থপা
গমন করাইলাম। অর্থাৎ আমার সব
সুখই তোমার অধীন হইল।

(ময়োভব-সুখ)

বধু। বধুস্বামীর সকল সুখই তাহার অধী-
শুনিয়া বলিতেছেন। আমি তোমার জন্ত
১ গন্ধমালাভূষণে ও কাঞ্চনভূষণে
কেশের শোভাবৃদ্ধি করিব।

৫ম পাদ।

বর। পৃথাদি হইতে সূত্রে জন্ত অর্থাৎ গো
মহিষ প্রভৃতির দুগ্ধ পান আশ্বাদি আশে-
হণ ইত্যাদি নানাবিধ সূত্রে জন্ত

তোমাকে পঞ্চমপদ গমন করাইলাম ।
আমার পঞ্চাদিও তোমার অধীন হইল ।
স্বামী সকলই আমার অধীন করিলেন,
আমি ঈশ্বরের অনুগত না হইলে আমা-
কর্তৃক স্বামীর কোন স্বার্থের বৃদ্ধি হইবে
না, ইহা চিন্তা করিয়া বধু বলিতেছেন,
“আমি স্বাধীনপরিবৃত্তা হইয়া নিত্য গৌরী
আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া তোমাতে
অচলভক্তি সংস্থাপন করিব ।”

৬ষ্ঠ পাদ ।

আমি বড়মুতুর বড়বিধ স্বার্থের জন্য
তোমায় বড়পদ গমন করাইলাম, অর্থাৎ
তোমার অধীন করিলাম ।
স্বামী আমাকে সকল স্বর্থই দিতে উদ্যত
হইয়াছেন, পুণ্য ভিন্ন স্বর্থ হয় না, ধর্ম
কার্যদ্বারাই স্বর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা
চিন্তা করিয়া বধু বলিতেছেন—“যজ্ঞে
হোম এবং দানাদিকার্য্যে আমি তোমার
সমুপার্জ্জ্ব থাকিব, তুমি যেরূপ কার্য্য
করিবা, আমিও তজ্জপ কার্য্য করিব ।”

৭ম পাদ ।

। হে সখি! (মূলে সখে আছে, উহা অর্ধ-

প্রয়োগ) তুমি সুপ্তপদা হও অর্থাৎ ইহা-
মুজ ভূবাদিসমুদায়কে যে পদ অর্থাৎ
স্বর্থ আছে তাহা তোমার হউক । তাদৃশ
তুমি আমার অনুবর্ত্তিনী হও, বিষ্ণুরূপ
আমি তোমাকে সমুপার্জ্জ্ব গমন করাই-
লাম ।

বধু । বধু তখন ভর্ত্তার সম্পূর্ণ প্রসাদ লাভ
করিয়াছেন জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতে-
ছেন—“সকলই সাক্ষি রহিল, শাস্ত্রীয়
বিধানানুসারে তুমি আমার ভর্ত্তা
হইলে”—

পাঠক এইস্থলে মহাসংহিতার নবম অধ্যায়ে—
“যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্তাজী সংযজ্যেব যথাবিধি ।
তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিয়গা ॥”

যেরূপ স্বাহজলবিশিষ্টা নদী ক্ষারজলবিশিষ্ট
সমুদ্রের সহিত মিলিয়া ক্ষারজলবিশিষ্টা হয়,
তজ্জপ ভর্ত্তার যে গুণই থাকুক না কেন, জী
সেই গুণপ্রাপ্ত হয় ।”

সুপ্তপদা গমন স্বামীর “আমি” জীর “আমি”
পর্য্যন্ত বিস্তার করার স্বচকমাত্র, অর্থাৎ ধন,
জন, গো, অথ প্রভৃতি যাহা কিছু ভর্ত্তার তাহাতে
জীর সমান অধিকার জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য ।

পঞ্চদশী ।

তত্ত্বনিরূপণেব জ্ঞাত অতি পূর্বাকাল হইতে
মাদিগের আর্ধ্য-সমাজে বেদ, বেদান্ত, তায়,
থ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি যে সকল দর্শন ও তত্ত্ব-
জ্ঞান প্রচলিত আছে, পঞ্চদশী গ্রন্থ তাহার
সংগ্রহস্বরূপ । বিশেষতঃ উহা বেদান্তদর্শনের
খানি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয়
ঐ গ্রন্থে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের আভাস আছে,
বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা ও ব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসাই
গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য । বোধ হয় মহাত্মা

শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের মহামুনি ব্যাসকৃত
ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের পর জনৈক প্রিয়
শিষ্যদ্বারা উক্ত বেদান্তদর্শনকে সংক্ষেপে পঞ্চ-
দশভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহার
তত্ত্বমীমাংসা ও ব্রহ্মতত্ত্ব জনসমাজে প্রচারিত
করাইয়াছিলেন । উক্ত গ্রন্থে গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যার
যতদূর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, হিন্দুদিগের
প্রচলিত কোন দর্শনশাস্ত্রেই ততদূর গুপ্ত তত্ত্ব-
জ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না । কিন্তু

উক্ত গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারক, অমুবাদক ও প্রচারকগণ কর্তৃক টাকা ও বঙ্গমুদ্রাদসহ যতগুলি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন পুস্তকে আধ্যাত্মিক প্রকৃত তাৎপর্যার্থ সরলভাষায় আদৌ অমুবাদিত ও ব্যাখ্যাত হয় নাই, প্রত্যুত উক্ত গ্রন্থোল্লিখিত গুপ্ততত্ত্বসকল পরিকৃত ও সুব্যবস্থিতভাবে মীমাংসিত হওয়া দূরে থাকুক ব্যাখ্যাকারক ও অমুবাদকগণ অনেক স্থানে ঐ সকল কুটতত্ত্ব মীমাংসায় আদৌ হস্তক্ষেপ করেন নাই; এইজন্ত উক্ত গ্রন্থ সাধারণ জনগণের এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও পাঠ্য বা বোধগম্য নহে। উক্ত গ্রন্থে অত্যধিক কঠিন ও বিশাল যে, উহার আদি হইতে অন্ত্যপর্যন্ত বঙ্গমুদ্রা করিয়া তাহার প্রচ্ছদ তত্ত্বসমূহ বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা অতীব কঠিন, বহুতর ও সময় সাপেক্ষ। ঐরূপ গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করা আমাদের স্থায় বিষয়-লিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব, তবে ঐ গ্রন্থের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত গ্রন্থ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেক অধ্যায়ের স্থূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও তাহার প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটনের নিমিত্ত সেই সেই অধ্যায়োল্লিখিত কতিপয় শ্লোকের গুঢ়তত্ত্ব মীমাংসা আবশ্যক, এইজন্ত প্রথমতঃ উক্ত গ্রন্থের সাধারণ তাৎপর্য তদনন্তর পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ তত্ত্বমীমাংসা, তাহার গুঢ়তাৎপর্য ব্যাখ্যার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। যদি এই ব্যাখ্যা পাঠকগণের পাঠ্য ও বোধগম্য হয় ও তজ্জন্ত তাঁহারা কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করেন তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রথমতঃ পঞ্চদশী গ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য জীব-ব্রহ্মে ঐক্যজ্ঞান; কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব বিশদ-

ভাবে মীমাংসা ব্যতীত উহার ঐক্যজ্ঞান কখনই হইতে পারে না। আবার সাধারণ জাগতিক তত্ত্ব সমষ্টিভাবে এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুতঃ ব্যষ্টিভাবে মীমাংসা ব্যতীত ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব কখনই বোধগম্য হইতে পারে না। ঐ সমষ্টি ব্রহ্ম ও ব্যষ্টিজীবতত্ত্ব সুমীমাংসিতরূপে বোধগম্য হইলেও উভয়ের একত্ব সাধনের নিমিত্ত জীব বিশেষের অর্থাৎ মানবের যে সকল ভাবের বিকাশ আবশ্যক এবং সেই সকল ভাব যে সকল গুপ্ততত্ত্বোদ্ভূত ও গুপ্তবিদ্যা ও জ্ঞান হইতে বিকাশিত হয়, সেই সকল ভাবের সহিত গুপ্ততত্ত্ব ও গুপ্তবিদ্যা মীমাংসা আবশ্যক। উপরোক্ত গুঢ়বিষয়গুলি মীমাংসার নিমিত্তই পঞ্চদশী গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব বা সমষ্টি জাগতিকতত্ত্ব ও ব্যষ্টি বস্তুতত্ত্ব পৃথক পৃথক অধ্যায়ে পৃথক পৃথকরূপে মীমাংসিত হয় নাই; একই অধ্যায়ে মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে ঐ উভয় তত্ত্বই মীমাংসিত হইয়াছে। ঐ মীমাংসার সার মর্ম এই যে, ঐহিক অনাদি অনন্ত অবিভীয়া মূলতত্ত্ব জ্ঞাতা ও জ্ঞাত স্বরূপে বিকাশিত হইয়া সাক্ষী কারণ, ব্রহ্ম ও স্থূল জগতে পরিণত হইয়াছেন। ঐ জ্ঞাতার সত্য—জ্ঞানানন্দ বা সচ্চিদানন্দ, উহাই সাক্ষী এবং জ্ঞাতাই তাঁহার শক্তি বা মায়ী, উহাই জ্ঞাতার স্বভাব বা প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতি তাঁহার সাক্ষী চৈতন্তের আভাসে সজীব ও যত্র ত্রিগুণাবিতা * হইয়া কারণ, ব্রহ্ম ও স্থূল জগৎ বিকাশ করিয়া ঐ ত্রিবিধ জগতে পরিণত হইয়া উদ্দেশ্য সাধনান্তে বাহার প্রকৃতি তাঁহাতেই মিলিত হন। ঐ উদ্দেশ্যও জগৎ যথাস্থানে বিবৃত হইবে। ত্রিগুণের মধ্যে স ও গুণই বিকাশিনীশক্তি, রজ ও গুণই প্রবৃত্তি

* যত্র ত্রিগুণাবিতা হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্যম্বলি হইবে।

দীপনী ও ক্রিয়োৎপাদিনীশক্তি এবং তম ও গই আবরণীশক্তি। সাক্ষী অর্থে দ্রষ্টা, ঐ সাক্ষী বা দ্রষ্টাই স্বরূপ এবং শক্তি বা প্রকৃতিই তাঁহার ভাব। জ্ঞাতাই দৃষ্টি করেন বলিয়া দ্রষ্টা, জ্ঞানই তাঁহার সাক্ষীস্বরূপ, সমস্ত জ্ঞাতবস্তু পরিচয় করিলে ঐ একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতা বা একমাত্র জ্ঞাতাই জ্ঞানময়। বাহ বা অন্তর্ভগৎ, বাহ্য অমৃতবের বিষয় তৎসমুদয়ই জ্ঞাতপদার্থ-স্থল-গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, পার্থিব বিষয়, দেহ ও ইন্দ্রিয়; স্বল্প-পদার্থশক্তি, মানস-শক্তি, বীজশক্তি সমস্তই জ্ঞাত বিষয় সুতরাং জ্ঞাতাই জ্ঞানময়। এই জ্ঞান বা জ্ঞাতাই সত্য যেহেতু সমস্ত জ্ঞাত পদার্থ পরিবর্তনশীল, কিন্তু জ্ঞান এক পদার্থ। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, পুত্র-জ্ঞান, বন্ধুজ্ঞান, শত্রুজ্ঞান সমস্তই জ্ঞাতপদার্থ-শ্রিত, ঐ পদার্থের ধর্ম্মানুরূপ জ্ঞান বিভিন্ন-প্রকারে বিকাশিত হয়, কিন্তু মূলজ্ঞান চির-কালই এক। এই যে সমুখে বস্তুরানি রহিয়াছে উহা দৃষ্টিমাত্রেরই তোমার বস্তু জ্ঞান হইল; কিন্তু তুমি তদ্বদর্শী, তুমি দেখিলে যে, বস্তুরানি প্রকৃত বস্তু নহে উহা স্রষ্টার বিকার মাত্র, পরক্ষণেই তুমি বুঝিলে যে, স্রষ্টাও প্রকৃত নহে উহা কার্পাসের বিকার, কার্পাসও প্রকৃত নহে উহা মৃত্তিকার বিকার, মৃত্তিকাও প্রকৃত নহে উহা জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় প্রভৃতি তত্ত্ব-সংবৃত্ত গন্ধগুণাক্রান্ত কাঠিষ্ঠ বা ক্ষিতিজাতীয় ভূতেন ত্তিকার; ঐ ভূতচতুষ্টয় আকাশজাত, ঐ আকাশ শূন্য, অবশেষে ঐ শূন্যজ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট রহিল; ঐ জ্ঞানের অভাব হইলে তোমার তুমিহ বা জ্ঞাতৃত্বেরও অভাব হয়। অতএব জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই পদার্থ। এস্থলে তোমার বিষয় সাপেক্ষ জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া মূলজ্ঞানের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, অদ্য

কারও যে জ্ঞান, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প পুর্কের বা পরেরও সেই একই জ্ঞান; উহা স্থান, কাল ও বিষয়ের আশ্রয়ে সেই সেই বিভিন্ন স্থান, কাল ও বিষয় ধর্ম্মানুরূপী বিভিন্নভাবে বিকাশিত হয় কিন্তু বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞান একই পদার্থ। যদি বল যে, বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞানও অবিকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না, যেহেতু স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয় থাকে না কিন্তু স্বপ্নকালেও মানসপ্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে, আবার সুশুপ্তিকালে মন বুদ্ধির সাময়িক লয় হইলেও সুশুপ্তির অজ্ঞানতার উপলব্ধি ও ঐ অচেতনকালের সুখামৃতভূতি বা সুখস্মৃতি বিলুপ্ত হয় না অর্থাৎ জাগ্রতমাত্র যখন ঐ জ্ঞান তোমার মন বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় তখন তোমার ঐ সুখ জ্ঞান (নিদ্রাকালের সুখ) তোমার বুদ্ধি ও মানস প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ তোমার ঐ নিদ্রাই সুখ বা তুমি সুখে নিম্জিত ছিলে এইরূপ অমৃতভব হয়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞান এক এবং অদ্বিতীয় ও তাহা সর্বকালে এবং সকল অবস্থায়ই সমান। উক্ত পঞ্চদশী গ্রন্থোক্ত সমষ্টি জ্ঞানই ব্রহ্ম, ব্যষ্টিজ্ঞানই আত্মা; ঐ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম বা আত্মা তাহা উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রকাশ আছে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় তত্ত্ববিবেকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে প্রকাশ যে, জ্ঞানানন্দময় আত্মাই গুরুস্বরূপ। যে গুরু চিন্তনদ্বারা মহামোহরূপ দম্ভাহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সেই গুরুপদ সেবাদ্বারা যাহাব চিত্ত নির্মল হইয়াছে তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞান সমুৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে এই তত্ত্ব-বিবেক নিক্রিপিত হইতেছে। গ্রন্থকার এই বাক্যদ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়া ঐ তত্ত্ববিবেকের তৃতীয় শ্লোক হইতে সপ্তম শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানই যে “একমেবাদ্বিতীয়ং” (এক অদ্বিতীয়) উহা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালে এবং কারণ

স্বল্প ও স্থূল ত্রিভুগতে বা ত্রিবিধ অবস্থায় অভিন্ন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া অষ্টম ও নবম শ্লোকে ঐ জ্ঞানই আত্মা এবং উহাই পরমানন্দ এবং দশম শ্লোকে আত্মা উপরোক্ত অষ্টম ও নবম শ্লোকে-

লিখিত বুক্তিদ্বারা সচ্চিদ্রূপানন্দ সাব্যস্ত করিয়াছেন; তদনন্তর আত্মাই ব্রহ্ম সাব্যস্ত হওয়ায় ব্রহ্মসত্ত্বাই সচ্চিদানন্দ সাব্যস্ত হইতেছেন। অতএব উভয়ই যে এক ইহা বেদান্তানুমোদিত।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম অধ্যায়।

তত্ত্ববিবেক।

যথা—

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দ গুরুপাদাশুজ্ঞানে।

সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককৰ্ম্মণে ॥ ১ ॥

(টীকা) শং স্মৃৎং করোতীতি শঙ্করঃ সকল জগদানন্দকরঃ পরমাত্মা, এষাহেবানন্দরতীতি ঐশ্বর্যে, আনন্দঃ নিরতিশয় প্রেমাম্পদত্বেন পরমানন্দরূপঃ প্রত্যগাত্মা শঙ্করশাস্ত্রাবানন্দশ্চেতি শঙ্করানন্দঃ প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মা স এব গুরু, তস্ত গুরোঃ পাদাবেবাশুজ্ঞানকমলং তদৈশ্বর্যং নমঃ কিং বিধায় সবিলাসমহামোহ গ্রাহগ্রাসৈক কৰ্ম্মণে বিলাসকার্য্যবর্গঃ তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সবিলাসঃ এবংবিধো যো মহামোহো মূলজ্ঞানং স এব গ্রাহোমকরাদিবং স বশং প্রাপ্তস্তাত্ত্বিকঃ সংহেতুত্বাৎ তস্ত গ্রাসোগ্রাসনং নিবৰ্ত্তনং স এব একং মোক্ষং কৰ্ম্মব্যাপাবো যন্ত তত্ত্বা তদৈশ্বর্যং ইত্যর্থঃ। অত্র চ শঙ্করানন্দপদদ্বয়সাম্যিকরণেন জীবব্রহ্মণোরেকত্ব লক্ষণে বিষয়স্থিতিঃ। সবিলাসেত্যাদিনা নিঃশেষানর্থ নিবৃত্তিলক্ষণং প্রয়োজনং স্মৃতং এবাভিহিতং।

বঙ্গার্থ। যেমন বিকট আকার ভয়ঙ্কর মকব কুস্তীরাদি হিংস্র জগজন্তুগণ স্বাধীন প্রাণিবর্গকে হুঃসহ ক্লেশে নিপাতিত করে, সেইরূপ মহামোহ এবং তৎকার্য্যরূপী দম্ব অহঙ্কারাদি মনুষ্যগণকে স্ববশীভূত করিয়া নিরন্তর যন্ত্রণাজালে জড়িত

করিয়া রাখে, কিন্তু শ্রীশঙ্কর চরণচিস্তনে ঐ যন্ত্রণা দূরীভূত হয়। আনি সেই মহামোহ বিনাশ মানসে শ্রীশঙ্করানন্দগুরুদেবকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া তাঁহার সর্বমঙ্গলপ্রদ চরণকমলে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

তৎপাদাশুৰূহদ্বন্দ্বসেবা নিশ্চলচেতসাম্।

স্মৃৎব্যবোধায় তত্ত্ব বিবেকোহয়ং বিধীয়তে ॥২॥

বঙ্গার্থ। সেই শ্রীশঙ্কর চরণকমলযুগলে দৃঢ়তর ভক্তিদহকারে সেবা ও স্তুতিবন্দনাদি করিয়া যাহাদিগের চিত্ত নিশ্চল হইয়াছে, আনি তাহাদিগের মানসক্ষেত্রে জ্ঞান সমুৎপাদন কারবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ববিবেক নিরূপণ করিতেছি অর্থাৎ এই অনিত্য জগৎ হইতে সেই নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব কি প্রকারে নির্ণীত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে সবিস্তর প্রদর্শিত হইবে ॥ ২ ॥

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাঙ্গাগরেণুথক্।

ততো বিভক্তা তৎসংসর্গবৈদৈককপ্যান্ভিদ্যতে ॥৩॥

বঙ্গার্থ। প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা পূর্ণাঙ্গোচনা করিয়া দেখিলে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্য জ্ঞান সাধিত হইয়া থাকে। যেমন পরব্রহ্ম নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, সেই প্রকার জীবাত্মা ও নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে

প্রথমতঃ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থে যে জ্ঞান হয়, তাহার অভিন্নরূপ সাধনদ্বারা জ্ঞানের অভিন্নত্ব ও নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। চরাচর সমস্ত বস্তু প্রকৃততত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার উপযুক্ত সময় যে জাগ্রতাবস্থা, (যে সময়ে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করে) অর্থাৎ চক্ষু রূপাদি দর্শন করে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা স্বাদগ্রহণ করে এবং ত্বক শীত উষ্ণ স্পর্শানুভব করে, সেই সময়ে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের আধার যে অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল ও বায়ু, তাহারা গো, অশ্বাদির জায় পবন্যপ পৃথক পৃথক পদার্থ, পৃথক পৃথক-রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও প্রকৃততত্ত্ববিষয় জ্ঞান-দ্বারা সেই সকল বিষয়েব জ্ঞান একটা ভিন্ন অনেক বা বিভিন্ন জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয় না। আমি অতি আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিলাম, ইহাও যে জ্ঞান; আমি অতি মধুর শব্দ শ্রবণ করিলাম, ইহাও সেই জ্ঞান। কেবল রূপ ও শব্দ পৃথক। কিন্তু যে জ্ঞানদ্বারা এই সকল পৃথক পৃথক বস্তু অনুভব করা যায়, সেই জ্ঞান কখনই পৃথক নহে। সুতরাং সকল জ্ঞানই এক এবং নিত্য ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩ ॥

তথা স্বপ্নেব বৈদ্যন্ত ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্ ।
তদ্বৈদ্যদোহিতন্তয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্ধ্যতে ॥৪॥

বঙ্গার্থ। জাগরণ কালেব জ্ঞানের বস্তু প্রত্যক্ষীভূত, কিন্তু স্বপ্নকালেব জ্ঞানের বস্তু সকল লক্ষ্যং বর্ত্তমান থাকে না, উভয়েব মধ্যে এই প্রভেদ থাকিলেও মূলজ্ঞান ভিন্ন নহে অর্থাৎ জ্ঞানের কিস্কিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না ॥ ৪ ॥

সুশ্রোথিতত্ত্ব সৌরুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্ত্বদাততঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ। যেমন জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানের একতা প্রতিপন্ন হইল সেইরূপ সুশ্রুতিকালেও যে জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞান পৃথক ও বিভিন্ন

নহে। সুশ্রুতিকালেও জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। যেহেতু সুশ্রোথিত ব্যক্তি ঐ সুশ্রুতিকালে যে অজ্ঞান অবস্থায় স্মৃতি নিদ্রা বাইতেছিল এই বোধই তাহার সুশ্রুতির স্মৃতি। অতএব সুশ্রুতিকালের অজ্ঞানবোধক জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। এতাবতায় জাগ্রত, স্বপ্ন, সুশ্রুতিকালের জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

সর্বোধোবিষয়াস্তিম্নো ন বোধোঃ স্বপ্নবোধবৎ ।
এবং স্থানত্রয়েহপ্যেকা সংবিদ্বদ্দিনান্তরে ॥ ৬ ॥
মাসাক্ষয়গুণকল্পে যুগতগম্যেনেকথা ।
নোদেতি নান্তমেত্যেকা সংবিদেবাস্বয়স্ততা ॥৭॥
বঙ্গার্থ। যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুশ্রুতি অবস্থার জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হইলেও জ্ঞান এক প্রতিপন্ন হইয়াছে সেইরূপ অদ্যকার জ্ঞানের সহিত দিনান্তরের জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হইলেও মূলজ্ঞান এক। অর্থাৎ অদ্য কোন একটা বস্তু দর্শন করিলে যেকপ জ্ঞান হয় অল্প দিবসেও সেই বস্তুটা দেখিলে সেইরূপ জ্ঞান হইবে এইরূপ মাস, বৎসর, যুগ, কল্পভেদেও জ্ঞানের একত্ব অনুভূত হয়। একমাসে, এক বৎসরে বা এক যুগে যে প্রকার জ্ঞান হয় অল্প মাসে, অল্প বৎসরে বা অল্প যুগেও সেই প্রকার জ্ঞান হয়। ফল জ্ঞানেব বিষয় বিভিন্ন হইলেও জ্ঞান চিরকালই এক ও অভিন্ন ॥ ৬—৭ ॥

ইয়মাত্মা পরমানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ ।
মানভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাস্বনীকতে ॥৮॥
বঙ্গার্থ। ইতিপূর্বে যে স্বয়ং প্রকাশমান নিত্যজ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে সেই জ্ঞানই আত্মা; সেই আত্মাই পরমানন্দর ও পরম-প্রেমের আধার। আত্মাতে নিরতিশয় সুখই অনুভূত হইয়া থাকে, যদি কোন ব্যক্তির উৎকট হৃৎখ উপস্থিত হয় তথাচ আমি অনুখী হই- ইহা কেহই ইচ্ছা করে না এই নিমিত্ত আত্মাই স্বয়ং

সুখস্বরূপ অতএব আত্মাই পরমানন্দ ও পরম-
প্রেমের আধার প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

তৎপ্রেমাঙ্গার্থমগ্নত্ব নৈব মজ্জার্থমাঙ্গনি ।

অতন্ত্বং পরমন্তেন পরমানন্দতাস্মিন ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ। লোকে যে পুত্র, কলত্র ও বন্ধু-
বর্গের প্রতি স্নেহ ও প্রেম করিয়া থাকে সেই
স্নেহ পুত্রাদির কোন উপকার সাধনার্থ নহে,
কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্ত; অতএব
আত্মাতে যে প্রীতি হয় তাহাই পরম প্রীতি,
সেই কারণপ্রযুক্ত আত্মাই যে, পরমানন্দস্বরূপ
ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৯ ॥

ইৎং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মায়ুক্তা তথা বিধম্ ।

পরং ব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং ত্র্যন্ত্যন্তেষু পদিশ্রুতে ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ। উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা জীবাত্মা
নিত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ প্রতিপন্ন হইল এবং
পরং ব্রহ্ম যে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় তাহা
স্বভঃসিদ্ধ; যেহেতু সমুদায় বেদ আত্মা ও ব্রহ্মকে
অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তদ্বিষয় পরে
বিবৃত হইবে ॥ ১০ ॥

ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সামবেদান্তর্গত ।

বিবাহান্ন হোমমন্ত্রব্যাখ্যা ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ ।

ওঁ যা অকুন্তন্নবয়ন্ যা অতন্ত্বত যাশ্চ দেব্যা-
হস্তানভিতোহততন্ত্ব তাত্বা দেব্যা জরসা
সংব্যয়স্তায়ুয়তীদং পরিধংশ বাসঃ ॥ ১ ॥

অর্থঃ। যাঃ দেব্যাঃ অকুন্তন্ অবয়ন্ যা অত-
ন্ত্বত যাঃ চ অন্তান্ অভিতঃ অততন্ত্ব তাঃ দেব্যাঃ
ত্বা জরসা সংব্যয়স্ত আয়ুয়তি ! ইদং বাসঃ পরি-
ধংশ ॥ ১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। দেব্যাঃ দেবনাদিগুণযুক্তাঃ
যাঃ অকুন্তন্ কণ্ঠিতবত্যাঃ সূত্রানি ইতি শেষঃ।
তথা যা অবয়ন্ তন্ত্বসস্তানং কৃতবত্যাঃ। তথা
যা অতন্ত্বত প্রসারিতবত্যাঃ। তথা যাঃ অন্তান্
অভিতঃ বস্ত্রসম্বন্ধিদশানাং উভয়পার্শ্বে অততন্ত্ব
তব মম চ বস্ত্রান্তয়োঃ সম্মেলনং কৃতবত্যাঃ। তা
দেব্যাঃ ত্বা ত্বাং জরসা বার্কিক্যেন সংব্যয়স্ত বার্কিক্য-
পার্শ্বস্তং স্বাং বস্ত্রং পরিধাপয়ন্ত। হে আয়ুয়তি!
প্রশস্তায়ুঃ সম্পন্নে ! ইদং তাভিঃ সম্পাদিতং বাসঃ
বস্ত্রং পরিধংশ অঙ্গাবরণং কুরু ॥ ১ ॥

বঙ্গাভিবাদ। যাঁহারা প্রথমতঃ এই বস্ত্রের
সূত্রচ্ছেদ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই বস্ত্র
নিশ্চাপ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই বস্ত্র প্রসা-
রিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা উভয় বয়ে
(তোমার এবং আমার কাপড়ে) গ্রন্থি নিবন্ধ
করিয়াছেন সেই বস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতারা
তোমাকে বার্কিক্যপার্শ্বস্ত বস্ত্রপরিধান করাইবেন।
হে আয়ুয়তি ! এই বস্ত্র পরিধান কর ॥ ১ ॥

১। অতন্ত্বত—তিষ্ঠোহপি তিষ্ঠমিচ্ছন্তি ইতি
সূত্রেণ বহুবচনাস্তত্ত্ব একবচনাস্ততা। ২। অন্তান্
অভিতঃ—পৃথুভয় সর্বাভিতসা ইত্যনেন
অভিতো যোগাৎ অন্তানিতি ষষ্ঠ্যন্ত দ্বিতী-
য়স্ততা। ৩। আয়ুয়তি !—ভূমিন্দ্রাপ্রশংসায়
নিত্যযোগেহতিশায়নো সংসর্গেহস্তি বিবক্ষ্যঃ
ভবন্তি মন্তুপাদয়ঃ ইত্যনেন প্রশস্তার্থে মন্তু-
প্রত্যয়ঃ।

ওঁ পরিধন্তু ধতু বাসসৈনাং শতায়ুধীঃ কৃণু

দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীবশরদঃ স্রবর্চাঃ স্রবহ্নিচার্যো
বিভৃজাসি জীবন্ ॥ ২ ॥

অর্থঃ। শতায়ুধীঃ এনাং পরিধতু (তথা)
বাসনা ধতু (তথা) দীর্ঘং আয়ুঃ কৃণুতঃ। শতঞ্চ
শরদঃ জীব আৰ্যো! স্রবর্চাঃ (সতী) জীবন্
স্রবহ্নি বিভৃজাসি চ ॥ ২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। শতায়ুধীঃ শতবর্ষজীবিনীঃ
শতায়ু বৈ পুরুষঃ শতায়ুধী বৈ স্ত্রী ইতি
শ্রুতিঃ। এনাং পরিধতু বস্ত্রং পরিধাপয়ত। তথা
এনাং ধতু উত্তরীয়বস্ত্রং আচ্ছাদয়ত। তথা
দীর্ঘং আয়ুঃ কৃণুত কুরুত। এবং দেবতা সমীপে
সংপ্রার্থ্য সংপ্রতি তামেবাহ। হে আৰ্যো! শতং
শরদঃ শতবর্ষং ব্যাপ্য জীব। তথা স্রবর্চাঃ তেজ-
স্বিনী সতী তথা জীবন্ জীবন্তী স্রবহ্নি উত্তম-
ধনানি বিভৃজাসি উপভোগ্য কুরু ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে বস্ত্রাদিষ্ঠাতৃদেবতাগণ!
তোমরা শতায়ুধী ইহাকে বস্ত্র পরিধান করাও।
এবং উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা ইহাকে আচ্ছাদন
কর। এবং ইহাকে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান কর।
হে আৰ্যো! তুমি শতবর্ষ যাবৎ বাঁচিয়া থাক।
এবং তেজস্বিনী হইয়া উত্তমোত্তম ধন সমুদায়
উপভোগ কর ॥ ২ ॥

১। পবিধতু—তিষ্ঠোহপি তিষ্ঠমিচ্ছন্তি ইত্য-
নেন বহুবচনাস্তত্ত্ব একবচনাস্ততা। ২। জীবন্—
লিপ্তব্যতায়েন পুংস্বং।

ওঁ সোমোহদদদগন্ধর্কর্যায় গন্ধর্কোহদদয়য়ে।
রৈঞ্চ পুত্রাশ্চাদদদগ্নিমহমথো ইমাং ॥ ৩ ॥

অর্থঃ। সোমঃ ইমাং গন্ধর্কর্যায় অদদৎ
গন্ধর্কঃ অগ্নয়ে অদদৎ অথো অগ্নিঃ মহং রৈং চ
পুত্রান্ চ অদদৎ ॥ ৩ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। সোমঃ চন্দ্রঃ ইমাং মং-
পরিণীতাং কন্যকাং গন্ধর্কর্যায় অদদৎ। গর্ভস্থা-
বস্থায়ামেব দত্তবান্। চন্দ্রঃ কন্যকানাং সবি-
ততি শ্রুতিঃ। গন্ধর্কঃ স্রতিমাক্রুতঃ প্রসব-

কারকো বায়ু বিশেষঃ ইত্যর্থঃ জাতমাত্রামেব
ইমাং অগ্নয়ে অদদৎ। গন্ধর্কঃ স্রতিমাক্রুতঃ ইতি
রত্নমালা। নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ স্রতি-
মাক্রুতৈঃ। নিঃসার্যতে বাণ ইব জন্তুশ্চিহ্নেণ
সজরঃ ইতি আয়ুর্কেন্দঃ। অথো অনন্তরং অগ্নিঃ
মহং ইমাং অদদৎ। চ তথা রৈং ধনং দদাতি
এবং পুত্রাংশ্চ দাশ্রুতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ চন্দ্র ইহাকে গর্ভস্থা-
বস্থাতেই স্রতিমাক্রুতের নিকট সমর্পণ করিয়া-
ছিলেন। প্রসবকারক বায়ু বিশেষ ইহাকে
মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব করাইয়া অগ্নিকে দান
করেন। অনন্তর অগ্নি ইহাকে আমাকে দান
করিয়াছেন। ঐ অগ্নিদেব আমাকে ধনদান
এবং পরিণামে পুত্র প্রদান করিবেন ॥ ৩ ॥

১। অথো অগ্নিঃ—ওদন্তাব্যস্ত সন্ধ্যা-
ভাবঃ। ২। অদদৎ—একশেষেণ অতীতকাল
প্রত্যয়ান্তস্ত অদদদিত্যন্ত বর্তমানার্থঃ ভবিষ্য-
দর্থতা চ।

ওঁ প্রমেপতির্ধানঃ পশাঃ কল্পতাং শিবা
অরিষ্ঠা পতিলোকং গমেয়ং ॥ ৪ ॥

অর্থঃ। মে পতিঃ নঃ পশাঃ প্রকল্পতাং যা
শিবা অরিষ্ঠা পতিলোকং গমেয়ং ॥ ৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। মে মম পতিঃ স্বামী নঃ
অম্মাকং পশাঃ পশ্যানং প্রকল্পতাং কনো তু। বা
যেন পশা ইত্যর্থঃ অহং শিবা স্রুতাবহা তথা
অরিষ্ঠা অহিংসিতা সতী পতিলোকং ভর্তৃগৃহং
গমেয়ং গচ্ছামি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার স্বামী আমাদের জন্ত
পথ প্রস্তুত করুন। যে পথ অবলম্বনপূর্বক
আমি স্রুত পতিগৃহে যাইতে পারি ॥ ৪ ॥

১। পশাঃ—স্রুপাং স্রুপ ইত্যনেন
দ্বিতীয়াস্তত্ত্ব প্রথমাস্ততা। ২। প্রকল্পতাং—ব্যব-
হিতোহপি প্রশঙ্কঃ কল্পতামিত্যনেন যোজ্যঃ।
৩। বা—স্রুপাং স্রুপ ইত্যনেন দ্বিতীয়াস্তত্ত্ব

প্রথমাস্ততা ছান্দসত্বাং জীলিশ্বং । ৪ । গমেয়ং—
প্রার্থনায়াং লিঙ্ ।

ও প্রাত্য়াঃ পতির্ধানঃ পশ্চাঃ কল্পতাং শিবা
অরিষ্ঠা পতিলোকং গম্যাঃ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ। অস্তাঃ পতিঃ নঃ পশ্চাঃ কল্পতাং
যা শিবা অরিষ্ঠা পতিলোকং গম্যাঃ। ইয়মিতি
শেষঃ ॥ ৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। অস্তাঃ পতিঃ নববিবা-
হিতায়াঃ স্বামী নঃ অস্মাকং পশ্চাঃ প্রকল্পতাং
না যেন পথা ইয়ং শিবা স্ত্রীধবহা তথা অরিষ্ঠা
অহিংসিতা সতী ইয়ং পতিলোকং ভর্তৃগৃহং
গম্যাঃ গন্তং শক্কেতি ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গভূবাদ। ইহার স্বামী আমাদের জন্ম
পথ প্রস্তুত করুন। যে পথ অবলম্বনপূর্বক ইনি
স্বর্গে পতিগৃহে বাইতে সমর্থ হইবেন ॥ ৫ ॥

ও অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোহষ্টে
প্রজাং মুখা তু মৃত্যুপাশান্তদয়ং রাজাবরুণোহমু
মন্ততাং যথেষং জী-পৌত্রমঘং ন রোদাৎ ॥ ৬ ॥

অর্থঃ। প্রথমঃ অগ্নিঃ দেবতাভ্যঃ এতু সঃ
অষ্টে প্রজাং মৃত্যুপাশাং মুখাতু অয়ং রাজা
বরুণঃ তৎ অমুমন্ততাং যথা ইয়ং জীপৌত্রং অঘং
(উদ্ভিশ্চ) ন রোদাৎ ।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। প্রথমঃ দক্ষিণাধ্যঃ দক্ষিণ-
দিগ্বর্তিশিখাসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ অগ্নিঃ দেবতাভ্যঃ
ইজাদীনাম্ সকাশাং এতু আগচ্ছ তু। দক্ষিণাঘি
গার্হপত্যহবনীয়াস্তয়োহধরঃ। ইত্যমরঃ। দক্ষিণ-
দিগ্বর্তি শিখাসম্পন্নাদগ্নেদক্ষিণাধ্যাত্মং নিগম্যতি-
থানে দৃশ্যতে। তথাচ পূর্বেণাহবনীয়োহগ্নি-
র্দক্ষিণাঘিস্ত দক্ষিণঃ। উত্তরে গার্হপত্যস্ত
ত্রৈতাগ্নিরিতি কথ্যতে। দক্ষিণদিগ্বর্তিশিখাব-
দগ্নেঃ শুভহৃচক্ৰমাহ জৈমিনিঃ। অর্চিয়ান্
পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃ কাঞ্চনসমিভঃ। স্থূলঃ প্রদ
ক্ষিণশ্চৈব বহিঃ স্তাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। সঃ অগ্নিঃ
অষ্টে অস্তাঃ প্রজাং ভাবিনীং সন্ততিং মৃত্যু-

পাশাং যমপাশবন্ধনাং মুখাতু মোচয় তু। অয়ং
রাজাবরুণঃ তৎ অমুমন্ততাং তথা করো তু যথা
ইয়ং মৎপরিণীতা জীপৌত্রং পুত্রসম্বন্ধি অঘং
ব্যসনং বিপদমিত্যর্থঃ উদ্ভিশ্চ ন রোদাৎ রোদনঃ
মা কুৰ্য্যাৎ। অংহোহুঃখব্যসনেষৎ ব্যসনং
বিশদিলংশে দোযে কামজকোপজে ইতি চ
অমরঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গভূবাদ। দক্ষিণাধ্য অগ্নি বিশেষ এখানে
আগমন করুন। এবং তিনি ইহাব ভাবি-
সন্ততিবর্ণকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করুন।
রাজা বরুণ তাহা করুন যাহাতে ইনি পুত্রাদির
বিপদ উদ্দেশ করিয়া বোদন না করেন ॥ ৬ ॥

১। অষ্টে—স্বপাংস্বপ্ ইত্যনেন বর্ষ্যস্তত্ত
চতুর্থ্যস্ততা। ২। মুখাতু—অন্তর্হিতোহয়ং নিজর্থঃ।
ছান্দসত্বাং দীর্ঘঃ।

ও ইমা মগ্নিদ্বারতাং গার্হপত্যঃ প্রজানষ্টে
জরদষ্টং কৃণোতু অশৃন্তো পশ্বা জীবতামস্ত মাতাঃ
পৌত্রমানন্দমভিব্ধ্যতামিযং ॥ ৭ ॥

অর্থঃ। ইমাং গার্হপত্যঃ অগ্নিঃ ত্রায়তাং
অষ্টে প্রজাং জরদষ্টং কৃণোতু পশ্বাঃ অশৃন্তাঃ
(অস্ত) জীবতাং মাতা অস্ত ইয়ং পৌত্রং আনন্দং
অভিব্ধ্যতাং ॥ ৭ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। গার্হপত্য তদাধ্যঃ অগ্নি-
বিশেষঃ ইমাং কন্তকাং ত্রায়তাং রক্ষতু। তথা
অষ্টে অস্তাঃ প্রজাং সন্ততিং জরদষ্টং বার্দ্ধক্য-
পর্য্যন্তং চিরায়ুযীং কৃণোতু। তথা অস্তাঃ পশ্বাঃ
অশৃন্তাঃ অস্ত ভবতু অস্তাঃ সর্কএব অবলম্বনী-
বিষয়াঃ সফলীভবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা ইয়ং জীবতাং
পুত্রাণাং মাতা অস্ত ভবতু অস্তাং যানি যানি
অপত্যানি সঞ্জাতানি ভবিষ্যন্তি তাত্কালাৎ মা
ম্রিয়ন্তাম্ ইত্যর্থঃ। অতএব ইয়ং পৌত্রঃ পুত্র-
সম্বন্ধিনং আনন্দং সন্তোষং অভিব্ধ্যতাং অহ-
ভবতু ॥ ৭ ॥

বঙ্গভূবাদ। গার্হপত্যানামক অগ্নি ইহারে

রক্ষা করুন এবং ইহার সন্তান সমুদায়কে বার্ককাপ্যাস্ত জীবিত করিয়া রাখুন। ইনি যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহা যেন সফল হয় এবং ইহাব পুত্রবর্গ যেন অকালে কালকবলিত না হয়। ইনিও পুত্রসমৃদ্ধি আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন ॥ ৭ ॥

ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরুক্ষ অধিনৌ চ স্তনকরস্তে পুত্রান্ সবিভাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাহৃষ্পতির্বিষ্ণুদেবাস্চাভিবক্ষত্ব পশ্চাৎ ॥ ৮ ॥

অবয়বঃ। দ্যৌঃ তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুঃ উরু চ অধিনৌ তে স্তনকরঃ পুত্রান্ আবাসসঃ সবিভাভিবক্ষতু বৃহস্পতিঃ পরিধানাং চ বিষ্ণুদেবাসঃ পশ্চাৎ অভিবক্ষত্ব ॥ ৮ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তে তব পৃষ্ঠং দ্যৌঃ দ্ব্যলোকঃ সক্ষণরা দ্ব্যলোকনিবাসিদেবতাঃ রক্ষতু। বায়ুঃ তে উরু রক্ষতু। চ তথা অধিনৌ অধিনৌ-কুনানৌ তে তব স্তনকরঃ স্তনপাণিনঃ পুত্রান্ রক্ষতাং। আবাসসঃ উত্তরীয়বস্ত্রাদারভ্য শরীরস্ত উচ্চভাগং সবিভা স্বর্গ্যঃ অভিবক্ষতু বৃহস্পতিঃ হরগুণঃ পনিধানাং পরিধানপবস্ত্রপর্শ্বস্ত শরীরস্ত অধোভাগং ইত্যর্থঃ রক্ষতু। চ তথা বিষ্ণুদেবাসঃ পশ্চাৎ শরীরস্ত উত্তরভাগং অভিবক্ষত্ব।

বঙ্গাহুবাদ। স্বর্গবাসি দেবগণ তোমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। বায়ু তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন। অধিনৌকুমারদ্বয় তোমার স্তনপাদী শিশুসন্তানবর্গকে, তোমার উত্তরীয়বস্ত্রের উচ্চদেশ স্বর্গ্যদেব, তোমার পরিধেয়বস্ত্র হইতে অধোভাগ বৃহস্পতি এবং তোমার শরীরের চতুর্ভাগ বিষ্ণুদেববর্গ রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

১। উক অধিনৌ—ঈদৃদেভোঃ দিবচনস্ত ইত্যেনে নক্ষত্রিনিষেধঃ ॥ ২ ॥ স্তনকরঃ—স্তনং যতি ইতি খশপ্রত্যয়ঃ। স্তপাংস্তপ ইত্যানেন দ্বিতীয়বহুবচনান্তস্ত প্রথমৈকবচনান্ততা ॥ ৩ ॥ আবাসসঃ—ইত্যসমস্তং পদং ॥ ৪ ॥ বৃহস্পতিঃ—

বৃহতাং বাচাং পতিঃ বৃহস্পতিঃ সুরগুরৌ ইতি নিপাতনাং সাধুঃ।

ওঁ মা তে গৃহেষু নিশিঘোষ উখাদত্বত্বদ্রুদত্যাঃ সংবিশস্ত মা স্বং রুদত্বারং মা বধিষ্ঠা জীব-পত্নীপতিলোকে বিরাজ পশুস্তী প্রজাং স্রমহস্ত-মানাং ॥ ৯ ॥

অবয়বঃ। তে গৃহেষু নিশিঘোষঃ মা উখাৎ স্বং অত্বত্ব রুদত্যাঃ সংবিশস্ত স্বং রুদতী উরং মা বধিষ্ঠা জীবপত্নী স্রমনস্তমানাং প্রজাং পশুস্তী পতিলোকে বিরাজ ॥ ৯ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তে তব গৃহেষু নিশিরাট্রৌ ঘোষঃ আক্রন্দরূপঃ শব্দঃ মা উখাৎ উত্তীর্ণ তু। স্বং স্বত্বঃ অত্বত্ব অত্যাঃ দ্বিয়ঃ শক্রবনিতাঃ ইত্যর্থঃ রুদত্যাঃ ক্রন্দন্তঃ সত্যাঃ সংবিশস্ত নিদ্রাং যাস্ত। স্বং রুদতী উরং বক্ষস্থলং মা বধিষ্ঠাঃ মা স্বং উরোধাতঃ রোদিষ্ঠসি ইত্যর্থঃ। তথা জীব-পত্নী জীবদত্তর্ভুকা স্রমনস্তমানাং হৃষ্টচিত্তাং প্রজাং পশুস্তী সতী পতিলোকে ভর্তৃগৃহে বিরাজ-শোভন্ত ॥ ৯ ॥

বঙ্গাহুবাদ। তোমার গৃহান্তরে রাজ্যিতে যেন আক্রন্দরূপ শব্দ সমুথিত না হয়। তোমার শক্রবনিতা সমুদায় যেন রোদন করিতে করিতে নিদ্রা যায়। যেন তোমাকে বক্ষস্থল আঘাত-পূর্বক কখনও যেন রোদন করিতে না হয়। এবং সধবাবস্থায় যেন হৃষ্টচিত্ত সন্তান সমুদায় দর্শন করিতে করিতে পতিগৃহে স্রথে বাস কর ॥ ৯ ॥

১। উখাৎ—উৎপূর্বাৎ স্বাধাতোঃ লিঙঃ প্রথমপুরুষৈকবচনম্। ছান্দসহাং যলোপঃ। ২। অত্বত্ব—প্রথমা বহুবচনান্ত প্রায়োগোহয়ং। ৩। স্বং—অত্ব শব্দযোগাৎ পঞ্চমী। ৪। উরং—সর্কে সান্তাঃ অদন্তাঃ ইতি উরস্ শব্দস্ত উর-দেশঃ। ৫। জীবপত্নী—জীবঃ জীবিতঃ পতিব্রতাঃ সা।

ঔ অপ্রজ্ঞস্তং পৌত্র মর্ত্যং পাপু্যানমৃত বা
অযং শীঘ্রঃ স্রজমিবোন্মুচ্যদ্বিষড্যাঃ প্রতিমুঞ্চামি
পাশং ॥ ১০ ॥

অর্থঃ । (তে) অপ্রজ্ঞস্তং পৌত্রমর্ত্যং
পাপু্যানং উত বা অযং শীঘ্রঃ স্রজং ইব উন্মুচ্য
দ্বিষড্যাঃ পাশং প্রতিমুঞ্চামি ॥ ১০ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । তব অপ্রজ্ঞস্তং বক্ষ্যাত্বং
পৌত্রমর্ত্যং পুত্রসম্বন্ধিমরণং পাপু্যানং পাপং উত
বা অথবা অযং বিপদং উন্মুচ্যত্বতঃ অপকৃষ্য
শীঘ্রঃ মৃত্যুকাং স্রজং মালাং উন্মুচ্য পাশং ইব
দ্বিষড্যাঃ তব শত্রুভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি দদামিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গাহুবাদ । বক্ষ্যাত্ব পুত্রাদি মরণ গাপ এবং
বিপদ সমুদায় মৃত্যু হইতে মালার ভায়ে তোমা
হইতে আকর্ষণ করিয়া তোমার শত্রু জীর উপর
নিক্ষেপ করিলাম ॥ ১০ ॥

ঔ পরেতু মৃত্যুরমৃতং মেহগাঈদ্বিবস্বতো
নোহভয়ং কৃণোতু পরং মৃত্যোহিহুপরেহি পস্থা
যত্র নোহন্ত ইতরো দেবযানাস্চক্ষুযতে শৃণুতে
তে ব্রবীমি মানঃ প্রজ্ঞাং বীরিষো মোত-
বীরান্ ॥ ১১ ॥

অর্থঃ । (মন্তঃ) মৃত্যুঃ পরৈতু মে অমৃতং
আগাং বৈবস্বতঃ নঃ অভয়ং কৃণোতু হে মৃত্যো !
পরং অহুপরেহি যত্র নঃ অস্তঃ পস্থাঃ দেবযানং

ইতরঃ চক্ষুযতে শৃণুতে তে ব্রবীমি নঃ প্র
মা বীরিষঃ উত বীরান্ মা ॥ ১১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । মন্তঃ সর্কাশাং মৃত্যুঃ মর
পরৈতু পরায়ুথো ভবতু । মে মম অমৃত
আগাং আগচ্ছতু বৈবস্বতঃ যমঃ নঃ অম্মাক
অভয়ং ভয়াভাবং কৃণোতু করোতু । হে মৃত্যো !
পরং অস্তং পস্থানং অহুপরেহি অহুগচ্ছ । যত্র
স্থানে নঃ অম্মাকং অস্তঃ পস্থাঃ তথা যত্র স্থানে
দেবযানং ইতরঃ অপরঃ পস্থাঃ । চক্ষুযতে দর্শন-
শক্তিসম্পন্নায় শৃণুতে শ্রবণশক্তিবিশিষ্টায় তে
তুভ্যং ব্রবীমি প্রার্থয়ে নঃ অম্মাকং প্রজ্ঞাং মা
বীরিষঃ হিংসীঃ উতঃ তথা বীরান্ বিক্রান্তান্ মা
বীরিষঃ মা হিংসীঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গাহুবাদ । আমার নিকট হইতে মৃত্যু
পরায়ুথ হউক । আমার সর্কদা অমৃত আগমন
করুক । যম আমাকে অভয়দান করুন । হে
যম ! তুমি আমাদের এবং আমাদের পিতৃ
লোকের নিকট যাইও না । দর্শনশক্তিবিশিষ্ট
এবং শ্রবণশক্তিসম্পন্ন তোমাকে বলিতেছি
আমাদের সন্ততিবর্গ হিংসা করিও না । এবং
বীরসমুদায়ের হিংসা করিও না ॥ ১১ ॥

ক্রমশঃ—

ত্রীগোপালচরণ স্বতিভূষণ

ব্রাহ্মণ ।

একদা ভরষাজ মুনি ভগবান ব্রাহ্মাকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ‘কো ব্রাহ্মণঃ’
(ব্রাহ্মণ কে ?) ইহার উত্তরে ব্রাহ্মা বলিয়াছিলেন,
‘ব্রাহ্মণি স এব ব্রাহ্মণঃ’ (যিনি ব্রাহ্মকে জানেন,

তিনিই ব্রাহ্মণ) মহাভারতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ

কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

“ইদমার্ঘ্যং প্রমাণঞ্চ যে যজ্ঞামহ ইত্যপি ।

তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদ্বর্ষেতত্বদর্শিনঃ ॥”

অর্থাৎ মানবগণের মধ্যে বাঁহারা পুণ্যব্রতে
কীকিত, তাঁহারা ই ব্রাহ্মণ এবং অতি পবিত্র
বাচরণই ব্রাহ্মণের লক্ষণ ।

*ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো যদুয্যাগাং দ্বিজোত্তম ।

যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তঃ দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥১॥

যো বদেদিহ সত্যানি গুণকঃ সন্তোষয়েত চ ।

হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥২॥

জিতেন্দ্রিয়ো ধর্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ।

কামক্ৰোধৌ বশে যন্ত তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৩॥

যন্ত চাত্মসমো লোকো ধর্মজ্ঞস্ত মনস্বিনঃ ।

সর্বধর্মেষু চ রতস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৪ ॥

যোহধ্যাপয়েদধীযীত যজেন্না যাজয়েত বা ।

দদ্যাদপি যথাশক্তিং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫॥

ব্রহ্মচরী চ বেদান্ যোহপ্যধীযাদ্ দ্বিজপুঙ্গবঃ ।

স্বাধ্যায়ে চাপ্রমত্তো বৈ তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৬॥

যদ্ ব্রাহ্মণানিং কুশলং তদেবাং পরিকীর্তয়েৎ ।

সত্যং তথা ব্যাহরত্য নানুতে রমতে মনঃ ॥ ৭ ॥

ধর্ম্য ঠু ব্রাহ্মণগ্রাহঃ স্বাধ্যায়ঃ দমনার্জিবন্ম ।

ইন্দ্রিয়ানাং নিগ্রহঞ্চ শাস্ত্রতং দ্বিজসন্তম ॥ ৮ ॥

মহাভারতম্ ।

অর্থাৎ ক্রোধ মানবের পরম শত্রু, যিনি

ক্রোধ মোহ ভ্যাগ করেন, দেবতার। তাঁহাকেই

ব্রাহ্মণ বলেন (১) । যিনি সদাই সত্য কথা বলেন,

গুণজনকে সন্তুষ্ট করেন এবং কেহ অপকার

কবিলেও প্রতি হিংসা করেন না দেবতাবা

তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (২) । যিনি জিতেন্দ্রিয়,

ধর্মপরায়ণ, পবিত্র শাস্ত্র পাঠে অহুব্রত বাঁহা

বাহ ও অভ্যন্তর শুচি এবং যিনি কাম

ক্রোধাদি বিপ্লবগণকে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য করিয়া

ছেন, দেবতার। তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৩) ।

যিনি সমস্ত লোককে আশ্রয় দর্শন করেন,

যিনি ধর্মজ্ঞ, মনস্বী ও সর্বধর্মের অহুঠাতা,

দেবতার। তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন (৪) ।

যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও শ্রুত্যা

সারে দান করিয়া থাকেন, দেবতার। তাঁহাকেই

ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন (৫) । যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম

চর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্তভাবে বেদাধ্যয়ন

করেন, দেবতার। তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৬) ।

ব্রাহ্মণগণ সদাই সত্য কথা বলিয়া থাকেন,

কখনও তাঁহাদের মন মিথ্যার দিকে ধাবমান

হয় না (৭) । পবিত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন ইন্দ্রিয়সংযম,

আর্জিব, সত্যতা এই সকলই সুধিগণ ব্রাহ্মণের

লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সত্যের

উপরই শাস্ত্রত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত (৮) ।

“যেন পূর্ণমিবাকাশং ভবত্যেকেন সর্বদা ।

শূন্যং যেন জনাকীর্ণং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ১ ॥

অহেরিব গণাভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব ।

কুনপাদিব চ জীভ্যন্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ২ ॥

যেন কেনচিদচ্ছিন্নো যেন কেন চিদাশিতঃ ।

যত্র কচন শায়ী চ তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৩ ॥

ন ক্রোধো প্রজ্বলোচ্চ মানিতোহমানিতশ্চ যঃ ।

সর্বভূতেষ্বভয়দত্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৪ ॥

বিমুক্তং সর্বভূতেভ্যো মুনিমাকাশবং স্থিতম্ ।

অস্বমেকচরং শাস্ত্রং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৫ ॥

জীবিতং যন্ত ধর্মার্থং ধর্মোহর্ষর্থমেব চ ।

অহোরাত্রাশ পুণ্যার্থং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৬॥

নিরাশিবমনারম্ভঃ নির্গমস্বাভবমুত্তিম্ ।

নির্ম্মুক্তং বন্ধনৈঃ সর্বৈস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৭॥

মহাভারতম্ ।

অর্থাৎ বাঁহার নিকটে শূন্যাকাশ ও পূর্ণ

এবং বহুজনসমনাকীর্ণহান ও শূন্য, দেবতার।

তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (১) । যিনি এই বহুজন-

সমনাকীর্ণ সংসারকে সর্ববৎ, গিঠান্নজনিত সুখকে

নিরয়বৎ, জীসঙ্গকে শল্যবৎ জ্ঞান করেন,

দেবতার। তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (২) । যিনি

অতি সামান্য আহারেও তৃপ্তি বোধ করেন, অতি

সামান্য বসনেই তৃপ্ত হন এবং যথা তথ্য

শয়ন করিয়াই সুখ বোধ করেন, দেবতার।

তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৩)। যিনি সম্মানে আনন্দিত ও অপমাননে ক্রুদ্ধ না হন এবং যিনি জীবগণকে অভয়দান করেন, দেবতারা তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৪)। যিনি আকাশের ত্রায় নির্লিপ্ত, বাঁহার আপন পর ভেদ নাই, যিনি শাস্ত্র ও একাকী সর্বত্র বিচরণক্ষম দেবতারা তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৫)। ধর্মার্থেই বাঁহার জীবন, ঈশ্বরার্থেই বাঁহার ধর্ম এবং যিনি অহোরাত্র পুণ্যার্থেই অতিক্রম করেন, দেবতারা তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৬)। বাঁহার কোনও বিষয়ে উদ্যোগ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি স্ততি-বাণ্য বা নমস্কারে স্বখানুভব করেন না এবং যিনি সমুদায় বন্ধন হইতে নির্মুক্ত, দেবতারা তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন (৭)।

মহারাজ যুধিষ্ঠির অজগর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণের যে লক্ষণ বলিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অজগর। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির। সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অহিংসা, তপশ্চা ও দয়া বাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। বলা বাহুল্য যে যুধিষ্ঠিরের কথিত ব্রাহ্মণের লক্ষণ পূর্বোক্ত লক্ষণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

বাহার পবিত্র সত্ত্বগুণপ্রভাবে সত্য, ধর্ম, তপশ্চা, শাস্ত্র জ্ঞান শীল ও শৌচ পালন করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রক্ষা করেন, তাহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে ব্যক্তি রজোগুণ-প্রভাবে কামভোগাসক্ত, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী ও সাহসী হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত। বাহার রজোগুণ ও আংশিক তমোগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিনষ্ট করিয়া বণিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাই বৈশ্য নামে পরিচিত। আর যে নীচাশয়েরা সম্পূর্ণ তমোগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য

ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, হিংসা পরতন্ত্র, লুদ্ধস্বভাব, সর্বকর্মোপজীবী মিথ্যাবাদী ও শৌচপরিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারাই শূদ্র নামে পরিচিত। যে সমস্ত ব্রহ্মদত্তান পরমার্থ ব্রহ্ম-পদার্থ অবগত হইতে না পারে, তাহারাই ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানভ্রষ্ট, স্বেচ্ছা-চারপরায়ণ, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ স্বেচ্ছজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্তব্রাং চরিত্রের উৎকর্ষই ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও অপকর্ষই শূদ্রের লক্ষণ। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তমোগুণসম্পন্ন শূদ্রের ত্রায় ভ্রষ্টাচারী হইলেই সে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ,—

“শূদ্রে চৈব ভবেন্নক্ষং দ্বিজতচ্চ ন বিদ্যতে।”

ইত্যাদি মহাভারতম্।
অর্থাৎ যদি কেহ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া শূদ্রের ত্রায় লক্ষণসম্পন্ন হয়, তবে তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।

এখন দেখা যাউক যে ব্রাহ্মণ কি কি কদাচান সম্পন্ন হইলে সে পবিত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, শূদ্র্য প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে আছে—

“জন্মানা জ্ঞানতে শূদ্রঃ সংস্কারাচ্চ্যতে দ্বিজঃ।

বেদাভ্যাসাত্বেদ্বিপ্ৰো ব্রহ্মজ্ঞানাতি ব্রাহ্মণঃ॥”

অর্থাৎ জন্মকালে সকলেই শূদ্র থাকে, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে তাঁহাদিগকে দ্বিজ বলা যায়, বেদাভ্যাস করিলে তাঁহাদিগকে বিপ্র বলা যায় এবং ব্রহ্মকে জ্ঞানিলে, তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য হয়।

“যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্ত্রত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শূদ্রব্রহ্মাণ্ড গচ্ছতি সাধয়ঃ॥”

মহুসংহিতা।

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্ত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাধ্যয়নে যত্নবান হয়, তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্র প্রাপ্ত হয়।

“অগ্নিকার্য্যাং পরিভ্রষ্টাঃ সক্ষোপাসনবর্জিতাঃ ।
বেদকৈবানধীযানাঃ সর্বে তে বৃষাঃ স্ততাঃ ॥
চন্দ্রাবলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ।
অথোতব্যোহপ্যেকদেশো যদি সর্বং ন শক্যতে ॥
পরশর ।

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে
ভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহারা সক্ষ্য উপাসনাদি করে
না এবং যাহারা বেদপাঠে বিরত, তাঁহাদিগকে
বৃষ বলি যায়। অতএব যাহাদের বৃষ
হইবার আশঙ্কা আছে তাঁহাদের উচিত যে
নমস্বেদ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেও তাহার
একাংশ মাত্রও অধ্যয়ন করেন ।

“ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মহত্রেণ গর্ভিতঃ ।
তে নৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুকদাহতঃ ॥”
অত্রিসংহিতা ।

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া

ব্রহ্মহত্বে প্রাণ জন্ত গর্ভিত, সেই ব্রাহ্মণ সেই
পাপের নিমিত্ত বিপ্র পশু নামে অভিহিত হইয়া
থাকে ।

পবিত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ, আচার ব্যবহার
সম্বন্ধেও কি কি কদাচার প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ
স্বধর্ম্মবর্জিত হন, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ
সংক্ষেপে লিখিত হইল । ব্রাহ্মণের কর্তব্য-
কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ
আছে । বস্তুত এখন যে প্রকৃত ব্রাহ্মণের
অভাবেই হিন্দুজাতিরও হিন্দু-ধর্ম্মের এতদূর
অবনতি হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া
দিতে হইবে না । ব্রাহ্মণগণ যাহাতে শাস্ত্রমত
সুব্রাহ্মণ হইতে পাবেন, তাহার চেষ্টা করা
সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

শ্রীব্রাহ্মণ্যর কাব্যরঞ্জন ।

বিজয়ারহস্য ।

শবদেব অচ্ছসলিলে মঙ্গলময়ীর সূত্রায়মূর্তি
বিসর্জন দিলাম ; অতল-জলে অতুল-মূর্তি মগ্ন
হইল, যে চণ্ডীমণ্ডপ আনন্দময়ীর প্রতিমূর্তির
সৌন্দর্য্যচ্ছটায় পূর্ব্বকণে হাসিতোছিল ; এইক্ষণ
তাহা অবসাদে ম্লানমুখ । বৎসরাবধি যে বাসনা
ক্ৰমে পরিপুষ্ট হইয়া তিনদিন পূর্ণপ্রভায় প্রফুল্ল
হইয়াছিল ; আজ তাহা জগজ্জননীর সলিল-
গীলার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল । তথাপি
হাসিতেছি, গাইতেছি ও হর্ষালিঙ্গন করিতেছি
কেন ? আজ নিঃস্তুকভাবে বিরলে বসিয়া
বেলাপ করি না কেন ? আজ মহালক্ষ্মীর মন্দির
দর্শন করিয়া শবাসনার অধিষ্ঠান ভূমিকে মনে

করি না কেন ? শোকের সমুদায় উপকরণই
সজ্জিত ; কিন্তু আমরা শোকবর্জিত ; প্রত্নত
আনন্দে উন্মত্ত । কারণ কি ? কারণ, আজ
বিজয়া । শক্তিসঙ্কয়ের নিমিত্ত এতদিন যে
সঙ্কল্পসজ্জাত হইয়াছিল, অদ্য আদ্যাশক্তির অর্চনা
অবসানে তাহা পূর্ণ হইয়া বিজয়বাসনার
পর্য্যবসিত হইল । সেই চিরসঞ্চিত বাসনা
বিলীন নহে ; কিন্তু রূপান্তরে পরিণতমাত্র ।

ভাবিয়া দেখিতেছি যে, শক্তিসঙ্কয়ের জন্ত
আদ্যাশক্তির আরাধনা ; শক্তিসম্পন্ন হইলেই
বৈরিবিজয়ে বাসনা জন্মে ; সেই জন্ত দুর্গোৎ-
সবের অবসানে বিজয়োৎসব বা বৈরিবিজয়ার্থ

উদ্যোগ। দুর্গোৎসবের সহিত বিজয়োৎসবের
অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ; এই জ্ঞাত দুর্গোৎসবই অগ্রে
আলোচ্য।

এই সংসার প্রকৃতি বা পরম শক্তিকর্তৃক
পরিচালিত। পুরুষ বা শিব পদ্মপলাশবৎ নির্লিপ্ত
বা যোগযুক্ত উদাসীন হউন; তাহাতে ক্ষতি
নাই; কিন্তু প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সমুদায়
বিধানের নিদান। এই কারণ সেই শক্তিকে
বিশ্বজননী বা জগদম্বা বলে। যে শক্তির শত-
কোটি অংশের অণুমাত্র অংশ পাইয়া বিস্মদবহিঃ
প্রভৃতি ১টা ১টা পরিদৃশ্যমান পদার্থ—প্রকটশক্তি-
সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সেই সর্বশক্তির
আধার মহাশক্তির স্বরূপ যে কিরূপ, তাহা বাক্য
বুদ্ধির অগম্য। তবে যখন জগন্ময়ী পবিত্র ভক্ত-
বৃন্দের কার্যসিদ্ধির জ্ঞাত সমষ্টিরূপে আকৃষ্টা বা
আবিভূতা হইয়াছেন; তখন ১টা ১টা তদীয়
মূর্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। যথা—মার্কণ্ডেয়-
পুরাণে।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সৰ্বমিদং ততম্।

তথাপি তৎসমুৎপত্তির্লুপ্তা শ্রয়তাম্ মম ॥

দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থমাবির্ভবতি সা যদা।

উৎপন্নোতি তদা লোকে সা নিত্যাভ্যভিধীয়তে ॥

সেই আদ্যাশক্তি জগন্ময়ী; অর্থাৎ জগতের
স্তরে স্তরে বিরাজমানা; তন্ময় জগৎ শূচ্যাকারে
পরিণত; তিনি নিত্য। অর্থাৎ জন্মমৃত্যুবর্জিতা
সমভাবে অনন্তকালস্থায়িনী। তাহাইহলেও
বৈরিবিজয়বাসনাবিশিষ্ট দেবগণের কার্যসাধনের
নিমিত্ত আবিভূতা হইয়া উৎপন্ন বলিয়া পরি-
গণিতা হইয়াছেন।

যখন সুরপতি ইন্দ্র ও মহিষাসুরের পরস্পর
যুদ্ধ হয়; তখন মহিষাসুর-কর্তৃক দেবগণ নির্যা-
তিত হইয়া ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া শিব ও বিষ্ণুর
সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মহিষের অত্যাচার
নিবেদন করেন। তাহা শুনিতে শুনিতে দেব-

মণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া উঠেন; তাহাতে তাঁহা-
দিগের শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জ বহির্গত হয়;
তাহাই মহাশক্তির মূর্তিরূপে পরিণত।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সৰ্বদেবশরীরজম্।

একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং স্থিবা ॥

সপ্তশতী।

অনুপম, ত্রিলোকব্যাপী, সর্বদেবশরীরনিঃস্বঃ
সেই তেজঃ মিলিত হইয়া নারীরূপ ধারণ করেন।
এইক্ষণ বায়বীয় শক্তিসমূহ মিলিত হইয়া ঝড়
কারে দাঁড়াইল।

প্রকৃতি পুরুষে সংস্থষ্টা হইলে স্থাবর জন্ম
রূপী জগতের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রাদি প্রত্যেক
দেবের স্ব স্ব শক্তি স্ব স্ব দেবে আকৃষ্টা হইয়া
সমষ্টিভাবে একমাত্র নারীরূপে পরিণত
হইলেন।

বৈরিবিশ্বাসের জ্ঞাত নারী হইলেন বটে
কিন্তু নারীজাতির ও সমর সুলভ উপকরণ চাই
দেবগণ তাহা দিলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে—

শূলং শূলান্দ বিনিক্ষেপ্য দর্দো তন্ত্ৰৈ পিণাকধ্ব-

চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ ॥—

অন্তৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরামৃধৈস্তথা।

সম্মানিতা ননাদৌচ্যে সাউহাসং মুহুমূহঃ ॥

শিব স্বীয় শূল হইতে শূল ও বিষ্ণু স্বকীয় চ
হইতে চক্র নির্গ্মিত করিয়া দেবীকে দিলেন এ
অস্ত্রাস্ত্র দেবগণ বিবিধ অস্ত্রাভরণ দিয়া পূ-
করিলেন। মা এখন ভুবনবিপ্লবকারী দানবধ্বং-
জ্ঞা বিবিধ অস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া সিংহনা
দ্বারা মহিষাসুরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন
সমস্ত মহিষ সমরসজ্জায় উপস্থিত হইয়া
করিয়া নিহত হইল বটে; কিন্তু তদীয়
জগন্মাতার পদম্পর্শে পবিত্র হইয়া জগতের পু-
হইল। মা বলিলেন;—

এতাহ মুর্তিযু তথা পাদলগ্নো নৃণাং সদা ।
পূজ্যা ভবিষ্যসি ত্বং বৈ দেবানামপি রক্ষসাম্ ॥

কালিকাপুরাণে ।

মহিষ, তুমি আমার এই সকল মূর্তিতে চরণ
দ্বাখা কিয়া জগতের পূজ্য হইবে । পাপচারী
ত্রেই বিবেকিনী মাতার অগ্রিয় হয় ; কিন্তু পাপ
প্রফালিত হইলে সে মাতার মেহভাজন কেন
। হইবে ? দেবগণ জগদম্বার শোকরক্ষা ও
শঙ্কার পরিচায়ক সদভিসন্ধির উল্লেখ করিয়া
না তব বলিলেন ।

সপ্তশতী—

এভিহঁতৈর্জগদুপৈতি স্ত্বং তথৈতে, কুর্কস্ত
ান নরকায় চিরায় পাপম্ । সংগ্রামমুত্থা অধি-
ম্যদিবং প্রয়াস্ত মম্বৈতি নুনমহিতান্ বিনিহংসি
দবি ॥

এই সকল পাপী নিহত হইলে জগৎ নিরুপ-
ব হয়, এবং সমরে শরীর পাত করিয়া অক্ষয়
স্বর্গদানে বাড়ুক, আর কখন নরক গমনের জন্ম
পাপ না করুক ; এইরূপ বিবেচনা করিয়া না
নি শক্রগণকে বধ করিয়া থাক । মা, তোমার
দেহে ধৃত ।

এইরূপে বৈরিবিনাশ জন্ম আদ্যাশক্তি আবি-
র্ভূতা হইয়া শক্রসংহারে অস্ত্রে দেবগণের স্তবে
প্রীত হইলেন । সুরগণ বলিলেন, আবার আপদ
পস্থিত হইলে সুরগণ করিলে মা তুমি দেখা দিয়া
বৈরিবিনাশ করিবে । দেবী তখন বলিয়া
আকাশে লীনা হইলেন । আবার ঝড়বাত
মাঝ সমীরণাকারে পরিণত হইল । তৎপর
গং শত্ৰু ও নিশুন্ত নামক অম্বর-কর্তৃক পুন-
পক্রত হয় ও সুরগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন ।
হার্য পূর্ষ প্রতিক্রিয়া অম্বসারে স্তবদিদ্বারা
পরাজিতা মাতাকে স্মরণ করেন । ভগবতী
ভীষ্মতী হইয়া বিবিধ পারিবারিকশক্তি সৃষ্টি
রিয়া সশৈল শত্ৰু ও নিশুন্তকে সমরে দশান-

শায়ী করেন । দেবগণ পরমেশ্বরের স্তব করিয়া
পরিশেষে বর প্রার্থনা করেন ।

সপ্তশতী ।

প্রণতানাং প্রসীদত্বং দেবী বিশ্বার্থিহারিণি ।
ত্রৈলোক্য বাসিনামপি লোকানাং বরদাভব ॥

হে বিশ্ববিঘ্নহারিণি মাতঃ ! তুমি এই প্রণত
ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হও এবং ত্রিলোক-
বাসী জনগণকে বরদান কর । মা বলিলেন—
বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥

সপ্তশতী ।

হে সুরগণ ! তোমরা জগতের উপকারক যে
বর চাও, তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি ।

সুরগণ বলিলেন—

সর্ক্সাবাদাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যাখ্যাতিলেশ্বর ।
এবমেব স্বয়া কার্য্য অস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥

সপ্তশতী ।

হে পরমেশ্বর ! যাঁহাতে সমগ্র ত্রিলোকের
ছঃখ দূর হয়, আমাদের এইরূপ বৈরি বিনাশ
সাধন করিবেন, এই প্রার্থনীয় ।

দেবী বলিলেন—

ইংখং যদা যদা বাধা দানবাদ্যা ভবিষ্যতি ।

তদা তদা চ তীর্থ্যাং করিম্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥

সপ্তশতী ।

দানবগণ যখন এই প্রকার অত্যাচার
করিবে, তখন আমি অবতীর্ণ হইয়া বৈরি
বিনাশ করিব । ইহা বলিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা
হইলেন । এই দ্বিতীয় বৈরি বিজয়ের ক্ষত ছঃখ-
হারিণী ছর্গাদেবীর আবির্ভাব ।

একদা বৈরি বিপর্য্যস্ত, রাজভ্রষ্ট সুরগ রাজা
এবং ছরাচার পুত্র কলত্র কর্তৃক বিভাঙিত
সমাধিনামক বৈশ্ব নির্ঝরিত্তিতে অরণ্যে কালাতি-
পাত করেন, দৈবাৎ মেঘস্ নামক মহামুনির
সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় । মুনি তাঁহাদিগের দূর-

বহা শুনিয়া তাহা অপনয়নের জন্ত মহাশক্তি
শরণ লইতে উপদেশ দেন।

তামুপৈহি মহারাজশরণং পরমেশ্বরীম্।

আরাধিতাসৈব নৃণাং ভোগঃ স্বর্গাপবর্গদা ॥

সপ্তশতী।

হে মহারাজ ! সেই পরমেশ্বরীর আশ্রয় লও।

তিনি আরাধনাদ্বারা প্রসাদা হইলে ভোগ অর্থাৎ
ঐহিক সুখ, স্বর্গ অর্থাৎ পারলৌকিকে সুখ এবং
মুক্তি পর্যন্ত দান করিতে পারেন।

সর্বশক্তিমতী মাতা কেবল বাহু বৈরি
নির্যাতন করিয়া অর্থ ও কাম বিতরণ করিতে
পারেন, এমন নহে ; তিনি অধিকারি বিশেষে
আভ্যন্তরিক রিপুনাশপূর্বক স্বর্গ ও মুক্তি পর্যন্ত
দিতে পারেন। যে বাহা চাহিবে, তাহা দিবেন।

কালিকাপুরাণে—

বলে—

ক্লেশ্চৈবং পরমামাপ্নির্বৃত্তিঃ ত্রিদিবোকসঃ।

এবমষ্টৈরপি সদা কার্যং দেব্যাঃ প্রপূজনম্।

বিভূতি মতুলাং লক্ষ্য চতুর্বর্গকলপ্রদাম্ ॥

দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া দেবগণ বৈরি
বিনাশদ্বারা পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।
অন্ত লোকেও চতুর্বর্গ ফললাভের জন্ত জগ-
জ্জননীর পূজা করিবেক।

বাহা হউক, মহামুনি মেঘসেন কথাক্রমে
সুৰথ ও সমাধি দুর্গাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত
হইলেন।

তো তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ ক্লেশা ন্ত্রিঃ মহীময়ীম্।

অর্ধাঙ্গকৃত্তন্তাঃ পুষ্পপূপায়িতপ্ণৈঃ ॥

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্ননকৌ সমাহিতৌ।

দদতুতো বলিকৈব নিজগাত্রাস্তৃপ্তকিতম্ ॥

সপ্তশতী।

সুৰথ ও সমাধি নদীর চড়ায় দুর্গাদেবীর
মুময়ীমূর্তি নির্দাণ করিয়া সংযমী, উপবাসী ও
একাগ্রচিত্ত হইয়া পুষ্প, পূপ, হোম ও তর্পণদ্বারা

পূজা ও স্বীয় শরীরের শোণিত পর্যন্ত বলিদান
করিরাছিলেন। দেবগণের স্তব জপাদি দ্বারা
কেবল সাধিকী পূজা হইয়াছিল। সুৰথ ও
সমাধির বলিদান সম্বলিত রাজসী পূজা হইয়া
ছিল। জগজ্জননী পূজায় পরিতুষ্টা হইয়া বস
দিতে চাহিলে ভক্তদ্বয় বলিলেন :—

ততো বত্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশুজ জন্মনি।

অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাং ॥

সোহপি বৈশ্বন্ততোজ্ঞানং বত্রে নির্যিগ্নমানসঃ।

মতোহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতি কারকম্ ॥

সপ্তশতী।

রাজা বাহু বৈরি বিনাশ ও রাজ্যলাভ ও
ভাবি জন্মের জন্ত অক্ষয় রাজপদ প্রার্থনা করেন
এবং বিবেকী বৈশ্ব আভ্যন্তরীণ অন্তরায় অধ-
কার ও মমতার অবদান অন্তে মুক্তির কার-
তত্ত্বজ্ঞান চাহেন।

দেবী বলিলেন—

মল্লেরহোভিনুপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্যতে ভবান্।

হস্তারিপুনখালিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥

মৃতশচ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্মদেবদ্য বিবস্বতঃ।

সাবণিকো নাম মহর্ভবান্ ভূবি ভবিষ্যতি ॥

বৈশ্ব বর্ষ্য ত্বয়া যচ বরোহস্মতোহতিবাহিত্তিঃ।

তং প্রযচ্ছামি সংসিষ্টৈ তবজ্ঞানং ভবিষ্যতি।

সপ্তশতী।

মহারাজ, তুমি অন্নদিনের মধ্যে শত্রুহীন
নির্মূল করিয়া নিজ রাজ্যলাভ করিবে এবং
তাহার কখনও স্থলন হইবে না এবং মানবদের
অবদানে দিবাকর দেব হইতে পুনর্জন্মগ্রহণ
করিয়া সাবর্ণিক নামে গন্য হইবে। বৈশ্বক
শ্রেষ্ঠ, তোমার প্রার্থিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে।
মা ইহা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

জগন্মাতার মহিমা অপার। সুৰথকে তিনি
প্রার্থনাতিরিক্ত দেব ছন্দে মহত্ব পদ দিলেন
বৈশ্ব তুমুজি পাইলই। ক্রমশঃ—

হিন্দু-পত্রিকা ।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড
৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ।

১৩০২ সাল
১৮১৭ শকাব্দা ।

আষাঢ় ৩
শ্রাবণ ।

আমিত্বে প্রসার ।

তৃতীয় প্রবন্ধ ।

পঞ্চ-যজ্ঞ ।

আমিত্বেব প্রসাবই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য । আমিত্বেব সন্ধোচই সকল অশান্তির মূল । কিন্তু এই আমিত্বেব প্রসার তুচ্ছযোগী কার্য্যেই হ্রসিক হয় । তুমি আপনার “আমি” হুকু কে বত ক্ষুদ্র কবিতা তুলিতে ইচ্ছা কর তাহা কবিতা পাব, আবার উহাকে বত বৃহৎ করিতে ইচ্ছা কর তাহাও করিতে পাব । তুমিই তোমার নিয়ন্তা, তোমার আত্মাই তোমার আত্মার বন্ধ ও বিপ্লু । তুমি তোমার খাব কার্য্যে তোমাকে দেবতায় বা পশুতে পরিণত করিতে পার । যদি উদ্ধদিকে গমন করিতে চাও, যদি “আমি” কে প্রসাব করিতে চাও, যদি দেবতা হইতে চাও, তাহা হইলে নিয়মের অধীন হও, আত্মসংযম শিক্ষা কর ; আর যদি নিম্নদিকে গমন করিতে চাও, যদি “আমি” কে সন্ধোচ কবিতা চাও, যদি পশুতে পরিণত হইতে চাও, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচার বৃত্তি অবলম্বন কর । নিয়মই উৎকর্ষের এবং স্বেচ্ছাচারই অপকর্ষের সোপান । নিয়মবিহীন জীবন কখনও উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে না । সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা

এইজন্ত বিবিধ নিয়মের বিধান করিয়া গিয়াছেন । দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিবাহ ক্রমে আমিত্বেব প্রসারোপযোগী হয়, তাহা সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি । সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয় । ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ ।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ ।

হোমনো দৈববলিভৌতো নৃযজ্ঞো অতিথিপূজনম্ ॥

(মনু ৩।৭০)

অধ্যাপনকে ব্রহ্ম বা ঋষিযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেবযজ্ঞ, বলিকে ভূত যজ্ঞ, অতিথি সেবাকে নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ বলে । একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে কর্তব্যমাত্রই সনাতন শাস্ত্রকারেরা যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেন । মানব জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য । সাধারণতঃ অনেকে যে মনে করেন আহার বিহার প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সেটা ভ্রমপূর্ণ । আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সহিতই আমার নিজের ও অপরের হিতাহিতের

যনিষ্ঠ সধক্ষ্য রহিয়াছে। ঈশ্বৰোপাসনা প্রভৃতি কয়েকটি কার্য, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ ধর্ম্যকার্য বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি, তাহাই যে কেবল ধর্ম্য কার্য তাহা নহে। মানবের প্রত্যেক কর্তব্যই ধর্ম্যকার্য। বস্তুতঃ ধর্ম ও কর্ম একই কথা। যাহা মানবের অমুষ্ঠেয় তাহাই যজ্ঞ। এইজন্ত অধ্যাপনা, তর্পণ, হোম, বলি, অতিথিসংস্কার সমুদায়ই যজ্ঞ।

ভগবদগীতার দৃষ্ট হয়:—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।

স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতনঃ সংশিতততাঃ ॥

সংশিতব্রত যতিগণ দানযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্মজ্ঞান বিজ্ঞিতান্ সর্বানৈবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষসে ॥

এইপ্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদে বিহিত আছে, তৎসমস্তই কর্মজ্ঞ বলিয়া জানিবে, এই জ্ঞান লাভে তুমি মুক্তিলাভ কবিতো পাবিবে। জীবনে আমরা যে সমুদায় কার্য করি, তাহার প্রত্যেকের সহিত যে ধর্ম্যধর্মের সম্বন্ধ আছে, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা কর্তব্য। উন্নত জীবন এমনিভাবে নিয়মিত হয় যে উহার প্রত্যেক কার্যকেই যজ্ঞ অর্থাৎ ধর্ম্যানুষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যে কার্যে আত্মার হিত হয়, তাহাতেই জগতের হিত হয়, যাহাতে জগতের হিত হয়, তাহাতেই আত্মার হিত হয়, যাহা স্বার্থ তাহাই পরার্থ, যাহা পরার্থ তাহাই স্বার্থ, তাহাই ধর্ম, তাহাই যজ্ঞ। শাস্ত্রোক্ত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের জড়বুদ্ধি নষ্ট হয়, আত্মার বিকাশ হয়, বিশ্বজগতের হিতের সহিত স্বীয় হিতের বিরোধ তিরোহিত হয়।

হিন্দুর জীবন চারিভাগে বিভক্ত, এক একটি

বিভাগ এক একটি আশ্রম নামে অভিহিত হইয়া থাকে; ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বান-প্রস্থাস্রম ও ভিক্ষু আশ্রম। মানব জীবনের আয়ু শতবর্ষ ধরিয়া প্রত্যেক আশ্রমকাল পাঁচিশ বৎসর লওয়া যাইতে পারে। জগতের হিত যাহার জীবনের ব্রত, আত্ম হিতসাধনই তাহার প্রধান কর্তব্য। সংসারে প্রবেশের পূর্বে স্বীয় শরীর বলিষ্ঠ না হইলে, চিন্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না হইলে, ইন্দ্রিয়াদি সংযমের ক্ষমতা না জন্মিলে, সংক্ষেপতঃ বিবিধ শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত না হইলে, কোন ব্যক্তিকেই সংসারে প্রবেশ করিয়া জগতের কোন মঙ্গল সাধন কবিতো পারেন না। অসংযতচরিত্র, দুর্বলকায়, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদ্বারা কোন কালে কোন কার্য হয় নাই, হইবেও না। এইজন্ত ব্রহ্মচর্যের বিধান। ব্রহ্মচর্যাবস্থায় অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে ও গুরুগৃহে বাস করিয়া সর্ব বিষয়ে গুরুর আজ্ঞানুবর্তী হইতে হইত। গুরুর আজ্ঞা ব্রহ্মচারী কেবল অধ্যয়ন করিতে বাধ্য ছিলেন না, নতুবা সমুদায় বিষয়েই গুরু আদেশ বিনা তর্কে তাহার শিরোধার্য্য কবিতো হইত। ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি কেবল আত্মোন্নতির প্রতি, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ করিলেই তাহার কার্যক্ষেত্র পরিবর্তিত হইল। ব্রহ্মচর্যাবস্থায় যে দৃষ্টি কেবল আত্মোন্নতিতে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিজনকে অত্যাশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগেতেও অতিথি, দীন, দুঃখী দরিদ্রাদিতে প্রসারিত হইল। যখন বেশ পলিত হইল বা পুত্রের পুত্র বা পৌত্রের মুখ দৃষ্ট হয়, তখন সনাতন শাস্ত্রানুসারে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাস্রম গ্রহণ করিতে হয়। তখন সতীক বা একাকী অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অরণ্য বলিলে সিংহ, ব্যাঘ্র

প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সমাকুল কানন বৃক্ষিতে হইবে না। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি যে সমুদায় স্থানেব উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, উহাতে জনাকীর্ণ নগরের বিলাস ছিল না বটে, তাহা প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু উহা এত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যোপূর্ণ ছিল যে উহা ফলপুষ্প স্রশোভিত স্নগীতল নিভৃত নিকুঞ্জসদৃশ হইত। কোন স্থানে নৃযুব নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে কোকিল কুহববে অমৃতবর্ণন করিতেছে, কোন স্থানে-মৃগাদি আশ্রমপশু চরিতেছে, কোন স্থানে পদ্ম-স্রশোভিত সরোবরে নানাবিধ জলচর পক্ষীরা ক্রীড়া করিতেছে। এই নিভৃত স্থানে আশ্রমবাসীরা সর্বপ্রকার বিলাস পবিত্রাগ কবিয়া, সংসারের সর্বপ্রকার জালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানের আলোচনা কবিতেন এবং বিশ্বের হিতকর কার্য্যের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন কবিয়া দিতেন। বেদের আরণ্যকাংশ যাহাব সাধারণ নাম উপনিষৎ এবং যাহা পাঠে সংস্কৃতানতিজ্ঞ সোপেনহপার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং উহা জগতের মধ্যে একমাত্র উপাদেশ পদার্থ, জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র শাস্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই সমুদায় গ্রন্থ এই সমুদায় অগণ্য রচিত হইত। জ্যোত্স্ন অতিথি আদি প্রতিপালন কবিয়া স্বাম্মাকে অধিকতর উন্নত করিয়া বানপ্রস্থশ্রমী এইক্ষণ এই সমুদায় অরণ্যে বাস করিয়া কেবল বিশ্বের মঙ্গল চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতাণী মফ্লামুলার সাহেব লিখিয়াছেন যে গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্ত সভ্যতাভিমাত্রী ইউরোপের জনাকীর্ণ নগরানেকা ভারতের অরণ্য সমূহ অধিকতর উপযোগী ছিল। বনপ্রস্থশ্রম শেষ হইলে ভিক্ষু নির্দিষ্ট বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সঙ্কল্প বজ্জিত

হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লীন হইতেন। ব্রহ্মচারীর উপাধিবিশিষ্ট মনিন “আমি” ক্রমে বিবিধ যজ্ঞ বা কর্ম্মের দ্বারা বিস্কৃতলাভ করিয়া এইক্ষণ পরব্রহ্মের “আমিতে” পরিণত হইতে চলিল।

আমিষের প্রসারের জন্ত চতুর্দিক আশ্রমেই সনাতন শাস্ত্র বিবিধ অমুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন। গৃহস্থশ্রমের পক্ষে পঞ্চযজ্ঞামুষ্ঠান ঐ বহুবিধ বিধানের মধ্যে একটি বিধান। কেবল নিজে বিধান হইলে চলিবে না। ব্রহ্মচর্যা-বস্থায় গুরুরূপায় যে বিদ্যালভ করিয়াছে, তাহা অজ্ঞকেও বিতরণ করা চাই। জ্ঞানের বৃদ্ধি করা চাই। ঋষিগণের প্রণীত গ্রন্থ সমুদায় পাঠ করিয়া তুমি তাহাদিগের নিকট যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছ, ঋষিগণ ঐ ঋণের জন্ত আর কিছু চাহেন না, কেবল চাহেন যে তুমি যাহা নিজে অধিকার কবিয়াছ, তাহা অপরকেও দেও। আমিষেব প্রসারেই মঙ্গল, পরোপকারেই আত্মার মঙ্গল ইহাই ভগবানের বিধান। যে মুহূর্ত্তে তুমি পরোপকারব্রত হইতে পরাশ্রুত হইলে, সেই মুহূর্ত্তেই কল্যাণ তোমার নিকট হইতে দ্রুবে পলায়ন করিল। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবিধক্লেশ ও বহুব্র লভ্য শাস্ত্র হইতে অপরকে বঞ্চিত করিলে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি নিজে ও তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে, আলোচনাভাবে তুমি ও জ্ঞান বিজ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে। অজ্ঞানবশতই স্বার্থে ও পরার্থে বিবোধ দৃষ্ট হয়, জ্ঞানের বিকাশ হইলে উহা আব থাকে না। এই অধ্যাপনাকে ব্রহ্মযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞাদি বিবিধ নামে বুধগণ অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু যে দেশে অধ্যয়ন নাই, সে দেশে অধ্যাপন কোথা হইতে আসিবে। যে দেশ স্ববর্ণোপম ব্রাহ্মণ্য পদতলে দলিত করিয়া গিলটিকণ অল্পকরণেই সন্মুখ এবং উহাই যথার্থ

সুবর্ণ বলিয়া বৃথাভিমানো মত্ত, যে দেশ বহুকাল হইতে স্বাধ্যায় বিস্মৃত হইয়া তমপূর্ণ স্বার্থ প্রণোদিত আচারকেই বেদাদির স্থান অধিকার করিতে দিয়াছে, সে দেশে ব্রহ্মযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ বা স্বাধ্যায় যজ্ঞের কথা উল্লেখ যে অরণ্যে রোদন মাত্র তাহা বেশ বুঝিতে পারি, তবুও যে রোদন করি, তাহার কারণ এই যে রোদন না করিয়া থাকিতে পারি না। হৃদয়ে এক হৃদমনীয় বেগ, যে বেগ প্রকাশ করা যায় না, কেবল হৃদয়েই অম্লভব করা যায়, তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই মধ্যে মধ্যে রোদন করি। উহা শ্রবণে সমাজের বর্তমান অবস্থার প্রতি কি কাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না?

কেবল নিজে উদরপূর্ণ করিলে চলিবে না, অভুক্ত ব্যক্তিমাংসেই গৃহে উপস্থিত হইলে নিজে অনাহারী থাকিয়াও তাহাকে আহার করাইতে হইবে। সনাতন শাস্ত্রের এই স্নানর আদেশ এইক্ষণ এদেশে অতি অল্পলোকেই মান্য করিয়া থাকেন। কালের যেরূপ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় আর কিছু দিন পরে অতিথিসেবা ব্যাপারটি কি তাহা হিন্দু-সনাতনদিগকে বৈদিকভাষার জায় নানাবিধ ভাষা টীকা দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। আজ কালকার বাবুরা ভিক্ষাপ্রদানে দেশের অলসতা বৃদ্ধি করা হয় বলিয়া মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন। তাহাদের মত উপার্জনক্ষম অথচ ভিক্ষা ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়াও কর্তব্য নহে। তাহাদের একথা কিছু অমুক্তি কর নহে, কিন্তু উহাই ব্যপদেশ করিয়া কি যথার্থ দয়ার পাত্রকেও মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া অকর্তব্য? বাহাদিগকে উক্তরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায়, তাহাদিগের দ্বারে দীন হৃদীকেও মুষ্টিভিক্ষা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। গৃহে আহারীয় বস্তু থাকিলে

অতিথিকে তাহা দিতেই হইবে, গৃহে অন্ন না থাকিলে—

তৃণানি ভূমিরুদ্ধকং বাক চতুর্থী চ স্নাতা।

এতাত্তপি সতাংগেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

ধার্মিকের গৃহে উপবেশন বা শয়নের আসন, বিশ্রাম স্থান, উদক এবং প্রিয় বচনের কখনও অভাব হয় না। অন্ন থাকিলে তাহা অবশ্যই দিতে হইবে। এক উপার্জনক্ষম গৃহস্থ অগ্র গৃহস্থের গৃহে প্রতিদিন যে আহার করিবে, একপ বিধান সনাতন শাস্ত্রেও নাই, এবং পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমानी যাহারা আলস্য প্রশ্রয়ে আশঙ্কায় ভিক্ষাদি দেওয়া রহিত করিয়াছেন, তাহা তাহাদের নূতন আবিষ্কার নহে। অতিথি শব্দের অর্থেই উহা ক্ষুট রহিয়াছে। “অনিত্যাবস্থানমবিদ্যাতে দ্বিতীয়া তিথিরন্ত্রুতি অতিথিরূচ্যতে” অনিত্যাবস্থানহেতু যাহাব পক্ষে দ্বিতীয়া তিথি নাই, তিনি অতিথি। কিন্তু অভুক্ত ব্যক্তি, চাই তিনিই ধনীই হন বা দরিদ্রই হন, তিনি আহাবের সময় তোমার গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহাকে আহার করাইতেই হইবে। প্রত্যেক মানবজীবন যে অগ্র মানব জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ এবং প্রত্যেক মানব যে মানবসমাজ সমষ্টির একাংশমাত্র। অতিথিসংস্কার বিধি তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। এই শরীরটি রক্ষার জন্ত যেরূপ তোমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টি চাই, সেইরূপ মানবসমাজ রক্ষার জন্তও তোমার প্রত্যেক মানবের হিতের প্রতি দৃষ্টি চাই। একাঙ্গের বিনাশ বা বিকৃত অবস্থা হইলে যেরূপ তাবৎ অঙ্গের অনিষ্ট সংঘটিত হয়, মহা সমাজেও তদ্রূপ ব্যক্তি বিশেষের অহিত হইলে, সমগ্র সমাজের অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক জীবনই অপর জীবনের দ্বারা রক্ষিত। তোমার “আমি” যদি কেবল তোমার “আমি” লইয়া থাকে, তাহাই হইলে কালে তোমার “আমি” ও অমঙ্গলে

ভিত না হইয়া পারে না। অতিথি সেবারা
রের ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণার স্থায়
নি করিতে শিক্ষা দেয়, আত্মপূর ভেদ জ্ঞান
করিয়া দেয়, আমিত্বের প্রসার করিয়া দেয়।
এই বিশ্বজগত রক্ষাহুত্রে মণির স্থায় প্রতিষ্ঠিত।
জন্ম কোন একটি পদার্থ স্থানচ্যুত হইলে,
মৃত্যু পদার্থও স্থানচ্যুত হইবে। মানব যতই
বিশ্বের গুঢ় নিয়মের অনুবর্তী হইয়া আপনাকে
নিয়মিত করিতে পারে, ততই সে অভ্যুদয়ভাগী
হয়। গায়ক স্বীয় স্বর নিয়মিত করিবার জন্ত সপ্ত
সংস্কৃত কোন যন্ত্রেব সাহায্য গ্রহণ করেন,
এবং উহার যড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম,
ধৈবত, নিষাদ প্রভৃতির সহিত স্বীয় কণ্ঠের
যড়জাদির বিভিন্নতা যত কম কবিত্তে পারেন
ততই তিনি উৎকৃষ্ট গায়ক হন। মানবও সেই-
রূপ বিশ্বজীবনের সহিত স্বীয় জীবনের বিরোধ
যত কম করিতে পারেন, ততই তিনি অভ্যুদয়-
ভাগী হন। মানবেল ব্যক্তিগত জীবনের সহিত
মানবসমাজ-জীবনের বিরোধ দূর করা যেক্ষেপ
প্রত্যেক মানবেল কর্তব্য, মানবজীবন-সমষ্টিও
সেইরূপ বিশ্বজীবনের সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে
মানবজীবনের হিতের সহিত বিশ্বজীবনের হিতের
বিরোধ দূর করাও অবশ্য কর্তব্য। এইজন্ত
মানবেল পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির প্রতিও
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রত্যেক মনুষ্য যেক্ষেপ মনুষ্য
সমাজের একাঙ্গমাত্র, তদ্রূপ মনুষ্যও বিশ্বের
একাংশমাত্র। এই বিশ্বের কোন এক অঙ্গের
ক্ষতি হইলে, অপরাপব অঙ্গের অহিত না
হইয়া পারে না। বিষয়টি বড় ছক্কা, আমার
সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা ইহার বিশদ ব্যাখ্যা
অসম্ভব, তবে গুরুতর অঙ্গগ্রহে যতটুকু বুঝিতে
পারিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি
রাত্র। প্রত্যেক মানবেল যেক্ষেপ অপর মানবের
প্রতি কর্তব্য আছে, সেইরূপ বিশ্ব তাবৎ

পদার্থের প্রতিও কর্তব্য আছে। মানব জীবন-
রক্ষার জন্ত আমাদের বহুবিধ পদার্থের আবশ্যক।
আহার চাই, রোগগ্রস্ত হইলে ঔষধ চাই, বাস-
স্থান চাই, পরিধেয় বস্ত্র চাই, নানাবিধ স্নেহজ
চাই, নানাবিধ দুর্গন্ধ দূর করা চাই, ঐরূপ
অত্যাশ ইঞ্জিয়ার পরিতৃপ্তির জন্ত বিবিধ পদার্থ
চাই এবং ঐ সমুদায় ইঞ্জিয়ার অতৃপ্তিকর বিবিধ
অস্ত্রাশ দূর করা চাই, গমনাগমনের জন্ত যান
চাই ইত্যাদি। এইরূপ অসংখ্যকান করিলে প্রতীয়-
মান হইবে যে তোমার জীবন বিশ্বস্থ অত্যাশ
তাবৎ জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্কন্ধ সংবন্ধ। যে
মুহূর্ত্তে তুমি সেই সংস্কন্ধের বিরোধী কোন কার্য
করিলে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি অকল্যাণভাগী
হইলে, যে মুহূর্ত্তে তুমি বিশ্বজীবনের সহিত স্বীয়
জীবন মিলাইয়া না চলিলে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি
বিনাশ আহ্বান করিলে, যে মুহূর্ত্তে তুমি আদর্শ
বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তান ছাড়িলে, সেই
মুহূর্ত্তে তোমার স্বর আর কর্তৃত্ব করিতে
পারিল না। যদি বল যে বিশ্বের অনেক জন্ত
বা উদ্ভিদের জীবনের সহিত মানব জীবনের
বিরোধ ভিন্ন সমস্বয় হইতেই পারে না, সে
তোমার ভ্রম, জ্ঞানের অভাব। যতই বিজ্ঞানের
বিস্তার হইবে, যতই মানব বিশ্বের মূলতত্ত্ব
অবগত হইবে, ততই বিরোধ নাই দৃষ্ট হইবে,
ততই মানব দেখিতে পারিবে যে তাহার জীবন
বিশ্বজীবনের একাংশমাত্র। ভূতযজ্ঞ বা বলি
মানবজীবন যে বিশ্বজীবনের একাঙ্গ তাহাই
বুঝাইয়া দিতেছে। যিনি সন্মুখতে আত্মা
দেখেন এবং আত্মাতে সর্বভূত দেখেন তিনিই
সনাতন শাস্ত্রানুসারে পণ্ডিত। এই ভূতযজ্ঞ
নিম্নলিখিত প্রকারে সম্পাদন করিতে হইত।
অথ বলীন্ হরেৎ, বাহতোবাস্তুরী সচুমিং কৃষা।

গোভিলগৃহস্থত্র।

অর্থাৎ দেবযজ্ঞের পর, বাহতঃ অগ্নিগৃহের

বাহিরে, অন্তঃ, বা অগ্নিগৃহের মধ্যে, সতুমিং কৃত্বা
মার্জনাদিদ্বারা ভূমি পরিষ্কার করত বলীন্ হরৎ

পশুপক্ষী পিপীলিকাদির আহার দানরূপ বনি-
কার্য সম্পন্ন করিবে।

ক্রমশঃ—

কণ্ঠচিদ্ পরিব্রাজকত্ব।

পঞ্চদশী ।

পূর্বপ্রবন্ধ ২০ পৃষ্ঠার পর ।

এই স্থানে পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সত্যজ্ঞানই জ্ঞাত। সর্বকালে সর্বাবস্থায় এক এবং অদ্বিতীয় স্বীকার করিলেও ঐ জ্ঞান বা জ্ঞাতাকে আনন্দময় বলিব কেন? ইহার উত্তর উক্ত নবম ও দশমশ্লোকে যাহা আছে তদপেক্ষা বিশদভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে পাঠক-গণের একটু গভীর চিন্তা করিতে হইবে। ঐ নবম ও দশমশ্লোকে যাহা আছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে; আমরা আত্মীয়, স্ত্রীপুত্র, পিতা মাতা বন্ধুবর্গের প্রণয়, মেহ ও ভক্তজ্ঞানিত যে সুখানুভব করি, সে সুখ সেই আত্মীয়বর্গের সুখের নিমিত্ত নহে; উহার মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মসুখ এমন কি ঐ স্ত্রীপুত্রাদিকে সুখী দেখিলেও যে সুখানুভব করি তাহাও নিজের আত্মার সুখের জন্ত। আত্মা সুখ ভিন্ন কখনই দুঃখ চাহে না; ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুখই আত্মার স্বরূপ ধর্ম্ম; ভাবান্তরে বলিতে হইলে আত্মাই সুখময়। বাহ্যবিষয় সম্পর্শেও আত্মা স্বরূপ অবস্থায় (সুখী) থাকিতে চাহেন। বাহ্যবিষয় কষ্টাদ্বার আবির্ভাব হইলেও ঐ আবির্ভাবের মধ্যে কর নহে, তাহাতেই আত্মা সুখী থাকিতে যথার্থ দয়ার পাত্ররূপদার্থজনিত সুখ চাহেন, অকর্তব্য? বাহাদিগকে ঐ বিষয়জনিত জ্ঞানানু-পরিচয় প্রদান করিতে দেখিলে বিষয়ের আবির্ভাবই দ্বারে দীন দুঃখীকেও মুষ্টিভিঃ পটঙ্গান, পুত্রজ্ঞান, দেখা যায় না। গৃহে আহার

অজ্ঞানতা, ঐ অজ্ঞানতারূপ আবির্ভাবের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও ঐ বিষয়জনিত জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান অনুভব করেন; সেইক আত্মা সুখময় কিন্তু বিষয়ের আবির্ভাবই দুঃখ, ঐ দুঃখরূপ আবির্ভাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও দুঃখ সংমিশ্রিত (অর্থাৎ বিষয় সম্পর্শজনিত) সুখানুভব করিতে চাহেন দুঃখানুভব করিতে চাহেন না, তবে বাহ্যবিষয় আত্মাকে যেক্রমে অজ্ঞানতার আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ দুঃখেও আচ্ছন্ন করি রাখে, তৎসত্ত্বেও আত্মা বিষয়জনিত জ্ঞান সুখানুভব করিতে চাহেন যেমন বিষয়বিঃ জ্ঞানের বিষয় ছাড়িয়া দিলে আত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সেইরূপ বিষয়মিশ্রিত সুখের বিঃ ছাড়িয়া দিলেও আত্মা আনন্দস্বরূপ। ইতিপূর্বে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, জ্ঞাতবস্তুর অভাব জ্ঞানের অভাব হয় না। যেহেতু নিদ্রাকালে অজ্ঞানাবস্থায় সুখে নিদ্রা যাইতে ছিল এই অজ্ঞান অবস্থার সুখস্বত্বিমাত্র থাকে নিদ্রাকালে বিষয়জনিত আবির্ভাব না থাকায় আত্মা স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়েন, এতাবস্থায় জ্ঞাতবস্তুর অভাবে জ্ঞানই যে আনন্দে পর্যবসিত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। মন ক তুমি একটা ঘোর বিপদে পড়িয়াছ কিবা কেও ওকৃত্তর শোক দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়াছ, সেই বিপদ বা শোক দুঃখ যে বিষয়বলম্বনে উৎপন্ন হয় তাহা দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা

নসক্রে প্রবিষ্ট হয় এবং উহাই শোক হুঃখ-
 ১ মনের ভাব বিশেষে পরিণত হয়; ইহার
 ২ ত তাৎপর্য চতুর্থাধ্যায়ে বৈতবিবেক
 ৩ খ্যাকালে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।
 ৪ হউক ঐ মনোভাবই জ্ঞাত বিষয়, ঐ
 ৫ নাভাবকে জ্ঞাতা অনুভব করেন বা, ঐ মনো
 ৬ ব জ্ঞাতাকে আচ্ছন্ন করে কিন্তু নিদ্রাকালে
 ৭ জ্ঞাত বিষয়ের অভাব হইলে জ্ঞাতা ঐ শোক
 ৮ হইতে মুক্ত হন এবং ক্রিয়াকাল স্বরূপ
 ৯ স্থায় অবস্থান করেন, ঐ স্বরূপ অবস্থাই
 ১০ বা ব্রহ্মানন্দ। এইস্থলে প্রশ্নসত্তা: একটা
 ১১ ক্রতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, যদি বিষয়ই
 ১২ জ্ঞানের আবরণ বা অজ্ঞানতার কারণ
 ১৩ ব সেই বিষয়ের অভাবে আত্মার জ্ঞানের
 ১৪ কাশ হয় কেন? অর্থাৎ আত্মা সূক্ষ্মপ্তিকালে
 ১৫ জ্ঞানাবরণে আচ্ছন্ন হয়েন কেন? আবার
 ১৬ প্তিব ঐ অজ্ঞানাবরণের মধ্যে কেবল নিদ্রার
 ১৭ প্তি স্থত্বত্বিত্যতীত স্বরূপানন্দ অনুভব হয়
 ১৮ কেন? যদি সূক্ষ্মপ্তির আবরণে স্পষ্ট জ্ঞানানন্দ
 ১৯ অনুভবই না হয় তবে নিদ্রাকালে উক্ত ব্রহ্মা-
 ২০ নাপেক্ষা বিষয় স্থখই বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়টির
 ২১ ক্রত মীমাংসা আমাদেরই হইয়া বিষয়-কীট
 ২২ বের ধারণা করা অতীব কঠিন। যে বিষয় অব-
 ২৩ েনে আমাদের বাহ্যজ্ঞানের বিকাশ হয় সে বিষয়
 ২৪ থা এবং নিদ্রাকালে যে জ্ঞানানন্দ আমরা
 ২৫ অনুভব করিতে পাবি না তাহাই সত্য। ইহা
 ২৬ ধনত: আকাশ কুসুমের স্তায় বোধ হয়, কিন্তু
 ২৭ তবিক উহা আকাশ কুসুম নহে। আজকাল
 ২৮ ক্রিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই ভগবদ্গীতার
 ২৯ তান্ত্র আদর করিয়া থাকেন এবং উহা অতি
 ৩০ গর্ভ উপদেশপূর্ণ পুস্তক বলিয়া স্বীকার
 ৩১ রন, ঐ গীতার ২য় অধ্যায়ে, ৩৯ শ্লোকে
 ৩২ ত আছে :—
 ৩৩ নিশা সর্কভূতানাং তস্তাং আগর্ভি সংযমী।

যস্তাং আগর্ভি ভূতানাং সা নিশা পশ্চতো মূনে: ॥
 বঙ্গার্থ। যাহা সাধারণ লোকের রাজি বা
 নিদ্রাস্বরূপ সংযমীগণ তাহাতেই আগর্ভিত
 থাকেন এবং যাহাতে সাধারণ জনগণ আগর্ভিত
 থাকেন তাহাই সংযমীগণের নিশাস্বরূপ।
 ইহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, আমাদের
 ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় জ্ঞানই
 আগর্ভিত ও স্বপ্নাবস্থা, ঐ বিষয় জ্ঞানের অভাবই
 আমাদের নিদ্রা, ঐ নিদ্রাকালে আমরা অচেতন
 থাকি, নিদ্রাকালে আত্মা যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ
 করেন তাহা আমাদের মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির
 অতীত। ঐ মনবুদ্ধি তাহা অনুভব করিতে
 পারে না এইজন্য স্মৃতিতে তাহার ছাপ অঙ্কিত
 হয় না। কিন্তু সংযমী বা যোগীগণ ইচ্ছামত
 বাহ্যবিষয় হইতে মনবুদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া
 লইয়া যখন তুরীয় বা সমাধি অবস্থার আত্ম-
 ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মানন্দ বা স্বরূপ
 জ্ঞানানন্দ উপভোগ করেন তখন প্রকৃতপক্ষে
 তাঁহাদের মনবুদ্ধিই বাহ্যবিষয় হইতে অপসৃত ও
 আত্মভাবাপন্ন হইয়া ঐ আত্মব্রহ্মৈক্য জ্ঞান অমু-
 ভব করিতে সক্ষম হন ও আত্মা যে ব্রহ্মানন্দ
 উপভোগ করেন, মনবুদ্ধি তাহা অনুভব করিয়া
 স্থূল মস্তিষ্কজাত স্মৃতিগটে তাহা অঙ্কিত করিতে
 পারেন। প্রকৃতপক্ষে বিষয়জ্ঞানের সম্বন্ধে
 সূক্ষ্মপ্তি ও সমাধি একই পদার্থ, তবে সমাধিস্থলে
 মন ও বুদ্ধির সহিত আত্মা বাহ্যবিষয় হইতে
 অপসৃত হইয়া পরম কারণে লীন হয়েন; কিন্তু
 নিদ্রাকালে আত্মা স্থূল সূক্ষ্মদেহাভিমান পরি-
 ত্যাগ করিয়া স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হন, স্মৃতরাং
 মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহাস্তর্গত
 বিধায় উহার তৎকালে আত্ম-জ্যোতি প্রাপ্ত না
 হওয়ায় জড়বৎ হইয়া পড়ে। এইজন্য ঐ অবস্থা
 স্থূল মস্তিষ্কজাত স্মৃতিতে আসিতে পারে না।
 যোগসিদ্ধ হইলে মনের জড়ত্ব দূরীভূত হয় তখন

মনবুদ্ধি বিরাট মনের অন্তর্ভূত অর্থাৎ মহত্ত্বের পরিণত হয়। যোগীগণের সমাধি ভঙ্গ হইলেও উক্ত অমৃতভব সেই জ্যোতির্ময় নির্মল মনবুদ্ধির সহিত স্থূল মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছে অর্থাৎ স্মৃতিতে তাহার ছাপ অঙ্কিত হয়, এইজন্ত তাহা স্মৃতি বহির্ভূত হয় না। ঐ সমাধিকালেও পূর্ন-সংস্কার বশাৎ পার্থিব আশির অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না, তবে ব্রহ্মানন্দের সহিত উহা একীভূত হয় অর্থাৎ জলবিন্দু স্বয়ং সমুদ্রে পরিণত হয়, সমুদ্রে জলবিন্দুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। এই বিষয়টা পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্তরে হঠাৎ প্রবিষ্ট হওয়া কঠিন, যেহেতু তাঁহারা মস্তিষ্কজাত মনের (Brain Mind) অতীত কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বা ঐ ক্ষুদ্র মন ব্যতীত বিরাট মনের অংশস্বরূপ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিমানস যে প্রচ্ছন্নভাবে আছে তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। এই স্থানে বিরাট মন শব্দটা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিবেন এবং প্রবন্ধ লেখককে নিতান্তই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিবেন। যদিও এই পঞ্চদশীর পরবর্ত্তী অধ্যায়ের শ্লোক ব্যাখ্যার সময়ে ঐ বিরাট মনের বিশদ ব্যাখ্যা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে তথাচ আশু তাঁহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয় এইজন্ত ঐ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছই একটি বিষয় বলা আবশ্যক। পাঠকগণ এই অনন্ত বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টি করিবেন সেই দিকে প্রকৃতির সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন (অর্থাৎ একটি অনন্ত নিয়মের অধীনে গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানব পরস্পর সামঞ্জস্য ও অবিরোধভাবে স্ব স্ব কার্যে নিয়োজিত আছে; পরস্পর পরস্পরের নিকট আবশ্যক মত সাহায্য লইয়া স্ব স্ব কার্য নির্বাহ করিতেছে এবং এই জগতের মধ্যে যে স্থানে বা

যে অবস্থায় যেক্রম হওয়া আবশ্যক ঠিক সেইরূপ কার্য নির্বাহিত হইতেছে)। উহা যে শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে ঐ শক্তি কি অন্ধশক্তি? জ্ঞানময় মহাকৌশলিক বলিয়া বোধ হয়? পাঠকগণ আপনাদিগকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করুন যে প্রকৃতির উপরোক্ত কার্যগুলি দৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির অন্তর-তমস্তলে বুদ্ধিবিশিষ্ট-শক্তি (Intellectual force) অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কি কোন সন্দেহ হয়? যদি ইহাদ্বারা সন্দেহ হয় এবং বিজ্ঞান গ্রায় ও যুক্তিমূলক প্রমাণ ব্যতীত সন্দেহ দূরীভূত না হয় তবে কিয়ৎকাল ধৈর্য্য অবগধন করুন, এই গ্রন্থ ব্যাখ্যার যথাস্থানে ঐ বিজ্ঞান, গ্রায় ও যুক্তি মূলক প্রমাণ পাইবেন। যাহা হউক ঐ গ্রন্থ বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিমানস সংযুক্ত আত্মাই বেদান্তোক্ত বা এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যগাত্মা বা প্রাজ্ঞ। ঐ প্রাজ্ঞ জীবাত্মাই ব্রহ্মের মানসপুত্র, ঐ মানসপুত্র মানবের মুন্দ্রদেহে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার আভাস দ্বারা মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির বিকাশ হয়, ঐ ভৌতিক দেহ সংযুক্ত মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধি পার্থিব মানব এবং পূর্বোক্ত প্রাজ্ঞ জীবাত্মা ব মানসপুত্রই প্রকৃত মানব, ঐ মানসপুত্র আভাসদ্বারা পার্থিব মানব বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন হয়। ঐ স্থূল মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির সহিত ঐ জগতের অর্থাৎ স্থূলবিষয়ের সম্বন্ধ এবং প্রায় মানসপুত্রের সহিত পর জগতের অর্থাৎ কাণ জগতের সম্বন্ধ। যখন প্রাজ্ঞাত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া যান তখন পার্থিব মানবের (অর্থাৎ মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির) সার গন্ধমাত্র লইয়া যদি এবং জন্মান্তরগ্রহণের সময় তাহাই সঙ্গে লইয়া আসেন, এইজন্ত পূর্বজন্মের শ্রামচক্র নামক পার্থিব মানবের স্মৃতি পরজন্মের শ্রামচক্র নামক পার্থিব মানবের স্মৃতি এক নহে; যেহেতু শ্রাম ও শ্রাম ভিন্ন ভিন্ন উপাদানদ্বারা নির্মিত স্মৃতি

গাম ও রাম পৃথক্ ব্যক্তি তবে প্রাজ্ঞ আত্মা
গামের যে গন্ধমাত্র লইয়া গিয়াছিলেন তাহাই
চাহাব রক্ষিযোগে রাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমিক
প্রত্যগাত্মার বহুজন্মের পার্থিব মানবরূপ সম্পত্তির
এই অভিজ্ঞতা এক একটা স্তররূপে আত্মায়
প্রতিফলিত হইলে * আত্মভাসব্বারা ক্রমে ঐ স্তর পরি-
ষ্কৃত ও নির্মল হয়, অল্প কথায় বলিতে হইলে
পার্থিব মানবের অভিজ্ঞতা মানসপুঞ্জের সংসর্গে
মাধ্যমভাবাপন্ন হইলে ঐ পার্থিব জীবের বিষয়-
জ্ঞান ও আত্মার স্বরূপজ্ঞান এক হইয়া যায়,
তখন আত্মা পার্থিব অহঙ্কার-মূলক আশিষ্ট
বন্ধনরূপ স্তরকে স্বীয় ভাবাপন্ন করিয়া মহা
মানিক্যে পরিণত হন, ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে
ঐ পার্থিব মানব ইহজগতেই ইচ্ছানত আত্মার
বাহিত একীভূত হইতে পারেন; আত্মাও বন্ধন-
মুক্ত হইয়া যে পরমানন্দ উপভোগ করেন
পার্থিব মনবুদ্ধিরূপ মানব আত্মার সহিত সজ্ঞানে
তাহা উপভোগ করিয়া স্থলজগতে প্রবিষ্ট হই-
লেও তাহার ছাপ তাঁহাতে থাকে অর্থাৎ স্মৃতি
বিলুপ্ত হয় না। অতএব যে বান মশরীর কাবণ-
ক্ষেত্রে স্বর্গভোগ কবিত্তে সক্ষম তাঁহাব নিকট
স্বর্গ, মর্ত্য আর প্রভেদ থাকে না, ঐ রামের দেহ-
রক্ষণ হইলে প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হও-
য়া সম্যাস্তবে আব প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু
তখন সাধারণ পার্থিব জীবের হিঁকারে তিনি
সম্যাস্তর গ্রহণ কবিত্তে বাধ্য হন তখন তাঁহার
পূর্ব পূর্বজন্মের স্মৃতিও বিলুপ্ত হয় না;

* এখানে আত্মা অর্থে এই গ্রন্থোক্ত কুটর চৈতন্য বা
রিনায়া নহে ইহা আনন্দময় কোষ বা কারণ দেহ
মতিমানী আত্মা ইহাই জীবাত্মা বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু
জীবাত্মা শব্দটি বড় বিবৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়, নিজদেহাভি-
মানী তৈজস ও স্থলদেহাভিমানী জীবকেও জীবাত্মা
লে, কিন্তু এখানে কারণ দেহাভিমানী প্রাজ্ঞ বা
ব্রহ্মতাই আনন্দেব উল্লিখিত আত্মা।

ইহাঁরই আতিশয়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে
বলিয়াছিলেন যে, আমার পূর্বজন্মের বিষয়
সকলই স্মরণ আছে তোমার নাই। ইহাঁরই
প্রতিপন্ন হইতেছে যে মস্তিষ্কজাত মন বুদ্ধিরূপ
পার্থিব মানব, জড়দেহ ও ঐ দেহজাত কাম-
ক্ৰোধাদি ষড়রিপু অধীন। স্মরণ উহাই
আত্মার বন্ধনস্বরূপ। এইজন্য আত্মা আনন্দ-
ময় হইলেও ষড়রিপু সংযুক্ত মস্তিষ্কজাত
মনের বিষয়-স্মৃতিহীনতায় আত্মার আনন্দ স্পষ্ট
অনুভূত হয় না, অর্থাৎ আত্মানন্দের বিকাশ
হইলে বিষয়-স্মৃতি থাকিতে পারে না, আবার
বিষয়-স্মৃতির বিকাশ হইলে আত্মার স্বরূপ-
নন্দের বিকাশ হইতে পারে না এইজন্য বিরোধী
পদার্থদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে প্রত্যেক ঐ প্রথমা-
ধ্যায়ের ১১। ১২। ১৩। ১৪ শ্লোক সমিবেশ
করিয়া ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা:—
অভানে ন পরং প্রেমভানে ন বিষয়-স্মৃতি।
অতোভানেহপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥১১॥
অধ্যোভবর্গমধ্যস্ত পুঞ্জোধ্যয়ন শব্দবৎ।
ভানেহপ্যভানং ভানস্ত প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥১২॥
প্রতিবন্ধোহস্তি ভাতীতি ব্যবহার্যইবস্তনি।
তং নিবস্ত বিকল্পস্ত তন্তোৎপাদনমুচ্যতে ॥১৩॥
তস্ত হেতুঃ সমানভিহারঃ পুঞ্জধনিক্রতো।
ইহানাদিরবিদ্যাব ব্যামোহৈক নিবন্ধনম্ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মসুবাদ। পূর্বোক্ত বুদ্ধি সমুদায় দ্বারা
জীবাত্মা যে পরমানন্দময় তাহা বিশেষরূপে
প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু জীবাত্মাতে সেই পরমা-
নন্দরূপ সর্বদা অনুভূত হয় কি না?—তাহাতে
সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতে পারে, যদি বল জীবাত্মাতে
সর্বদা পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না, কখন
কখন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মাতে
জীবাত্মার পরম প্রীতি হইতে পারে না, কারণ
কোন বস্তুর সৌন্দর্যাদি গুণের প্রত্যক্ষ না
হইলে, তাহাব প্রতি স্নেহ ও প্রীতি জন্মে না।

আর যদি বল, জীবাত্মার সর্বদাই আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথাপি জীবাত্মা যে পরম প্রীতির আধার এই কথা বলা যায় না। কারণ যাহাতে সর্বদা পরমানন্দ ভোগ হইয়া থাকে তাহার কখনও পরমানন্দের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মে না, অর্থাৎ জীবাত্মাই সর্বদা পরমানন্দের ভোগের অভিলাষ করিয়া থাকে, এইনিমিত্ত ইহাকে পরমানন্দের আধার বলা যায় না, সুতরাং আত্মাতে যে জীবাত্মার সর্বদা স্বভাবতঃ পরমানন্দের অনুভব হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই, কারণ যে সর্বদা পরমানন্দ ভোগ করে তাহাব কখনও বৈষয়িক সুখভোগের অভিলাষ জন্মে না। যেহেতু জীবাত্মা সর্বদাই বিষয়সন্তোগের অভিলাষ করিতেছে, অতএব জীবাত্মা যে স্বভাবতই পরমানন্দ সন্তোগ করে তাহা অসম্ভব হইল, এই প্রকাব যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে জীবাত্মার আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও উপরি উক্ত বৈষয়িক সুখাভিলাষের কারণ বা প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্য জীবাত্মাতে স্বয়ং পরম প্রীতির উৎপত্তি হয় না ॥ ১১ ॥

যেমন বালকগণ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিলে তন্মধ্যগত স্বীয় নির্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথকরূপে শ্রুত হয় না। কেবল অব্যক্ত কোলাহলধ্বনি মাত্র শুনা যায়। সেই-শব্দের শ্রবণ ও অশ্রবণ উভয়ই তুল্যা। কারণ তাহাতে কোন সুস্পষ্ট অর্থ বোধ হয় না। সেই-রূপ স্বয়ং আত্মা পরমানন্দরূপ কোন প্রতিবন্ধকসঙ্গে তাহাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় কি না হয় তাহার কিছুই অনুভব করা যায় না। অতএব একদা এক বিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই হইতে পারে কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে

তাহার কিছুই বোধ হয় না এবং যদিও কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যে প্রতিবন্ধকদ্বারা জীবাত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় সেই প্রতিবন্ধক কি? তাহাই বিবৃত হইতেছে, কোন বস্তু সর্বদা বিদ্যমান থাকিলে যে কারণে তাহা অবিদ্যমান বলিয়া বোধ হয় সেই কারণে নানাই প্রতিবন্ধক। আত্মাতে সর্বদাই পরমানন্দ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তথাপি যথুযথ বিবিধ বিষয়পানে অন্ধ হইয়া আত্মা সেই পরমানন্দকে অবিদ্যমান জ্ঞান করে। এই স্থলে উহা বিষয়ানুরাগই পরমানন্দ বোধের প্রতিবন্ধক এই প্রতিবন্ধকহেতু আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অপ্রত্যক্ষবৎ বোধ হয়। উক্ত রূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ হইলেই তাহা প্রত্যক্ষ বৎ হয় অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ হইলেই আত্মাতে সর্বদা পরমানন্দের 'অনুভব' হইতে থাকে ॥ ১৩ ॥

যে প্রতিবন্ধক আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ নিবারণ করে সেই প্রতিবন্ধকের কারণ কি ইহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। যেমন কোন স্থানে বহু বালক একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিলে তন্মধ্যগত কোন নির্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথকরূপে শ্রুত হয় না এবং একত্র পাঠ যেকপ তাহার প্রতিবন্ধকের কারণ সেইরূপ অনাদি অনির্ধ্বচনীয় অবিদ্যাই (বিষয় বাসনা ও কামনা ইত্যাদি) আত্মার পরমানন্দের প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক। যতকাল আত্মাতে অবিদ্যার অধিকার থাকে, ততকাল আত্মা পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না ॥ ১৪ ॥

শ্রীশশীভূষণ বন্দোপাধ্যায় ।

মহিমাস্তোত্র ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

বিষমদ্যাপী-তারাগণ-গুণিত-ফেণোদগমকচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলমুদুঠঃ শিরসিতে । জগ-
দ্বাপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমিত্যনেনৈবো-
ন্নয়ং ধৃতমহিমদিব্যং তব বপুঃ ॥ ১৭ ॥

পদবিভাগ । বিষদ্যাপী । তারাগণগুণিত-
ফেণোদগমকচিঃ । প্রবাহঃ । বারাং । যঃ । পৃষত-
লমুদুঠঃ । শিরসি তে । জগৎ । দ্বাপাকারং ।
জলধিবলয়ং । তেন । কৃতং ইতি । অনেন ।
এব । উন্নয়ং । ধৃতমহিম । দিব্যং । তব । বপুঃ ।

পদার্থ । বিষদ্যাপী—আকাশব্যাপক ।
তারাগণগুণিতফেণোদগমকচিঃ—নক্ষত্র-পুঞ্জসদৃশ
অসংখ্য ফেণকান্তি যাহাব । প্রবাহঃ—স্রোত ।
বারাং—গঙ্গাকপকারণ বারির । যঃ—যে । পৃষত-
লমুদুঠঃ—বিন্দুব হায় ক্ষুদ্র বলিয়া প্রভীত ।
শিরসি—মস্তক । তে (বিরাটশরীবধারী) তোমার ।
জগৎ—জ্বলন । দ্বাপাকারং—দ্বাপের মত ।
জলধিবলয়ং—বলয়াকার জলধিবেষ্টিত । তেন—
প্রবাহে । ইত্যনেনৈব—ইহাতেই । উন্নয়ং নিশ্চয় ।
ধৃতমহিম—ধৃত হইয়াছে মহিমা যং কর্তৃক ।
দিব্যং স্বর্গীয় তব—তোমার । বপুঃ—শরীর ।

অনুবাদ । (হে গঙ্গাধর ! কারণবারিকপ দে-
গঙ্গাপ্রবাহ ভূতল হইতে আকাশতলপর্য্যন্ত পরি-
ব্যাপ্ত ছিল, গাহার অসংখ্য ফেণকান্তিনক্ষত্রপুঞ্জ
সদৃশ, যাহা অতিবিশাল তোমার বিরাট শরীরের
শিরঃস্থানে বিন্দুর হায় অতি ক্ষুদ্র দৃষ্ট হইত, সেই
প্রবাহে এই জলধিবেষ্টিত জগৎদ্বাপের হায়
যেই হইয়াছে, ইহাতেই তোমার দিব্য মূর্তির
মহিমা (বিশালতা) নিশ্চয় করা যাইতে
পারে ।

বথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধ্বতিরগেজো ধমুরথো
বশাঙ্গে চন্দ্রাকৌ বথচরণপাণিঃ শর ইতি । দিব-

ক্ষোন্তে কোহয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়মরবিধিক্ষিধেয়ৈঃ
ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

পদবিভাগ । বথঃ । ক্ষৌণী । যন্তা । শতধ্বতিঃ ।
অগেজঃ । ধমুঃ । অথো । বশাঙ্গে । চন্দ্রাকৌ ।
বথচরণপাণিঃ । শরঃ । ইতি । দিবক্ষোঃ । তো । কঃ ।
অয়ং । ত্রিপুরতৃণং । আড়মরবিধিঃ । বিধেয়ৈঃ ।
ক্রীড়ন্ত্যঃ । ন । খলু । পরতন্ত্রাঃ । প্রভুধিয়ঃ ।

বিষয়পদার্থ । ক্ষৌণী—পৃথিবী । যন্তা—
সারথি । শতধ্বতিঃ—ত্রক্ষা । অগেজঃ—সুমেরু ।
অথো—অনন্তর বশাঙ্গে দুটি চক্র । বথচরণ-
পাণি—চক্রপাণি বিষ্ণুঃ । শরঃ—বাণ । ইতি—
এই এত । দিবক্ষোঃ—দক্ষ করিতে ইচ্ছু । তো—
তোমার । কঃ—কি । অয়ং—এই । আড়মর
বিধি—বহ্বরাস্ত্র । বিধেয়ৈঃ—কর্তব্যক্রীড়ন্ত্যঃ—
ক্রীড়া করে । ন—না । খলু—নিশ্চয়ে । পর-
তন্ত্রাঃ—অবীন । প্রভুধিয়ঃ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ
প্রভুব সক্ষম ।

অনুবাদ । তৃণতুল্য অতি ক্ষুদ্র ত্রিপুরাসুরকে
দক্ষ করিতে ইচ্ছা করিলে পৃথিবী বথ, ত্রক্ষা
সারথি, সুমেরু ধমু, চক্রস্বর্য দুটি বথচক্র,
(স্বয়ং) বিষ্ণু শব হইয়াছিলেন (কিন্তু প্রভো!)
এত আড়মর কেন? নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ সর্ব-
শক্তিমান্ ভগবানেব সক্ষম স্বতঃই কর্তব্য
কাণ্ডের সাধন হইতে পারে ।

হরিতে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়োর্দে-
কোণে তস্মিন্ভিজমুদহরয়েত্রকমলং । গতৌ ভক্ত্যু-
দ্রেকঃ পবিত্রতমসৌ চক্রবৰ্ণা ত্রয়াণাং রক্ষায়ে
ত্রিপুরহর জাগতি জগতাং ॥ ১৯ ॥

পদবিভাগ । হরিঃ । তে । সাহস্রং । কমলবলিঃ ।
আদায় । পদয়োঃ । যৎ । একোণে । তস্মিন্ ।
নিজ্জঃ । উদং বঃ । নেত্রকমলং । গতঃ । ভক্ত্যু-

দ্রেকঃ। পরিণতিং। অসৌ। চক্রবপুয়া। ত্রয়াণাং।
রক্ষায়ৈ। ত্রিপুব্বর। জগর্তি। জগতাং।

বিষমপদেব অর্থ। তে—তোমার উদ্দেশে।
সাহস্রং—সহস্রপরিমিত। কমলবলিং—পদ্মরূপ
উপহার দ্রব্য। আধায় মনসি আধায়—সঙ্গ
করিয়া। যং—যে একোণে—সহস্রের একটা কম
হইলে। তস্মিন্—সেই সহস্র নেত্রকমল। নিজং—
স্বীয়। উদহবং—দান করিয়াছিলেন। নেত্র-
কমল—পদ্মচক্ষু। গতঃ—প্রাপ্ত। তত্ত্বাদ্রেকঃ—
ভক্তির আধিক্য। পরিণতি—পরিণাম অর্থাৎ
ফল। অসৌ—এই। চক্রবপুয়া—সুদর্শনচক্ররূপে
ত্রয়াণাং—ত্রিভুগতেন। রক্ষায়ৈ—রক্ষার জন্য।
হে ত্রিপুব্বর!—ত্রিপুবারি। জগর্তি—জাগরিত
আছে।

অনুবাদ। (প্রত্যহ) সহস্রপদ্ম দিয়া শিব
পূজা করিব, এই সঙ্গ করাব পর (একদিন)
সহস্রপদ্মের একটা নান হওয়ার (পদ্মলোচন)
হরি নিজেব পদ্মচক্ষু (উৎপাটন করিয়া) তোমার
চরণগুণে উপহার দিলেন। তাঁহার (হরিব)
ভক্তির আধিক্য সুদর্শনচক্ররূপ ফললাভ করিল।
হে ত্রিপুবারি! ঐ সুদর্শনচক্র ত্রিভুবনের রক্ষার
জন্য জাগরিত আছে।

ক্রেতৌ স্প্রে জাগ্রত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক কর্মপ্রধন্তং ফলতি পুঙ্কবারাধনমৃতে অতথ্যং
সংশ্রেক্ষ্য ক্রতুর্ ফলদানপ্রতিভুং শ্রোতৌ শ্রদ্ধাং
বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্মসু জনঃ ॥ ২০ ॥

পদবিভাগ। ক্রেতৌ। স্প্রে। জাগ্রৎ। স্বং।
অসি। ফলযোগে। ক্রতুমতাং। ক। কর্ম।
প্রধন্তং। ফলতি। পুঙ্কব। আরাধনং। ঋতে।
অতঃ। স্বং। সংশ্রেক্ষ্য। ক্রতুর্। ফলদানপ্রতি-
ভুং। শ্রোতৌ শ্রদ্ধাং। বদ্ধা। দৃঢ়পরিকরঃ।
কর্মসু জনঃ।

পদের অর্থ। ক্রতু—যজ্ঞ এখানে বৈধকর্ম-
মাত্রের উপলক্ষণ। স্প্রে—সমাপ্তে। জাগ্রৎ—সাব-

ধান। স্বং—তুমি অসি হও। ফলযোগে—ফল-
দানসম্বন্ধে। ক্রতুমতাং—যাজ্ঞিকদিগের এখানে
বৈধকর্ম্মাছুষ্ঠায়িগণের। ক—কোথায়। কর্ম-
কার্য। প্রধন্তং—চিবধ্যন্তং যাহা ধ্বংস হই-
য়াছে। ফলতি—ফলে। পুঙ্কব—শিরের মধ্যে
ধন পদ। আরাধনা—উপাসনা। ঋতে—বিনা।
অতঃ—এই হেতু। স্বং তোমাকে। সংশ্রেক্ষ্য—
জানিয়া। ফলদানপ্রতিভুং—ফলদানে—প্রতিভু
(জামিন) শ্রোতৌ—কর্ম্মকাণ্ডে বেদবাক্য। শ্রদ্ধা-
বদ্ধা—শ্রদ্ধাবান্ হইয়া। দৃঢ়পরিকরঃ—দৃঢ়-
পরিকরঃ (প্রবৃত্তি) যাহাব অর্থাৎ প্রবৃত্তিমান।
কর্মসু—বেদোক্তকর্ম্মে। জনঃ—মহুষ্য।

অনুবাদ। হে পুঙ্কব! বৈধকর্ম্ম পবিসমাপ্ত
হইলে বৈধকর্ম্মাছুষ্ঠায়িগণের ফলদান সম্বন্ধে
তুমি (সর্বদা) জাগরিত থাক। তোমার
আরাধনা ব্যতীত কর্ম্ম চিবনষ্ট হয় ও ফলদান
করিতে সমর্থ হয় না। এইহেতু মহুষ্য বৈধকর্ম্মে
তোমাকে ফলদান বিষয়ে প্রতিভু (জামিন)
জানিয়া বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৈধকর্ম্মে
প্রবৃত্তিমান হইবে।

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিবধীশস্তত্ত্বতঃ-
মুখীণামাধ্বিজ্য শরণদসদস্তাঃ স্বরগণাঃ। ক্র-
তুঃশস্তঃ ক্রতুফলবিধান ব্যাসনিনো ধ্রুবঃ ক-
শ্রদ্ধাবিধুবমভিচারায় হি মথাঃ ॥ ২১ ॥

পদবিভাগ। ক্রিয়াদক্ষঃ। দক্ষঃ। ক্রতুপতিঃ।
অধীশঃ। তত্ত্বতঃ। ঋষিগাং। আধ্বিজ্যঃ।
শরণদ। সদস্তাঃ। স্বরগণাঃ। ক্রতুঃশঃ। দ্বতঃ।
ক্রতুফলবিধানব্যাসনিনঃ। ধ্রুবঃ। কশ্রুঃ। শ্র-
বিধুং। অভিচারায়। হি। মথাঃ।

পদার্থ। ক্রিয়াদক্ষঃ বৈধকর্ম্মে, নিপুণঃ
দক্ষঃ—প্রজাপতি। ক্রতুপতিঃ—যজ্ঞেশ্বর, অধীশ-
তত্ত্বতঃ—প্রজার ঈশ্বর, ব্রহ্মা। ঋষীগাং-
ভৃগুপ্রভৃতি সপ্তর্ষির। আধ্বিজ্যঃ—পৌরোহিত্য-
শরণদ—ফলের আশ্রয়দাতা। সদস্তাঃ—যজ্ঞ

বিদিশর্মা। সুবগণ—বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ। ক্রতু-
ভংশঃ—যজ্ঞধ্বংস। বস্তঃ—তোমা হইতে। ক্রতু
ফলবিধান ব্যাসনিনঃ—যজ্ঞ ফলদানে অত্যন্ত
ব্যাসক্ত। ধ্রুং—নিশ্চয়। কতুঃ—যজ্ঞকর্তার
শ্রদ্ধাবিধ্বংস—অশ্রদ্ধায় প্রবৃত্ত। অভিচাবায়—
ধ্বংসের জন্ত। হি—নিশ্চিত কথাঃ—যজ্ঞ।

অনুবাদ। যজ্ঞকুশল দক্ষপ্রজাপতি স্ময়ং
যে যজ্ঞের যজমান, ব্রহ্মা যে যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর।
তু ও প্রভৃতি মণ্ডুর্ধ্বমণ্ডল যে যজ্ঞের পুরোহিত,
বিষ্ণু প্রভৃতি যে যজ্ঞের সদন্ত, যজ্ঞফলদানে
অত্যন্ত ব্যাসক্ত তোমা হইতে সে যজ্ঞের
ধ্বংস হইল। বস্ততঃ অশ্রদ্ধায় প্রবৃত্ত যজ্ঞাদি
কাম্যকর্তাব ধ্বংসেব জন্ত (অনুষ্ঠিত) হয়।

প্রজানাতং নাথপ্রসভমভিকং স্বাং হুহিতরং
গতং বোহিহুতাং বিবনায়সু মৃষ্যাম্ববপুযা।
ধুপ্পানেষ্যিতং দিবমপি স পত্রাকৃতমমুং ত্রসন্তং
তদ্যাপি অজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ ॥ ২২ ॥

পদবিভাগ। প্রজানাতং। নাথ। প্রসভং।
ভিকং। স্বাং। হুহিতরং। গতং। বোহিহুতাং।
বিবনায়সু। ধুপ্পাণে।
তিং। দিবং। অপি। স পত্রাকৃতং। অমুং।
ত্রসন্তং। তে। অদ্যা। অপি। তাজতি। ন।
মৃগব্যাধরভসঃ।

পদার্থ। প্রজানাতং—ব্রহ্মাকে। নাথ—হে
ঋগদীশ। প্রসভং—বলপূর্বক। ভিকং—কামুক।
স্বাং—স্বকীয়। হুহিতরং—কন্তা। গতং—
ধাবিত। বোহিহুতাং—মৃগীকপধারিণী। বিব-
নায়সু—সঙ্গমে ইচ্ছু। ধুপ্পাণে—মৃগবিশেষের।
পুযা—শরীরের দ্বারা। ধুপ্পাণেঃ—ধম্বর্জারী।
গতং—পলায়িতং। দিবং—স্বর্গে। অপি অব-
পাণে (ও) স পত্রাকৃতং—বাণপীড়িত। অমুং—
ক্ষমকে। ত্রসন্তং—ভয়গুক্ত। তে—তোমার।
যদ্যপি—আজিও। অজতি—ত্যাগ করি-
তছে। ন—না। মৃগব্যাধরভসঃ—রক্তম

শব্দের অর্থ—পৌর্কীয়ার্থবিচার—মৃগব্যাধচিত্তা
ইত্যর্থ।

অনুবাদ। হে নাথ! কামুক ব্রহ্মা যখন
মৃগরূপধারণ করিয়া মৃগীকপধারিণী (সন্ধ্যা
নারী) স্বকন্তায় বলপূর্বক রমণেচ্ছায় ধাবিত
হন, তখন তুমি ধম্বর্জাণ লইয়া ব্যাধরূপধারণ
করিয়া তাঁহার (ব্রহ্মার) পশ্চাৎ ধাবিত হও।
ব্রহ্মা তোমার বাণ পীড়িত হইয়া ভয়ে স্বর্গে
পলায়ন করিয়াছেন, তথাপি অদ্যাপি মৃগব্যাধ
চিত্তা তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে না।

অলাবস্তাশং সাধুতধম্বমহায়ত্ণবৎ পুরঃ
প্লুষ্টং দৃষ্টা পুরমথন! পুষ্পায়ুধমপি। যদি স্নৈগং
দেবী যমনিয়ত দেহাঙ্কিষটনা দবৈতি স্বামদাবত
বরদ! মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥ ২৩ ॥

পদবিভাগ। অলাবস্তাশং। সাধুতধম্বমং।
অহায়। ত্ণবৎ। পুরঃ। প্লুষ্টং। দৃষ্টা। পুর-
মথন। পুষ্পায়ুধং। অপি। যদি। স্নৈগং। দেবী।
যমনিয়ত দেহাঙ্কিষটনাং। অবৈতি। স্বাং।
অজ্ঞা। বত। বরদ। মুগ্ধা। যুবতয়ঃ।

পদার্থ। অলাবস্তাশং সাধুতধম্বমং—
পার্কীয় লাবণ্যের সহকারিতায় মহাদেবকে
জয় করা যাইতে পারে এই প্রত্যাশায় ধম্বর্জারী।
অহায়—তৎক্ষণাৎ। ত্ণবৎ—ত্ণের মত।
পুরঃ—সম্মুখে। প্লুষ্টং—দক্ষ। দৃষ্টা—দেখিয়া
পুরমথন—হে ত্রিপুরারি!। পুষ্পায়ুধং—
কন্দর্প। অপি—ও। স্নৈগ—স্ত্রী-জিত। দেবী—
পার্কীতী। যম—নিয়ত দেহাঙ্কিষটনাং—যম ও
নিয়মের দ্বারা হরণগৌরুপে এক শরীরধারণ
হেতু। অবৈতি—বিবেচনা করে। স্বাং—
তোমাকে। অজ্ঞা—নিশ্চয়। বত—খেদে।
বরদ—হে অভীষ্টপ্রদ! মুগ্ধাঃ—মুগ্ধা। যুবতয়ঃ—
যুবতিগণ।

অনুবাদ। হে ত্রিপুরারি! পার্কীতী স্বীয়
লাবণ্যের দ্বারা মহাদেব জিত হইবেন এই

প্রত্যাশায় ধনুর্দ্ধারী কন্দর্পকে আপনার সম্মুখে
তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইতে দেখিয়া যম ও নিয়মাদি
তপস্যার দ্বারা হরণেরীকূপে তোমার দেহাঙ্ক-
ভাগিনী হইয়া যদি তোমাকে জী-জিত বিবে-
চনা করেন, তবে নিশ্চয় যুবতিগণ নিতান্ত
মৃঢ়।

শ্মশানে স্বা ক্রীড়া স্রহর পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিত্তভ্রমালপঃ স্রগপি নুকরোটিপরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নাইমবয়খিলং
তথাপি স্বর্ভূগাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥ ২৪ ॥

পদবিভাগ। শ্মশানে। স্বা। ক্রীড়া। স্রহ-
র। পিশাচাঃ। সহচরাঃ। চিত্তভ্রম। আলপঃ।
স্রক্। অপি নুকরোটিপরিকরঃ। অমঙ্গল্যং। শীলং।
তব। ভবতু। নাম। এবং। অখিলং। তথাপি।
স্বর্ভূগাং। বরদ। পরমং। মঙ্গলং। অসি।

পদার্থ। শ্মশানে—শরদাহের স্থান। স্বা—
স্বকীয়। ক্রীড়া—খেলা। স্রহর—হে স্র-
জিং!। পিশাচা—ভূতগণ। সহচরাঃ—সাথী।
চিত্তভ্রম—চিত্তার ছাই। আলপঃ—অহ-
লেপনের দ্রব্য। স্রক্—মালা। অপি—এবং।
নুকরোটিপরিকরঃ—নরমুণ্ডাস্থিসমূহ। অমঙ্গলং—
অশুভিভাবশীলং—স্বভাব। তব—তোমার।
ভবতু—হউক্। নাম—শিবএই মঙ্গলবাচক
নাম। এবং—এই প্রকার। অখিলং—সম্পূর্ণ।
স্বর্ভূগাং—স্মরণ কর্তৃদিগের। বরদ—হে
অভীষ্টদ। পরমং—উৎকৃষ্ট। মঙ্গলং—পবিত্রতার
কারণ। অসি—হও।

অনুবাদ। হে স্রজিং! শ্মশান তোমার
ক্রীড়াভূমি ভূতগণ সহচর, চিত্তভ্রম আলপন
ও নরমুণ্ড মালা।—(এইপ্রকার) অমঙ্গলাচরণ
তোমার স্বভাবিক হউক, কিন্তু হে বরপ্রদ!
যাহারা শিব—এই মঙ্গলময় নাম স্মরণ করে,
তাহাদের সম্বন্ধে তুমি মঙ্গলস্বরূপ হও।

মনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমভিধায়ান্তমরুতঃ।

প্রহ্বাদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোং সঙ্গিতদৃশঃ।
যদালোক্যাহ্লাদং হৃদইব নিমজ্যামৃতময়ে।
দধত্যন্তত্বং কিমপি যমিনস্তং কিলভবান্ ॥ ২৫ ॥

পদবিভাগ। মনঃ। প্রত্যক্ চিত্তে। সবিধং।
অবিধায়। আন্তমরুতঃ। প্রহ্বাদ্রোমাণঃ।
প্রমদসলিলোং সঙ্গিতদৃশঃ। যৎ। আলোকা-
আহ্লাদং হৃদে। ইব। নিমজ্য। অমৃতময়ে।
দধতি। অন্তঃ। তত্বং। কিং। অপি। যমিনঃ।
তৎ। কিল। ভবান্।

পদার্থ। মন—অন্তঃকরণ। প্রত্যেক
চিত্তে—আত্মায়। সবিধং—যথাবিধি। অবি-
ধায়—নিধায়। আন্তমরুতঃ—কুন্তকে দ্বারা বা-
নিরোধকারী। প্রহ্বাদ্রোমাণঃ—আহ্লাদে
লোমাক্ষিত। প্রমদসলিলোং সঙ্গিতদৃশঃ—আন-
ন্দাশ পরিব্যাপ্ত চক্ৰ। যৎ—যে। আলোকা-
দেখিয়া। আহ্লাদং—হর্ষ। হৃদে—জগদাশে।
নিমজ্য—মগ্ন হইয়া। অমৃতময়ে—অমৃতপূর্ণ
দধতি—লাভ করেন। অন্তঃ—অন্তরে। তত্বং—
ব্রহ্ম। কিমপি—অনির্দেচনীয়। যমিনঃ—যোগি-
গণ। তৎ—সে বস্তু। কিল—প্রবাদে। ভবান্—
তুমি।

অনুবাদ। (হে দেবদেব!) যোগিগণ
আত্মায় মন যথাবিধি সমাহিত করিয়া কুন্তকে
দ্বারা বায়ুনিরোধ করিয়া (চিত্তের স্থির
সম্পাদন করেন, সেই অবস্থায়) অন্তরে যে
ব্রহ্মবস্তু দর্শন করিয়া লোমাক্ষিত, আনন্দা-
পরিব্যাপ্তলোচন এবং অমৃতময় হৃদে নিম-
গ্ন হইয়া আনন্দ লাভ করেন শাস্ত্রের প্রমাণ
সেই অনির্দেচনীয় বস্তুই তুমি।

স্বমরুতঃ সোমস্বমসি পবনস্বং হতবহস্বমাপথ
ব্যোমত্বম্ ধরণিরাত্মা স্বমিতি চ। পরিচ্ছিন্না
মেবং স্মরি পরিণতা বিভ্রতি গিরং ন বিব্রত
তত্বং বয়মিহ হি যদ্বং ন ভবসি ॥ ২৬ ॥

পদবিভাগ। স্বং। অর্কঃ। স্বং। সোমঃ।

অপি। প্রিয়ায়। অস্মৈ। ধম্মে। প্রণিহিতনমস্ত।
অস্মি। ভবতে।

পদার্থ। ভব আদি দ্বৈশান পর্য্যন্ত অষ্ট-
মুক্তির অধিষ্ঠাতা মহাদেবের অষ্ট নাম। অথ—
অনন্তর। সহমহান—মহৎ শব্দের সহিত বর্তমান
দেব অর্থাৎ মহাদেব। অভিধানাষ্টকং—অষ্ট
নাম। ইদং—এই। অমুয়িন্—এই। প্রত্যেকং—
প্রত্যেক অষ্ট নামে। প্রবিচরতি—আছে।
দেব—হে দেব!। ঐতিঃ—বেদ। অপি—
ও। প্রিয়ায়—মোক্ষের জন্ত। অস্মৈ—এই।
ধম্মে—তেজস্বরূপ। প্রণিহিতনমস্ত প্রণিহিতা—
প্রদত্তা, নমস্তা—প্রণাম। যৎকৃত—কৃত-
প্রণাম। অস্মি—হই। ভবতে—তোমার
উদ্দেশে।

অনুবাদ। অনন্তর ভব, সর্ক, রুদ্র, পশু-
পতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম, দ্বৈশান—এই অষ্টটি
(অষ্টমুক্তির অধিষ্ঠাতা) তোমার নাম, হে
মহাদেব! প্রত্যেক এই অষ্ট নামের প্রণাম
বেদেও আছে। আমি মুক্তির জন্ত তেজস্বরূপ
এই (প্রত্যক্ষ অনুভূতমান) তোমার উদ্দেশে
প্রণাম করি।

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্কস্মৈ তে তদিদমতি সর্কায় চ নমঃ ॥২৯॥

পদবিভাগ। নমঃ। নেদিষ্ঠায়। প্রিয়দব।
দবিষ্ঠায়। চ। নমঃ। বর্ষিষ্ঠায়। ত্রিনয়ন। যবিষ্ঠায়।
চ। নমঃ। ক্ষোদিষ্ঠায়। স্মরহর। মহিষ্ঠায়। চ।
নমঃ। নমঃ। সর্কস্মৈ। তে। তদিদমতি সর্কায়।
চ। নমঃ।

পদার্থ। নমঃ—নমস্কার। নেদিষ্ঠায়—
অতি নিকটস্থ। প্রিয়দব—হে তপোবন প্রিয়!
দবিষ্ঠায়—দূরস্থ। চ—সমুচ্চয়ে। বর্ষিষ্ঠায়—
বৃদ্ধতম। ত্রিনয়ন—ত্র্যক্ষক। যবিষ্ঠায়—যুগতম।

ক্ষোদিষ্ঠায়—কুদ্রতম। স্মরহর—স্মরজিৎ। নমি-
ষ্ঠায়—মহন্তর। সর্কস্মৈ—সর্কময়। তে-
তোমার উদ্দেশে। তদিদমতি সর্কায়—এ
সমস্তের অতিক্রমকারী অর্থাৎ সর্কায়
রিক্ত।

অনুবাদ। হে তপোবন প্রিয়! (ভক্তের
অতি নিকটস্থ (তোমাকে) নমস্কার (অভক্তের
অতি দূরস্থ (তোমাকে) নমস্কার। (বিশেষ
কারণ অতএব) বৃদ্ধতম! তোমাকে নমস্কার
হে ত্র্যক্ষক! (জীর্ণ না হওয়ায়) তরুণ
তোমাকে নমস্কার, (অদৃশ্যবশতঃ) কুদ্রত-
তোমাকে নমস্কার। হে স্মরজিৎ! (সর্কবাপ
হেতু) মহন্তম তোমাকে নমস্কার, সর্ক
তোমাকে নমস্কার। সর্কায়তিরিক্ত তোমা
নমস্কার করি।

বহুলরূপে বিশোৎপত্তৌ ভবায় নমো ন
জনস্বথকৃতে সন্নিহিতৌ মৃডায় নমো ন
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ ও
হসি পদে নিঃশ্রেণ্যে শিবায় নমো নমঃ ॥৩০॥
পদবিভাগ। বহুলরূপে। বিশোৎপত্তৌ
ভবায়। নমঃ। নমঃ। জনস্বথকৃতে। সন্নিহিতৌ
মৃডায়। নমঃ। নমঃ। প্রবলতমসে। তৎসংহারে
হরায়। নমঃ। নমঃ। প্রমহসি। পদে। নিঃ-
শ্রেণ্যে। শিবায়। নমঃ। নমঃ।

পদার্থ। বহুলরূপে—রজোগুণবহু
বিশোৎপত্তৌ—জগতের উৎপত্তি বিধা
ভবায়—ভবতি অস্মাৎ—সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম
মহাদেবের নামান্তর। নমো নমঃ—পুনঃ
নমস্কার। জনস্বথকৃতে—জনের স্বথকর প-
নের জন্ত। সন্নিহিতৌ—সম্মুখাবলম্বী। মৃডা
মৃডয়তি স্ফুটয়তি (পালনেন) যিনি
রাখেন। বিষুর্কপী মহাদেবের নামান্তর
প্রবলতমসে—তমোগুণ বহুল। তৎসংহারে
বিশ্বনাশে। হরায়—হরতি রুদ্ররূপী মহাদে

ম হরে। প্রেমহসি—পরমজ্যোতিঃস্বরূপ ।
দে—ব্রহ্মপদে। নিত্রেণ্ডেণ্ডে—ত্রিগুণাতীত ।
বায়—মহাদেবের নামান্তর ।

অম্ববাদ । জগৎসৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণা-
লম্বী ভব (ব্রহ্মা) রূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ
মহার । জীবের স্রষ্টার পালন বিষয়ে সর্ব-
গাবলম্বী মুড় (বিষ্ণু) রূপী তোমাকে পুনঃ
নঃ নমস্কার । জগৎসংহার বিষয়ে তমোগুণা-
লম্বী হর (রুদ্র) রূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ
মহার । ত্রিগুণাতীত পরমজ্যোতির্ময় (ব্রহ্ম)
দে বর্তমান শিবরূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ
মহার ।

রূপপরিণতি চেতঃ ক্রেশবখং ক চেদং কচ
র গুণসীমোল্লঙ্ঘনী শব্দদ্বিঃ । ইতি চকিতম-
দীকৃত্য মাং ভক্তিরাদ্য বরদ চরণয়োস্তে
ক্যাপুপ্পোপহারম্ ॥ ৩১ ॥

পদবিভাগ । রূপপরিণতি । চেতঃ । ক্রেশ-
ব । ক । চ । ইদং । ক । চ । তব । গুণসীমো-
ল্লঙ্ঘনী । শব্দদ্বিঃ । ইতি । চকিতং । অমলী-
কৃত্য । মাং । ভক্তিঃ । আধাৎ । বরদ । চরণয়োঃ ।
। বাক্যপুপ্পোপহারং ।

পদার্থ । রূপপরিণতি—অপরিণক অর্থাৎ
পাশক্তি-শূন্য । চেতঃ—অন্তঃকরণ । ক্রেশ-
ব—ক্রেশের অধীন অর্থাৎ ক্রেশানুভাবে পটু ।
—কোথায় । চ—বা । ইদং—এই । ক—
কথায় । চ—বা । গুণসীমোল্লঙ্ঘনী—গুণের
সীমার লঙ্ঘনকারিণী, অর্থাৎ অলৌকিক গুণ-
বান । শব্দদ্বিঃ—নিত্যৈশ্বর্য । ইতি—এই-
হ । চকিতং—ভীতং । অমলীকৃত্য—প্রব-
হ করিয়া । মাং—আমাকে । ভক্তিঃ—ঐশ্বরিক
ভক্তি । আধাৎ—অর্পণ করিল । বরদ—অভীষ্ট-
দাতা । চরণয়োঃ—পাদদ্বয়গে । তে—তোমার ।
ক্যাপুপ্পোপহারং—স্তবরূপবাক্য পুষ্পের উপ-
হাসন ।

অম্ববাদ । হে অভীষ্টপ্রদ ! কেবল ক্রেশানু-
ভাবে পটু ধারণাশক্তি-শূন্য অন্তঃকরণই বা
কোথায় ? আর অলৌকিক-গুণসম্পন্ন তোমার
নিত্যৈশ্বর্যই বা কোথায় ? (এ উভয়ের মিলন
অসম্ভব) এই বিবেচনায় ভীত হইলেও ভক্তি
আমাকে প্রবর্তিত করিয়া তোমার চরণদ্বয়গে
বাক্য-পুপ্পোপহার অর্পণ করিল ।

অসিতগিরিসমং স্রাৎ কজ্জলং সিদ্ধপাত্রং
স্রবতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ঝী ।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ ৩২ ॥
পদবিভাগ । অসিতগিরিসমং । স্রাৎ ।
কজ্জলং । সিদ্ধপাত্রং । স্রবতরুবরশাখা । লেখনী ।
পত্রং । উর্ঝী । লিখতি । যদি । গৃহীত্বা । সারদা ।
সর্বকালং । তৎ । অপি । তব । গুণানাং । ইশ ।
পারং । ন । যাতি ।

পদার্থ । অসিতগিরিসমং—নীলগিরিভুল্যং ।
স্রাৎ—হয় । কজ্জলং—মণী, কালী । সিদ্ধপাত্রং—
সিদ্ধু—সমুদ্র, পাত্রং—মস্তাধার, দোয়াত । স্রব-
তরুবরশাখা—কল্লক্রমের বৃহৎ শাখা । লেখনী—
কলম । পত্রং—কাগজ । উর্ঝী—পৃথিবী ।
লিখতি—লেখেন । গৃহীত্বা—গ্রহণ করিয়া ।
সারদা—সরস্বতী দেবী । সর্বকালং—প্রলয়কাল
পর্যন্ত । তদপি—তথাপি । তব—তোমার ।
গুণানাং—মাহাত্ম্যের । ইশ—হে ঈশ্বর ! পারং—
সীমা । ন—না । যাতি—প্রাপ্ত হন ।

অম্ববাদ । যদি সমুদ্রমস্তাধার হয়, নীলগিরি
মণী হয়, যদি কল্লক্রমের বৃহৎ শাখা লেখনী
হয়, যদি পৃথিবী কাগজ হয়, আর যদি স্রবৎ
দেবী সরস্বতী তাদৃশমণী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া
মহাপ্রলয় পর্যন্ত লিখিতে থাকেন, তাহা
হইলেও হে ঈশ্বর ! তোমার গুণের সীমাপ্রাপ্ত
হন না ।

কুমদশন নামা সর্বগকর্তৃকৃত্য শিশুশব্দ-
কৃত্য

মৌলৈদেবদেবশ দাসঃ। স খলু নিজমহিমো
ঊঠ এবাশ্ত রোবাং স্তবনমিদমকার্বীদিব্যাদিবাং
মহিমঃ ॥ ৩৩ ॥

পদবিভাগ। কুসুমদশন নামা। সৰ্গগন্ধৰ্ব-
রাজঃ। শিশুশশধরমৌলেঃ। দেবদেবশ দাসঃ।
সঃ। খলু। নিজমহিমঃ। ঊঠ। এব। অশ্ত।
রোবাং। স্তবনং। ইদং। অকার্বীং। দিব্যাদিবাং।
মহিমঃ।

পদার্থ। কুসুমদশন নামা—কুসুমদশন—
পুষ্পদন্ত নাম বাহার। সৰ্গগন্ধৰ্বরাজঃ—সমস্ত
গন্ধৰ্বের রাজা। শিশুশশধরমৌলেঃ—শিশুশশধব-
চন্দ্রকলা মৌলিতে—মস্তকে বাহাব। দেব-
দেবশ—মহাদেবব। দাসঃ—ভূত্য। স খলু—
সেই। নিজ মহিমঃ—স্বীয় মাহাত্ম্য অর্থাৎ
রাজত্বপদ হইতে। ঊঠ—চ্যুত। অশ্ত—মহা-
দেবের। রোবাং—ক্রোধবশতঃ। স্তবনং—স্তব।
ইদং—এই। অকার্বীং—করিয়াছিলেন। দিব্য-
দিবাং—অতিদিব্য। মহিমঃ—মহিমা।

অনুবাদ। পুষ্পদন্ত নামা গন্ধৰ্বরাজ চন্দ্র-
শেখর মহাদেবের ভক্ত। একদা তিনি মহা-
দেবের ক্রোধবশতঃ রাজত্ব হইতে স্থলিত হইয়া
ঊহার মহিমা বিষয়ক অতিদিব্য এই স্তব
করিয়াছিলেন।

স্বরগুরুমভিপূজ্য স্বর্গমোটেকহেতুং পঠতি
যদি মনুষ্যঃ প্রাজ্ঞলিনাশ্চচেতাঃ। ব্রজতি শিব-
সমীপং কিন্নরৈঃ স্তুষ্মানঃ স্তবনমিদমোবাং
পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ॥ ৩৪ ॥

পদবিভাগ। স্বরগুরুং। অভিপূজ্য। স্বর্গ-
মোটেকহেতুং। পঠতি। যদি। মনুষ্যঃ।
প্রাজ্ঞলিঃ। নাশ্চচেতাঃ। ব্রজতি। শিবসমীপং।
কিন্নরৈঃ। স্তুষ্মানঃ। স্তবনং। ইদং। অমোবাং।
পুষ্পদন্তপ্রণীতম্।

পদার্থ। স্বরগুরুং—মহাদেব। অভিপূজ্য—
পূজা করিয়া। স্বর্গমোটেকহেতুং—অদ্বিতীয় স্বর্গ

ও মোক্ষের কারণ। পঠতি—পাঠ করে।
প্রাজ্ঞলিঃ—কৃতাজ্ঞলি। নাশ্চচেতাঃ—অনশ্চি-
ত্রজতি—প্রাপ্ত হয়। শিবসমীপ—শিবের সান্নিধ্য
রূপ মুক্তি। কিন্নরৈঃ—স্বর্গগায়ক। স্তুষ্মানঃ—
বাহাকে স্তব করা যায়, স্তবের পাত্র। অমোবাং—
(ফলদানে) অব্যর্থ। পুষ্পদন্তপ্রণীতং—পুষ্পদ-
নামা গন্ধৰ্বরাজের প্রস্তুত।

অনুবাদ। যদি মনুষ্য কৃতাজ্ঞলি এবং অন-
শ্চি-ত্র হইয়া স্বর্গ ও মুক্তির অদ্বিতীয়হেতু মহা-
দেবকে পূজা করিয়া অব্যর্থ পুষ্পদন্তপ্রণীত এই
স্তব পাঠ করে তাহা হইলে কিন্নর কর্তৃক স্ত-
ব মান হইয়া শিবসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়।

ত্ৰীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন স্তোত্রেন কিন্নি-
হবেণ হরপ্রিয়েণ। কঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহ-
স্থিতেন সম্প্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ।

পদবিভাগ। স্তবোধ।

পদার্থ। ত্ৰীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন—পু-
দন্তনামক গন্ধৰ্ববাজেব মুখপদ্ম হইতে বহির্গ-
স্তোত্রেন—স্তবের দ্বারা। কিন্নিহবেণ—পা-
নাশক। হরপ্রিয়েণ—মহাদেবের প্রীতিকর
কঠস্থিতেন—কঠগত। সম্প্রীণিতঃ—মহাসন্তো-
যুক্ত। ভূতপতিঃ—পশুপতি। মহেশ—মহেশ্বর
শিবের নামান্তর।

অনুবাদ। ত্ৰীপুষ্পদন্তগন্ধৰ্বরাজের মুখপ-
দন্তনির্গত এই স্তব মহাদেবের প্রীতিকর অত্য-
পাণনাশক। ইহা (কবচরূপে) কঠে ধা-
করিলে, প্রত্যহ পাঠ করিলে অথবা (পুস্তক
কারে) গৃহে রাখিলে পশুপতি মহেশ্বর দ-
সন্তুষ্ট হন।

মন্তব্য।—এই স্তোত্রে সূর্য ও বি-
ব্যাখ্যাও হইতে পারে। কিন্তু সে অর্থদ্বয় ক-
হইল না।

সমাপ্ত।

প্রকৃতিবিবেকঃ ।

(ভগবান্ কপিলদেবকর্তৃক মাতা দেবহুতির নিকট কথিত ।)

অশোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং, ধূলীলবঃ
শৈলতাং শৈলোন্মৎকণতাং, তৃণং কুলিশতাং
বজ্রং তৃণক্ষীণতাং, বহ্নিঃ শীতলতাং হিমঃ
বহনতা-মায়াতি যন্তেচ্ছয়া, লীলাহ্রলিতাভূত-
ব্যসনিনে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥

শ্রীভগবান্নৃবাচ ।

প্রকৃতিহোহপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈশ্চ গৈঃ ।
অবিকাবাদকর্তৃহ্মিণ্ডগদ্ব্যজ্জলার্কবৎ ।
ন এব যহি প্রকৃতে গুণেষভি সম্ভতে ।
অহংপ্রাববিদ্যঢ়ায়া কৰ্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥ ১ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মাতঃ! পরমায়া
পুরুষ নিগুণহেতু অকর্ত্তা ও অবিকাব। স্বর্গ্য
প্রতিবিশ্ব জলমধ্যে প্রতিকলিত হইয়া বায়ু-
বগে জলকম্পনে কম্পিত হইলেও সে যেমন
সেই জলপদার্থাক্রান্ত হয় না; সেইরূপ ঐ আয়া
দেহস্থ হইলেও প্রাকৃতিক স্রুতঃপাদিতে
লিপ্ত হয় না। কিন্তু যখন প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ
স্রুতঃপাদিতে আসক্ত হয়, তখন আয়া অহ-
ংপ্রাবে বিমূঢ় হইয়া আমি কৰ্ত্তা এইরূপ অভিমান
করিয়া থাকে।

তন সংসাবপদবীমবশোহভ্যোতানিবৃত্তঃ ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কৰ্ম্মদোষৈঃ সদসন্নিশ্চয়ানিস্ ॥ ২ ॥
তজ্জ্ঞাত্য অবশ্য, এবং অনিবৃত্ত হইয়া প্রকৃতি-
স্কৃত কৰ্ম্মদোষে দেব, ত্রিগুণ ও নরাদি
স্রুতঃপাদি করিয়া সংসার পদবী প্রাপ্ত হয়।
অর্থহে বিদ্যমানহপি সংসৃতির্ননিবর্ত্ততে ।
প্রায়তো বিষয়ানন্ত স্বপ্নেহনর্থাগমো যথা ॥ ৩ ॥
স্বপ্নে অনর্থীগমেব ত্রায় এ সংসার মিথ্যা
হইলেও তখন কৰ্ত্তৃত্বভিসানী পুরুষের বিষয়
চিন্তাতে সংসার নিবৃত্তি হয় না।

অতএব শনৈশ্চিন্ত্য প্রসক্তমসতাং পথি ।

ভক্তিযোগেন তীৰ্ণেণ বিরক্ত্যা চ নয়েষ্বশং ॥ ৪ ॥

বিষয় চিন্তাই অনর্থের মূল, অতএব ইচ্ছিয়া
সকলের বিষয়মার্গে প্রসক্ত চিন্তকে দূরভক্তি,
বলিষ্ঠ যোগ এবং তীব্র বৈরাগ্যদ্বারা অল্পে অল্পে
বশে আনয়ন করিবে।

যমাদিত্তির্যোগপথৈবভ্যাসন্ শ্রদ্ধয়াষিতঃ ।

ময়ি ভাবেন সত্যেন মংকথা শ্রবণেন চ ॥ ৫ ॥

সর্বভূতসমত্বেন নিরৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ ।

ব্রহ্মচর্যেন মোদেন স্বধর্মেণ মহীয়সা ॥ ৬ ॥

যদচ্ছযোগস্থিতেন সম্যগ্ৰী মিতভূমুনিঃ ।

বিবিক্তশরণঃ শাস্তো মৈত্রঃ করুণ আদ্রবান্ ॥ ৭ ॥

সাম্মবন্ধে চ দেহেহশ্মিন্ন কুর্মন সদাগ্রহং ।

জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতে: পুরুষশ্চ ॥ ৮ ॥

নিবৃত্তবুদ্ধাবস্থানো দ্বীভূতাত্মদর্শনঃ ।

উপলভ্যাত্মান্যান্যান চক্ষুযে বার্কমাত্মদৃক্ ॥ ৯ ॥

মুক্তলিঙ্গং সদা ভাসমানিতি প্রতিপদ্যতে ।

সতোবদ্ধমসচ্চক্ষুঃ সর্বাভ্যুতমদয়ং ॥ ১০ ॥

যমাদি ছয়টি যোগপথ অভ্যাসদ্বারা চিন্তের
একাগ্রতা করতঃ শ্রদ্ধাযিত হইয়া আমাতে ভক্তি,
যথার্থ ব্যবহার, আমার কথা শ্রবণদ্বারা, সর্ব-
ভূতে সমত্ব, শত্রুশত্রু হইয়া সঙ্গপরিভাগপূর্বক
ব্রহ্মচর্য্য, মোদনব্রতালম্বন অথবা ঈশ্বরার্পণপূর্বক
স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এবং অহংসমূহ বস্তুরে সম্যগ্ৰী,
পরিমিতাহারা, মননশীল, নির্জনবাদী, শাস্ত,
সর্বপ্রাণিহুজং, দয়াবান্, প্রতিদ্রুত হইলে,
পুলাদি সহিত এই দেহে আমি আমার এইরূপ
জ্ঞান না করিয়া, প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব দৃষ্ট
হইয়াছে যে জ্ঞানদ্বারা ভাদৃশ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-
দর্শী জ্ঞানবরা যখন বুদ্ধি অবস্থা বিশেষ নিবৃত্তি

এবং বিষয়চিন্তা দূরীভূত হয় ; তখন ঐ পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া যেমন নেত্রাবচ্ছিন্ন সূর্য্যদ্বারা আকাশস্থ সূর্য্য দর্শন করে, সেইরূপ অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন আত্মাদ্বারা বিশ্বকাত্মাকে সম্যক্রূপে লাভ করিয়া উপাধি স্পর্শশূন্য, ঔপাধিক অহঙ্কারে সম্যক্ ভাসমান কারণের অধিষ্ঠান কার্য্যের প্রকাশক এবং কার্য্যাকারণে পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ।

যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে ।

স্বাভাসেন যথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবস্থিতঃ ॥১১॥

এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেশ্চিন্ন মনোময়ৈঃ ।

স্বাভাসৈর্লক্ষিতোহনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্ ॥১২॥

যে প্রকার জলস্থিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব গৃহাস্ত-বর্জ্জিত স্বচ্ছভিত্তাদিতে প্রকাশ পাইলে, সেই গৃহ কোণস্থ পুরুষ-কর্ত্তৃক ঐ স্থলস্থিত প্রতিবিম্ব অথবা জলস্থ প্রতিবিম্বদ্বারা আকাশস্থ সূর্য্য দৃষ্ট হয় ; তদ্রূপ দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ এই ত্রয়াবচ্ছিন্ন আত্ম-প্রতিবিম্বদ্বারা অহঙ্কারোপাধিক জোবা আত্মা পরমাত্মার কিরণরূপ লক্ষিত হয় এবং সেই জীবা আত্মাদ্বারা সত্যজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম উপলব্ধ হয় ।

ভূতস্থশ্চৈন্দ্রিয় মনো বুদ্ধ্যাদিবিশ্বিনিদ্রয়া ।

লীনেষ সতি যতত্র বিনিদ্রো নিরহং ক্রিয়ঃ ॥১৩॥

মত্তমানন্তদা আন মনশ্চো নষ্টবদ্ ॥১৪॥

নষ্টেহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৪ ॥

এবং প্রত্যবমুখ্যাসাবা আনং প্রতিপদ্যতে ।

সাহকারস্ত এবাস্ত যোহবস্থানমহুগ্রহঃ ॥ ১৫ ॥

যখন স্বপ্নভূত, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি নিদ্রাদ্বারা অসত্ত্বা অব্যাকৃত প্রকৃতিতে লীন হয়, তখন ঐ আত্মা বিনিদ্র অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপনাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত দ্রষ্টারূপ হয় । লোকে যেক্রূপ বিস্ত্রনাশে আপনাকে নষ্টপ্রায় জ্ঞান করে, সেইরূপ ঔপাধিক অহঙ্কার নষ্ট হওয়াতে নিজে নষ্ট না হইলেও আপনাকে নষ্টভূত জ্ঞান করে । এখন এক্রূপ আপত্তি হইতে পারে, যে

নিদ্রাবস্থায় যখন কিছুই অসত্ত্ব হয় না তখন আত্মার দ্রষ্টারূপে থাকা কিরূপে সম্ভব হয় ; কিন্তু তাহা ভ্রম, যেহেতু গাঢ় নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তি যখন এইরূপ বলিয়া থাকে যে আজ আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম কিছুই জানিতে পানি নাই । তখন আত্মাই দ্রষ্টারূপে থাকে স্বীকার কবিতে হইবে ; নতুবা তাহার ঐরূপ স্বপ্ন থাকিত না । এই আত্মাই কার্য্যাকারণ সংঘাতের প্রকাশক এবং তাহার অবস্থান ।

ত্ৰীদৈবহুতিরূপাচ ।

পুরুষং প্রকৃতিব্রহ্ম ন বিমুক্তি কহিচিৎ ।

অন্তোন্তাপশ্রয়াক্ষ নিত্যত্যাচ্চানয়োঃ প্রভো ॥১৬॥

যথা গন্ধস্ত ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিবেকতঃ ।

অপাং রসস্ত চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্ত চ ॥ ১৭ ॥

অকর্ত্ত্ব কৰ্ম্মবন্ধোহযং পুরুষস্ত যদাশ্রয়ঃ ।

শুণ্ণেনু সংস্থ প্রকৃতেঃ কৈবল্যাং তেষতঃ কথং ১৮

কচিৎস্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুদগং ।

অনিবৃত্তনিমিত্তদ্বাং পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥ ১৯ ॥

মাতা দেবহুতি ভগবান্ কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, হে ব্রহ্মন ! হে প্রভো ! ভক্তি এবং বৈরাগ্য হইতে বিবেক হইতে পারে, কিন্তু ভূমির সহিত গন্ধ এবং জলের সহিত রস সমবায় সম্বন্ধ থাকিতে ইহাবা যেক্রূপ পবন একের ব্যতিরেকে অস্ত্রে থাকিতে পারে না সেইরূপ পুরুষের সহিত প্রকৃতির নিত্যপ্রযোজ্য পরস্পর ত্যাগাভাবহেতু মুক্তি কিরূপে সম্ভবে ? অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর বিযোজ্য হইলে তো মুক্তি হইবে । পরন্তু পুরুষ অকর্ত্ত্ব সত্য, কিন্তু প্রকৃতির গুণ সকলকে আশ্রয় করিয়া তাহার যে এই কৰ্ম্ম বন্ধ হইয়াছে, তাহার বর্ত্তমানে মুক্তি কিরূপে হইতে পারে ?

এই জগুই কখন কখন তত্ত্ববিচার দ্বাং কোন কোন পুরুষের ঘোর সংসার-ভয় নিবৃত্ত হইলেও তাহার নিমিত্ত নিবৃত্তি না হওয়া

সংসার ভয়ের পুনরুত্থব দেখা যায়। অতএব
এ বিষয় যথার্থরূপে আমাকে বল ।

শ্রীভগবান্মুবাচ ।

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাশ্রনা ।

তীত্রয়া ময়িতক্ৰ্যা চ শ্রুতসংভূতয়াচিবং ॥

জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন বৈবাগ্যেণ বলীয়াস ।

তপোবৃক্চেন যোগেন তীরেনাশ্রমমাধিনা ॥২০॥

প্রকৃতিঃ পুরুষস্তেহ দহমানাস্বহর্নিশং ।

তিবোভবিত্রী শনকৈবল্যেধৌনিবিবারণিঃ ॥ ২১ ॥

ভুক্তভোগপরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ ।

নৈখবস্থা শুভং ধন্তে শ্বে মহিম্নিস্থিতস্ত চ ॥ ২২ ॥

ভগবান্ কপিলদেব মাতার এতাদৃশ প্রশ্ন
শ্রবণান্তর তৎপ্রত্যুত্তবে বলিতে আরম্ভ করি-
লেন। হে মাতঃ! নিকাম ধর্ম, শুদ্ধান্তঃকরণ
এবং আনার কণা শ্রবণদ্বারা আমাতে দৃঢ়াভক্তি,
তত্ত্বদর্শিজ্ঞান, বলিষ্ঠ বৈবাগ্য, শমদমাদিতপো-
গুণ যোগ ও তীর আশ্রমমাধি এই সকল
সাধনদ্বারা অহর্নিশ পুরুষেব প্রকৃতি অভিভূত-
মানা হইয়া অগ্ন্যাংপাদক কাষ্ঠদগ্ধের তায় ক্রমে
ক্রমে তিরোহিতা হয় অর্থাৎ অগ্নি যেমন কাষ্ঠ
হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাকেই দগ্ধ কবে, সেই-
রূপ পুরুষের লিঙ্গ শরীর হইতে জ্ঞানোন্মিত
হইয়া তাহাকে দগ্ধ কবে। এইরূপে লিঙ্গ দেহ-
রূপপ্রকৃতি তিরোহিতা হইলে, যখন পুরুষ ভুক্ত-
ভোগ সকল পরিত্যাগকরতঃ সর্বদা নিম্নের
দোষেব প্রতি দৃষ্টি করিয়া গুরুপদিষ্ট সংপথ
প্রাপ্ত হয়, তখন প্রকৃতি তাহার আর কোন-
রূপ অন্তত জন্মাইতে পারে না।

যথাশ্চ প্রতিবুদ্ধস্ত প্রশ্নোপোবহনবর্জিতং ।

স এব প্রতিবুদ্ধস্ত ন বিমোহায় কল্পতে ॥

এবং বিদিততত্ত্বস্ত প্রকৃতির্ময়মানসং ।

যজ্ঞতোনাপ কুরুত আশ্বারাগস্ত কর্হিচিং ॥ ২৩ ॥

নিদ্রিত পুরুষেব স্বপ্নে নানা অনর্থ ঘটে

কিন্তু নিজাভঙ্গে সংসার বশে ঐ স্বপ্ন তাহার
মনে থাকিলেও তাহা যেমন সেই পুরুষের মোহ
জন্মাইতে পারে না। সেইরূপ পুরুষ আমাতে মনঃ-
সংযোগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ আশ্বারাম হইলে প্রকৃতি
কখনই তাহার অপকার করিতে পারে না।

যদৈবমধ্যাস্ত্রভঃ কালেন বহুজন্মানা ।

সর্বত্র জাতবৈরাগ্য আত্রক্স ভবনাম্মুনিঃ ॥ ২৪ ॥

মস্তকঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়াস ।

নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যাং মদাশ্রয়ং ॥২৫॥

প্রাপ্তোত্তীহাজ্ঞসা ধীরঃ স্বদৃশাচ্ছিন্ন সংশয়ঃ ।

যদা ভা ন নিবর্ততে যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥ ২৬ ॥

পুরুষ বহুকাল এবং বহুজন্মদ্বারা এইরূপে
অধ্যাস্ত্রভঃ, ত্রক্সলোক হইতে সর্বত্র জাত-
বৈরাগ্য এবং মননশীল ও আমার ভক্ত হইয়া
আমার অহুগ্রহাতিশয্যে যখন আশ্র-তত্ত্ববিদিত
হইতে পারে, তখন আশ্রজ্ঞানদ্বারা শীঘ্র ছিন্ন
সংশয় ধীর হওতঃ, লিঙ্গদেহ নাশে যোগী যে
স্থানে গমন করিলে পুনরাবৃত্ত হয় না,—এই
শরীরেই সে,—সেই মুক্তিস্থান দেহাদিব্যতিরিক্ত
স্বরূপ মদাশ্রয় নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্ত হয়।

যদা ন যোগোপচিতাহু চেতো মায়ান্ন সিদ্ধস্ত
বিসজ্জতেহঙ্গ । অনন্ত হেতুত্বং মে গতিস্তা
দাত্যস্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥ ২৭ ॥

হে অঙ্গ! (মাতঃ) তখন সেই সিদ্ধপুরুষের
চিত্ত অগ্নিমানি অষ্টসিদ্ধিদ্বারা সমৃদ্ধ এবং যোগ
ভিন্ন বাহার অন্তহেতু নাই এরূপ বিবিধ ভোগ্য-
বস্তুতে আসক্ত হয় না। কেবল এই ইচ্ছা করে যে,
যাহাতে মৃত্যু হাত্য করিতে না পারে। আমার
এইরূপ আত্যন্তিকী গতি অর্থাৎ (মুক্তি) হউক।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কাপিলেয়ে

প্রকৃতিবিবেকঃ সমাপ্তঃ ।

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়

বিজয়ারহস্ত ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

তিনি প্রথম হইলে সকলই দিতে পারেন ;
স্বরথ ও সমাধি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

এই ত গেল, সাধারণ হুর্গাপূজা । তৎপর
আবার শারদীয় দুর্গোৎসবের সৃষ্টি । এদিকে
ভূভারহরণের জন্ত ভগবান্ বিষ্ণু ত্রেতাযুগে
রামরূপে মেদিনীমণ্ডলে অবতীর্ণ । রাবণ
হুর্ধ্ব বৈরী, কারণ সে মহাশক্তির আশ্রিত ও
দ্বন্দীয় বলে বলীয়ান্ । ভগবান্ বিপন্ন, অব-
শেষে শক্তিসাধনের জন্ত শরৎকালে দ্বন্দীয় পূজায়
প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের
জন্ত ভগবান্ বোধন করিলেন ; শক্তি রামের
পক্ষে জাগিয়া উঠিলেন ; পাপাচার রাবণের
শক্তি আকৃষ্ট হইয়া রামের পক্ষপাতিনী হইলেন ।
মা ভক্তবৎসলা বটে ; কিন্তু পাপীর চিবপক্ষ-
পাতিনী নহে । পাপীর ভক্তি ভঙ্গুর । উৎ-
সব সহকারে শ্রীরাম কর্তৃক হুর্গাপূজ্ঞন সমা-
হিত হইল ; সেই জন্ত ইহা দুর্গোৎসব নামে
অভিহিত ।

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে প্রথমতঃ মহিষা-
সুরমর্দন, দ্বিতীয়তঃ শব্দসংহার, তৃতীয়তঃ
স্বরথ ও সমাধির বাহ ও আন্তরিক রিপুনাশ
এবং চতুর্থতঃ রাবণবধের জন্ত হুর্গাপূজার প্রচার ।
সর্বত্রই বৈরিবিনাশশক্তিপূজার মুখ্যলক্ষ । মন্ত্রলিঙ্গ
তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—দেবীপূবাণে—

রাবণস্ত বধার্থায় রামস্তানুগ্রহায় চ । অকালে
ব্রহ্মণ্যবোধো দেব্যাস্তয়িকৃতঃ পুবা ॥ অহম-
প্যাশ্বিনে যষ্ঠায়া সায়াক্লে বোধয়ামি বৈ । শক্রে
নাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজং সুরালয়ে । তস্মাদ-
হত ত্বাং প্রতিবোধয়ামি, বিভূতিরাজে প্রতিপত্তি
হেতোঃ । যথৈব রামেণ হতো দশানুত্তথৈব শত্রু-
বিনিপাতয়ামি ॥

দেবি, রাবণের বধ ও রামের প্রতি অনু-
গ্রহের নিমিত্ত পূর্বকালে অকালে ব্রহ্মা আপনার
বোধন করেন । আমিও তদ্রূপ আশ্বিনমাসে
সায়ংকালীন ষষ্টিতে আপনার বোধন করিতেছি,
ইন্দ্রও স্বর্গে আপনার বোধন করিয়া রাজ্যলাভ
করিয়াছিলেন, আমিও রাজলক্ষ্মীলাভের জন্ত
আপনার চৈতন্য সংযোজন করিতেছি । বেকপ
রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও
শত্রুসমূহ বধ করিতে বাঞ্ছা করি ।

আবার আবাহনে বলেঃ—

এহেহি ভগবদ্ হুর্গে শত্রুক্ষয়জয়প্রদে ।

শত্রুক্ষয়কারিণী ও বিজয়দায়িনী হুর্গে তুমি
আগমন কর ।

ধানের উপসংহাৰে—

অভিঃ শক্তিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্ ।—

শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্ ॥

এই সকল অষ্টশক্তিকর্তৃক চিরপরিবেষ্টিত,
শত্রুক্ষয়করী, এবং দৈত্যদানবদর্পদলনী জগ-
দষ্টাকে চিন্তা করিবেক ।

অবশেষে মহাপূজার অন্তিম মহানবমী দিনে
মহিষ বলিদানে—

তথা মম রিপূন্ হিংস শুভং বহুল্লাপক ।
শত্রুবিনিতে বিলয়ং যান্ততে সর্কে যে মাং হিংসন্তি
জন্তবঃ । মৃত্যুরোগভয়ক্ৰেশাঃ পতন্ত শত্রু-
মন্তকে ॥

এইরূপ করিয়া সমুদায় হৃদয়াবেগের পর্যাব-
সান হইল না । পুনর্ব্বার দশমী দিনে মাকে
বিসর্জন দিবার সময়ে ও গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং
দয়া মে বিজয়ং শ্রিয়ম্ । এই প্রকার বারংবার
বৈরিবিজয় প্রার্থনা । তবেই শত্রুসংহারের জন্ত
যে শক্তিপূজার প্রচাৰ বা দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান

ইতিবৃত্ত অর্চনামন্ত্র, জগদম্বার মূর্তি এবং শক্র-
বলিদান প্রভৃতি তাহার প্রধান প্রমাণ। শক্তি-
সম্পন্ন হইলে বৈবিবিজয়ের উপযোগী হওয়া
যায়; এইজন্ত শ্রীরামচন্দ্র পূজাসম্প্রদায় শারদীয়
দশমীদিনে বৈবিবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।
সেইদিনে বিজয়োৎসবের নবাবির্ভাব। অদ্যাপি
রামনগর রাজধানীতে রামলীলা নামে বিজয়োৎ-
সবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

ইহা কেবল পৌরাণিক ইতিবৃত্তের উপর
নির্ভর নহে; শাস্ত্রীয় শাসন (বিধিবাক্য)
দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। শাস্ত্রে বলে—

অগ্নিনস্ত্র সিতে পক্ষে, দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ ।
কর্তব্যো বৈষ্যবৈঃ সার্বং সর্বত্র বিজয়ার্থিনা ॥

অভিযান অকরণে দোষ আছে—দশমীং
বঃ সমুদ্রগণ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ । তন্তু
সংবৎসবং বাবৎ ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ ॥

যে রাজা শারদীয় দশমী উল্লঙ্ঘন করিয়া
যাত্রা বা অভিযান করেন, তাহার বৎসর মধ্যে
আপ বিজয় হইবে না।

কোন বাধাবশতঃ একান্ত অশক্ত হইলে
অস্ত্রযাত্রা করাইয়া রাখিবেন।

কার্য্য বশাৎ স্বয়মগমে ভূভর্ত্তৃঃ কেচিদাহরা-
চাৰ্য্যাঃ । ছত্রাযুধাদ্যমিষ্টং বৈজয়িকং নির্গমে
কুৰ্য্যাৎ ॥

নৈমিত্তিক যুদ্ধ যখন উপস্থিত হইবে, তখনই
করিবে, কিন্তু এতদ্দেশে কাম্যযুদ্ধের উপযুক্ত
কাল নীতঋতু। রঘু প্রভৃতি আৰ্য্যরাজগণ সেই
নীতের পূর্বে শরৎ সময়ে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত

হইতেন। মহাকবি কালিদাস কারণ নির্দেশ
করিয়া রঘুরাজের অভিযানের সময় বলিয়া
শরৎঋতুকে নির্দেশ করিয়াছেন।

রঘুবংশে—

সরিতঃ কুরুতীগাধাঃ পথশাশ্বানু কর্দমান্ ।

যাত্রায়ৈনোদয়াস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ ॥

শরৎকালে সরিৎসমূহ উত্তরণের উপযোগী
ও পথপঙ্কশূন্য হইল; তাহা দেখিয়া রঘু উৎ-
সাহস্ক্রিয় সম্পন্ন হইয়া যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন।

ধর্ম্মপ্রাণ পূর্বপুরুষগণ জগন্মাতার পূজা করিয়া
ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া বিজয়বাসনায় যাত্রা এবং
তদঙ্গনৃত্য, গীত, বাদ্য, বিজয়দায়িনী বিজয়া
(সিদ্ধি) সেবন, হর্ষালিঙ্গন প্রভৃতি উৎসবচারণ
করিতেন। বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে সেই অভ্যস্ত
আচার অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে আচরিত হইতেছে।
তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, আৰ্য্যগণের শক্তি
অসিতে ও বিজয় বৈরীতে এবং আমাদিগের
শক্তিমসীতে ও বিজয়বৈবয়িক ব্যাপারে প্রার্থ-
নীয় হইয়াছে। এইক্ষণ আমাদিগের ধর্ম্মের
আভ্যাসিক আচার আছে; কিন্তু উদ্দেশ্য নাই,
পদে পদে আমরা দিগ্বিদ্রাস্ত। মা দুর্গে সকলই
তোমার লীলা। কিন্তু মা তুমি ত অমা-নিশার
অবসানে ইন্দু দেখাইয়া থাক; তুমি ত পরিবর্তন
শক্তিশালিনী প্রকৃতি! তাহাতেই বলি—

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্ততে ॥

আরও বলি—এবেগবস্ত্রী কার্য্য অমদবৈরি
বিনাশনম্ ॥ ইতি

অথর্ববেদ ।

স্বস্ত্যস্তোত্র ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

কিয়তাস্বস্তঃ প্রবিবেশভূতং কিয়ন্তবিষ্যদ-
শাসয়েহন্ত । একং যদঙ্গমকুণোং সহস্রাধি-
কিয়তাস্বস্তঃ প্রবিবেশ তত্র ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ । কিয়তা । স্বস্তঃ । প্রবিবেশ ।
ভূতং । কিয়ং । ভবিষ্যৎ । অহু । অশাসয়ে । অস্ত ।
একং । যৎ । অঙ্গম্ । অকুণোং । সহস্রাধি ।
কিয়তা । স্বস্তঃ । প্রবিবেশ । তত্র ।

বঙ্গার্থ । স্বস্ত অতীতকালের কতদূর প্রবেশ
করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের কত অংশ তাহার
উদরে আছে, যে এক অঙ্গ তিন সহস্র ভাগে
বিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কতদূর
প্রবেশ করিয়াছিলেন । অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ
সমুদায়ই তাহার অধীন এবং বিরাট বিশ্বসমষ্টি
যখন ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন
বস্তুতে পরিণত হইল, তাহার শক্তি সকলের
অন্তরেই থাকিল ।

যত্র লোকাংশ্চ কোশাংশ্চাপো ব্রহ্মজনা
বিহুঃ । অসচ্চ যত্র সচ্চাস্তস্বস্তং তং ক্রহি কতমঃ
স্বিনেব সঃ ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ । যত্র । লোকান্ । চ । কোশান্ ।
চ । আপঃ । ব্রহ্ম । জনাঃ । বিহুঃ । অসৎ । চ ।
যত্র । সৎ । চ । অস্ত । স্বস্তং । তং । ক্রহি । স্বিৎ ।
এব । সঃ ।

বঙ্গার্থ । যে স্বস্তকেই মানবগণ বিভিন্ন
লোক, বিভিন্ন কোশ, বিভিন্ন কর্ম ও ব্রহ্ম
বলিয়া জানে, যিনিই নিত্য ও অনিত্য বস্তু, সেই
স্বস্ত কে তাহা আমাকে বল । (লোক—পৃথি-
ব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লোক, কোশ—আনন্দ, বিজ্ঞা-
নাদি ভিন্ন ভিন্ন কোশ, আপ—সাধারণ অর্থ জল,

কিন্তু দেবতা ও কর্ম বুঝায় সং—যাহার পবি-
বর্তন নাই, অসৎ—সতের বিকার, সং অসৎ
আপেক্ষিক শব্দ, বাহ্য এক বস্তুর সহিত তুলনায়
সং, তাহা অপর বস্তুর সহিত তুলনায় অসৎ, ব্রহ্মের
সহিত তুলনা করিলে বিশ্বই তাবৎ পদার্থই
অসৎ, ব্রহ্ম শব্দে জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞান বুঝায় ।)

যত্র তপঃ পরাক্রম্য ব্রতং ধারয়ত্যান্তরম্ । স্বতং
চ যত্র শ্রদ্ধা চাপো ব্রহ্মসমাহিতা স্বস্তং তং ক্রহি
কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ । যত্র । তপঃ । পরাক্রম্য । ব্রতম্ ।
ধারয়তি । উত্তরম্ । স্বতম্ । চ । যত্র । শ্রদ্ধা । চ ।
আপঃ । ব্রহ্ম । সমাহিতা । পূর্ববৎ ।

বঙ্গার্থ । যে স্বস্তে তপ—পরাক্রমের সহিত
সর্বোচ্চ ব্রতধারণ করিয়াছে, যে স্বস্তে যজ্ঞ,
শ্রদ্ধা, কর্ম ও জ্ঞান সমাহিত আছে, সেই স্বস্ত
কে তাহা আমাকে বল ।

যস্মিন্ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌর্ধস্মিন্নধ্যাহিতা ।
যত্রাগ্নিচ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যো বাতন্তিষ্ঠন্ত্যার্পিতা
স্বস্তন্তং ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ । যস্মিন্ । ভূমিঃ । অন্তরিক্ষং । দ্যৌঃ ।
যস্মিৎ । অধ্যাহিতা । যত্র । অগ্নিঃ । চন্দ্রমাঃ ।
বাতঃ । তিষ্ঠন্তি । আর্পিতা । স্বস্তং ।

বঙ্গার্থ । যে স্বস্তে ভূমি, অন্তরীক্ষ, আকাশ,
অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু অধিষ্ঠিত আছেন, সেই
স্বস্ত কে তাহা আমাকে বল । (অন্তরীক্ষ,
অন্তরিক্ষ—হুই এক, বৈদিক ভাষায় অন্তরিক্ষই
ব্যবহার, অন্তর্—ঈক্ষ অন্তরীক্ষ, অন্তরি (সপ্তমী)
ক্ষ, অন্তরিক্ষ ক্ষধাতু হইতে সিদ্ধ । আর্পিতা—
অর্পিতা, ছন্দান্তরোধে দীর্ঘ ।

যত্র ত্রয়স্ত্রিংশদেবা অঙ্গে সর্কে
সমাহিতাঃ স্কন্তং তং ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ। যে স্কন্তের অঙ্গে তেত্রিশ দেবতা
সমাহিত আছেন, সেই স্কন্ত কে তাহা আমাকে
বলুন। (বৈদিকদেবতা তেত্রিশটিমাত্র—৮ বসু,
১২ আদিত্য, ১১ রুদ্র, ২ অশ্বিন; অস্তান্ত্র সমুদায়
দেবতাই, ইহাদের কোনটি না কোনটির
অন্তর্গত।)

যত্র ঋষয়ঃ প্রথমজা ঋচং সামযজুর্মহী।
একর্ষি যস্মিন্দ্রাপিতস্কন্তং তং ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ। যে স্কন্তে প্রথমজাত ঋষিগণ,
ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, মহী ও একর্ষি
অর্থাৎ সর্বপ্রধান মহর্ষি অবস্থান করিতেছেন,
সেই স্কন্ত কে তাহা আমাকে বল।

যত্রামৃতং মৃত্যুশ্চ পুরুষেহপি সমাহিতে সমুদ্রো
যত্র নাভ্যাঃ পুরুষেহপি সমাহিতাঃ স্কন্তং তং ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ। যে স্কন্ত পুরুষে অমৃত ও মৃত্যু উভয়ই
বিদ্যমান আছে এবং সমুদ্র যে পুরুষের শিরস্বরূপ
অবস্থান করিতেছে, সেই স্কন্ত কে তাহা আমাকে
বল।

যত্র চতস্রঃ প্রদিশো নাভ্যাঃ তিষ্ঠন্তি প্রথমাঃ।
বজ্রো যত্র পরাক্রান্ত স্কন্তং তং ক্রুহি ॥ ১৬ ॥

যে স্কন্তে দিক্ সকল প্রধান ধমনীস্বরূপ
অবস্থান করিতেছে এবং যাহাতে অবস্থান
করিয়া যজ্ঞ স্বীয় পরাক্রম দেখায়, সেই স্কন্ত কে
তাহা আমাকে বল।

যে পুরুষে ব্রহ্মবিদ্যুৎ স্তো বিহঃ পরমেষ্ঠিনম্।

যো বেদপরমেষ্ঠিনং যশ্চ বেদপ্রজাপতিম্ ॥

জ্যোতঃ যে ব্রাহ্মণং বিদ্বন্তে স্কন্তমম্মসংবিদ্বঃ ॥ ১৭ ॥

বাহারা পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত করেন,
তাহারা প্রজাপতি পুত্র পরমেষ্ঠিকে অবগত

হইতে পারেন, বাহারা প্রজাপতি পুত্র পর-
মেষ্ঠিকে অবগত হইতে পারেন, তাহারা প্রজা-
পতিকে অবগত হইতে পারেন, বাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মজ্ঞান অবগত আছেন, তাহারা স্কন্ত কে
জানেন।

যশ্চ শিরো বৈশ্বানরশ্চক্ষুরঙ্গিরসোহভবন।

অঙ্গানি যশ্চ যাতব স্কন্তং তং ক্রুহি ॥ ১৮ ॥

বৈশ্বানর যে স্কন্তের শির, অঙ্গিরস বাহার
চক্ষু, যাতু সকল বাহার অঙ্গ, সেই স্কন্ত কে তাহা
আমাকে বল।

যশ্চ ব্রহ্মঃ মুখমাহুজিহ্বাং মধুকশামুত।

বিরাজমুখো যশ্চাহ স্কন্তং তং ক্রুহি ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই বাহার মুখ, (মধুকশা
যজুর্বেদ ৭ম অধ্যায় ১১শ শ্লোকে কশাশব্দের বাক্
অর্থ দেখা যায় এবং মধুশব্দের ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম-
জ্ঞান অর্থ দেখা যায়; নিষণ্টু একাদশ অধ্যায়েও
ঐরূপ কশা অর্থ শব্দ দেখা যায়। মুখাং কশাতে
শব্দায়তে; ঋগ্বেদসংহিতায়ও “যা বাং কশা মধু-
মতী” দৃষ্ট হয়; এই মধুকশাই মধুকশা নাম্নী দেবী
বলিয়া অথর্ববেদের নবম অধ্যায়ে কীর্তিতা হইয়া-
ছেন, মধুকশা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চকীয় বাক্য,)
ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চকীয় বাক্যই বাহার জিহ্বা, বিরাট
বাহার উৎ অর্থাৎ পালানস্বরূপ, সেই স্কন্ত কে
তাহা আমাকে বল।

যস্মাদ্ ঋচো অপাতকান্ যজুর্ব্রহ্মাদপাকবন।

সমানি যশ্চ লোমাত্তথর্ক্যঙ্গিরসো মুখং স্কন্তং তং ॥

বাহা হইতে ঋক্ ও যজু্ সকল কাটির
বাহির করা হইয়াছে, সাম বাহার লোম,
অথর্বঙ্গিরস অর্থাৎ অথর্ববেদ বাহার মুখ সেই
স্কন্ত কে তাহা আমাকে বল। ক্রমশঃ—

পঞ্চমকার।

তত্ত্বোক্ত মদ্য, মাংস, মংস্ত, মূত্রা ও মৈথুন এই পঞ্চবিধ উপাসনার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকেন, কিন্তু অল্পলোকেই উহার প্রকৃত মর্থ অবগত আছেন। এই পঞ্চবিধ উপাসনার দ্বারা শাস্ত্রে মদ্যাদিপানের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকে যে মনে করেন, সেটি বিশেষ ভ্রম। আগমসারতন্ত্র পাঠ করিলেই পাঠক পঞ্চমকারের প্রকৃত মর্থ অবগত হইতে পারিবেন।

সোগদারাক্ষরেন্দ বা তু ব্রহ্মরক্ষাং বরাননে।

পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

হে বরাননে! ব্রহ্মরক্ষ হইতে বে অমৃত ক্ষরিত হয়, তাহা যে পান করে তাহাকে মদ্যসাধক বলে।

ব্রহ্মরক্ষ হইতে অমৃতবাণী ক্ষরিত হওয়া সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে যাহা উল্লেখ আছে, তাহা পরে বর্ণনা করা যাইবে। এই স্থলে পাঠক এইমাত্র দেখিবেন যে মদ্যোপাসনা একটি যোগ ক্রিয়ামাত্র। উহার সহিত মদ্যের কোন সংশব নাই। ঐকপ অছাত্ত মকারও যে যোগের অঙ্গমাত্র, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ হইতে দৃষ্ট হইবে।

মা শকাব্দরসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।

সদা যো ভক্ষয়েদেবী স এব মাংসসাধকঃ।

অর্থাৎ রসনার নাম মা, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্যকে যে ব্যক্তি সর্বদা ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করেন, তিনি মাংসসাধক। ইহার সহিত ছাগাদির মাংসের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মংস্তসাধনও ঐরূপ।

গঙ্গা যমুনয়োর্ষোধো মংস্তৌ বৌ চরতঃ সদা।

তৌ মংস্তৌ ভক্ষয়েদ যন্ত স ভবেন্নমংস্ত সাধকঃ॥

গঙ্গা যমুনার মধ্যে যে মংস্ত নিরন্তর চনি-

তেছে, তাহাকে যে ব্যক্তি আহার করে, তাহাকে মংস্তসাধক বলে। গঙ্গা ও যমুনা শব্দে ইড়া ও পিঙ্গলা বুঝায়, এই ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে যে নিশ্বাস ও প্রাশ্বাস গমনাগমন করে, উহাদিগকে মংস্তদ্বয় বলে অর্থাৎ পূর্বক ও রেচক, রেচক ও পূর্বক নিবোধ করিয়া যিনি কুন্তকে অবস্থিত থাকিয়া প্রাণায়ামসাধন করেন, তিনিই মংস্তোপসাক। তৎপরে মূত্রসাধনও ঐরূপ।

সহস্রাবে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতা চয়েৎ।

আত্মাতৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং॥

স্বর্গ্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিস্থনীতলং।

অতীব কমণীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং

দত্ত জ্ঞানোদয়স্তত্র মূত্রসাধক উচ্যতে।

শিরস্থিতসহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে পারদেব ছায় বিশুদ্ধ আত্মার অবস্থিতি। কোটিস্বর্গ্যের ছায় তাহার প্রকাশ এবং তিনি কোটিচন্দ্রের ছায় স্থনীতল। তিনি অতীব কমণীয় এবং মহাকুণ্ডলিনীশক্তিসংযুত। যাহার এই আত্মা বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি মূত্রসাধক। যোগে যাহাদের কিঞ্চিৎ অধিকার আছে, তাহারা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাহাবা যোগসম্বন্ধে কিছু জানেন না, তাহাদের নিম্নট ইহা কতকগুলি শব্দমাত্র প্রতীয়মান হইবে। এস্থলে পঞ্চমকার যে যোগক্রিয়া তাহাই দেখান হইতেছে, যোগের গূঢ়বহু এবং উহার উপায় ভবিষ্যৎ কোন সংখ্যক হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। তৎপর মৈথুন উপাসনা কি তাহা দেখুনঃ—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিতিস্তুকারণং।

মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং স্ফুটন্তঃ।

রেফস্ত কুসুমাতাস কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং।

নকারশচ বিন্দুকপ মহাযোগৌ দ্বিতঃ প্রিযৌ।

অকারণেই সমারূহ একতা চায়া ভবেৎ ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুহৃৎভং ॥
আত্মনিরমতে যস্মাদাত্মারামস্তদ্ব্যচ্যতে ।
অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতং ॥
মৃত্যুকালে মহেশানি—অরেক্রমাক্ষরদ্বয়ং ।
সৰ্বকৰ্ম্মাণি সন্ত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ং ভবেৎ ।
ইদম্ মৈথুনং তত্ত্বং তব মেহাৎ প্রকাশিতং ।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্ত কারণং ।
সৰ্বগুণ্ণাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাম্ ফলপ্রদং ।
ষড়ঙ্গং পূজয়েদেবী সৰ্বমন্তং প্রসীদতি ॥
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুষনং ধ্যানমীরিতং ।
আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমল্ললেপনং ॥
জপনং রমণং প্রৌক্তং রেতঃ পাতঞ্চ দক্ষিণাং ।
সৰ্বমেব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাদিকং প্রিয়ে ॥

অর্থাৎ মৈথুন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ-
স্বরূপ পরমতত্ত্ব। মৈথুন হইতে সুহৃৎভ ব্রহ্ম-
জ্ঞান জন্মে। যেকোন জ্ঞান-পুরুষ সংযোগে সাধারণ
মৈথুনক্রিয়া হয়, তদ্রূপ বপন জীবাত্মা ও পর-
মাত্মার সংযোগ হয় তখন যোগরূপ মৈথুন হয়
এবং উহা হইতে সুহৃৎভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মে।
জীবাত্মায় রমণ করেন বলিয়া পরব্রহ্মকে
আত্মারাম বা রাম বলা যাইতে পারে। “রাম”
অর্থাৎ র+অ+ম তিন অক্ষর বিশিষ্ট। জ্ঞা ও
পুরুষেব যেকোন পুরুষের সাহায্যে মিলন হয়,
তদ্রূপ হংসরূপ অকার সাহায্যে “র ও ম” এর
মিলন হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে রাম নাম
স্মরণ করেন, তিনি সৰ্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া
ব্রহ্মময় হন। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই
মৈথুন তত্ত্ব বলিলাম ইহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ এবং
জপাদির ত্রায় ফলপ্রদ। ষড়ঙ্গদ্বারা পূজা করিলে
সকলমাত্র প্রসন্ন হন। আলিঙ্গনকে ত্রাস,
চুষনকে ধ্যান, শীতকারকে আবাহন, অঙ্গ-
বিলেপনকে নৈবেদ্য রমণকে জপ এবং রেতঃ-
পাতকে দক্ষিণা বলা যায়।

শ্লোকগুলি বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে
গেলে অসীলতা আসিয়া পড়ে বলিয়া, তাহা
করা হইল না।

ফলকথা এই যোগমার্গাবলম্বীদের প্রাণা-
গাম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, বৈষ্ণব-
দিগের শাস্ত্র, দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর,
এবং শাক্তদিগের মদ্য, মাংস, মংস্ত্র, মৈথুন ও
মুদ্রা একই জিনিষ।

ধন, স্ত্রী, মদ্য, মাংস ও মংস্ত্র ইত্যাদি
তামসিক ব্যক্তিদ্বিগেব অত্যন্ত প্রিয় পদার্থ।
তত্ত্ব তাহাদিগকে উদ্ধৃদিকে লইয়া যাইবেন,
কিন্তু বিষম জাতীর উপকরণদ্বারা পদার্থবিশেষে
বিশেষরূপে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে অত্মদিকে লওয়া
বড় সহজ নহে। বালক মিষ্ট পদার্থ ভাল বাসে,
এইজন্ত উহাকে সুমিষ্ট ঔষধ দেওয়া হয়।
ইহা খাও, ইহা যে তুমি ঔষধ ভাবিতেছ,
তাহা নহে; ইহা তোমারই প্রিয় মিষ্ট পদার্থ।
বালক ঔষধ খাইল, কেননা সে দেখিতে পাইল
সে বাহা চায়, তাহা উহাতে আছে। তত্ত্ব
বশেন, যে তামসিক ব্যক্তি! এই যে ত্রাস
তোমাকে করিতে বলিতেছি, ইহা তোমার
প্রিয় যুবতী-শরীরালিঙ্গনসদৃশ, তুমি যুবতী
শরীর আলিঙ্গনদ্বারা যে স্বপ্ন পাইতে, ইহাতেও
তাহা পাইবে, যুবতীর অঙ্গে চন্দনাদিবিলেপন
দ্বারা, যুবতী পাত্ৰস্পর্শ এবং যুবতী সম্ভোগা-
দিতে তুমি যে স্বপ্ন পাইয়া থাক, যাহাকে
আনি ধ্যানাদি বলি, তাহা দ্বারাও তুমি ঐ স্বপ্ন
পাইবে; ধ্যানাদি রমণাদি হইতে বিষম পদার্থ
নহে, তুমি উহা কবিলেই বৃথিতে পারিবে,
তুমি মাংস আহার করিয়া যে স্বপ্ন পাও, তুমি
মংস্ত্রাহার করিয়া যে স্বপ্ন পাও, মুদ্রাসংগ্রহে
যে স্বপ্ন পাও, মদ্যপানে যে স্বপ্ন পাও; আমার
কথিত প্রাণায়াম, প্রত্যাহারাদিতেও সেই স্বপ্ন
পাইবে, এবং তাহাও একই জিনিষ। আমার

প্রিয় পদার্থের সদৃশ পদার্থের প্রতি চিত্ত অনায়াসে আকৃষ্ট হয়। তত্ত্ব সাদৃশ্যতা অঙ্গীকার করিলেন, তামসিক ব্যক্তি ঐ কথায় নির্ভর করিয়া তাহার বহুবিধ কদাচারের মধ্যেও উহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল। যখন একবার আরম্ভ করিল, তখন কার্য্যতও সে দেখিল যে ইতর মৈথুনাদি অপেক্ষা তন্ত্ৰোক্ত মৈথুন অধিক সুখ-প্রদ। আধ্যাত্মিক নূতন রস একবার আশ্বাদন করিলে, পুরাতন জড়ীয় রসে কেহ প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হয় না। তন্ত্ৰাদি মদ্যাদিপানের প্রশ্রয় দেন না; যাহারা মদ্যাদিপানে মত্ত, তাহাদিগকে বলেন যে, তোমরা যে মদ খাও, উহা অপেক্ষা ভাল মদ আমার নিকট আছে, একবার খাইয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে

পারিবে। এ কেবল বালককে প্রলোভন দিয়া ঔষধ খাওয়ান মাত্র। তামসিক ব্যক্তির উৎসাহে নানাবিধ কদাচার করিবেই করিবে, মদ্য মৈথুনাদি তাহাদের একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য হইবেই হইবে। তত্ত্ব তাহা বুঝিতে পারিয়া যোগেও ঐ সমস্ত সুখ দেখাইলেন। লোভেতে ফাঁদ পাতিলে তাহা অনলোকেই এড়াইতে পারে। তত্ত্ব ইচ্ছা করিয়া পবিত্র যোগ-ধর্মে অঙ্গীলভাব সংবদ্ধ করেন নাই, তামসিক ব্যক্তিদিগের হৃদয় আকর্ষণ করাই উহার একমাত্র কারণ। সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের পক্ষে তন্ত্ৰের প্রলোভন অনাবশ্যক, এবং তাহাদের জ্ঞান তন্ত্ৰাদিগ্রন্থ রচিতও হয় নাই।

উপনিষৎ । ঋষিঃ ।

বেদ তিনভাগে বিভক্তঃ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। ছন্দময় স্তোত্রকে সংহিতা বলে, যজ্ঞাদি কি প্রণালীতে সম্পাদন করিতে হয়, তদ্বিষয়ক গদ্যময় নিয়মাবলীকে ব্রাহ্মণ বলে, এবং গৃহস্থশ্রম পরিত্যাগান্তে যাহারা অরণ্যবাসী হন, তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগী উপদেশ অংশকে আরণ্যক বলে। উপনিষৎ এই আরণ্যকের অন্তর্গত ॥ প্রত্যেক বেদ অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ববেদ ঐরূপ তিনভাগে বিভক্ত যথা,—ঋগ্বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ; যজুর্বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ; সামবেদ ব্রাহ্মণ সংহিতা ও উপনিষৎ; অথর্ববেদ ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও উপনিষৎ। সাধারণতঃ যাহা বেদ বলিয়া পরিচিত, উহা বেদের সংহিতা অংশ। যজ্ঞাদি অপ্রচলিত হওয়ার ব্রাহ্মণের অংশ অনেক লুপ্ত হইয়াছে, এবং যাহা আছে তাহারও প্রায়

অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হয় না। যাহারা বেদের ব্রাহ্মণ অংশ দেখিয়াছেন, এবং তত্ত্বশাস্ত্রও অবগত আছেন, তাহারা দেখিতে পারিবেন তন্ত্ৰোক্ত অনেক ক্রিয়া ব্রাহ্মণ অংশ হইতে গৃহীত; অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুলি তন্ত্ৰে অবিকল লওয়া হইয়াছে বস্তুতঃ তত্ত্বশাস্ত্রের সহিত বেদের কোন সংস্রব নাই বলিয়া আধুনিক যে সংস্কার তাহা ভ্রমপূর্ণ। পূর্বে সামবেদের সহস্র, অথর্ববেদের পঞ্চাশৎ, যজুর্বেদ নবাধিকশত এবং ঋগ্বেদের একবিংশতি উপনিষৎ মোট একসহস্র একশত অশীতি উপনিষৎ ছিল, এইক্ষণে উহা সমুদায় পাওয়া যায় না। মুক্তিকোপনিষদে অষ্টাধিকশত উপনিষদের উল্লেখ আছে, এবং উহা এখনও পাওয়া যায়; উহার মধ্যে কতকগুলি সুদারিত হইয়াছে এবং কতগুলি অন্যথা হইয়াছে

হয় নাই। যে তুলি মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই তাহা
হোমাই নগরের, ত্রিকুট, কুতাবার, কাম্বিয়া
মুদ্রাঙ্কণ করিতেছেন বলিয়া আমাকে লিখিয়া-
ছিলেন, আজও মুদ্রাঙ্কণ শেষ হয় নাই। ~~যে~~ হোমাই
নগরের এগিতা উকীর, ত্রিকুট, চিম্নানিকিয়াহাদেব
অপটে প্রতিষ্ঠিত আমদাদ্রম হইতে করেকখানি
উপনিষদের উত্তর লংকরণ বাহির হইয়াছে।
কলিকাতার বদেধ ও ধর্মরংমন পদোপকারী
ত্রিকুট মহেশচন্দ্র গাল বহাশয় অনেকগুলি
উপনিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ
যোগ্য। ঐ একশত আটখানি উপনিষদের
মধ্যে সামবেদান্তর্গত ষোলখানি উপনিষদের
নামঃ—অব্যক্ত, আকৃণি, কুণ্ডিকা, কেন,
ছানোগ্যা, জাবালদর্শন, জাবালী, মহৎ, মৈত্রা-
রণী, মৈত্রেয়ী, যোগচূড়ামণি, রুদ্রাক্ষ, বজ্রহৃদিক,
বাহুদেব, সরাস, সাবিত্রী।

কৃষ্ণ যজুর্বেদান্তর্গত ১৪ খানি উপনিষদের
নাম অতীতাদ্যন্ত, ঈশাবাস্ত, জাবাল, তারসার
তুরীয়, ত্রিশিখী, নিরালম্ব, পরমহংস, পৈঙ্গল,
ব্রাহ্মণমণ্ডল, ব্রাহ্মণদ্বয় তারক, ভিক্ষু, মস্ত্রিকা,
মুক্তিকা, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহদারণ্যক, শাঠ্যারণী,
স্ববাল, হংস।

কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত ৩২ খানি উপনিষদের
নামঃ—

অগ্নি, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, অবধূত, একা-
ক্ষর, কঠরুদ্র, কঠবল্লী, কলিসস্তরণ, কালাগ্নিক্রুদ্র,
কৈবল্য, ক্ষুরিকা, গর্ভ, তেজোবিন্দু, তৈত্তিরীয়,
দক্ষিণামূর্ত্তি, ধ্যানবিন্দু, নারায়ণ, পঞ্চব্রহ্ম,
প্রাণাগ্নিহোত্র, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগকুণ্ডলিনী,
যোগতন্ত্র, যোগশিখা, বরাহ, শারীরক, শুকরহস্ত,
ধেতাবস্তর, সর্বসার, স্কন্দ, সরস্বতীরহস্ত,
হৃদয়।

খণ্ডেদান্তর্গত ১০ খানি উপনিষদের নামঃ—
অঙ্গবাসিকা, আশ্বপ্রবোধ, ঐতরেয়, কোবি-

তকী, ত্রিপুরা, নাদবিন্দু, নির্ঝাণ, মূলদলা, বহুচ,
সৌভাগ্য।

অথর্ববেদান্তর্গত ৩১ খানি উপনিষদের
নামঃ—

অথর্কশিখা, অথর্কশির, গণপতি, গাউর,
গোপাল তাপনী, জাবালী, ত্রিপুরাতপন, দত্তা-
ত্রেয়, দেবীনারদপরিব্রাজক, নৃসিংহ তাপনী,
পৈত্রিক, পরিব্রাজকায়ুর্গা, পরমহংস, পাণ্ড-
পত, প্রৈশ, ভদ্র, ভাবনা, মহানারায়ণ, মহাকাব্য,
মাতৃকা, মুণ্ডক, রামতাপনী, রামরহস্ত, বৃহ-
জ্জাবাল, শব্দ, শাণ্ডিল্য, স্বর্ঘ্যাক্ষ, হর্যত্রী

উপনিষৎ শব্দের ধাত্বর্থে এই যে উপনিষদ্ব্যভা-
বে প্রাপ্যতে ব্রহ্মবিদ্যা অনরা ইতি, অর্থাৎ বাহা-
দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়। (উপ—নি—
সদ—ক্ৰিপ) উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত।
উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন এই উপনিষ-
দের উপর স্থাপিত। বেদান্তশব্দের অর্থ বেদের
অন্ত। ইহা দ্বারা বেদের শেষ অংশও বুঝায়
বা বেদের চরম উদ্দেশ্য বাহা পাঠে সাধিত হয়
তাহাও বুঝায়। বেদশব্দের ধাত্বর্থে অন্তজ্ঞান।
যোগরূঢ়ার্থে ঋক, সাম, যজু, অথর্ব এবং উহা-
দের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও
আরণ্যক বুঝায়; কিন্তু সমস্ত জ্ঞানই বে-বেদের
অন্তর্গত করা হইয়াছে, তাহা অষ্টাদশবিদ্যার
কথা চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে। স্মৃতি,
পুরাণ, ইতিহাস আদি সমুদায়ই বেদমূলক।
শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিরুক্ত, মীমাংসা,
জায়, পুরাণ, সমাদ্রিশ্রীত স্মৃতিশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ,
ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি, সমুদায়ই
বেদের অন্তর্গত। বেদ ব্যতীত আর কিছুই
নাই। স্মরণ্য বেদশব্দের যোগরূঢ় অর্থ লইলেও
বিষয় তাৎপর্য জ্ঞান উহার অন্তর্ভূত হয়।
শঙ্করাচার্য্য উপনিষৎ শব্দের অর্থ করেন যে
উপনিষদ্ব্যভা-ব্যাপ্যিধ্যাসিতপ্রাপ্যপ্রাপ্যবস্ত

বিষয়া বিদ্যোচ্যতে । - তাদর্থাৎ গ্রাহোহপি উপ-
নিষং । উপনিষদতি উপনি-পূর্বস্ত সর্দেক্ষিশরণ
গত্যবসাদনার্থস্ত রূপমাচকতে । সংসারবীজস্ত
বিশরণাৎ বিনাশাৎ পরব্রহ্ম গময়িতৃত্বাদুপব্রহ্ম-
জরামরণাদ্যাশ্রয়ত্বাবসাদয়িতৃত্বাদুপনিষং সমা-
খ্যাপ্যাপ্যক্ততাং পরঃ শ্রেয় ইতি ব্রহ্মবিদ্যোপ-
নিষদ্যচ্যতে । উহার মর্ম্ম এই, গ্রহে যে বিদ্যার
বর্ণন করা যাইবে তাহাকে এবং ঐ গ্রহকেও
উপনিষৎ বলা যায় । উপ—নি—সদ ধাতুর
অর্থ বিশরণ, গতি ও অবসাদন । ব্রহ্মবিদ্যার
দ্বারা সংসারবীজের বিশরণ বা বিনাশ করে,
পরব্রহ্ম প্রাপ্তি করায়, এবং গর্ভ জন্ম মরণাদির
অবসাদন করে বলিয়া ইহার নাম উপনিষৎ ।
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সদ উপবেশন অর্থ হইতে
উপনিষৎ পদ সিদ্ধ করেন । তাহারা বলেন যে
উপনিষদের মধ্যেই গুরুর নিকট শিষ্যের উপ-
বেশন সম্বন্ধে উপসদ উপসন্ন ইত্যাদি পদপ্রয়োগ
দেখা যায়, সুতরাং যে সমুদায় বিদ্যা গুরুর
নিকট শিষ্য উপবেশনকরিয়া শুনিতেন, তাহাকে
উপনিষদ বলে এবং ঐ সমুদায় সাধারণতঃ
অরণ্যে কথিত হইত বলিয়া, উহাকে আরণ্যকও
বলে । উপনিষৎ শব্দের ধাত্বর্থ যাহাই হউক,
কল উহার দ্বারা এইক্ষণ ব্রহ্মবিদ্যাই বুঝায় । এই
উপনিষদের এক নাম পরা বিদ্যা, শাস্ত্রে
বেদাদির সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ অপেক্ষা
উপনিষৎকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে ।

তত্রা পরা ঋগ্বেদো, যজুর্বেদঃ, সামবেদোহ-
থর্ষবেদঃ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃৎ, ছন্দো-
জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষরমধি-
পন্যতে ।

অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ষ
বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃৎ, ছন্দ ও
জ্যোতিষ ইহার অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিদ্যা,
যজুর্ভা অর্থাৎ যে উপনিষদাদি দ্বারা সেই ব্রহ্মকে

জানা যায়, তাহাকে পরা—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা
বলা যায় । (যুগ্তকোপনিষৎ)

এস্থলে ঋগ্বেদাদির দ্বারা সংহিতা ও ব্রাহ্মণ
অংশমাত্র বুঝাইতেছে ।

ভারতবর্ষে এমন এক কাল ছিল যে সময়
ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ত লোক লাগ্নয়িত ছিল ;
অন্ত কোন জ্ঞানেই তাহাদের চিন্ত সন্তুষ্ট করিতে
পারিত না । ধন, স্ত্রী, পুত্রাদি তাহাদিগকে
স্বথ দিতে পারিত না । ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত
জীবন বিফল জ্ঞান হইত ।

ইহ চেদবেদীদগ সত্যমস্মি

ন চেদিহা বেদীন্মহতী বিনষ্টাঃ ।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ

প্রোত্যান্মনো কাদমৃত্যুভবন্তি ।

কেনোপনিষৎ ।

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই তাহার
জীবন সফল হইল, উহাকে না জানিতে পারিলে
তাহার মহান বিনাশ হইল, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ
জন্মমরণাদি ক্লেশ তাহার সহ করিতে হইল ।
এইজন্ত ধীর ব্যক্তির সর্বভূতে পরমান্বাকে
জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে
উপরত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন ।
ভারতে এমন এক সময় ছিল যে সময় পরী
পতিকে বলিতেন,—

“যেনাহং নামৃত্যুস্তাং কিমহং তেন কুর্যাং
যদেব ভগবান্ বেদ বেদ তদেব মে ব্রহ্মহীহি ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ।

অর্থাৎ যাহাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে
পারিব না তাহা লইয়া কি করিব, যদি অমৃতত্ব
প্রাপ্তির বিষয় কিছু জ্ঞানেন তাহা বলুন ।

তদ্বাদেবং বিজ্ঞানো দাস্ত উপরতিস্তিতিক্তঃ
সমাহিতো ভূত্বান্মন্তে বায়ানং পশুতি সর্ষান্মানং
পশুতি, নৈনং পাপ্যা তরতি সর্ষং পাপ্যানং
তরতি নৈনং পাপ্যা তপতি সর্ষং পাপ্যানং

তপতি বিপাপো বিরজোহবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো
ভবত্যেবমব্রাহ্মণোঃ সম্রাডেন প্রাপিতোহসীতি ।

আত্মবিং ব্যক্তি শাস্ত্র, দান্ত, উপরত,
তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মা
দৃষ্টি করেন। পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে
পারে না, তিনি সকল পাপকে অতিক্রম
করেন। পাপ তাহাকে উত্তপ্ত করিতে পারে
না, তিনি পাপকে ভস্মীভূত করেন। নিপাপ
নিকাম ও সন্দেহ বর্জিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণ
হয়েন।

উপনিষদের বক্তব্য বিষয় ব্রহ্ম, কিন্তু
কালপরিবর্তনের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি
আর মানবের লক্ষ্য নাই। যে ব্রহ্মজ্ঞান
প্রাপ্ত হইলে, অত্র কোন জ্ঞানের আর অভাব
থাকে না, সর্বপ্রকার জ্ঞানের মূল সেই ব্রহ্ম-
জ্ঞান এইক্ষণ অনাবশ্যক জ্ঞানের মধ্যে পরি-
গণিত। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি “আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য
মৈত্রেয়্যাগ্নো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা
বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্” অর্থাৎ আত্মাকে
জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের
নিকট হইতে আত্মার বিষয় শ্রবণ, শ্রাব্যোপেত
তর্কাদিদ্বারা আত্মার বিষয় আলোচনা, এবং
নিবিষ্টচিত্তে তদ্বিষয়ে ধ্যান করা কর্তব্য, হে
মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, অমুভূতি ও সম্যক
অবগমন হইলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদিত
হওয়া যায়” ইত্যাদি প্রতিপত্তির দ্বারা যে সত্য-
বোধনা করিয়া গিয়াছেন তাহা আধুনিক হিন্দু
বিকৃতমস্তিষ্কোদ্ধৃত প্রলাপ বলিয়া গ্রহণ করিতে
কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন সময়
ছিল যে সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ
ও মূলজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইত এবং উহা
প্রাপ্ত হইবার জন্য হিন্দু গ্রাণ পর্য্যন্ত পণ
করিতেন। অধুনা যে বিদ্যালোভ করিলে,

ধনাগমের সম্ভাবনা নাই, তাহা অবিদ্যার মধ্যে
পরিগণিত, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি সমাজের
দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।
কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার অমধুর রস এক-
বার গ্রহণ করিয়াছেন, অনিত্যধন, বশ, মানাদি
তাহাকে কিছুতেই শান্তিপ্রদান করিতে
পারে না।

উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বা জীব-
ব্রহ্মের একত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। “ব্রহ্ম
সত্যং জগন্নিখ্যা জীবব্রহ্মেব না পরঃ” ব্রহ্মই,
সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু
নহে; ব্রহ্মাত্মাপরো লাভঃ যৎ সুখায়াপরং
সুখং। যজ্ঞজ্ঞানাপরং জ্ঞানং। তদ্ব্রহ্মেত্য-
ধারয়েৎ, অর্থাৎ যাহা লাভ করিলে, আর কিছু
লাভের প্রয়োজন নাই, যাহা প্রাপ্তি সুখ ভিন্ন
অপর কোন সুখের প্রয়োজন নাই, তদ্বিষয়ক
জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানের প্রয়োজন
নাই। তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে “ইত্যাদি
ব্রহ্মজ্ঞান উপনিষদের বক্তব্য বিষয়।

উপনিষৎ দর্শন শাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র এই উভয়-
বিধ শাস্ত্রের সম্মিলন ক্ষেত্র। উপনিষৎ প্রতি,
অনাদি অনন্ত; উহাতে যে সত্য প্রচারিত হই-
য়াছে, শঙ্করবামী শারীরক মীমাংসাদ্বারা উহা
যে যুক্তিপূর্ণ তাহাও দেখাইয়াছেন। ধর্মশাস্ত্র
এবং তর্কশাস্ত্রের বিরোধ কেন থাকিবে? সত্য-
প্রতিপাদন করাই বহিঃউভয়ের উদ্দেশ্য হয়,
তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ কেন
থাকিবে? অগ্রগত দেশে দর্শন বিজ্ঞানাদি
শাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের বহির্ভূত; একের সহিত
অপরের সম্বন্ধ নাই, একটা সত্য বলিয়া
মানিলে অপরটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা
যায় না; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর
সাপেক্ষ। ভারতে যুক্তি ও আশ্রয়বাক্য বা
ঋষিবাক্য পরস্পরের প্রতিকূলতা না করিয়া

অনুকূলতা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। যাহাদের জ্ঞান বিকাশিত হইয়াছে, তাহারা দেখিবেন যে ভারতের কোন শাস্ত্রের সহিত কোন শাস্ত্রের বিরোধ নাই। যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে অজ্ঞানবশতঃ। যাহা লোক হিতকর, তাহাই যুক্তিকর, তাহাই ধর্ম, তাহাই বেদ, তাহাই ঋষিবাক্য। যাহারা সনাতন শাস্ত্রের বাহ্য-বরণ ভেদ করিয়া উহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তাহারা দেখিতে পারিবেন যে উহার মধ্যে বিরোধ নাই; যে বিরোধ দৃষ্ট হয় সে কেবল স্বার্থপ্রবোধিত ব্যাখ্যার গুণে।

উপনিষদের মূলমন্ত্র বৃহদারণ্যকোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে বিতীয় ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে, যথা ;—

ত্রয়োঃ প্রজাপত্যঃ প্রজাপত্যৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্য মূর্খদেবা মনুষ্যা অসুরা, উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং, দেবা উচুত্রবীতু নো ভবানিতি- তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা, ইতি ব্যজাসিষ্টেতি হোচূর্দন্যামিতেতি ন আশ্নেতোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি।

দেব, মনুষ্য, অসুর প্রজাপতির এই তিন সন্তানপ্রজাপতিসন্নিধানে ব্রহ্মচারীত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যান্তে দেবতারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, তিনি তাহাদিগকে “দ” অক্ষর বলিয়া বলিলেন, বুঝিয়াছ? তাহারা বলিলেন বুঝিয়াছি। আপনি দাম্যত অর্থাৎ ইন্দ্రిয়সংযম করিয়া আমাদিগকে দাম্যত্বভাব হইতে উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, ও অর্থাৎ তাহাই, তোমরা সঙ্গগুরুপে বুঝিয়াছে।

উহাওয়া দৃষ্ট হইবে প্রজাপতির প্রথম উপদেশ অন্ত্যত প্রবৃত্তিকে দমন করা।

অথ হৈনমসুরা উচুত্রবীতু নো ভবানিতি

তেভ্যো হৈ তদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা ইতি ব্যজাসিষ্টেতি হোচূর্দন্যামিতেতি ন আশ্নেতোমিতি ব্যজাসিষ্টেতি।

মনুষ্যেরা শিকা প্রার্থনা করিলে, প্রজাপতি পুনর্বার “দ” এই অক্ষর বলিয়া বলিলেন, “তোমরা বুঝিয়াছ,” তাহারা বলিলেন বুঝিয়াছি, আপনি আমাদিগকে “দ” দ্বারা “দত্ত” অর্থাৎ লোভ স্বভাব পরিত্যাগ কর, একাকী সমুদায় ধন ভোগ করিও না অস্ত্রকেও ধনদান কর এই উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, হা তোমরা সমাগুরুপে বুঝিয়াছ।

অথ হৈনমসুরা উচুত্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টেতি হোচূর্দন্যামিতেতি ন আশ্নেতোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি।

অসুরেরা ঐরূপ উপদেশ প্রার্থনা করিলে, প্রজাপতি “দ” এই অক্ষর বলিয়া—তাহাদিগকে “দয়ধ্বন”, অর্থাৎ ক্রুরবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দয়ালু হইতে উপদেশ দিলেন।

তদেতদে বৈবা দৈবী বাগমুবাচতি স্তনয়িত্বু দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতেতি তদেতৎ ত্রয়ং শিফেৎ দমং দানং দয়ামিতেতি।

অদ্যাপিও বজ্র ঐ দৈবীবাক্য “দ দ দ” শব্দের দ্বারা উচ্চারণ করিয়া থাকে। দ, দাম্যত ইন্দ্రిয়সংযম কর, দ দত্ত, দান কর, দ দয়ধ্বন, দয়ালু হও এই তিন “দ” এই তিনটি শিকা প্রদান করে। বজ্রধ্বনিতে “দ দ দ” করিয়া তিনবার শব্দ হয় বলিয়া যে লোক প্রসিদ্ধি আছে তাহার সহিত আধ্যাত্মিকভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে। পাঠক এই স্থলে গাতার “ত্রিবিধং নরকভেদং দ্বারং নাশনমাস্তনঃ। কামং ক্রোধস্তথা লোভস্তদানন্দেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

স্বরণ করিবেন।

আশ্বনাশোপায়োগী নরকের দ্বারা তিনটি ;—

কাম, ক্রোধ ও লোভ । এই তিনটিকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে ।

ভাষান্তরে বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঐ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে । কাম পরিত্যাগ কর, ক্রোধান্ত্রিয় হও, দামাত ; ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ক্রুরস্বভাব পরিত্যাগ কর, জীবের প্রতি দয়া দেখাও, দয়ধ্বম ; লোভ পরিত্যাগ কর, নিজে সকলই আত্মসাৎ করিও না, পরকেও দেও, “দত্ত,” এই উপনিষদের মূলমন্ত্র । যাহারা এই মূলমন্ত্র পালন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহাদের উপনিষদ বা বেদান্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন পণ্ডশ্রমমাত্র । উপনিষদের ঐ “দ দ দ” উপদেশ অদ্যাপিও বজ্রদ্বারা নিনাদিত হয়, কিন্তু জড়বুদ্ধি মানব সকল বস্তুতেই জড়ভাব গ্রহণ করে, উহার আধ্যাত্মিকভাব গ্রহণ করিতে পারে না অতরাং “দ দ দ” করিয়া যে বজ্রধ্বনি হয়, তাহাতে বৈদিক সূত্যের সত্তা অশুভব কবিত্তে পারে না । সম, দন, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি, শ্রদ্ধাদির অহুশীলন চেষ্টা ব্যতীত উপনিষৎ পাঠে কোন ফল নাই । কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে পণ্ডিত হওয়া যায় না । প্রেমিক তুলসীদাস যে বলিয়াছেন, “পুস্তক পড়িয়া মানুষ কেবল তোতাগাথী হয়, পণ্ডিত হইতে পারে না, প্রেমের এক মক্ষর পড়িলেই পণ্ডিত হওয়া যায়,” তাহা প্রত্যহ উপলব্ধি করা যায় । যে পর্য্যন্ত চরিত্রসংযত না হইবে, যে পর্য্যন্ত দয়ালু হইতে না শিখিবে, যে পর্য্যন্ত লোভ পরিত্যাগ করিতে না শিখিবে, সে পর্য্যন্ত উপনিষৎ পড়া বিফল । উপনিষদের গূঢ়মর্থ অবগত হইতে হইলে ব্রহ্মসংসারবলম্বনপূর্বক চরিত্র উন্নত করা চাই । উপনিষৎ বৃক্ষের ফলভোগের বাসনা থাকিলে, সর্বপ্রথমে স্বীয় চরিত্রসংযত কর ।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা ই বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি ক্রুর, লোভী বা কামী তাহার

উপনিষৎ পাঠের অধিকার নাই । যাহারা যম-নিয়মাদি দ্বারা চরিত্রসংযত করিয়া সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়াছেন, অর্থাৎ যাহাদের সাত্বিকবৃত্তি রাজসিক বা তামসিকবৃত্তি হইতে প্রবল তাহারা উপনিষৎ পাঠের অধিকারী । অতরাং উহাদ্বারা ইহাও সাব্যস্ত হইল যে উপনিষৎ ঐশ্বর্যভিত্তি প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্মবিরোধী নহে । সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির উপাধি ব্রাহ্মণ, তিনিই কেবল উপনিষৎ পাঠে অধিকারী । বর্তমান সামাজিক প্রথা দ্বারা দিবা শাস্ত্রাধ্যয়নের ব্রাহ্মণ, কৃষিক, বৈশ্য ও শূদ্র কাহাকে বলা যায়, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইলে, হিন্দু-পত্রিকার ১ম খণ্ড ৪৫-৫১, ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা পাঠ করুন ।

উপনিষৎ যদিও জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত, তথাপি কর্মমার্গের বিরোধী নহে । কর্মদ্বারা যাহাদের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহারা উপনিষৎ পাঠে অধিকারী । ভগবদ্গীতোক্তিমুখিত নিকামধর্মই উপনিষদের ধর্ম । ঋগাদিবেদের বক্তব্য বিষয় সকামধর্ম, বেদের অন্ত বা উপনিষদের বক্তব্য বিষয় নিকামধর্ম ; এইজন্য বেদ অগরা ও উপনিষৎ পরাবিদ্যা । ভগবদ্গীতাগ্রন্থ যে উপনিষৎসমূহ হইতে সঙ্কলিত, তাহা কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি ছই চারিখানি উপনিষৎ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন । তৎপর গীতামাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় :—

“সর্বোপনিষদো গার্বো দোক্ষাগোপালনন্দনঃ ।

পার্থ বংসঃ সূর্য্যভোক্তা দুষ্কং গীতামৃতং মহৎ ॥

উপনিষৎ সকল গাতীস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ দোহন-কর্তা, অর্জুন বংস এবং মহৎ গীতামৃত দুষ্ক-স্বরূপ, সূর্য্যগণ তাহা পান করেন ।

উপনিষৎ জ্ঞানীর জিনিষ, বালকের জিনিষ নহে । অধিকারভেদে শিকা সনাতনশাস্ত্রে যেরূপ প্রকৃষ্টভাবে প্রচলিত আছে, তাহা আর কোন দেশে লক্ষিত হয় না । ব্রহ্মজ্ঞান, জীবজন্ম

এক, ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, “এক-মেবাদ্বিতীয়ম্” সকল বস্তুই সেই ব্রহ্মের বিকার-মাত্র, ইত্যাদি হ্রুহজ্ঞান সকলের বুদ্ধিগম্য নহে। এইজন্ত সনাতনশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্ত ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার বিধান করিয়াছেন। যে জিনিষে বালকের শরীর বর্দ্ধিত হয়, যুবা বা বৃদ্ধের তাহাতে হয় না। আধ্যাত্মিক বিষয়েও ঐরূপ নিয়ম। সাক্ষারাদি উপা-গনা, যজ্ঞাদিক্রিয়ার যে সমুদায় বিভিন্ন ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ ঐ। বালক বতদিন নিজে হাঠিতে না পারে, ততদিন তাহার হাত ধরিয়া হাঠিতে হয়; যখন নিজে হাঠিতে পারে, তখন আর হাত ধরিতে হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ইত্যাদি আশ্রম বিভাগ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি বর্ণবিভাগ, কেবল এই অধিকারভেদে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য বলিয়া হইয়াছে। সকলেরই চরম উদ্দেশ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি, কিন্তু বাহার বতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাহাকে সেই প্রকার জ্ঞান দিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতে হইবে।

উপনিষৎ এই শিক্ষা দেন যে বিশেষ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ এই:—বৃহৎবাৎ অপরিচ্ছিন্নরূপ ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ বৃহৎবাৎ বেদাদীনাং কারণত্বাৎ আবির্ভাবকর্তৃত্বাদিত্যাবৎ। বৃহৎ অর্থাৎ দেশকাল বস্তুরা অপরিচ্ছিন্ন এবং বৃহৎ অর্থাৎ বেদাদি তাবৎ বস্তুর কারণ ইহাকেই ব্রহ্ম বলে।

এই ব্রহ্ম “একমেবাদ্বিতীয়ম্”। ইহার সাধারণ অর্থ বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে এই করা হয় যে ঈশ্বর এক হই নহে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে ব্রহ্ম ভিন্ন বিশেষ দ্বিতীয় পদার্থ নাই। ব্রহ্ম শব্দের মে অর্থ, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এরও সেই অর্থ। ভেদ তিনপ্রকার স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়।

একজন মানুষের স্বগতভেদ এই যে তাহার হস্তপদ, মুখাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আছে, উহার একটি অপরটির জ্ঞায় নহে। উহাই তাহার স্বগতভেদ। অস্ত্র একটি মানুষের সহিত তাহার যে ভেদ, উহা তাহার স্বজাতীয়ভেদ; মানুষোত্তর অর্থাৎ পশুাদি যাহা কিছু আছে, তাহার সহিত মানুষের ভেদ বিজাতীয়ভেদ। এক শব্দের অর্থ যে ইনি স্বগতভেদেরহিত, এব শব্দের অর্থ যে ইনি স্বজাতীয়ভেদেরহিত, অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ যে ইনি বিজাতীয়ভেদেরহিত। নাম রূপাত্মক বিশোধবের পূর্বে এই একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন, এক-মেবাদ্বিতীয়ম্ ভিন্ন, আর কিছুই ছিল না। ঘট ও মৃত্তিকা গ্রহণ কর। ঘট মৃত্তিকার বিকারমাত্র; উভয়েই এক পদার্থ, কিন্তু ঘট অস্থায়ী, অল্প আছে কাল নাই, এখানে আছে সেখানে নাই, কিন্তু মৃত্তিকা অধিকতর স্থায়ী। ঘট হইতে যেমন মৃত্তিকায় উঠিলে, সেইরূপ মৃত্তিকা হইতে মৃত্তিকার কারণে বাও, দেখিবে কারণ কার্য্যাপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী বা সত্য। ক্রমে জগতের মূলকারণে উপস্থিত হও, উহাই একমাত্র সত্য এবং উহাই একমেবাদ্বিতীয়ম্। উহাই এই বিশ্বের সমবায়ী ও নিসিত্তকারণ।

যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে গৃহতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি
যথা সত্যঃ পুরুষাণ্যে কেশলোমানি
তথাংক্ষরাণ্যে সম্ভবতীহ বিশ্বম্।

মুক্তকোপনিষৎ।

যেমন উর্ণনাভ স্বীয় শরীর হইতে তরু বাহির করে ও গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, তেমনি অক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

অগ্নির্ষথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো-
রূপং রূপং প্রতিকূপো ভূবনং

একস্তথা সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥

বায়ুর্বাধিক ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥

সূর্য্য যথা সর্বলোকস্ত চক্ষু-
র্নলিপ্যাতে চাক্ষুর্দৈর্ঘ্যং দোষৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা
ন লিপ্যাতে লোকহুংথেন বাহুঃ ॥

কঠোপনিষৎ ।

এক অগ্নি যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তু-
ভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছে, তদ্রূপ সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা
নানা বস্তুভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছেন এবং ঐ
সমুদায় বস্তুর বাহিরেও আছেন ।

বায়ু যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুভেদে
তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সর্বভূতের অন্তরাষ্ট্রা
নানাবস্তুভেদে তত্তদবস্তুরূপ হইয়াছেন এবং উহা-
দের বাহিরেও আছেন ।

সর্বলোকের চক্ষুরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য
বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি
একমাত্র সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা জাগতিক হুংথের সহিত
লিপ্ত হন না ।

বাচানুশঙ্গং বিকারো নাম ধেয়ং মৃত্তিকৈত্যেব
সত্যং যথা সৌম্যৈকেন লৌহমগ্নিনা সর্বং লৌহ-
ময়ং বিজ্ঞাতং জ্ঞাতং । ইত্যাদি ।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ।

মৃদ্বিকারের অর্থাৎ ঘটের নাম বাক্যের অব-
গম্যনমাত্র । মৃত্তিকা কেবল সত্য । তদ্রূপ এই
বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ কেবল বাক্যের অবলম্বনমাত্র ;
বিশ্বের কারণ সেই পরব্রহ্মই কেবল সত্য ।

উপনিষদেব মতে ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত
হওয়া যায় না । যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইল, যখন
দ্বৈতভাব তিরোহিত হইল, জীব যখন ব্রহ্ম

হইল, তখন আর ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ থাকিবে ?
জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে কিছুই পার্থক্য থাকিল
না । পরব্রহ্ম হওয়া যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম জানা
যায় না ।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদতির ইতরঃ
জিজ্ঞাসতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং
শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং
মহুতে তদিতর ইতরং বিজ্ঞান্নাতি, যত্র বা
অন্ত সর্বমাত্মৈবভূত তৎকেনকং জিজ্ঞেৎ,
কেনকত্বং পশ্যেৎ, কেনকং শৃণুয়াৎ, কেনকমভি
বদেৎ, কেনকং মনীৎ, কেনকং বিজ্ঞানীয়াৎ,
যেনেদং সর্বং বিজ্ঞান্নাতি তৎ কেন বিজ্ঞানীয়াৎ,
বিজ্ঞাতরমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ।

যে স্থানে দ্বৈতভাব থাকে, সেই স্থানেই
একজনে অন্তের জ্ঞান হয়, একজন অন্তকে দর্শন
করে, শ্রবণ করে, মনন করে, জানে, যে স্থানে
দ্বৈতভাব না থাকে, অর্থাৎ বিশ্বই ব্রহ্মময় জ্ঞান
হয়, সে স্থলে কে কাহার জ্ঞান হয়, কে কাহাকে
দেখে, কে কাহাকে শ্রবণ বা মনন করে, কা
জানে ? যাঁহাদের বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ জানা
যায়, সেই পরব্রহ্মকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে,
যিনিই বিজ্ঞাতা তাহাকে আর কিরূপে জানিবে ।

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ।)

শঙ্করস্বামী বলেন যে বিষয় আর বিষয়ী
বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন, এক অন্তের স্থান অধিকার
করিতে পারে না । বিষয় কখন বিষয়ী হইতে
পারে না, কিম্বা বিষয়ী কখন বিষয় হইতে পারে
না । একটি পদের কর্তা কখন কর্তা হইতে পারে
না, কিম্বা কর্তা কখন কর্তা হইতে পারে না,
কর্তা চিরকালই কর্তা, কর্তা চিরকালই কর্তা ।
এক কখন অন্তের স্থান অধিকার করিতে পারে
না । এই শরীর এবং নামরূপধারী তাবৎ বিশ্ব
আমার বহির্ভাগে, আমি উহা নহি । তাহারা
বিষয়, আমি বিষয়ী, তাহারা কর্তা, আমি কর্তা,

তাহারা জ্ঞাত, আমি জ্ঞাতা, তাহারা “তুমি”, আমি “আমি”; “আনি”, “আমি” ভিন্ন তাবৎ নামরূপধারী বিশ্বকে জানিতে পারে, বিষয়ী, বিষয়কে জানিতে পারে, জ্ঞাতা জ্ঞাতকে জানিতে পারে, কিন্তু “আমি” “আমি”কে কিরূপ জানিবে? বিষয়ী বিষয়, আমি তুমি, জ্ঞাতা জ্ঞাত বা অস্বয় যুগ্মৎ বিরুদ্ধধর্মাবলম্বী। এই বিষয়ী চিদান্বিতে বিষয় ধর্ম আরোপকে অধ্যাস বলে। একজন পূর্বে রোপ্য দেখিয়াছে, রোপ্যের কতকগুলি গুণ তাহার স্মৃতিপটে আছে, সে ব্যক্তি পরে শুক্তিকা দেখিয়া উহা রোপ্য জ্ঞান করিল অর্থাৎ রোপ্যের গুণ শুক্তিকায় আরোপ করিল, ইহাকেই অধ্যাস বলে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বা অবিদ্যা বা মায়াহেতু এইরূপ ভ্রম হয়। এই ভ্রমহেতুই বিষয়ী বা শরীরীকে বিষয় বা শরীর বলিয়া জ্ঞান হয়, সাক্ষী বা জ্ঞাতাস্বরূপ বিষয়ী বা আত্মাকে বিষয় বলিয়া জ্ঞান হয়। বস্তুতঃ “আমি” কেবল “আমি” হইতে পারে। “আমি” কেবল “আমির” সম্বা বুঝিতে পারে, “আমি” “আমি” কে জানিতে পারে না। “আমি” কেবল “আমি” ইতর তাবৎ বস্তু জানিতে পারে, কিন্তু “আমি” কে জানিতে পারে না। “আমি” “আমি” কে জানিলেই, “আমি” “আমি” থাকিল না, উহা “তুমি” বা “যুগ্মৎ” হইয়া গেল, বিষয়ী বিষয় হইয়া গেল, কর্তা কর্ম হইয়া গেল, সূত্রাং অল্পপণ্ডিত হইল। কিন্তু যদি চ বিষয়ী কখন বিষয় ধর্মজ্ঞাত হইতে পারে না, তথাপি ভ্রমবশতঃ আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, অহমিদং মমদং, আমি এইরূপ ইহা আমার ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞানের কথা সংসারে শুনা যায়। উহা মায়া বা অবিদ্যাহেতু হয়। ঐ অবিদ্যাহেতু যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলা হয়। এই অধ্যাস দূর করাই বেদান্তের উদ্দেশ্য।

এই যে আমি তোমাকে দেখিতেছি, আমি তোমার কি দেখিতেছি? তোমার হস্ত পদ মুখ ইত্যাদি, তোমার শরীর, বিষয়মাত্র দেখিতেছি। তোমার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি দেখিতেছি, উহাও বিষয়। ইহার একটিও বিষয়ী নহে। তোমার প্রকৃত “আমি” কে আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যাহা কিছু উপলব্ধি করিতেছি উহা স্বগুণ, মায়া বা উপাদিবিষয় “আমি”। তোমার প্রকৃত বা নিগুণ “আমি” ও আমার প্রকৃত বা নিগুণ “আমি” একই, উহাতে স্বর্গীয়, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। একই স্বর্য যেমন বারিষপৃষ্ঠে তরঙ্গসংযোগে বিবিধ দৃষ্ট হয়, তেমনি একই “আমি” একই বিষয়ী, মায়া সংযোগে বিভিন্ন “আমি” প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। আমার “আমি,” তোমার “আমি,” তাহার “আমি,” সকলের “আমিই” এক, ঐ তরঙ্গের ও এই তরঙ্গের এবং সকল তরঙ্গের সূর্য্যই যে এক তাহাই উপনিষৎ বা বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। যে “আমি”কে দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্ন মনে করা হয় সেই আমি যে দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্ন নয়, তাহাই উপনিষদে নানাবিধ যুক্তি ও উহাধারণদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। “আমিদের” প্রসারই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য। তোমার স্বগুণ “আমি” ও আমার স্বগুণ “আমি” র-মধ্যে স্বজাতীয় ভেদ আছে। কিন্তু তোমার নিগুণ “আমি” ও আমার নিগুণ আমিতে উহা নাই।

স্বর্য্য যেরূপ স্বীয় কিরণদ্বারাই প্রকাশমান, তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্ত বাহ্য কিরণের আবশ্যক নাই, তদ্রূপ “আমি” ও “আমি দ্বারা” প্রকাশমান। আমরা “আমি” হইতে পারি কিন্তু জানিতে পারি না। যাহা জানি তাহা স্বগুণ “আমি”। ঐ গুণের অভ্যন্তরে

যে “আমি” তাহা হওয়া যায়, জানা যায় না, ইহাই উপনিষদের মর্ম্ম । ঐ “আমি” কে কেবল ইহা নয় ইহা নয়, “অতদ্ব্যবৃত্তা,” এইরূপ বর্ণনা করা যায় । বিষয়ান্তর্গত তাবৎ বস্তু “আমি” নহে, এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে ।

স এষ নেতি নেত্যান্মাহংহো ন হি গৃহতেহশীর্ষ্য নহি শীর্ষ্যতেহসঙ্কো নহি সজ্ঞাতেহ-সিতো ন ব্যত্থে ন রিয়াতি বিজ্ঞাতারমবে

কেন বিজ্ঞানীরা দিত্যাক্রান্তশাসনাসি ।

বৃহদারণ্যক ।

তাহাকে কেবল “না” “না” বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, তিনি অগ্রাহ্য অক্ষয়, অসঙ্ক, বর্ণ এবং বেদনারহিত । জ্ঞাতাকে কিরূপ জানা যাইতে পারে ? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাহার পত্নীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন ।

কহচ্চিৎ পরিত্যজ্যমব্য ।

মধুবিদ্যা ।

মধুবিদ্যা কি তাহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য ।

ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় :—

অগর্ক্ষনান্নাশ্বিনাদধীচে স্ব্যং শিরঃ প্রোত্যৈরয়তম্ ।
ন বাৎ মধুপ্রবোচদৃত্যারস্তাধ্বঃ বদন্ত্যাবপিকক্ষং বাৎ ॥
১১১৩২২ ।

ঐ বেদে আদ্য দৃষ্ট হয় :—

তদ্বাৎ নবা সনয়েদংস উগ্রমাবিক্রণোসিতজ-
দ্বর্গরস্তিৎ । দধ্যাও হ যম্মধাথর্বণো বামম্বস্ত শীর্ষ্য
প্রযদীমুবাচ ॥ ১১১৬১২২ ।

এই দুইটি ঋক্‌দ্বারা ইহা পাওয়া যাইতেছে যে ইন্দ্র অথর্বের পুত্র দধীচিকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অজ্ঞ কাহাকে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং বলিলে তাহার শিরচ্ছেদন করিবেন বলিয়াছিলেন । অশ্বিদয়-দধীচি মূনির নিকট মধুবিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলে, দধীচি আল্পপূর্ব্বিক ঐ সমুদায় কথা তাহাদিগকে বলিলেন । অশ্বিদয় তখন দধীচিকে একটি অশ্বমন্তক পরাইয়া দিয়া তাহার নিকট মধুবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন । ইন্দ্র এই বিষয় জানিতে পারিয়া দধীচির মন্তক ছেদন করিলেন । উহার পর অশ্বিদয় দধীচিকে তাহার নিজের মন্তক পরাইয়া দিলেন ।

উপরোক্ত দুই ঋকের অর্থ এই :—

হে অশ্বিদয় ! তোমরা অথর্ব ঋষির পুত্র দধীচিকে অশ্বের মন্তক পরাইয়া দিয়াছিলে, তিনি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে সত্যরক্ষার অজ্ঞ তোমাদিগকে ইন্দ্রলব্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, হে দম্র ! অর্থাৎ দর্শনীয় অশ্বিদয়, তিনি তোমাদিগকে শুণ্ড মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন ।

হে অশ্বিদয় ! মেঘ গর্জনে যেমন ঝড়কে প্রকটিত করে, আমি ধনলাভার্থে অজ্ঞের অসাধ্য তোমাদেব কর্ম্ম প্রকটিত করিতেছি । তোমাদের সেই কর্ম্ম কি ? না, দধীচিমুনিকে অশ্বমন্তক ধারণ করান, বাহা ধারণ করিয়া তিনি তোমাদিগকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন ।

এই মধুবিদ্যা কি ?

যজুর্বেদের ৭ম অধ্যায় একাদশ কণ্ডিকার দৃষ্ট হয় :—

“বা বাক্ষশা মধুমত্যশ্বিনাস্থনৃতাবতী তন্না
যজ্ঞমিগ্নিক্তম্ ।

মহীধর উহার অর্থ করেন (হে অশ্বিদয়) তোমাদের যে মধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণোপনিষৎ সংযুক্তা এবং প্রিয় ও সত্যসংযুক্ত বাক্য (কশা), তাহাদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন কর ।

আমরা নিরুক্তে মধু শব্দের অনেক অর্থ

পাই। (১) মেঘের অন্তর্কর্ত্তী সলিল কিম্বা রস, রসোটৈবমক্ষিতিশ্রুতিঃ। (২) মদভূগ্ণো, বাহা পান করিলে প্রাণীদিগের তৃপ্তি হয়। (৩) মধু, যথা, পুষ্পাদির। (৪) মন, জ্ঞানে। প্রথম অর্থটি ধর্ম ধাতু হইতে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অর্থটি মদ ধাতু, চতুর্থ অর্থটি মন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ব্যাকরণ বক্তব্য বিষয় নহে বলিয়া, উহার ক্রিয়াক্রমে নিষ্পন্ন হইল তাহা দেখান হইল না।

এইক্ষণ গুরুর নিকট মধুবিদ্যার যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, তাহা বলিতেছি।

মধুবাভা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিব্বঃ।

মাক্ষীরঃ সন্তোষধীঃ ॥

মধুনক্তমুতোষসো মধুমং পার্থিবং রজঃ।

মধুদ্যোরস্ত নঃ পিতা ॥

মধুমান্নো বনস্পতি মধুর্মা অন্ত সূর্য্যঃ।

মাক্ষীরগোভা ভবন্ত নঃ ॥

(যজুর্বেদ ১৩-২৭২৮১২৯)

উহার সাধারণ অর্থ এই:—

যজমানের অগ্নি বায়ু মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক, নদী সকল মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক, ওষধি সকলও মধুময় হউক, রাজি মধুময় হউক, দিবাও মধুময় হউক, মাতৃরূপা পৃথিবী মধুময়ী হউন, পিতৃরূপ ছালোকও মধুময় হউন, বনস্পতি সকল মধুময় হউক, সূর্য্য মধুময় হইয়া উদয় হউক, গো সকলও মধুময় হউক।

মধুমক্ষিকা যেরূপ পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তর গমন করিয়া মধুগ্রহণ করিয়া মধুচক্র নির্মাণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ সর্কাদার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। মধু যেরূপ পুষ্পের সারাংশ, ব্রহ্মই তদ্রূপ জগতের সারাংশ। মধুপানে যেরূপ রসনার তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে সেইরূপ আত্ম চরিতার্থ হয়। মধুপানে মধুকের যেরূপ মত্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মরূপ মধুপানে তদ্রূপ মত্ত

হন। ঐ যে পুষ্পের মধু, উহা ঐ পুষ্পের রস; মধুতে পরিণত হইয়াছে। ঐ রস না থাকিলে মধুর অভাব হইত। ঐ যে তরুণের নেত্রতৃপ্তিকর হইয়াছে, উহার কারণ পৃথিবীর রস; উহার মূল ছেদন কর, অমনি তরুণের শুষ্কতাপ্রাপ্ত হইল, নয়নের আর তৃপ্তিকর হইবে না। ব্রহ্মও এই জগতের রসস্বরূপ। ব্রহ্মরস না থাকিলে বিশ্বস্থ কিছুই সজীব থাকিতে পারিত না।

ইন্দ্র ইহাই উপলক্ষি করিয়াছিলেন, মধু-চিন্তনে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন। এইজন্ত বিশ্বের সাবাংশ ব্রহ্মেব নাম মধু রাখিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বা বিদ্যার নাম মধু-বিদ্যা হইল। তিনি উপযুক্ত অধিকারী প্রাজ দধীচিকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু অনধিকারী বালক অশ্বিনয়কে শিক্ষা দেওয়াতে কুপিত হইয়াছিলেন। বৈদিক কিম্বদন্তীর এই মূল তাৎপর্য্য। ব্রহ্মজ্ঞানী সর্কত্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন। অনিল, সলিল, দিবস, বামিনী, চন্দ্র, সূর্য্য, বনস্পতি, পৃথিবী, আকাশ, গো, অশ্ব, সকলই তাহার নিকট ব্রহ্মময়। লোকানন্দদায়ী বিশ্বচক্ররূপ সূর্য্য উদয় হইল, তিনি তাহার মূলে ব্রহ্মের কার্য্য দেখিলেন; মানবের জীবনস্বরূপ অনিল প্রবাহিত হইতেছে, তিনি তাহাতেও ব্রহ্মের কার্য্য দেখিতেছেন। তিনি জগৎ ব্রহ্মময় বা মধুময় দেখেন। মধু ভিন্ন অগ্নি কথা তাহার মূখে নাই, অগ্নি চিন্তা তাহার মনে নাই, অগ্নি শব্দ তাহার কর্ণগোচর হয় না, নাসিকা অগ্নি ঘ্রাণ লয় না, রসনা অগ্নি রস পান করে না, ত্বক্ অগ্নি স্পর্শ অচুভব করে না। নিজেও মধু, অগ্নিও সকলেও মধু। একমেবাদ্বিতীয়ম্, স্নগত, স্বজাতীয়, বা বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। সর্কত্রই মধু; মধু, মধু, মধু; মধু ভিন্ন আর কিছুই নাই।

মধুবাভা ঋতায়তে মধুকরস্তি সিন্ধবঃ ।

মাক্ষীরঃ সস্বোষধীঃ ॥

মধু নক্তমৃতোষসৌ মধুং পার্থিবং রজঃ ।

মধুদ্যৌরস্ত নঃ পিতা ॥

মধুমান্নো বনস্পতি মধুর্মা অস্ত সূর্যাঃ ।

মাক্ষীগীবো ভবন্ত নঃ ॥

আর একটু দেখুনঃ—

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ
পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্ন্যাং পৃথিব্যাং
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ
শারীবন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স
বোহয়মাঐদমমৃতমিদং ব্রহ্মদং সর্কম্ ॥ ১ ॥

ইমাঃ আপঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং
সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্ন্যপ্তং তেজো-
ময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ রৈতস-
ন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স বোহয়-
মাঐদমমৃতমিদং ব্রহ্মদং সর্কম্ ॥ ২ ॥

অয়মগ্নিঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাত্মাগ্নেঃ
সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিন্নাগ্নৌ তেজো-
ময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ বায়-
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স বোহয়-
মাঐদমমৃতমিদং ব্রহ্মদং সর্কম্ ॥ ৩ ॥

অথ বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত বায়োঃ
সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিন্ বায়ৌ তেজো-
ময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ প্রাণ-
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স বোহ-
য়মাঐদমমৃতমিদং ব্রহ্মদং সর্কম্ ॥ ৪ ॥

অয়মাদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্তা-
দিত্যস্ত সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিাদিত্যৌ
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ
চাক্ষুষতেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স
বোহয়মাঐদমমৃতমিদং ব্রহ্মদং সর্কম্ ॥ ৫ ॥

ইনাঃ দিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বায়াং
দিশাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মান্ন দিক্

তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ
শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো-
হয়মেব স বোহয়মাঐদমমৃতমিদং ব্রহ্মদং
সর্কম্ ॥ ৬ ॥

অয়ং চন্দ্রঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত চন্দ্র-
সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিচন্দ্রে তেজো-
ময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ মানস-
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স বোহয়-
মাঐদমমৃতময়ঃ ব্রহ্মদং সর্কম্ ॥ ৭ ॥

ইয়ং বিদ্যাং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যাতঃ
সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্ন্যাং বিদ্যাতি তেজো-
ময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ তেজ-
সন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স বোহয়মা-
ঐদমমৃতমিদং ব্রহ্মদং সর্কম্ ॥ ৮ ॥

অয়ং স্তনয়িত্বাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত
স্তনয়িত্বোঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিন্
স্তনয়িত্বৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-
মধ্যাত্মঃ শাকঃ সৌবরন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ
পুরুষোহয়মেব স বোহয়মাঐদমমৃতমিদং ব্রহ্মদং
সর্কম্ ॥ ৯ ॥

অয়মাকাশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্তাকাশ-
সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিাকাশে তেজো-
ময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ জদ্যাকাশ-
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স বোহয়-
মাঐদমমৃতমিদং ব্রহ্মদং সর্কম্ ॥ ১০ ॥

অয়ং ধর্ম্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত ধর্ম্য-
সর্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ববৎ) ॥ ১১ ॥

ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত সর্বাণি
ভূতানি মধু (পূর্ববৎ) ॥ ১২ ॥

ইদং মাহুং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত মাহু-
সর্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ববৎ) ॥ ১৩ ॥

অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্তাত্মনঃ
সর্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ববৎ) ॥ ১৪ ॥

স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ

সর্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্ব্যথা রথনাভৌ চ
রথনেনৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্না-
অনি সর্বাণি ভূতানি সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ
সর্বে প্রাণাঃ সর্বাএত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১৫ ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ মধুস্রাঙ্গ ।

উহার অর্থ এই ;—

সর্বভূতের পক্ষে এই পৃথিবী মধু, এই পৃথিবীর
পক্ষেও সর্বভূত ও মধু । এই পৃথিবীর অন্তর্কর্তী
যে তেজময় অমৃতময় পুরুষ আছেন এবং এই
শরীরান্তর্কর্তী তেজময়, অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ
আছেন, তিনি সকল ভূতের পক্ষে মধু এবং
সকল ভূতই তাহার পক্ষে মধু । তিনিই আত্মা,
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল ॥ ১ ॥

সর্বভূতের পক্ষে এই জল মধু, এই জলের
পক্ষে সর্বভূতও মধু (পূর্ববৎ) ॥ ২ ॥

সর্বভূতের পক্ষে এই অগ্নি মধু, এই অগ্নির
পক্ষে সর্বভূতও মধু (পূর্ববৎ) ॥ ৩ ॥

বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বজ্র,
আকাশ, ধর্ম, সত্য, মনুষ্য, আত্মা, সকলই
অন্তান্ত সকলেব পক্ষে মধু এবং বিশ্বস্থ অন্তান্ত
সকলও তাহাদের পক্ষে মধু ॥ ৪—১৪ ॥

এই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাই সকল ভূতের

অধিপতি, সকল ভূতের রাজা । অর্থাৎ যেরূপ
রথের নেনী ও রথের নাভিদ্বারা আবদ্ধ, সেইরূপ
সর্বভূত সর্বদেব এবং সর্বলোক সকল ইন্দ্রিয়
এবং সকল আত্মাই এই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার
সংবদ্ধ । ১৫ ।

উহারারা জগৎ ব্রহ্মময় তাহা সৃষ্টিত হইল এবং
বিশ্ব জীবনের প্রত্যেক অংশেব সহিত অপরা-
শের সহিত যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাও সৃষ্টিত হইল ।
সকলেই সকলের পক্ষে মধু, বিশেষ কোন এক
বস্তুর অভাব হইলে, অন্তান্ত বস্তু মধুবিহীন
পুষ্পের, রসবিহীন তরুর স্থায় হয় । “যস্মাৎ
পরস্পরোপকার্যোপকারকভূতং জগৎ সর্বং
পৃথিব্যাদি” শব্দরস্বামী । পৃথিবী আদি বিশ্বস্থ
তাৎবস্তই অন্তান্ত বস্তুর দ্বারা উপকৃত এবং
অন্তান্ত বস্তুর উপকারী । এই মধুবিদ্যাকে হিন্দু-
পত্রিকার আমিষের প্রসার আত্মা দেওয়া
হইয়াছে, ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ altruism
আদি বিবিধ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ।
হিন্দু-পত্রিকার আমিষের প্রসার নামক যে
প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, পাঠক তাহা অগ্রহ-
পূর্বক পাঠ করিবেন ।

কণ্ঠচিদ্ পবিত্রাঙ্গকৃত ।

সম্পাদকের নিবেদন ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি
যে, ঢাকাকলেজের সংস্কৃতভাষাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্ন-
চন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
এম, এ মহাশয় ঢাকার হিন্দু-পত্রিকার বহল-
প্রচারে বিশেষ ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন ।

যে সমুদায় গ্রাহকবর্গ বর্তমান অর্থাৎ ১৩০২
সালের মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাহারা যেন
অগ্রহপূর্বক স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য প্রেরণ
করেন । এক টাকা আদায় করিবার অল্প স্বতন্ত্র

পত্র লেখা বিশেষ অগ্রবিধাজনক । যে তিন-
শত মহোদয় ১৩০১ সালের সমগ্র পত্রিকা গ্রহণ
করিয়া দরিদ্র পত্রিকাকে প্রাপ্য ১২ এক মুদ্রা
হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহারা তাহাদের
এক মুদ্রা লইয়া স্রুথে অবস্থান করুন ; তাহাদের
নিকট হিন্দু-পত্রিকা আর প্রেরিত হইবে না,
কিন্তু তাহাদের নিকট বিনীত নিবেদন যে
তাহারা যেন প্রাপ্ত পত্রিকাখণ্ড অন্ততঃ একবার
পাঠ করেন, তাহা হইলে ব্যয় ও পরিশ্রমের
উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে ।

ভাদ্র ও
আশ্বিন

22

মধুমাস, যামিনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে। প্রকৃতি শাস্তিমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। তারকারাজি বেষ্টিত চন্দ্র সুধাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। কোকিল চন্দ্রালোকে পুঙ্খিত হৃদয় হইয়া মুকুলিত আশ্রয়ধার উপবিষ্ট হইয়া মধোমধ্যে কুহরব করিতেছেন। গোলাপ কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ায় উদ্যান সুরভিত ও মনোহর হইয়াছে। প্রকৃতি শাস্তিময়ী, কিন্তু হৃদয়ে শাস্তি নাই। এই অবস্থা অপবকে বুঝান যায় না, যিনি ঠেকিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। কিছুকাল পরে বোধ হইল নিদ্রিত হইলাম। তখন দেখিলাম বিদ্যধরা অলঙ্কার-কপোলা এক ষোড়শী রমণী শির-প্রদেশে উপবিষ্টা আছেন। বিস্ময়ে শরীর বোম্বাঙ্কিত হইল। কথা বলার পূর্বেই তিনি বলিলেন :—

ভয় নাই, আমি মালুবী নহে, এই শব্দটিও ভৌতিক নহে, উহা আধ্যাত্মিক।

পরিব্রাজক। মাতঃ, আপনি কে, কি জন্তই বা এই নিশীথকালে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।

দেবী। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, আমি তোমার উদ্যানস্থ গোলাপ কুসুমাত্মিকা দেবী। তোমার দুঃখে কাতর হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।

প। আপনি জড়ময়ী আমার এই বিশ্বাস ছিল, আপনাতে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, আমি তাহা কখন ভাবি নাই।

দে। এইক্ষণ হইতে জেনে রাখ যে আমাতেও চৈতন্য আছে।

প। আমার দুঃখ কি তাহা আপনি জানেন?

দে। জানি, ঔষধও বলিয়া দিতেছি। প্রত্যহই তোমাকে বলিয়া থাকি, কিন্তু অজান-বশতঃ উহা তুমি বুঝিতে পার না।

প। আঃ, আমি এতদিন পরে জীব: পাইলাম। আমি বিপন্ন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

দে। বিকশিত হও।

প। আর কি?

দে। বিকশিত হও।

প। আর কি?

দে। বিকশিত হও।

প। আর কি?

আর কিছু দেখিতে পারিলাম না। হৃদয় পুনর্বার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, ব্যাপারটি কি? আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত, তাহা ভগবানই জানেন। নেত্র-যুগল হইতে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। হঠাৎ আনন্দমূর্তি, পীতবসনা, সৌরভপূর্ণা—একটা দেবকন্তা দেখিতে পাইলাম। কথা বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন।

দেবকন্তা। বুঝিতে পারিতেছ না? মাতা তাবৎ বিশ্বকে জড়ময় ভাবিয়া অস্বাভাবিক দেখে, কিন্তু নিজের জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অল্পগ্রহ-পারে না।

প। আমাকে আর বিড়ম্বনা করো।

মাতা! আপনি কে?

দেঃ কঃ। আমাকে চিনিলে

তোমার উদ্যানের আশ্রমকুলাত্মিকা

প। অদ্য কি মহাপ্রলয়, সকল তিন-দেখিতেছি চৈতন্যে পরিণত হইল! গ্রহণ

দেঃ কঃ। মূর্খ! শাস্ত হও, গোত্রা আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। দর

প। আপনার যাহা বক্তব্য আছে, বলুন।

দেঃ কঃ। বিকশিত হও, ফলে পরিণত হও।

প। আর কি?

দেঃ কঃ। বিকশিত হও, ফলে পরিণত হও।

প। আর কি ?

দেঃ কঃ। বিকশিত হও, ফলে, পরিণত হও।

প। আর কি ?

আর কিছু দেখিতে পাইলাম, আমি পূর্ক-দশ্য প্রাপ্ত হইলাম। হঠাৎ দেখি চন্দ্র শিরো-ভাগে অবস্থিত।

প। আজ নিশ্চয়ই মহাপ্রলয়।

চ। তোমার রোদনে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছি, জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যাহা বলি শুন।

প। বলুন, শুনিতেছি।

চ। বিকশিত হও, ফলে পরিণত হও, অমৃত বিতরণ কর।

প। আর কি ?

আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। অক-স্মাৎ কোকিল কর্ণের নিকট কুহ কুহ করিতে লাগিল।

পরিব্রাজক। হে কোকিল! ছুর্দিন পাইয়া তুমিও আমাকে বিড়ম্বিত করিতে আসিয়াছ।

কোকিল। কুহ, কুহ, কুহ, কুহ।

প। কি ?

কোকিল। কুহ বিকশিত হও, কুহ ফলে পরিণত হও, কুহ অমৃত বিতরণ কর, কুহ কুহ-রবে জগৎ উন্মত্ত কর।

প। কি ?

আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। পরে

দেখি শিরোভাগে অমিততেজ সৌম্যমূর্তি একব্রহ্মচারী শিরোভাগে উপবিষ্ট আছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি সত্যকাম জাবাল, আমার রোদনে ব্যথিত হইয়া আসিয়া-ছেন। আমি বলিলাম, সত্যকামের জ্ঞাত আপনি জগতের শীর্ষস্থানীয়, আমার হুঃখ কিসে অপনীত হইবে, তাহা বলুন। তিনি অঙ্গুলিদ্বারা একটা ঋষভ দেখাইয়া ছিলেন। ঋষভ বলিলেন গোলাপাদি যাহা বলিয়াছে, তাহা ঠিক। পুনর্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, ঋষভ অঙ্গুলিদ্বারা পাবক দেখাইয়া দিলেন। পাবক বলিলেন, ঋষভ যাহা বলিলেন তাহা ঠিক। পুনর্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, তিনি একটা হংস দেখাইয়া দিলেন। হংস বলিলেন, পাবক ঠিক বলিয়াছেন। পুনর্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, তিনি একটা মদগু দেখাইলেন। মদগু বলিলেন, হংস যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক বলিয়াছে, পুনর্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তদবধি আমি উন্মত্ত হইয়া দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছি।

হে বিজ্ঞ পাঠক! আমি পারিলাম না, তুমি যদি পার, তাহাইলে জগতের হিতের জ্ঞাত গোলাপকুম্ভের ত্রায় অস্ত্রনিহিত শক্তিকে বিকাশ কর, আত্মমুকুলের ত্রায় ফলে পরি-ণত হও, চন্দ্রের ত্রায় অমৃত বিতরণ কর, কোকিলের ত্রায় কুহরবে জগৎ উন্মত্ত কর।

সানবেদান্তগত বিবাহাঙ্গ হোমমন্ত্র ব্যাখ্যা ।

ওঁ ইম মশ্মান মারোহাশ্বেব ঙ্গ স্থিরাভব।

দ্বিবন্তমপবোধস্মাচং দ্বিবতামবঃ ॥ ১ ॥

অবয়ঃ। (হে কণ্ঠে!) ঙ্গ ইন্মং অশ্মানঃ

আবোহ (তথা) অশ্মা ইব স্থিরাভব। দ্বিবন্তঃ অপবোধ ঙ্গ দ্বিবতাং অবঃ চ মা (ভব।)

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কণ্ঠে! ঙ্গ ইমং

সনক্ষেপাশ্রিতং অশ্মানং প্রস্তুতং আবোহ অক্রাম। প্রস্তুতমাক্ষ তিষ্ঠেত্যর্থঃ। তথা অশ্মা ইব প্রস্তুতবৎ স্থিরা নিশ্চলা ভব। তর্ভু-পরিজনৈস্তাড়িতাপি কলহং মা কাষীকৃত্যর্থঃ।

এতৎ বিবৃতং শাকুন্তলে যথা কুকপ্রিয়সখীবৃত্তিঃ
সপত্নী জনৈ । ভর্তৃবিপ্রকৃতাপি রোষণ তয়া
মাশ্রয়প্রতীপং গমঃ । দ্বিষন্তঃ শত্রুং অপবাদন্ত
পীড়য় । চ তথা ত্বং দ্বিষতাং শত্রুণাং অধঃ মা
ভব যথা শত্রুবন্তাং অধো ন করোতি তথা
কুরু ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কন্তকে ! তুমি এই প্রসূর-
খণ্ডে অধিরোহণ কর । ইহার স্রায় স্থিৎ হও ।
শত্রুদিগের পীড়া জন্মাও এবং যাহাতে তাহারা
তোমাকে অধঃ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে
বদ্ববতী হও ॥ ১ ॥

ওঁ ইয়ং নায্যুপক্রতেহয়ৌ লাজানাবপত্নী
দীর্ঘায়ুরস্ত মে পতিঃ । শতং বর্ষাণি জীবন্তে
যন্তাং জাতয়ো মম ॥ ২ ॥

অনয়ঃ । ইয়ং নারী অয়ৌ লাজান (এতং)
উপক্রতে (যং) মে পতিঃ দীর্ঘায়ুঃ অন্ত শতং
বর্ষাণি জীবতু (তথা) মম জাতয়ঃ এধস্তাং ॥২॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । ইয়ং নারী মং পরিণীতা
স্ত্রী অয়ৌ বহুকুণ্ডে লাজান্ আবপত্নী
নিষ্কপত্নী সতী এতং উপক্রতে কথয়তি যং
মে মম পতিঃ স্বামী দীর্ঘায়ুঃ অন্ত ভবতু ।
পত্ন্যায়ুসংখ্যাং স্পষ্টীকৃত্যাহ শতং বর্ষাণি
ব্যাপ্যজীবতু । তথা মম জাতয়ঃ স্বকুলজাতাঃ
এধস্তাং বর্দ্ধস্তাং ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । অগ্নিকুণ্ডে লাজসমূহ (খই)
নিষ্কপকরতঃ এই নারী বলিতেছেন যে
আমার পতি শতবর্ষকাল জীবিত থাকুন ।
এবং আমার জাতিবর্গের অীবৃদ্ধি হউক ॥ ২ ॥

১ । শতং—বিশংখ্যাদেবেকস্ব মনাবৃত্তৌ
ইত্যনেনঃ একবচনম্ । ২ । বর্ষাণি—কালধ্বনৌ
রত্যন্তসংযোগে ইত্যনেন ব্যাপ্যার্থে বিতীয়া ।

ওঁ কন্তলা পিতৃভ্যাঃ পতিলোকং যতী-
সপদীক্ষাময়ষ্ট কন্তা উতত্বয়া বয়ং ধারা উদন্তা
ইবাভিগাহেমাহ দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥

অনয়ঃ । ইয়ং কন্তলা পিতৃভ্যাঃ পতিলোকং
যতী অপদীক্ষাং অয়ষ্ট । উতকন্তা বয়ং ত্বয়া
ধারা উদন্তাঃ ইব দ্বিষঃ অভিগাহেমাহি ॥ ৩ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । ইয়ং কন্তলা কন্তা পিতৃভ্যাঃ
পিতৃলোকাং যতী গচ্ছন্তী অপদীক্ষাং দীক্ষাং
ক্ষারলবণান্নাশনাদি সংস্কারং অপবর্জয়িত্বা
অয়ষ্ট অগ্নিং পূজিতবতী । উতকন্তা হে কন্তে !
বয়ং ত্বয়া হেতুভূতয়া ধারা জলধাবয়া উদন্তাঃ
পিপাসা ইব দ্বিষঃ শত্রূন্ অভিগাহেমাহি অতি-
ক্রমেমাহি যথা শৈত্যাदिগুণৈঃ জলধারয়া পিপাসা
শাম্যতে তথা আর্জ্বাদিগুণৈঃ ত্বয়াপি শত্রবো
নে শাম্যন্তামিত্যর্থঃ অতঃপরং ত্রিরাত্রমক্ষার-
লবণান্নাশনৌ দম্পতী অধঃ শয্যায়াং শায়ী-
যাতাং ইতি ক্রতিঃ । তথা চ কুমারসম্ভবে অথ
বিবৃথগণাংস্তা নিন্দুমৌণিবিবিস্তজ্য ক্ষিতধরপতি
কথ্যামাদদানঃ কবেণ । কনককলসযুক্তং ভক্তি-
শোভাসনাথং ক্ষিতিবিরচিতশয্যাং ধৌতুকা-
গারমাগাং ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই কন্তা পিতৃকুল হইতে
যাইবার সময় ক্ষারলবণাদি পরিচয়গপূর্বক
অগ্নির আবাদনা করিয়াছেন । হে কন্তকে !
লোকে বেকপ জলধারাবারা পিপাসা শান্তি
করিয়া থাকে আমিও তজ্রূপ তোমার দ্বারা
শত্রুবার্গকে বশীভূত করিব ॥ ৩ ॥

১ । অপদীক্ষাং—ইতি পদং অসমন্তং অপ-
পরিভ্যাং বর্জনে ইতি বিতীয়া । ২ । কন্তলা—
স্বার্থেলপ্রত্যয়ঃ । ৩ । উতকন্তা—ইতি সম্বো-
ধনং ছান্দসহাং আতো একারাভাবঃ । ৪ ।
ধারা—ইতি তৃতীয়াস্তং পদং ছান্দসহাং অয়া-
ভাবঃ । ৫ । উদন্তাঃ—উদকমিচ্ছা ইতি বাক্যে
ক্যচ্ প্রত্যয়ঃ । অশনায়োদন্তধনয়া বুভুক্ষা
পিপাসা গর্ভেষু ইতি নিপাতনাং সাধুঃ ।

ওঁ অর্যামনং হু দেবং কন্তা অগ্নিমবক্ষত স
ইমাং দেবোংঘ্যামা প্রেতো মুঞ্চাতু মানুতঃ ॥ ৪ ॥

অবয়বঃ। কথ্য অর্থ্যমনং দেবং হু অগ্নিঃ
অযক্ষত স দেবঃ অর্থ্যমা ইতঃ প্রমুখাতু মা
অমৃতঃ ॥ ৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। কথ্য মংপরিণীতা জ্ঞী
অর্থ্যমনং দেবং সূর্য্যং হু তথা অগ্নিঃ অযক্ষত
পূজিতবতী। স দেবঃ অগ্নিঃ অর্থ্যমা চ ইতঃ
পিতৃকুলাং মুখা তু মোচয় তু। অম্মাং পতিকুলে
গময় তু অমৃতঃ পতিকুলাং মা মোচয় তু। যথা
ইয়ং সর্ব্বদা পতিকুলে বসেং তথা করো তু ॥ ৪ ॥

১। প্রেতো মুখা তু—ইত্যর্থ বাবহিতো
হপি প্রশঙ্গঃ মুখাভিত্যনেন যোজ্যঃ।

সপ্তপদীগমন মন্ত্রব্যাখ্যা সম্পাদক মহাশয়
হিন্দু-পত্রিকার দ্বিতীয়ভাগের প্রথমখণ্ডে
লিখিয়াছেন একারণ আমার প্রয়াস নিরর্থক
বিবেচনা করিয়া ঐ মন্ত্রব্যাখ্যা বিষয়ে বিরত
হইলাম।

ওং স্রুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশুত
সৌভাগ্যমষ্টৈ দত্ত্বা যথাস্তং বিপরেতন ॥ ৫ ॥

অবয়বঃ। ইয়ং বধূঃ স্রুমঙ্গলীঃ ইমাং সমেত
(তথা) পশুতঃ অষ্টৈ সৌভাগ্যং দত্ত্বা যথাস্তং
বিপরেতন ॥ ৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে সমাগতাঃ স্নিয়ঃ! ইয়ং
বধূঃ মংপরিণীতা জ্ঞী স্রুমঙ্গলীঃ প্রশস্ত মঙ্গল-
সম্পন্ন ইমাং সমেত অশ্বাঃ সমাপে সমাগচ্ছতঃ
যুযুজি শেযঃ তথা অষ্টৈ সৌভাগ্যং দত্ত্বা
বিতীর্ণ্য যথাস্তং অস্তং গৃহং অনতিক্রম্য স্বগৃহ-
মিত্যর্থঃ বিপরেতন প্রতিনিবৃত্তা ভবত ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই মংপরিণীতা জ্ঞী প্রশস্ত

মঙ্গলসম্পন্ন। তোমরা ইহার নিকট সমাগত
হও। এবং ইহাকে দেখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতী-
নিবৃত্ত হও ॥ ৫ ॥

১। যথাস্তং অস্তং গৃহং অনতিক্রম্য অব্যয়-
ভাব সমাসঃ। অস্তি তিষ্ঠতি অত্র ইত্যধি-
করণতঃ।

ওঁ সমগ্জস্ত বিশ্বেদেবোঃ সমাপো হৃদয়ানি
নৌ সম্মাতরিখা সন্ধাতা সমুদেহী দধাতু নৌ ॥৬॥
অবয়বঃ। (হে কল্যকে!) নৌ হৃদয়ানি
বিশ্বেদেবোঃ সমাপঃ সমগ্জস্ত। (তথা) সম্মাত-
রিখা সন্ধাতা উদেহী নৌ সন্ধাতু ॥ ৬ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কল্যকে! নৌ আবয়োঃ
হৃদয়ানি হৃদয়ে বিশ্বেদেবোঃ তথা আপো জলানি
সমগ্জস্ত শোধয়ন্ত। মাতরিখা বায়ুঃ ধাতা প্রজা-
পতিঃ উদেহী উপদেহী দেবতা চ নৌ আব্যাং
সন্ধাতু একীকরো তু। সমাপঃ সম্মাতরিখা
সন্ধাতা ইত্যত্র সমিত্যুপসর্গগ্রন্থং পাদপূরণে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কল্যকে! বিশ্বদেব সমুদায়
এবং জলসকল তোমার এবং আমার হৃদয়
বিশোধিত করুন। বায়ু প্রজাপতি এবং উপ-
দেশদাত্ত্রী দেবতা তোমাকে এবং আমাকে
একত্র সংযোজিত করুন ॥ ৬ ॥

১। নৌ—ষষ্ঠ্যন্ত্যত্র দ্বিতীয়ান্তস্ত চ অস্মৎ
শব্দস্ত নৌ আদেশঃ।

ক্রমশঃ—

ত্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

দিনচর্য্যা ।

বর্তমান সময়ে নব্যদিগের চক্ষু বিলাতী-
ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে হিন্দুর
স্বত্বশাস্ত্রকে আদর করেন না। হৃৎধের কথা

বলিব কি মৃতমহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত মহা-
শয়ও চারুপাঠ তৃতীয়ভাগে লিখিয়াছেন যে,
“বামপার্শ্বে যে বৃক্ষ দেখিতেছ. উহা যত্নবতঃই

অসার ও রক্তপরিপূর্ণ, উহার নাম স্মৃতি" ।
স্মৃতিশাস্ত্র যে অসার নহে, তাহা ক্রমশঃ
দেখাইব ।

প্রাতিরুখান ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বৃথ্যেত স্বহোমার্থ্য মাসুযঃ ।
তত্র সর্কাক্ষশাস্ত্যর্থঃ স্মরেচ্চ মধুসুদনং ।
আয়ুষ্য মুষসি প্রোক্তং মলাদীনাম বিসর্জনং ।
তদন্তকুঞ্জনাথানোদার গৌরববারণং ।

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড)

স্বাহারক্ষার জন্ত প্রত্যহ প্রাতে শয্যা-
ত্যাগ করিবে । এবং পাপশাস্তির জন্ত মধু-
সুদনের স্মরণ করিবে । প্রভূষে মলমূত্রাদি
বিসর্জন আয়ুষ্কর । তাহা হইলে অস্ত্রের কুঞ্জ,
(পেটডাকা) আত্মান (পেটকাঁপা) এবং
উদরের গুরুত্ব থাকে না ।

এ বিষয়ে বামনপুরাণে যাহা উল্লিখিত
হইয়াছে তাহা দেখান যাইতেছে,—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বৃথ্যেত স্মরন দেববরান্ ঋযোন ।
ব্রাহ্মা মুবারি স্ত্রিপুস্তাকারী ভাহুঃ শশী

ভূমিস্ততো বৃধশ্চ ।

গুরুশ্চ গুরুঃ শনি রাহকেতু কুর্কস্ত সর্ষে মম
সুপ্রভাতং ।

দেবগণ ও ঋষিগণকে স্মরণ করতঃ ব্রাহ্ম
মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিবে । ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, শিব,
সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, গুরু, শনি,
রাহু, কেতু ইহারা সকলে আমার সুপ্রভাত
করুন ।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের লক্ষণ অঙ্কিকাচারতন্ত্রে লিখিত
হইয়াছে,—

রাত্রেষ্ট পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে ॥

পশ্চিমে যামে শেষার্দ্ধপ্রহরে । শেষার্দ্ধপ্রহরে
ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ইতি মদন পারিজাতাং ।

তত্রাপি সূর্য্যোদয়াং প্রাগর্দ্ধপ্রহরে দ্বৌ মুহূর্ত্তে
তত্রাদ্যো ব্রাহ্মঃ দ্বিতীয়ো রোদ্রঃ ।

রাত্রির শেষ চারি দণ্ডকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলে ।
স্মৃতিবিবন্ধা রঘুনন্দন ঐ চারিদণ্ড কালকে দুই
ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত
এবং অপর ভাগকে রোদ্রমুহূর্ত্ত বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন । তাহা হইলে পাওয়া গেল যে
সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা
স্মৃতিশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রসম্মত ।

এস্থলে আয়ুর্বেদকার কেবল মধুসুদনের
নাম স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু স্মৃতিকার
তাহা অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন ।

প্রাতঃশিরসি শুক্রেজ্ঞে দিনেত্রঃ ত্রিভুজং গুরুম্ ।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্ত্বং নামপূর্ব্বকং ।

নমোহস্ত গুণবো তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে ।

যত্র বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংসারসজ্জকং ।

অহং দেবো ন চাতোহস্মি ত্রৈলোক্যবাহং ন

শোকভাক্ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ।

লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো

ভবদাজ্ঞয়ৈব ।

প্রাতঃসমুথায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রা মহ-
বর্ত্তয়িষ্যে ।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং

ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।

স্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি
তথা করোমি ।

প্রাতঃকালে মন্তকস্থিত গুস্ত্রাজ্যাসীন দিনেত্র
ত্রিভুজ প্রসন্নমুখ শান্তস্বভাব গুরুকে নমো-
চ্চারণপূর্ব্বক স্মরণ করিবে । ইষ্টদেবস্বরূপ
সেই গুরুদেবকে নমস্কার । যাহার বাক্যরূপ
অমৃতসংসার নামক বিষ বিনষ্ট করে । আমি
স্বয়ং ব্রাহ্ম, আমার স্থখ দুঃখ কিছুই নাই ।
আমি নিত্যমুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ । হে
লোকেশ ! হে চৈতন্যময় ! হে অধিদেব ! হে
শ্রীকান্ত ! হে বিষ্ণো ! আমি তোমার আজ্ঞা-

সারে তোমার প্রীতির জন্ত সংসারযাত্রা সম্পাদন করিব। হে হৃষীকেশ! আমি ধর্ম জানি, কিন্তু তাহাতে আমাব প্রবৃত্তি নাই। এবং আমি অধর্মও জানি, কিন্তু আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না। হে ইন্দিয়াধীশ্বর! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত কর আমি তাহাই করি।

কর্কেটিকস্ত নাগস্ত দময়ন্ত্যানিলস্ত চ
ঋতুপর্ণস্ত রাজর্ষেঃ কীর্তনং কলিনাশনং ॥

(মহাভারত।)

কর্কেটিক নাগ দময়ন্তী নল এবং ঋতুপর্ণ রাজার নাম কীর্তন করিলে কলিদোষ বিনষ্ট হয় *।

দর্শনং স্পর্শনং কার্য্যং প্রবুদ্ধেন শুভাবহং ।
দধ্যাজ্যাদর্শসিদ্ধাক্তি বিবগোরচনস্রজাং ।
স্বমাননং যুতে পশ্চেৎ যদীচ্ছৎ চিরজীবিতং ।
(ভাবপ্রকাশ।)

দধি, স্নাত, আদর্শ, (আয়না) স্বেতসূর্যপ, বিবপত্র, গোরোচনা এবং পুষ্পমালা দর্শন ও স্পর্শন করিলে মঙ্গল হয়। দীর্ঘজীবন ইচ্ছা করিলে গাত্রোথান করিয়া যুতে আপনাব মুখ দর্শন কারবে।

শ্রোত্রিয়ং সূভগামগ্নিং গাং চৈবাগ্নিচিতং তথা ।
প্রাতঃকথায় যঃ পশ্চেৎ আপদভ্যঃ স বিমুচ্যতে ।

(ছন্দোগপরাশিষ্ট।)

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, সূভগানারী, গরু, অগ্নি-
চিৎ ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রাতঃকালে উঠিয়া যে
দর্শন করে, সে সমুদায় আপৎ হইতে বিমুক্ত
হয়।

* সাধু মহাত্মা দর্শন ও স্পর্শন করিলে, অন্তবে সন্ত-
ওপাধিক্যপ্রযুক্ত পাপ-প্রবৃত্তি সকল উপশান্ত হয়। গুণ-
অঙ্গ বিভাগে ইহা বিস্তারিতরূপে বুঝান যাইবে।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে আয়ুর্বেদ-
শাস্ত্রে যেগুলি দর্শন ও স্পর্শন করিতে উক্ত
হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রে সেগুলির একটাও উল্লি-
খিত হইল না। এ ক্ষেত্রে কিরূপে স্মৃতিশাস্ত্র
আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্মত হইল? ইহার উত্তরে এই-
রূপ বলা বাইতে পারে যে, ঐ সমুদায় স্রব্যের
দর্শন স্পর্শন ও স্মরণ মঙ্গল্য স্রব্যমাত্রেরই
উপলক্ষণ। অর্থাৎ যে সমস্ত স্রব্যাদি দর্শন
করিলে অন্তরে সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তাহাই
বুঝিয়া লইতে হইবে।

বিষ্ণু স্তোত্রোৎসর্গবিধি।

আটোপশূলো পারকর্ষিক চ সঙ্গঃ পুরীষস্ত

তথোদ্ধবাতঃ ।

পুরীষমার্গাদথবা নিরতি পুরীষবেধেহভি-
হতে নরস্ত ।

(ভাবপ্রকাশ।)

পুরীষের বেগধারণ করিলে কোষ্ঠবদ্ধ শূল
এবং গৃহদেশে পারকর্ষনবৎ পীড়া জন্মে।
মুহমূহঃ উদগার উঠিতে থাকে। অথবা বায়ু
নিঃসরণ হয়।

বাতমূত্রপুরীষাণং সঙ্গোৎসর্গানাং ক্রমোরুজা ।
জঠরে বাতজ্ঞাস্চাজ্জৈরোগাঃ স্ফার্কাতনিগ্রহাৎ
বস্ত্রমেহনয়নোঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছং শিরোরুজা ।
বিনামো বক্ষণানাহঃ স্তাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে ।
নবেগিতোহস্ত কার্য্যঃ স্তাৎ ন বেগান্

ধারয়েৎ বলাৎ ।

কামশোকভয়ক্রোধান্ মনোবেগান্ বিধারয়েৎ
গুহাদিমলমার্গাণাং শোচং কাস্তিবলপ্রদং ।
পবিত্রকরমাস্ত্র মলক্ষীকণিপাপহং ।
প্রক্ষালনং মতং পান্যোঃ পাদয়োঃ শুদ্ধিকারণং
মলশ্রমহরং বুধ্যং চক্ষুযাং রাজসাপহং ॥

ভাবপ্রকাশ ও চরক।

বাতনিগ্রহে বাত মূত্র পুরীষের নিরোধ
উদরাদ্যান (পেটকোলা) ক্রান্তি প্রভৃতি বাতজ

ও অশ্রুতা রোগ জন্মে। মূত্রনিগ্রহে বস্তি ও মেডের শূল মুহুরুদ্ধ শিরঃপীড়া বিনাম (শরীরের নমতা) বজ্রণের আনাহ (টেনে ধরা) প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। কাম ক্রোধ ভয় শোক প্রভৃতি মনোবেগ ধারণ করিবে। কিন্তু মলমূত্রাদির বেগ বলপূর্বক ধারণ বা অশ্রুতাকরণ করিবে না। শুহাদিমলমার্গ শুচি থাকিলে শরীর কান্তিযুক্ত ও বলিষ্ঠ হয়। অলস্মী ও কালির পাপ দূরীভূত হয়। হস্ত ও পদগ্রফালন করিলে শরীর শুদ্ধ ও নির্মল হয়। শ্রাস্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। এবং শরীর সুস্থ হয়।

আয়ুর্বেদকার যাহা অনেক কথায় বলিলেন স্মৃতিকার তাহা এক কথায় শেষ করিলেন।

ন চাপি ধারয়েদ্ধীমান্ বেগং মুএপুরীষয়োঃ
আপত্ত্বদংহিতা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মূত্র এবং পুরীষের বেগ কখনই ধারণ করিবে না।

প্রাতরুথায় বিম্বুত্রৈ দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ।
চরকসংহিতা।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দূবে বিম্বুত্রোৎসর্গ করিবে। এহলে স্মৃতিকার একটু অগ্রসর হইয়াছেন।

মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেতু শরত্ৰয়ং।

হস্তানাস্ত শতে সার্দ্ধে লক্ষং কৃদ্বা বিচক্ষণঃ।

মৈত্রং কুর্ধ্যাৎ ততো গদ্বা ইষুপাতহুলাং বাহিঃ
দক্ষসংহিতা।

১৫০ হস্ত অন্তরিত স্থান লক্ষ্য করিয়া মধ্যম ধনুদ্বারা তিনটি বাণ নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই বাণ নিক্ষেপ স্থানের বাহিরে গিয়া পুরীষোৎসর্গ করিবে।

এখানে আর একটি কথা উঠিল। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক প্রকার গুণ লিখিত হইয়াছে। স্মৃতিকার দূরে বিম্বুত্রোৎসর্গ

সর্গ করিবার ছলে ব্যায়াম করারও অল্পমতি দিয়াছেন।

ব্যায়াম সম্বন্ধে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

লাববং কর্মসামর্থ্যং বিদগ্ধঘনগাত্রতা।

দোষক্ষয়োহগ্নি বৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাহুপজায়তে।

ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্ত্র ব্যাধিন্ধাস্তি কদাচন।

বিদগ্ধং বা বিকৃদ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে।

তবাস্ত শীঘ্রং নৈতত্ত্ব দেহে শিথিলতাদয়ঃ।

ন চৈনং সমধিক্রম্য জরা সমধিরোহতি।

ন চাস্তি সদৃশস্তেন কিঞ্চিৎ হোল্যাপকর্ষণং।

স সদা গুণমাধত্তে বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং।

বসন্তে শীতসময়ে স্মতরাং স হিতো মতঃ।

অশ্রুদাপি চ কর্তব্যো বলার্দ্ধেন যথাবলং।

জদয়স্বো যদা বায়ুবৃত্তং শীঘ্রং প্রপদ্যতে।

মুখস্ত্র শোষণং কুরুতে তৎবলার্দ্ধস্ত্র লক্ষণং।

কিঞ্চা লগাটে নাসায়াং গাত্রসন্ধিবু কক্ষয়োঃ।

যদা সঞ্জায়তে স্বেদো বলার্দ্ধস্ত্র তদা দিশেৎ।

ভুক্তবান কৃতসন্তোগঃ কাসীষাসী কৃশঃক্ষয়ী।

রক্তপিত্তা ক্ষতী-শোষীতং ন কুর্ধ্যাৎ কদাচন।

আতব্যায়ামতঃ কাসো জরশ্চর্দিঃ শ্রমঃ ক্রমঃ।

তৃণাক্ষয়ঃ প্রথমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে ॥

ভাবপ্রকাশ।

শরীর রক্ষার্থ ব্যায়াম করা কর্তব্য। ব্যায়াম করিলে শরীর লঘু হয়। কর্মে সামর্থ্য জন্মে। দেহ দৃঢ় ও সুবিকৃত হয়। দোষের ক্ষয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামদ্বারা শরীর দৃঢ় হইলে কখনও কোন প্রকার ব্যাধি জন্মে না। বিদগ্ধ বা বিকৃদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলে তাহা শীঘ্র জীর্ণ হয়। জরাক্রান্ত হইলে শরীর দুর্বল বা শিথিল হয় না। স্থূলতাপ্রযুক্ত যে যে দোষ ঘটে ব্যায়ামই তন্নিবারণের প্রধান উপায়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তি স্নিগ্ধভোজী বলিষ্ঠ ব্যক্তির গুণ ধারণ করে। শীত ও বসন্তকালে ব্যায়াম

হিতকারী। অস্ত্রান্ত্র কালে ব্যায়াম করিতে হইলে শক্তি অল্পসারে করিবে। শরীরে যত ক্ষণ বলাঙ্কের লক্ষণ দৃষ্ট না হইবে ততক্ষণ ব্যায়াম অহুমোদনীয়। জদয়স্থ বায়ু মুখ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইতে থাকিলে অর্থাৎ হাঁপ ধরিলে এবং মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিলে বলাঙ্ক বলা যায়। ললাটে নাসাতে গাত্র সন্ধিতে ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ষ নিঃসৃত হইলে বলাঙ্ক বলা যায়। ভোজন ও স্ত্রীসম্বোগের পর ব্যায়াম করা নিষিদ্ধ। শ্বাস কাস, রক্তপিত্তরোগাক্রান্ত ও শোষরোগগ্রস্ত এবং কৃশবাক্তি ব্যায়াম করিবে না। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে শ্বাস কাস ছদ্মিশ্রম ক্রান্তি তৃষ্ণা ক্ষয় প্রভমক ও রক্তপিত্তরোগ জন্মে।

প্রাতঃকালে বিমূত্রোৎসর্গ করিবার কারণ এই যে সে সময়ে শরীর বায়ু প্রধান ও মৃদু থাকে। অতএব ঐ সময় শরীর হইতে বেকপ সহজে মলাদি নির্গত হয় অপর সময়ে সেরূপ হয় না।

দন্তধাবনবিধি ।

ভক্ষয়েদন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তং * ।
কনিষ্ঠিকাএবং স্কুলমুজ্জগ্রহি তথায়তং ॥
একৈকং ঘর্ষয়েদন্তং মূছনা কূর্চ্চকেন তু ।
দন্তধাবনচূর্ণেন দন্তমাংসান্ত বাধয়নু ॥
কৌদ্র ত্রিকটুকানেন তৈলসিন্দুভবেন বা ।
চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দস্তানু নিত্যং বিশোধয়েৎ ॥
মধুকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা ।
নিম্বঃস্তাভিত্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা ॥
সময়স্ত সমালোকা দোষঞ্চ প্রকৃতিং তথা ।
যথোচিতৈরনৈবীর্ঘ্যৈর্যুক্তং দ্রব্যং প্রযোজয়েৎ ॥

* দস্তাঃ পুষ্পে অনেন ইতি দন্তপবনং । করণে অন্ত প্রত্যয়ঃ । বাহায়া দন্ত পবিত্র অর্থাৎ পরিষ্কার করা যায় তাহাকে দন্তপবন অর্থাৎ দন্তধাবন কহে ।

ভেনাস্ত্র মুখবৈরস্ত্র দন্তজিহ্বাস্ত্রজা গদাঃ ।

কচিবৈশদ্য লঘুতান ভবন্তি ভবন্তি চ ॥

ভাবপ্রকাশ ।

দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ঋণি স্থল সরল গ্রাহিগুহ নরম দন্তকাঠদ্বারা দস্ত-ধাবন করিবে। কোমল কূর্চ্চক (দলিত অগ্র) দ্বারা এক একটা করিয়া সমস্ত দন্ত ঘর্ষণ করিবে। এবং দন্তশোধন চূর্ণদ্বারা বাহাতে দন্তমাংসে বেদনা না যাগে এরূপ ভাবে দন্ত ঘর্ষণ করিবে। মধু, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ, তেজো-বকলচূর্ণ (তেজপত্রের শুঁড়া) দ্বারা অথবা তৈল ও সিন্দূর একত্র করিয়া তাহা দ্বারা প্রত্যহ দন্তধাবন করিবে। মধুব কাঠের মধ্যে মধুক কটুর মধ্যে করঞ্জ, তিলের মধ্যে নিম্ব, কষায়ের মধ্যে খদিরকাঠ দন্তধাবন পক্ষে প্রশস্ত। সময় দোষ এবং প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যথোচিত রস ও বীর্ঘ্যযুক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করা উচিত। তাহাহইলে মুখের বিরসভাব জিহ্বা ও দন্তের মল দূরীভূত হয়। দন্ত শুভ্রবর্ণ ও লঘু হয়। এবং সুন্দর দেখায়।

স্মৃতিকার বুদ্ধ শাতাতপ লিখিয়াছেন—

মুখে পর্য্যাবিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদন্তধাবনং ॥

মুখ পর্য্যাবিত হইলে মনুষ্য সংযমচ্যুত হয়।

একারণ যত্নসহকারে প্রত্যহ দন্তধাবন করিবে।

বৈষ্ণুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

কনিষ্ঠাগ্রসমস্খোলাং স কূর্চ্চঃ দ্বাদশাঙ্গুলং ।

প্রতিভূত্বা ত্র বতবাক্ ভক্ষয়েদন্তধাবনং ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির সমান স্কুল দলিতাঙ্গ দ্বাদশা-

ঙ্গুল প্রমাণ দন্তকাঠদ্বারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে

মৌনাবলম্বনপূর্বক দন্তধাবন করিবে।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

তিল্লঃ কষায়ঃ কটুকং স্কৃগন্ধিকটকাধিতং ।

ক্ষীরিণো শুভ্রাঙ্গাণাং দন্তকাঠং প্রশস্ততঃ ॥

কিছা আঠাযুক্ত গুয়াকের দস্তকাঠ প্রস্তুত।
উহা তিক্ত অথবা কষায় কটু স্বগন্ধসম্পন্ন হইলে
ভাল হয়।

মৈত্রং কৃত্বা তু পূর্নাঙ্কে ভক্ষয়েদস্তধাবনং।

চরকসংহিতা।

পূরীষোৎসর্গ করিয়া পূর্নাঙ্কে দস্তধাবন
করিবে।

অপান্তসংহিতাতে উহা ভক্ষ্যস্তরে লিখিত
হইয়াছে।

মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দস্তধাবনমঙ্গুণং।

পূর্নাঙ্কে এব কুর্কীতনাগরাঙ্কে কদাচন।

পূরীষোৎসর্গ অলঙ্কার ধারণ দস্তধাবন ও
কজ্জল সেবন পূর্নাঙ্কেই করিবে। অপরাঙ্কে
কদাচ করিবে না।

দিবামানকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া
প্রথমভাগকে পূর্নাঙ্ক মধ্যভাগকে মধ্যাঙ্ক শেষ-
ভাগকে অপরাঙ্ক করিবে।

এস্থলে আর একটু বক্তব্য এই যে দস্তধাবন
করিতে হইলে নিষ্ঠীবনাদির সহিত অনেক
প্রকার শারীরিক ক্রন্দ নির্গত হয়। শারীরিক
ক্রন্দ নির্গত করাই মুখ প্রক্ষালনের প্রধান
উদ্দেশ্য।

প্রাতঃকালে শরীর স্লেষ্মপ্রধান থাকে।
ইহার বিশেষ প্রমাণ এই যে মনুষ্যের মৃত্যু
প্রায়ই ১০ দেওর মধ্যেই হয়। স্লেষ্ম বৃদ্ধি না
হইলে প্রায় মৃত্যুও হয় না।

প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে কফপিত্তসমীরণাঃ

বর্দ্ধন্তে নৃশরীরেষু নিশারীক্ষা তথৈব হি।

বাহবটসংহিতা।

দিবসের প্রথমভাগে মধ্যভাগে ও শেষ-
ভাগে মনুষ্যের শরীরে স্লেষ্ম পিত্ত ও বায়ু
বর্দ্ধিত হয়। রাত্রিতেও এইরূপ জানিবে।

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে প্রাতঃকালে
মুখ ধুইলে যেক্রন্দ নির্গত হয় মধ্যাহ্নে বা

সায়াহ্নে মুখ ধুইলে সেরূপ ক্রন্দ নির্গত হয় না।
ঐ ক্রন্দ শরীরে থাকিয়া যায়। তাহাতে অপ-
কার ভিন্ন উপকার হয় না। কালত্রয়দর্শী
আর্য্য-ঋষিগণ ঐ সমুদায় বিবেচনা করিয়া
পূর্নাঙ্কে মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

তৈলমর্দনবিধি।

অভ্যঙ্গং কারয়েন্নিত্যং সর্বেষ্বক্ষেপু পুষ্টিদং।

শিরঃশ্রবণপাদেযু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥

সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্নেণ পুষ্পবাসিতং।

অশ্মদ্রব্যযুতং তৈলং ন হুযাতি কদাচন॥

অভ্যঙ্গোবাতকফকৃৎ শ্রমশাস্তিঃ বলং স্ব্থং।

নিদ্রাবর্ণ মৃদুত্বাযুঃ কুরুতে দেহপুষ্টিকৃৎ॥

অভ্যঙ্গঃ শীলিতো মুর্দ্ধী স্কলেদ্রিয়তর্পণঃ।

দৃষ্টিপুষ্টিকরোহস্তি শিরো ভূমিগতান্ গদান্॥

কেশানাং বহুতাং দার্টাং মৃদুতাং দীর্ঘতাং তথা।

কৃষ্ণতাং কুরুতে তবৎ শিরসঃ পূর্ণতামপি॥

ভাবপ্রকাশ।

সর্বক্ষেপে বিশেষতঃ মস্তক কর্ণ ও পাদে
প্রত্যহ অভ্যঙ্গ (তৈলমর্দন) করিলে শরীর
পুষ্ট হয়। তৈলেব মধ্য সার্ষপতৈল, গন্ধতৈল,
পুষ্পবাসিততৈল, (ফুলেতৈল) অথবা অশ্মদ্রব্য-
যুগ্মিত তৈল দোষজনক নহে। (অগ্নি-
যোগে অগুরুচন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য হইতে
নিষ্কাশিত তৈলকে গন্ধতৈল বলা যায়।)
তৈলাভ্যঙ্গদ্বারা কফবাত ও শ্রমের শাস্তি হয়।
এবং শরীরের বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয়। শরীর
দৃঢ় হয়, উহা আয়ুষ্কর স্ব্থজনক ও পুষ্টিবর্দ্ধক।
অভ্যঙ্গ মস্তকে শীলিত হইলে সকল ইন্দ্রিয়
পরিতৃপ্ত হয়। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা জন্মে, শরীর
পুষ্ট হয়। কেশ সকল দৃঢ়, মৃদু, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ
হয়। মস্তক পরিপূর্ণ থাকে এবং শিরোগত
পীড়ার শাস্তি হয়।

স্বতিকার দক্ষ এস্থলে বলিয়াছেন—

ভূয়ীয়ে চ তথাভাগে কৃতাভ্যঙ্গঃ সমাহিতঃ।

নিত্যং সমাচরেৎ স্নানং মৌনব্রতপয়ো নরঃ ॥

দিবসের চতুর্থভাগে সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করিয়া মৌনব্রতালম্বনপূর্বক প্রত্যহ স্নান করিবে।

দিবসকে আটভাগে বিভক্ত করিলে দিবসের চতুর্থভাগ শব্দে দেড়প্রহরের পর চারিদণ্ড বুঝাইবে।

অতৈলং সার্ষপং তৈলং যতৈলং পুষ্পবাসিতং।

অদৃষ্টং পকতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেষু নিত্যশঃ ॥

ছন্দোগপরিশিষ্ট।

সরিষার তৈল পুষ্পবাসিততৈল পকতৈল প্রত্যাহিক অভ্যঙ্গ কার্যে দোষাবহ হয় না।

যেমন মাস এই কথা বলিলে 'মাসা চন্দ্রো-মিতঃ কালঃ' এইরূপে চান্দ্রমাসই বুঝায়, সেই-রূপ 'তিলস্ত্র ইদং' একরূপে তিলতৈলই বুঝাইয়া থাকে

অতএব রবিবারাদি নিষিদ্ধ দিনে তিল-তৈলাভ্যঙ্গই নিষিদ্ধ। জ্যোতিষে উক্ত হইয়াছে।

তৈলস্নানাতনয়মরণং দৃষ্টতে সূর্য্যবারে।

ভোমে মূর্ত্যর্ভবতি নিয়তং ভার্গবে বিত্তনাশঃ।

রবিবারে তৈলভ্যঙ্গ করিলে পুত্রমরণ মঙ্গলবারে তৈলমর্দনে মরণ ও শুক্রবারে অভ্যঙ্গ করিলে ধনহানি হয়।

প্রতিক্ষণ পরিণামিনো হি সর্ব্বএব ভাবাসতে চিতিশঙ্কোঃ। সাংখ্যদর্শন।

চৈতন্য (অর্থাৎ আত্মা) ব্যতীত সমুদায় পদার্থেরই প্রতিক্ষণে পরিণাম অর্থাৎ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

প্রতিপদাদি পঞ্চদশতিথিতে যদি শরীরের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়, যদি একদিনের মধ্যে শরীরে অবস্থা ভিন্ন প্রকার হইতে পারে তাহা হইলে সাতটী বারেও শারীরিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা।

ঠিক বলিতে পারি না, বোধহয় রবিবার মঙ্গলবার ও শুক্রবারে শরীর যে অবস্থাপন্ন হ তাহাতে তৈল ঘোরতর অপকারী।

বুদ্ধ জ্ঞাবাল বলিয়াছেন—

প্রাতঃস্নানে মদ্যলেপ সমং তৈলবিবর্জ্জয়েৎ।

প্রাতঃস্নান সময়ে তৈল মদ্যলেপের সমান অতএব ঐ সময়ে উহা ব্যবহার করিবে না।

তৈল শব্দে যে তিলতৈল বুঝাইবে তাহ পূর্বে বুঝাইয়াছি। তিলতৈল অত্যন্ত শ্লেঃ বৃদ্ধিকর। উন্মত্তাবস্থায় তিলতৈল প্রয়োগ ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত।

প্রাতঃকালে শরীর যে শ্লেষপ্রধান থাকে তাহা দৃষ্টাবল প্রকরণে বুঝাইয়াছি। একে ব শরীর শ্লেষপ্রধান তাহাতে আবার ককৃদ্ধিক তিলতৈল মাথিলে অপকারের সম্ভাবনা।

নদীং গম্বা ততোমুদ্রি জলং কিঞ্চিৎ নিধাপয়েৎ ছন্দোগপরিশিষ্ট।

নদীতীরে গিয়া প্রথমে মস্তকে কিঞ্চিৎ জঃ প্রদান করিবে। মস্তকে শীতল জল সেচঃ করিলে শ্লেষ্মারসরক্তাদি উর্দ্ধগত হইতে পাবে না। চিকিৎসকেরা বিকারগ্রস্ত রোগীর মস্তকে যে জলপটী বসাইয়া থাকেন তাহার কারণ এই নাভেঃকর্দ্বং হরদায়ু রোধোনাভেস্তপঃ ক্ষয়ঃ।

নাভেঃ সমজলং কৃতা স্নানং তর্পণমাচরেৎ ॥

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব গঙ্গামাহাত্ম্য

নাভির উর্দ্ধজলে স্নান করিলে আয়ুর্হানি নাভির অধোজলে স্নান করিলে তপঃক্ষয় হয়। অতএব নাভির সমান জলে দাড়াইয়া স্নান এবং তর্পণ করিবে।

এইরূপ অবস্থায় স্নান সুবিধাদায়ক। তৎপরে সাধারণের প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি জন্মাইবার জ্ঞাত্তি এবং নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হয়।

ভোজনানং পরতঃ স্নানং ন কৰ্ত্তব্যং কদাচন।

ছন্দোগপরিশিষ্ট।

ভোজনের পর কদাচ স্নান করিবে না ।

স্নানঃ জরাসিদ্ধিঃ চ নেত্রকর্ণানিলাঙ্গিযু ।

আত্মানপীনসাজীর্ণ ভুক্তবৎসু চ গর্হিতং ॥

ভাবপ্রকাশ ।

জ্বর, অতীসার, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, বায়ু-
রোগ, উদরাদ্রান, পীনসবোগ ও অজীর্ণরোগে
এবং ভোজনের পর স্নান করা উচিত নহে ।

ভোজনের পরে স্নান করিলে যে পরি-
পাকের ব্যাঘাত ঘটে তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎ-
সকেরাও স্বীকার করেন ।

দেড়প্রহরের পর স্নান করিবার কারণ এই
যে প্রাতঃকালে শরীর শ্লেষ্মপ্রধান থাকে,
অতএব সে সময় কফবদ্ধক স্নান উপযুক্ত নয় ।

স্বর্ষ্যোদয়ের পূর্বে শরীর বাতপ্রধান থাকে
বলিয়া সে সময়ে তৈলাদিমর্দন না করিয়া স্নান
করিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা
সকলের পক্ষে উপযোগী নহে ।

পূর্বে জীলোকেরা বালকদিগকে প্রাতঃ-
কালে কখনই স্নান করিতে দিতেন না,
তাহারা বলিতেন যে দেড়প্রহরেব মধ্যে স্নান
করিলে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হয় । পূর্বকালে এদেশীয়
জীলোকেরাও এ বিষয় ভালরূপে জানিতেন ।

এদেশে স্নানের পর সন্ধ্যা আফ্রিক করা
প্রচলিত আছে । স্নানের অব্যবহিত পরে এক-
দণ্ড পর্য্যন্ত শরীর শ্লেষ্মপ্রধান হয় । ঐ সময়
অতিক্রম করিয়া আহাৰাদি করা কর্তব্য ।

স্নানান্তরতো নাড়ী শ্লেষ্মবৃদ্ধিকরী মতা ।

চরকসংহিতা ।

ভোজনবিধি ।

দক্ষসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে ।

পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগো বখার্তিতঃ ।

পিতৃদেবমহুয্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশতে ।

সম্বিভাগং ততঃ কৃৎস্না গৃহস্থঃ শেষভুক্ত তবেৎ ॥

দিবসের পঞ্চমভাগে (অর্থাৎ দুই প্রহরের
পর আড়াই প্রহরের মধ্যে) অন্নাদি বিভাগ
করিয়া পিতৃলোক, মহুয্যালোক, দেবলোক এবং
কীট প্রভৃতিকে দিয়া গৃহস্থ শেষভাগ ভোজন
করিবে ।

পূর্বে বলিয়াছি যে দশদণ্ডের কুড়িদণ্ড
পর্য্যন্ত শরীর পিত্ত প্রধান থাকে । লাল
প্রভৃতি পাচকরসের পিত্তরসই পরিপাকক্রিয়া
বিষয়ে প্রধান । ঐ সময়ে শরীর পিত্ত প্রধান
থাকে বলিয়া উহাই ভোজনকালের মধ্যে পরি-
গণিত হইয়াছে । আজ কাল পূর্বাহ্নভোজীর
দল ক্রমশই কম এবং দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন,
অল্পপুঙ্ক্ত সময়ে ভোজন করা তাহার একটা
প্রধান কারণ । অপরাপর কারণও অনেক
আছে কিন্তু তাহা এখানে আলোচ্য নহে ।

বর্তমানসময়ে আমরা একদণ্ড অধঃপতিত
হইয়া পড়িয়াছি যে বেলা ১০ টার সময় ভাত
না পাইলে একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া
পড়ি । কিন্তু তাহাতে আমাদের অপকার কি
উপকার হয় তাহা একবার বিবেচনা করিয়া
দেখি না । বিবেচনা করিবার ক্ষমতাও বোধ-
হয় নাই ।

দেবল বলিয়াছেন—

ন ভুঞ্জীতা যুতং নিত্যং গৃহস্থো ভোজনদয়ঃ ।

পবিত্রমথহৃদ্যঞ্চ সর্পিরাছরবাবহং ॥

গৃহস্থ যুতশূন্য ভোজন করিবে না । দুই-
বার ভোজন করিবে না । যুত পবিত্র স্নান
ও পাপক্ষয় কারক ।

যুতের এক নাম অমৃত । সচরাচর দেখা
যায় যে শূগাল কুকুরে দংশন করিলে যদি
তাহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যুত খাওয়ান যায়,
তাহা হইলে ঐ বিষে তাহার প্রাণ বিনষ্ট
হয় না । ইহা দেখা গিয়াছে যে যাহাকে
জন্মান্তর যুত খাওয়ান যায় বড় গোপুবা

সাপের বিষও তাহার মৃত্যু হয় না। তবে কিছুকাল সে অচেতন থাকে। সাপে কামড়াইবামাত্র ঘৃত খাওয়াইলে কোন উপকার হয় না। কারণ ঘৃত পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত না হইলে কি প্রকারে বিষ বিনষ্ট করিবে। আৰ্য্য ঋষিগণ এই সমুদায় পর্যালোচনা করিয়াই ঘৃতের এতদূর প্রশংসা করিয়াছেন।

এ দেশে গণ্ডুব করিবার প্রথা সর্বত্রই প্রচলিত। ইহার কারণ এই যে আড়াইপ্রহরের সময় একেবারে শুষ্ককণ্ঠে তালু হইয়া ভোজন করিতে বসিতে হয়। শুধুমুখে বাস্ত হইয়া একগ্রাস ভাত মুখে নিক্ষেপপূর্বক কোঁৎ করিয়া গলিলে বৃকে ধরিয়া বিষম কষ্ট জন্মাইতে পারে। একারণ প্রথমে মুখে একটু জল দিবার ব্যবস্থা আছে।

অনেক শিক্ষিত লোকে বলিয়া থাকেন, যে বেলা ছই প্রহরের সময় কোন স্থান হইতে পরিশ্রম করিয়া শুষ্ককণ্ঠে তালু হইয়া আসিলাম। কিন্তু তখন পা ধুইতে হইবে। বিশ্রাম করিয়া স্নান করিতে হইবে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে হইবে তবে জগ থাইতে পাইব। এ আবার কি বিপদ?

ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে কোন স্থান হইতে শুষ্ককণ্ঠে তালু হইয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ পর্য্যাস্ত পরিমাণে জল খাইলে পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা ঘণ্ট প্রভৃতি হইতে পারে। বিশ্রামের পর জল খাইলে আর সেরূপ হয় না।

ছন্দোগপরিশিষ্টে উল্লিখিত হইয়াছে—

অপকং লবণং ভুক্ত্বা স্থলবুদ্ধিৰ্ভবেন্নরঃ ।

অপক লবণ ভোজন করিলে বুদ্ধি স্থল হয়।

পাণ্ডিত্য রসায়ন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে ক্ষার-পদার্থে অন্ন নাশ করে। ইহার উদাহরণ এই যে সতিরিক্ত টক তেভূলে লবণসংযোগ

করিলে তাহার টক কমিয়া যায়। অন্নরস পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যকারী। দৈহিক অন্নরসের অন্ততা ঘটিলে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে শরীরে স্লেম্মাবৃদ্ধি হওয়াতে রক্তোণ্ডের আধিক্যবশতঃ বুদ্ধি স্থল হইয়া থাকে।

শঙ্খসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

মোহাৎ ভুক্তীত যঃ পংক্ত্যা মুচ্ছিষ্টসহভোজনঃ।

প্রাজাপত্যং চবেৎ বিপ্রঃ ক্ষত্রঃ সান্তপনং চরেৎ ॥

যে ব্যক্তি পণ্ডিত্তিতে বসিয়া মোহপ্রসূক্তও ভোজন করে সে ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে প্রাজাপত্যব্রত করিবে। ক্ষত্রিয় হইলে সান্ত-পনব্রত করা উচিত।

আয়ুর্বেদে উক্ত হইয়াছে—

আহার নির্হার বিহারযোগাঃ

সদৈবসন্তিবিজনে বিধেয়াঃ।

ভোজন বিগ্নুত্রোৎসর্গ এবং ত্রীসঙ্গ সাধু-ব্যক্তির নির্জনে করিবেন।

তিথিতত্ত্বের আমাবত্যা প্রকরণে লিখিত হইয়াছে—

উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রসাবে দম্ভধাবনে।

স্নানভোজনকালে চ ঘটস্থ মোনং সমাচরেৎ ॥

বিগ্নুত্রোৎসর্গ ত্রীসংসর্গ প্রসাব দম্ভধাবন স্নানভোজনকালে মোনাবলম্বন বিধেয়।

সচরাচর দেখা যায় যে প্রবৃত্তিপূর্বক ভোজন করিলে ভুক্তব্রব্য সহজে জীর্ণ হয়। আর অপ্রবৃত্তিপূর্বক ভোজন করিলে তাহা সহজে পরিপাক হয় না। পণ্ডিত্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে নানাকারণে অপ্রবৃত্তি হইতে পারে। একারণ অনাদিতে অপ্রবৃত্তি হইতে পারে। স্মৃতরাং পণ্ডিত্তিতে বসিয়া ভোজন এবং ভোজনকালে কথাবার্তা বলা আৰ্য্যশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তিক্রান্ত প্রথম ভোজ্য মধ্যে ভোজ্য কষায়কং
অম্লস্ত তৎপরং ভোজ্যং মধুরং সমাপয়েৎ ॥

অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাহ্যটসংহিতা ।

প্রথমে তিক্ত মধ্যে কষায় (কাল) তদ-
নস্তর অম্লভোজন করিয়া মধুর রসদ্বারা আহার
সমাপন করিবে ।

শৃংগালাদিভির্দৃষ্টং অন্নং পয়ুষ্যিতং ত্যজেৎ ।

সুশ্রুত-সংহিতা ।

শৃংগাল কুকুরাদি কর্করূপ দৃষ্ট অন্ন এবং পয়ুষ্য-
বিত (বাসি) অন্ন পরিত্যাগ করিবে ।

আয়ুঃসত্ত্বলারোগ্য সুখপুতিবিবর্দ্ধনাঃ ।

রত্নাঃ সিন্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ

সাস্বিকপ্রিয়াঃ ।

কটুম্বলবণাত্মক ভীক্ষুরূপবিদাহিনঃ ।

আহারারাজসংশ্লেষ্ঠাঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ।

যাতয়ামং গতরসং পুতি পয়ুষ্যবিতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥

শ্রীমত্তগবদগীতা ।

আয়ুঃ সত্ত্বগুণ বল আরোগ্য সুখ এবং
প্রীতির বিবর্দ্ধন রসযুক্ত কোমল স্থির সুখাৎ
ভোজ্যবস্ত্ত সাস্বিক ব্যক্তিদিগের প্রিয় । কটু
অন্ন লবণ অতিশয় উষ্ণ তীক্ষ্ণ (গুরুপাক) রুদ
বিদাহি (যাহা খাইলে বুকজ্বালা করে) এবং
যাহাদ্বারা দুঃখ শোক এবং পীড়া জন্মায় একরূপ
বস্ত্ত সকল রাজসিক ব্যক্তিদিগের প্রিয় । পুষ্ণা-
তন রসশূন্য দুর্গন্ধ পয়ুষ্যবিত (বাসি) উচ্ছিষ্ট
এবং অপবিত্র দ্রব্য সকল তামসিক ব্যক্তিদিগের
প্রিয় ।

আহার্য্য দ্রব্যসম্বন্ধে বাহ্য্য খাদ্য গুণ বিচারে
বিবৃত করা যাইবে । ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ ।

গৌতমী, সর্প, কাল ও মৃত্যুসংবাদ ।

মানব স্বীয় স্বীয় কর্ম ফলভোগ করে এবং
সেই কর্মফল এক জন্মে ভোগ না হইলে জন্ম-
জন্মান্তরে ভোগ হয়, ইহা হিন্দুদিগের একটা
মর্জ্জাগত বিশ্বাস । পূর্বজন্মার্জ্জিত কর্মই ইহ
জন্মে অদৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে,
কারণ জ্ঞানিস্বর ভিন্ন উহা কেহ দেখিতে পান
না । পূর্বজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম কিরূপে
ইহজীবনের উপর আধিপত্য করে এবং
ইহজন্মার্জ্জিত কর্মদ্বারা কিরূপে ঐ আধিপত্য
নষ্ট বা বৃদ্ধি করা যায় তাহা হিন্দু-পত্রিকার
১ম খণ্ডে ৫০ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হই-
য়াছে । আগামী কোন এক সংখ্যায় এই
বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা আছে ।
অদ্য এই বিষয়ে মহাভারতের অম্বুশাসনপর্বে

গৌতমী সর্পকাল ও মৃত্যুসংবাদ নামে যে উপা-
খ্যান আছে তাহা পাঠককে উপহার দিলাম ।
সংস্কৃতশাস্ত্রাদি পাশ্চাত্য আবরণে আসিবেই
ভারতবাসীদিগের আদরের জিনিষ হয় । উপ-
রোক্ত উপাখ্যানটিও আরনন্দ সাহেবের অম্বু-
বাদের অন্তর্গত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ
করিতে সমর্থ হইয়াছে । অম্বুবাদ যখন এত
আদরণীয় হইয়াছে তখন মূল তদপেক্ষা অধিক
আদরণীয় হইবে বিবেচনায় মহাভারতের প্রৌ-
ণ্ডলি নিম্নে দিলাম ।

পুরাকালে গৌতমী নামে এক ব্রাহ্মণীয়
একটা মাত্র পুত্র ছিল । সর্পাঘাতে ঐ পুত্রের
মৃত্যু হয় । এক ব্যাধ ঐ সর্পকে ধরিয়া আনিয়া
গৌতমীর নিকটে উহাকে বধ করিবার অম্বু

যতি প্রার্থনা করে। সর্পকে বধ করিলে পুত্র
পাওয়া যাইবে না এবং ক্রোধপ্রদর্শন ব্রাহ্মণের
ধর্ম নহে ইত্যাদি বলিয়া গৌতমী সর্প বধ
হইতে ব্যাধকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু
ব্যাধ তাহাতে সম্মত না হইয়া সর্পবিনাশে কৃত-
দক্ষ হইল। তখন সর্পে ও ব্যাধে বালকের
মৃত্যুর কারণ কি তদ্বিষয় লইয়া তর্ক হইতে
লাগিল। সর্প বলিল যে মৃত্যু তাহাকে প্রেরণ
করিতেই সে বালককে বিনাশ করিয়াছে।
এই সময়ে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া বলিল যে সে
কাল কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সর্পকে প্রেরণ
করিয়াছে। সে কিম্বা সর্প কেহই শিশুর
বিনাশের কারণ নহে। এই সময়ে কাল উপ-
স্থিত হইয়া বলিল---

নহং নাপ্যয়ং মৃত্যুর্নায়ং লুক্কপন্নগঃ ।
কিঞ্চিবি জন্তুমরণে ন বয়ং হি প্রযোজকাঃ ॥
অকরোদ্যদয়ং কর্ম তন্মোহজ্জুনকচোদকং ।
বিনাশহেতুর্নাত্তোহস্ত বধ্যতেয়ং স্বকর্মণা ॥
যদনেন কৃতং কর্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ ।
বিনাশহেতুঃ কর্মাশ্চ সর্ষে কর্ম বশাবয়ং ॥
কর্মদায়াদবলোকঃ কর্ম সম্বলক্ষণঃ ।
কর্মণি চোদয়ন্তীহ যথাত্তোশ্চ তথাবয়ং ॥
যথা মৃংপিওতঃ কর্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি ।
এবমায়কৃতং কর্মমানবঃ প্রীতিপদ্যতে ॥
যথাচ্ছায়াতপৌ নিত্যং স্তম্বকো নিরন্তরং ।
তথা কর্ম চ কর্তা চ সম্বন্ধা বায়কর্মভিঃ ॥
এবং নাহং ন বৈ মৃত্যুর্ন সর্পো ন তথা ভবান্ ।
ন চেয়ং ব্রাহ্মণী বৃদ্ধা শিশুরে বাত্র কারণম্ ॥
তসিং তথা ক্রবাণে তু ব্রাহ্মণী গৌতমীন্প ।
সকর্ম প্রত্যয়াংলোকাভ্যাজ্জুনকমব্রবীৎ ॥
গৌতম্যুবাচ ।
নৈব কালো ন ভুজগো ন মৃত্যুরিহকারণম্ ।
সকর্মভিরয়ং বালঃ কালেন নিধনং গতঃ ॥

ময়া চ তৎকৃতং কর্ম যেনায়ং মে মৃতঃ স্তুতঃ ।
যাতু কালস্তথা মৃত্যুশ্চাজ্জুনকপন্নগম্ ॥

বস্বাৰ্থ। নিবাদ! কি আমি, কি মৃত্যু,
কি সর্প, আমরা কেহই এই বালক বিনাশ
বিষয়ে অপরাধি নহি। উহার পূর্বাভুজিত
কর্মই আমাদেরকে উহার বিনাশসাধনে
নিয়োগ করিয়াছে। ফলত এই বালক স্বীয়
কর্মবশতই অকালে কালকবলে নিপতিত হই-
য়াছে, অতএব কর্মকেই ইহার বিনাশের
কারণ বলিতে হইবে। কর্ম পুত্রের জ্ঞান
মহুযাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে
এবং কর্মই মহুযের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া
দেয়। যেমন মহুযা কর্ম সমুদায়ের বণীভূত;
কর্ম সমুদায়ও তজ্জন মহুযের অয়ত্ত। কুন্ত-
কার যেমন মৃংপিওদ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘট-
শরাবাদি নির্মাণ করে, তজ্জন মহুযা স্বেচ্ছানু-
সারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের
জ্ঞান কর্মকর্তা নিরন্তর পরস্পর স্তম্বক রহি-
য়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প,
কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী আমাদের মধ্য
কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া
নির্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার
বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা বলিলে বৃদ্ধা গৌতমী
লোক সমুদায়কে কর্মের বশবর্তী অবগত
হইয়া ব্যাধকে সোধোধনপূর্বক কহিলেন,
অজ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের
বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম
দোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার
কর্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে
কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং
তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর।

আমিষের প্রসার ।

চতুর্থ প্রবন্ধ ।

পঞ্চ যজ্ঞ ।

অত্যাশ্রিত কতকগুলি জীবনের সহিত মনুষ্যজীবনের আপাততঃ যত বিরোধ দৃষ্ট হয়, ফলতঃ তত নহে, ইহা উপলব্ধি করিয়া সকল জীবের প্রতিই করুণাপ্রকাশ শিক্ষা করা উন্নতজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত । মহাভারতে কোন একস্থানে আছে যে ব্যাঘ্র যেক্রপ বনের দ্বারা রক্ষিত, বনও তক্রপ ব্যাঘ্রের দ্বারা রক্ষিত । শিশুশাশালপ্রভৃতি যে সমুদায় বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা মানবগৃহ নির্মাণ করিয়া থাকেন, উহা ব্যাঘ্রাদির সাহায্যেই প্রাপ্ত হয়েন । সুন্দর বনে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু না থাকিলে, মহিব, মৃগাদি ঐ সমুদায় তরুর শৈশবহাতেই উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত । ব্যাঘ্রের হিংস্রপ্রতিহেতু উহাদিগের ভক্ষক মৃগাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে না পারায়, মানব বনের মূল্যবানতরু প্রাপ্ত হয়েন । এইরূপে আলোচনা করিয়া থাকিলে দৃষ্ট হইবে যে ভগবানের আশ্চর্য্য কোশলে বিশেষ বিরোধমাত্র নাই; যাহা দৃষ্ট হয় তাহা মানবের অজ্ঞানবশতঃ । ঋষিগণ বিশ্বের মূলতত্ত্ব অবগত হইয়াই সর্বজীবে করুণা প্রকাশ করা মানবের যে কর্তব্য ও স্বার্থ তাহা বোধগম্য করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তজ্জগুই প্রত্যহ ভূতযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।

পিতৃযজ্ঞের নাম তর্পণ । তর্পণে কিরূপে আমিষের প্রসার হয়, তাহা পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন । মানবের আত্মা যতই প্রশস্ত হয়, ততই মানব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান একস্থানে গ্রথিত দেখে । ব্যাস-বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আদি মহাপুরুষগণ কে

শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আমি এইক্ষণ তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও গবেষণার ফলভোগ করিতেছি । আমার হৃদয় নিতান্ত সর্কারী না হইলে আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইতে পারি না, আমি নিতান্ত পাষাণ না হইলে তাহাদের পরোপকার বৃত্তি স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতি অচলা ভক্তিরসে আবিষ্ট না হইয়া পারি না, তাহাদের চরণপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া থাকিতে পারি না । আমিষের প্রসারের জন্ত পুরুষপুরুষগণের স্মৃতি হৃদয়পটে সমুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করা অতীব প্রয়োজনীয় । পুরুষপুরুষগণ স্থলদেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে ইহসংসারে পুনঃ পুনঃ আগমন করিতেছেন । তাহারা যে তোমার প্রদত্ত জলাঞ্জলি পান করেন না, ইহা অতি জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারে, স্মৃতির ঋষিগণ যে তাহা বুঝিতেন না ইহা সিদ্ধান্ত করা স্বীয় মূর্খতার পরিচয় প্রদান করা মাত্র । নাস্তিক দার্শনিক চার্লস পিণ্ডতর্পণাদির বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা যে স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়াও ঋষিদিগের বুদ্ধির অগম্য ছিল, ইহা সিদ্ধান্ত করা কতদূর সম্ভব তাহা বুদ্ধিমান পাঠককে বলা অনাবশ্যক । কে না জানে যে তোমার স্থলদেহ থাকিতেও কোন দূরপ্রদেশস্থিত খাদ্যদ্রব্য তুমি বধন গ্রহণ করিতে পার না, তখন স্থলদেহবিহীন পুরুষপুরুষগণ কিরূপ তোমার প্রদত্ত জগবা পিণ্ডগ্রহণ করিবেন । পুরুষপুরুষগণ জলপিণ্ড

গ্রহণ না করিলেও উহা প্রদান করা অত্যাশ্চর্য্যক।

এইক্ষণ দেখা যাউক তর্পণ কি? দেব, ঋষি, পিতৃদিগের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দানদ্বারা তৃপ্তিসম্পাদনকে তর্পণ বলে। আলোচ্য বিষয়ে কেবল পিতৃতর্পণের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু আত্রকুন্তলপর্য্যন্ত বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের উদ্দেশ্যেই তর্পণের বিধি শাস্ত্রে আছে।

আত্রকুন্তলপর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।

তপ্যন্ত সর্ষে পিতরো মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥

অতীতকুষকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।

আত্রকুন্তলনাগ্নোকাগ্নিদমস্ত তিলোদকম্ ॥

পিতৃতর্পণদ্বারা পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি দেখানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশবিশেষে ভক্তিপ্রদর্শনের বিভিন্ন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। শেকপীর, বার্ণস প্রভৃতি কবিদিগের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনার্থ তাহাদের স্বদেশবাসীরা এনিভারসারি বা বৎসরান্তে সভা করিয়া তাহাদের গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। অঙ্গদেশে তদনুসরণে রামমোহন রায়, হেয়ার সাহেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের এনিভারসারি প্রথা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে স্বীয় স্বীয় পিতৃপুরুষ এবং দেব, ঋষি ও মহাত্মা মানবদিগের প্রতি প্রত্যহ ভক্তি দেখানোর ব্যবস্থাও হইয়াছে। মহাজীবনের অপূর্বকাহিনী সমুদায় দিনের মধ্যে একবার মাত্রও হৃদয়ে উদয় হইলে, পূর্বপুরুষদিগের প্রতি দিনের মধ্যে একবার কৃতজ্ঞ হইতে পারিলেও যে হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়, উহার ক্ষুদ্রত্ব দ্বীভূত হইয়া যায়, তাহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারেন? পূর্বপুরুষেরা তাহাদের স্বীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীন হইয়া কেবল তোমার ভোগের জন্ত কতশত তালবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। হে মানব! তুমিও স্বীয় স্বার্থে মুগ্ধ না

হইয়া, কেবল অগাধ আদি আশুফলপ্রদ লতা রোপণ না করিয়া, ভবিষ্যৎ বংশাবলীর উপকারার্থে তালবৃক্ষাদিও রোপণ কর। তোমার দৃষ্টি কেবল বর্তমানে সীমাবদ্ধ করিও না, পূর্বপুরুষদিগের কার্য্যকলাপও স্মরণ কর, তাহাহইলে তোমার সন্ধীর্ণ “আমি” প্রশস্ততা লাভ করিয়া তোমার পুত্রপৌত্রের জন্ত তালবৃক্ষাদি রোপণ করিতে অতুল আনন্দ সম্ভোগ করিবে। দেবতা ঋষিদিগের পরোপকার-বৃত্তি প্রত্যহ স্মরণ কর, তুমিও তাহাদের জ্ঞান আমিত্বের সন্ধীর্ণতা দূর করিতে পারিবে। তুমি যে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, উহা তাহার পান করিবেন না সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রতি ভক্তিমান হওয়াতে, তাহাদের বিশুদ্ধ চরিত্র চিন্তা করাতে, তাহাদের বিশ্বজনীন প্রেম আলোচনা করাতে, তুমি নিজে অভ্যুদয়ভাগী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি যে তোমার প্রিয়তম বন্ধুদিগকে দূরদেশ হইতে প্রীতিসূচক উপহার প্রদান করিয়া থাক, উহা কি তোমার বন্ধুর আর্থিক সাহায্য হেতুক, তোমার বন্ধু কোন উপকার পাইবেন তজ্জন্ত কব, না তোমার বন্ধুর প্রতি আন্তরিক প্রীতি-শ্রদ্ধা হেতুক? পিতৃপুত্রের এবং ঋষিগণের সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাহাদের প্রতি যদি তোমার আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তাহাদের কার্য্যকলাপ যদি তোমার জীবনের আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহাহইলে তুমি ভক্তি শ্রদ্ধা না দেখাইয়া পার না, দেশভেদে আচারভেদে চাই উহা তর্পণের আকারই ধারণ করুক, চাই উহা anniversary বা commemoration meetingই হউক। একই উদ্দেশ্যে বিবিধ উপায়দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু প্রচলিত বিধি কোনরূপ অনিষ্টদায়ক না হইলে, উহা পরিবর্তনের আবশ্যক নাই।

পৈতৃক পুষ্করিণীতে পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া
সঙ্গেও নূতন পুষ্করিণী খনন অনাবশ্যক। ভারতে
জলাঞ্জলিরাই প্রত্যহ দেব, ঋষি, মানব ও
পিতৃগণের প্রতি ভক্তি দেখানোর ব্যবস্থা
হইয়াছে, উহার কোন দোষ দৃষ্ট হয় নাই।
উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবহার প্রয়োজন
নাই। দৈনিক ভক্তি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের সহিত
বৎসরান্তে মহাপুরুষদিগের চরিত্র কীর্তন
ব্যবস্থাও অস্বদেশে প্রচলিত আছে। জন্মাষ্টমী,
রামনবমী প্রভৃতির ব্যবহার মূলমন্ত্র একই।
মহাপুরুষদিগের উন্নত জীবন যৌবন জীবনের
সহিত সম্মিলিত করাই তর্পণের উদ্দেশ্য। ঐ
দেখ মহাত্মা দ্বৈপায়নের একটি আদর্শ মহাজীবন,
মধ্যাহ্ন তপনসম সমুজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন সত্যবাদী
জিতেন্দ্রিয় শান্তনুতনয়কে ঋষিগণ তোমার
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত তোমার তর্পণের
পাত্র করিয়াছেন।

ভীষ্ম শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদীজিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরম্ভিরবাপ্তোহু পুত্রপৌত্রোচিতঃ ক্রিয়াং ॥

ঐ দেখ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি চিন্তা
করিয়া তুমি পাপ বিমুক্ত হইবা স্বীয় জীবন
উন্নত করিতে পারিবে বলিয়া ঋষিগণ ইন্দ্র,
বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে তোমার
দৈনিক তর্পণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অনাক্ষিকস্ত যদুত্থং পাপাদ যচ্চ প্রতিগ্রহম্।
হ্রকৃতং যচ্চ মে কিকিধাশ্বনঃ কায়কশ্মভিঃ ॥
পুনাতু মে তদিন্নস্ত বরুণঃ স বৃহস্পতিঃ।
সবিতা চ ভগটেশ্বর মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ ॥

ঐ দেখ বিশ্বস্থ সমুদায় পদার্থের সহিত
বিরোধ ধ্বংস করিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি
সংস্থাপনপূর্বক তোমার আমিষের প্রসারের
জন্ত ঋষিগণ সর্বভূতের তর্পণ ব্যবস্থা
করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণং তর্পণং পূর্ণং বিষ্ণুং ব্রহ্মণং প্রজাপতিং।

দেবা যক্ষাস্থানা নাগা গন্ধর্বাঋশোসাহস্রবাঃ ॥

ক্রুরাঃ সর্পাঃ স্থপর্ণাশ্চ তরবো জম্বুকাঃ খগাঃ।

বিদ্যাধারাজলাধারান্তথৈবাকাপগণানিনঃ ॥

নিরাহারাস্চ যে জীবাঃ পাপে ধম্মে রতাশ্চয়ে।

তেষামপ্যানায়ৈতদ্যোতে সলিলং মম্বা ॥

বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের সহিত তুমি মিত্রতা
সংস্থাপন কর, আমিষের সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ
করিয়া সকলের মঙ্গল চিন্তা কর, সর্বভূতে
আত্মা দৃষ্টি কর, এই তর্পণের মূলমন্ত্র।

ওং ভদ্রং কর্ণেভিঃ শূণ্যাম দেবা

ভদ্রং পশ্চেনাক্ষর্ভিযজ্ঞভ্যাঃ।

স্থিরেরদ্বৈস্তুষ্টবাঃ সন্তমুভিঃ

ব্যাশেমদেবাহতে যদায়ুঃ ॥

এই তর্পণের মূলমন্ত্র। যাহারা তর্পণের এই
মূলমন্ত্র চিন্তায় ও কার্যে বিশ্বস্ত হইয়া কেবল
জলাঞ্জলি প্রদান করেন, তাহাদের জলাঞ্জলি
জলাঞ্জলিমাত্রে পরিণত হয়।

রাজর্ষি জনকের সভায় বিদগ্ধ ঋষি মহর্ষি
জনকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দেবতা কয়টি?
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ৩৩০৬ তিন সহস্র তিন শত
ছয়টি? বিদগ্ধ দেবতা কয়টি বলিয়া পুনর্বার
প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তেত্রিশটি।
ঐপ্রকার পুনর্বার প্রশ্ন করিলে বলিলেন ছয়টি।
ঐরূপ, তিন, দুই, অথাকি, এক বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য
দেবতার সংখ্যা বলিলেন। কারণাত্মক পরব্রহ্ম
যখন কার্যাত্মক বিশ্বে পরিণত হন, তখন
তাহার বহুবিধ শক্তি দৃষ্ট হয়। এই জগতে,
সৃজন, পালন ও সংহার শক্তির কার্য আমবা
প্রত্যহই উপলব্ধি করিতেছি। এই ত্রিবিধ
শক্তির অন্তর্গত অপর কতকগুলি শক্তি, তাহা
দের অন্তর্গত অপর কতকগুলি শক্তি, এইরূপ
বিশ্বে অনন্তশক্তির কার্য দেখিয়া থাকি।
সমষ্টি ভাবে দেখিলে একই শক্তিদ্বারা বিধ
পরিচালিত হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি হইবে,

ব্যষ্টিভাবে দেখিলে ঐ একস্থলে অনন্তশক্তি দৃষ্ট হইবে। ভক্ত অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তোমাকে কিরূপে পূজা করিব, তুমি যে সকল শক্তিদ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই সমুদায় শক্তি বা বিভূতি আমাকে বল। ভগবান্ বলিলেন যে আমার শক্তিই ইয়ত্তা নাই, তবে আমি তোমাকে প্রধান প্রধান কয়েকটা বলিতেছি :—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতায়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যাক্ ভূতানামস্ত এব চ ॥
আদিত্যানামহং বিশ্বজ্যোতিষাং রবিরং শুমান্ ।
মরীচমরুতামগ্নি নক্ষত্রানামহং শশী ॥
দেদানাং সামবেদোহগ্নি দেবানামগ্নিবাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাগ্নি ভূতানামগ্নিচেতনা ॥
কজ্রাণাং শঙ্করশ্চাগ্নি বিতোশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বহ্ননাং পাবকশ্চাগ্নি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥
পুংবাদ্যসাক্ষ মুখ্যাং মাং বিক্টি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
দেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামগ্নিসাগরং ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামগ্ন্যোকাক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহগ্নি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥
অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্ক্সাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমাখানাং বিজ্জিমামৃতোত্তবন্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥
আযুধানামহং বজ্রং ধেনুনামহমগ্নিকামধুক ।
প্রজন্মশ্চাগ্নিকন্দর্পঃ সর্পনামগ্নিবাসুকিঃ ॥
অনন্তশ্চাগ্নিগানানাং বরুণো বাদসামহম্ ।
পিতৃগামগ্ন্যমাচাগ্নি যমঃ সংযমতামহম্ ॥
প্রহ্লাদশ্চাগ্নিদৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগানাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥
পবনঃ পবতামগ্নি রামঃ শত্রুভূতামহম্ ।
ঋষাণাং মকরশ্চাপি স্রোতসানামগ্নিজাহ্নবী ॥
পর্ণান্যাদিরন্তুশ্চ মধ্যাক্ষৈবাহমর্জ্জুন ।

অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥
অক্ষরাণামকারোহগ্নিশ্বল্পঃ সান্যাসিকশ্চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥
মৃত্যুঃ সর্ক্সহরশ্চাহমুত্তম্ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাচ চ নারীণাং স্মৃতির্মোদাধৃতিঃ ক্ষমা ॥
বৃহৎসাম তথা সান্যঃ গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্ ।
নানান্যং মার্গশীর্ষোহহমুতুনাং কুহুমাকরঃ ॥
দ্যুতং ছলয়তামগ্নি তেজশ্চৈজ্জগ্নিনামহম্ ।
জয়োহগ্নি ব্যবসায়োহগ্নি সত্যং সত্যবতামহম্ ॥
বৃষণীনাং বাসুদেবোহগ্নি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামগ্ন্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনঃ কবিঃ ॥
দণ্ডোদদবতামগ্নি নীতিরগ্নিজিগীষিণাম্ ।
মৌনং চৈবাগ্নি গুহ্যনাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥

যে যে প্রধান শক্তিদ্বারা ভগবান্ চিন্তনীয় তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ;—
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ।
নতদন্তি বিনা যৎ স্তান্ময়াভূতং চরাচরম্ ॥
নাস্তোহস্তি মমদিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপঃ ।
এতদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্কিস্তরো মম ॥

অর্থাৎ হে অর্জুন ! আমি ভূতসমূহের বীজ, এমন চরাচর কোন পদার্থ নাই, যাঁহা আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান রহিয়াছে। হে পরস্তপ ! আমার দিব্য বিভূতির অস্ত নাই, সেই বিস্তর বিভূতি আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম ।

বিশ্ব ঐশীশক্তিদ্বারা চালিত, ঐ ঐশীশক্তি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলেই বহু দৃষ্ট হয়, আর পৃথক্ করিয়া না দেখিলে উহা একই দৃষ্ট হয়। মানবদিগের মধ্যে ঐশীশক্তির আধিক্য থাকিলে, তাঁহারা দেব, ঋষি বা অবতার বাচ্য হইয়া থাকেন। প্রত্যহ এই ঐশীশক্তির চিন্তনাবশ্যক, এই ঐশীশক্তি বা দৈবশক্তি বিধেব মঙ্গলেই নিরোজিত রহিয়াছে। উপাসকের ক্ষুদ্রশক্তি ও ঐশীশক্তিতে বিরোধ না

থাকে, ষোপাধিক “আমি” ক্রমে নিগূর্ণ “আমি তে” পরিত হইতে পারে, এইজন্ত ঐশীশক্তির প্রত্যহ চিন্তনাবশ্যক ।

ভক্ত কবিকালিদাস ঐ মহাশক্তির এইরূপ চিন্তন করিয়াছিলেন :—

বা সৃষ্টি: সধুরাদ্যা বহতি বিবিহতং যা
হবিৰ্যা চ হোত্রী। যে বে কালং বিধত্ত: শ্রুতি
বিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্যবিধম্। যামাহ:
সৰ্ববীজ প্রকৃতিরতি যয়া প্রাণিন: প্রাণবন্ত:।
প্রত্যক্ষাভি: প্রপন্নস্তনুভিববতু বস্তাভিবষ্টা-
ভিন্নীশ: ॥

একই ঐশীশক্তি বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া বিশ্বের হিতে নিযুক্ত বহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য পৃথিবী, আকাশ, অনন, অনিল, সলিল ইত্যাদি সকলেই ঐশীশক্তি, দেবতা; সকলেই জগতের হিতে নিয়োজিত রহিয়াছে। ঐ সমুদায় শক্তির বিশোপকারকবৃত্তি চিন্তা কর, তাহাদেব ত্রায় জগতের উপকার করিতে শিক্ষা কর। দ্ব্যতরূপ স্বীয় ক্ষুদ্র “আমি” স্ব ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে (ব্রহ্মাণ্যাব-পরে যজ্ঞ: যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি) ভস্মসাৎ কর, তবেই তোমার প্রকৃত হোম হইবে। দ্ব্যত যেকূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ আমি স্ব ঐশীশক্তির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইলে, আত্মা বিশুদ্ধতা লাভ কবে। সৰ্ব্বায় ক্ষিতমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, বৃদ্ধায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায়া আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজ্ঞমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

যখন “আমি”র মলিনত্ব দূর হইল, তখন—
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিত্রক্ষাণ্যো ব্রহ্মণাহতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ॥

প্রকৃত হোম যে আত্মসংগম কবা, সার্থকে

আহতি প্রদান করা তাহা সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। গীতায় দৃষ্ট হয় :—

শ্রোত্রাদীনীল্লিখাত্তে সংযমায়িষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াণিষু জুহ্বতি ॥

সৰ্বাণীন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণি চাপরে ।

আত্মদংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥

অর্থাৎ কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে আর কেহ কেহ শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহতি প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ সকলকে জ্ঞানপ্রজ্জ্বলিত আত্ম-সংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহতি প্রদান করেন।

হে পাঠক! বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতিকে জড় বলিয়া উপেক্ষা করিও না, উহার সকলেই কারণাত্মক পরব্রহ্মের ষোপাধিক কার্যাত্মক বিভিন্ন শক্তি। ঐ সমুদায় শক্তি যেকূপ তোমার বাহিরে আছে, সেইরূপ তোমার শরীরের মধ্যেও আছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বৃহস্পতি প্রভৃতি তোমার হস্ত, মন, বাক, জিহ্বা, বুদ্ধি আদির মধ্যে অবস্থিত করিতেছেন। তোমাব ক্ষুদ্র শক্তিসমূহ ঐ সমুদায় শক্তির সহিত মিলিত করিতে পারিলে তুমি কৃতার্থ হইবে। অঙ্গিরা ঋষি প্রবর্ত্তিত জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্মের প্রতিনিধি-রূপ বিশুদ্ধ পাবক সমক্ষে সেই পরব্রহ্মের বিশ্বহিতকরী ভিন্ন ভিন্ন শক্তি চিন্তা করিয়া সার্থকে আহতি প্রদান করিয়া ঐ সমুদায় শক্তির ত্রায় বিশ্বের হিতে নিযুক্ত হইয়া আমিত্বের প্রদার কর। ইহাকেই যথার্থ হোম বলে। নিন্দাক্রুতি ও প্রশংসাক্রুতি নিয়াদিকারী মহাবাক্যে সংকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসং কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উহা তত্প্রণাদি সধ্বক্রেও অনেক দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ—

কত্ৰচিদ্পরিব্রাজকম্।

কল্পস্তোত্র ।

অথর্ববেদ ।

(পূৰ্ণপ্রকাশিতের পর।)

অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমিব জনাবিহুঃ ।

উতে সমস্তস্তেহবরে যে তে শাখামুপাসতে ॥

পদপাঠঃ। অসং। শাখাং। প্রতিষ্ঠন্তীং।
পরং। ইব। জনা। বিহুঃ। উত। উ। সং।
মস্তস্তে। অবরে। যে। তে। শাখাং। উপা-
সতে।

তত্ত্বজ্ঞানবিহীন নিম্নাধিকারী ব্যক্তির
তোমার প্রকাশমান অসং, অনিত্য অর্থাৎ
কার্য্যায়কশাখাকেই শ্রেষ্ঠ ও নিত্যজ্ঞান করে
ও তাহারই উপাসনা করে।

(১) যত্রাদিত্যাশ্চ ব্রহ্মাশ্চ বসবশ্চ সমাহিতাঃ।
ভূতং চ যত্র ভব্যাং চ সর্ষে লোকাপ্রতিষ্ঠিতা
ব্রহ্মং তং ব্রহ্মি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ২২ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। আদিত্যাঃ। চ। ব্রহ্মাঃ।
চ। বসবঃ। চ। সমাহিতাঃ। ভূতং। চ। যত্র।
ভব্যাং। চ। সর্ষে। লোকা। প্রতিষ্ঠিতা।

যাহাতে আদিত্য, ব্রহ্ম ও বসু সকল, ভূত
ও ভবিষ্যৎ এবং লোক সমুদায় অধিষ্ঠিত আছে
সেই ব্রহ্ম কে তাহা আমাকে বল।

(২) যত্র ত্রয়স্ত্রিংশদেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্ষদা।
নিধিং তমদ্য কো বেদ যং দেবা অভিরক্ষয় ॥ ২৩ ॥

(১) (২) অগ্নিচ পৃথিবী চ বায়ুচাত্তরিকং। চাদি-
ত্যশ্চ দৌশ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হৈদং
সর্গঃ হিতমিতি তস্মাদ্ধসব ইতি।

দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকদশন্তে যদা স্মাজ্জরীয়া
মর্গাহুংক্রামান্ত্যাহ রোদমন্তি তদ্যদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্ধসব
ইতি।

বাগদ বৈ মাসাঃ সংবৎসরশ্চৈব আদিত্যা এতে হীদং
সর্গস্যাবদানা যান্তি তে যদিদং সর্গস্যাবদানা যন্তি
হস্মাদ্ধসব ইতি।

পদপাঠঃ। যত্র। ত্রয়স্ত্রিংশং। দেবাঃ। নিধিং
রক্ষন্তি। সর্ষদা। নিধিং। তং। অদ্য। কঃ।
বেদ। যং। দেবা। অভিরক্ষয়।

তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার। ব্রহ্মের নিধি
রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তির
প্রকাশক। হে দেবগণ! তোমরা যে নিধি রক্ষা
করিয়া থাক, তাহার গুচমর্ষ এইক্ষণ কে
জানিবে?

যত্র দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মজ্যোষ্ঠমুপাসতে।
যো বৈ তান্ বিদ্যাং প্রত্যক্ষং স ব্রহ্মবেদিতা
স্তাং ॥ ২৪ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। দেবাঃ। ব্রহ্মবিদঃ। ব্রহ্ম।
জ্যোষ্ঠম্। উপাসতে। যঃ। বৈ। তান্। বিদ্যাং।
প্রত্যক্ষং। স। ব্রহ্ম বেদিতা। স্তাং।

ব্রহ্মবিৎ দেবতার। ব্রহ্মে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের উপা-
সনা করেন, যে মানব ঐ দেবতাদিগের তত্ত্ব
অবগত আছেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী।

বৃহস্তো নাম তে দেবা যেহসতঃ পরি-
জজিরে। একং তদঙ্গং ব্রহ্মত্বাসদাহঃ পরো
জনঃ ॥ ২৫ ॥

পদপাঠঃ। বৃহস্তঃ। নাম। তে। দেবাঃ।
যে। অসতঃ। পরিজজিরে। একং। তৎ।
অঙ্গং। ব্রহ্মত্ব। অসৎ। আহঃ। পরঃ। জনঃ।

ব্রহ্মের অসৎ অংশ অর্থাৎ কার্য্যায়ক অংশ
হইতে প্রধান প্রধান দেবতার। উৎপন্ন হইয়া-
ছেন। মনুষ্যের। ব্রহ্মের সেই অসৎ অঙ্গকেই
প্রধান বলিয়া কীর্তন করে (কার্য্যায়ক ব্রহ্ম সং

অষ্টী বসবঃ একাদশকরা দ্বাদশাধিত্যশ্চ একত্রিংশ
দিশশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশানিতি।

বা নিত্য, কার্যাত্মক অসৎ বা অনিত্য, দেবাদি সকলেই এই অসৎ অংশ হইতে উৎপন্ন, অজ্ঞান-বশতঃ মানব এই অসৎ অংশ ব্যতীত, সং অংশের বিষয় অবগত নহে।)

যত্র স্বস্তঃ পজনয়ন্ পুরাণং ব্যবর্তয়ং।

একং তদঙ্গং স্বস্তস্ত পুরাণমঙ্গুসং বিদুঃ ॥ ২৬ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। স্বস্তঃ। প্রজনয়ন্। পুরাণং। ব্যবর্তয়ং। একং। তৎ। অঙ্গং। স্বস্তস্ত। পুরাণন্। অঙ্গুসং বিদুঃ।

বিবর্তনদ্বারা (এই স্থলে বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ অরণ্য করুন) স্বস্ত যে পুরাণ অর্থাৎ বিরাটপুরুষকে স্বজন কবিয়াছিলেন, মনুষ্যেরা তাহাকেই স্বস্তের প্রধান অঙ্গ বলিয়া থাকে। (পূর্ব শ্লোকের যে ভাব এই শ্লোকেও তাহাই।)

যশ্চ ত্রয়স্বিশংদেবা অঙ্গৈ গাত্ৰা বিভেজিরে।
তান্ বৈ ত্রয়স্বিশংদেবানেকে ব্রহ্মবিদো
বিদুঃ ॥ ২৭ ॥

পদপাঠঃ। যশ্চ। ত্রয়স্বিশং। দেবাঃ। অঙ্গৈ। গাত্ৰা। বিভেজিরে। তান্। বৈ। ত্রয়স্বিশং। দেবান্। একৈ। ব্রহ্মবিদঃ। বিদুঃ।

সেই বিরাটপুরুষের অঙ্গই তেত্রিশ দেবতাদিগের স্বীয় স্বীয় অঙ্গ হইয়াছিল। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরাই এই তেত্রিশ দেবতার মূলতত্ত্ব অবগত আছেন।

হিরণ্যগর্ভঃ পরমনৃত্যদ্যং জনাবিদুঃ।

স্বস্তস্তদগ্রে প্রাসিক্ণদ্বিরণ্যং লোকে অন্তরা ॥২৮॥

পদপাঠঃ। হিরণ্যগর্ভঃ। পরমন্। অনৃত্যদ্যং। জনাঃ। বিদুঃ। স্বস্তঃ। তৎ। অগ্রে। প্রাসিক্ণং। হিরণ্যং। লোকে। অন্তরা।

মনুষ্যেরা হিরণ্যগর্ভ পুরুষকেই পরম ও অবিনশ্বর বলিয়া জানে, কিন্তু বস্তুরূপে তাহা নহে। স্বস্তে যে হিরণ্য অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক বীজ সঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই হিরণ্যগর্ভ

পুরুষ উৎপন্ন হয়েন। (হিন্দু-পত্রিকা প্রথম খণ্ড, প্রথম বর্ষ ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

স্বস্তেলোকা স্বস্তে তপস্বস্তেহংগতমাহিতম্।

স্বস্তং ত্বেবেদ প্রত্যক্ষমিঙ্গে সর্বং সমাহিতম্ ॥২৯॥

পদপাঠঃ। স্বস্তে। লোকাঃ। স্বস্তে। তপঃ।

স্বস্তে। অপি। ঋতম্। আহিতম্। স্বস্তং। ত্বে।

বেদ। প্রত্যক্ষম্। ইঙ্গে। সর্বং। সমাহিতম্।

পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, তপ, যজ্ঞ সমুদায়ই স্বস্তে রহিয়াছে। হে স্বস্ত! আমি প্রত্যক্ষ জানি তুমি ইঙ্গে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ। (ঐশী কোন শক্তির আরাধনার সময় উহাতেই সমগ্র শক্তি দৃষ্ট হয়।)

ইঙ্গে লোকা ইঙ্গে তপ ইঙ্গেহংগত-
মাহিতম্। ইঙ্গং ত্বে বেদপ্রত্যক্ষং স্বস্তে সর্বং
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩০ ॥

পদপাঠঃ। ইঙ্গে। লোকাঃ। ইঙ্গে। তপঃ।
ইঙ্গে। অপি। ঋতম্। আহিতম্। ইঙ্গং। ত্বে।
বেদ। প্রত্যক্ষং। স্বস্তে। সর্বং। প্রতিষ্ঠিতম্।

পৃথিব্যাদি লোকসমূহ তপ যজ্ঞ সমুদায়ই ইঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে ইঙ্গ! আমি প্রত্যক্ষ জানি তুমি স্বস্তে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। (পাছে, কার্যাত্মক ও কার্যাত্মক ব্রহ্মে ভ্রম হয়, তাই ইন্দ্রস্বস্তের অংশ তাহা পুনরাবৃত্ত হইল।)

নাম নামা জোহবীতি পুবা সূর্য্যাং পুবে
ষসঃ। যদঙ্গঃ প্রথমং সংবভূবসহ তৎস্বরাজ্য
মিযায় যস্মান্নাভ্যং পরমন্তিভূতম্ ॥ ৩১ ॥

পদপাঠঃ। নাম। নামা। জোহবীতি
পুরাঃ। সূর্য্যাং। পুরা। উষসঃ। যৎ। অঙ্গঃ।
প্রথমং। সংবভূব। স। হ। তৎ। স্বরাজ্যম্।
ইয়ায়। যস্মাৎ। ন। অভ্যং। পরম্। অস্তি
ভূতম্।

উপাসক সূর্য্যের সমক্ষে বা উষার সমক্ষে
সেই স্বস্তেরই অরণ্য করেন, যদিও বাহ্যতঃ

ইন্দ্রাদির নাম ব্যবহার কবেন। সেই অজ
যখন কার্যাত্মকরূপে প্রথম আবির্ভাব হইয়া-
ছিলেন, তখন তিনি যে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন, তাহা হইতে আর কোন সৃষ্টপদার্থ
উপরে যাইতে পারে নাই।

যত্র ভূমিঃ প্রমাস্তরিক্ষমুতোরম্। দিবঃ
বশ্চক্রে মূর্ধনিং তন্মৈ জ্যোষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩২॥

পদপাঠঃ। যত্র। ভূমিঃ। প্রমা। অস্ত-
রিক্ষম্। উত। উদরম্। দিবঃ। যঃ। চক্রে।
মূর্ধনিং। তন্মৈ। জ্যোষ্ঠায়। ব্রহ্মণে। নমঃ ॥

ভূমি যাহার প্রমা, অন্তরিক্ষ বাহাব উদর,
আকাশ যাহার মস্তক, একপ জ্যোষ্ঠ ব্রহ্মকে
নমস্কার করি।

যত্র সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনর্নব। অগ্নিং
বশ্চক্রে আস্তং তন্মৈ জ্যোষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৩ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। সূর্য্যঃ। চক্ষুঃ। চন্দ্রমাঃ।
চ। পুনর্নব। অগ্নিং। যঃ। চক্রে। আস্তং।
তন্মৈ। জ্যোষ্ঠায়। ব্রহ্মণে। নমঃ ॥

সূর্য্য এবং পুনর্নব (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নূতন
হইতেছেন) চন্দ্রমা যাহার চক্ষু, অগ্নি যাহার
মুখবকপ, একপ জ্যোষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

যত্র বাতঃ প্রাণাপানৌ চক্ষুরঙ্গিরসোহভবন।
দিশৌ বশ্চক্রে প্রজ্ঞানীতন্মৈ জ্যোষ্ঠায় ব্রহ্মণে
নমঃ ॥ ৩৪ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। বাতঃ। প্রাণাপানৌ।
চক্ষুঃ। অঙ্গিরসঃ। অভবন। দিশঃ। যঃ। চক্রে।
প্রজ্ঞানীঃ। তন্মৈ। জ্যোষ্ঠায়। ব্রহ্মণে। নমঃ।

বায়ু যাহার প্রাণাপানবায়ু, অঙ্গিরস যাহার
চক্ষু, দিক্‌মুহ যাহার ইন্দ্রিয় এরূপ জ্যোষ্ঠ
ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

স্বস্তোদাধাব দাবা পৃথিবী উভে ইমে স্বস্তো-
দাধার উর্ধ্ব অন্তরিক্ষম্। স্বস্তোদাধার প্রদিশঃ
যড়ুর্বা স্বস্ত ইদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ ॥ ৩৫ ॥

পদপাঠঃ। স্বস্তঃ। দাধাব। দাবা। পৃথিবী।
উভে। ইমে। স্বস্তঃ। দাধার। উর্ধ্ব। অন্ত-
রিক্ষম্। স্বস্তঃ। দাধার। প্রদিশঃ। যড়ু। উর্বা।
স্বস্ত। ইদং। বিশ্বং। ভুবনং। আবিবেশ।

স্বস্ত এই পৃথিবী ও ছালোক ধারণ করিয়া-
ছেন, স্বস্ত এই বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ ধারণ করিয়া-
ছেন, স্বস্ত এই বিস্তীর্ণ যড়ুদিক্ ধারণ করিয়া-
ছেন, স্বস্ত এই বিশ্বভূবন অবশেষ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ—

পঞ্চদশী ।

(পূর্ব্বপ্রবন্ধ ৩৬ পৃষ্ঠার পর্ব্ব)

চিদানন্দময়ব্রহ্ম প্রতিবিশ্বসমমিতা।

ভমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতিদ্বিবধা ৫ সা ॥১৫॥

সত্ত্বগুণাবিশুদ্ধিত্যাং মায়া বিদ্যা ৫ তে মতে।

মায়াবিশোধনীকৃত্য তাং শ্রাং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ॥১৬॥

অবিদ্যাবশগন্তস্ত স্ত্বচিৎপ্রাদানেকধা।

সা কারণ শরীরং শ্রাং প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥১৭॥

তমপ্রধানপ্রকৃতে স্ত্বস্তোগায়ৈশ্বরে জয়া।

বিবং পবন তেজোহম্বু ভুবো ভূতানি জজিরে ॥১৮॥

অজ্বাদ। ১৫। চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতি-

বিশ্বযুক্তা এবং সত্ত্ব রজ ও তমগুণবিশিষ্টা
প্রকৃতি দ্বিবধা। ১৬। সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধতা এবং
অবিশুদ্ধতা অল্পসারে মায়া ও অবিদ্যা নামে
অভিহিত হইয়া থাকে, ঐ ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব
মায়াকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত
হন। ১৭। আর অবিদ্যার বশীভূত প্রতিবিশ্ব
বৈচিত্র্যহেতু অনেক প্রকার, ঐ অবিদ্যাই
কারণ শরীর এবং তত্রাভিমানে চিহ্নস্বই
প্রাজ্ঞা। ১৮। ঐ প্রাজ্ঞের ভোগের নিমিত্ত

ঈশ্বরাজায় তম প্রধানা প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও কিত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। তাৎপর্যার্থ—পূর্বোক্ত জ্ঞানানন্দময় আত্মার প্রতিবন্ধকের হেতুই অবিদ্যা এবং উহার মূল কারণ (অর্থাৎ কারণের কারণ) অব্যক্ত মূল। প্রকৃতি ঐ অব্যক্ত মূল। প্রকৃতি সত্ত্ব রজ ও তমগুণের বীজস্বরূপ। সৃষ্টিকালে চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিতা ত্রিগুণা প্রকৃতির বিকাশ হইলে ঐ প্রকৃতি সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতাহেতু দ্বিবিধা হন। ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতির নাম মায়া ও অবিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। ঐ মায়ায় চিদিম্ম মায়াকে বশীভূত করিয়া মায়ায় সাহায্যে সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করায় ঐ চিদিম্মই সর্বত্র ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। এবং অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্তের প্রতিবিম্ব অবিদ্যার বশতাপন্ন হওয়ায় দেব, মানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নানা উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা নামে খ্যাত হন। যথা দৈবাত্মা, মানবাত্মা, পাশবাত্মা ইত্যাদি। ঐ অবিদ্যাই জীবের কারণ শরীর। সেই কারণ শরীর অভিমানী চৈতন্ত প্রাজ্ঞ-নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ প্রাজ্ঞের ভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞায় তম প্রধান প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, কিত্তি এই পঞ্চভূতের বিকাশ হয়। দৃষ্টান্ত যথা—

আলোক ব্যতীত এক স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণই হউক বা বিসদৃশ বহুরূপ অস্বচ্ছ, নীল, লোহিত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণই হউক কোন বর্ণেবই বিকাশ হয় না। কিন্তু শুভ্রবর্ণের নির্মল স্বচ্ছ ফটিকা-বরিত আলোকের শুভ্র জ্যোতিঃ বা প্রতি-বিম্বের যেরূপ বিকাশ হয়, অস্বচ্ছ, কৃষ্ণ, নীল ও লোহিতবর্ণের আবরিত আলোকের সেরূপ শুভ্র জ্যোতির বিকাশ হয় না। ঐ শুভ্র স্বচ্ছ ফটিক

বা কাচ, আলোর আবরণ হইলেও উহার মধ্য হইতে জ্যোতিঃ বা উজ্জলতার বিকাশের প্রতি-বন্ধক হয় না। বরং ঐ শুভ্র নির্মল স্বচ্ছ কাচ পাত্রের মধ্যস্থ আলোকবিম্ব বাহিরে অদিক-তার উজ্জল হয়। অর্থাৎ ঐ আলো, শুভ্র নির্মল স্বচ্ছ কাচ মধ্যে আবরিত না হইয়া অনাবরিত থাকিলে যেরূপ উজ্জলভাবে বিকাশিত হইত, ঐ শুভ্র নির্মল স্বচ্ছ ফটিক বা কাচাবরিত আলো সেইরূপ উজ্জলভাবে বিকা-শিত হয়। অতএব উক্ত শুভ্র স্বচ্ছ নির্মল ফটিক বা কাচের আচ্ছাদন উক্ত আলোর সম্পূর্ণ অলু-গত ও অধীন উহা আলোর আবরক নচে-ববং বিকাশক। ঐ শুভ্র নির্মল ফটিক বা কাচাচ্ছাদনের মধ্য হইতে আলোর শুভ্র জ্যোতির বিকাশ হয়। পক্ষান্তরে পীত, নীল বা কৃষ্ণবর্ণের কলঙ্কযুক্ত মলিন কাচপাত্রাবরিত শুভ্র আলোকের প্রতিবিম্ব বাহিরে ঐ নীল পীত বা কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত হইয়া মলিনভাবে বিকাশিত হয়। মৃৎপাত্রাবরিত (অর্থাৎ হাঁড়ির আবরণের মধ্যে) আলোকের আদৌ বিকাশ হয় না। অতএব উক্ত আলোক মলিন নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের আচ্ছাদনের সম্পূর্ণ অধীন তাহাদের বর্ণানুযায়ী আলোকের বর্ণের বিকাশ হয় এবং তাহাদের অল্প স্বচ্ছতার ও গাঢ় অস্বচ্ছতার পরিমাণানুযায়ী আলোকের মলিনভাবে বিকাশ বা অবিকাস হয়। এখানে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত নির্মল স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণের নির্মল ফটিক বা কাচপাত্র ও মলিন সত্ত্বগুণের সহিত নীল, লোহিত বা কৃষ্ণবর্ণের মলিন কাচপাত্র তুলনীয়, এবং তমগুণের সহিত মৃত-পাত্র তুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ শুভ্র স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় ফটিকের বা কাচপাত্রের ত্রায় এবং রজ তমগুণ—যথাক্রমে রক্তবর্ণ দ্রববারি ও কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার ত্রায়ই ঐ দ্রবীভূত রক্তবর্ণের

সহিত কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকা বা ধূলিকণা ক্ষটিক-
বা কাচপাত্রেয় গাত্রের রঞ্জিত ও সংমিশ্রিত
হইলে উহা অস্বচ্ছ ও মলিন হয় এবং ঐ
রঞ্জিত মলিন পাত্রাবরিত আলোকজ্যোতি
ও বিভিন্ন বর্ণে মলিন বিকাশ হয়, অতএব ঐ
মলিন সদৃশ্যের সহিত ঐ রক্ত কৃষ্ণরঞ্জিত বা
সংমিশ্রিত মলিন আলোকধার তুলনীয়, ঐ
বিভিন্ন বর্ণের প্রতিবিম্বই ভিন্ন ভিন্ন জীব, উহার
অল্পাধিক স্বচ্ছতার ও অস্বচ্ছতার তারতম্য বা
ন্যূনাতিরেক্যসারে মল্লব্য, পশু, পক্ষী, কীট,
পতঙ্গ প্রভৃতিতে জ্ঞানের বা চৈতন্যের বিকাশ
হয়, এবং মৃতপর্কতানিতে আদৌ বিকাশ
হয় না। যেমন আলোক কর্তৃক শুভ, রক্ত,
নীল ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি ও হৃদয় গাঢ় উজ্জল ও
মলিনতা প্রভৃতি সমস্তই বিকাশিত হয়, কিন্তু
শুভ স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় ক্ষটিক পাত্রাচ্ছাদিত
আলোক প্রতিবিম্বের যেকোন বিকাশ হয়, মলিন
পাত্রাচ্ছাদিত আলোক প্রতিবিম্বের সেরূপ
বিকাশ হয় না বা আদৌ বিকাশ হয় না।
সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য কর্তৃক ত্রিগুণায়িতা প্রকৃতি
ও প্রাকৃতিক জীব জন্ত উদ্ভিদ জড়পদার্থ
সকলেবই বিকাশ হয় কিন্তু ঐ জীবভেদে জীব
দেহাশ্রিত জ্ঞান বা চৈতন্যের ন্যূনাতিরেক
বিকাশ হইয়া থাকে, জড়পদার্থে চৈতন্যের
আদৌ বিকাশ হয় না।

বিতীয় দৃষ্টান্ত—যেমন সমুদ্র মধ্যে এক
একটা দ্বীপের উৎপত্তি হয়, আবার ঐ দ্বীপস্থ
ভূমির মধ্যে ঐ ভূমিস্থিত নদী, পুষ্করিণী, কূপ
ও গর্ভেও ন্যূনাতিরেক বারি প্রাপ্ত হওয়া
যায়; উহার মধ্যে নদীর সহিত সাগর বা উপ-
সাগরের ও ঐ সাগরের সহিত মহাসমুদ্রের
সাক্ষাৎভাবে সংস্রব আছে। পুষ্করিণী ও
কূপের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব নাই, পরোক্ষভাবে
আছে, তত্ত্বিন্ন উচ্চ মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও বারি

শুষ্কভাবে আছে কিন্তু তাহা বিকাশ নাই
সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য মহাসমুদ্রে ব্রহ্মাণ্ডরূপ
মহাদ্বীপ আছে, ঐ মহাদ্বীপ সাগর বা উপ-
সাগর বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ বিভক্ত,
ঐ মহাসমুদ্রই ব্রহ্মচৈতন্য, মহাদ্বীপই অনন্ত
ব্রহ্মাণ্ড, শাখাসাগর বা উপসাগর গ্রহাধিষ্ঠাত্রী
দেবতা। ঐ সাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ গ্রহ পৃথিব্যাদি,
ঐ পৃথিবীর মধ্যে মল্লব্যাকূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী
পশু পক্ষীরূপ পুষ্করিণী, কীটপতঙ্গরূপ কূপ,
এবং কঠিন মৃত্তিকারূপ জড়পদার্থ আছে,
ঐ মৃত্তিকারূপ জড়পদার্থে চৈতন্যরূপ শুষ্কবারি
লুক্কায়িত আছে, কিন্তু বিকাশ নাই। ফলিতাৎ
উপরোক্ত দৃষ্টান্তের সহিত দ্রাষ্টান্তিক বিষয়ে
সর্বাংশে সাদৃশ্য নাই, তবে মহাসমুদ্রের
মধ্যে যেকোন দ্বীপ আছে ব্রহ্মচৈতন্যরূপ সমুদ্রে
সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান আছে অর্থাৎ
দ্বীপরূপ ব্রহ্মাণ্ডের আধারই মহাসমুদ্ররূপ
ব্রহ্ম। আবার ঐ দ্বীপের মধ্যে যেকোন ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র নদী পুষ্করিণী ও কূপাদিতে জলের বিকাশ
হয়, সেইরূপ জড়জগতে জীবচৈতন্যের বিকাশ
হয় অর্থাৎ নদী পুষ্করিণীরূপ জীবজন্তব
আধারই মৃত্তিকারূপ জড়জগৎ। তন্মধ্যে
যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সহিত সাগরের কিঞ্চিৎ
সাক্ষাৎ সংস্রব আছে, সেইরূপ মানববুদ্ধির
সহিত মহামানসাত্মকরূপ গ্রহদেবতার এক-
ভাবে কথঞ্চিৎ সাক্ষাৎ সংস্রব বলা বাইতে
পারে, যেহেতু মহৎ বুদ্ধির সারাংশভূত মনোময়
প্রজ্ঞাপতির মানস প্রতিবিম্বই মানববুদ্ধি * ঐ
ক্ষুদ্র নদী জলপ্রাবিত হইয়া যেকোন সাগরের
সহিত একাকার হইতে পারে, মানবচৈতন্য
সাধনদ্বারা সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত একা-

* উপরোক্ত বর্ণনার সহিত ফলিতজ্যোতিষের
বিশেষ সংস্রব আছে, সময়াস্তরে ব্যাখ্যা হইবে।

কায় হইতে পারে, যথা “ভাসে নদী জলধিতে
হয় একাকার” এইজন্ম কৃপাদি হইতে নদীর
সহিত সাগরের অপেক্ষাকৃত নিকট সম্বন্ধ কথিত

হইয়াছে, বাহা হউক দৃষ্টান্ত বিষয়ের সহিত
দ্রাষ্টান্তিক বিষয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভিন্ন সর্ব্বাংশে
সাদৃশ্য নাই ও হইতেও পারে না। ক্রমশঃ—

ভাষা পরিচ্ছেদ।

ভূমিকা।

আজকাল সংস্কৃতশাস্ত্রের ভ্রমোন্মুদ
হইতেছে। ইহা উপকারক কি অশুপকারক,
সুহৃদয় ব্যক্তিমানেরই চিন্তার বিষয়। আমার
মতে উপকারও আছে, অপকারও আছে।
উপকার—জটিল আর্থ্য চিন্তা সাধারণের মনে
উদ্ভিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত স্বধর্ম্মে অনুরাগ
আকৃষ্ট হইতে পারে। অপকারও ততোধিক—
অনেকেই অনুবাদে তৃপ্ত হইয়া মূলের প্রতি
বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন। আজকাল পদ্যে
গীতার অনেক অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে।
অনুবাদে বেদব্যাসের সমস্ত অভিমত সুব্যক্ত
হইতে পারে না। অধিক কি, গীতা যে গুণে
গুণবান্, তাহার শতাংশের একাংশও প্রস্ফুটিত
হইতে পারে, আমার একপ ধারণা নাই।

এই অনুবাদ তরঙ্গ দর্শন করিয়া আশঙ্ক
হয়, পাছে, সত্যনারায়ণের কথার ছায়া
স্বকপোলকল্পিত অনুবাদ আপন আপন পিতৃ-
শ্রাদ্ধে পঠিত হয়। সত্যনারায়ণের সংস্কৃত পুঁথি
আছে, অনেকেই তাহা জানেন না। অধি-
কাংশ লোক নিজকৃত কথা স্বগৃহে পাঠ
করেন। গীতার অদৃষ্টে তাহা না ঘটিলেই
মঙ্গল।

কালমাহাত্ম্যে অনুবাদ আবশ্যক হইয়া
পড়িয়াছে। লোকে আর কষ্ট করিয়া কিছু
করিতে চায় না, দত্তের দ্বারা চর্চণ করিয়া
ইচ্ছুরসে রসনা তৃপ্ত করিতে চায় না, সুখচর্চ্য

কাটা ইচ্ছাও যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করে।
অতএব অনুবাদ কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইলেও
একপ অনুবাদ করা উচিত, বাহাতে দুর্গম
সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার হয়। হিন্দু-পত্রিকা
সেই পন্থার অনুসরণ করিতে শটনঃ শটনঃ
কার্য্যক্ষেপে অবতীর্ণ হইতেছেন। অদ্য
ভাষাপরিচ্ছেদের তাদৃশ অনুবাদে প্রবৃত্ত হই-
লাম। কালধর্ম্মে স্বীয় শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত
করিলাম না। সংস্কৃত নৈয়ায়িক পণ্ডিত
মণ্ডলীর নিকট সর্ব্বদা নিবেদন তাঁহার। যেন
এই উদ্যম দেখিয়া নাসিকা আকুঞ্চিত না
করেন।—“জানন্তি তে তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।”
নূতনজলধরকচয়ে গোপবধূটিছকুলচোরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীকুহস্থ বীজায়।

ব্যাখ্যা। নূতন জলধরকচয়ে—সদ্যঃ সংস্কৃত
সলিল জলধরের ছায়া রুচি (কাস্তি) বাহার।
গোপবধূটিছকুলচোরায়—গোপবধূটি, ছোট
ছোট গোপবধূদিগের ছকুলচোরায়—বস্ত্রাপ-
হারী। তস্মৈ—শ্রুতি স্মৃতিপুরাণ প্রসিদ্ধ।
নমঃ—প্রণাম করি। কৃষ্ণায়—কৃষ্ণরূপী ভগ-
বান্। সংসারমহীকুহস্থ—সংসাররূপ বুদ্ধের।
বীজায়—কারণ।

অনুবাদ। যিনি অভিনব-সমুত সলিল-
জলধরের সদৃশ প্রভাধারণ করেন, যিনি গোপ-
বালার বস্ত্রহরণ করিতেন এবং যিনি সংসার
বুদ্ধের বীজ তাদৃশ শ্রুতি স্মৃতিপুরাণ প্রসিদ্ধ

ভগবান্ কৃষ্ণকে (বিদ্রপরিহার কামনার) প্রণাম করি।

দ্রব্যং গুণান্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকং ।

সমবায়স্তথা ভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্তিতাঃ ॥

পদবিভাগ। দ্রব্যঃ। গুণাঃ। তথা। কর্ম। সামান্যং। সবিশেষকং। সমবায়ঃ। তথা। অভাবঃ। পদার্থাঃ। সপ্তকীর্তিতাঃ।

বিষয়ব্যাখ্যা। সবিশেষকং—বিশেষের সহিত বর্তমান হইয়া। অর্থাৎ বিশেষ।

অনুবাদ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব—এই সাতটি পদার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

তাৎপর্য। পদের অর্থের নাম পদার্থ। সংসাবে শত শত পদ আছে, কিন্তু অর্থ এই সাতটি বই আর নাই। যাবতীয় অর্থ এই সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এই সপ্তপদার্থের সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ সৃষ্টি চিকীর্ষাকালে এই সাতটি পদার্থ ঈশ্বরের সৃষ্টির বিষয় হইয়াছিল। জ্ঞানের বিষয় পদার্থ, একপ লক্ষণেও উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত নাই। দ্রব্যাদি ভিন্ন আমাদের জ্ঞানের বিষয় আর কিছু নাই। এই সপ্তপদার্থ বৈশেষিক দর্শন-সম্মত। নৈয়ায়িকগণেরও অনুমোদিত।

অনন্তর দ্রব্যাদির বিবরণ করিতেছেন—

ক্ষিত্যপ্তজো মরুদ্যোম কালদিক্ দেহিনি
মনঃ দ্রব্যাগ্যথ ।

সন্ধিবিচ্ছেদ। ক্ষিতি—অপ্—তেজঃ—মরুৎ—
ব্যোম—কাল-দিক্—দেহিনঃ—মনঃ—দ্রব্যাগি—
অথ ।

বিষয়পদব্যাখ্যা। ক্ষিতি—পৃথিবী। অপ্—
জল। তেজঃ—অগ্নি। মরুৎ—বায়ু। ব্যোম—
আকাশ। দেহিনঃ—জীবাত্মা ও পরমাশ্রা।
মনঃ—অন্তঃকরণ। দ্রব্যাগি—মূল বস্তু। দ্রব্য

শব্দের লক্ষণ—ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়িকারণ
মিতি। অর্থাৎ যাহা সমবায়সম্বন্ধে গুণেরও
ক্রিয়ার আশ্রয় এবং যাহা কোন না কোন
বস্তুর সমবায়িকারণ তাহার নাম দ্রব্য, যে
কারণ কার্যরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম
সমবায়িকারণ। যেমন সূত্র বস্তুর সমবায়ি-
কারণ। অথ—অনন্তর। এই অথ শব্দটি
পরের সহিত অন্বয় হইবে। সন্ধিবিচ্ছেদের জন্ত
এখানে ধরা হইল।

অনুবাদ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ,
ব্যোম, কাল, দিক্, আশ্রা ও মন—এই নয়টি
দ্রব্য শব্দেব বাচ্য।

তাৎপর্য। দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্,
তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত, ইহার গুণ
ও ক্রিয়া সাধারণের প্রত্যক্ষসিক পদার্থ।
অপর সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব এই
পদার্থচতুষ্টয় অপ্রত্যক্ষ কল্পিত পদার্থ। সামান্য
শব্দের অর্থ জাতি। বহু গো, বহু মহিষাদি
এক করিবার জন্ত গোত্ব, মহিষত্ব প্রভৃতি
বহুবিধ জাতি স্বীকার করিতে হয়। এই গোত্ব
জাতি ও গুরুত্ব, মহিষাদিত্ব জাতি ও মহিষাদিতে
যে সম্বন্ধ থাকে, সেই সম্বন্ধের নাম সমবায়।
এইরূপ যুক্তিযোগে বিশেষাদি পদার্থ নিচয়
স্বীকৃত হইয়াছে। সমবায়াদির লক্ষণ পরে
ক্রমশঃ বিস্পষ্ট হইবে।

কেহ কেহ অন্ধকারকে দ্রব্য বলিয়াছেন।
কেননা দ্রব্যের সমবেত রূপ ও ক্রিয়া অন্ধ-
কারে থাকে; তবে ক্ষিতি প্রভৃতিতে যে
বিশেষ গুণ আছে, অন্ধকারে তাহা নাই,
অতএব অন্ধকার ক্ষিত্যাদি হইতে অতিরিক্ত
দ্রব্য। একটু প্রণিধান করিলে এমতের
দ্রাস্তি প্রতীত হইবে। পাঠকবর্গ হিন্দু-পত্রিকার
“বৈদ্যকাল” শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিলে অন্ধ-
কারের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। প্রবন্ধ-

গৌরব ভয়ে পুনরুজ্জ্বল হইতে ক্ষান্ত হইলাম।
অন্ধকার অভাব পদার্থ।

গুণাধিকার রসো গন্ধস্ততঃ পরং।

স্পর্শসম্প্রদায় পরিমিতঃ পৃথকত্বকঃ ততঃ পরং ॥

সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বপারত্বকং।

বুদ্ধিঃ স্বথঃ দুঃখমিচ্ছা দেবো যত্রো গুরুত্বকং।

দ্রব্যং স্নেহসংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা। অদৃষ্ট দুইটি—ধর্ম এবং
অধর্ম—রূপাদির বিবরণ পরে প্রদর্শনীয়।

অনুবাদ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সম্ভা, পরিমিত, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, গবত্ব, অপারত্ব, বুদ্ধি, স্বথ, দুঃখ, ইচ্ছা, দেব, যত্র, গুরুত্ব, দ্রব্য, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ—এই চতুর্বিংশতিটি গুণ।

তাৎপর্য। যাহা দ্রব্যে অবস্থান করে, নিজে অগুণবান্ এবং সংযোগ ও বিভাগের কারণ নয়, তাহাই গুণশব্দের বাচ্য। “দ্রব্য-প্রযাগুণবান্ সংযোগ বিভাগেধ কারণগমনপেক্ষো গুণঃ” ইতি। রূপাদির বিবরণ পরে প্রদর্শনীয়।

ধর্মের অভাবের নাম অধর্ম নয়। অর্থাৎ অধর্ম অভাব পদার্থ নয়। উহা গুণবিশেষ ভাবপদার্থ।

উৎক্ষেপণং তথাবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা।

প্রসারণঞ্চ গমনং কক্ষ্মাণি তানি পঞ্চ চ।

ভ্রমণং রেচনং শূন্যনোদ্ধোলনমেব চ।

তীর্থ্যাগ্গমনমপ্যত্র গমনাদেব লভ্যতে ॥

পদবিভাগ। উৎক্ষেপণং। তথা। অবক্ষেপণং। আকুঞ্চনং। তথা। প্রসারণং। চ। গমনং। কক্ষ্মাণি। এতানি। পঞ্চ। চ। ভ্রমণং। রেচনং। শূন্যনোদ্ধোলনং। এব। চ। তীর্থ্যাগ্গমনং। অপি। অত্র। গমনাং। এব। লভ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উৎক্ষেপণং—উর্দ্ধ

সংযোগানুকূলক্রিয়া উর্দ্ধে সংযোগ জন্মাইতে পারে, এমন কর্ম। অর্থাৎ উর্দ্ধে ক্ষেপণ।

২। অবক্ষেপণং—অধঃসংযোগানুকূলক্রিয়া অর্থাৎ অধঃক্ষেপণ।

৩। আকুঞ্চনং—প্রসারিতস্ত সংক্ষিপ্ত সম্পাদনক্রিয়াভেদে অর্থাৎ সংকোচন করা।

৪। প্রসারণ—বিস্তারকরণ।

৫। গমনং—উত্তরদেশে সংযোগানুকূল ব্যাপার। যে ক্রিয়া উত্তরদেশের সহিত সংযোগ জন্মায় তাহার নাম গমন। অর্থাৎ গমন করিতে হইলে পূর্বদেশের সহিত সংযোগের ধ্বংস এবং উত্তরদেশের সহিত সংযোগ হইয়া থাকে। যে ব্যাপার তাদৃশ সংযোগ জন্মায়, সেই ব্যাপারের নাম গমন।

৬। কক্ষ্মাণি—স্থূল কথায়, যাহা করা যায়, তাহার নাম কর্ম। সূক্ষ্ম কথায়, যে বস্তু সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়ি কাবণ এবং যাহাব অসমবায়ি কারণ বেগ, তাহার নাম কর্ম।

ভ্রমণং ইত্যাদি

৭। ভ্রমণং—এদিকে ওদিকে ঘোরা।

৮। রেচনং—নিঃসরণ।

৯। শূন্যন—ক্ষরণ।

১০। উর্দ্ধোলনং—উর্দ্ধে জলা।

১১। তীর্থ্যাগ্গমনং—কুটিল গমন।

১২। গমনাদেব লভ্যতে—গমন শব্দের দ্বারা ইহাদের লভ হয়। অর্থাৎ রেচনাদি গমনেরই প্রকারান্তর মাত্র।

অনুবাদ। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন—এই পাঁচটি কর্ম। ভ্রমণ, রেচন, শূন্যন, উর্দ্ধোলন ও তীর্থ্যাগ্গমন, এই পাঁচটি গমনের প্রকারান্তর মাত্র। ক্রমশঃ—
শ্রীব্রহ্মসূত্রার্থ স্মৃতিতীর্থ।

ন্যায় পরিভাষা ।

বাস্তবতাভাষায় অনেকগুলি শব্দ এবং তাদৃশ শব্দের উদ্বোধক চিন্তা নিতান্ত অপ্রতুল। সেই অপ্রতুলতাবশতঃ সঙ্কতশাস্ত্রের অনুবাদ তত বিশদ হয় না। বিশদ হইলেও বিশদ বলিয়া বোধ হয় না। আজকাল বাস্তবতাভাষার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। দিন দিন তাহার যেরূপ পরিপুষ্টি হইতেছে, তাহাতে সে অভাব থাকা উচিত নয়। আমি সেই অভাব পূরণবাসনায় পরিভাষাপ্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। অগ্রে লক্ষণের বিষয় বলি।

ইতবভেদানুমান্যকধর্মের নাম লক্ষণ। অর্থাৎ যে ধর্ম অপর কোন বস্তু হইতে প্রভেদ করিয়া দেয়, সেই প্রভেদকধর্মই লক্ষণ। যেমন করচরণাদিমত্ব মনুষ্যের লক্ষণ। কেননা করচরণাদি ধর্ম মনুষ্যকে অপর জীব ও বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া দিতেছে, অতএব করচরণাদিমত্ব মনুষ্যের লক্ষণ। সেইরূপ গলকঞ্চলাদিমত্বই গোব্ধ—অর্থাৎ গলকঞ্চলাদি ধর্ম গরুর লক্ষণ। যাহার গলে কঞ্চল (কঞ্চলাকার লম্বমান চর্ম) আছে, সেই গরু। গোমাত্রেরই গলে কঞ্চল আছে; গো ভিন্ন অন্যজন্তুর গলে কঞ্চল থাকে না। গলকঞ্চলাদিধর্মের দ্বারা গো জাতি অশ্ব প্রভৃতি ইতব প্রাণী হইতে ভিন্ন হইয়াছে; অতএব গলকঞ্চলাদি গো-জাতির লক্ষণ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। লক্ষণের স্থলে ভাব-বোধকত্ব দিয়া লক্ষণ করা ভাল—এ কথা পরে বলিব। যেমন গলকঞ্চলাদিমত্ব গোব্ধ দুটি স্ববাদ দিয়া বুঝিতে হইবে, গলকঞ্চলাদিমান গো।

অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি, অসম্ভব ও অশ্রোতা-শয় প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ দোষ আছে। লক্ষণ কাববার সময় সে দিকে দৃষ্টি আবশ্যক।

অতিব্যাপ্তি।

অতিব্যাপ্তির প্রকৃতি প্রত্যয় ব্যুৎপাদিত অর্থ অত্যন্ত ব্যাপন। সেই অর্থ লক্ষণে পরিষ্কৃত হইয়াছে; যথা—অলক্ষ্যে লক্ষণগমন-মতিব্যাপ্তিঃ—অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন অতি-ব্যাপ্তি। অর্থাৎ যে যাহার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ছাড়াইয়া তাহাতে যদি লক্ষণ যায়, তবে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যেমন চেতনাবান্‌ মনুষ্য—এইরূপ মনুষ্যের লক্ষণ করিলে, লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়; কেননা যেমন মনুষ্যের চেতনা আছে, সেইরূপ মনুষ্য ভিন্ন গবাদি-প্রাণীবৃন্দেও ঐ চেতনাদর্শ আছে। সুতরাং চেতনাবান্‌ মনুষ্য—এই লক্ষণ লক্ষ্য মনুষ্য ও মনুষ্য ভিন্ন অলক্ষ্য গবাদিতে গমন করিতেছে, অতএব এ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। এরূপ লক্ষণ করা উচিত, যাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ না ঘটে।

অব্যাপ্তি।

অব্যাপ্তিব যৌগিক অর্থ—অব্যাপন, ব্যাপ্তির অভাব, তাই লক্ষণ করিতেছেন—লক্ষ্যে লক্ষণাগমনম্‌ ব্যাপ্তিঃ। যদি লক্ষণ লক্ষ্যে গমন না করিয়া অলক্ষ্যে গমন করে তাহাইলৈ অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যদি বলি—যাহা প্রীতিকর, তাহাই কর্তব্য। তাহাইলৈ কর্তব্যের লক্ষণে অব্যাপ্তির দোষ ঘটে; কেননা, অমুহ্যব্যক্তির উপবাস কর্তব্য, কিন্তু অমুহ্যেরও উপবাস প্রীতিকর নয়। অতএব এরূপ লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

অসম্ভব।

অসম্ভব শব্দের অবয়বশক্তিলভ্য অর্থ—সম্ভাবনার অভাব। সেই অর্থ লক্ষণে পরি-

ক্ষুট করিতেছেন—লক্ষ্যালক্ষ্যার্থলক্ষণাগমনম
সম্ভবঃ। অর্থাৎ কি লক্ষ্য, কি অলক্ষ্য উভয়েতে
যদি লক্ষণ গমন করিতে না পারে, তাহাইহলে
অসম্ভব দোষ ঘটে। যেমন পাপক্ষয়মাত্রজনক
কর্ম প্রায়শ্চিত্ত—এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ
করিলে লক্ষণ অসম্ভব দোষে ছুট হয়। এমন
কোন প্রায়শ্চিত্ত বা অস্ত্র কর্ম নাই, যাহাতে
কেবলমাত্র পাপক্ষয় জন্মায়। প্রায়শ্চিত্ত যেমন
পাপক্ষয় জন্মায়, সেইরূপ স্বধ্বংস জন্মায়।
আপনার ধ্বংসের প্রতি আপনি কারণ। ইহা
স্বতঃসিদ্ধ, আপনি না থাকিলে আপনার ধ্বংস
হয় না। “যেন বিনা যন্ত্র ভবতি, তত্ত্বস্ত
কারণঃ”—যাহা ব্যতীত, যাহা না হয়, তাহাই
তাহার কারণ, স্বতরাং প্রায়শ্চিত্তকে কেবল
পাপক্ষয়মাত্র জনক বলা যায় না। পাপক্ষয়মাত্র
জনকের অর্থ—কেবল পাপক্ষয়ের জনক। অস্ত্রের
জনক নয় প্রায়শ্চিত্ত যেমন স্বধ্বংসের জনক,
সেইরূপ স্বপ্রত্যক্ষেরও জনক। কেননা স্ব
না থাকিলে তো প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব
পাপক্ষয়মাত্র জনক—এই লক্ষণ প্রায়শ্চিত্তেও
যায় না অস্ত্র কোন কর্মেও যায় না, কার্য্যতঃ
লক্ষণ অসম্ভব দোষে ছুট হইল।

যদি বলি চতুর্হস্তবিশিষ্ট প্রাণী মনুষ্য, তাহা-
ইহলে লক্ষণ অসম্ভব দোষ অর্শ্য; কেননা
জগতে কি লক্ষ্যস্থলে কি অলক্ষ্যস্থলে চতুর্হস্ত-
শালী প্রাণী অসম্ভব। অতএব লক্ষণ করিতে
হইলে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে যাহাতে
অসম্ভব দোষ না ঘটে।

অন্তোন্তোশ্রয় ।

যে দোষ অন্তোন্তোকে (পরস্পরকে) আশ্রয়
করে, তাহার নাম অন্তোন্তোশ্রয়, ইত্যেতরাশ্রয়
বা পরস্পরাশ্রয়। তাহার লক্ষণ যথা—স্বগ্রহসা-
পেক্ষ গ্রহসাপেক্ষ গ্রহকল্পঃ অন্তোন্তোশ্রয়ত্বম্।
স্বগ্রহঃ (স্বজ্ঞানং) তন্ত সাপেক্ষঃ (অপেক্ষাকারী)

যো গ্রহঃ (জ্ঞানং) তন্ত সাপেক্ষঃ (অপেক্ষাকারী)
গ্রহো যন্ত তন্ত ভাবঃ। অর্থাৎ স্বজ্ঞানের প্রতি
যে জ্ঞান অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানের প্রতি
পুনর্বার যদি স্বজ্ঞান অপেক্ষা করে, তাহা
ইহলে অন্তোন্তোশ্রয় দোষ ঘটে। যদি বলি—
মহিষ ভিন্ন স্ব গোষ এবং গো ভিন্ন স্ব মহিষ,ত
তাহাইহলে অন্তোন্তোশ্রয় দোষ হয়। কারণ
গো-জ্ঞান করিতে হইলে মহিষ জ্ঞান আবশ্যক
এবং মহিষ জ্ঞান করিতে হইলে পুনর্বার গো-
জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছে। যদি কেহ গো,
মহিষ উভয় না চেনে, তাহাইহলে এ লক্ষণ
তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না। কেননা গো-
মহিষ জ্ঞান পরস্পরকে আশ্রয় করিতেছে।
সেইরূপ যদি বলি যে পিতার জন্ত সেই পুত্র
এবং যে পুত্রের জনক, সেই পিতা; তাহাইহলে
অন্তোন্তোশ্রয় দোষ ঘটে, কেননা পিতৃজ্ঞান
সাপেক্ষ পুত্রজ্ঞান হইয়াছে এবং পুত্রজ্ঞান
সাপেক্ষ পিতৃজ্ঞান হইয়াছে। অতএব একরূপ স্থলে
অন্তোন্তোশ্রয় দোষ হয়। অন্তোন্তোশ্রয় দোষ
লক্ষণ স্থলেও তর্কিত হইতে পারে বিধায় এই
খানেই তাহার উল্লেখ করিলাম। এতদ্বির
লক্ষণ প্রসঙ্গে আত্মাশ্রয়নামক তর্কেরও প্রসঙ্গ
হইতে পারে অতএব তাহার বিষয় সংক্ষেপে
কিছু বলি।

আত্মাশ্রয় ।

যাহা আপনাকে আশ্রয় করে, তাহার নাম
আত্মাশ্রয় তাহার লক্ষণ যথা—স্বাপেক্ষাপাদক
প্রসঙ্গত্বং আত্মাশ্রয়ত্বং। অর্থাৎ যে দোষ স্ব
অপেক্ষার আপাদক (জনক) তাহার নাম
আত্মাশ্রয়। যদি বলি জরযটিক উপসর্গগত
রোগের নাম জর। তাহাইহলে এই লক্ষণ আত্মা-
শ্রয় দোষে ছুট হয়। কারণ জর না চিনিবে
জরের উপসর্গ চেনা হয় না, অতএব জরজ্ঞান
সাপেক্ষ জরজ্ঞান হওয়ায় লক্ষণ দোষ আত্ম

শ্রম অর্থাৎ আপনাকে আশ্রয় করিতেছে। লক্ষণ করিতে হইলে এইরূপ দৃষ্টি না থাকিলে লক্ষণ হুট হইয়া পড়ে। যদি পুর্বেক দোষ নিচয়ের অগ্নি শুদ্ধিতে লক্ষণ পরীক্ষিত হয়, তাহাহইলে খাঁটি হয়, লক্ষণ করিবার ক্ষমতা নৈয়ায়িকের জায় কাহারও নাই। অতঃপর সম্বন্ধের কথা বলি।

পৃথিবীতে বহুবিধ বস্তু আছে। সকল বস্তুই পরস্পর সাক্ষাৎ অথবা পরস্পরা কোন না কোন সম্বন্ধে সম্বন্ধ। সমবায় সংযোগ প্রভৃতি বহু সম্বন্ধ আছে। তাহার মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ সমধিক অন্তরঙ্গ। তাই আদৌ তাহার পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম।

সমবায় ।

অযুতাসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি—যুতং পৃথকভূতং সং সিদ্ধং ন ভবতীতি অযুতসিদ্ধং। অযুতসিদ্ধয়োঃ অপৃথকাসিদ্ধয়োঃ পদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। অর্থাৎ পৃথগ্ভূত হইয়া যাহার উৎপত্তি বা উপলব্ধি হয় না, সেই পদার্থদ্বয়ের যে সম্বন্ধ তাহার নাম সমবায়। যেমন কপালের সহিত ঘাটের সমবায় সম্বন্ধ। (কপাল শব্দের অর্থ ঘাটের উৎপত্তি পূর্নস্থিত ঘাটের অবয়ব) ঘট কপাল হইতে পৃথগ্ভাবে উৎপন্ন বা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তাই ঘট ও কপাল অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়। অতএব উহাদের সম্বন্ধের নাম সমবায়। বায়ু দ্রব্য পদার্থ। স্পর্শ গুণ পদার্থ। বায়ু ও স্পর্শ অযুতসিদ্ধ উহার পৃথক হইয়া উপলব্ধ বা উৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব উহাদের সম্বন্ধের নাম সমবায়। সেইরূপ আকাশের সহিত শব্দের, পৃথিবীর সহিত গন্ধের, জলের সহিত আষাদের, অগ্নির সহিত রূপের এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যত্বের সমবায় সম্বন্ধ। কেননা পুর্বেক দুটি দুটি অযুতসিদ্ধ। কিন্তু ঐ

শব্দ বায়ুতে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। কারণ শব্দ বায়ুর গুণ নয়, স্তম্ভরাজ শব্দ ও বায়ু অযুতসিদ্ধ পদার্থ নয়, পূর্বেই বলিয়া অযুতসিদ্ধ না হইলে সমবায় সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ গন্ধ পুষ্পে সমবায় এবং বায়ুতে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে। ক্রিয়া ক্রিয়াবানের সমবায় সম্বন্ধ। এইরূপ সর্বত্র বুদ্ধি হইবে। ভাষ্যপরিচ্ছেদে সমবায় সম্বন্ধে পরিচয় যথা—

ঘটাদৌনাং কপালাদৌ দ্রব্যোবু গুণকর্মণঃ।

তেষু জাতেশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ সীকৃতিতঃ ॥

অর্থাৎ কপালাদি অবয়বে ঘটাদি অবয়বীর যে সম্বন্ধ ক্ষিতি প্রভৃতি দ্রব্যনিচয়ে গন্ধাদি গুণেরও ক্রিয়ার সে সম্বন্ধ, ঘটাদিতে জাতির (ঘটত্ব, গোষ প্রভৃতি জাতির) যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে।

সমবায় সম্বন্ধে সমবেত গুণ দ্রব্যে অভেদা-বস্থায় থাকে। সমবায় সম্বন্ধে নীতি বিদ্যমান সমবেত গুণ বা জাতি স্বাশ্রয় পরিত্যাগ করে না। শব্দ আকাশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র যায় না। মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া গবাদি আশ্রয় করে না।

সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে চলে না। বিনা সম্বন্ধে কাহারও সহিত সংশ্রব থাকে না। গুণের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ না থাকিলে দ্রব্যকে গুণবান্ বলা যায় না। আমার সহিত গৃহের স্বামিত্ব সম্বন্ধ না স্বীকার না করিলে আমার গৃহ বলিতে পারি না। আমার যখন গৃহে স্বামিত্ব আছে, তখন স্বামিত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করাই উচিত। সেইরূপ আমার গুণ যখন আমাতেই সমবেত, তখন তাহার সহিত সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার না করি কেন? ক্রীমান্! শঙ্করাচার্য্য সমবায় সম্বন্ধের স্বীকার করেন নাই। তিনি শারীরভাষ্যে লিখিয়াছেন “ন

সমবায়োহিত প্রমাণা ভাব্যং । সে সব কথা লিখিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে বিধায় ক্ষান্ত থাকিলাম ।

কালিকসম্বন্ধ ।

কালকে মধ্যবর্তী করিয়া উভয়েব যে সম্বন্ধ বিজ্ঞাস করা যায়, তাহার নাম কালিকসম্বন্ধ । যেমন কালিকসম্বন্ধে আমি কান্দী আছি । কারণ, কান্দী যে সময়ে বিদ্যমান আছে, আমিও সেই সময়ে বিদ্যমান আছি ।

পরম্পরাসম্বন্ধ ।

কোন একটি পদার্থকে দ্বার করিয়া যে সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় তাহাকে পরম্পরাসম্বন্ধ বলা যায় । যেমন কালিকসম্বন্ধে কালকে দ্বার করিতে হয়, সেইরূপ কাল ভিন্ন অপর বস্তুকে

দ্বার করিলে পরম্পরাসম্বন্ধ হয় । কালিক সম্বন্ধ পরম্পরাসম্বন্ধের অপবাদক । এক কথায় পরে পরে যে, সম্বন্ধ হয়, তাহাকে পরম্পরাসম্বন্ধ বলে । আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও পরম্পরাসম্বন্ধ আছে । কেননা তুমিও যে দেশে বাস কর, আমিও সেই দেশে বাস করি । অতএব এক দেশবাসীত্ব সম্বন্ধে তুমি আমার অর্থাৎ তুমি আমার এই বাক্যের অর্থ তুমি স্বদেশবাসী । সেইরূপ এক কুলোৎপন্নত্ব সম্বন্ধে রঘুবামে আছেন । প্রবন্ধ পাঠকতাসম্বন্ধে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে । এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধ অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধের কথা পরে লিখিব ।

ক্রমশঃ—

শ্রীযজ্ঞেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ

গোপালতাপনী

উপনিষৎ ।

পূর্বভাগ ।

ও সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্ষিষ্টকারণে ।

নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥১॥

গ্রন্থারম্ভে শ্রীকৃষ্ণনমস্কারেণ শ্রোতৃণাং বিষয়বিনাশায় মঙ্গলাচরণমিতি । পাপকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ । তথাচ কৃষ্ণ শব্দঃ সচ্চিদাত্মকঃ ইত্যভি-প্রাণ্যঃ । অক্সিষ্টকারণে—যো ভক্তজ্ঞানং অবিদ্যাস্মিত্তা রাগদ্বेषাভিনিবেশলক্ষণক্রেমপঞ্চক রহিতং করোতি তস্মায় । বেদান্তবেদ্যায়—উপনিষদপুঙ্খায় । গুরবে—সর্বোচ্চোপদেষ্টে । বুদ্ধিসাক্ষিণে—সর্বোচ্ছিন্ন প্রাণমনোধিয়াং সাক্ষিণে ।

শ্রীকৃষ্ণভাববর্ণের বিষয়বিনাশার্থে শ্রীকৃষ্ণ নমস্কার দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইতেছে ।

বেদান্তবেদ্য, সর্বোচ্চোপদেষ্টা, ইন্দ্রিয়-মনাদির সাক্ষিস্বরূপ, ক্রেমাপহারক, পাপ-বিনাশক সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ।

ও মুনয়ো হবৈব্রহ্মাণমুচুঃ, কঃ পরমোদেবঃ কুতো মৃত্যুঃ বিভেতি, কস্তবিজ্ঞানেন অখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি, কেনেনং বিশ্বং সংসরতি ইতি ॥২॥

মুনয়ঃ তত্ত্বমননশীলাঃ সনকাদয়ঃ ব্রহ্মাণঃ প্রতি উচুঃ । কঃ পরমঃ সর্বোচ্চকৃষ্ণঃ দেবঃ । কুতঃ কস্মাৎ মৃত্যুঃ ব্রহ্মত্বাৎ । কস্তজ্ঞানেন জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতি । কেনেনং বিশ্বং সংসরতি উৎপদ্যতে ।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু সনকাদিমুনিগণ ব্রহ্মাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্বোৎকৃষ্ট দেব কে ?
মৃত্যু কাহা হইতে ভয় পায় ? কাহাকে জানিলে
সমস্ত পদার্থই জানা যায় ? কাহা হইতে এই
সংসার উৎপন্ন হইয়াছে ?

তত্ৰুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমঃ
দেবতম্ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণঃ ছান্দসম্বাং, ব্রহ্মা তান্ প্রতি উবাচ ।
শ্রীকৃষ্ণঃ বৈ পরমো দেবঃ । কৃশশব্দসচ্চিদ্রা-
চকঃ ন শব্দশচানন্দবাচকঃ । যদ্বা ভক্তপাপ-
কৰ্ষণং কৃষ্ণ হি পরমো দেবঃ ।

বঙ্গার্থ । ব্রহ্মা সনকাদিমুনিগণকে বলি-
লেন, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেব, যেহেতু তিনি ভক্ত-
গণের পাপকৰ্ষণ করেন, এবং সচ্চিদানন্দ-
স্বরূপ (কৃষ্ণ শব্দ সং ও চিৎ বাচক, ন শব্দ
আনন্দবাচক; পাপকৰ্ষণ করেন বলিয়াও
তাহাকে কৃষ্ণ বলা যায়) ।

কৃষ্ণ শব্দের অত্বরূপ অর্থও আছে । (১)
কৃষ্ণ—উৎকৃষ্ট, নি—নিষ্পত্তি, হ্রতরাং যাহা
হইতে উৎকৃষ্ট নিষ্পত্তি হয়, তিনিই সর্বসাম-
গ্রভুক্তকারী পরমাত্মা । (২) ক—কৃষ্ণা, ঋ—অনন্ত,
ব—শিব, ন ধর্ম্য । ক+ঋ+ব+ন—কৃষ্ণ
অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, যিনি অনন্ত
বা অপরিণামী, যিনি শিবরূপে সংহার করেন
এবং যিনি—সর্বধর্ম্মময় তাহাকেই বুঝায় । (৩)
বৃষ্ণ—কৃৎসন, ন—আত্মা, যিনি সমস্ত জীবের
আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা ।

গোবিন্দাম্ ত্বাক্ষিভেতি ॥ ৩ ॥

গবা জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ,
তন্মাং উপলব্ধাৎ অমৃতস্বরূপপ্রাপ্তৌ মৃত্যুঃ
বিভেতি, ভয়েন তদাজ্ঞাকারী ভবতি ।

গো শব্দে জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞানের দ্বারা
যাহাকে জানা যায় তিনি—গোবিন্দ, তাহার

জ্ঞান হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, মৃত্যুর কোন ভয়
থাকে না, মৃত্যুই তাহা হইতে ভয় পায় ।

ভয়াদমৃত্যুস্তপতি ভয়াতপতি দ্ব্যর্থঃ ।

ভয়াদিল্লশ্চ বায়্শ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ।

গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানং ভবতি ॥ ৫ ॥

ইদং সকলজগৎ নামরূপাভ্যাং গোপায়তি
রক্ষতি অথবা পরব্রহ্মস্বরূপং গোপায়তি
সংবরণোতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা গোপী প্রকৃতিমায়ী
তস্তাঃ সকাশাজ্জাতঃ প্রপঞ্চঃ গোপীজনঃ তস্ত
বল্লভঃ স্বামী দৈশ্বরঃ তস্ত বিজ্ঞানেন অখিলং
বিজ্ঞাতং ভবতি । অথবা গোপায়ন্তীতি গোপাঃ
পালনশক্তয়ঃ তাঙ্গাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্য
অবিদ্যাকলা চ তাঙ্গাং বল্লভঃ স্বামীপ্রেরকঃ
দৈশ্বরঃ তজ্জ্ঞানেন অখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি ।
আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা-
বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্ । বৃহদারণ্যকোপ-
নিষৎ । যথা—সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং
মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতং জ্ঞাৎ । ছান্দোগ্য উপনিষৎ ।

নাম ও রূপের দ্বারা—যিনি জগৎ রক্ষা
করেন, কিম্বা যিনি পরব্রহ্মকে গোপন করিয়া
রাখেন তিনি গোপী অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়ী—
সেই মায়ী হইতে এই প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়, তাহার
স্বামী যিনি, তিনি গোপীজনবল্লভ অর্থাৎ পর-
মাত্মা, তাহাকে জানিলে বিশ্ব হ্র তাবৎ পদার্থই
জানা যায় । কিম্বা যাহারা রক্ষা করেন, অর্থাৎ
পালনশক্তি তাহাদের জন অর্থাৎ সমূহ, তাহা-
দের দৈশ্বর গোপীজনবল্লভ, তাহাকে জানিলে
সকলই জানা হয় । পূর্বে ও পরের অর্থ একই ।
অবিদ্যা অর্থাৎ মায়াকলাদ্বারাই জগৎ রক্ষিত
হইয়া থাকে, মায়ী না থাকিলে জগৎ থাকে না ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋতকেতুকে তাহার
পিতা উপদেশ দিয়াছিলেন যে যেক্রপ মৃত্তিকার
জ্ঞান হইলে মৃত্তিকাজাত সমস্ত পদার্থের জ্ঞান
হয়, সেইরূপ এই জগতের কারণ পরব্রহ্মকে

জানিতে পারিলে সমগ্র জগতের জ্ঞান হয়।
বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাহার পত্নী
মৈত্রেয়ীকেও ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে
আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও মননদ্বারা সকলই জানা
যায়। হিন্দু-পত্রিকায় প্রথম খণ্ড যাজ্ঞবল্ক্য
মৈত্রেয়ী ও শ্বেতকেতু আকর্ণি সংবাদ দ্রষ্টব্য।

স্বাহয়েদং সংসরতীতি ॥ ৬ ॥

স্বাহা শব্দবাচ্যয়া মায়য়া ইদং বিশ্বং সংসরতি
উৎপদাত্তে।

বঙ্গার্থ। স্বাহা—শব্দবাচ্য মায়াদ্বারা এই
বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

আহতি ক্রিয়ার নাম স্বাহা—স্বস্থু আহুয়ন্তে
দেবা অনেনেনি দেবহবির্দানমন্ত্রঃ। পাঠক
পুরুষ-স্বস্ত্র অরণ করুন। যজ্ঞের দ্বারা এই
বিশ্ব উৎপন্ন হয়। মায়োপাধিক পুরুষ
আপনাকে যজ্ঞের হবিস্বরূপ করিয়া বিশ্ব উৎ
পন্ন করেন। প্রজাপতেঃ স্বা আত্মীয়া বাগা-
হেতি স্বাহাকাররূপা বাক্ প্রজাপতি সৃষ্টি
ইত্যর্থঃ। নিরুক্তম্। প্রজাপতির আত্মীয়া
বাক্ বাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই স্বাহা অর্থাৎ
প্রজাপতি সৃষ্টি। তদৈক্ষতবহুতাং প্রজায়েয়।
ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

মায়ী আশ্রয় করিয়া পুরুষ এই বিশ্ব সৃষ্টি
করেন। তিনি যেন মায়ারূপ অগ্নিতে আপনাকে
সাহিত্য প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞ হইতে
ঐশ, মেষ, অন্ন আদি সৃষ্ট হয়। ঐ
মায়াই স্বাহা। প্রজাপতি সৃষ্টিকালে একা
শ্রামি বহু হইব এই বাক্যশ্রয় করিয়া মায়ী-
বলধনে বিশ্ব সৃষ্টি করেন তাহার সেই বাক্যই
মায়ীস্বরূপ। এতদ্বারা স্বাহা, যজ্ঞ, মায়ী,
বাক্ ইত্যাদির সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল।

তদ্বহোচুঃ কঃ ক্রক্শো, গোবিন্দশকোহসী
শিখি, গোপীজনবল্লভঃ কঃ কা স্বাহেতি ॥ ৭ ॥

সেই মুনিগণ ব্রহ্মকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা

করিলেন, কৃষ্ণ কে? গোবিন্দ কে? গোপী-
জনবল্লভ কে? স্বাহা কে?

তাহুবাচ ব্রাহ্মণঃ, পাপকর্ষণো, গো ভূমি-
বেদবিদিতো বেদিতা, গোপীজনো বিদ্যা কলা
প্রেরকস্তম্ময়া চেতি ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্মা, তান সনকাদীনু প্রতি উবাচ।
পাপকর্ষণো কৃষ্ণঃ। গোভিরেব যতো বেদো
গোবিন্দঃ সমুদাহৃতঃ। গাং বেদলক্ষণং বাকীং
গো-ভূম্যাদিকং বা বেত্তেতি। ভূমৌ বেদাং
বিদিতঃ বেদিতা বেত্তা ইতি গোবিন্দঃ। গোপাঃ
পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যো
অবিদ্যাকলাঃ তাসাং প্রেরক ইতি। তন্ময়া
পরমাত্মনো মায়ী স্বাহা ইতি।

ব্রহ্মা সনকাদিমুনিগণকে বলিলেন যে, যিনি
পাপ অপহরণ করেন তিনি কৃষ্ণ, যিনি গো
শব্দবাচ্য ভূমি অর্থাৎ বিশ্ব এবং বেদবেত্তা
এবং যে বিশ্বদর্শন ও বেদাধ্যয়নদ্বারা তাহাকে
অবগত হওয়া যায় তিনি গোবিন্দ, যিনি
অবিদ্যাকলারূপ পালনশক্তির ঈশ্বর তিনি
গোপীজনবল্লভ। তাহার মায়ার নাম স্বাহা।
গোবিন্দ শব্দের ব্যুৎপত্তি এই—গাং ভূমিঃ বিশ্বঃ
বেদক বিদতি পালয়তি ইতি।

সকলং পরং ব্রহ্মৈব তৎ ॥ ৯ ॥

একলং মায়য়া সহিতং পরব্রহ্মৈব তৎ উক্তম্।

উপরোক্ত প্রকারে মায়ী ও পরব্রহ্মেব কথা
বলা হইল।

যো ধায়তি রসয়তি ভজতি সোহমৃতো
ভবতি সোহমৃতো ভবতি ॥ ১০ ॥

যিনি সেইরূপ ধ্যান করেন, রসনাদ্বারা
উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ জপ করেন, পূজা
করেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হইবেন।

তে হোঁচুঃ কিং তজ্জপং কিং রসনং কথং
চাহ তত্তজ্জনং তৎসর্বং বিবিদিশতামাধ্য-
হীতি ॥ ১১ ॥

নিগণ বলিলেন, সেইরূপ কি, সেই জপ কি, সেই ভজন কি প্রকার, এই সমুদায় আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমাদিগের নিকট উহার ব্যাখ্যা করুন।

তত্বেহোবাচ হৈরণ্য গোপবেশমব্ভাভং তরুণং কল্পদ্রমাশ্রিতম্ ॥ ১২ ॥

হৈরণ্যং হিরণ্যগৰ্ভস্তাপত্যং হৈরণ্যং জ্ঞানো-
দ্ভবং ব্রহ্মধোয়ং রূপম্। গোপায়তীতি
গোপস্তত্বে বেষণোযততং গোপবেশং পালক-
বরূপম্। অপো বিভক্তি ইত্যব্দঃ সমুদ্রঃ তদ-
দাভা যততম্ অব্ভাভং সমুদ্রবদ্যভীরম্ অপা-
রম্। তরুণং অরাদিদোষরাহতং। কল্পদ্রমঃ
বেদঃ আশ্রিতং প্রতিপাদ্যম্।

বঙ্গার্থ। তাহার কিরূপ, ইহার উত্তরে
এলা হইতেছে;—“তিনি হৈরণ্য অর্থাৎ জ্ঞান-
ময়মূর্তি, গোপবেশ অর্থাৎ জগতের পালক-
বরূপ, তিনি সমুদ্রের স্রায় গভীর ও অপর,
তরুণ অর্থাৎ অরাদিরাহিত এবং কল্পদ্রমাশ্রিত
অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য।

তাদিহ শ্লোকা ভবন্তি।

সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈছ্যতাস্বরম্।

দ্বিভূজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ (ক)

গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।

দিব্যালঙ্কারগোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ (খ)

কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিবাকৃতসেবিতম্।

চিন্তয়ং শ্চেতসা ক্লমং মুক্তো ভবতি সংসৃত-

রিত ॥ (গ)

(ক) সং পুণ্ডরীকনয়নং—সং নির্মলং
পুণ্ডরীকং হংকমলং নয়নং প্রাপকং যত তং।
মেঘাভং—মেঘা উপতপ্ত মনসি সচ্চিদানন্দা-
বরূপা অভা যত তং। বৈছ্যতাস্বরম্—বিশেষণ
দ্যোতত ইতি বিছ্যৎ বিছ্যদেব রৈছ্যতম্ তাদৃশম্

ব্রহ্মপ্রকাশচিদাকাশমিত্যর্থঃ। দ্বিভূজং—
দ্বিবিরাড়াঙ্গানো ভূজৌ মোক্তিকশিখর

হেতু ভূতৌ হন্তৌ যত তং দ্বিভূজং। জ্ঞান-
মুদ্রাঢ্যং—তং স্বমসি ইতি সচ্চিদানন্দৈকর-
সাকারাবৃত্তিঃ তত্র আঢ্যং প্রকাশমানং। বন-
মালিনম্—বনে বিবিক্তপ্রদেশে স্বভক্তেষু মালতে
প্রকাশতে ইতি বনমালিনম্। দীশ্বরং—
ব্রহ্মাদিনামপি নিষস্তারম্।

তাহাকে নিম্নোক্তপ্রকারে ধ্যান করিতে
হইবে;—

বঙ্গার্থ। তিনি নির্মল পুণ্ডরীকনয়ন,
মেঘাভ, বৈছ্যতাস্বর, দ্বিভূজ, জ্ঞানমুদ্রাধারী,
বনমালা এবং দীশ্বর। পুণ্ডরীক শব্দে হং-
কমল, নয়ন শব্দে প্রাপক, স্বচ্ছ হৃদয়ের দ্বারা
বাহ্যাকে লাভ করা যায়। কলুষিত হৃদয়ে
ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় না।

মেঘাভ—উপতপ্তহৃদয়ে সচ্চিদানন্দবরূপ
হইয়া যিনি শান্তিপ্রদান করেন।

বৈছ্যতাস্বর—তাহাকে প্রকাশ করিতে
আর কিছুই প্রয়োজন নাই। বিছ্যৎ যেক্ষণ
স্বায় জ্যোতিরাগ প্রকাশিত হয়, তিনিও সেই
রূপ চিদবরূপে আগনিই প্রকাশিত হইয়
থাকেন।

দ্বিভূজ—দ্বিবর্ণ্যগৰ্ভ ও বিরাটপুরুষ অর্থাৎ
কারণ ব্রহ্ম ও কার্য্য ব্রহ্ম তাহার দুই বাহুবরূপ
অর্থাৎ তিনিই জগতের নিমিত্ত ও সমবায়ী
কারণ।

জ্ঞানমুদ্রাঢ্য—যিনি জ্ঞানমুদ্রাতে আঢ্য
অর্থাৎ প্রকাশমান। জ্ঞানমুদ্রা-তত্ত্বমসি অর্থাৎ
অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানরূপে সচ্চিদানন্দই হইয়াছে
একমাত্র রস যে চিন্ত্যবৃত্তিতে।

বনমালা—বন শব্দে নিহৃতফল, একরূপ
ধ্যান ধারণাদির যোগ্য স্থানে যিনি ভক্তের
নিকট (মালতে) প্রকাশিত হন।

দীশ্বর—যিনি ব্রহ্মাদিদেবগণের নিয়ন্তা।

(খ) আঙ্গানং গোপায়তীতি গোপং জী-

গোপীমায়া গাং বেদাশ্চ তৈঃ আবীতং স্বামি-
তয়া আশ্রিতং। সুরক্রমঃ বেদঃ তস্ত তলং
স্বরূপম্ আশ্রিতং তৎপ্রতিপাদ্যম্। দিব্যা-
লঙ্কারগৈঃ বৈরাগ্যাদিষড়্বিধৈশ্চৈঃ উপেতম্।
বদ্রতুলাম্ অতিসুচ্ছং যৎ পঙ্কজং হৃদয়কমলং
তদন্তঃ স্বাকাশগতঃ তম্।

বঙ্গার্থ। গোপ অর্থাৎ জীব, গোপী অর্থাৎ
মায়া এবং গো অর্থাৎ বেদ তাহাকে আশ্রয়
করিয়া আছে, তিনি সুরক্রম অর্থাৎ বেদদ্বারা
প্রতিপাদ্য। তিনি বৈরাগ্য মোক্ষাদি ষড়্বিধ
অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত, তিনি রত্নপঙ্কজমধ্যগ
অর্থাৎ রত্নসদৃশ স্বচ্ছ হৃদয়পদ্মের মধ্যস্থিত।

(গ) কালিন্দী নাম নির্মলোপসনা তস্তাঃ
জলকল্লোলাঃ নানাক্ষুরণতরঙ্গাঃ তৎ সঙ্গী
মাক্রুতঃ নিশ্চল প্রাণবায়ুশ্চ তেন সেবিতং
আরাধিতম্। এবশ্বিধং শ্রীকৃষ্ণং চেতসা চিস্তয়ন্
ধ্যায়ন্ নরঃ সংসৃতঃ সংসারাৎ মুক্তো ভবতি।

বঙ্গার্থ। কালিন্দীজলকল্লোল অর্থাৎ নির্মল
উপাসনার যে হৃদয় উজ্জ্বল তদুপবিস্থিত যে
মাক্রুত অর্থাৎ প্রাণবায়ু তাহাদ্বারা সেবিত।
যিনি শ্রীকৃষ্ণকে এবশ্বিধভাবে ধ্যান করেন,
তিনি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বাহুলীলার সহিত মিলাইয়া দেখিলে,
পাঠক দেখিবেন শ্রীকৃষ্ণ পুণ্ডরীকনয়ন, মেঘের
ভায় নীরদ শামল, বিদ্যাতাশ্বর অর্থাৎ পীতা
ধর, শ্রীকৃষ্ণ চারি হস্ত লইয়া অঙ্গগ্রহণ করার
পর দেবকীর প্রার্থনার জুই ভুজসংহরণ
করিয়া দ্বিভুজ হইয়াছিলেন, তিনি জ্ঞানমুদ্রা
নামক মুদ্রায়ুক্ত। তিনি বনমালী, তিনি ঈশ্বর,
তিনি শ্রীদামাদি গোপ, রাধিকাদি গোপী এবং
কপিলা প্রভৃতি গাভীদ্বারা আবৃত অর্থাৎ পরি-
রক্ষিত, তিনি দিব্য অলঙ্কারদ্বারা অলঙ্কৃত,
তিনি সিংহাসনের উপরে রত্নসর-সুবর্ণকমল

মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনি কালিন্দী অর্থাৎ
যমুনা জল-তরঙ্গ স্পৃষ্টবায়ুদ্বারা সেবিত।

(গ) তস্ত পুনঃ রসনং জলভূমীন্দ্রস্পাতকামাদি-
কৃষ্ণায়ৈত্যেকং পদং গোবিন্দায়ৈতি দ্বিতীয়ং
গোপীজনেতি তৃতীয়ং বল্লভায়ৈতি তুরীয়ং
স্বাহেতি পঞ্চমিতি পঞ্চপদীং জপন পঞ্চাঙ্গং
দ্যাভা ভূমী স্বর্ঘ্যাচক্রেমসৌ সামীতজপতয়া ব্রহ্ম-
সম্পত্ততে ব্রহ্মসম্পদ্যতে ইতি ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ। তাহার রসন অর্থাৎ জপ কি,
এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে। জল
ককার, ভূমি লকার, ঈকার অগ্নি, ইন্দু অহু-
স্বার ইহাদের যোগে যে কামবীজ হইল অর্থাৎ
ক্লীং ইহা আদিতে থাকিয়া কৃষ্ণ এই পদ প্রথমে
অর্থাৎ ক্লীং কৃষ্ণায় এই পদ প্রথম, গোবিন্দায়
এই পদ দ্বিতীয়ে, গোপীজন তৃতীয়ে, বল্লভায়
এই পদ চতুর্থে স্বাহা এই পদ পঞ্চমে এই পঞ্চ-
পদ জপ করিয়া দ্যাভা পৃথিবী, স্বর্ঘ্য, চক্রে ও
অগ্নি এই পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

তদেষ শ্লোকঃ। ক্লীমিত্যে তদাদাবাদয়
কৃষ্ণায় গোবিন্দায়ৈতি চ গোপীজনবল্লভায় বৃহ-
তানবাসবৃহদ্যরেৎ যো গতিস্তস্মাস্তিমঙ্ক-
ত্মাত্মাগতিঃ স্মাদিতি ॥ ১৪ ॥

তাহাকে জপ করিবার এই শ্লোক—

ক্লীং এই শব্দ আদিতে উচ্চারণ করিয়া
পরে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা
যিনি একবারও উচ্চারণ করেন তিনি মুক্তি-
প্রাপ্ত হন, তাহার অস্ত্র গতি হয় না।

ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহামৃতোপাধিনৈরা-
স্তেনৈবামুশ্মিন্ মনসঃ কল্পন মে তদেব চ
নৈকর্ধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

ইহ অমৃত উপাধেঃ ঐহিক পারলৌকিক
প্রয়োজনস্ত নৈরাস্তেন নিরাসনমেব নৈরাস্তং
তেন ঐহিকামুশ্মিকফলকামনারাহিত্যেন এব

অমৃশ্বিন কৃষ্ণাখ্যে ব্রহ্মণি মনসঃ কল্পনং প্রেয়া-
তন্নয়নং তদেব ভজনমুক্তম্। এতৎ ভজনং
নৈকরূপ্যং।

তাহার ভজন কি তাহার উত্তরে বলা
হইতেছে।

ইহাকে ভক্তি করাকেই ভজন বলে।
ইহকাল ও পরকালের প্রয়োজন নিরসন
করিয়া শ্রীকৃষ্ণে তন্নয়ন ভাবে ভজন বলে।
এই ভজনকেই নিকামভজন বলে। ঐহিক বা
পারত্রিক কোনপ্রকার সুখের কামনা না করিয়া
শ্রীকৃষ্ণে যে আত্মসমর্পণ তাহাই তাহার ভজন।

কৃষ্ণ তং বিপ্রা বহদা যজন্তি গোবিন্দং
সন্তং বহদা আরাধ্যন্তি গোপীজনবল্লভভূব-
নানি দধে ॥ ১৬ ॥

তং কৃষ্ণম্ বিপ্রাঃ সাধ্বিকাঃ বহদা দান-
যজ্ঞাদিভিঃ যজন্তি গোবিন্দমিতি। গোভূমি-
বেদবিদিতং সন্তং বহদা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ
পাদসেবনার্চনবন্দন দান্ত সখ্যাশ্রয়নিবেদনাদিভিঃ
আরাধ্যন্তি সেবয়ন্তি। গোপাঃ পালনশক্তয়ঃ
তাঙ্গাং জনঃ সমূহঃ তন্তবল্লভঃ স্বামীপ্রেমকসন্
ভুবনানি—অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ডানি দধে অপা-
ণয়ত।

সেই কৃষ্ণকে সাধ্বিকব্যক্তিয়া দান, যোগ
ইত্যাদি বহুবিধ যজ্ঞের দ্বারা যজন করেন, সেই
গোবিন্দকে দান্ত সখ্য ইত্যাদি বহুবিধভাবে
আরাধনা করেন, সেই গোপীজনবল্লভ অর্থাৎ

পালনশক্তিসমূহের দ্বারা তাবৎ বিশ্ব পালন
করেন।

স্বাহোশ্রিতো জগদেজয়ং সুরেতাঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ। তিনি সুরেতা হইয়া স্বাহা অর্থাৎ
মায়া আশ্রয় করিয়া জগৎ চালাইয়াছিলেন
অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গীতার “মম
যোনি মহদ্বাক্ত তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্” এই স্থলে
স্মরণ করুন। সূষ্ট শোভনং চিত্রপং রেতঃ
যন্ত সঃ সুরেতাঃ। উৎকৃষ্ট চিত্ররূপ রেতঃ বাহার
তিনি সুরেতা। শিবলিঙ্গাদি পরমপুরুষের
মায়া আশ্রয়ের মূর্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বায়ুযুগ্মৈকোভূবনং প্রবিষ্ট জন্তে জন্তে পঞ্চ-
রূপো বভূব। কৃষ্ণস্তথৈকোহপি জগদ্ধিতার্থং
শব্দেনাসৌ পঞ্চপদো বিভাতিতি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ। বায়ু যেরূপ ভূবনে প্রবিষ্ট হইয়া
প্রতিশরীরে (জন্তে) প্রাণ, অপান, উদান,
ব্যান, সমান এই পঞ্চরূপ ধারণ করে, কৃষ্ণও
এইরূপ—জগতের হিতার্থে পঞ্চপদ (বাহার
উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে) হইয়া প্রকাশিত
হয়েন।

তে হোচুরূপাসনমেতন্ত পরমাত্মনোগোবিন্দ-
শ্রাবিলধারিণী ক্রহীতি ॥ ১৯ ॥

সনকাদি সেই মুনীগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন
অখিলের আধার স্বরূপ—পরমাত্মা গোবিন্দের
উপাসনা কি তাহা আমাদের কাছে বলুন।

ক্রমশঃ—

শ্রেয় ও প্রেয়।

যদি ঐহিকভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

অন্তচ্ছ্রেয়োহন্তহুতৈব প্রেয়

স্তে উভেনানার্থে পুরুষঃ সিনীতঃ।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানন্ত সাধু

ভ্যতি হীযতেহর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মহাব্যমেত

স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২ ॥

অর্থাৎ শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহার

মহুযাকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়। এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয়সাধক কুশলভাগী হইয়া থাকেন, প্রেয়সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ১।

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিমিশ্রিতভাবে থাকিয়া উভয়েই মহুযাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু জানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দবুদ্ধি অনিত্য সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করেন। ২।

শরীর যাত্রানির্বাহ করিতে হইলে কেহই প্রেয় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আহাৰ, বসন ভূষণ ইত্যাদি সকল বস্তুতেই আমাদের প্রয়োজন অনিবার্য। বিশ্বমায়া ও চৈতন্যে জড়িত। স্তবরাং নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যোপযোগী কার্য জগতে অসম্ভব। কিন্তু মায়ায় কেই সকল সময়েই চৈতন্যের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। শ্রেয়ই জীবনের উদ্দেশ্য হইবে, প্রেয় যতটুকু না থাকিলে নয়, কেবল ততটুকু অহুমুগ্ধান করিতে হইবে। জীবনের মূলমন্ত্রানুসারে মানবের কার্য বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রেয়সাধক সদস্য উপায়ের প্রতি ঔদাসীন্য় অবলম্বন করিয়া শ্রদ্ধাবিহীনতা বিঘ্নভোগের জন্ত ধন উপার্জন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক কেবল সহুপায়ে দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ, জ্ঞানের উন্নতিসাধন, ইত্যাদি কার্য্যাহুষ্ঠানের জন্তই ধনসংগ্রহ করেন। প্রেয়সাধক স্বীয় যশ মান পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্ত, স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত সাধারণকে তর্কজালদ্বারা অজ্ঞান-রূপে আবদ্ধ রাখিবার জন্ত, বিবিধ বিদ্যানুশীলন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক স্বীয় জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া বিশ্বের অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস করিয়া সকলকেই স্বীয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করাইবার জন্ত বিবিধ বিদ্যাধিকার করিয়া থাকেন। প্রেয়সাধকের দৃষ্টি কেবল স্বীয় “আমিতে” প্রেয়

সাধকের দৃষ্টি সকল “আমিতে”, প্রেয়সাধক আত্মার সঙ্কেচকামী, শ্রেয়সাধক আত্মার প্রসারকামী, আমিত্বের প্রসারই শ্রেয়সাধকের মূলমন্ত্র, উহার সঙ্কেচই প্রেয়সাধকের অতীষ্টদেব। প্রেয়সাধক শ্রেয়কেও প্রেয়াভিমুখী করিতে সমুদ্যত, চৈতন্যকেও জড়ে পরিণত করিতে সচেষ্ট, শ্রেয়সাধক প্রেয়কেও শ্রেয়াভিমুখী করিতে কটিবদ্ধ, জড়কেও চৈতন্যে পরিণত করিবার জন্ত দৃঢ়তত। প্রেয়সাধক সতীনারীকেও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার অমুখ্য শ্রেয় সতীত্বব্রত অপহরণ করিয়া বেয়াশ পরিণত করিতেছে, শ্রেয়সাধক ব্যাভিচারিণীর পাপবিধৌত করিয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। শ্রেয়সাধক দরিদ্রের দুঃখ স্মরণ করিয়া অবিরল অশ্রুজলমোচনে স্বীয় বক্ষস্থল প্রাবিত করিতেছে, প্রেয়সাধক কৃষক ও কৃষকপত্নীপুত্রকলার বক্ষবিদারক অর্জনাদে কর্ণপাত না করিয়া গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতঋতুর একমাত্র আশ্রয় স্থান, তাহার একমাত্র কুটীর, ভগ্ন করিয়া আফ্লাদে অষ্টখণ্ডে প্রতিভাত হইতেছেন। শ্রেয়সাধক অজ্ঞাত কুলশীল গলিত কুষ্ঠরোগীর সেবার স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, প্রেয়সাধক স্বীয় ভার্গ্যা কুষ্ঠাক্রান্ত হইলে তাহাকে মৃত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়চর্য্যার নুতন যন্ত্র ক্রয় করিয়া হতভাগিনীকে স্তুতিপট হইতে বিলুপ্ত করিতেছে। প্রেয়াভিমুখী নগরকে কাস্তারে, মহুযাকে পণ্ডতে পরিণত করে, প্রেয়াভিমুখী অপারসাগরপার গমন করিয়া, ছরারোহগরি আরোহণ করিয়া, মানবজাতির মঙ্গলসাধনোপযোগী বিবিধপদার্থ আবিষ্কার করিয়া, নুতন নগর সংস্থাপন করিয়া পণ্ডতুল্য মহুযাদিগকে যথার্থ মহুযা করিয়া স্বীয় জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে। মানব জাতির মধ্যে দোহর্দ্যসংস্থাপন, পরস্পরের

অভাব বিমোচন শ্রেয়বণিকের উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রেয়বণিক বাণিজ্যব্যাপদেশ করিয়া দুর্বল জাতিদিগকে সর্বশাস্ত্র করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, যুবায়ুধ, পিতাপুত্র, পতিপত্নী ইত্যাদি রাজনৈতিক, পারিবারিক বা সামাজিক সকল অবস্থার সকল লোকের মধ্যেই শ্রেয়সাধক ও প্রেয়সাধক এই দ্বিবিধ সাধক দৃষ্ট হইবে। শ্রেয় সর্বদাই পরাভিযুগী, প্রেয় আত্মাভিযুগী। সবিস্তর বর্ণন নিম্নয়োজন, স্বার্থই প্রেয়ের লক্ষণ, আর পরার্থই শ্রেয়ের লক্ষণ।

হৃদদর্শী তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহামতি কারলাইল কোনহলে বলিয়াছেন (১) যে এককে শূন্য দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল যেকপ অনন্ত হয় বলিয়া গণিতশাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ জাগতিক সুখসমষ্টিকপ লবকে স্বীয় বাসনারূপ হবদ্বারা ভাগ দিবার সময়, বাসনারূপ হবকে যত অল্প করিতে পারিবে ততই ভাগফলরূপ সুখ বৃদ্ধি হইবে; ঐ বাসনা যদি একেবারে শূন্যে পরিণত করিতে পার, অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইতে পার, তাহাহইলে অনন্তসুখ তোমার পদতলে। বাসনা যতই বৃদ্ধি করা যায় ততই জীবন দুঃখময় হয়। যে ব্যক্তি বাসনাবিরহিত তাহার অভিলষিত বস্তুর

(১) "The Fraction of Life can be increased in value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominator. Nay, unless my Algebra deceive me, unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wages a zero, then thou hast the world under thy feet. Well did the Wisest of our time write : "It is only with Renunciation (entsagen) that life, properly speaking, can be said to begin."

Sartor Resartus.

অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখভোগ করিতে হয় না। জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি সর্বত্রই একবিধ। অস্বদেয়ীয় পণ্ডিতগণ শর্কশাস্ত্রে নানাবিধভাবে ও ভাবায় যে সত্যের ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, মহামতি কারলাইলও ভাষান্তরে তাহাই বালু করিয়া গিয়াছেন। আপূর্যমানমখিলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্ৰ-মাণঃ প্রবিশাস্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশাস্তি সর্বের স শাস্তিমাপ্নোতি ন কাম-কামো ॥ বিচায় কামান যঃ সর্বান পুমাং-শচরতি নিঃস্পৃহঃ। নির্মমানরহংকারঃ স শাস্তি-মধিগচ্ছতি ॥ উপবোক্ত মহামতি শ্রেয়কে bleasted ness, শাস্তি and প্রেয়কে happinoss, সুখ আখ্যা দিয়াছেন। আপাত রমণীয় বস্তু সমুহই প্রেয়, আব যাহাদ্বারা মানব আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়া চিরশাস্তি ভোগ করে তাহাকে শ্রেয় বলে। ভ্রান্ত মানব শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেয় প্রাপ্তিব জ্ঞাই লালা-য়িত, কিন্তু যে স্থলে আমিত্বের প্রসার হইয়াছে, ইঞ্জির সকল বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া অন্ত-মুখী হইয়াছে সে স্থলে শ্রেয়ই জীবনের লক্ষ্য হইয়াছে। আমিত্বের সন্কেচই ভোগবাসনার কারণ। বালক যেকপ বলারোগ্যদায়ক গাভী-দুগ্ধ পরিত্যাগ কবিয়া, কুম্যাদিবিবর্দক মধুর শর্করাদিতে নিরতিশয় আশক্ত, অজ্ঞানী মানব তদ্রূপ পরিণামমঙ্গলদায়ী শ্রেয় পরিত্যাগ কবিয়া, আপাত মধুর প্রেয়কেই জীবনসর্বস্ব করে। এই আপাতমধুর প্রেয় প্রাপ্তির জ্ঞাত্ৰ ভ্রান্ত মানব যে প্রতিদিন কতই অকথা, অশ্রাব্য পাপ আচরণ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও আত্মবান্ ব্যক্তির বিবাদমাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ধনলোভে ঐ যে তত্ত্ব পর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিতেছে, হৃদয় পাষাণোপম করিয়া বালক বালিকার গাত্র হইতে অলঙ্কার মোচন করি-

তেছে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের হত্যা সাধন হইতেও বিমুখ হইতেছে না, সে যদি জানিত যে ধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, সে যদি জানিত যে ধনের দ্বারা কেহ নিত্যস্থায়ের অধিকারী হইতে পারে না, উহাদ্বারা কেহ কোন দিন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহাহইলে কি সে কখনও ঐ জঘন্য কার্য্যে ব্রতী হইত? প্রেয় তাহার জীবনের লক্ষ্য, জীবনকাতারে সে প্রেয়বংশীর রব ভিন্ন কখনও শ্রেয়বংশীর রব শ্রবণ করে নাই, তাই সে উহাদ্বারা মুগ্ধ হইয়া হরিণীর ভায় পাপরূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করে। তাহার হৃদয়রাজ্যে প্রেয় যে সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, দয়াজ্ঞ পরজুঃখে ছুঃখিত কোন সাধু মহাজন, কোন চৈতন্য বা বুদ্ধদেব যদি প্রেয়কে আসনচ্যুত করিয়া তাহাব আসনে শ্রেয়কে উপবিষ্ট করাইতে পাবেন, তাহাহইলে সে অদ্য প্রেয় রাজার সেবায় যেরূপ রাজভক্তি, অধ্যবসায় বল সাহস, নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, রাশি প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রেয় রাজার সেবায় ও ততোধিক বলবীৰ্য্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। যে তত্ত্বর অদ্য পরের সর্ব্বত্র অপ-হরণ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার জীবনের মূলমন্ত্র পরিবর্তিত হইলে, প্রেয় স্থলে শ্রেয় উহার লক্ষ্য হইলে, সে আগামী কল্যাণের পরকে স্বীয় যথাসর্ব্বদ্ব দান করিতে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রেয় অসদৃশ্যের মস্ত্রে দীক্ষিত যে তত্ত্বর অদ্য ঘোর তমসচ্ছন্ন রজনী-যোগে শত শত বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, রাজদণ্ডাদির কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, অনিত্য স্বধাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছে, সে শ্রেয়-দ্বারা দীক্ষিত হইলে তাহার সেবায় পরো-পকারব্রতে ঐরূপ আত্মসমর্পণ করিবে। যে

সমুদায় কামুক কামুকী ব্যভিচার পক্ষদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিতেছে। তাহাদের কামরূপ প্রেয় স্থানে নিকামশ্রেয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তাহারা ব্যভিচারপক্ষ বিদৌত করিয়া নিশ্চয়ই সংযমচন্দনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গবিভূষিত করিবে। অমূল্যদান করিয়া দেখ, কি জাতীয় জীবন, কি ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বত্রই প্রেয় মানবের বিবিধ অনর্থের মূলস্বরূপ হইয়াছে। প্রেয় সাধনায় কত ভ্রান্ত জীব পিতৃমাতৃত্বাতৃগণী-পতিপত্নীপুত্রকন্যার প্রাণসংহার করিতেও পরাভুত হইতেছে না। ধন, মান, যশ ইত্যাদি কোন না কোন প্রেয়, জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, অজ্ঞানো মানব স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কবি-তেছে, কিন্তু মকপ্রদেশে যেকূপ তৃষ্ণার্ন্ত মুগ্ধ মরী-চিকা কর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ উহাই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, মানবও তদ্রূপ প্রেয়তৃষ্ণা কর্তৃক পুনঃ পুনঃ বিভূষিত হইয়াও উহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধৃক্সে ধাব-মান হইতেছে। ঐরূপ স্থলে যদি মানবকে কেহ শ্রেয়রূপ প্রকৃত সরোবর দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে কি আর মরীচিকার অন্বেষণ করে? জীব যে মিথ্যা স্বপ্নের অন্বেষণে পুনঃ পুনঃ বিভূষিত হইয়াও তাহাতেই মুগ্ধ থাকে, তাহার কারণ যে তাহাকে কেহ যথার্থ স্বপ্ন দেখাইয়া দেয় নাই। সংসাবে যাহারা প্রেয়তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন মনে করিয়া গৈরিকবসন পরিধান, দেহ ভঞ্জে আচ্ছাদন, পরিব্রাজকাদি নাম ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতর মানবদিগের ভায় প্রেয়োভিলাষী। বস্তুতঃ জীব যদি জানিত যে প্রেয়ে তাহার অমঙ্গল, তবে সে কি কখন প্রেয়ের সেবা করিত?

ক্রমশঃ—

কন্তুচিৎপরিব্রাজকন্ত।

হিন্দু-পত্রিকা ।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড,	}	১৩০২ সাল,	}	কার্তিক ও
৭ম ও ৮ম সংখ্যা।		১৮১৭ শকাব্দ।		অগ্রহায়ণ ।

শ্রেয় ও প্রেয় । *

কঠোপনিষৎ ।

যম নাটিকেতাকে উপদেশ দিয়াছেন :—

অগ্নচ্ছেরোহন্তুহুতৈব প্রেয়

স্তে উভেনানার্থে পুঙ্খং দিনীতঃ ।

তথাঃ শ্রেয় আদদানন্ত সাধু

ভবতি হীযতেহর্থাদ্ ব উ প্রেরো বৃণীতে ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত

স্তৌ সম্প্রীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

শ্রেণো হি বীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২ ॥

অর্থাৎ শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহার।
মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়। এই
উভয়ের মধ্যে শ্রেয়সাধক কুশলভাগী হইয়া
থাকেন, প্রেয়সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত
হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিমিশ্রিতভাবে
থাকিয়া উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া
থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া

* গত সংখ্যায় এই প্রবন্ধের অতি অল্প অংশ প্রকা-
শিত হয়, পাঠসৌকর্য্যার্থে ঐ অংশটুকুও পুনরায়
মুদ্রিত হইল।

তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দবুদ্ধি অনিত্য-
সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করেন ॥ ২ ॥

শরীরবাত্মানির্বাহ করিতে হইলে কেহই

প্রেয় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

আহার, বসন, ভূষণ ইত্যাদি সকল বস্তুতেই

আমাদের প্রয়োজন অনিবার্য্য। বিশ্ব নায়। ও

চৈতন্যে জড়িত। স্রুতবাং নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যোপ-

যোগী কার্য্য জগতে অসম্ভব। কিন্তু মায়াতেই

সকল সময়েই চৈতন্যের অধীন করিয়া রাখিতে

হইবে। শ্রেয়ই জীবনের উদ্দেশ্য হইবে,

প্রেয় বতটুকু না থাকিলে নয়, কেবল ততটুকু

অলুসন্ধান করিতে হইবে। জীবনের মূলমন্ত্রাঙ্ক-

সারে মানবের কার্য্য বিভিন্ন হইয়া থাকে।

প্রেয়সাধক সদস্য উভয়ের প্রতি ওদাসীন্দ্র

অবলম্বন করিয়া অকরণিতাদি বিষয়ভোগের

জন্ত দান উপার্জন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক

কেবল সৃষ্টিপথে দিব্যের হুংখ নিবারণ, জ্ঞানের

উন্নতিসাধন, ইত্যাদি কার্য্যার্থেই জন্তই

ধনসংগ্রহ করেন। প্রেয়সাধক স্বীয় বশ, মান

পরিবর্তিত করিবার জন্ত, স্বীয় আর্থসিদ্ধির

জ্ঞান সাধারণকে তর্কজালদ্বারা অজ্ঞান-রূপে আবদ্ধ করিবার জ্ঞান, বিবিধ বিদ্যাশুশীলন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক স্বীয় জ্ঞানবাণী বিকীর্ণ করিয়া বিখ্যেয় অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস করিয়া সকলকেই স্বীয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করাইবার জ্ঞান বিবিধ বিদ্যাধিকার করিয়া থাকেন। প্রেয়সাধকের দৃষ্টি কেবল স্বীয় “আমিতে” শ্রেয়সাধকের দৃষ্টি সকল “আমিতে”, প্রেয়সাধক আত্মার সঙ্কোচকামী, শ্রেয়সাধক আত্মার প্রসারকামী, আমিত্বেই প্রসারই শ্রেয়সাধকের মূলমন্ত্র, উভার সঙ্কোচই প্রেয়সাধকের অতীষ্টদেবতা। প্রেয়সাধক শ্রেয়কেও প্রেয়াভিমুখী করিতে সম্মত, চৈতন্যকেও জড়ের পরিণত করিতে সচেষ্ট, শ্রেয়সাধক প্রেয়কেও প্রেয়াভিমুখী করিতে কটিবদ্ধ, জড়কেও চৈতন্যে পরিণত করিবার জ্ঞান দৃঢ়ত। প্রেয়সাধক সত্যনারীকেও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার অমূল্য শ্রেয় সত্যব্রত অপহরণ করিয়া বেষ্টিয় পরিণত করিতেছে, শ্রেয়সাধক ব্যাভিচারিণীর পাপবিধৌত করিয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। শ্রেয়সাধক দরিদ্রের দুঃখ স্রবণ করিয়া অবিরল অশ্রুজলমোচনে স্বীয় বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছেন, প্রেয়সাধক কৃষক ও কৃষক পত্নীপুত্রকন্যার বক্ষবিদারক আর্তিনাদে কর্ণপাত না করিয়া গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতঋতুর একমাত্র আশ্রয় স্থান, তাহার একমাত্র কুটার, ভয় করিয়া আচ্ছাদে অষ্টখণ্ড প্রতিভাত হইতেছে। শ্রেয়সাধক অজ্ঞাত কুলশীল গণিত কুঠরোগীর সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, প্রেয়সাধক স্বীয় ভাৰ্য্যাও কুষ্ঠাক্রান্ত হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ইঞ্জিয়চর্য্যায় নূতন যন্ত্র জয় করিয়া হতভাগিনীকে স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত করিতেছে। প্রেয়াভিমুখী নগরকে কাহারে, মনুষ্যকে পণ্ডতে পরিণত

করে, শ্রেয়াভিমুখী অপারসাগরপার গমন করিয়া, ভবরোহগিরি আরোহণ করিয়া, মানবজাতির মঙ্গলসাধনোপযোগী বিবিধ পদার্থ আবিষ্কার করিয়া, নূতন নগর সংস্থাপন করিয়া, পশুতুলা মনুষ্যদিগকে বর্গার্থ মনুষ্য করিয়া স্বীয় জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে। মানব জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যসংস্থাপন, পরস্পরের অভাব বিমোচন শ্রেয়বণিকের উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রেয়বণিক বাণিজ্যব্যপদেশ করিয়া হুর্জল জাতিদিগকে সর্বশাস্ত্র করিয়া আপনাকে কৃতার্থ নবন কবিত্তেছে। রাজা প্রজা, ধনী, দরিদ্র, যুবাবুজ, পিতাপুল, পতিপত্নী ইত্যাদি রাজনৈতিক, পারিবারিক বা সামাজিক সকল অবস্থাব সকল লোকের মধ্যেই শ্রেয়সাধক ও প্রেয়সাধক এই দ্বিবিধ সাধক দৃষ্ট হইবে। শ্রেয় সর্বদাই পরাভিমুখী, প্রেয় আত্মাভিমুখী। সর্বস্তর বর্ণন নিম্নবোজন, স্বার্থই প্রেয়ে লক্ষণ, আর পরার্থই শ্রেয়ের লক্ষণ।

স্বপ্নদর্শী তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহামতি কারলাইল কোনস্টলে বলিয়াছেন (১) যে, এককে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল যেকণ অনন্ত হয় বলিয়া গণিতশাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ জাগতিক জগৎসংস্কৃতির লবকে স্বীয় বাসনাকণ হব্বারা ভাগ দিবার সময়, বাসনারূপ হব্বকে যত অল্প কবিত্তে পারিবে ততই ভাগফলরূপ

(1) "The Fraction of Life can be increased in value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominator. Nay, unless my Algebra deceive me, unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wages a zero, then thou hast the world under thy feet. Well did the Wisest of our time write : 'It is only with Renunciation (entsagen) the life, properly speaking, can be said to begin.'"

Sartor Resartus.

সুখ বৃদ্ধি হইবে : ঐ বাসনা যদি একেবারে শূন্য পরিণত করিতে পার, অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইতে পাব, তাহা হইলে অনন্তসুখ তোমার পদতলে। বাসনা যতই বৃদ্ধি করা যায় ততই জীবন দুঃখময় হয়। যে ব্যক্তি বাসনাবিহীন তাহার অভিশপ্ত বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখভোগ করিতে হয় না। জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি সর্বত্রই একবিধ। অস্বাদেশীয় পণ্ডিতগণ সর্বশাস্ত্রে নানাবিধভাবে ও ভাষায় বে সত্যের ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, মহামতি কালবাহিনীও ভাষান্তরে তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আপূর্ণ্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদমাপঃ প্রাবশান্তি যবৎ । তবৎ কামা যৎ প্রবিশান্তি সর্বত্র স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ বিহায় কামান যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ । নির্মগ্ননিবহংকারঃ স শাস্তিমপিগচ্ছতি ॥ উপ-বোক্ত মহামতি শ্রেয়কে blessedness, শান্তি এবং প্রেয়কে happiness. সুখ অর্থাৎ দিয়াছেন। আপাত দৃশ্যীয় বস্তু সমূহই প্রেয়, আর তাহাদ্বারা মানব আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়া চিরশান্তি-ভোগ করে তাহাকে প্রেয় বলে। ভ্রান্ত মানব প্রেয় পবিত্যাগ করিয়া প্রেয় প্রাপ্তির জন্তই লাগিয়ায়, কিন্তু যে স্থলে অমিত্যের প্রসার হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সকল বিবর হইতে বিনিবৃত্ত হওয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে সে স্থলে শ্রেয়ই জীবনের লক্ষ্য হইয়াছে। আমিত্যের সন্ধোচই ভোগবাসনার কারণ। বালক যেক্রপ বলা-যোগ্যদায়ক গাভীহৃৎ পরিত্যাগ করিয়া, কন্যা দিববদক মধুর শর্করাদিতে নিবৃত্তশয় আশ্রিত, অজ্ঞানী মানব তক্রপ পরিণামমঙ্গলদায়ী শ্রেয় পবিত্যাগ করিয়া, আপাত মধুব প্রেয়কেই জীবনসর্ব্ব করিবে। এই আপাতমধুব প্রেয় পাপিষ্ট লজ্জ ভ্রান্ত মানব যে প্রতিদিন কতই অকথ্য, অশ্রাব্য পাপ আচরণ করিতেছে, তাহা

চিন্তা করিলেও আশ্রয়ান্ ব্যক্তির বিবাদমাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ধনলোভে ঐ যে তত্ত্বের পর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বশয় অপহরণ করি-তেছে, হৃদয় পাষণোপগম করিয়া বালক বালিকার গাত্র হইতে অলঙ্কার মোচন করি-তেছে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের হত্যাসাধন হইতেও বিমুগ্ন হইতেছে না, সে যদি জানিত যে ধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, সে যদি জানিত যে ধনের দ্বারা কেহ নিত্যসুখের অধি-কারী হইতে পারে না, উহাদ্বারা কেহ কোন দিন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে কি সে কখনও ঐ জঘন্য কার্যে ব্রতী হইত? প্রেয় তাহার জীবনের লক্ষ্য, জীবন-কান্তারে সে প্রেয়বংশীর রব ভিন্ন কখনও শ্রেয়বংশীর রব শ্রবণ করে নাই, তাই সে উহা-দ্বারা মুগ্ধ হইয়া করিণীর ভ্রায় পাপরূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করে। তাহার হৃদয়বাজ্যে প্রেয় যে সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, দয়াদ্রি পবছঃখে ছায়ায় কোন দাধু মহাজন, কোন চৈতন্য বা বুদ্ধদেব যদি প্রেয়কে আসনচ্যুত করিয়া তাহার আসনে শেথকে উপবিষ্ট করাইতে পারেন, তাহাই হইলে সে অব্য প্রেয় রাজার সেবায় যেক্রপ রাজভক্তি, অধ্যাবসায় বল সাহস, নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, রাজি প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রেয় রাজার সেবায় ও ততোদিক বণদীর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। যে তত্ত্বের অদ্য পরের সর্ব্বশয় অপহরণ কবিত্তে কৃত্রিম নহে, তাহার জীবনের মূলমন্ত্র পরিবর্তিত হইলে, প্রেয় স্থলে শ্রেয় উহার লক্ষ্য হইলে, সে আগামী কল্য পবকে স্বীয় যথাসর্ব্ব দান কবিত্তে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রেয় অসদৃশ্যের মধ্যে দীক্ষিত যে তত্ত্বের অদ্য শ্রেয় তমসাম্মান রজনীদোষে শত শত বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া,

রাজদণ্ডাদির কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, অনিত্য-সুখাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত গণ করিতেছে, সে শ্রেয়-দ্বারা দীক্ষিত হইলে তাহার সেবার পরোপকার-জ্ঞাতে ঐরূপ আত্মসমর্পণ করিবে। যে সমুদায় কায়ুক কামুকী ব্যভিচার পক্ষদ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন করিতেছে, তাহাদের কামরূপ প্রেয় স্থানে নিকামশ্রেয় প্রাণ্ঠিত করিতে পারিলে, তাহারা ব্যভিচারপক্ষ বিধেত করিয়া নিশ্চয়ই সংযমচন্দনদ্বারা সর্বাঙ্গবিভূষিত করিবে। অহুসন্ধান করিয়া দেখ, কি জাতীয় জীবন, কি ব্যক্তিগত জীবন সর্বত্রই প্রেয় মানবের বিবিধ অনর্থের মূলস্বরূপ হইয়াছে। প্রেয় সাধনায় কত ভ্রান্ত জীব পিতৃমাতৃভ্রাতৃগণি-পতিপত্নীপুত্রকন্যার প্রাণসংহার করিতেও পরাজয় হইতেছে না। ধন, মান, যশ ইত্যাদি কোন না কোন প্রেয়, জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, অজ্ঞানী মানব স্বীয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। কিন্তু মরুপ্রদেশে যেরূপ তৃণার্জ মৃগ-মরীচিকা কর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ উহাই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, মানবও তদ্রূপ প্রেয়তৃষ্ণা কর্তৃক পুনঃ পুনঃ বিভ্রান্ত হইয়াও উহাবই পশ্চাৎ পশ্চাৎ উর্দ্ধ্বাঙ্গে ধাবমান হইতেছে। এইরূপ স্থলে যদি মানবকে কেহ শ্রেয়রূপ প্রকৃত সর্বোত্তর দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে কি আর মরীচিকার অন্বেষণ করে? জীব যে নিথর সুখের অন্বেষণে পুনঃ পুনঃ বিভ্রান্ত হইয়াও তাহাতেই মুগ্ধ থাকে, তাহার কারণ এই যে, তাহাকে কেহ যথার্থ সুখ দেখাইয়া দেয় নাই। সংসারে বাহ্যিক শ্রেয়তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন মনে করিয়া গৈরিকবসন পরিধান, দেহ ভাঙ্গে আচ্ছাদন, পরিব্রাজকাদি নাম ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতর মানবদিগের আশ্রয় প্রয়োজিত-লাষী। বস্তুতঃ জীব যদি জানিত যে প্রেয়ে

তাহার অমঙ্গল, তবে সে কি কখন প্রেমের সেবা করিত?

অঙ্গদেশে ইদানীন্তন শ্রেয়-তীর্থের যাত্রী অতি বিরল, আমরা সকলেই প্রেয়তীর্থভিমুখে সবেগে গমন করিতেছি। এই তীর্থে বা-বনিতা দেবতার স্থান, সুবা গঙ্গাজলের স্থান, রত্নখচিত অলঙ্কারাদি সচন্দনগুণ্ণেব স্থান অধিকার করিয়াছে। রুচির বৈচিত্র্য হেতু উপাশ্র দেবতাবও প্রভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐসকল দেবতাই প্রেয়জাতীয়। কেহ কেহ হয়ত ইন্দ্রিয় চর্য্যার স্থানে ধন, মান বা পবিত্র ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। সমাজ বাহাদের কর্তৃক পরিচালিত তাহারাও প্রেয়াভিমুখী, বাহারা পরিচালিত তাহারাও প্রেয়াভিমুখী। আমরা সকলেই অন্ধ। রাজা অন্ধ, প্রজা অন্ধ, গুরু, শিষ্য, পিতা, পুত্র সকলেই অন্ধ। অন্ধনৈব ন্যায়মানাঃ যথাক্রমে। ইহাব পবিত্রাম ফল সকলেই অবগত আছেন— নেতা ও নিতের এই উভয়েবই কুপে পতন।

ভারতবাসীগণ পূর্বাপেক্ষা যে অধিক প্রেয়-প্রিয় হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জলন্ত পাবকরূপ প্রেমের রূপরশিতে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের আশ্রয় ভারতবর্ষীয় নরনারীগণ উহার মধ্যে পতিত হইয়া আপনাদিগের বিনাশ-সাধন করিতেছে। ভারতবাসীগণ বর্ধমান সময়ে কেবল শ্রুতবিত্তাদি বৈষয়িক সম্ভোগই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থ কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা হইলেই, পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়নিকেতন কলিকাতা আদি নগরীতে রম্য-হর্ম্য করা, কোম্পানি কাগজ ক্রয় করা ও ভাষ্য্যাকে আশ্রয়দাতৃ হীরকাদি খচিত স্বর্ণভরণে ভূষিত কবাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনের প্রধান কার্য্যস্বরূপ হইয়াছে। হাকিম, উকীল,

ডাক্তার, জমিদার সকলেই একপথের পথিক । সকলেরই মুখেই এক রব । পিতৃ মাতৃ শ্রদ্ধোপলক্ষে দেশের দরিদ্রেরা আর এখন অন্ন বস্ত্র পায় না, কিন্তু রাজা রায় বাহাদুর আদি ফলাকাঙ্ক্ষায় ডাকরিণ ফাওরুপ বৃক্ষের মূলে অজস্র অর্থবারি সেবন করা হইয়া থাকে, অথচ পিতা, পিতামহাদিব সময় হইতে নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে বিনা বায়ে চিকিৎসা করিবার জন্ত গৃহে যে কবিরাজ মহাশয় ছিলেন, তিনি কার্য্য হইতে অপস্থত হইতেছেন । পিতৃ পুরুষগণের কীৰ্ত্তিরূপ পুৰাতন পুরুষিণী দার্শনিকাদি সংস্কারভাবে ব্যবহারোপযোগী হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কাহারও দৃষ্টি গড়ে না, কারণ উহাতে রায় বাহাদুর রূপ ফল ফলে না । যাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ-নিশেধে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন, তাঁহারা এখন এক মুদ্রা দান করিয়াই সংবাদ-পত্রান্তে স্বীয় দানশীলতা ঘোষণা করাইয়া থাকেন । প্রেয় গোমুত্র সর্বত্রই শ্রেয় হুৎকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে । ঐ যে গৃহস্থ-ভোজী বৃহৎ বৃহৎ দিকপালগণ মিউনিসিপালিটি ডিপ্লীকবোর্ড, অনরেরিবেক, লেজিস্লেটিভকাউন্সিলরূপ বনাদির মহিষ তাড়না করিয়া অহমত স্বদেশীয়দিগকে স্বার্থ ত্যাগের জলন্ত উদাহরণ দেখাইতেছেন, উহাদের বক্ষচর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া দেখুন, প্রভূর, পরানিষ্ঠ, ধন, যশ, মান ইত্যাদি রাম নাম অনেকের গঞ্জরে গঞ্জরে অস্তিত্ব দৃষ্ট হইবে । ধর্ম্মাধিকরণে স্তারাস্ত্রায়ের প্রতি দৃষ্টি গোণমাত্র, মুখা দৃষ্টি আমরণ দাসত্ব পরিচক্ষণ । দেশের সর্বত্রই হাংকার শব্দ । কি ধনীরা প্রাসাদে, কি দরিদ্রের কুটারে, কেবল নাই নাই, খাই খাই শব্দ । সাব্বিক শ্রেয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজসিক প্রেয় সর্বত্রই স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে । পূর্বে যে

স্থলে কৃণবলয় অতুল আনন্দ দান করিত, সে স্থলে স্বর্ণবলয় চিত্তের তুষ্টি সম্পাদান করিতে পারে না । যেস্থলে পূর্বে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবমন্দির, অতিথিশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইত, সেস্থলে ততোধিক মুদ্রা বিলাসোদ্যান, বেঞ্জালয় নির্মাণে ব্যয়িত হইতেছে । নর্ত্তকীর কামোদ্দীপকসঙ্গীত গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর-গণের পবিত্র বেদগানের স্থান অধিকার করিয়া সমাজে অধ্যর্থের এক মহান্ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে । যে সমাজে ধন দানের জন্ত, বল হ্রাসলক্ষ্যে রক্ষা করিবার জন্ত, বিদ্যা পরমার্থ প্রাপ্তির জন্ত সর্বদাই শ্রেয়াভিমুখী থাকিত, সেই সমাজে ধন বিলাসের জন্ত, বল পৌড়নের জন্ত, বিদ্যা কুতর্ক নিস্তারের জন্ত প্রেয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে । যে গৃহে পিতা, মাতা, আচার্য্য, অতিথী দেবভূলা পরিগণিত হইতেন, সে গৃহে পিতা মাতা পরান্ ভোজীস্বরূপ হইয়াছেন, আচার্য্যের অস্তিত্ব মাত্র নাই, অতিথির স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে । যে ভাৰ্য্যা পূর্বে সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তিনি সহবিলাসিনীতে পরিণতা হইয়াছেন । পুত্র পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্ম কীৰ্ত্তি আদি রক্ষার প্রতিভূস্বরূপ না হইয়া বিবাহ ও দাসত্ব লক্ষ রত্নের খনিরূপ পরিণত হইয়াছেন । বিবাহ, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, পূজাদি এইক্ষণ পিশাচগণের ক্রীড়নক্ষে পরিণত হইয়াছে । বাসনাচক্রমার আকর্ষণে ক্ষীণ প্রেয়লব্ধানস্তু শ্রেয় নির্ম্মা বারিকে অধোপাতিত করিয়া সমগ্র সমাজকে স্বীয় স্বাদবৃত্ত করিয়াছে । সমাজ এক মহা লবণসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে । সকলই গিরাজে আছে কেবল কপটাচার । দান, ধ্যান, তপস্ব্য অধ্যায়ন প্রভৃতি যজ্ঞ নাই, কিন্তু কার্পাসস্থ দিন দিন সাপান ঘর্ষণে রূপলাবণ্যে বর্দ্ধমান হইয়া কঠোর বিচিত্র শোভা সম্পাদন করি

থাকে। ব্রহ্মের মনন, শ্রবণ বা নিদিধাসন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের উপাধি ধারণ করিয়াই সকলে সগর্বে বাহু আশ্ফালন এবং বক্ষদেশ অর্দ্ধহস্ত স্ফুট করিয়া থাকেন। দেহ চন্দনে চর্চিত, নাশাবলীদ্বারা আবৃত হইয়া জন-গণের নয়নরঞ্জন করে, কিন্তু দেহী পাপরূপ মলমূত্রের মধ্যে সর্পিদাহী নিমজ্জিত রহিয়াছে। অন্তরে শূদ্র, বাহিরে ব্রাহ্মণ, অন্তরে অসুর, বাহিরে দেবতা, অন্তরে ভোগী, বাহিরে ত্যাগী, অন্তরে ভক্ষক, বাহিরে রক্ষক—সমাজে এক বৃহৎ পয়োমুখবিষকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

সংসারে শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কখনও শ্রেয় কখনও প্রেয় সংসারে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতেছে। যখনই দেখিবে যে কোন ব্যক্তি বা জাতি অবিখ্যাসরূপ ভয়াবহ ব্যাধিরদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তখনই দেখিবে যে, প্রেয় আসিয়া তাহার হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে। মৃত্যুই জীবনের শেষ, দেহাবসানের পর জীবের আর কোন অস্তিত্ব থাকেনা, প্রেয়েরমণা এই ব্রান্তিমূলক বিশ্বাস সমুদ্ভূত। মানব যদি পরকালে বিশ্বাস করে, কারণ ও কার্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিশ্বাস করে, স্বীয় স্বীয় কর্ম-ফলের অবশুস্তাবিতা বিশ্বাস করে, তাহাহইলে কি সে কখন শ্রেয়পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়-পথ অনুসরণ করিতে পারে? কখনই না। ভক্তকণ্ঠে লোকে মুখে অনেক কথা বলে—কিন্তু তাহারা পরকালাদিতে নিঃসন্দ্বিদ্ধভাবে বিশ্বাস করে না; সুতরাং সংসারে আমরা অনেক প্রেয়পথিককে শ্রেয়পথিক বিবেচনা করিয়া থাকি। ঐ যে পরাপহারক দম্ভা দেখি-তছ, উহাব যদি দৃঢ়বিশ্বাস থাকিত যে, রাজ-দ্বারে দণ্ড পাই বা না পাই, রাজাধিরাজ বরুণ-

দেবের বিচারে আমার কর্মের ফল, ইহজীবনেই হউক বা পরজীবনেই হউক, ভোগী করিতেই হইবে, কিছুতেই তাহাহইতে মুক্ত পাইবার উপায় নাই, তাহাহইলে সে কি কখন পবিত্র্য অপহরণ করিত? কখনই না। বস্তুর দেহাব-সানের পরও জীবের অস্তিত্ব ও স্বীয় কর্মফলের অবশুস্তাবিতা বিষয়ক জ্ঞানাভাবই প্রেরাশক্তির প্রধান কারণ।

এই প্রেরাশক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য পর-কালের বিশ্বাস মানবহৃদয়ে সদা সর্ষদা জাগরুত্ব থাকা আবশ্যক। কঠোপনিষতে এই বিষয়ের সবিশেষ যে বর্ণনা আছে, তাহা সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক। কঠোপনিষতের উপাখ্যানটি এই :—বাজশ্রবস এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, উহাতে তিনি কন্থ ও জার্ণ গো সমূহ দান করি-তেছেন দেখিয়া তাহার পার্থক্য পুত্র নাচিকেতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পিতাকে বলেন, হে পিতা! আপনি আমার কাহাকে দান করিলেন! পুত্র বারবার এইরূপ বলিতে থাকায় বাজশ্রবস বলিলেন যে, তোমার যমকে দিব। তখন নাচিকেতা বলিলেন, হে পিতা! আপনান্য মত্যা আপনি পালন করুন ও আমাকে যমালয় প্রেরণ করুন। বাজশ্রবস তখন নাচিকেতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। নাচিকেতা যমালয়ে উপস্থিত হইয়া যমের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিন দিন পরে যম উপস্থিত হইয়া নাচিকেতাকে বলিলেন, তুমি অতিথি, সুতরাং তোমার নমস্, তুমি আমার গৃহে তিনরাত্রি অনাহারে বাস করিয়াছ, তজ্জন্ত তুমি তিনটি বরপ্রার্থনা কর। নাচিকেতা প্রথম বর এই প্রার্থনা কবিলেন যে, তাহার পিতা যেন তাহার প্রতি প্রণয় করেন এবং যমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি যেন নাচিকেতাকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ করেন। দ্বিতীয় বরদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির

সাধনরূপ অগ্নির যজ্ঞীয় ব্যবহার জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। যম নাচিকৈতাকে উভয় বরই প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে তোমার তৃতীয় বরপ্রার্থনা কর। তাহাতে নাচিকৈতা বলিলেন :—

যেবশ্পোতে বিচিকিৎসা মনুষ্যো
হস্তীতো্যকে নায়মস্তীতি চৈকে।

এতদ্ বিদ্যামহুশিষ্টস্বরাহং
বরাণামেষঃ বরতৃতীয়ঃ ॥

অর্থাৎ মৃত মনুষ্যসম্বন্ধে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলিলেন আছে, কেহ বলেন নাই; আমি তোমার নিকট এই বিষয় জানিতে চাই, এই আমার তৃতীয় বর।

কাঠোপনিষতেব মূলপ্রস্তাব এই স্থল হইতে আরম্ভ হইল। যম কিছুতেই এই বর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না, তিনি বলিলেন এবিষয়টা স্থল, সুবিজ্ঞেয় নহে, তুমি অগ্র বর প্রার্থনা কর, তুমি পুত্র, গোত্র, হয়, হস্তী, ধন, রাজ্য, দৌর্য্য, হুন্দরী রমণী বাহা ইচ্ছা কর তাহাই প্রার্থনা কর তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি, কিন্তু মৃত্যুর পর মানবের কি অবস্থা হয়, ইহা জিজ্ঞাসা করিও না। নাচিকৈতা ক্ষিপ্ত তাহাতে ভুলিলেন না। তিনি বলিলেন :—

খোভাবা মর্ন্তস্ত যদহুতৈকতং
সর্কেদ্রিয়াণাং জরয়ন্ত তেজঃ।

অপি সর্কজীবিতমন্নমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥

ন বিস্তেন তপ্পীয়ো মনুষ্যো
লপ্যামহে বিস্তমদ্রাস্ত চেষ্টা।

জীবিস্যামো যাবদৌশিধ্যাসি ত্বং
বরস্ত মে বরনীরঃ স এব ॥

অজীর্ঘ্যাতামমৃতানামুপেত্য
জীর্ঘণ মর্ন্ত্যঃ কথঃ হ প্রজানন।

অভিধ্যায়ন মর্ণরতি প্রমোদা
নাতিদীর্ঘে জীবিতে কোরমেত ॥
যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যং সাম্পরায়ে মহতি ত্রাহি নন্তং।
যোহয়ং গুচমহু এবিঠো

নান্তত্তস্মাদ্ভাচিকৈতা বৃণীতে ॥

অর্থাৎ হে যম! তোমার কণিত ভোগ সুকল
খোভাবাপন্ন অর্থাৎ অস্থায়ী, আগামী কল্য
পাকিবে কি না সন্দেহ, এবং তাহারাই ইঞ্জিয়া-
দির তেজ ক্ষয় করে। মানবের সমগ্র জীবনও
অল্পক্ষণ স্থায়ী, তোমার অম্ব ও নৃত্যগীত
তোমারই থাকুক।

মানব বিস্তেব স্বারা—তৃপ্ত হইতে পারে
না, যখন তোমাকে দেখিয়াছি, তখন বিস্ত
পাইব, এবং যত দিন তুমি ইচ্ছা কর ততদিন
জীবিত থাকিব, কিন্তু বর আমি সেই
পূর্বোক্তটাই চাই।

জরা মরণশীল পার্শ্ববর্তমানব অমরদিগের
নিকট গমন করিয়া অর্থাৎ আত্মার যথার্থ
প্রয়োজন জানিয়া এবং বর্ণ রতিজাত অর্থাৎ
রূপ ও প্রণয়জাত সুখের অস্থিরতা চিন্তা করিয়া
দীর্ঘজীবনে কি আনন্দানুভব করিতে পারে?

যে পবলোক বিষয়ে অনেকের সন্দেহ
আছে সেই পরলোকতত্ত্ব আমাকে বল। এ
ছক্কিজের বিষয় বাহাতে সুবিজ্ঞের হয় তা
কব, নাচিকৈতা অগ্র কোন বর প্রার্থ
করেন না।

যম নাচিকৈতার হাত এড়াইতে পারিলে
না। তিনি মৃত্যুর পর মানব কি অবস্থা প্রা
হয়, নাচিকৈতাকে তাহা বলিতে আরম্ভ ক
লেন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? বি
কারণ কি? এই বিশ্বের সহিত বিশ্বের কারণ
সম্বন্ধ কি? বিশ্বের কারণ কে, কি প্রক
জানা যাইতে পারে, নাচিকৈতার প্র

উত্তর দিতে গিয়া বনের ঐ সমুদায় স্থল
প্রদেয়ও গীমাংসা করিতে হইল।

যম বলিলেন সংসারে শ্রেয় ও প্রেয় এই
দ্বিবিধ পদার্থ দৃষ্ট হয়, জ্ঞানী শ্রেয় এবং
অজ্ঞানী প্রেয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে।
শ্রেয় যে প্রেয় অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, জ্ঞান বিকাশ-
দ্বারাই মানব তাহা জানিতে পারে। সকল
জ্ঞানেরমূলে আত্মজ্ঞান, যে ব্যক্তি আত্মা কি
তাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহার আর কিছুই
জানিতে বাকী থাকে না। এই আত্মা, অজ্ঞ,
অজ্ঞর ও অমর। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই বিশ্বের
কারণ, ইনি অসীম হইয়াও মানবের হৃদয়াকাশে
বিরাজ করিতেছেন। অতএব এই ব্রহ্মজ্ঞানই
মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া কর্তব্য।

এই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অল্প উপযুক্ত গুরু
এবং উপযুক্ত শিষ্যের আবশ্যক। ইনি তর্ক বা
বদ্যাদি অধ্যয়নদ্বারা লভ্য নহেন, কেবল
ব্যাক্য যোগদ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।
শত্রিত্ব, অশান্তি, অসমাহিত ব্যক্তি আত্মাকে
প্রাপ্ত হইতে পারে না। কঠোপনিষতের
প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রহ্মীতে এই সমুদায় বিষয়
বর্ণিত হইয়াছে।

মূল শ্লোকগুলি পাঠ করিলে পাঠকের
দয়ে অতুল আনন্দ অনুভব হইবে জানিয়া
গ শ্লোকগুলি ও তাহার অনুবাদ নিম্নে
লাগিঃ—

অজ্ঞেয়োহিহুত্বৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষঃ সিনীতঃ।
তয়োঃ প্রেয় আদদানন্ত সাধু
ভবতি হীয়তেহর্থাৎ যট প্রেয়ো বৃণীতে ॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্যবিবিনক্ত ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে ॥

সম্বৎ প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা
ন ভিধ্যায়ন্নচিকেতোহিত্যশ্রাকীঃ।
নৈতাং স্বক্কাং বিত্তময়ীমবাশ্রো
যত্মশ্চক্ষন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥
দূরমেতে বিপরীতে বিষুটী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যোতিজ্ঞাতা।
বিদ্যাভৌপ্সিনং নচিকেতনংমন্ত্রে
নস্তা কামা বহবো লোলুপ্তাঃ ॥
অবিদ্যাব্যামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতমুত্তমানাঃ।
দন্ত্যমানাঃ পবিত্রাস্ত মুচা
অক্কে নৈব নীয়মানা যথাহন্ধাঃ ॥
ন সাম্প্রায়ঃ প্রতিভাতিবালম্।
প্রমাদান্তং বিত্তমোহেন মুঢ়ম্।
অয়ং লোকা নাস্তিপর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্দুঃখমাপদ্যতে মে ॥
শ্রবণায়পি বহুভির্ঘো ন লভ্যঃ
শ্রবন্তোহপি বহবো যম বিভুঃ।
আশ্চর্য্য্য বক্তা-কুশলহস্ত লক্কা
শ্চাধ্যো জ্ঞাতা কুশলাহুশিষ্টঃ ॥
ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষঃ
সুবিজ্ঞেয়ো-বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্ত প্রোক্তে গতিরত্ননাস্ত্য
নীয়ানহুতর্কমহুপ্রমাণাৎ ॥
নৈবা তর্কো মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাশ্চে নৈব সূজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাস্তামাপঃ সত্য ধুতির্কতাসি
দ্বাদৃণ্ড নো ভূয়ান্চিকেতঃ প্রেষ্ঠা ॥
জানাম্যহং শেবধিরিত্য নিত্যং
নহু ক্রটঃ প্রপাতে হি ক্রবৎ তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোপ্সি-
রনিতৈতাদ্র্ভব্যৈঃ প্রাপ্তবানন্নিমিত্যম্ ॥
কামস্বাস্তিগ্গন্তঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরানন্ত্যমভয়ন্ত পারম্।

স্তোমমহচ্চরুগায়স্তিষ্ঠাঃ
দৃষ্টা ধীরো নচিকৈতোহিত্যশ্রাফীঃ ॥
তন্দুর্দশপ্লুত মনু প্রবিষ্টঃ
শুভাহিতং গহ্বরেষ্ঠ পুরাণম্ ।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মহা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥
এতচ্ছাস্ত্রা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ ।
প্রবৃহ ধর্ম্মমহুমেতনাপা ।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লক্ষা
বিবুতং সন্ম নাচিকৈতসম্মজ্ঞে ॥ ১৩ ॥

যম বলিলেন :—শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র ।
উহা বা মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন
করায । এই উত্তরের মধ্যে শ্রেয় সাধক কুণল-
ভাগী হইয়া থাকেন, প্রেয় সাধক পরমার্থ
হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে ।

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিনিশ্চিতভাবে থাকিয়া
উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু
জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই
সাধনা করেন, আর মন্দ বুদ্ধি অনিত্য স্বর্থেব
অভিলাষে প্রেয়েব সাধনা কবে ।

হে নাচিকৈতঃ তুমি পুত্রাদিপ্রিয় এবং
অপ্সবাদি প্রিয়কপ তাবৎ কাম্যবস্তুর অনিত্যতা
উপলব্ধি করিবা, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করি-
যাছ এবং মানবগণ যে বিভিন্নর পথে মগ্ন হয়,
তাহা অবলম্বন কর নাই ।

অবিদ্যা ও বিদ্যা বিপরীত ও বিভিন্ন মার্গ
অনুসরণ করিয়া থাকে, যেহেতু তুমি কাম্যবস্তুর
লোভে পতিত হও নাই, তজ্জন্ম আমি তোমাকে
বিদ্যার্থী বলিয়া জ্ঞান করি ।

যাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন অথচ আপনাদিগকে
ধীর ও পণ্ডিত বিবেচনা করে, তাহারা অন্ধ-
পরিচালিত অন্ধের ভায় ক্ষুদ্রপথ পরিত্যাগ
করিয়া কুটিলপথ অবলম্বন করিয়া থাকে ।

ধনবিক্ত ও মোহদ্বারা বাহাদের চিত্ত আচ্ছন্ন

হইয়াছে, একরূপ প্রেমাদগ্রস্ত ও অবিবেকী মান-
বেব হৃদয়ে পবলোকপ্রাপ্তিব প্রয়োজন প্রকা-
শিত হয় না; ইহ সংসার ভিন্ন পরলোক
বলিয়া আর কিছু নাই, যাহাদের একরূপ বিশ্বাস
তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না এবং পুনঃ
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার (অর্থাৎ যমের)
অধীন হইয়া থাকে ।

আত্মার বিষয় অনেকে শ্রবণ করিতেও পারে
না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও তাহার তত্ত্ব বুঝিতে
পারে না, এই আত্মার বস্তু বিরল, আত্মার
বিষয় শ্রবণ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে, একরূপ
ব্যক্তিও বিরল, নিপুণ গুরু দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া
আত্মজ্ঞানলাভ করে, একরূপ ব্যক্তিও বিরল ।

যেহেতু আত্মা অল্পপরিমাণ হইতে স্বল্প এবং
তর্কের দ্বারা অপ্রাপ্য, তজ্জন্ম হীনচাৰ্য্যের দ্বারা
উপদিষ্ট হইলে, বহুপ্রকায়ে চিন্তনীয় এই আত্মা
স্ববিজ্ঞেয় হয়েন না, কিন্তু অভেদদর্শী শ্রেষ্ঠাচার্য্য-
দ্বারা কথিত হইলে, আত্মার বিষয়ে কোন
সংশয় থাকে না ।

ব্রহ্মবিষয়ে তোমার যে মতি হইয়াছে, তাহা
তর্কদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, হে প্রিয়তম!
অভিজ্ঞ আচার্য্যদ্বারা কথিত হইলে উহা স্ববি-
জ্ঞেয় হয় ।

হে নাচিকৈতঃ! তুমি নিশ্চয়ই সত্যসঙ্কল্প
ব্যক্তি, আমরা যেন তোমার ছায় প্রস্রবর্তী
পাই ।

পশ্বাদিধন যে অনিত্য তাহা আমি জানি,
অঞ্জনবস্তুর দ্বারা যে ধ্রুববস্ত্র পাওয়া যায় না,
তাহাও জানি । দেখ আমি অনিত্য দ্রব্যদ্বারা
অগ্নি চপন করিয়াছি বলিয়া, মুক্তিলাভ না করিয়া
এই অনিত্য যমদ্বারা করিয়াছি, যদিচ পার্থিব
সম্পদের তুলনায় এই অনিত্য যমদ্বও নিত্য
বলিয়া জ্ঞান হয় ।

বাহাতে সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়

যাহা জগতের আশ্রয়, যাহা লাভ করিলে অনন্ত-
সুখ লাভ হয় এবং কোন ভয় থাকে না, যাহা
সকল পদার্থ অপেক্ষা প্রশংসনীয় এবং মহৎ,
যাহা সমস্ত ঐশ্বর্যের আধার এবং যাহাতে
আত্মার উত্তম গতি হয়, হে নাটিকেতঃ! তুমি
সেই ব্রহ্মপদ দেখিয়া অনিত্যসুখ পরিত্যাগ
করিয়াছ।

সেই আত্মাকে সহজে দেখা যায় না, ইনি
বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি
করিতেছেন, ইহাকে কেবল বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধি
করা যায়, ইনি ইন্দ্রিয়াতীত হর্গম্য স্থানে অব-
স্থিতি করিতেছেন, ইনি সনাতন, ইনি অধ্যাত্ম
যোগদ্বারা প্রাপ্য, অর্থাৎ চিত্ত বিষয় হইতে
নিবৃত্ত করিয়া আত্মায় সমাধান করিলে ইহাকে
জানা যায়। ধীর ব্যক্তি তাহাকে এইরূপ ভাবে
জানিয়া শোক হর্ষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ
হয়।

পবিত্র মানব হৃদয় ও আনন্দময় আত্মার
বিষয় শ্রবণ করিয়া, তাহাকে সম্যক্ অব-
ধারণ করিয়া এবং শরীর হইতে পৃথক্ জ্ঞান
করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন। নাটিকেতঃ
স্বর্গের দ্বার তোমার জন্ত উন্মুক্ত রহিয়াছে।

তখন নাটিকেতা বলিলেন ;—
অত্র ত্র্যধর্মাদত্ৰাত্ৰা ধর্মাদত্ৰাত্ৰাস্মাৎ কৃতাকৃত্যং ।
অত্রাত্ৰ ভূতাক্ষ ভব্যাক্ষ যন্তং পশ্যামি তদ্বদ ॥

ধর্ম, অধর্ম, কার্য্য, কারণ, ভূত,
ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক্ যে বস্তু তাহার বিষয়
আমাকে বল।

যম বলিলেন :—

সর্কে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্কানি চ যদ্বদন্তি ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যাক্ষরন্তি
তন্তে পদং সংগ্রহেণ ত্রীম্যোমিত্যেতৎ ॥

এতদ্যোবাক্ষরং পরং ব্রহ্ম এতদ্যোবাক্ষরম্পরম্ ।
তত্কেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তন্ত তৎ ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনম্পরম্ ।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ বভূব কশ্চিৎ ।

অক্ষো নিত্যঃ শাস্তোহয়ং পুরাণো
নহন্ততে হন্তমানে শরীরে ।

হস্তাচেন্নন্ততে হস্তং হতশ্চেন্নন্ততেহন্তম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্ততে ॥

অণোরণীয়ামহতো মহীয়া
নাম্মাত্ৰ জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ ।
তমক্রভূঃ পশুতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদাম্হিমানমাম্মনঃ ॥
আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যতি সর্বতঃ ।
কন্তমদামদদেবং মদতো জাতুমহতি ॥
অশরীরং শরীরেধনবহেধবস্থিতম্ ।

মহাস্তং বিভূমাম্মানং মত্বাধীরো ন শোচতি ॥
নায়মাম্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা ঋতেন ।
যমে বৈষয়গুণে তেন লভ্যে
স্তবৈষ্য আত্মা বৃণতে তুং স্বাম ॥

নাবিরন্তো ছুচরিতান্শাস্তো না সমাহিতঃ ।
নাশান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥
যন্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্ ।
মৃত্যুর্যন্তোপসেচনং ক ইথা বেদ যজ সঃ ॥
যম বলিলেন ;—সকল বেদ যাহাকে কর্তন

করে, যাহার জন্ত তপ ও ব্রহ্মচর্য্য অমুষ্ঠিত হয়,
তাহার বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি—তিনি
এই ঈ ।

এই অক্ষর অর্থাৎ বিনাশরহিতই ব্রহ্ম, এই
অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, ইহাকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা
ইচ্ছা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়।

এই ব্রহ্মাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম, এই

অবলম্বন জ্ঞাত হইয়া উপাসক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হয় ।

এই সর্বজ্ঞের জন্ম মরণ নাই, ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই, ইহা হইতে জগতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ জন্মে নাই, অর্থাৎ জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইনি অজ, নিত্য, শাস্ত ও পূর্ণাণ । শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হয়েন না ।

যে আত্মাকে হস্তা বা যে আত্মাকে হত মনে করে, এই উভয়েই অজ্ঞানী ; আত্মা হননও করে না, হতও হয় না ।

ইনি অমৃ হইতে স্মৃৎ এবং মহৎ হইতে মহৎ অথচ জীবের জন্মে অবস্থান করিয়া থাকেন । ইন্দ্রিয়াদিসংযমদ্বারা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হইলে নিকাম বিগতশোক ব্যক্তি আত্মার মহিমা দর্শন কবিতে পারেন ।

ইনি উপবিষ্ট থাকিয়া দূরে যান, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র যান, ইনি হর্ষ ও অহর্ষ ; এই

বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট আত্মাকে আমি ভিন্ন যে জানিতে পারে ।

অনিত্য শরীরে অবস্থান করিয়াও, ইনি অশরীরী, মহৎ ও সর্বব্যাপী, ধীর ব্যক্তি তাহাকে এইরূপ জানিয়া শোকে অভিভূত হয় না ।

এই আত্মাকে বেদ বা মেধা বা শাস্ত্রদ্বারা লাভ করা যায় না, যিনি সৎগুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করেন, আত্মা তাহাকে বরণ কবেন এবং স্বরূপ প্রকাশ করেন । যাহারা হুচরিত্র, অশাস্ত, অসমাহিত বা অশাস্ত মানস, তাহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ।

জীবের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ, সেই আত্মার অঙ্গ, মৃত্যু তাহার উপসেচন অর্থাৎ ঘৃত, যেহেতু মৃত্যুর সাহায্যে তিনি পরিদৃশ্যমান জগৎ সংহার করেন । এবিধ পরমাত্মাকে সাধন বিহীন ব্যক্তি কিরূপে জানিবে ।

ক্রমশঃ—

কন্তুচিৎ পরিব্রাজকন্ত ।

পঞ্চদশী ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মা স্বয়ং জ্ঞানানন্দময় । ঐ আত্মা ও ব্রহ্ম একই পদার্থ । ব্রহ্মই সর্বময় সর্বৎ ঋষিৎ ব্রহ্ম । ব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন বস্তু নাই ; যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার প্রতিবন্ধক কোথা হইতে আসিল ? পূর্বোক্ত একাদশ হইতে চতুর্দশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে বিষয়ই জ্ঞানানন্দময় আত্মার প্রতিবন্ধক ; ঐ বিষয় সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে মায়া বা অবিদ্যাপ্রসূত ! যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন বস্তু না থাকে, তবে ঐ মায়া বা অবিদ্যা ও ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বা উদ্ভাদিগকে ব্রহ্মেরই এক একটা অবস্থা বলা যাইতে পারে । প্রকৃতপক্ষে

যদি অবিদ্যা ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম আপনি আপনার প্রতিবন্ধক কি প্রকারে হইতে পারেন ? এই প্রশ্নের মীমাংসা নিম্নোক্ত ঊনবিংশ শ্লোক হইতে অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকোন্নিবৃত্ত (কারণ, স্মৃৎ, স্থূল এই ত্রিবিধ) দেহতত্ত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছে, কিন্তু ঐ দেহতত্ত্বের গূঢ়রহস্য ভেদ পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যাত না হইলে উক্ত শ্লোকোন্নিবৃত্ত মীমাংসা পাঠক-গণের বোধগম্য হইবে না । তদ্বৎ সরলভাবে দেহতত্ত্বের গূঢ়রহস্যভেদ আবশ্যক । উক্ত ত্রিবিধ দেহতত্ত্ব কারণ, স্মৃৎ ও স্থূল এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি তত্ত্বের অন্তর্নিহিত । হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রে

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দুইটি মত প্রবল যথা-বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ। বিবর্তবাদের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে- একমাত্র ব্রহ্ম সত্য তত্ত্বের ত্রিজগৎ সমস্তই মিথ্যা। জগৎ বা জাগতিক বস্তু প্রকৃত নহে। এই দৃষ্ট জগৎ সমস্তই ভ্রান্তিকল্পনা মাত্র। বিবর্তবাদী বলেন যে যেমন সৃষ্টিতে রজত ও রঞ্জুতে সর্প ভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রম হইয়া থাকে। কথ্যটা ভয়ঙ্কর গুরুতর। আমরা সম্মুখে হৈন্দ্ৰিয় গ্রাহ যে সকল বস্তু সর্বদা অল্পভর করিতেছি যথা পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, নদনদী, জ্ঞী, পুত্র, মাতা, পিতা এমন কি স্বদেহ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই বাস্তবিক নহে, ভ্রান্তিকল্পনামাত্র। শীত গ্রীষ্ম নিষ্ট তিরু স্নগন্ধ ছর্গন্ধ প্রভৃতি যাহা প্রতিনিয়ত অল্পভব করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে ঐ শীতগ্রীষ্মাদি বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। আশু দৃষ্টিতে উহা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ দৃশ্যতঃ প্রলাপ বাক্যের মধ্যে সত্য অন্তর্নিহিত আছে, উহা বুঝাইতে হইলে কয়েকটা সরল দৃষ্টান্ত আবশ্যক। মনে কর তুমি যে স্বপ্নকালে সমুদ্র নদনদী পর্ব্বত দেখিয়া থাক, দশ মিনিটের মধ্যে দশবৎসরের ঘটনা স্রোত তোমার চক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহার মধ্যে তুমি ঐ সকল ঘটনাজনিত স্নগন্ধ ছর্গন্ধ অল্পভব করিয়া থাক; স্বপ্নকালে উহা তোমার নিকট ভ্রান্তি বলিয়া কখনই অনুভূত হয় না। সত্যের ছায়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে ঐ স্বপ্নকালের ঘটনা পরস্পর সমস্ত অলীক প্রতীয়মান হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন যে ইহকালের জাগরণ অবস্থা আত্মার নিকট স্বপ্নবৎ; যদি তাহাই হয়, তবে আত্মার স্বরূপ অবস্থার নিকট ইহজগতের সকল বিষয়ই ভ্রান্তি ব্যতীত অল্প কিছুই হইতে পারে না। কথ্যটা আর একটু বিশদভাবে পরিষ্কার করিয়া

বলা আবশ্যক। তুমি এই যে বাহু জগৎ অনুভব করিতেছ ঐ বাহু জগৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বাব দিয়া তোমার মানস সমুদ্রে ভাসমান হইতেছে। ঐ মানস সমুদ্রের মূল আধার চৈতন্য, অতএব তোমার মায়ার মিশ্রিত চৈতন্যই মানসাকারে প্রকটিত হইয়া বাহুজগৎ কল্পনা করিতেছে এবং ঐ মানসসমুদ্রের কল্পনা বাবিত্তে বাহুজগৎ ভাসমান আছে। এতাবত্তায় প্রমাণিত হইতেছে যে বাহুজগৎ মানস কল্পনার সৃষ্ট পদার্থ মাত্র। যেহেতু মন ব্যতীত জগতের কখনই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। নিদ্রাকালে মন যখন সেই পরমকারণে লীন হয়, তখন মনের অবিকাশহেতু জগতের অস্তিত্বভাব হয়। আসল কথা মনই বাহুজগৎ আকারে পরিণত হয়। ইহা দ্বারা প্রতীপন্ন হইতেছে যে যখন জ্ঞানানন্দময় আত্মা মনকে বাহুজগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া লন, তখন মন-কল্পনারূপ সমুদ্রবারির অভাবে বাহুজগৎ ও তছপরি ভাসমান হইতে পারে না। সূত্ররূপে আত্মার স্বরূপাবস্থায় নিকট জগৎ ভ্রান্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বোক্তমত যেমন দেহের জাগরিত অবস্থায় স্বপ্নের মানস কল্পনা মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ আত্মার জাগরিতাবস্থায় তাহার স্বপ্নরূপ মানস ও ঐ স্বপ্নরূপ মানসে যে বাহুজগৎ ও তৎসম্বন্ধিত শোক ছর্গন্ধ প্রতিভাত হয়, তাহাও মিথ্যা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। এই মানসই যে আত্মার স্বপ্ন তাহা পরবর্ত্তী বর্ণনার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। যেমন গাঢ় স্থির সুষুপ্তির বিকৃত অবস্থাই স্বপ্ন, সেইরূপ অবিরত্যর বিকৃত অবস্থাই জীবের অন্তঃকরণ বা মানস।* সুষুপ্তি দ্বারা যেরূপ দৈহিক চৈতন্য অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সেই-

* উপরোক্ত মানসার্থে মন ও বুদ্ধি উভয়ই গণ্য।

রূপ অবিদ্যা কর্তৃক স্বরূপ আশ্র চৈতন্য বা আশ্র-জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। যেমন স্রষ্টারূপ স্রষ্টার অধ্বারি বিকোভিত হইয়া ভ্রান্তজ্ঞানময় স্বপ্ন-রূপবত্তা উথিত হয় ও তদ্বারা সমুদ্র প্রাবিত হয় এবং ভ্রান্ত স্বপ্ন-সমুদ্রে বৈচিত্র ঘটনাময় উদ্ভিক্ষণে বুদ্ধবুদ্ধ সকল ভাসমান হয়, সেইরূপ সমষ্টি ব্রহ্ম পক্ষে মায়া বিকোভিত হইয়া মহামানসাকারে প্রকটিত হয় এবং ঐ মহামানসসমুদ্রে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান হয় এবং ব্যষ্টি জীব পক্ষে অবিদ্যা বিকোভিত হইয়া মন বা অন্তরকরণে পরিণত হয়। এবং ঐ মনমধ্যে পূর্বোক্ত পার্বভৌতিক মায়িক জগতের বৈচিত্র ঘটনাবলী প্রতিভাত হয়। প্রকৃতপক্ষে মায়া মহামানসাকারে বিবর্তিত হইয়া যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য প্রপঞ্চ সকল অবিদ্যা-বিবর্তিত জীবের অন্তরকরণে প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ ঐ অন্তরকরণ, স্থল-দেহেন্দ্রিয়বাস্তু হইয়া ও স্থলাকার ধারণ করিয়া মায়িক স্থল বিষয়ের সহিত মিলিত হয়, এবং ঐ মিথ্যা দৃশ্যপ্রপঞ্চ সত্যজ্ঞানে জ্ঞানাত্মকে উপভোগ করায়। আসল কথা এই দেহ স্থলপদার্থ, অতএব দেহাশ্রিত চৈতন্যকর্তৃক স্থলদেহ জাগরিত হয়। ঐ স্থল দেহেন্দ্রিয়ের সহিত জগতের স্থলপদার্থের সম্বন্ধ অর্থাৎ উভয়ই সমস্তের অবস্থিত। এই-জন্ত দেহাশ্রিত চৈতন্যকর্তৃক স্থল জগৎ অল্পভূত হয়। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যে সূর্যের আলো কোন পদার্থে পতিত হইলে ঐ পদার্থের প্রতিবিম্ব তাইব্রাটারিমোসেন (Vibratory motion) কর্তৃক চক্ষু প্রতিবিম্বিত হয়, উহা দশক স্নায়ু (Optic nerve) কর্তৃক মস্তিষ্কে নীত হইলে মনের উদ্বোধন-শক্তি, উক্ত স্নায়ুর সহিত মিলিত হইয়া উক্ত বস্তু আকারে বিকাশিত হয়। আলো এবং চক্ষু উভয়ই

তৈজস পদার্থ। মধ্যবর্তি কম্পন-গতিদ্বারা উভয়ের যোগ হয়। ঐ উভয় যোগাকর্ষণ হইতে যে স্নায়বীয় গতি উৎপন্ন হয়, তাহাই মানসক্ষেত্রে, পৌছিয়া মনকে তদভাবা-পন্ন করে। অতএব আলো, চক্ষু উভয়েই এক-স্তরান্তর্গত ও একই জাতীয় পদার্থ। গতি এবং প্রতিবিম্বন ক্রিয়াও তদন্তর্গত, ঐ সমস্তের ফল স্বরূপ মনও তদন্তর্গত হয়। এই স্থলদৃশ্য জগতের কার্য যে নিয়মের অধীন স্থল অদৃশ্য জগতের ক্রিয়াও যে সেই একই নিয়মাবলী, তাহা স্থলান্তরে প্রমাণিত হইবে। যাহা হউক স্থল-দেহের ভ্রায় স্থল, ও কারণ দেহাশ্রিত চৈতন্য-কর্তৃক স্থল ও কারণ জগৎ অল্পভূত হয়; যখন চৈতন্য পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্ত হয় তখন ত্রিজগৎ তাহার নিকট মিথ্যা ও ভ্রান্ত কল্পনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে জগৎ মায়াময় ও জীব অবিদ্যা-শ্রিত। এক্ষণে মায়া ও অবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে কি পদার্থ এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্ত শ্লোকে স্পষ্টরূপে আছে। কিন্তু ঐ মায়া ও অবিদ্যার উদ্দেশ্য সরলভাবে তাৎপর্য ব্যাখ্যা ব্যতীত ঐ শ্লোকোন্নিষিত ব্যাখ্যা পাঠকগণের বৃদ্ধিবার পক্ষে গোল হইতে পারে, এইজন্য মায়া প্রকৃত তত্ত্ব কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক। এস্থলে স্বয়ং রাখা উচিত যে ব্রহ্ম সংপদার্থ অতএব তিনি সত্য। দৃশ্য জগৎ ভ্রান্ত কল্পনামাত্র এইজন্য মিথ্যা। ব্রহ্মের এই জগৎ বিকাশিনী শক্তির নাম মায়া। তবেই হইল ব্রহ্ম যে জগৎ ভ্রান্ত হয় উহাই মায়ায় কার্য। মায়া বাস্তবিকই স্বয়ং কোন পদার্থ নহে, উহা ব্রহ্মের ভাব বা শক্তিবিশেষ; তোমার ভাব বা শক্তি যেমন তোমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, মায়াও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পশ্চাত্তরে

আমার বা তোমার ভাব যেমন স্বয়ং আমি বা তুমি নহি। মায়াও সেইরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম নহেম। তুমি চেতন জীব, তোমার শক্তি বা ভাব হইতে যেমন শরীরস্থ অচেতন অনেক পদার্থের বিকাশ হয়। ব্রহ্মের শক্তি বা ভাব হইতেও সেইরূপ অচেতন জগতের বিকাশ হইয়া থাকে। বৈদান্তিকগণ কহেন যে মায়া সত্যও নহে অসত্যও নহে, উহা অঘটন-ঘটন-পটীয়মী অনির্লচনীয়া অর্থাৎ বাক্যাভীত। প্রকৃতপক্ষে মায়া মানবের জ্ঞান বৃদ্ধির অতীত। মায়া-শক্তি ব্রহ্মচেতনের আভাসে ত্রিগুণাধিতা হইয়া মহৎ বা মহামানসাকারে অনন্ত জগৎ কল্পনা করেন, অর্থাৎ ঐ কল্পনাই জগদাকারে বিবর্তিত হয়। মনে কর কালিদাসের রঘুবংশ বা কুমারসম্ভব কাব্য লিখিবার পূর্বে ঐ কাব্যোক্ত বিষয়গুলি অগ্রে তাঁহার কল্পনারূপ মানসাকারে প্রকটিত হইয়া ছিল। ঐ গ্রন্থোক্ত বিষয় বা উহার প্রত্যেক শ্লোক ও অক্ষর পর্যন্ত অগ্রে তাহার মানসাকারে প্রকটিত না হইলে, কখনই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইতে পারিত না। কথাটা আরও একটু বিশদভাবে বলা উচিত? তুমি রামচন্দ্র লিখিবে, ঐ রামচন্দ্র শব্দটা ও তাহার বর্ণের আকর্ষণ অগ্রে তোমার মনে উদ্ভূত হইবে, পরে ঐ রাম-প্রভৃতি বর্ণগুলির আকার মনে হইতে স্নায়বীয়শক্তি কর্তৃক তোমার হস্তে আসিয়া ঐ হস্তদ্বারা কাগজ কালি ও কলমরূপ উপাদান সংযোগে দৃষ্টাকারে প্রকাশিত হইবে। এস্থলে ঐ কার্য নিম্নের দুইটি কারণ আবশ্যক যথা নিমিত্তকারণ বা কর্তৃকারণ; এবং উপাদানকারণ বা কার্যকারণ, উভয় কারণই মানসশক্তি উদ্ভূত, মনে কর জগতে যেন কালি, কলম ও কাগজ নাই উহা তোমার প্রস্তুত করিয়া লইয়া লিখিতে হইবে; অতএব ঐগুলি প্রস্তুত করিতে তোমার চিন্তা-

শক্তির আবশ্যক অতএব চিন্তাদ্বারা উপাদান বা বস্তুশক্তি কল্পনা করিয়া সেই বস্তুশক্তির সাহায্যে ঐ কালি কলম কাগজ তোমার প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, অতএব তোমার মনে যে শক্তিদ্বারা রামচন্দ্র শব্দ লিখিবে মনের সেই শক্তিই রামচন্দ্র শব্দের নিমিত্ত কারণ, উহাই চিৎশক্তি এবং যে শক্তি কালি কলম কাগজে পরিণত হইবে উহাই উপাদান কারণ বা জড়শক্তি। এখন মনে কর ব্রহ্ম আমাদের গায় আকারবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নহেন, ব্রহ্ম অনন্ত-জ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহার মায়া হইতে জগৎ বিকাশিনীশক্তির যে বিকাশ হয় ঐ শক্তিই চৈতন্যের আভাসে চেতনবৎ হইয়া স্বয়ং মহামানসাকারে বিবর্তিত হয় এবং ঐ মানসাকারেই বিশ্বব্রহ্মও প্রকটিত হয়; ঐ মহামনের বিকাশিনীশক্তিই দৃষ্ট জগতের নিমিত্ত কারণ, উহাই স্বয়ং সত্ত্বগুণ চিৎশক্তি বা চিদাকাশ, কিন্তু উপাদান ব্যতীত জগৎ স্থূল দৃষ্টাকারে পরিণত হইতে পারে না। উপাদান জড়পদার্থ, অতএব জড়শক্তি ব্যতীত জড়ীয় উপাদানের বা জড়পদার্থের বিকাশ অসম্ভব। চিৎশক্তিদ্বারা রামচন্দ্র শব্দের আকার কল্পিত হয় বটে, কিন্তু কাগজরূপ আশ্রয় ব্যতীত শব্দের আকার প্রকাশ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ হইবে কিরূপে? আবার কাগজ প্রস্তুত হইলেও কলম ও কালির সাহায্য ব্যতীত ঐ রামচন্দ্র শব্দ স্থূলবর্ণ বা অক্ষরাকারে লিপিবদ্ধ হইতে পারে না। অতএব রামচন্দ্রশব্দের আকার বা বর্ণ লিপির আশ্রয় কাগজ, লিপিনির্বাহক যন্ত্র কলম এবং বর্ণের দেহরূপ আচ্ছাদন কালি বা রং। ঐ কাগজ, কলম ও কালি সমস্ত উপাদানই জড়শক্তি বা জড়াকাশ হইতে উদ্ভূত হয়, ঐ জড়াকাশ চিদাকাশের বা চিৎশক্তির আচ্ছাদন বা আবরণ ব্যতীত অগ্নি কিছুই নহে। ঐ চিদাচ্ছাদনীশক্তিই তমগুণ, তমপ্রধান গুণই

পূর্বোক্ত উপাদানে বিবর্তিত হইয়া নামরূপের আশ্রয়স্বরূপ স্থল বিধে পরিণত হয়। পূর্বে কথিত হইয়াছে মায়া ত্রিগুণাধিত, উহা ব্রহ্মের শক্তি হইলেও স্বয়ং ব্রহ্ম নহে, এবং সংপদার্থও নহে। পূর্বে উদাহরণ অনুসারে রঘুবংশ বা কুমার-সম্ভব কাব্য কালিদাসের মানসশক্তি প্রসূত বা তাঁহার মানস কল্পনা হইতে উদ্ভূত। এখন মনে কর কালিদাস যেন সংপদার্থ। (এস্থলে সং-পদার্থ অর্থে কালিদাস নামক একজন জীব) কিন্তু তাঁহার কল্পনাপ্রসূত রঘুবংশ বা কুমার-সম্ভব কাব্য এবং ঐ কাব্যোন্নিখিত শ্লোক কি ঐ শ্লোকান্তর্গত কোন পদ বা বর্ণ স্বয়ং কালিদাস নহে কিবা উহা সত্যপদার্থও নহে উহা সমস্তই তাঁহার কল্পনাপ্রসূত, আবার তাঁহার ঐ কল্পনা বা কল্পনাশক্তি স্বয়ং কালিদাস নহে। যেহেতু ঐ কল্পনা একদেশ ব্যাপী, কিন্তু তাঁহার পক্ষে তিনি পূর্ণ। যখন কালিদাস স্বরূপাবস্থায় স্থিতিবাপন্ন থাকেন, তখন তাঁহার কোন কল্পনা থাকে না। তাঁহার কল্পনাশক্তিও তাঁহাতে লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু তিনি অবিকাশিত হন না বা লুক্কায়িত থাকেন না। অতএব তাঁহার কল্পনা বা কল্পনাশক্তিকে কখনই স্বয়ং কালিদাস বলা যাইতে পারে না।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা মায়া স্বয়ং ব্রহ্ম নহে সত্যত হইল। যাহা ব্রহ্ম নহে তাহা সং নহে। (প্রশ্ন) মায়া যদি সংপদার্থ না হয় তবে জগৎ যেকপ অসং, মিথ্যা মায়াকে সেইরূপ স্পষ্ট মিথ্যা না বলিয়া সত্য নহে মিথ্যাও নহে অনির্কটনীয়া বলার তাৎপর্য কি? উহার তাৎপর্য অতি গূঢ়। ঐ গূঢ় তাৎপর্য না থাকিলে বেদান্তপ্রণেতা ঋষি বা তাঁহার ভাষ্যকার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রাণাপের জায় উহাকে অনির্কটনীয়া বলিতেন না। ঐ তাৎপর্য নিম্নোন্নিখিত মত অবিদ্যা এবং অবিদ্যাপ্রিত

জীবের ব্যাখ্যাকালে বিদগ্ধ ও স্পষ্টীকৃত হইবে। অবিদ্যা মায়ার বহির্ভূত নহে। উহা মায়ার জায় ভাব বিশেষ। ঐ মায়া এবং অবিদ্যা উভয়েই ব্রহ্মের প্রকৃতি, ঐ মায়া এবং অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য এই যে ঐ মায়াপ্রিত চৈতন্ত মায়ার অধীন নহে। ঐ মায়াপ্রিত চৈতন্তই স্বয়ং ঈশ্বর আর অবিদ্যাপ্রিত চৈতন্তের প্রতি-বিম্ব অবিদ্যার বশতাপন্ন ও অধীন, ঐ অবিদ্যাপ্রিত চিহ্নই জীব। উপরে কথিত হইয়াছে যে মায়া এবং অবিদ্যা উভয়কেই প্রকৃতিবলে। ঐ প্রকৃতি সব, রজ, তম এই ত্রিগুণাধিত। অর্থাৎ ঐ ত্রিগুণের বীজই মূলপ্রকৃতি মহাপ্রণয়-কালে উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপে পর-ব্রহ্মে লুক্কায়িত থাকে। সৃষ্টিকালে কার্য্যভেদে দ্বিবিধ হয়, তন্মধ্যে বিদগ্ধ সম্বন্ধপ্রধান প্রকৃতির নাম মায়া আর বিদগ্ধ সম্বন্ধপ্রধান প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। এক্ষণে ঐ সম্বন্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং উহার বিদগ্ধ অবিকৃততার তাৎপর্য্য না বুঝিলে ঐ মায়া এবং অবিদ্যার তাৎপর্য্য কখনই বোধগম্য হইতে পারে না। পূর্বেই কথিত হইয়াছে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বা সত্য-জ্ঞান-নন্দ; ইহার অর্থ এই যে, অনাদি অনন্ত অশরীর, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ সবা অর্থাৎ আছেন মাত্র। তাঁহাতেই যে শক্তি কর্তৃক মিথ্যা জগৎ কল্পিত হয় তাহাই তাঁহার মায়া, অতএব মায়াই ঐ মিথ্যা জগতের বীজ; কিন্তু ঐ মায়া সেই সচ্চিদানন্দের আভাসে চেতনব্যৎ হইয়া ত্রিগুণাধিতা হন, ঐ ত্রিগুণের মধ্যে সম্বন্ধই নির্মল সচ্চিদবিকাশিনীশক্তি; ঐ শুদ্ধ চিদবিকাশিনীশক্তি স্বয়ং চৈতন্তের আবরণ হইতে পারে না, বরং চৈতন্তের বিকাশক হয় তাহা ইতিপূর্বে দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্তের আভাসে মায়ায় যে চিদবিশ্বের বিকাশ হয়,

মায়ার সেই বিকাশিনীশক্তিই সৰ্বশূন্য। পূৰ্ণে বৰ্ণিত হইয়াছে যেমন অন্ধকারে কাচ ও মূৰ্ত্তিকার বিকাশ হইতে পারে না। আলোদ্বারা উভয়েরই বিকাশ হয় বটে, কিন্তু মূৰ্ত্তিকানিৰ্ম্মিত পাত্ৰ আলোর আবরক ও কাচনিৰ্ম্মিত পরকলা ঐ আলোর বিকাশক। সেইরূপ চৈতন্যকৰ্তৃক জ্ঞানের বিকাশ হয় কিন্তু তমগুণ চৈতন্যের আবরক ও সৰ্বগুণ বিকাশক। সুতরাং সৰ্বগুণ চৈতন্যের সম্পূর্ণ অভাসযুক্ত। ঐ সৰ্বগুণস্থ চৈতন্যই মায়ার পরিচালক, মায়ার অস্ত্র দুইটি গুণ তদধীন। মায়ী উহার (চৈতন্যের) বশতঃপন্ন। ঐ মায়োপাদিক চৈতন্যই মায়িক ঈশ্বর এবং সৰ্বগুণযুক্ত চিৎশক্তির নামই পরাশক্তি বা ঈশ্বরীশক্তি। উহাই জগতের নিমিত্ত কারণ। মনে কর ইন্দ্রজাল মিথ্যা বা ভ্রাস্ত্যুপাদক। দর্শকগণ ইন্দ্রজালের মিথ্যা ঘটনা সকল সত্যের ভায় অমুভব করেন; কিন্তু ঐন্দ্রজালিক স্বয়ং কখন উহা সত্য বলিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস করেন না। কারণ তিনি ঐ ভ্রাস্ত্যুজ্ঞানের অধীন নহেন। এতাবতায় বিদ্বদ্ধ সৰ্বগুণাশ্রিত চৈতন্যই সনস্ত মায়ীশক্তির পরিচালক সাব্যস্ত হইল। ঐ চিদ্বিধিত সৰ্বগুণাশ্রিত মায়ীই পূৰ্ণোক্তমত জ্যোতিৰ্ম্ময় মহৎ বা ব্রহ্মানন্দাকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত করেন উহাই মহৎ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের মহৎ যোনি এবং চিহ্নিষ্যই বীজ। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিম্নোক্ত শ্লোক ব্যাখ্যাকালে বিবৃত হইবে।

স্বাংগৈঃ পঞ্চভিস্তেবাং ক্রমান্দ্রিয় পঞ্চকম্ ।
শ্রোত্রদৃশ্যস্পর্শস্বাধাধ্যমুপজায়তে ॥ ১৯ ॥

পূৰ্ণোক্তপ্রকারে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, এইরূপ সেই পঞ্চভূত হইতে কিরূপে ভৌতিকপদার্থসমূহ সমুৎপন্ন হয়, তদ্বিবরণার্থ প্রথমতঃ শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্রষ্টি বিবৃত হইতেছে। আকাশাদি পঞ্চ-

ভূতের প্রত্যেকের পঞ্চ সৰ্বগুণাংশ হইতে যথোপায়ে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আকাশের সৰ্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়; এইরূপে বায়ুর সৰ্বগুণ হইতে দৃশ্যেন্দ্রিয়, তেজের সৰ্বগুণ হইতে চক্ষুঃ, জলের সৰ্বগুণ হইতে রসেন্দ্রিয় (জিহ্বা) এবং পৃথিবীর সৰ্বগুণ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে এক একটি ভূতের সৰ্বাংশ হইতে শ্রবণাদি এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তৈরন্তঃকরণং সৰ্বৈর্বৃত্তিভেদেন তৎস্থিধা ।
মনোবিমর্ষকপং স্তাং বুদ্ধিস্মিন্দিগ্ভ্যাম্বিকা ॥ ২০ ॥

পঞ্চভূতের পৃথক পৃথক সৰ্বাংশ হইতে এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয় এবং ঐ সৰ্বগুণেব সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দ্বিবিধ যথা—মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মকবৃত্তিকে মন এবং নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে, একই অন্তঃকরণ মনঃ ও বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

রজোহংশৈঃ পঞ্চভিস্তেবাং ক্রমাং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি ভূ-
বাক্পানি-পাদপায়ুপস্থাত্তিধানানি জজ্ঞিবে ॥ ২১ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথোপায়ে বাক্য প্রভৃতি পঞ্চকৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপে বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত, তেজের রজোগুণ হইতে পাদ; জলের রজোগুণ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়কে কৰ্ম্মেন্দ্রিয় বলে, উক্ত বাক্পানি প্রভৃতি পঞ্চকৰ্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা জগতের সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ॥ ২১ ॥

তৈঃ সৰ্বৈঃ স্রষ্টিতৈঃ প্রাণোবৃত্তিভেদাং স পঞ্চধা ।
প্রাণোহপানঃ সমানশোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ পৃথক

পৃথকরূপে বাত্পানি প্রভৃতি পঞ্চকর্মেজ্বর
সমুৎপাদন করে; এই পঞ্চভৌতিক রঞ্জোত্তপ
একত্রিত হইলে প্রাণ সমুৎপন্ন হয়, উক্ত প্রাণ,
কার্য্যভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশ পায় যথা।—
প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। উক্ত
গমনশীল যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসরূপে নাসিকাপথে
যাতায়াত করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। অধো
গমনশীল যে বায়ু, পায়ুদেশে অবস্থিতি করিয়া
মলনির্গমাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে
অপান বায়ু বলে, যে বায়ু উদরে অব-

স্থিতি করিয়া পাকাদিকার্য্য সম্পাদন করে
তাহার নাম সমানবায়ু। উৎপাররূপে উক্ত
গমনশীল যে বায়ু জীবের কণ্ঠদেশে অবস্থিত
হইয়া জীবকে আহার গ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ
করে তাহাকে উদানবায়ু বলে এবং সর্ষ
নাড়ীতে গমনশীল যে বায়ু সর্ষ শরীর ব্যাপিয়া
রহিয়াছে ও স্নায়ু প্রভৃতির কার্য্য সাধন করে
তাহার নাম ব্যানবায়ু এই পঞ্চ বায়ুই জীবন
স্বরূপে শরীরে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২২ ॥

ক্রমশঃ—

সামবেদান্তর্গত বিবাহঙ্গ হোমমন্ত্রব্যাখ্যা ।

৪র্থ প্রবন্ধ ।

ও গৃহ্মানি তে সৌভগদ্বার হস্তং ময়া পত্যা
জরদন্তির্ব্যাসঃ ভগ্নোহির্বমা সবিতা পুরন্ধ্রিমহঃ
আর্হগার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ১ ॥

অর্থঃ। তে সৌভগদ্বার হস্তং গৃহ্মানি
যথা পত্যা ময়া জরদন্তিঃ আসঃ। পুরন্ধ্রিঃ ভগ্নঃ
অর্ঘ্যমা সবিতা চ দেবাঃ গার্হগত্যায় ত্বা মহঃ
অহুঃ ॥ ১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তে তব সৌভগদ্বার
সৌভাগ্য হেতবে হস্তং পাশিঃ দক্ষিণং ইতি
শেষঃ। গৃহ্মানি ধারয়ামি, যথা যেন প্রকারেণ
পত্যা স্বামিনা ময়া জরদন্তিঃ জরাস্তং যাবৎ
বার্দ্ধক্য পর্য্যন্তং ইত্যর্থঃ আসঃ ভবসি। পুরন্ধ্রিঃ
অগ্রণীঃ ভগ্নঃ ষড়ৈশ্বর্য্যাসম্পন্নঃ ক্ষেত্রঃ ইত্যর্থঃ
ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীর্ঘ্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-
বৈরাগ্যয়োশ্চৈব বন্ধাং ভগ্ন ইতি স্মৃতঃ।
অর্ঘ্যমা অর্ঘ্যঃ সবিতা জগৎপ্রসবকারী ব্রহ্মা
এতে দেবাঃ গার্হপত্যায় লক্ষণয়া তদাখ্যাক্ষী

হোমসমাধানায় * ত্বা ত্বাং মহঃ অহুঃ
দন্তবন্তঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গাহুবাণ। আমি তোমার সৌভাগ্যের

* লক্ষণায় লক্ষণ সাহিত্যত্বপূর্ণের ২য় পরিচ্ছেদে
উল্লিখিত হইয়াছে।

মুখ্যার্ঘ্য বাধে তদ্ব্যক্তো যথাক্রোধানর্থঃ প্রতীয়তে।

—লক্ষণাশক্তিরূপিতা।

মুখ্য অর্ঘ্যং প্রধান অর্থের বাধা হইলে যে শক্তিব্যায়
তদ্ব্যক্ত অপর অর্থ প্রতীয়মান হয় সেই শক্তিকে লক্ষণা
শক্তি কহে।

সচরাচর সাধারণে বলিয়া থাকে যে “অমুকের সাধারণ
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে” কিন্তু সকলেই জানে যে
আকাশ নৃত্ত পর্বাণ্ড, উহা কখনই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে
না। সূত্ররূপে এক্ষেত্রে প্রধান অর্থের বাধা ঘটিল। অতঃ
এব এখানে তদ্ব্যক্ত অর্ঘ্যং আকাশস্থিত বস্তুরূপে লক্ষণা-
দ্বারা ব্যক্তি লইতে হইবে। উক্তপন্থা এখানে গার্হপত্যায়
নিমিত্ত বলিলে অসঙ্গতি ঘটে, একারণ গার্হপত্যায়নামক
অমিতে হোমসমাধানের নিমিত্ত এই অর্থ লক্ষিত হইল।

নিমিত্ত তোমার দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করিলাম ।
তুমি যাবজ্জীবন আমার সহচরী হইয়া থাক ।
বড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ঈশ্বর সূর্য্য এবং ব্রহ্মা তোমাকে
আমার গার্হপত্য অগ্নিতে হোম সমাধানের
নিমিত্ত আমাকে দান করিয়াছেন ॥ ১ ॥

১। তগঃ—ষড়ৈশ্বর্য্য সমষ্টিভগঃ স অন্ত
অন্ত ইত্যর্থঃ প্রত্যয়ঃ । ২। গার্হপত্যায়—
গৃহপতে গৃহস্থামন্ত্রমন্ত্ৰ হি তঃ গার্হপত্যঃ তস্মৈ
দক্ষিণায় গার্হপত্যহবনীয়াস্তয়োহধ্বয়ঃ ইত্য-
ময়ঃ ।

ওঁ অঘোরচক্ষুঃপতিশ্রেণি শিবা পশুভ্যঃ
সুমনাঃ সুবর্জাঃ বীরসুর্জীবসুর্দেবকামা শম্নো
ভব বিপদেশঃ চতুস্পদে ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ । (হে কন্তকে ! ঐ) অঘোর-
চক্ষুঃ অপতিয়ী (তথা) পশুভ্যঃ শিবা এধি ।
সুমনাঃ সুবর্জাঃ বীরসুঃ জীবসুঃ তথা দেবকামা
(ভব) নঃ (প্রতি) শং ভব বিপদে (তথা)
চতুস্পদে শং ভব ॥ ২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কন্তকে ! ঐ অঘোর-
চক্ষুঃ ক্রুরদৃষ্টিঃ ঘোরে ক্রুরে চক্ষুযী যন্তাঃ সা
ন ভবতীতি অঘোরচক্ষুঃ অপতিয়ী অপতি-
যাতিনী পতিং হস্তি যা সা ন ভবতীতি অপতিয়ী
তথা পশুভ্যঃ পশুনাং গোমহিষাদীনাং শিবা
সুখাবহা এধি ভব । সুমনাঃ প্রশস্ত মামসা
সুবর্জাঃ শুভেশ্বিনী বীরসু বীরপ্রসবিনী জীবসুঃ
জীববদ পুত্রপ্রসবিনী দেবকামা দেবেষু লক্ষণা
দেবপুজনেষু কামঃ অভিলাষঃ যন্তাঃ তাদৃশী
পঞ্চযজ্ঞাভিরতা ইত্যর্থঃ । পঞ্চযজ্ঞপ্রকারমাহ
স্বতিঃ অধ্বাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ । পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণং ।
হোমো দৈবো বলিভোতো ন্যজোহতিথি-
পূজনং । পঞ্চ এতান্ মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি
শক্তিতঃ । স গৃহেহপি বসন্ নিতাং সূনা
দৌষৈর্ন লিপ্যতে । সূনাদৌষৈঃ পঞ্চসূনা-
দৌষৈঃ । পঞ্চসূনাপ্রকারমাহ যজ্ঞবল্ক্যঃ । পঞ্চ-

সূনা গৃহস্থস্ত চুদী পেষণাপকরঃ । কুণ্ডলী
চোদকুস্তস্ত বধ্যতে যান্ত বাহয়ন্ । তথা নঃ
অম্বভ্যঃ শং কল্যাণকারিণী দ্বিপদে পাদদ্বয়-
সম্পন্নায় মহাব্যবর্ণায় শং কল্যাণকারিণী চতুস্পদে
গবাদিকায় শং মঙ্গলকারিণী ভব । ২ ।

বঙ্গাহুবাদ । হে কন্তকে ! তুমি সরলদর্শনা
এবং অপতিনিশিনী (অর্থাৎ সধবা) হও,
গোমহিষাদি পশুবর্গের সুখাবহা অর্থাৎ প্রতি-
পালনকারিণী হও, তুমি সরলান্তঃকরণা তেজ-
স্বিনী বীরপ্রসবা জীববৎসা এবং নিত্যদেব
পূজাভিরতা হইও, আমাদিগের কল্যাণকারিণী
ও অপরাপর মহাব্যবর্গের মঙ্গলদাত্রী এবং
গোমহিষাদিগণ কুশলসাধিকা হইও । ২ ।

১। শং মঙ্গলং ভব—অজহল্লিঙ্গত্বাং ন
জীলিঙ্গতা ।

ওঁ আনঃ প্রজ্ঞাং জনয়তু প্রজাপতিরা-
রসায় সমনন্তুর্যমা ত্রাহুর্মঙ্গলীঃ পতিলোক-
মাবিশ শং নো ভব বিপদে শং চতুস্পদে । ৩ ।

অম্বয়ঃ । প্রজাপতিঃ নঃ প্রজ্ঞাং আজ্ঞনয়তু
অর্থ্যমা আজ্ঞরসায় সমনন্তু (তব সৌভাগ্য-
মিতিশেষঃ) মঙ্গলীঃ ত্বা ত্রাহুঃ (মহামিতি
শেষঃ) পতিলোকং আবিশা (স্বমিতি
শেষঃ) ন (তথা) বিপদে (তথা) চতুস্পদে শং
ভব । ৩ ।

সংস্কৃতব্যাখ্যা । প্রজাপতিঃ সন্ততিবিধাতা
নঃ অম্ব্যকং প্রজ্ঞাং সন্ততিং প্রজ্ঞান্তাং সন্ততৌ
জনে ইত্যমরঃ । আ জনয়তু সমুৎপাদয়তু ।
আর্য্যমা সূর্য্যঃ আজ্ঞরসায় জ্ঞাপ্যন্তঃ বার্কিক্য-
পর্য্যন্তমিতি যাবৎ তব সৌভাগ্য্য সমনন্তু
ব্যজ্ঞয়তু । মঙ্গলীঃ প্রশস্তমঙ্গলসম্পন্নঃ দেবতাঃ
ত্বা ত্বাং মহৎ অহুঃ দত্তবত্যাঃ । দেবতানাং
সমীপে এবং সংপ্রার্থ্য সংপ্রতি তামেবাহ হে
কন্তকে ! ঐ পতিলোকং পতিকুলং আবিশ
প্রবিশ । নঃ অম্বভ্যঃ দ্বিপদে দুহুযাদিকায়

তথা চতুপদে গবাদিকার ধং মঙ্গলং লক্ষণায়
কল্যাণকারিণী ভব ॥ ৩ ॥

বঙ্গাহুবাদ । প্রজাপতি আমাদের সন্ততি
প্রদান করুন । ভগবান্ সূর্য্যদেব বার্ক্যপার্য্যন্ত
তোমার সৌভাগ্য প্রকাশ করুন । মঙ্গল-
শালিনী দেবতারা আমাদের তোমার প্রদান
করিয়াজেন । অতএব তুমি এক্ষণে পতিগৃহে
প্রবেশ করিয়া আমার এবং অপরপর মনুষ্য-
বর্গের এবং গোমহিষাদিরও কুশলকারিণী
হও ॥ ৩ ॥

১। আ জনয়তু—ব্যবহিতোহপি আশব্দঃ
জনয়তিত্যেনে যোজ্যঃ ২। নঃ দ্বিপদে চতু-
পদে—কুণলার্থবাচকস্ত শমিত্যস্ত যোগে
চতুর্থী ।

ওঁ ইমাং অমিজ্জ ! মিধঃ সুপুত্রাং সুভগাং
কুধি । দশাভ্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং
কুরু ॥ ৪ ॥

অর্থঃ । হে ইজ্জ ! ত্বং মিধঃ (সন্)
ইমাং সুভগাং (তথা) সুপুত্রাং কুধি । অস্তাং
দশপুত্রান্ আধেহি পতিং (অস্তা ইতি শেষঃ)
একাদশং কুরু ॥ ৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে ইজ্জ ! দেবরাজ ! ত্বং
মিধঃ সন্ উদক-প্রক্ষেপবিধিনাপ্যারনকারকঃ
সন্ ইমাং মৎপরিণীতাং স্ত্রিয়ং সুভগাং সৌভাগ্য-
শালিনীং তথা সুপুত্রাং সংপুত্রপ্রসবিনীং কুধি
কুরু । অস্তাং মৎপরিণীতাস্থাং দশ দশসংখ্য-
কান্ পুত্রান্ আধেহি জনয় । অত্র মনুষ্য-এষ্টব্য
বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ । যজ্ঞেত
বান্ধমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ । তথা পতিং
অমিনং একাদশং একাদশানাং পুত্রকং কুরু
বিধেহি । পিতৃপুত্রয়োরেভেদাভ্যে ত্রুটিঃ আত্মা
বৈ পুত্রনামাসি ইতি । স্মৃতিচ' পতিজ্ঞায়াং
প্রদিশতি গর্ভো ভূত্বহ মাতরং । তস্তাং পুত-
নবৌ ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে তজ্জায়া

জায়া ভবতি যদস্তাং জায়তে পুত্রমিতি । যযু-
বংশোহপি তস্তামাত্মাহুৰুপায়া মাতৃজন্মসমুৎ-
স্ককঃ ইতি ॥ ৪ ॥

বঙ্গাহুবাদ । হে ইজ্জ ! তুমি যথাসময়ে
জলপ্রক্ষেপাদিদ্বারা আমাদের মঙ্গলসাধন
করিয়া থাক । তুমি এই মৎপরিণীতা জীকে
সংপুত্রপ্রসবাও সৌভাগ্যশালিনী কর । ইহাতে
আমার দশটি পুত্র প্রদান কর । ইহার স্বামীকে
(আমাকে) একাদশস্থানীয় কর ॥ ৪ ॥

১। মিডুঃ—দখান্ সছান্ মিটুংস্কেন্তি
সিদ্ধান্তকৌমুদীহৃত্যং মিহ সেচনে ইতি ধাতোঃ
নিপাতিতঃ ।

ওঁ সম্রাজী স্বত্তরে ভব সম্রাজী স্বখ্যাং ভব
ননান্দরি চ সম্রাজী সম্রাজী চাধিদেবু ॥ ৫ ॥

অর্থঃ । (হে কন্তকে ! ত্বং) স্বত্তরে
সম্রাজীভব স্বখ্যাং সম্রাজী ভব । ননান্দরি চ
সম্রাজী (ভব) (তথা) অধিদেবু চ সম্রাজী
(ভব) ॥ ৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কন্তকে ! ত্বং স্বত্তরে
পত্ন্যাঃ পিতরি সম্রাজী গৃহকর্ত্তা ভব । স্বখ্যাং
পত্ন্যার্মাতরি সম্রাজী ভব । চ তথা ননান্দরি
পত্ন্যর্ভগিত্তাং সম্রাজী ভব । তথা অধিদেবু
দেবরেশ্ব সম্রাজী ভব । সর্কেষাং প্রতিপালন-
কারিণী ভবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গাহুবাদ । হে কন্তকে ! তুমি স্বত্তরের
সমীপে স্বশ্রর (খাণ্ডীর) নিকটে ননান্দা-
দিগের (ননাদিগের) সল্লিধানে এবং দেবরাদির
নিকটে গৃহকর্ত্তী বলিয়া পরিচিত হও ॥ ৫ ॥

১। সম্রাজী—ইতি অসমস্তং পদং । সমস্তে
সম্রাজীভ্যেব স্তাৎ ।

ওঁ মম ত্রেতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত মনু-
চিত্তন্তেহস্ত মম বাচমেকমনা জুয্য বৃহস্পতি
দ্বা নিধুনন্তু মম ॥ ৬ ॥

অর্থঃ । বৃহস্পতিঃ তে হৃদয়ং মম ত্রেতে

দৃশ্যতু তে চিত্তং মম চিত্তং অমু-অন্ত (যঃ)
একমনাঃ (সতী) মম বাচং জুযব (তথা)
যা মহং নিযুনক্তু (বৃহস্পতিরিত শেযঃ) ॥ ৬ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। বৃহস্পতিঃ সুরগুরুঃ তে
তুর হৃদয়ং মনঃ চিত্তং চেতো হৃদয়ং প্রান্তং
হৃদ্যানসং মনঃ ইত্যমরঃ। মম ব্রতে কশ্মপি
দৃশ্যতু স্থাপয়তু। তে তব চিত্তং মম চিত্তং
অমু মম চিত্তত অমুগামি অন্ত আবরোর্মতভেদং
সাক্ষাদিত্যর্থঃ। মম বাচং বাক্যং একমনাঃ
অবহিতা সতী জুযব সেবস্ব। ময়ি কিমপি
কথয়তি সতি অন্তস্তাং কথামাং মনো মা

স্থাপয়। এবং প্রকারেণ বৃহস্পতিঃ স্বা স্বাং
মহং নিযুনক্তু মদর্থে নিতরাং যোজয়তু ॥ ৬ ॥

বঙ্গাভুবাদ। তগবান্ বৃহস্পতি তোমার
মনকে আমার কর্মে নিয়োজিত করুন।
তোমার মন আমার মনের অমুকূল হউক।
তুমি অনন্তমনাঃ হইয়া আমার বাক্য সকল
শ্রবণ করিও। বৃহস্পতি এইরূপ প্রকায়ে
আমার কার্যের সহায়তা জ্ঞত তোমাকে নিয়ো-
জিত করুন ॥ ৬ ॥

ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ (১)

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ
পৃথিবী ন বেদ যন্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী-
মন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩ ॥

যোহপ্সু তিষ্ঠন্নন্তরোহন্তরো বমাপো ন বিজু-
র্যন্তাহপঃ শরীরং সোহপোহন্তরো যময়তোষ
ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪ ॥ যোহগ্নৌ তিষ্ঠ-
ন্নগ্নেরন্তরো যময়ন্ন বেদ যন্তাগ্নিঃ শরীরং
যোহগ্নিমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহন্তর্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ৫ ॥ যোহস্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নস্তরিক্ষাদন্তরো
যময়ন্তরিক্ষং ন বেদ যন্তান্তরিক্ষঃ শরীরং যোহস্ত-
রিক্ষমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহন্তর্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ৬ ॥ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যঃ
বায়ুন বেদ যন্ত বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো
যময়তোষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭ ॥ যো
দিবি তিষ্ঠন্নিবোহন্তরো যঃ দ্যৌর্ন বেদ যন্ত
দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়তোষ ত
আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮ ॥ য আদিত্যে তিষ্ঠ-
ন্নাদিত্যাদন্তরো বমাদিত্যো ন বেদ যন্তা-

হৃদিত্যঃ শরীরং ব আদিত্যমন্তরো যময়তোষ
ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯ ॥ যো দিক্ষু তিষ্ঠ-
ন্নিগন্তোহন্তরো যঃ দিশো ন বিদুর্গন্ত দিশঃ
শরীরং যো দিশোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মা-
হন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০ ॥ যশ্চক্স্তারকে তিষ্ঠ-
শ্চক্স্তারকাদন্তরো যঃ চক্স্তারকং ন বেদ যন্ত
চক্স্তারকং শরীরং যশ্চক্স্তারকমন্তরো যময়-
তোষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১ ॥ ব আকাশে
তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো বমাকাশো ন বেদ যন্তা-
হাকাশঃ শরীরং ব আকাশমন্তরো যময়তোষ
ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২ ॥ যন্তমসি তিষ্ঠ-
শ্চমসোহন্তরো যঃ তমো ন বেদ যন্ত তমঃ
শরীরং যন্তমোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহ-
ন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩ ॥ যন্তেজসি তিষ্ঠ-
শ্চন্তেজোহন্তরো যঃ তেজো ন বেদ যন্ত তেজঃ শরী-
রং যন্তেজোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহন্তর্যাম্য-
মৃত ইত্যাদিদৈবত যথাধিকৃতম্ ॥ ১৪ ॥ যঃ
সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্কেভ্যো ভূতেভ্যো

হস্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদ্বন্ত সর্বাণি
ভূতানি শরীরং যং সর্বাণি ভূতান্তরো যময়-
তোষ ত আত্মাহুত্বাণ্যমৃত ইত্যাহিতৃতমথা-
ধ্যাত্মম্ ॥ ১৫ ॥ যং প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো
যং প্রাণো ন বেদ যন্ত প্রাণঃ শরীরং যং প্রাণ-
মন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহুত্বাণ্যমৃতঃ ॥ ১৬ ॥
যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহন্তরো যং বাত্ ন বেদ
যন্ত বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়তোষ ত
আত্মাহুত্বাণ্যমৃতঃ ॥ ১৭ ॥ যন্ত কৃষি তিষ্ঠং
কৃষোহন্তরো যং চকূর্ন বেদ যন্ত চকুঃ শরীরং
যন্ত কৃষরন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহুত্বাণ্যমা-
মৃতঃ ॥ ১৮ ॥ যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠং ছোত্রাদন্তরো
যং শ্রোত্রং ন বেদ যন্ত শ্রোত্রং শরীরং যঃ
শ্রোত্রমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহুত্বাণ্যমৃতঃ ॥ ১৯ ॥
যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোহন্তরো যং মনো ন
বেদ যন্ত মনঃ শরীরং যো মনোহন্তরো যময়-
তোষ ত আত্মাহুত্বাণ্যমৃতঃ ॥ ২০ ॥ যন্ত চি
তিষ্ঠং সত্ত্বোহন্তরো যং সত্ত্বং বেদ যন্ত স্তব-
শরীরং যন্ত চমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহুত্ব-
াণ্যমৃতঃ ॥ ২১ ॥ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানা-
দন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যন্ত বিজ্ঞানং শরীরং
যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহুত্ব-
াণ্যমৃতঃ ॥ যো রেতসি তিষ্ঠন্ বেদসো-
হন্তরো যং রেতো ন বেদ যন্ত রেতঃ শরীরং
যো রেতোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহুত্বাণ্যমা-
মৃতোহদৃষ্টোদৃষ্টোহন্তঃ শ্রেতোহমতো মন্তা-
হবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নাভ্যোহতোহন্তি ত্রুষ্ঠা
নাভ্যোহতোহন্তি শ্রোতা নাভ্যোহতোহন্তি মন্তা
নাভ্যোহতোহন্তি বিজ্ঞাতৈব ত আত্মাহুত্বাণ্যমা-
মৃতোহতোহন্ত্যং ত ততো হোদালক আকৃণি-
বপররাম ॥ ২৩ ॥ ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি
তৃতীয়াধ্যায়স্ত সপ্তমঃ ব্রহ্মণম্ ॥ ৭ ॥

উদালক আকৃণি বাজবল্যকে অন্তর্ধামীর
বিষয় বিজ্ঞাপা করিলে বাজবল্য বলিলেন ;—

যিনি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন যিনি
পৃথিবীর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী বাহার
বিষয় জ্ঞাত নহে, পৃথিবী বাহার শরীর, যিনি
পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত
করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই
অন্তর্ধামী অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তরে থাকিয়া
সকলকে নিয়মিত করে তিনিই অমৃত ।

(অন্তরঃ—অভ্যন্তরঃ, যময়তি নিয়ময়তি,
স্বব্যাপারে। তে তব, সর্বভূতানাং উপ-
লক্ষণার্থম্।

যিনি জলে বাস করিতেছেন যিনি জলের
অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, জল বাহার বিষয় জ্ঞাত
নহে, জল বাহার শরীর, যিনি জলের
অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করিতে-
ছেন, তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী,
তিনিই অমৃত । ৪ ।

যিনি অগ্নিতে বাস করিতেছেন যিনি অগ্নির
অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অগ্নি বাহার বিষয় জ্ঞাত
নহে, অগ্নি বাহার শরীর, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে
থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই
তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী, তিনিই
অমৃত । ৫ ।

যিনি অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন যিনি
অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্তরীক্ষ
বাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্তরীক্ষ বাহার শরীর
যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরী-
ক্ষকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার
আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী, তিনিই অমৃত । ৬ ।

যিনি বায়ুতে বাস করিতেছেন যিনি বায়ুর
অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বায়ু বাহার বিষয় জ্ঞাত
নহে, বায়ু বাহার শরীর যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে
থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই
তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্ধামী,
অমৃত । ৭ ।

ଯିନି ବର୍ଗେରେ ବାସ କରିତେହେନ, ଯିନି ବର୍ଗର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଯାହେନ, ବର୍ଗ ବାହାର ବିଷୟ ଜାତ ନହେ, ବର୍ଗ ବାହାର ଶରୀର ଯିନି ବର୍ଗର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାକିଲା ବର୍ଗକେ ନିୟମିତ କରିତେହେନ ତିନିହି ତୋମାର ଆତ୍ମା, ତିନିହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାମୀ, ତିନିହି ଅମୃତ । ୮ ।

ଯିନି ଆଦିତ୍ୟେ ବାସ କରିତେହେନ ଯିନି ଆଦିତ୍ୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଯାହେନ, ଆଦିତ୍ୟ ବାହାର ବିଷୟ ଜାତ ନହେ, ଆଦିତ୍ୟ ବାହାର ଶରୀର, ଯିନି ଆଦିତ୍ୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାକିଲା ଆଦିତ୍ୟକେ ନିୟମିତ କରିତେହେନ ତିନିହି ତୋମାର ଆତ୍ମା, ତିନିହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାମୀ ତିନିହି ଅମୃତ । ୯ ।

ଯିନି ଦିକ୍ଷମୁହେ ବାସ କରିତେହେନ ଯିନି ଦିକ୍ଷମୁହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଯାହେନ, ଦିକ୍ଷମୁହ ବାହାର ବିଷୟ ଜାତ ନହେ, ଦିକ୍ଷମୁହ ବାହାର ଶରୀର, ଯିନି ଦିକ୍ଷମୁହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାକିଲା ଦିକ୍ଷମୁହକେ ନିୟମିତ କରିତେହେନ ତିନିହି ତୋମାର ଆତ୍ମା, ତିନିହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାମୀ ତିନିହି ଅମୃତ । ୧୦ ।

ଯିନି ଚକ୍ରେ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମୁହେ ବାସ କରିତେହେନ ଯିନି ଚକ୍ରେ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମୁହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଯାହେନ, ଚକ୍ରେ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମୁହ ବାହାର ବିଷୟ ଜାତ ନହେ, ଚକ୍ରେ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମୁହ ବାହାର ଶରୀର ଯିନି ଚକ୍ରେ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମୁହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାକିଲା ଚକ୍ରେ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମୁହକେ ନିୟମିତ କରିତେହେନ ତିନିହି ତୋମାର ଆତ୍ମା, ତିନିହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାମୀ ତିନିହି ଅମୃତ । ୧୧ ।

ଯିନି ଆକାଶେ ବାସ କରିତେହେନ, ଯିନି ଆକାଶର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଯାହେନ, ଆକାଶ ବାହାର ବିଷୟ ଜାତ ନହେ, ଆକାଶ ବାହାର ଶରୀର ଯିନି ଆକାଶର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାକିଲା ଆକାଶକେ ନିୟମିତ କରିତେହେନ ତିନିହି ତୋମାର ଆତ୍ମା, ତିନିହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାମୀ ତିନିହି ଅମୃତ । ୧୨ ।

ଯିନି ଅକ୍ଷକାରେ ବାସ କରିତେହେନ, ଯିନି ଅକ୍ଷକାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଯାହେନ, ଅକ୍ଷକାର ବାହାର ବିଷୟ ଜାତ ନହେ, ଅକ୍ଷକାର ବାହାର ଶରୀର, ଯିନି ଅକ୍ଷକାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାକିଲା ଅକ୍ଷକାକେ ନିୟମିତ କରିତେହେନ ତିନିହି ତୋମାର ଆତ୍ମା, ତିନିହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାମୀ ତିନିହି ଅମୃତ ॥ ୧୩ ॥

ଯିନି ତେଜେ ବାସ କରିତେହେନ, ଯିନି ତେଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଯାହେନ, ତେଜ ବାହାର ବିଷୟ ଜାତ ନହେ, ତେଜ ବାହାର ଶରୀର ଯିନି ତେଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାକିଲା ତେଜକେ ନିୟମିତ କରିତେହେନ ତିନିହି ତୋମାର ଆତ୍ମା, ତିନିହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାମୀ ତିନିହି ଅମୃତ ॥ ୧୪ ॥

ଏତଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମର ଆଧିଦେବିକସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମିଶ୍ରଣ ସହିତ ତାହାର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହା ବଳା ହେଲ, ଏହିକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ହେତେ ଶୁଦ୍ଧପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତମୁହର ତାହାର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧି-ଭୌତିକ ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା ବାରିବ ।

ଯିନି ଭୂତମୁହେ ବାସ କରିତେହେନ ଯିନି ଭୂତମୁହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଯାହେନ, ଭୂତମୁହ ବାହାର ବିଷୟ ଜାତ ନହେ, ଭୂତମୁହ ବାହାର ଶରୀର, ଯିନି ଭୂତମୁହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାକିଲା ଭୂତମୁହକେ ନିୟମିତ କରିତେହେନ ତିନିହି ତୋମାର ଆତ୍ମା, ତିନିହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାମୀ ତିନିହି ଅମୃତ ॥ ୧୫ ॥

ଏତଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମର ଆଧିଭୌତିକସମ୍ବନ୍ଧର କଥା ବଳା ହେଲ ଏହିକ୍ଷଣେ ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା ବାରିବ ।

ଯିନି ପ୍ରାଣେ ବା ଜୀବାତ୍ମାରେ ବାସ କରିତେହେନ ଯିନି ପ୍ରାଣର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଯାହେନ, ପ୍ରାଣ ବାହାର ବିଷୟ ଜାତ ନହେ, ପ୍ରାଣ ବାହାର ଶରୀର ଯିନି ପ୍ରାଣର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାକିଲା ପ୍ରାଣକେ ନିୟମିତ କରିତେହେନ ତିନିହି ତୋମାର ଆତ୍ମା, ତିନିହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାମୀ ତିନିହି ଅମୃତ ॥ ୧୬ ॥

যিনি বাক্য বাস করিতেছেন যিনি
 আকোর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বাক্য বাহ্যিক
 বিষয় জ্ঞাত নহে, বাক্য বাহ্যিক শরীর, যিনি
 বাক্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যকে নিয়মিত
 করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই
 অন্তর্ধামী তিনিই অমৃত ॥ ১৭ ॥

যিনি চক্ষুতে বাস করিতেছেন যিনি চক্ষুর
 অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চক্ষু বাহ্যিক বিষয় জ্ঞাত
 নহে, চক্ষু বাহ্যিক শরীর, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে
 থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই
 তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী তিনিই
 অমৃত ॥ ১৮ ॥

যিনি কর্ণেতে বাস করিতেছেন যিনি
 কর্ণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন কর্ণ বাহ্যিক বিষয়
 জ্ঞাত নহে, কর্ণ বাহ্যিক শরীর, যিনি কর্ণের
 অভ্যন্তরে থাকিয়া কর্ণকে নিয়মিত করিতেছেন
 তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী
 তিনিই অমৃত ॥ ১৯ ॥

যিনি মনেতে বাস করিতেছেন যিনি মনের
 অভ্যন্তরে রহিয়াছেন মন বাহ্যিক বিষয় জ্ঞাত
 নহে, মন বাহ্যিক শরীর, যিনি মনের অভ্যন্তরে
 থাকিয়া মনকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই
 তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী তিনিই
 অমৃত ॥ ২০ ॥

যিনি স্বকে বাস করিতেছেন যিনি স্বকের
 অভ্যন্তরে রহিয়াছেন স্বক বাহ্যিক বিষয় জ্ঞাত
 নহে, স্বক বাহ্যিক শরীর, যিনি স্বকের অভ্য-
 ন্তরে থাকিয়া স্বককে নিয়মিত করিতেছেন
 তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী
 তিনিই অমৃত ॥ ২১ ॥

যিনি জানে বাস করিতেছেন যিনি জানের
 অভ্যন্তরে রহিয়াছেন জান বাহ্যিক বিষয়
 জ্ঞাত নহে, জান বাহ্যিক শরীর যিনি জানের
 অভ্যন্তরে থাকিয়া জানকে নিয়মিত করিতে-

ছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী
 তিনিই অমৃত ॥ ২২ ॥

যিনি রেতে বাস করিতেছেন যিনি রেতের
 অভ্যন্তরে রহিয়াছেন রেত বাহ্যিক বিষয় জ্ঞাত
 নহে, রেত বাহ্যিক শরীর যিনি রেতের অভ্য-
 ন্তরে থাকিয়া রেতকে নিয়মিত করিতেছেন
 তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী
 তিনিই অমৃত ॥ ২৩ ॥

ইনি অস্ত্রের দৃষ্টির অগ্রাহ্য হইয়া নশন
 করেন, অস্ত্রের অগ্রাহ্য হইয়া শ্রবণ করেন;
 মনের অগ্রাহ্য হইয়াও মনন করেন, জ্ঞানের
 অগ্রাহ্য হইয়াও জানেন। ইনি ব্যতীত অস্ত্র
 কেহ ত্রুটি, শ্রোতা, মন্তা বা জাতা নাই।
 তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্ধামী
 তিনিই অমৃত। ইনি ব্যতীত অস্ত্র সকলি
 মরণশীল, বাজবন্ধ্যের এই উত্তর শুনিয়া
 উদ্ধালক আকর্ণি অস্ত্র প্রদত্ত করিলেন না।

(১) উদ্ধালক বাজবন্ধ্য সংবাদ অন্তর্ধামী ব্রাহ্মণ
 বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রামাহুজ সন্ত-
 দায় এই অন্তর্ধামী ব্রাহ্মণটিকে বিশেষ আদর
 করিয়া থাকেন। এই ব্রাহ্মণটি তাহাদের
 এত আদরশীল কেন, তাহা নিয়ে বলা যাই-
 তেছে। পাঠক অবগত আছেন যে বেদান্ত-
 মতাবলম্বীদের মধ্যে দুইটি মত চলিয়া
 আসিতেছে। অবৈত ও বিশিষ্ট অবৈতবাদ
 এই দুই মত। প্রথমমতাবলম্বীদের মার্ক
 শঙ্করস্বামী, দ্বিতীয় মতাবলম্বীদের নেতা
 রামাহুজস্বামী। বেদ তিনভাগে বিভক্ত
 সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক বা উপনিষৎ।
 এবিষয় হিন্দু পত্রিকার পূর্বে এক সংখ্যায়
 লিখিত হইয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশে
 অর্থ উপলব্ধি করিবার জন্য সারসংক্ষেপ
 ধারাদির ভাষ্য এবং আরণ্যক অংশে
 উপলব্ধি করিতে হইলে, শঙ্করের ভাষ্য

করিতে হয়। কিন্তু এই সমুদায় ভাষা পাঠ করিলেও বহুতলে বেদার্থ সম্যক উপলব্ধি হয় না, অনেকস্থলে বিরোধ প্রযোজ্য বলিয়া প্রতীতি হয়। এই বিরোধাদির দূরীকরণার্থে মীমাংসা শাস্ত্রের আভির্ভব। মীমাংসাকেরা আপাত বিরোধসমূহ খণ্ডন করিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থলের পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখাইয়া বেদার্থ উপলব্ধির জন্য সহজ উপায় করিয়া গিয়াছেন।

মীমাংসাপাত্র দুই ভাগে বিভক্তঃ—পূর্ব মীমাংসা এবং উহার জৈমিনী এবং বাদরায়ণ-প্রণীত। জৈমিনীকৃত পূর্বমীমাংসার বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডান্তর্গত-সংহিতা এবং ব্রহ্মণ অংশের অর্থ এবং বাদরায়ণপ্রণীত উত্তরমীমাংসার আরণ্য অংশের অর্থ মীমাংসিত হইয়াছে। এই উত্তর মীমাংসাই সূত্রাকারে রচিত এবং ভাষাদি ব্যতীত উহাদিগের অর্থোপলব্ধি হয় না। উত্তরমীমাংসার অন্ততর নাম বেদান্তসূত্র এই বেদান্তসূত্রের দুই খানি প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে—শঙ্করপ্রণীত শারীরকভাষ্য এবং রামানুজপ্রণীত লীভাষ্য। শঙ্করভাষ্যে অদ্বৈতবাদ এবং লীভাষ্যে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের তাবৎ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই বিশিষ্ট অদ্বৈত বাদাবলম্বী। চৈতন্যদেবও এই মতাবলম্বী ছিলেন। অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের যে পার্থক্য তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

অদ্বৈতবাদমতে একমেবাদ্বিতীয়ং অর্থাৎ বিশেষ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই এবং ঐ ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই। একটি ব্রহ্মের সম্বিত ব্রহ্মের তাবৎ পদার্থের যে ভেদ — যাহাকে বিজাতীয়ভেদ বলে। একটি ব্রহ্মের — হ্রত অন্য ব্রহ্মের যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয়- বলে, একটি ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অংশের

অর্থাৎ পত্রকাণ্ড শাখাদির যে ভেদ তাহাকে স্বগতভেদ বলে। ব্রহ্মে এইরূপ কোন ভেদ নাই। তিনি অভিন্ন বা সমান জাতীয়, তিনি চৈতন্ত। তিনি নিগুণ, তিনি নিজেই চৈতন্ত, চৈতন্ত তাহার গুণ নহে। ভেদ পরিশূন্য ব্রহ্ম ভিন্ন যদি আর কিছু না থাকিল, তাহা হইলে পরিদৃশ্যমান জগতে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি? মায়াই তাহার কারণ। মায়া ব্রহ্মে শক্তিরূপে অবস্থিত, এই মায়া আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মায়াশ্রিত হইলে ব্রহ্মকে জৈব বলা যায়। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, কিন্তু মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বিবেচনা করিলে মায়াকেও জগতের উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে। মায়া “সৎ” নহে কারণ ব্রহ্মই একমাত্র ‘নিত্য’ বা ‘সৎ’ পদার্থ, ‘অসৎ’ ও নহে কারণ মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ। বিশ্বের যে ভেদ দৃষ্ট হয় সে এই মায়া হইতে। মায়া আশ্রয় করিয়াই একমেবাদ্বিতীয়ম্ কারণ ব্রহ্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্বত, গ্রহ নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাবস্থায় পরিণত হইয়াছেন। এই মায়াশ্রিত আত্মাকে জীবাত্মা বলে। জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মাচারে ফলভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক কলান্তে যখন জৈব বিশ্ব সংহার করেন, তখন পরিদৃশ্যমান জগৎ অব্যক্ত মায়ায় পরিণত এবং জীবাত্মা উপাধিশূন্য হইয়া গাঢ় নিদ্রাভিত্ত হয়। কলান্তে নূতন সৃষ্টির সময়ে জীবাত্মা স্বীয় পূর্ব কর্ম্মাচারে নূতন দেহধারণ করে এবং যে পর্য্যন্ত বিদ্যাব্যাসা অবিদ্যাকে নষ্ট করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তি না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ কলান্তে নিদ্রাভিত্ত থাকিয়া পুনঃ পুনঃ নবদেহধারণ করিতে থাকে। জীবাত্মা শাস্ত্রোক্ত

বিবিধ কৰ্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনান্তর
জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করিয়া বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা
বা মায়াকে নাশ করিতে পারেন এবং “তৎ
স্বম্ অসি” তুমিই সেই ব্রহ্ম “সোহং” আমিই
সেই ব্রহ্মই, এইরূপ জ্ঞান জব ও সত্যভাবে লাভ
করিতে সমর্থ হইলেন, তখনই তিনি মায়ায়
সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলেন,
বা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে সম্মিলিত হইলেন।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্বারা দৃষ্ট হইবে
যে অদ্বৈতবাদ মতে জীবাত্মা পবমাত্মায় কোন
ভেদ নাই; মায়াবদ্ধকে জীব এবং মায়ামুক্তকে
এক বলে।

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন ব্রহ্ম
বা ঈশ্বর নিগুণ নহেন, তিনি যে চৈতন্য
তাহা নহে, চৈতন্যই তাঁহার প্রধান গুণ।
তিনি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ ইত্যাদি
ইত্যাদি। যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই
সকলই তাঁহার অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে।
ব্যবহারিক জগতে আমরা যে সমুদায় ভেদ,
অর্থাৎ মনুষ্য গণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিতে যে
ভেদ দেখিতে পাই, তাহা বাস্তবিকই ভেদ এবং
ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ উহা মারাজনিত নহে। চিৎ
এবং অচিৎ অর্থাৎ আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের
শরীরের উপাদান, তিনি অন্তর্ধানী। ভূত,
ইন্দ্রিয় এবং জীবাত্মাদি যাহা কিছু আমরা
দেখিতে পাই, তিনি তাহাদিগের অভ্যন্তরে
রহিয়াছেন। এবং উহার। তাঁহার শরীর স্বরূপ
হইয়াছে। প্রকৃতি এবং জীবাত্মা সৃষ্টির পূর্বে
অব্যক্ত ও সঙ্কোচভাবে থাকে এবং তজ্জন্ম
তাহাদিগের নাম রূপাদি কোন ভেদ দৃষ্ট হয়
না। এই অবস্থাকে ব্রহ্মের কারণ অবস্থা বলা
যায়। ব্রহ্মের এই অবস্থাতে তাঁহাকে এক-
মেবাদ্বিতীয়ম্ বলা যায়, কারণ তখন প্রকৃতি
এবং জীবাত্মা এত হৃদ্য অবস্থায় অবস্থিত থাকে

যে তাহাদিগকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলা যায়
না। গুণময় ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি ও
প্রলয় হইয়া থাকে। গুণময় ঈশ্বরের ইচ্ছা-
সারে সৃষ্টির সময় হৃদ্য অব্যক্ত প্রকৃতি দ্বল
পরিদৃশ্যমান্ আকার ধারণ করে এবং জীবাত্মা-
সমূহ সঙ্কোচভাবে পরিতাগ করিয়া স্বীয় স্বীয়
কর্ণানুসারে দেহ ধারণ করে। অব্যক্ত প্রকৃতি
এবং সঙ্কুচিত জীবাত্মার সমষ্টিকে যেরূপ
কারণ ব্রহ্মের শরীর বলা যায়, সেইরূপ ব্যক্ত বা
দৃশ্যপ্রকৃতি এবং বিকশিত জীবাত্মাকে কার্য্য-
ব্রহ্মের শরীর বলা যায়। সুতরাং এই মতে
পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হৃদ্যভাবে ব্রহ্মে নিহিত ছিল
এবং পরিণাম বা পরিবর্তনহেতু কারণ কার্য্য-
রূপে পরিণত হইয়াছে। জীবাত্মা জ্ঞানকাণ্ড
আশ্রয়পূর্বক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে
জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে
এবং সৃষ্টি, সংহার ও পালন শক্তিপ্রাপ্তি ভিন্ন
অন্তান্ত সর্বাংশে ব্রহ্মসদৃশ হইয়া প্রলয়াদি
অন্তেও ব্রহ্মের গ্রায় ব্রহ্মানন্দভোগ করিতে
থাকে। এতদ্বারা উপলব্ধি হইবে যে রামানু-
জের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র,
পরিদৃশ্যমান্ জগতের স্বতন্ত্রতান মায়াজনিত
নহে, জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম হয় না, কিন্তু
তিনটি বিষয় ব্যতীত ব্রহ্মের সদৃশ হয়।
চিন্তা, নীল পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে
দেখিতে পারিবেন যে শব্দর ব্রহ্মকে নিগুণ
বলিতেছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয়
করাও বলিতেছেন, এই মায়াশ্রিত ব্রহ্মকেই
তিনি ঈশ্বর বলিতেছেন। নিগুণ ব্রহ্ম গুণময়ী
মায়াকে আশ্রয় করিলেই তিনি স্বগুণ ঈশ্বর
হইলেন। তিনি তখন রামানুজের নানাবিধ
গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর বা নারায়ণ হইলেন। উক্ত
মতেই স্বগুণ ঈশ্বরই জগতের কারণ। ঈশ্বরের
এই স্বগুণ ঈশ্বরের মধ্যে রামানুজের

এবং জীবাত্মা দুইই রহিয়াছে । কারণ পরমাশ্রা
মায়া বন্ধ হইলে জীবাত্মা হয়েন, এবং মায়া
নিজেই রামানুজের প্রকৃতি । রামানুজ ঈশ্বর
পর্যন্ত বাইতেছেন, শঙ্কর আর একটু উপরে
উঠিতেছেন এবং নিগুণ ব্রহ্মপর্যন্ত বাইতেছেন ।
ভক্ত রামপ্রসাদের শ্রায় রামানুজের নিকট
নির্বাণ মুক্তি ভাল নয়, চিনি হওয়া ভাল নয়,
চিনি খাওয়াই ভাল । শঙ্কর বলেন জীবাত্মা
স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে না, হয় সর্ব উপরে
উঠিবে, নয় স্রুতিভোগান্তে পুনর্বার নিয়ে
আসিতে হইবে । চিনি ভাল লাগিলেই, তিক্তাদি
জ্ঞান থাকিবে অর্থাৎ আপেক্ষিক জ্ঞান থাকিবে,
আবার সংসারচক্রে ঘুরিতে হইবে, সূতরাং চিনি
হওয়াই ভাল বিশেষতঃ জীবাত্মার উন্নতিশ্রোত
কতকদূর পরে কেন বন্ধ হইবে তাহার কারণ
বুঝিতে পারি না । বিষয়টা জরুর, আনুসঙ্গিক-
ভাবে ইহার সম্যক আলোচনা সম্ভবপর বা
যুক্ত নহে । সময়ান্তরে ইহার বিশদ আলোচনা
করিবার ইচ্ছা রহিল ।

এই অন্তর্ধামী ব্রাহ্মণ রামানুজ সম্প্রদায়ের
কেন আদরণীয় হইল, তাহা বোধ হয় পাঠক
বুঝিতে পারিয়াছেন । অন্তর্ধামী ব্রাহ্মণে উক্ত
হইয়াছে যে, পৃথিবী, তেজ, জল, অন্তরীক
বায়ু আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, চক্ষু,
শ্রোত্র মন, প্রাণ, জ্ঞান ইত্যাদি বিশ্বস্থ তাবৎ
বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর এবং তিনি তাহাদের
অভ্যন্তরে বাস করিতেছেন । অর্থাৎ এই
আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক
জগৎ তাবতই পরমাশ্রার দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহারাই
তাহার শরীর এবং তিনিই তাহাদের অন্তর্ধামী
বা নিরন্তর সূতরাং এতদ্বারা রামানুজ ব্যব-
হারিক জগতের স্বতন্ত্র স্বত্তা প্রতিপাদন
করিতে পারিতেছেন এবং ব্যবহারিক জগতের
প্রকৃতি এবং জীবাত্মা যে ব্রহ্মের শরীরবরূপ
তাঁহাও প্রতিপাদন করিতে পারিতেছেন এই
স্বতন্ত্র এই ব্রাহ্মণটি রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশেষ
আদরণীয় হইয়াছে ।

গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ ।

অথ হ বাচস্পত্যব্রাহ্মণা ভগবন্তো হস্তা
ইমিমাং দৌ প্রমৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মৈ বক্ষ্যতি
ন বৈ জাতু যুয়াকমিমাং কশ্চিদব্রহ্মোদ্যং
জ্ঞেতেতি পৃচ্ছগার্গীতি ॥ ১ ॥ সা হো বাচাহং
বৈ জা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাস্তো বা বৈদেহো
বোগ্রপুত্র উজ্জাং ধনুর্ধ্বজাং কৃতা দৌ বাণবন্তৌ
সপত্নাতিব্যাহিনৌ হস্তে কৃষোপোত্তিষ্ঠে দেব-
মেবাহং স্বাং দাত্য্যং প্রপ্নাত্যামুপোদহাং তৌ
মে জহীতে পৃচ্ছগার্গীতি ॥ ২ ॥ সা হো বাচ
যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যদিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা
দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদুতং চ ভবচ্চ ভবিষ্য-
চ্যেত্যচকতে কস্মিন্তদোতং চ প্রোতং

চেতি ॥ ৩ ॥ সা হো বাচ যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো
যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে
যদুতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচেত্যচকতে আকাশে
তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৪ ॥ সা হো বাচ
নমস্তেহস্ত যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোহপ-
রমৈ ধারয়ন্তেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ৫ ॥ সা হো বাচ
যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা
দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদুতং চ ভবচ্চ ভবিষ্য-
চেত্যচকতে কস্মিন্তদোতং চ প্রোতং
চেতি ॥ ৬ ॥ সা হো বাচ যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো
যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে
যদুতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচেত্যচকতে আকাশ

এব তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্মু খবা-
কাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ৭ ॥ সহোবাটে
ততদৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থল-
মনগৃহ্মদৌর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোহবা-
যুনাকাশমঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুসমশ্রোত্রমরাগমনো
হতেজস্বমপ্রাণমসুখমমাত্রমনস্তরমবাহাং ন তদ-
প্রাতি কিং চ ন তদপ্রাতি কশ্চন ॥ ৮ ॥
এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যোচ্ছ্র-
মসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠত এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশা-
সনে গার্গি দ্যাভা পৃথিব্যৌ বিধ্বতে তিষ্ঠত
এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি নিমেঘা
মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্কমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎ-
সরা ইতি বিধ্বতান্তিষ্ঠন্ত্যে তস্ত বা অক্ষরস্ত
প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহস্তানদ্যাঃ স্তনস্তে
খেতভাঃ পর্কতভাঃ প্রতীচ্যোহস্তা যাং যাং চ
দিশমবেতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি
দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজ্ঞমানং দেবা দর্বা
পিতরোহিষায়ভাঃ ॥ ৯ ॥ যো বা এতদক্ষরং
গার্গ্যবিদিত্বাহস্মিল্লোকে জুহোতি যজ্ঞতে তপ-
স্তপতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যস্ত বদেবান্ত তদ্রতি
যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মিল্লোকাং
প্রৈতি স কৃপণোহথ য এতদক্ষরং গার্গিবিদিত্বা-
হস্মিল্লোকাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০ ॥ তদ্বা
এদক্ষরং গার্গাদৃষ্টং উদ্বৃক্ষতং শ্রোত্রমতং মন্ত্র-
বিজাতং বিজাত্ন নান্তদতোহস্তি দহীনান্তদতো-
হস্তি শ্রোত্ন নান্তদতোহস্তি মন্ত্রনান্তদতো-
হস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্মুখবক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ
প্রোতশ্চেতি ॥ ১১ ॥ সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগ
বন্তস্তদেব বহুমন্ত্ৰেজ্ঞং যদস্মান্নমস্বারেন মুচ্যেজ্ঞং
ম বৈ জাতু যুস্মাকমিমং কশ্চিদ্রক্ষোদ্যাং জেতেতি
ততো হ বাচকৃবাপররাম ॥ ১২ ॥ ইতি বৃহদার-
ণ্যাকোপনিষদি তৃতীয়ধ্যায়স্তাষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥

বিদেহাদিপতি জনকরাজ বহু-দক্ষিণা নামক
ক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ঐ গজে দেশ

বিদেশের বেদবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী নিমন্ত্রিত
হইয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্কাপেক্ষা
বেদজ্ঞ কে তাহা অবগত হইবার জন্তে জনক
সহস্র ধনুর শৃঙ্গ স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়া সভাস্থলে
আনাইলেন এবং বলিলেন আপনাদের মধ্যে
যিনি সর্কাপেক্ষা ব্রাহ্মজ্ঞ তিনি এই সমুদায় ধেনু
লইতে পারেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার এক
শিষ্যকে বলিলেন ঐ সমুদায় গাভী লইয়া চল ।
সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ
ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে ব্রাহ্ম-
বিদ্যায় পরাভব করিবার জন্ত বহুবিধ প্রশ্ন
করিতে লাগিলেন। ঐ সমাগত পণ্ডিত-
মণ্ডলীর মধ্যে বচকৃষ্ণবির কত্যা গার্গীও উপ-
স্থিত ছিলেন এবং তিনিও যাজ্ঞবল্ক্যকে
কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

গার্গীর প্রশ্ন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর বৃহদার-
ণ্যাকোপনিষদে ৩য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ এবং ৮ম
ব্রাহ্মণে বর্ণিত রহিয়াছে। এই প্রবন্ধে উক্ত
৮ম ব্রাহ্মণের মূল ও অমূল্যবাদ দেওয়া গেল।—

পুরাকালে ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ জ্ঞানসো-
পানের কতদূর উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিতেন
তাহা গার্গীর প্রশ্ন হইতে সহজেই উপলব্ধ হয়।

বঙ্গার্ধ। সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে বচকৃ
কত্যা গার্গী বলিলেন যে আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে
আরও দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব যদি ইনি
তাঁহার সহুত্তর দিতে পারেন তবে আপনারা
কেহই তাঁহাকে ব্রাহ্মবিদ্যায় পরাভব করিতে
গারিবেন না। তখন তাঁহার বলিলেন আপনি
জিজ্ঞাসা করুন, তখন গার্গী বলিলেন;—বীর-
পুত্র কান্দীরাজ বা বিদেহরাজ ধনুতে অ্যা
আরোপ করিয়া যেরূপ শত্রুনির্যাতনকারী
দুইটি বাণ হস্তে করিয়া শত্রুসমক্ষে উপস্থিত
হয়েন তজ্ঞাপ আমি দুইটি প্রশ্ন লইয়া আপনার
সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি আপনি তাঁহার

উত্তর করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! তুমি প্রশ্ন কর। গার্গী প্রশ্ন করিলেন, স্বর্গের উপরে কি? পৃথিবীর নিম্নে কি? ইহাদিগের মধ্যে কি? এই স্বর্গ ও পৃথিবী কি? ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান কি? ইহারা কিসের উপর ওত ও কিসের উপর প্রোত রহিয়াছে অর্থাৎ দীর্ঘতত্ত্ব ও প্রস্থতত্ত্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন স্বর্গের উর্দ্ধে যাহা, পৃথিবীর নিম্নে যাহা, উভয়ের মধ্যে যাহা, এই উভয়ে যাহা, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমানে যাহা, সমুদায়ই আকাশে ওত প্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। তখন গার্গী বলিলেন যাজ্ঞবল্ক্য তোমাকে নমস্কার করি যেহেতু তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছ। এইক্ষণ ২য় প্রশ্নের উত্তরের জন্ত প্রশস্ত হও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। গার্গী বলিলেন;—

যাহা আকাশের উর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে যাহা উভয়ের মধ্যে, যাহা এই উভয়ই, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তাহা কিসের উপর ওতপ্রোত রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে ঐ সমুদায় আকাশে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। গার্গী বলিলেন আকাশ কিসের উপর রহিয়াছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আকাশ যাহার উপর ওতপ্রোত রহিয়াছে, ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে ‘অক্ষর’ বলেন। ইনি স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন, ভ্রূষও নহেন, দীর্ঘও নহেন, অগ্নিসদৃশ লোহিতও নহেন, জলসদৃশ মেঘযুক্তও নহেন, ইনি ছায়াও নহেন, অন্ধকারও নহেন, বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন, লাক্ষ্যবৎ সঙ্গাধ্যক নহেন, ইনি রসও নহেন, গন্ধও নহেন, চক্ষুও নহেন, কর্ণও নহেন, বাক্যও নহেন, মনও নহেন, গ্রাণও নহেন, তেজও নহেন, ইহাতে প্রবেশ করিবার দ্বার নাই, ইনি যাত্রা নহেন অর্থাৎ ইহা দ্বারা

কাহাকে পরিমাণ করা যায় না, ইনি অন্তরে নহেন, বাহিরেও নহেন, ইনি কাহাকে অশন করেন না ইহাকে কেহ অশন করে না। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে চক্ষু স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি! আকাশ ও পৃথিবী স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই অক্ষরের প্রশাসনে হে গার্গি! নিমেষ মুহূর্ত পক্ষ, মাস ঋতু, বৎসর স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে গার্গি! এই অক্ষরবৎ প্রশাসনেই হিমাচ্ছন্ন ধবল পর্বতরাঞ্জি হইতে গঙ্গাদি নদীসমূহ পূর্বদিকে প্রধাবিত হইতেছে এবং সিন্ধু আদি পশ্চিমদিকে প্রধাবিত হইতেছে এবং অত্যাশ্রিত নদীসকল তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় নির্দিষ্ট দিকে প্রধাবিত হইতেছে। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে মনুষ্যেরা দাতাকে প্রশংসা করে, দেবতারাজ্য সম্পাদন-শীল যজ্ঞমানের অনুগত হয়েন এবং পিতৃপুত্র-গণ দরবী অর্থাৎ হোমের অনুগত হয়েন অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড তাহারই প্রশাসনে পরিচালিত হইতেছে। হে গার্গি! যিনি এই অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী পুরুষের বিষয় অবগত না হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর হোম, দেবার্চনা, এবং তপস্রা করেন তাহারও কর্মফল ভোগান্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তিনি অক্ষর প্রাপ্তি হন না। হে গার্গি! যিনি অক্ষরের বিষয় অজ্ঞাত থাকিয়া পরলোক গমন করেন, তিনি রূপণের জায় স্বীয় কর্মফল সঞ্চয় করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের অধীন হইয়া থাকেন। হে গার্গি! যিনি অক্ষরের বিষয় জ্ঞাত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। হে গার্গি! এই অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দর্শন করেন, অশ্রুত হইয়াও শ্রবণ, এবং অমত হইয়া মনন করেন, অজ্ঞাত হইয়া জানেন। ইনি ব্যতীত অস্ত

ঠা নাই শ্রোতা নাই, ইনি ব্যতীত অল্প মন্তা
নাই, ইনি ব্যতীত অল্প বিজ্ঞাতা নাই। হে
গার্গি! এই অক্ষরের উপরই অকাশ ওত-
প্রাত রহিয়াছে।

গার্গি তখন সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে
বলিলেন, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন

এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে আপনারা সকলই নমস্কার
করুন। ব্রহ্মবিদ্যায় আপনাদের মধ্যে কেহই
ইহাকে জ্ঞয় করিতে পারিবেন না। ইহা বলিয়া
গার্গি থামিলেন না এবং অল্প প্রশ্ন করিলেন
না। ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের ৮ম ব্রাহ্মণ
সমাপ্ত।

দিনচর্য্যা । ২য় প্রবন্ধ ।

আচমনবিধি ।

প্রামাণ্যিক্ততবে উল্লিখিত হইয়াছে—
তু কুচামেৎ যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ ।
শৌভসং মুখহস্তৌ চ মৃদন্তিঃ ঘর্ষণেণপি ॥

ভোজনানন্তর অবহিত হইয়া যথোক্ত বিধি
সমুদায় আচমন করিবে। মৃত্তিকা জল ও
ঘর্ষণদ্বারা মুখ এবং হস্তশোধন করা বিধেয়।
অমৃৎকোদকান একটু এস্থলে অগ্রসব হইয়াছেন
এবং তুচ্ছ সমাচমেৎ রক্ষগ্রহণ পূর্ব্বকং ।
ভোজনে দস্তগলানি নিষ্কৃত্যচমনং চবেৎ ।
দস্তান্তরগতং চাম্রং শোধনেনাহরেৎ শনৈঃ ।
কুর্গাদানন্ততং তদ্ধি মুখস্থানিষ্টগন্ধতাং ।
দস্তগলমসংহার্য্যং লেপং মন্তেতদন্তবৎ ।
তত্র ন বহশঃ কুর্গ্যাৎ বস্ত্রং নির্হবণং প্রতি ।

এইরূপে ভোজন সমাপনপূর্ব্বক খড়িকা-
গ্রহণ করিয়া আচমন করিবে। ভোজনকালে
যে অন্নাদি দস্তলগ্ন হইবে তাহাতে তাহাদ্বারা
উদ্ধার করিবে। তাহা না করিলে মুখের অনিষ্ট-
কারক গন্ধ সমুৎপন্ন হয়। যে লেপ সহজে
নির্গত হয় না তাহাকে নিঃসৃত করিবার জন্ত
বিশেষ চেষ্টা করিবে না।

শৌভসং শ্লোকটী স্মৃতিশাস্ত্রেও লিখিত
হইয়াছে—

দস্তগলমসংহার্য্যং লেপং মন্তেতদন্তবৎ ।

ন তত্র বহশঃ কুর্গ্যাৎ যস্ত্রমুদ্ররণে পুনঃ ।

ভবেদশৌচ মতান্তং তৃণবেধাৎ ত্রণে কৃতং ।

দক্ষসংহিতা।

জীর্ণহস্তে বদ্ধিতে বায়ুবিদগ্ধে পিত্তমেধতে ।

ভুক্তমাত্রৈ কক্ষচাপি ক্রমোহয়ং ভোজনোপরি ।
বিদগ্ধে কিঞ্চিৎ পকে কিঞ্চিদপকে চ ।

ভাবপ্রকাশ।

ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হয়।
বিদগ্ধ অবস্থায় পিত্তবৃদ্ধি ঘটে। ভোজনের
অব্যবহিত পরেই শরীর শ্লেষ্মপ্রধান হইয়া
থাকে। ভুক্ত অন্নের কিঞ্চিৎ গন্ধাবস্থা ও অপক-
বস্থাকে বিদগ্ধাবস্থা কহে।

ধূমেনাপোহ হৃদৈর্দ্যৌ কবায়কটুস্তিক্তকৈঃ ।

পূগকপূর্ব্বকস্তুরীলবঙ্গজমনঃ ফলৈঃ ।

ফলৈঃ কটুকষায়েক্সী মুখদৈশদ্যকারিভিঃ ।

তাষূলপত্রমহিতৈঃ জগন্ধৈক্সী বিচক্ষণঃ ।

ভাবপ্রকাশ।

মনোহর ধূমদ্বারা অথবা কবায় কটু তিক্ত
দ্রব্যদ্বারা শ্লেষ্মাকে দূরীভূত করিয়া মুখের কাস্তি-
বর্দ্ধনকারী সুগারী কপূর যুগনাতি লবঙ্গ প্রভৃতি
কটুকষায়রসসম্পন্ন জগন্ধ ভাঙ্গুলদ্বারা মুখ বিশো-
ধিত করিবে।

স্মৃতিশাস্ত্রে তাব্দুলচর্কশের উল্লেখ অল্পমাত্রায় লক্ষিত হয়।

তাব্দুল চর্কশের পশ্চাৎ মুখপাবিত্র্যাকারি চ।

দক্ষসংহিতা।

আয়ুর্বেদে তাব্দুলের গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

তাব্দুলমুক্তং তীক্ষ্ণাঞ্চ রোচনং তু বরং লঘু।

তিক্তং ক্ষারাবণং কামরক্তপিত্তকরং লঘু।

বশ্যং শ্লেষ্মাস্ত দৌর্গন্ধং মলবাতশ্রমাপহং।

মুখবৈশ্ণব্য সৌগন্ধ্য কান্তিসৌষ্ঠবকারণং।

হৃদদন্তমলধ্বংসি জিহ্বেদ্রিয়বিশোধনং।

মুখপ্রসেকশমনং গলময়বিনাশনং।

অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাহ্যটসংহিতা।

তাব্দুল (পান) তীক্ষ্ণ উষ্ণ মুখরোচক প্রধান সারক তিক্তরসসম্পন্ন কামোদ্রেকবর্ধক রক্ত-পিত্তকর লঘুগুণক শ্লেষ্মমুখদৌর্গন্ধ্য-মলবাত-নিবারক মুখশোধনকারী কান্তিবর্ধক হনু (গণ্ডের উপরিভাগ নাসিকার পার্শ্বদেশ) ও দন্তমল নাশ-কারক, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পরিতর্পক, মুখদোষ নিবারক ও গলনালীস্থ পীড়া সমুদায়ের বিনাশ-কারী *।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন মুখের মধ্যে কতকগুলি লালানিঃসারক গ্রহি

* পানের এতগুলি গুণ থাকিলেও ব্যবহার দোষে উহাতে আশাদের অনেক উপকার ঘটে।

স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

পর্ণমূল ভবেৎ ব্যাধিঃ পর্ণাঘ্নে পাপসম্ভবঃ।

জীর্ণপর্ণঃ হরেন্দ্রাঃ শিরাবুদ্ধিগ্রথানিনী।

পানের মূল (বোটা) খাইলে রোগ জন্মে। পানের অগ্রভাগ সেবনে পাপবুদ্ধি ও উহার শির বুদ্ধি নাশ করে।

আমি এক দিবস উহা পরীক্ষা করিব বলিয়া প্রায় এক পণ পানের বোটা খাইয়াছিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে আমার শরীরে এরূপ স্নেহবুদ্ধি হইয়াছে যে আমি একেবারে উৎপানশক্তি বিরহিত হইয়া উড়িয়াছি।

বর্তমান আছে পান খাইলে তাহাহইতে লালানিঃসারিত হয় এবং উক্ত লালাদ্বারা খাদ্যের স্বৈতসার অংশ পরিপাক হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটা কথা উঠিল। স্মৃতি-শাস্ত্রকার পানকে আমিষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

শাকানাং রক্তশাকঞ্চ পত্রাণাং পর্ণমামিষং।

শাকের মধ্যে রক্তশাক এবং পত্রের মধ্যে পান আমিষ বলিয়া বিখ্যাত।

স্মৃতিশাস্ত্রে এরূপ বিধিকে অতিদৃষ্টবিদ্বি বলে। অর্থাৎ পান আমিষের তুল্য ইন্দ্রিয়োত্তেজক। একারণ এদেশীয় সংযমী ব্রাহ্মণবর্গ ও বিধবা জীলোকেরা তাব্দুল বর্জন করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মুহূর্ত্ত কর্তব্য।

উপনয়নের সময় আচার্য্য আমদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে “মা দিবা স্বাপ্নোঃ”। দিবাতে নিদ্রা যাইও না।

দক্ষসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে—

ইতিহাসপুৰাণাদ্যোঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।

ইতিহাস ও পুৰাণাদি আলোচনাদ্বারা ষষ্ঠ ও সপ্তম মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিবে।

দিনমানকে আটভাগ করিলে আড়াই গ্রহরের পর ও দণ্ড ষষ্ঠ মুহূর্ত্ত এবং তিন গ্রহরের পর চারিদণ্ডকাল সপ্তম মুহূর্ত্ত।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে দিবানিদ্রা স্মৃতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ।

আয়ুর্বেদকার সাধারণতঃ দিবানিদ্রা নিষেধ করিয়াছেন এবং কালবিশেষে ও অধিকারি ভেদে বিহিতও করিয়াছেন। যথা—

দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোহসৌ স্তাৎ কফাবহঃ।
গ্রীষ্মবর্জ্যেযু কালেষু দিবাস্বাপো নিষিধ্যতে।

উচিতোহি দিবাস্বাপো নিত্যং যেষাং শরীরিণাং।

বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামন্থপতাং দিবা।

ভাবপ্রকাশ।

দিবানিদ্ৰা শ্লেষবর্জক বলিয়া পরিত্যজ্য।
কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্ৰা নিষিদ্ধ নহে।
নিবানিদ্ৰা প্রত্যহ যাহাদের অভ্যস্ত তাহারা
যদি দিবানিদ্ৰা সেবন না করে তাহাইহলে
তাহাদের বাতাদি দোষ প্রকুপিত হয়।

অষ্টমমূর্ত্তে ব্যায়াম করা উচিত। পূর্বে
উল্লিখিত হইয়াছে যে ভোজনের অব্যবহিত
পরে ব্যায়াম করা উচিত নহে। (৮৪ পৃষ্ঠা
দেখ) এই সময়ে ভূক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাবস্থা,
সুতরাং এই সময়ে যথাশক্তি ব্যায়াম করিবে।

তিথিতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে—

সায়াক্ষিমূর্ত্তঃ স্থাং—

রাক্ষসো নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ষকর্ম্মজ্ঞ।

আয়ুর্ষেদে উক্ত হইয়াছে।

এতানি পঞ্চকর্মাণ সন্ধ্যায়াং বর্জয়েৎ বুধঃ।

আহারং মৈথুনং নিদ্ৰাং সংপাঠং গতিমধ্বনি।

চিস্তয়েৎ পরমাত্মানং চরাচরপতিং বিভূং।

চরকসংহিতা।

জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে এই পাঁচটা কার্য
তাগ করিবেন আহার মৈথুন নিদ্ৰা অধ্যয়ন
অধ্বগমন। কেবল জগৎপতি পরমাত্মাস্বরূপ
ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে।

ভোজনাত্ জায়তে ব্যাধিমৈথুনাৎ গর্ভবৈকৃতিং।

নিদ্ৰায়া নিঃস্বতা পাঠাৎ আয়ুর্হানির্গতেভয়ং।

ভাবপ্রকাশ।

সন্ধ্যাকালে ভোজন করিলে রোগ হয়।

জী-সংসর্গ করিলে গর্ভের বিকৃতি জন্মে। নিদ্ৰা-
ধারা নির্জনতা, পাঠে আয়ুর্হানি, গমনে ভীতি
সমুৎপন্ন হয়।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ২০ দণ্ডের পর
স্ব্যাস্ত পর্য্যন্ত শরীর বায়ু প্রধান থাকে (৮৩
পৃষ্ঠা দেখ) এই সময় নদীতীরে গমনপূর্ব্বক তরঙ্গ-
শীকরবাহী সান্ধ্যসমীরণ সেবন ও প্রাকৃতিক
সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলে শরীর শীতল হইয়া
থাকে এবং অন্তরে সন্তোষের উদ্ভেকবশতঃ
পাপ প্রবৃত্তি উপশান্ত হয়। একারণ আৰ্য্যঋষি-
গণ নদীতীরে গমন করিয়া এই সময় সন্ধ্যা উপা-
সনার বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতঃ ইতি শ্রুতিঃ।

স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

সংক্রান্ত্যাং পক্ষযোবন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাক্বাসরে।

সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ।

সংক্রান্তি, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা দ্বাদশী ও
শ্রাক্ব দিনে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না। করিলে
পিতৃহত্যার পাপ হয়।

সংক্রান্তি প্রভৃতি দিনে শরীরে শ্লেষবৃদ্ধি হয়,
ইহা প্রবন্ধান্তরে বৃদ্ধান যাইবে। সুতরাং ঐ
কয়দিনে নদীতীরে গিয়া শুশীতল বায়ুসেবন
করিলে শারীরিক অপকার সংঘটিত হইতে
পারে, একারণ আৰ্য্যঋষিগণ এই কয়দিনে
সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

রাত্রির্যো প্রবন্ধান্তরে লিখিতে চেষ্টা করিব।

ত্রিগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

শাণ্ডিল্যবিদ্যা ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ।

সর্বং খবিদং ব্রহ্মতজ্জলানিতি । শাস্ত্র উপা-
নীত । অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরগ্নি-
ল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেষতঃ প্রেত্য ভবতি স
ক্রতুঃ কুব্বীত ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা । এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ
ব্রহ্ম । ব্রহ্ম কাহাকে বলি ?—যিনি নিরতিশয়
মহৎ (বৃহত্তমাং ব্রহ্ম) । সেই ব্রহ্ম হইতে এই
বিশ্ব উৎপন্ন হয়, সেই ব্রহ্মদ্বারা পালিত এবং
সেই ব্রহ্মেই এই বিশ্ব লীন হয় । (তজ্জলানি-
তজ্জলং তল্ললং তদনলং তজ্জলান অবয়ব লোপ-
শ্চান্দসঃ, সেই ব্রহ্ম হইতে জাত তজ্জঃ, সেই
ব্রহ্মে লীনং তল্লঃ, সেই ব্রহ্মদ্বারা রক্ষিতং
তদনং তন্মাদ্ জাতং, তস্মিন্ লীয়তে, তস্মিন্নেব
স্থিতিকালে অনিতি প্রাপ্তি ইতি ।) রাগ-
দেবেদি পরিত্যাগ করিয়া সংযত হইয়া সেই
ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয় । তাহার উপাসনা
কি ? তাহাকে চিত্তধারণ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন
করাই তাহার উপাসনা এই জ্ঞাত মানবকে
ক্রতুময় বলে । মানব যেরূপ কার্য্য করে ইহ-
লোকে তদ্রূপ ফল পায় এবং মৃত্যুর পরেও
তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয় । অতএব কর্মফল বিষয়ে
যে ব্যক্তির জ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি শাস্ত্রাদিষ্ট যে
কর্তব্য তাহাই সম্পাদন করিবে । (যথা ক্রতু-
যথা অস্ত পুরুষস্ত ক্রতুঃ, প্রেতা-মরিতা, স ক্রতুঃ
কুব্বীত স এবং জানন্ ক্রতুঃ কুব্বীত ।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কলঃ
আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ
সর্বমিদমভ্যন্তোহিবাক্যানাদরঃ ॥ ২ ॥

সেই ব্রহ্মের কিরূপ চিত্তা করিতে হইবে ?

তিনি মনোময় অর্থাৎ মন প্রাণ (যাহা দ্বারা

মনন করা যায়, তাহাকে মন বলা যায় । আত্মা
কিছুই করেন না, কিন্তু মন যখন কোন
বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন আত্মাকে প্রবৃত্ত দেখা
যায়, সেইরূপ মন কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত
হইলে আত্মাকে নিবৃত্ত দেখা যায় । এইমত
আত্মাকে মন প্রায় বলা হইয়াছে, কেননা
আত্মাকে মনের দ্বারা প্রতীয়মান হয় ।) তিনি
প্রজ্ঞাশরীর (যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যাবা প্রজ্ঞা
স প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ) তিনি চৈতন্যস্বরূপ
(ভা দীপ্তিচৈতন্যলক্ষণং) তিনি সত্য সমস্ত
তিনি আকাশাত্মা অর্থাৎ আকাশের দ্বারা
রূপাদিবিহীন এবং সর্বব্যাপী । তিনি সর্বকর্ম
অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তাহারই কার্য্য (স হি সর্বত্র
কর্তেতি শ্রুতেঃ) তিনি সর্বকাম (ধর্ম্মাবিকল্পো
ভূতেরু কামোহস্ম্যতি গীতা,) তিনি সর্বগন্ধ
সর্বরস (তিনি সকল সুধকের রস ও গন্ধের
আধার, অবিদ্যাদিদোষ না থাকিতে দ্বৈত
অসুধকের রস বা গন্ধ থাকিতে পারে না, পুণ্যো
গন্ধঃ পৃথিব্যাশ্চ গীতা) তাহাদ্বারা এই বিশ্বব্যাপ্ত
হইয়া রহিয়াছে । তিনি অসাকী (বাক্য এতদে
শ্চাত্মা সকল ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত হই-
য়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিরহিত, অপানি পাদো
জবনো গ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণ)
তিনি অনাদর অর্থাৎ কোন বস্তুতে তাহার
আদর বা অলুপাগ নাই ।

এম ম আত্মাহস্ত হৃদয়ে লীমান্ ব্রীহের্বী
যবাঃ সর্বপাদা শ্রামকাঃ শ্রামকতল্লাদা এম
ম আত্মাহস্ত হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাজ্যায়ানস্ত-
রিক্ষাজ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩ ॥
হৃদয়পুণ্ডরীকের মধ্যস্থ আমার এই আত্মা

ব্রাহ্মি, যব সর্বপ, শ্রামাক, কিস্বা শ্রামকান্তবর্তী
তুগল অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ,
বর্গ এবং সমুদায় লোক অর্থাৎ পৃথিব্যাदि লোক
সমূহের সমষ্টি অপেক্ষাও বৃহৎ ।

সর্বকর্ম্ম। সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরস সর্ব-
মিদভাত্তোহবাক্যানদার এষ স আত্মাস্তুহৃদয়
এতদ্বৈকৈতমিতঃ প্রেত্যভি সম্ভবিতাস্মীতি যন্ত
তাদদ্বা ন বিচিকিংসাস্তীতি চ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ
শাণ্ডিল্যঃ ।

“তিনি সর্বকর্ম্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস,

তাঁহাবারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, তিনি অবাকী,
অনাদর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি আমার হৃদয়ের
মধ্যে বাস করিতেছেন, দেহাবসানের পর আমি
তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব,” যাহার এইরূপ দৃঢ়
বিশ্বাস আছে এবং উহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই,
তিনি নিশ্চয়ই তাহার ক্রতু অর্থাৎ কর্ম্মফলহেতু
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন এই শাণ্ডিল্য ঋষির উপদেশ,
এই শাণ্ডিল্য ঋষির উপদেশ (বিরভ্যাস
আদ্যার্থঃ) ।

ইতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা সমাপ্ত ।

নারদ-সনৎকুমার সম্বাদ । (১)

নারদ ঋষি বেদ, ইতিহাস, পুবাণ, ব্যাকরণ,
গণিতশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি
সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ
কবিত্তে সমর্থ না হইয়া বিষয়চিন্তে ভগবান
সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং
তাঁহাকে বলিলেন, ভগবান্ ! আমি সমুদায়
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও মন্ত্রবিৎ মাত্র হইয়াছি,
আত্মবিৎ হইতে পারি নাই, আমি শব্দের অভি-
ধানমাত্র অধিকার করিয়াছি, কিন্তু বস্তুর মূলে
যাইতে পারি নাই, আপনি আত্মজ্ঞানরূপ উড়ু-
পেদ্বারা আমাকে এই ভয়াবহ শোকময় সংসা-
রের অপর পারে লইয়া চলুন । (২)

(১) হিন্দু-পত্রিকার যে সমুদায় পাঠক মৈত্রেয়ী-
বাজবল্য সম্বাদ কিস্বা আরণি-খ্যেতকেতুসম্বাদ মন-
নিবেশপূর্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নারদ-সনৎকুমার-
সম্বাদে নুতন জিনিষ অধিক পাইবেন না । নানাবিধ
উপদেশের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানই উপনিষৎ শাস্ত্রের
উদ্দেশ্য । নারদ-সনৎকুমার সম্বাদে প্রথম অংশের মূল
বেণ্ডা হয় নাই, উহা অবিকল অনুবাদও করা হয়
নাই, কারণ অবিকল অনুবাদে অনেক সময় মূলের
প্রকৃত অর্থ ফট হয় না ।

সনৎকুমার বলিলেন, তুমি বেদাদি যে সমু-
দায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তাঁহার মূলতত্ত্ব
অবগত হইতে পার নাই, কেবল শব্দের অভি-
ধান অভ্যাস করিয়াছ, উহা নামমাত্র ; বস্তুর জ্ঞান
না থাকিলে কেবল নামজ্ঞানদ্বারা বস্তুর উপ-
লব্ধি হইতে পারে না “বাচারান্তগং বিকারো
নামধেয়ং ।” নাম কেবল বাক্যের অবলম্বনমাত্র,
অর্থাৎ বাক্যের দ্বারাই বস্তুর নির্দেশ হয় এবং
নাম ঐ বাক্যের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া থাকে
মাত্র, স্তবরাং নামজ্ঞানদ্বারা আত্ম বা ব্রহ্ম
প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । যাহারা কেবল
নামকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাঁহারা
কেবল নাম বিষয়েই অসীম অধিকার প্রাপ্ত
হয় । (৩)

(২) এতদ্বি পাঠ করিলেই যে জ্ঞানী হওয়া যায় না,
নারদের বাক্যদ্বারাই তাঁহাই প্রমাণিত হইতেছে ।

(৩) জগৎ ব্রহ্মময় । জ্ঞানের পরিপাক হইলে ইহাই
উপলব্ধি হয় । নাম বস্তুর পরিচায়ক মাত্র, বস্তু না
জানিলে নাম জানিলে কোন ফল হয় না । আমি ব্রহ্ম-
শব্দ উচ্চারণ করিলাম, যে ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান কিছুমাত্র
নাই, তাঁহার কোন জ্ঞানই হইল না, কেবল ব্রহ্মশব্দটি

তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, নাম হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বলিলেন, বাক্য নাম হইতে শ্রেষ্ঠ, কেননা নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। ঋক্-বেদ, শ্রামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্যাকরণ, ইতিহাস, পুরাণ, শ্রাদ্ধ কল্পশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, দৈবশাস্ত্র, নিধি অর্থাৎ কালনির্ণয়াদি শাস্ত্রাদি তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, বেদাদি সঙ্গকীয় অর্থাৎ শিক্ষাকল্প ছন্দাদিশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা এবং নৃত্যগীতবাদ্য শিল্পাদিশাস্ত্র, সর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপতেজ, দেবতা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, স্থাপদ, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, ধর্ম অধর্ম, সত্য মিথ্যা, সাধুতা, অসাধুতা, কৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বস্ত্য তাবৎ পদার্থই বাক্যদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বাক্য নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা বাক্যকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাহারা বাক্য বিষয়েই অসীম অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বাক্যের দ্বারা 'ও ব্রহ্ম বা আত্ম প্রাপ্তি হয় না। (৪)

কর্মে গেল মাত্র। ব্রহ্মশব্দেব আর কতকগুলি প্রতিশব্দ বলিলেও কোন ফল হইল না, আত্মা ভূমা ইত্যাদি প্রতিশব্দেও কোন লাভ হইল না। যে ব্যক্তি স্বর্ণ না দেখিয়াছে কিম্বা স্বর্ণের কোন বর্ণনা শ্রবণ কবে নাই, স্বর্ণ নাম ব্যবহাবে তাহার কোন জ্ঞানের উদয় হইল না। বস্তুর নাম জানিলে নাম জানায় কোন ফল নাই কিন্তু তাই বলিয়া নামেব স্বার্থকতা যে নাই, তাহা নহে। লৌকিক ব্যবহারের জন্ত নামের প্রয়োজন। আমি যদি তোমাকে স্বর্ণ আনিতে বলি, তাহাই হইলে স্বর্ণশব্দ যে স্বর্ণ বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহা না জানিলে, কেবল স্বর্ণবস্তুর জ্ঞানিলে তুমি স্বর্ণ আনিতে পার না। বাচ-স্পত্তং বিকারো নামধেয়ঃ (হিন্দুপত্রিকা, ১ম বর্ষ আরাণি-বেতকেতুস্বাদ) নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। ঐকপ স্বর্ণনির্মিত বহুবিধ পদার্থের পৃথক পৃথক নাম না থাকিলে স্তম্ভং বস্তুর নির্দেশ করা যায় না। অরুদ্রদেশে অমেকের মুখে শুনা যায় "হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈত

কেবল", কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা" অর্থাৎ হরির নামই কলিতে মুক্তির কারণ, অস্ত্র কোন গতি নাই। কেহ যদি উহাধারা রাখেন, যে হরি কি বস্তুর তাহার কোন জ্ঞান না থাকিলেও কেবল হরি হরি শব্দ প্রয়োগ করাতে মুক্তিলাভ হইবে, তাহাই হইলে তিনি ঠিক বুঝিয়াছেন কি না, ইহা যেন পুনর্ব্বার আলোচনা করেন। গুরু শিষ্য, বা উপাশ্রু উপাসকের সম্বন্ধ কি? একজন উক্তপ্রদেশে অবস্থিত, আর একজন নিম্নপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া উহার প্রশংসিত পথাবলম্বন করিয়া ঐ উক্তপ্রদেশে গমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, একজন আদর্শমূর্ত্তি, আর একজন ঐ আদর্শমূর্ত্তি দেখিয়া আপনাকে গঠিত করিতেছেন। উপাসক তাহার উপাশ্রু দেবতা ও নিজের মধ্যে যে ভেদ তাহা ক্রমে কমাইয়া উপাশ্রুের স্থায় হইবার চেষ্টা করেন, আর ইহা যতই পারেন, ততই উপাসনা সফল হয়। হরির উপাসনা কালে, হরি কি তাহা না জানিলে, কেবল হরি হরি করিলে আমি কিরূপে হরির নিকটবর্ত্তী হইব; কিরূপেই বা তাহাতে আনাতে যে ভেদ তাহা কমাইব, কিন্তু হরি জ্ঞান থাকিলে হরির নাম স্মরণ করিলে, হরির বিচিত্র চরিত্র আমার মানসপটে উদয় হওয়ার ক্রমে হরিসমূহ হইতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে। তবে যেরূপ শালগ্রাম শিলাদিতে বিষ্ণু পূজা করা যাইতে পারে, সেইরূপ নাম উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্ম উপাসনা করা যাইতে পারে কিন্তু বিষ্ণুজ্ঞান ব্যতীত শালগ্রাম শিলাদিতে যেকপ বিষ্ণু পূজা অকার্য্যকর, সেইরূপ হরির জ্ঞান না থাকিলে নামে হরির উপাসনা নিষ্ফল। যে যাহা ভজে, সে তাহাই হয়; যে ধনাদিকে দেবতাজ্ঞান করে, সে ধন বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, বা ধনী হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি নাম উপাসনা করে, সে নাম বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। আমদের দেশে অনেক বাক্যের ঝোলা দেখা যায়, তাহাদের যত কিছু চেষ্টা অধ্যবসায় নামও বাক্য লইয়া, তাহারা বস্তুর মূলে যান না হুতরাং তাহারা কেবল বাক্যের ঝোলাই থাকিয়া যান। তাহাদের বক্তব্য বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তাহারা কেবল নাম বা বাক্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, উহা ভিন্ন তাহাতে সারাংশ কিছুই নাই।

(৪) বাক্যের অবলম্বন নাম, ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বস্তুর উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। নামের দ্বারা বাক্যের

নারদ বলিলেন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ কি ? সনৎকুমার বলিলেন মন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ । সুপ্তিমধ্যস্থিত ছইটী আমলকী ফল যেকণ মুষ্টিব অন্তবর্তী হইয়া থাকে সেইকণ নাম ও বাক্য উভয়েই মনের অন্তবর্তী ; মনে বাক্য বলিবার ইচ্ছা না হইলে বাক্য উচ্চারিত হয় না । অতএব মন বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইকণ তাবৎ-কার্যের মূলে মন, কোন বস্তু প্রাপ্তিব ইচ্ছা মনে উদয় না হইলে সে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; যে ব্যক্তি মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, মন বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু মন অপেক্ষা অরও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে ।

নারদ বলিলেন, মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? সনৎকুমার বলিলেন, সঙ্কল্প মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা সঙ্কল্পদ্বারা মহুষ্য প্রথম কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করে এবং তদুপবে কার্য্য করিব মনন কবে । সঙ্কল্পই মনকে কার্য্যে প্রণোদিত কবে, অতএব সঙ্কল্প মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সঙ্কল্প বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি ? সনৎকুমার বলিলেন চিত্ত সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা চিত্ত, ভূত ও বর্তমান দৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যতে কোন বিষয়ের উপযোগিতা অনোপযোগিতা নির্ধারণ করে । পূর্ব জ্ঞান থাকা হেতুই সর্ব বিষয়ে সঙ্কল্প হয় । যে ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি চিত্ত বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয় । কিন্তু চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্ত অপেক্ষা ও অয়োজন আছে, কিন্তু বস্তুজ্ঞান না থাকিলে বাক্য ও নানের দ্বায় অকার্য্যকর । ঐরূপ মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান জ্ঞানের কথা নিয়ে বলা হইতেছে ।

শ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? সনৎকুমার বলিলেন ধ্যান চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা ধ্যানদ্বারা শাস্তি লাভ করিয়াই চিত্ত কার্য্যোপযোগী হয়, চঞ্চলতা থাকিলে চিত্ত কোন কার্য্যই করিতে পারে না । যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, ধ্যান বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধ্যান অর্থাৎ একাগ্রতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? সনৎকুমার বলিলেন, জ্ঞান ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা জ্ঞানদ্বারা বিশ্ব তাবৎপদার্থের স্বরূপ জানা যায় কোন এক বিষয় পূর্বের না জানিলে, তাহার ধ্যান করিয়া চিত্ত সমাহিত করা যায় না । যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি ধ্যান বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয় কিন্তু ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? সনৎকুমার বলিলেন বল জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । জ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, মন আদির বহির্বিকাশের জন্ম বলের আবশ্যক । বিশ্ব জড় ও চৈতন্যশক্তিদ্বারা ওতঃ প্রোতঃভাবে প্রতিষ্ঠিত । স্রুতবাৎ বল ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না, বলহীন ব্যক্তির জ্ঞান, ধ্যান, মন কোথায় ? যে ব্যক্তি বলের উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি বল বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয় । কিন্তু বল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে । (৫)

(৫) বলকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে । ইহাৎ দেখিলে আশঙ্কা হয় যে জ্ঞানাপেক্ষা বলের প্রশংসা কেন করা হইল । কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পায় যায় প্রাকৃতিক বলের নিকট জ্ঞানও পবিত্র পায়, প্রাকৃতিক বলের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য করিতে পারিলে জ্ঞান কার্য্যকর হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক বলের বিরুদ্ধে জ্ঞান কিছুই করিতে পারে না । গোয়ালন্দে পদ্মার ভাঙ্গনে কত লক্ষ লক্ষ টাকাই ব্যয় করা হইল, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গন ঠেকান গেল না । বতাই

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? সনৎকুমার বলিলেন অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা অন্নই বলের কারণ। অন্নদ্বারা শরীর স বল না রাখিলে কেহ কোন কার্যই

বিদ্যা বুদ্ধি ধরচ করিয়া এমারতাদি প্রস্তুতকর সামান্য ভূমিকপ্পেই তাহার ধ্বংস হইয়া থাকে। প্রকৃতির আশ্রয় ভিন্ন চৈতন্তের বহির্বিকাশ হয় না। অগ্ন্য চৈতন্ত ও প্রকৃতি বিমিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্ত বিবে দৃষ্ট হয় না। অগ্নির প্রকাশের জন্য যেকোন কোন না কোন আধার চাই, চৈতন্তের প্রকাশের জন্য সেইরূপ কোন না আধার চাই। পুরুষ প্রকৃতি বা মায়া আশ্রয় করাতেই বিবেক উৎপত্তি। দেহাবসান হইলে মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান আদির বিকাশ আর দেখা যায় না, তবে পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া দেহাঙ্কর আশ্রয় করিলে উহার বিকাশ হইতে পারে। স্তবরাং জ্ঞানাদি বিকাশের জন্য প্রকৃতি জাত বলের প্রয়োজন। ইচ্ছানাশি সংযোগ না করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিতে পারে না। কাঠাদিতে যে অগ্নি মিহিত আছে, তাহা কাঠাদির ঘর্ষণে বহির্গত হয় এবং কাঠাদির ষোণেই উহা যেকোন প্রকাশিত থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতিজাত বলই জ্ঞান প্রকাশিত থাকে। বুদ্ধ-দেবের জীবন চরিতে পাওয়া যায় তিনি তপস্তায় নিযুক্ত হইয়া উপবাসাদিতে শরীর অত্যন্ত শীর্ণ করিয়া কোন ফল পাইলেন না, যখন ক্রমে মানসিক বৃত্তিগুলি নষ্ট হইবার উপক্রম হইল, এই সময়ে কিঞ্চিৎ দুঃখপান করিয়া স বল হইলেন এবং উপবাসাদিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনা নাই স্থির করিলেন। উপবাসাদি যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে, তাহা শরীরের অন্তি সংঘটন করিবার জন্য নয়, অজীর্ণাদি দোষ নষ্ট করিয়া শরীরকে অধিকতর পটু করিবার জন্যই উহার বিধান হইয়াছে। তাই বলিয়া কেবল শারীরিক বলই যে মানবের জীবনের উদ্দেশ্য হইবে তাহা নহে, শরীরিক বল যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু রাখিতে হইবে এবং উহা যে উপেক্ষার বস্তু নহে তাহাই দেখাইবার জন্য বলকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে কারণ বলরূপ আধার না পাইলে জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না। এই বলকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াই ভারতবাসীরা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। বলও নাই, জ্ঞানও নাই, কেবল আছে বাক্য, আমরা সকলেই বাক্যনিবিশ, আত্মবাদিক, মন্ত্রবিশ, কিন্তু কেহই আত্মবিশ বা তত্ত্ববিশ নাই। পাঠক দেখিবেন যে গীতা ও অজ্ঞাত ধর্মশাস্ত্রও বলিয়াছেন যজ্ঞ-বাদাদি নিরত ব্যক্তির যোগ দুঃখের হয়। সনৎকুমার বলের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য বলিতেছেন,—“শতং বিজ্ঞানবভামেকো বলবানাকম্প্যতে,” একজন বলবান শত জ্ঞানবানকে ভয়ে কম্পিত করিয়া থাকে।” এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বলের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, চন্দ্র, সূর্যাদি, গ্রহনক্ষত্র, নদী, সাগর, ঘন, পর্বত, মনুষ্য,

করিতে পারে না, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অন্নকে ব্রহ্ম-রূপে উপাসনা করে, অন্ন বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে। কিন্তু অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৬)

পশু, পক্ষী, কীট সকলেই বলের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ বল না থাকিলে ইহারা কে কোথায় থাকিত? অতএব বল উপেক্ষার জিনিষ নহে। “বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেনাস্থিরক্ষং, বলেন দ্যৌর্ধ্বেন পথতা বলেন দেব মনুষ্যা বলেন পশুবন্দ্বেয়াসি চ তৃণ-বনস্পত্যঃ বাপরাশ্চাকীটপতঙ্গপিপলীকঃ বলেন লোক-স্থিতিঃ।”

(৬) অন্নই বলের কারণ। বর্গীর কেশবচন্দ্র অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া তাহার শীঘ্র সম্প্রদায় ও খৃষ্টিয়ানাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপহাসাস্পদ হন। যাহা প্রত্যহ উদয় হয়, সে আবার ব্রহ্ম! ব্রহ্মকাব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মায়া আশ্রয় করিয়া কার্যাবস্থার পরিণত হইলে তিনিই সর্ব, তিনিই জীব, তিনিই অন্ন যথেন। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, অন্ন ব্রহ্ম বলিলে হাত্তদুন্দগণ্য হইতে পারে না। পুরুষমূর্ত্তে আছে,—“পুরুষ এবৈবঃ সর্গঃ যজ্ঞতঃ যজ্ঞ ভবাং। উতামৃতন্তজ্ঞেশানো বনম্নো-নাতিরোহতি” অর্থাৎ সে পুরুষ অন্নের দ্বারা বিশ্বের শরীর পুষ্ট করিয়া কারণ অবস্থা পরিচালনা করিয়া কাব্য-বস্থার পরিণত করেন, তিনি এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে তৎ সমস্তই, তিনি মোক্ষের অধিপতি। তাপ একটি বল বা Force কিন্তু তাপ বর্দ্ধিত করিবার জন্য উপাদান অর্থাৎ কাঠাদি না দিলে, তাপ থাকে না। বলকে Force এবং অন্নকে matter বলা যাউতে পারে। জীব শরীর যেকোন তত্ত্বাদি অন্নদ্বারা পুষ্ট, সেইরূপ বিশ্ব তাবৎ পদার্থই কোন না কোন অন্নদ্বারা পুষ্ট, যে যাহািব শরীর পুষ্টিকর, সে তাহার পক্ষে অন্ন। তাড়িত বায়ু-প্রভৃতি যে সমুদায় বল দেখিয়া থাকেন, তাহার সকলেই কোন না কোন অন্ন অর্থাৎ মহাজীবক, তাম্র, অন্নাদি জল প্রভৃতি দ্বারা পুষ্ট। অতএব অন্নও প্রয়োজনীয়। কিন্তু অন্ন ব্রহ্ম বটে, অথচ অন্ন ব্রহ্ম নাও বটে; মানবের যদি কেবল অন্নের জাত দৃষ্ট থাকে, তাহাই হইলে অন্ন বিষয়ে অপরিমিত অধিকার জন্মে। ব্রহ্মের ব্যাটজনে তত্ত্বৎ বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায়, সমস্তজ্ঞানে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হওয়া যায়। কারণবস্থা পরিচালনা করিয়া কার্যাবস্থা গ্রহণ করিলে, একই ব্রহ্ম বহু করেন, উহার যেটিতে তুমি মনসংযোগ কর, সেইটিতে অধিকারী হইতে পার, তত্ত্বির অল্প বিষয়ে নহে, এইমত জ্ঞান যাহার বিষয় পরে বলা হইতেছে, তাহার তত্ত্ব অবগত হওয়া চাই। স্মৃত্তিকার বিষয় অবগত থাকিলে, স্মৃত্তিকানির্দিষ্ট তাবৎ পদার্থত তৌমার জাত হয় “একেন যুগপ্তেন সর্গং যুগাৎ বিজাতঃ সত্যং”

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? সনৎকুমার বলিলেন জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা জল ভিন্ন অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। জলই অন্নের কারণ। যে ব্যক্তি ব্যক্তি জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, জল বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে। কিন্তু জল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৭)

(৭) অন্নের পর জলের কথা বলা হইতেছে। বিশেষ বাহ্য দেখা যায় তাহা পকভাগে বিভাগ করা যায়, পৃথিবী, (solid), জল (liquid) তেজ, (Igneous) বায়ু (gaseous), আকাশ (ethereal)। সনাতন তাবৎ শব্দে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির উল্লেখ আছে। আধুনিক বিজ্ঞানেও ঐয় সাব্যস্ত হইয়াছে, যে পরিদৃশ্যমান জগৎ আকাশ বা ether হইতে উৎপন্ন। আলোক, তাপ, ভড়িত, এসমুদায়ই তেজাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং পদার্থ-মাত্রই জল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, কঠিন পদার্থমাত্রই পৃথিবী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, বাহ্য কেবল ত্বকের দ্বারা অনুভব হয়, এরূপ বায়বীয় পদার্থমাত্রই বায়ু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। জল, বায়ু প্রভৃতি তত্তৎ পদার্থবলম্বী পদার্থের উপলক্ষ্যমাত্র। জল বলিতে কেবল জল বুঝায় না, তাবৎ দ্রবপদার্থ বুঝায়; বায়ু বলিতে কেবল বায়ু বুঝায় না, তাবৎ বায়বীয় পদার্থ বুঝায়, অগ্নি বলিতে তাবৎ জ্যোতির্ময় পদার্থ বুঝায়। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রমাণিত হইতেছে তাপ heat, আলোক, light ইহার আকাশ বা ether হইতে উৎপন্ন।

It is assumed that there is an imponderable elastic ether which pervades all bodies, the densest, or the most transparent solids or liquids, the most attenuated gases, as well as the stellar spaces and which is capable of transmitting a vibratory motion with great velocity. A vibratory motion of this ether produces heat just as sound is produced by a vibratory motion of the atmospheric air, and the transference of heat from one body to another is effected by the intervention of this ether. This hypothesis is now admitted by the most distinguished physicists; it affords a better explanation of the phenomena of heat than any other theory, and it reveals an intimate connection between heat and light.

ঐ প্রকারে light বা আলোকসম্বন্ধে বলা হইতেছে :—
“The luminosity of a body is due to an infinitely rapid vibratory motion of its molecules, which when communicated to the ether is propagated in all directions in the form of spherical waves (Gant.)

অর্থাৎ তাপ আকাশের কম্পনজনিত, আলোক ও আলোকময় পদার্থের অনুরূপ কম্পন আকাশে সংস্পৃষ্ট হওয়ার চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। বাহার বিষয়ে বিশেষ

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? সনৎকুমার বলিলেন তেজ জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা তেজই জলের কারণ। যে ব্যক্তি তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি তেজ বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? সনৎকুমার বলিলেন আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণ। যে ব্যক্তি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি আকাশ বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? সনৎকুমার বলিলেন স্মর অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্মরণ অন্তঃকরণের বৃত্তি, উহাই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের অস্তিত্বের কারণ। তোমার স্মৃতিশক্তি আছে বলিয়াই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে। তোমার স্মৃতিশক্তি না থাকিলে, উহার অস্তিত্ব নাই। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অন্তর্জগতের উপর অপেক্ষা করে, অতএব স্মৃতিশক্তি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি স্মরকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, স্মর বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু স্মর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৮)

রূপে জানিতে চাহেন তাহার কোন এক ধানি Physics পাঠ করিবেন। হুতরাং এতদ্বারা দেখা যাইতেছে, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও ক্রমে আকাশকে সকলের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাইতেছেন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এহলে এই ক্রমের কিকিং ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, কারণ তেজের পর বায়ুর উল্লেখ নাই, কিন্তু পাঠকের মনে রাখা উচিত যে এসমুদায়ই আনুমানিকভাবে বলা হইতেছে; সৃষ্টি-প্রকরণ প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় নহে। সকল পদার্থই যে ব্রহ্ম সমুৎপন্ন এবং সকলই যে ব্রহ্ম তাহাই এহলে বক্তব্য।

(৮) পাঠক এই স্থানে “Descartes” এর cogito ergo sum, স্মরণ করুন, ডেকার্টিস স্বীয় অস্তিত্ব বিষয়ে সন্নিহান হইয়া “আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি” এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। স্মৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তি, ভগবানের স্মৃতিপটে নাম রূপভাবে বিধি অব্যক্তভাবে অবস্থিত ছিল, উহার অভাবে বিশ্বের অভাব হইত। জগতের অস্তিত্ব মনের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন অর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন আশা অর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্তঃকরণে আশা না থাকিলে স্মৃতিশক্তি থাকিতে পারে না। আশা-দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক সমুদায় কার্য চলিতেছে। অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে আশা বলে, উহা না থাকিলে স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি আশাকে বন্ধকপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি আশাবিশেষে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আশা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৯)

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা প্রাণই বিশ্বের মূল, উহা-দ্বারাই বিশ্ব জীবিত রহিয়াছে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই গুরু, প্রাণ না থাকিলে জীবের দেহমাত্র থাকে, ঐ দেহ পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী কিম্বা আমি নহে, সুতরাং প্রাণই জীবের জীবনের কারণ। এই প্রাণই আত্মা, যে এই প্রাণকে জানিতে পারিয়াছে, তিনি অতিবাদী হয়েন অর্থাৎ নাম আদি তাবৎবস্তু পরিত্যাগ করিয়া—

আত্মাকেই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তখন সনৎকুমার বলিলেন :—এষতু অতি-অতিবদতি যঃ সত্যোনাতি বদতি সোহং।

যে ব্যক্তি সত্য জ্ঞানের সহিত বলিতে পারেন “সোহং” আমিই সেই ব্রহ্ম, তিনিই যথার্থ অতি-বাদী (জ্ঞানের পরিপাক হয় নাই, অথচ মুখে “সোহং” বলিলে তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায় না)

তখন নারদ বলিলেন—সত্যোনাতিবদানীতি, আমি সত্যজ্ঞানের সহিত অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।

সনৎকুমার বলিলেন—সত্যত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যগতি—সত্যেরই অনুসন্ধান কর্তব্য।

নারদ বলিলেন—সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি আমি আমি সত্যেরই অনুসন্ধান করি।

সনৎকুমার বলিলেন :—

যদা বৈ বিজ্ঞানাত্যথ সত্যং বদতি নাকি-
জ্ঞানং সত্যং বদতি বিজ্ঞানেন ব সত্যং বদতি
বিজ্ঞানত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনিই সত্য বলেন অর্থাৎ নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করেন, যিনি অজ্ঞান তিনি নিত্য বস্তু উপেক্ষা করেন, অতএব জ্ঞান তোমার জিজ্ঞাস্ত।

নারদ বলিলেন আমি জ্ঞান চাই, সনৎকুমার বলিলেন :—

যদা বৈ মনুজেহৎ নামস্বা বিজ্ঞানাতি মনুজৈব
বিজ্ঞানাতি মতিত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি। অর্থাৎ
যখন কোন বিষয় জানিবার মতি হয়, তখনই
জানে, জানিবাব মতি না হইলে কেহ জানে
না, অতএব মতি তোমার জিজ্ঞাস্ত।

নারদ বলিলেন আমি মতি চাই, সনৎকুমার বলিলেন :—

“যদা বৈ শ্রদ্ধাত্যথ মনুতে না শ্রদ্ধা-
মনুতে শ্রদ্ধাদেব মনুতে শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিত-
ব্যোতি ॥

শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্থিক্য বৃদ্ধি থাকিলে মতি জন্মে, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কোন বিষয় জানিতে মতি হয় না, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই মতিসম্পন্ন হয়, শ্রদ্ধা তোমার জিজ্ঞাস্ত।

নারদ বলিলেন, আমি শ্রদ্ধা চাই। সনৎকুমার বলিলেন :—

যদাবৈনিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্ধাতি নানিস্তিষ্ঠ-
দ্যতি নিস্তিষ্ঠনৈব শ্রদ্ধাতি নিষ্ঠাত্বেব বিজি-
জাসিতব্যোতি।

অর্থাৎ নিষ্ঠাবান, গুরুভক্তিসম্পন্ন ভক্তিই শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকে, নিষ্ঠাশূন্য ব্যক্তি শ্রদ্ধা-
বান হয় না। নিষ্ঠা তোমার জিজ্ঞাস্ত।

নারদ বলিলেন আমি নিষ্ঠা চাই। সনৎকুমার বলিলেন :—

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাক্ষা-
নিস্তিষ্ঠতি কৃষ্টেব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিত্বেব বিজি-
জাসিতব্যোতি।

যে ব্যক্তি ইন্দ্రిয়সংযম করিতে পারে, সেই
নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। অসংযত ব্যক্তি নিষ্ঠাবান

(৯) আশা অর্থাৎ তৃষ্ণা, কাম। তদৈক্যত বহুস্তাঃ
প্রজায়েয়তি তন্ত্বেজোহংসজং। হিন্দু-পত্রিকা ৬৫ পৃষ্ঠা
আর্য্যণ শেতকেতুর সংবাদ। আমি একা ছিলাম বহু হই,
এইরূপ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া আকাশ তেজাদি সৃষ্টি করি-
লেন। সুতরাং প্রজাপতির প্রজাকাম হওয়াই সৃষ্টির
মূল কারণ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।

হয় না, সংযত ব্যক্তিই নিষ্ঠাবান হয়, অতএব কৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম তোমার জিজ্ঞাস্ত।

নারদ বলিলেন আমি কৃতি, চাই :—

সনৎকুমার বলিলেন :—যদা বৈ স্মৃৎ লভতেহথ কেরোতি, নাস্মৃৎ লভা কেরোতি স্মৃৎমেব লভা কেরোতি স্মৃৎং স্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥

সনৎকুমার বলিলেন :—স্মৃতের জ্ঞাত ইন্দ্রিয়-সংযম প্রয়োজনীয়, স্মৃৎপ্রাপ্ত হইলেই ইন্দ্রিয়-সংযম করে, স্মৃৎ প্রাপ্ত না হইলে ইন্দ্রিয়সংযম কবে না, অতএব স্মৃৎ তোমার জিজ্ঞাস্ত।

নারদ বলিলেন আমি স্মৃৎ চাই, সনৎকুমার বলিলেন :—

যো বৈ ভূমা তৎস্মৃৎ নাল্লেক্স্মৃৎমপি ভূমৈব স্মৃৎ ভূমাস্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি

যিনি ভূমা অর্থাৎ নিরতিশয় মহৎ, তিনিই স্মৃৎ অল্পে স্মৃৎ নাই, ভূমাই স্মৃৎ, অতএব ভূমা তোমার জিজ্ঞাস্ত।

নারদ বলিলেন আমি ভূমা চাই। পরে সনৎকুমার ভূমা ও অল্পেব লক্ষণ কি তাহা বলিলেন :—

অথ যত্র নাশ্চৎ পশ্চতি নাশ্চক্ষুণোতি নাশ্চ-
দ্বিজান্নাতি স ভূমা যত্রাশ্চৎ পশ্চত্যশ্চক্ষুণোত্যশ্চ
দ্বিজান্নাতি তদল্লং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্লং
তন্নর্ভ্যং স ভগবঃ কশ্মিন্ প্রাতিষ্ঠিত ইতি স্নে
মহিষ যদি বা ন মহিম্নোতি ॥ অর্থাৎ ॥ (১০)

যাহাতে অশ্চ কিছুদৃষ্ট হয় না, যাহাতে অশ্চ কিছু শ্রুত হয় না, অশ্চ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহাই ভূমা, আর যাহাতে অশ্চ পদার্থ দৃষ্ট, শ্রুত বা বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে অল্প বলে। ভূমা অমৃত, অল্প মরণশীল।

তৎপরে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ভূমা কিসে প্রাতিষ্ঠিত আছেন, সনৎকুমার বলিলেন,

(১০) ভূমাই হুঃব বীজ। মানব জগতে কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট হয় না। পৃথিবীর ভাবং ধন পাইলেও ধনকাজী ব্যক্তির ধন লিপ্সা যায় না। এইরূপ সর্ব প্রকার কামনাই কামোপভোগের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। করিণ জগতে যাহা কিছু লভ্য, ভাবংই সীমাবদ্ধ, যখন সীমা পর্যাঙ্ক বাওয়া গেল, তখন সব-কুরাইয়া যাওয়ার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তিহেতু হুঃপের উৎস হয়, কিন্তু ভূমা প্রাপ্ত হইলে অসীম স্মৃৎপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

তিনি স্বীয় মহিমায় প্রাতিষ্ঠিত আছেন, আর তাহার অশ্চ কোন প্রাতিষ্ঠা নাই, এ কথাও বলা যায়।

সনৎকুমার আরও বলেন :—

গো অশ্বানিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তি হিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যয়তনানীতি নাস্মেবং ব্রহ্মী-
মীতি ব্রহ্মীমীতি হ হোবাচাত্মো হ্যাত্মিন্ প্রাতি-
ষ্ঠিত ইতি ॥ (১১)

অর্থাৎ গো, অশ্ব, হস্তি, হিরণ্য, দাস, ভার্য্যা বিস্তীর্ণক্ষেত্র এ সমুদায়ই তাহার মহিমা, কিন্তু ইহারা তাহার প্রাতিষ্ঠা নহে, আমি ইহাদের কথা বলি নাই, আমি যাহা বলি তাহা এই— অশ্চ অশ্চে প্রাতিষ্ঠিত থাকে না অর্থাৎ যেখানে ভেদ ভাব আছে, সেইস্থলে এক অশ্চের আধার হইতে পারে কিন্তু যেখানে ভেদভাব নাই, সেখানে কে কাহার আধার হইবে?

সনৎকুমার আরও বলিলেন :—

স এবাদ্যন্তাং স উপরিষ্ঠাং স পশ্চাৎ স পূর্বন্তাং স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্কমেত্যাধোহোহাক্ষারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহম
পরিষ্ঠাদহং পশ্চাদহং পূর্বান্তাদহং দক্ষিণ তোহহ
মুত্তরতোহহমেবেদং সর্কমিতি। অর্থাৎ আত্মা-
দেশ এব আত্মৈবাধস্তাদ্যোপরিষ্ঠাদ্যো পশ্চা-
দ্যো পূর্বস্তাদ্যো দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈ-
বেদং সর্কমিতি স বা এষ এবং পশ্চপ্নেবং মবান

(১১) ব্রহ্মে স্বগত, বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই। তিনি একমেবাব্রহ্মতীয়ম্। দৈবজ্ঞান থাকিলেই তখন এক অশ্চকে দেখে শুনে ইত্যাদি। বৈদ্যের যাজ্ঞবল্ক্য ও আত্মনি শ্বেতকেতু সংবাদ দেখুন। তোমার মুখ, হস্তাদিতে যে যে ভেদ, তাহাই স্বগত ভেদ, তোমাতে ও অপর মানবে যে ভেদ, তাহা বজাতীয় ভেদ, তোমাতে ও পশুপক্ষী আদিতে যে ভেদ, তাহা বিজাতীয়। একমেবাব্রহ্মতীয়ম্ শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ যবে ব্রহ্মভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। পরবর্তী শ্লোকাদি যেখানে “স এবাদ্যন্তাং” ইত্যাদি বলা হইয়াছে উহাযারাও ইহাই হুচিত হইয়াছে।

যত্রহি বৈতনিব ভবতি তদিতর ইতরং জিহ্বতি তদিতর ইতবঃ পশ্চতি ইত্যাদি যত্র বা অশ্চ সর্ব মাঈ-
বাহুত তং কেন কং জিহ্বং কেন কং পশ্চত ইত্যাদি।

যে মহিম্ন—এতাবানন্ত মহিমা জ্যায়াং পুরুষঃ পুরুষ-বৃত্ত। এই বিষয় ভাবং পদার্থই তাহার মহিমা ব্যঞ্জক।

এবং বিজ্ঞানস্বাক্ষরিতরাশিক্রীড়া আশ্মমিথুন আশ্মা
নন্দঃ স স্বরাড় ভবতি তন্ত সর্বেষু লোকেষু
কামচারো ভবতি । (১২)

তন্ত হ বা এতস্তৈবং পশুত এবং ময়ান
স্তৈবং বিজ্ঞানত আশ্মতঃ প্রাণ আশ্মত আশা-
শ্মতঃ শ্মর আশ্মত আকাশ আশ্মত স্তেজ আশ্মত
আপ আশ্মত আবির্ভাব তিরোভাবাশ্মতোহম
মাশ্মতো বলমাশ্মতো বিজ্ঞানমাশ্মতো ধ্যানমাশ্মত-
শ্চিত্তমাশ্মতঃ সঙ্কল্প আশ্মতো মন আশ্মতো বাগা-
শ্মতো নামাশ্মতো মন্তা আশ্মতঃ কল্যাণাশ্মত
এবেদং সর্কমিতি ।

তদেষ শ্লোকো ন পশ্যো মৃত্যুং পশুতি ন
রোগং নীত দুঃখতাং সর্কং হ পশুঃ পশুতি সর্ক
মাশ্মোতি সর্কশ ইতি স একধা ভবতি ত্রিধা
ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ
শ্রুতঃ শতঞ্চ দশচৈকঞ্চ সহস্রাণি চ বিংশতি-
রাহারশুক্কৌ সর্বশুক্কিঃ সর্বশুক্কৌ ধ্রুবা শ্রুতিঃ
শ্রুতিগভ্যে সর্কগ্রহীনাং বিপ্রমোকন্তশ্রুতমুদিত
কষায়ারতমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎ-
কুমারন্তং স্বন্দ ইত্যচক্ষতে তং স্বন্দ ইত্যা-
চক্ষতে ॥ ইতি

অর্থাৎ সেই ভূমার অত প্রতীষ্ঠা আর কিরূপ
সম্ভবে? কারণ তিনিই নিম্নে, তিনিই উপরে,
তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই দক্ষিণে,
তিনিই উত্তরে, তিনিই এই বিশ্বস্থ সর্ক, তাহার
আবার আধার কি? ঐ ভূমা স্থানে অহং আদেশ
হইলে অর্থাৎ ভূমা স্থানে অহং বসাইলে,
আমিই নিম্নে, আমিই উপরে, আমিই পশ্চাৎ,
আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এই
বিশ্বস্থ সর্ক। অহং স্থানে আশ্মা বসাইলে,
আশ্মাই উপরে, আশ্মাই নিম্নে, আশ্মাই সম্মুখে,

(১২) দৈতভাবে থাকিলেই আধার, অধেয় বিভিন্ন
হয়, উহা না থাকিলে আর হয় না ।

আশ্মাই পশ্চাৎ, আশ্মাই দক্ষিণে, আশ্মাই উত্তরে,
আশ্মাই এই বিশ্বস্থ সর্ক ।

যে ব্যক্তির এইরূপ সর্কভূতে আশ্মা দৃষ্ট
এবং সর্কভূতে আশ্মজ্ঞান হইয়াছে, সে ব্যক্তি
আশ্মার সহিতই রতি সম্ভোগ করেন, আশ্মার
সহিতই ক্রীড়া করেন আশ্মার সহিত মিশ্র
অর্থাৎ দ্বন্দ্ব জানিত স্মৃতিভোগ করেন, তিনি
আশ্মাতেই আনন্দ ভোগ করেন, তিনি বাহ্য
বস্তুর কোন অভাব বোধ করেন না। তিনি
জীবিত কালেও স্বরাড় অর্থাৎ স্বীয় রাজ্যে অভি-
যিক্তের শ্রায় এবং মৃত্যুর পরও স্বরাড় হইয়া
থাকেন, তিনি সর্কলোকেই অসীম অধিকার
প্রাপ্ত হয়েন ।

যে ব্যক্তির এইরূপ সর্কভূতে আশ্মদর্শন
এবং সর্কভূতে আশ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার
নিকট (পূর্ক-কথিত) প্রাণ, আশা, শ্মর, আকাশ,
তেজ, অপ, জন্ম, মৃত্যু, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত,
সঙ্কল্প, মন, বাক্, নাম, মাত্র, কর্ম সমুদায়ই
আশ্মসমুদ্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয় ।

এইজন্যই আশ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বলা হইয়া
থাকে :—

এইরূপ জ্ঞানী মৃত্যু, রোগ এবং দুঃখ কি
তাহা জানেন না, তিনি সকলই দেখেন এবং
সকলপ্রকারে সকল বস্তু প্রাপ্ত হয়েন । তিনি
সৃষ্টির পূর্বে এক হইয়াও সৃষ্টির সময় ত্রিবিধ,
পঞ্চবিধ, সপ্তবিধ, নববিধ, একাদশবিধ, শত-
বিধ হয়েন, তিনি দশ ও এক, তিনি সহস্র,
তিনি বিংশতি হইয়া থাকেন । আহার শুদ্ধি-
হেতু তিনি সর্বশুক্কি লাভ করেন, সর্বশুক্কিহেতু
আশ্মাতে ধ্রুবশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েন এবং উহা
হইতে সংসারের তাবৎ বন্ধন হইতে মুক্ত
হয়েন । বাহার ইঞ্জিয়সংযম হইয়াছে তাহাকে
অর্থাৎ ভগবান সনৎকুমার এইরূপ পরমার্থতত্ত্ব-
রূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন । এইরূপ অংশ তাহার
নামেই অভিহিত হয় ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড,
৯ম—১২শ সংখ্যা

১৩০২ সাল,
১৮১৭ শকাব্দ।

পৌষ, মাঘ,
ফাল্গুন ও চৈত্র ।

শ্রোয় ও শ্রোয় ।

কঠোপনিষৎ ।

২য় প্রবন্ধ ।

যম তৎপরে জীবাশ্মাও পরমাশ্মা সম্বন্ধে
চিকিত্তকে উপদেশ দিতে লাগিলেন । তিনি
বিলেন :—

ঋতং পিবন্তৌ সুরুতন্ত লোকে, গুহাপ্রবিষ্টৌ
বনে পরাক্ষে, ছায়া তপৌ ব্রহ্মাবিদো বদন্তি,
কাশ্মরো যে চ ত্রিণাচিকৈতাঃ ॥ ১ ॥

জীবাশ্মাও পরমাশ্মা উভয়েই এই দেহে
স্নেহকষ্ট স্থান অর্থাৎ হৃদয়াকাশে থাকিয়া
পনার কর্মফল ভোগ করিতেছে । ব্রহ্মবিৎ
বং ত্রিণাচিকৈতা গৃহস্থগণ তাহাদিগকে অর্থাৎ
বায়ু ও পরমাশ্মাকে ছায়া ও আত্মপের ছায়
লেন ।

টীকা—ঋত-কর্মফল । সুরুতন্ত স্বয়ং কৃতন্ত
ধর্মণঃ, লোকে দেহে, গুহা হৃদয়াকাশ । ত্রিণাচি-
কৈতাঃ—যাহারা তিনবার অগ্নিচয়ন করেন ।
পায়ঃ—গৃহস্থ সকল ।

পরমাশ্মা কোন কার্য করেন না বা কার্যের
গ্রহণ করেন না, কিন্তু দেহমধ্যে জীবাশ্মার
ইত সম্বন্ধ থাকিতে তিনি কর্মফল ভোগ

করিতেছেন বলিয়া বিবেচনা হয় । প্রকৃতপক্ষে
পরমাশ্মা নির্লিপ্ত ।

দ্বাসুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিবহ-
জাতে । তয়োঃ পুত্রঃ পুত্রঃ স্বাদৃত্যনয়নম্ভোহতি-
চাকশীতি ॥

অথেন্দ ।

দুইটি পক্ষী সখ্যভাবে একত্র হইয়া এক
বৃক্ষ (দহ) আশ্রয় করিয়া আছেন, উহাদের
মধ্যে একজন মিষ্টফল ভক্ষণ করেন, আর এক-
জন কেবল দর্শন করেন ।

যঃ সেতুরীজা নানামক্ষরধ্বজ যৎ পরম্ ।

অভয়ং তিষ্ঠীর্ষতাম্পারং নাচিকৈতং শকেমহি ॥২॥

যজ্ঞসাধনকারীদিগের সেতু স্বরূপ অগ্নিকে
এবং মোক্ষাভিলাষীদিগের ভয়নিবারক পর-
ব্রহ্মকে, এতদুভয়কে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি ।

টীকা—ইজানানাং—যজ্ঞসাধনকারীদিগের ।

তিষ্ঠীর্ষতাম্—মুখুদিগের । নাচিকৈতং—

অগ্নিকে । শকেমহি—অর্থাৎ জানিতে পারি ।

আত্মানং রধিনং বিদ্ধি শরীরং ব্রহ্মসেবকু ।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রব্রহ্মসেব চ ॥ ৩ ॥

আত্মাকে রথস্বামী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম বলিয়া জান ।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহর্কিয়মাংস্তেযু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তৃত্যাহর্শনীষিণঃ ॥৪॥

বিবেকীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, রূপরসগন্ধাদি ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়দিগকে গোচর অর্থাৎ পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত যে আত্মা তাহাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে কক্ষফলের ভোক্তা বলিয়া থাকেন ।

যন্তবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা ।

তত্তেজিয়াণ্যবশানি হৃষ্টস্থা ইব সারথিঃ ॥ ৫ ॥

অসমাহিতচিত্ত অবিবেকীর ইন্দ্রিয়সমূহ অনিপুন সারথির হৃষ্ট অশ্বদিগের তায় আয়ত্তাধীন হয় না ।

যন্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।

তত্তেজিয়াণি বশানি সদস্থা ইব সারথিঃ ॥ ৬ ॥

সমাহিতচিত্ত বিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ অনিপুন সারথির উত্তম অশ্বের তায় আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে ।

যন্তবিজ্ঞানবান্ ভবতামনসঃ সদাহুচিঃ ।

ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চবিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যিনি অবিবেকী, অসংযতচিত্ত এবং অসচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদপ্রাপ্ত হইবেন না এবং সংসার গতিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের অধীন হইয়া থাকেন ।

যন্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনসঃ সদা হুচিঃ ।

স তু তদপদমাপ্নোতি যস্মাত্তুর্যো ন জায়তে ॥৮॥

যিনি বিবেকী, সংযতচিত্ত এবং সচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহার পুনর্জন্ম জন্ম প্রগ্রহ করিতে হয় না ।

বিজ্ঞানসারথির্যন্ত মনঃ প্রগ্রহাধরঃ ।

সোহধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষোঃ পরমম্পদম্ ॥৯॥

বিবেকবুদ্ধি যাহার সারথি, যাহার মন

প্রগ্রহবান্ অর্থাৎ সমাহিত, তিনি সংসারগতি (অধ্বনঃ) পার হইয়া গমন করিয়া সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের (বিষ্ণু) পরমপদ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তুরীয়া বা বাসুদেব সুষুপ্ত বা সর্গধ্বজ স্বপ্ন বা প্রহ্লাদ জাগ্রত বা অনিরুদ্ধ, ব্রহ্মের এই চারি অবস্থার মধ্যে সর্বোচ্চ বাসুদেবাখ্য তুরীয়া অবস্থা প্রাপ্ত হন । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হর্থী অর্থৈভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসশ্চ পরা বুদ্ধি বুদ্ধেবাখ্য মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগের বিষ্ণু অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধাদি হৃদয় ও শ্রেষ্ঠ, ঐ বিষয়াদি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা অর্থাৎ মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠ ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥

মহৎ হইতে বীজস্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই ; পুরুষই শেষ, তিনিই পরাগতি ।

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে স্বপ্নায়া বুদ্ধ্যা হৃদয়া হৃদ্যদর্শিতঃ ॥১২॥
এই পুরুষ সর্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন, প্রকাশ পায়েন না, হৃদ্যদর্শীরা একত্র ও হৃদ্য বুদ্ধি দ্বারা ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ।

টীকা—অথ্য, আর অগ্র একই শব্দ ।
যচ্ছোদানসী প্রোক্তস্তদ্ যচ্ছোজ্জ্ঞ জ্ঞানানি ।

জ্ঞানযানি মহতি নিষচ্ছেতদ যচ্ছোজ্ঞস্ত আশ্বনি ॥ ১৩ ॥
প্রোক্ত ব্যক্তি বাক্যকে মনে উপসংহৃত অর্থাৎ লয় করিবে, মনকে জ্ঞানরূপী আশ্বনি অর্থাৎ বুদ্ধিতে লয় করিবে, বুদ্ধিকে মন আত্মাতে অর্থাৎ জীবভূত আত্মা বা জীবাত্মা লয় করিবে, জীবাত্মা শাস্ত অর্থাৎ বিকারমুক্ত পরমাশ্বায় লয় করিবে ।

টীকা—মনসী—ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্ । নিরুপসংহরেৎ ।

উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরাগিবোধত । ক্ষুরত
ধারা নিশিতা দূরভাষা হর্গমগ্ধতত্ত্বং কবয়ে
বদন্তি ॥ ১৪ ॥

হে মানবগণ! উত্থান কর, জাগ্রত হও,
প্রচীটার্ঘ্যগণের (বরান্) সরিধানে গমন করিয়া
পরমাত্মার বিষয় জ্ঞাত হও, কারণ ক্ষুরের
শণিতধার (নিশিতা) পদের যেরূপ হর্গমনীয়,
তত্ত্বজ্ঞানের পথকে পণ্ডিতগণ তরুণ হর্গম
ধারিয়া থাকেন ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথাহরসন্নিত্যগন্ধ-
বজ যৎ । অনাদ্যানন্তমহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য
তন্মত্বামুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

তিনি শব্দ, স্পর্শ রূপ রস-গন্ধাদি ইন্দ্রিয়
গ্রাহ্য কিছুই নহেন, তিনি অব্যয়, নিত্য, অনাদি,
তিনি মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও ধ্রুব, সাধক
তাহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ
পাইয়া থাকেন ।

।।চিকিত্তমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্ ।

ঐক্য শ্রদ্ধা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

ব ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি ।
প্রথমঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্তায় কল্যাতে তদা-
ন্তায় কল্যাতে ॥ ১৭ ॥

মেধাবী যম ও নাটিকেরা উপাখ্যান পাঠ
ও শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হইবেন,
প্রথমঃ ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইবেন ।

যিনি সংযত হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজে কিম্বা
শ্রাদ্ধকালে এই গুহ্য উপাখ্যান পাঠ করেন,
তিনি অনন্তকালের অধিকারী হইবেন, তিনি
অনন্তকালের অধিকারী হইবেন ।

এই বলি অর্থাৎ তৃতীয় বলিতে ১ম জীবাত্মাও
পরমাত্মা কি তাহা নাটিকেরা বুঝাইলেন ।
গীবাঙ্গা, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি আদি স্পন্দন এবং
তাক্তা । ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি, মহৎ,
ব্যক্ত, পুরুষ ইত্যাদি ক্রমে স্থল হইতে সূক্ষ্ম

দেখাইয়া পরমাত্মার বিষয় নাটিকেরা বুঝাই-
লেন । এই পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা সর্বশব্দার্থে
প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, প্রকাশিত হইবেন না,
তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্ত সমাহিত
করা আবশ্যক । তাহাকে জানিতে পারিলেই
অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় । তৎপরে পরমাত্মা
সর্বভূতে কেন প্রকাশিত হইবেন না, তাহার
কারণ বলিতে গিয়া বলিতেছেন ।

এম বলী ।

পরাক্রিয়ানি ব্যতৃণং সয়ন্তু স্তম্ভাৎ পরাঙ
পশ্চতি নাস্তরাস্মিন্ । কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান
মৈক্ষদ্যবৃত্তচক্ষুরমৃতমিচ্ছন্ত ॥ ১ ॥

বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয় সকলকে
বহিমুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু
মানব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বাহ্যবিষয় গ্রহণ করে,
কিন্তু অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না । কোন
কোন দীর অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া
বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে বিনিবৃত্ত
করিয়া প্রত্যক্ষভূত আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ।

টীকা—পরাক্রিয়—বহিমুখী । ধানি—
ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা । ব্যতৃণং—বিধান করিয়াছেন ।
ইক্ষ্যং—অপশ্যং—দেখিয়া থাকেন, ছন্দসি-
কালানিয়মাৎ ।

পবাচঃ কামানমুপাস্তি বালান্তে মৃত্যোর্যন্তি
বিতত্তত্ত পাশম্ । অথ দীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবৈবিন্ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

বাগকন্দূশ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদির
বশীভূত হইয়া কাম্যবস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকে,
এই জন্ত মৃত্যুর বিত্তীর্ণ পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু
দীর ব্যক্তির ধ্রুব অমৃতত্ব অবগত হইয়া অধ্রুব
বস্তুর কামনা করেন না ।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈধুনান্ ।
এতে নৈব বিজানান্তি কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ ৩ ॥

এতদৈতৎ ।

যে আত্মার দ্বারা রূপ, রস বা গন্ধ শব্দ মৈধুন

রূপ স্পর্শ জানা যায়, সেই আত্মার আর জানিবার আর অবশিষ্ট কি আছে। তুমি যে আত্মার বিষয় জানিতে চাও, ইনি সেই আত্মা।

টীকা—চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতুই ইঞ্জিয়েরা বাহ্যবিষয় ভোগ করিয়া থাকে ॥

স্বপ্নাস্তং জাগরিতাস্ত্বেদো যেনানু পশুতি ।

মহাস্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৪৥

যে আত্মার দ্বারা স্বপ্নাস্ত ও জাগরিতাস্ত উভয়কে মানব দৃষ্টি করে অর্থাৎ যে আত্মার দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় ও জাগ্রত অবস্থায় মানব বিষয় সম্ভোগ করে, সেই মহান বিভূ অর্থাৎ বিবিধ রূপধারী আত্মাকে জানিয়া ধীরব্যক্তি শোক করেন না।

টীকা—ব্রহ্মের চারিটা অবস্থা—তুণীয়, স্নয়শুশ্রূষা, স্বপ্ন ও জাগ্রত। শেষ দুই অবস্থাতেই বিষয় সম্ভোগ হয়। স্নতরাং তিনি স্বপ্নের মধ্যেও বটে, জাগরিতের মধ্যেও বটে, কামার্থী যদি বিষয় বাসনা করিয়া পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাহাহইলে তাহার বুঝা উচিত যে তিনি যে বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন, তাহা সেই চৈতন্যের স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার অঙ্গুগ্রহে। যাহার আংশিক ভাবগ্রহণে বিষয় উপভোগ করিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ ভাবগ্রহণে, তোমার ভয় কি ?

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমস্তিক্যাং ।

জ্ঞানান্তত ভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপসতে ॥ ৫ ॥

এতদৈতৎ ।

যিনি এই কর্মফলভোগী জীবরূপী আত্মাকে ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ও নিকটস্থ বলিয়া জানেন তিনি ইহাকে গোপন করেন না। তুমি যে আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ ইনি সেই আত্মা।

টীকা—যে পর্যাস্ত আন্তিক্য বুদ্ধি না হয়, সেই পর্যাস্তই ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া

তাহাকে গোপন করা হয়, কিন্তু আন্তিক্য বুদ্ধি

হইলে, তাহাকে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্তি হয়ে বিজুগুপসতে ন গোপায়িতুমিচ্ছতি ।

যঃ পূর্বস্তপসো জাতমভ্যঃ পূর্বমজায়ত ।

শুহাং প্রবিশ্ব তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্যাপকৃতং ॥

এতদৈতৎ ।

যিনি তপ অর্থাৎ জ্ঞানাদি লক্ষণ ব্রহ্ম হইবে এবং জলাদি পঞ্চভূতের পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যিনি পঞ্চভূতের সহিত হৃদয় কাশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে যিনি দেখেন তিনি সেই হিবণ্যগর্ভের কারণরূপ ব্রহ্মকে দেখেন। ইনি তোমার প্রশ্নবিষয়ক সেই আত্মা যা প্রাণেন সম্ভবতাদিতিদেবতাময়ী।

শুহাং প্রবিশ্ব তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্যাজায়ত ॥

এতদৈতৎ ।

যে সর্বদেবতাস্মিকী অদिति প্রাণ অর্থাৎ হিবণ্যগর্ভরূপে সম্ভূত হইয়াছেন, যিনি পঞ্চভূত সহ উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি হৃদয়কাশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে যিনি দেখেন, তিনি বাপ রূপী ব্রহ্মকেই দেখেন। ইনিই সেই আত্মা।

অরণ্যোনিহিতো জাতবেদো গর্ভ ইব স্নয়ঃ গভীণীভিঃ । দিবে দিবে দ্বৈভ্যো জাগৃষীর্হবিষ্মস্তির্মহুযোভিরয়িঃ ॥ ৮ ॥

এতদৈতৎ ॥

গর্ভীণীদ্বারা রক্ষিত গর্ভের জায় স্নয়শুশ্রূষা প্রতিদিন অপ্রমত্ত, যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্পন্ন মহুযো দ্বারা প্রতিদিন স্তবনীয় অরণিনিহিত আর্দ্র তোমার সেই প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

টীকা—প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মের কার্যাবস্থা স্নতরাং অগ্নিকেও ব্রহ্ম বলা যায়। পরিদৃশ্য জগতের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্রহ্মের কার্যাবস্থা ও পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের কার্যাবস্থা। যতশোদনেই সূর্য্যোহস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।

তন্দেবাঃ সর্কে অর্পিতান্তু নাতোতি কশমসি

এতদৈতৎ ।

যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হন ও অন্ত যাহা

দ্বাহাতে দেবতা সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন,
তাহাকে কেহ অভিক্রম করিতে পারে না।

ইনিই সেই ব্রহ্ম।

যদেবেহ তদমুক্ত বদমুক্ত তদমিহ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুয়ান্মোতি য ইহ নানেন পশুতি ॥ ১০ ॥

যিনি এই শরীরে, তিনি তাবৎ বিষে, যিনি
তাবৎ বিষে তিনি এই শরীরে অর্থাৎ তিনি
কার্য কারণরূপে বিভিন্ন হইয়াও এক, যিনি
এই ব্রহ্মকে এক না দেখিয়া বহু দেখেন তিনি
মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

মনসৈবেদমাপ্তব্যমহ নানান্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুক্ষতি য ইহ নানেন পশুতি ॥ ১১ ॥

ইহাকে মনের দ্বারাই পাওয়া যায়, ইহাতে
বহু নাই, যিনি ইহাকে বহু দেখেন, তিনি মৃত্যু
হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

অমৃতমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।

ঈশানো ভূতভব্যস্ত ন ততো বিজুগপ্সতে ॥ ১২ ॥

এতদ্বৈতং।

অমৃত মাত্র অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পুরুষ হৃদয়া-
কাশে অবস্থিতি করেন, ইনি ভূত, ভবিষ্যতের
অধিপতি, ইহাকে জানিলে ইহাকে আর
গোপন করিতে ইচ্ছা হয় না। অর্থাৎ আত্মার
বিষয় ঘোষণা করিতে ইচ্ছা হয়। ইনিই তোমার
প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

অমৃতমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবোধমুখ্যঃ।

ঈশান ভূতভব্যস্ত স এবাদ্য স উখঃ ॥ ১৩ ॥

এতদ্বৈতং।

সেই স্বামী আত্মা ধূম শূন্য অর্থাৎ নির্মল
জ্যোতিসদৃশ প্রকাশমান, তিনি ভূত, ভবিষ্যতের
অধিপতি, তিনি অদ্যও আছেন, আগামী কলাও
 থাকিবেন অর্থাৎ নিত্য। ইনি তোমার সেই
প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

যথোদকন্দুর্গবৃষ্টং পর্কতেষু বিধাবতি।

এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশুন্তানেনবাহু বিধাবতি ॥ ১৪ ॥

জল যেরূপ উচ্চ দুর্গম প্রদেশে বৃষ্টিরূপে পতিত
হইলে পর্কত দিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপে যে
ব্যক্তি ধর্ম্মাদিকে অর্থাৎ সম্বাদি গুণসমূহকে
পৃথক্ দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ প্রতি শরীরে পৃথক
দেখেন, তিনি গুণসমূহেরই অমুবর্ত্তী হইবেন,
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।

যথোদকং শুক্রে শুক্লমাসিকং তাদৃগেব ভবতি।
এবমুনের্কিজনানত আত্মা ভবতি গোতম ॥ ১৫ ॥

নির্মল জলে যেরূপ নির্মল জলবৃষ্ট হইলে
নির্মলই থাকে, সেইরূপ যে মুনি একমুখ অনগত
আছেন, তাহার আত্মা আত্মভূতই থাকে।

পুরমেবাদশদ্বারমজ্ঞস্তাবক্রোচেতসঃ।

অমৃষ্টায় ন শোচতি বিমুক্তস্ত বিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

এতদ্বৈতং।

একাদশ দ্বারযুক্ত পুরের অধিপতি জন্ম-
রহিত এবং নিত্য প্রকাশক আত্মাকে ধ্যান
করিয়া সাধক বিমুক্ত হইয়া শোকবিরহিত হন
এবং সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন। ইনিই
তোমার প্রশ্ন বিষয়ক আত্মা।

টীকা—চক্ষুর, নাসার, কর্ণের, মুখ, নাভি,
উপস্থ গুহ এবং ব্রহ্মরন্ধ্র এই একাদশদ্বার।

হংসঃ শুচিবহুস্বরস্তরীক্ষসঙ্কোতা বোদধদ-
তিথিহুরোগসৎ। নৃষদ্বরসদৃশসম্যোমসদজা গোম্বা
ঋতজা অদ্রিচ্ছা ঋতবৃৎ ॥ ২ ॥

তিনিই আকাশবাসী সূর্য্য, তিনি অন্তরীক-
বাসী বায়ু, তিনিই পৃথিবীস্থ অগ্নি, তিনিই কলস-
বাসী সোমরস, তিনিই মহুয়া, দেবতা ও যজ্ঞ
ও আকাশে বাস করেন, তিনিই জলজ, তিনিই
পৃথিবীজ, তিনিই যজ্ঞজ, তিনিই পর্কতজ,
তিনিই সত্য, তিনি বৃহৎ।

টীকা। হংসঃ—সূর্য্য, শুচিসৎ—আকাশ-
বাসী, বহুঃ—বায়ু, হোতা—অগ্নি, বেদিবৎ—
পৃথিবীবাসী, অতিথি—সোমরস, হুরোগসৎ—
কলসবাসী, নৃষৎ—মহুয়াবাসী, বরসৎ—দেব-

বানী, ঋতসং—সত্য বা যজ্ঞবানী, ব্যোমসং—
আকাশবানী, অজ—অজজাত শব্দভুক্তি-
সকরাদি, গোজ—পৃথিবীজাত ব্রাহ্ম্যবাদি,
অজ্জিজ—পৰ্বতজা নদী আদি ।

উর্দ্ধশ্রাণমুদ্রযত্যাগনাং প্রত্যগন্ততি ।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৩ ॥

সেই আত্মা শ্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে প্রেরণ
করেন, অপান বায়ুকে অধোদিকে প্রেরণ
করেন, মধ্যস্থিত বামনকে সকল দেবতারা
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন ।

অন্ত বিশ্বং সমানন্ত শরীরস্থং দেহিনঃ ।

দেহাভিমুচ্যমানস্ত কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ ৪ ॥

এতদ্বৈততং ।

শরীর মধ্যস্থিত ভ্রংশমান আত্মা দেহ পরি-
ভ্রাণ করিলে, উহাতে আর কি থাকে । ইনিই
তোমার প্রশ্ন বিষয়ক সেই আত্মা ।

ন শ্রাণেন নাপানেন মর্ন্তো জীবতি কশ্চন ।

ইতরেন তু জীবন্তি যস্মিন্নেত্যাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫ ॥

কোন জীব কেবল শ্রাণ অপান বায়ুর সাহায্যে
জীবিত থাকে না, শ্রাণ অপান বাহাকে আশ্রয়
করিয়া রহিয়াছে, তাহা দ্বারাই জীবিত থাকে ।

হস্ত ত ইদম্প্রবক্ষ্যামি শুভম্ ব্রহ্মসনাতনম্ ।

যথা চ মরণং শ্রাপ্য আত্মা ভবতি গোতম ॥ ৬ ॥

ইদানোং আমি তোমাকে শুভ সনাতন ব্রহ্ম
এবং মরণের পর আত্মা যেরূপ হয়, তাহা বলিব ।

যোনিমধ্যে ঐন্দ্রিয়ান্তে শরীরস্থায় দেহিনঃ ।

স্থাপুমেত্তেহহংসংযন্তি যথাকর্ম যথাক্ষতম্ ॥ ৭ ॥

দেহীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় কর্ম ও
জ্ঞান (ঐতম) অনুসারে শরীর গ্রহণের অন্ত যোনি
প্রবেশ করে, কেহ কেহ স্বাবরত্ব প্রাপ্ত হয় ।

য এবং স্বপ্নে জাগৃতি কামং কামং পুরুষো
নির্নিহমানঃ । তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃত-
মুচ্যতে । তস্মিন্নৈকোক্তাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদুনাভ্যোতি
কশ্চন ॥ ৮ ॥

এতদ্বৈততং ।

প্রাণিগণ নিম্নিত অবস্থায় থাকার সময়েও
যে পুরুষ জাগ্রত, থাকিয়া কাব্যবস্তৃগনুহ নিশ্চয়
করেন, তিনিই শুক্র অর্থাৎ নির্মিকার, তিনিই
ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, পৃথিব্যাदि লোক তাহাকে
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাহাকে অতি-
ক্রম করিতে পারে না । ইনি তোমার প্রশ্ন
বিষয়ক সেই আত্মা ।

অগ্নির্ঘৃথেকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং
প্রতিকূপো বভূব । একস্তথা সর্কভূতান্তরায়া
রূপং রূপং প্রতিকূপো বহিচ্চ ॥ ৯ ॥

অগ্নি যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন
দাহবস্ততে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে,
সেইরূপ সর্কভূতের অন্তরায়া ভিন্ন ভিন্ন বস্ততে
ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছেন এবং তিনি সকল
পদার্থের বাহিরেও আছেন ।

বায়ুর্ঘৃথেকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং
প্রতিকূপো বভূব । একস্তথা সর্কভূতান্তরায়া
রূপং রূপং প্রতিকূপো বহিচ্চ ॥ ১০ ॥

বায়ু যেরূপ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন
স্থানভেদে শ্রাণ অপানাদি পৃথগরূপে প্রকাশ
পায়, সেইরূপ আত্মাও বস্তভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে
প্রকাশ পান এবং সকল পদার্থের বাহিরে
আছেন ।

সূর্য্যো যথা সর্কলোকস্ত চক্ষুর্ন লিপ্যতে
চাক্ষুর্ঘৃথেকো দৌর্বেদঃ । একস্তথা সর্কভূতান্তরায়া
ন লিপ্যতে লোকহুঃধেন বাহুঃ ॥ ১১ ॥

সর্কলোক চক্ষুরূপ সূর্য্য যেরূপ চক্ষু গ্রাহ
বাহুপদার্থের দৌর্বেদ্য দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ
সেই সর্কভূতের অন্তরস্থিত নির্লিপ্ত (বাহুঃ)
আত্মা জগতের হুঃধদ্বারা লিপ্ত হন না ।

একোবানী সর্কভূতান্তরায়া একং রূপবহা
যঃ করোতি । তমাত্মস্থং য়েহহুপশ্রুতি বীরাতোবা
স্বথং শাস্বতং নেতরেবাম্ ॥ ১২ ॥

তিনি এক, তাহার যশে বিশ্বই তাৎ

পদার্থ, তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি স্বীয় এক রূপকে বহুপ্রকার করিয়া শ্রবণ, অর্থাৎ কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহাকে যে ধীর ব্যক্তির আত্মহু অর্থাৎ হৃদয়াকাশে চৈতন্ত্যাকারে অভিব্যক্ত দেখেন, তাহারাই নিত্য স্বথভোগ করেন, অন্য কেহ তাহা ভোগ করে না।

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনচেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতিকামান্। তমাত্মস্থং যেহমুপশান্তি ধীরান্তেষাং শান্তিঃ শান্তীতেনতরেষাম্ ॥১৩॥

যিনি অনিত্য পদার্থসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনদিগেরও চেতন, অর্থাৎ চৈতন্ত্যের কারণ, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তুর বিধান করিয়াছেন, তাহাকে যে সমুদায় ধীর ব্যক্তির আত্মহু দেখেন, তাহারাই চিরশান্তি ভোগ করেন, অন্তে নহে।

তদেতদিতি মন্তস্তেহনির্দেস্তম্পরং স্বধম্।

কথমু তদ্বিজানীয়াৎ কিমুভাতি বিভাতি বা ॥১৪॥

নিবৃতিমার্গী ব্রহ্মবাদীরা তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে অহুভব করিয়া যে অনির্দেস্ত স্বথ অহুভব করেন, তাহা আমি কি প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারিব, তিনি দীপ্তি পাইয়া মানব বুদ্ধির গোচরোপযোগী হইয়া কি প্রকাশিত হন? হে নাচিকেত! তোমার এইরূপ অহুসন্ধানশীল বুদ্ধি হওয়া উচিত।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভাস্ত্যমহাভাসি সর্বং তত্তভাসা সর্বমগ্নিঃ বিভাতি ॥১৫॥

সেখানে সূর্য্য কিবা চন্দ্র তারকা কিরণ দেয় না, অর্থাৎ তাহার ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেখানে এই বিহ্বাসমূহ প্রকাশ পায় না, সেখানে অগ্নি কোথায়—অর্থাৎ ইহারও ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেই দীপ্যমানের প্রকাশে ইহার সমুদায়ই অহুদীপ্ত, তাহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

৬শ্রী বলী—

যম আর বলিলেন—

উর্দ্ধমূলোহবাক্ষ্যথ এবোহম্বথঃ সনাতনঃ তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তন্নিম্নোকাঃ শ্রিতাঃ সর্কে তদুনাভ্যোতি কশ্চন। এতদৈতৎ ॥

এই সনাতন অর্থাৎ চিরপ্রবৃত্ত সংসারবৃক্ষের মূল উর্দ্ধদিকে, ইহার শাখা নিম্নদিকে। ইহার মূলে যিনি তিনিই শুক্র অর্থাৎ বিদ্যুৎ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, পৃথিব্যাদি লোক তাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, তাহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই তোমার সেই প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

টাকা—অর্থঃ—বৃক্ষ, নম্বোহপি স্বাস্ততে ইত্যম্বথঃ, যাহা আগামীকল্যপর্য্যন্ত থাকিবে না, সেই অর্থ, অর্থাৎ ক্ষণবিধ্বংসী। সংসার বৃক্ষ ক্ষণস্থায়ী হইলেও উহা সনাতন অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

গীতা পঞ্চদশাধ্যায় দেখুন—উর্দ্ধমূলমধ্যঃ শাখমম্বথঃ প্রাহরব্যায়ম্। হন্যাসি বস্ত পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ইত্যাদি যদিৎ কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাপত্তজতি নিঃসৃতম্। মহদ্বয়ং বজ্রমদ্যতং য এতদ্বিহরমৃতান্তে ভবন্তি ॥২॥

এই বিশ্ব স্বাবৎপদার্থ সেই প্রাপ্তরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মেই কল্পিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহার নিয়মামুসারে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। ভূতোর্যে যেরূপ উদ্যতবজ্র প্রভৃকে ভয় করে, সেইরূপ বিশ্ব স্বাবৎপদার্থ ইহা ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। যাহারা ইহাকে জানেন, তাহারাই অমর হইবেন। ভয়াদভয়িতপতি ভয়ান্তপতি সূর্য্যঃ।

ভয়াদিহ্রস্ব বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দাবতি পঞ্চমঃ ॥৩॥

ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছে, ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও

এই চারিজনের পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছে অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কার্য করিতেছে।

ইহ চেন্দ্রকন্দ বোদ্ধমপ্রাক শরীরস্ত বিজ্ঞসঃ।

ততঃ স্বর্গেযু শোকেষু শরীরস্থায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

জীব শরীর পতনের পূর্বে ইহাকে জানিতে না পারিলে, পৃথিব্যাদি জীবের আবাসভূমিতে পুনর্বার শরীর গ্রহণ করে।

টীকা। স্বর্গেযু—স্বর্গ্যস্থে যেযু—যে স্থানে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোক।

যথা দর্শে তথা জ্ঞানি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। তথা পুত্র পরীবদদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে। ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥

আদর্শ অর্থাৎ দর্পণে যেরূপ আত্ম প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দর্পণবৎ নির্মূল আত্মাতে ব্রহ্ম দৃষ্ট হয়, স্বপ্নে যেরূপ আগ্রত অবস্থার বিষয় স্মরণ হয়, পিতৃলোকে অর্থাৎ পরলোকে তদ্রূপ ইহা লোকের বিষয় স্মরণ হইয়া আত্মজ্ঞানের সাহায্য করে, অলে যেরূপ আত্ম প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে অর্থাৎ যে স্থান বেদ বা ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই স্থানে ব্রহ্ম দৃষ্ট হয় এবং ঐরূপ ব্রহ্মলোকে জীবাত্মাও পরমাত্মা ছায়া ও আভ্যুপের স্থায় দৃষ্ট হয়।

টীকা। পরীবদদৃশে—বপরিদদৃশে। ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়ান্তমমৌ চ বৎ। পৃথগ্ভাবাদ্য মানানাম্ মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৬॥ আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ ভাব এবং তাহাদের উদয় ও অস্ত অর্থাৎ আগ্রত ও নিদ্রিতাবস্থা জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সৰ্ব্বমুত্তমম্।

সৰ্ব্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি (সব) শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহত্ত্ব হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ।

অব্যক্তাত্ম পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহশিদ্ধ এব চ। বৎ জ্ঞাত্বা মুচ্যেত্তে কল্পরমৃতবঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

অব্যক্ত ও সংসার ধর্ম্মবর্জিত (অশিদ্ধ) পুরুষ অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাহাকে জানিয়া মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

ন সদৃশো তিষ্ঠতি রূপমন্ত ন চক্ষুর্বা পশুতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিকৃপ্তো য এতদ্বিহরমৃতান্তে ভবন্তি ॥ ৯ ॥

ইহার কোন রূপ নাই, ইহাকে দেখা যায় না, ইহাকে চক্ষুদ্বারা কেহ দেখিতে পারে না। সংশয়রহিত (মনীষা) বুদ্ধির (হৃদা) দ্বারা এবং মনন রূপ সম্যকদর্শনদ্বারা বাহ্যারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমর হয়েন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহঃ পরমাত্মমিত্য ॥১০॥

যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থিরভাবে থাকে এবং বুদ্ধি স্বীয় বিষয়ের চেষ্টা হইতে বিনিবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকে পরম গতি বলা হইয়া থাকে।

তাং যোগমিতি মন্তন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধাবণাম্। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যমৌ ॥১১॥

ঐরূপ স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলে, কিন্তু যোগের প্রভব যেরূপ আছে উহার তদ্রূপ অপায়ও আছে অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিলয় আছে, এই জন্ত ঐ যোগ রক্ষা করিবার জন্ত সদা সর্গদা অপ্রমত্ত থাকিবে।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুর্বা। অস্তীতি ক্রবতোহন্তজ কথং তদুপলভ্যতে ॥১২॥

ইহাকে বাক্য মন, চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বাহাদের আন্তিক্য বুদ্ধি আছে তাহারা ব্যতীত অন্ত কেহ ইহার উপলব্ধি করিতে পারে না।

অস্তীত্যোপলব্ধব্যস্তবাবেন চোতমোঃ।

অস্তীত্যোবোপলব্ধস্ত তত্ত্বতাবঃ প্রসীদতি ॥১৩॥

উভয়সোপাধিক ও নিরুপাধিক, ত্রস্ত্রের এই উভয়ভাব আছে, ইহা তরুভাবের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে, যিনি এইরূপ উপলব্ধি করেন তাহার তত্ত্বভাব প্রকাশিত হয় ।

দ্বা সর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহন্ত হৃদিপ্রিতাঃ ।
অর মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগুতে ॥ ১৪ ॥

হৃদয়কে যে সকল কামনা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারা যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অমর হয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয় ।

দ্বা সর্কে প্রভিদ্ভ্যন্তে হৃদয়ন্তেহ গ্রন্থবঃ ।
অর মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যোতাবদমুণাসনম্ ॥ ১৫ ॥

যখন ইহলোকে হৃদয়গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়, ইহাই বেদান্তের অনুশাসন ।

শতকৈকা চ হৃদয়ন্ত নাভাস্তাসান মূর্দ্ধান-
ভিন্ধিঃস্বৈতকা । তয়োর্দ্ধিমায়নমৃততমোতি
বৈদগ্ধ্যজ্ঞা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

হৃদয়ে শত ও এক নাড়ী আছে, অষ্টাষ্ট্র নাড়ীও আছে এবং তাহাদের মধ্যে অমুয়া ষাট একটি নাড়ী আছে, উহা মস্তকভেদ দ্বারা নির্গত হইয়াছে । মৃত্যুকালে ঐ নাড়ী দ্বারা জীব উর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত

হয়, আর নানাবিধ গতিবিশিষ্ট অষ্টাষ্ট্র নাড়ী সংসারগতির কারণ হয় ।

অমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষস্তরায়া সদা জনানং
হৃদিস্নিবিষ্টঃ । তং স্রাজ্বরীরাং প্রবৃহৎ
মুঞ্জাদিবৈবীকাং ধৈর্যেণ । তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

অমুষ্ঠপরিমিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম পুরুষ সর্বজনের অস্থরায়া হইয়া হৃদয়ে স্নিবিষ্ট রহিয়াছেন । মুঞ্জা হইতে ইবীকা গ্রহণের দ্বারা আপন শরীর হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া জানিবে, তাহাকে জ্যোতির্গুণ ও অমৃত বলিয়া জানিবে, তাহাকে জ্যোতির্গুণ ও অমৃত বলিয়া জানিবে ।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নাটিকেতাং লক্ষ্য বিদ্যা-
মেতাং যোগবিধিক ক্রমম্ । ব্রহ্মপ্রাপ্তো
বিরজোহুহিমৃত্যু বজ্রোহপোবং যো বিদধ্যাত্ম-
মেব ॥

অনন্তর নাটিকেতা মৃত্যুগোক্ত এই ব্রহ্ম-
বিদ্যা এবং সমগ্র যোগবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্ম-
প্রাপ্ত হইয়া বিবজ অর্থাৎ রজগুণ শূন্য ও অমর
হইরাছিলেন, অত্ৰ যে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ
করিবে, সেও এইরূপ হইবে ।

ক্রমশঃ—

গৃহস্থ ধর্ম ।

ক্রীমন্তাগবতম্ ।

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ ।

গৃহস্থ এতাং পদবীং বিধিনা বেন চাঙ্গসা ।
যাষাদ্বেব ঋবে ক্রুহি মাদৃশো গৃহমুচরী ॥ ১ ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবর্ষে ! আমি
হৃদয়ের বিষয় কিছু জানি না, গৃহস্থ যে বিধি
লিন করিয়া এই পদবীতে অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায়
গন করিবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

গৃহস্থবসিতো রাজানু ক্রিয়াঃ কুরুন্
যথোচিতাঃ । বাহুদেবার্পণং সাক্ষাৎপাসীং
মহাস্বনীন্ ॥ ২ ॥

শ্রবণ ভগবতোহীতীকমবতারকথামৃতম্ ।

শ্রদ্ধাধানো যথা কালমুপশান্ত জনাবৃতঃ ॥ ৩ ॥

গৃহস্থ সকল কার্য বাহুদেবকে অর্পণ

করিয়া উহা যথারীতি নির্বাহ করিয়া যথা-
কালে মহামুনিদিগের উপাসনা করিবে এবং
শ্রদ্ধাবান হইয়া ভগবানের অমৃতধরূপ কথা
শ্রবণ করিবে এবং শাস্ত্রজনগণের হৃদয় বাস
করিবে ॥ ৩ ॥

সংসঙ্গচ্ছবর্কৈঃ সঙ্গমাশ্রয়াজ্ঞাদিষু ।

বিমুক্তেন্দ্রিয়চ্যামানেষু স্বয়ং স্বপ্নবজ্জিতঃ ॥ ৪ ॥

নিদ্রান্তে যেরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট স্ত্রী পুত্রাদির
প্রতি মমতা আপনা আপনি যায়, তজ্জপ
সাধুসঙ্গে ও স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি স্নেহ আপনা
আপনি যায় ॥ ৪ ॥

বারদার্থ মুপানীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ ।

বিবস্তো রক্তবস্ত্রনুলোকে নরতাং হ্রসেৎ ॥ ৫ ॥

যে পর্য্যন্ত অর্থের প্রয়োজন সে পর্য্যন্ত দেহ
ও গৃহের প্রতি অনাসক্ত হইয়া আসক্তের জায়
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে ॥ ৫ ॥

জাতয়ঃ পিতরৌ-পুত্রা ভ্রাতরঃ স্নহদো
হপরে । যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তি চাত্মমোদেত
নিমর্থঃ ॥ ৬ ॥

জ্ঞাতি, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্নহদ
এবং অপরাপর ব্যক্তি যাহা বলে এবং ইচ্ছা
করে, তাহা (সঙ্গত হইলে) নির্মম হইয়া অমু-
মোদন করিবে ॥ ৬ ॥

দিব্যং ভৌমধ্যস্তরীক্ষং বিত্তমচ্যুতনির্মিতম্ ।

তৎসর্গমুপযুক্তান এতৎ কুর্যাৎ স্বতো বৃঃ ॥ ৭ ॥

দিব্য (বৃষ্টাদিসমুৎপন্ন ঋতাদি), ভৌম
(বিবরাদি প্রাপ্ত) অস্তরীক্ষ (অকস্মাৎ প্রাপ্ত)
অচ্যুত নির্মিত (দৈবলব্ধ) আদি ধন রক্ষা
করিয়া পণ্ডিত পূর্বোক্ত সমুদায় কার্য্য
করিবে ॥ ৭ ॥

যাদন্ত্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বয়ং হি দেহি-
নাম্ । অধিকং বোহিত্তিমন্তেত স স্তেনো দণ্ড
মহতি ॥ ৮ ॥

যে পরিমাণে ধনের দ্বারা জঠর পূর্ণ হয়,

সেই পরিমাণ ধনে দেহীদিগের অধিকা
যে ব্যক্তি ভদ্রপেক্ষা অধিক আশ্রয় করে
ব্যক্তি চোর এবং তজ্জন্ম তাহার দণ্ড হও
উচিত ॥ ৮ ॥

যুগোষ্ট্রথর মর্কাতুসরীস্থপ খগমক্ষিকাঃ
আশ্বনঃ পুত্রবৎ পশুৎ তৈ রেধামহ
কিয়ৎ ॥ ৯ ॥

যুগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, ইন্দুর, সরীসৃ-
পক্ষি, মক্ষিকাদিগকে যীর পুত্রের জায় দেখিবে
তাহাদের সহিত পুত্রাদির কি প্রভেদ ? ॥ ৯ ॥
ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজ্যেত গৃহমেধ্যপি ।

যথাদেশং যথাকালং যাবদৈবোপপাদিতম্ ॥ ১০ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি অতি কষ্টে ত্রিবর্গ অর্জ
করিয়া ভোগ করিবে না, দেশ ও কাল ক-
সারে যাহা দৈবরূপে উপস্থিত হইবে তা
ভোগ করিবে ॥ ১০ ॥

আশ্বাষান্তেহবসায়িত্বাঃ কামান্ সংবিত্তে
যথা । অপ্যেকামাশ্বনো- দার্যাং নৃণাং য
গ্রহোযতঃ ॥ ১১ ॥

কুকুর (শ্বা) পতিত (অশ্বা) এবং চগ
(অন্তে বসায়ী) পর্য্যন্ত সকলকে যথোপযু-
ক্লপে ভোগ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে । নিম্নে
অশ্বশার ব্যাঘাত হইলেও একমাত্র ভাৰ্য্যাকে
অতিথি অশ্বশাও নিযুক্ত করিবে ॥ ১১ ॥ (ক)

জহাদ যদর্থং স্বান্ প্রণান্ হজ্ঞাপি ত
গুরুম্ । তত্ৰাং স্বয়ং জিয়াং জহাদযথে
হজ্ঞিতোজিতঃ ॥ ১২ ॥

যে ভাৰ্য্যার জন্ত লোকে স্বীয় প্রাণত্যা-
গ করে, পিতা ও গুরুকে বধ করে, সেই স্ত্রী
প্রতি যে ব্যক্তি মমতা ত্যাগ করিতে পারে
সে ব্যক্তি অজিত অর্থাৎ দীশ্বরকেও
করিতে পারে ॥ ১২ ॥

(ক) এহলে অস্ত্র ভাব গ্রহণ করিতে হইবে না ।
শবের দ্বারা উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে ।

কুমিবিড় ভগ্ননিষ্ঠাস্তঃ কেবং তুচ্ছং কলে-
রম্ । কৃতদীয় বতি ভাৰ্য্যা কায়মায়া
তুচ্ছদিঃ ॥ ১৩ ॥

এই তুচ্ছ দেহ যাহা কুমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে
রিণত হইবে, উহা কোথায়, উহার জীসন্তাগ
কাণায় আর নভোমণ্ডলাচ্ছাদী আত্মাই বা
কোথায় ? অর্থাৎ দেহ ও জাগতিক সুখ
নিনতা, আত্মা নিনতা ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধৈর্জ্ঞাবশিষ্ঠার্থৈঃ কলয়েৎ বৃত্তিমাশ্রয়নঃ ।
শবে স্বৰ্ঘ্য ত্যজনপ্রাজঃ পদবীং মহতা-
সয়াং ॥ ১৪ ॥

গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞ সমাধা করিয়া যে অর্থ
ধাকিবে, তদ্বারা স্বীয় বৃত্তি সাধন করিয়া
পরিশেষে বিষয়ে স্বত্ব পরিত্যাগপূর্বক মহা-
পুরুষদিবের পদবী প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৪ ॥

দেবান্ধীন নৃত্তানি পিতৃনাশ্বানমবহম্ ।
স্ববৃত্তা গতিবিস্তেন যজ্ঞেত পুরুষং পৃথক্ ॥ ১৫ ॥
স্ববৃত্তি আগত ধনের দ্বারা দেবতা, ঋষি, মনুষ্য,
মহাত্মা জীব এবং পিতৃগণের যজ্ঞ করিলে,
প্রথম পুরুষের পৃথক পৃথক যজ্ঞ করা হয় ॥ ১৫ ॥

যর্হাশ্বনোহধিকারাদ্যাঃ সর্কাঃ স্যার্বজ্ঞ-
নম্পদঃ । বৈতানিকেন বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা
জ্ঞেং ॥ ১৬ ॥

যখন স্বীয় অধিকার ও অত্যাগ যজ্ঞীয়
নম্পদ হইবে তখন বৈতানিক বিধিরদ্বারা যজ্ঞ
নম্পাদন করিবে ॥ ১৬ ॥

ন হাগ্নিমুখতোহয়ং বৈ ভগবান সর্বযজ্ঞভূক্ ।
ইজোত হবিষা রাজ্ঞ ন যথা বিপ্রমুখোহুতৈঃ ॥ ১৭ ॥

সর্বযজ্ঞভূক ভগবান বিপ্রমুখে দত্ত হবির
দ্বারা যত তৃপ্ত হন, অগ্নিতে দত্ত হবিষদ্বারা তত
তৃপ্ত হন না ॥ ১৭ ॥

তত্শাস্ত্রাঙ্কণ দেবেষু মর্ত্যাদিশু যথার্থতঃ ।
তৈস্তৈঃ কামৈর্ষজ্ঞৈশ্চৈনং ক্ষেত্রজং ক্ষেত্রজঃ
বীক্ষণান্নম্ ॥ ১৮ ॥

তজ্জ্ঞান ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যেতে তত্ত্ব-
কামনা করিয়া যথোপযুক্তরূপে ক্ষেত্রজের বীক্ষণ
করিবে, অত্যাগের যজ্ঞ ব্রাহ্মণযজ্ঞের পরে
করিবে ॥ ১৮ ॥

কুর্যাদপরপক্ষীয়ং মাসি শ্রোষ্ঠ পদে দ্বিজঃ ।
শ্রাদ্ধং পিতো যথাবিত্তং তদ্বন্ধুনাক্ষ বিস্ত-
বান্ ॥ ১৯ ॥

বিস্তবান দ্বিজ স্বীয় বিস্তান্নদ্বারা পিতা
মাতার ও তাহাদের বন্ধুদিগের অপরপক্ষীয়
শ্রাদ্ধ ভাজ্যমাসে করিবে ॥ ১৯ ॥

অয়নে বিষ্ণুবে কুর্যাদ্যতীপাতদিনক্ষয়ে ।
চন্দ্রাদিত্যো পরাগে চ দাদশ্রাং শ্রবণে চ ১২০ ।

তৃতীয়রাঃ গুরুপক্ষে নবম্যাং কার্তিকে ।
চ তস্বষপাঠকায়ু হেমন্তে শিশিরে তথা ১২১ ॥

মাঘে চ সিতসপ্তম্যাং মঘারাকাসমাগমে ।
রাক্ষা চাহুমত্যা চ মাসক্ষাণি যুতান্তাপি ১২২ ॥
দ্বাদশামনুসারাঃ স্তাচ্চবর্ণান্ত্রস্ত উত্তরাঃ ।

তিন্মবেকাদশী বাসুজন্মক্ষশ্রোণ যোগযুক্ত ১২৩ ॥

নিম্নলিখিত দিনে শ্রাদ্ধ করিবে যথা :—
অয়ন, বিষ্ণুবে, ব্যতীপাত, ব্রাহ্মস্পর্শ, চন্দ্রস্বর্ঘ্য-
গ্রহণ, দ্বাদশীতিথি, শ্রবণানক্ষত্র, অক্ষয়তৃতীয়া
কার্তিকের শুক্লনবমী, হেমন্ত ও শিশিরে চারি
মাসের চারি অষ্টকা, মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমী,
মঘানক্ষত্র ও মঘানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা যে যে
নক্ষত্রে মাসের নাম হয়, সেই সকল নক্ষত্র
যখন সম্পূর্ণ চন্দ্রবিশিষ্ট পৌর্ণমাসী কিম্বা নূন
চন্দ্রযুক্ত অহুমতীর সহিত মিলিত হয় তখন,
যখন দ্বাদশী তিথিতে অম্ব-রাত্রা ও শ্রাবণ এবং
একাদশী তিথিতে উত্তরাকালনী, উত্তরারাত্রা
ও উত্তরভাদ্রপদ তখন জঘননক্ষত্র ও শ্রবণা-
নক্ষত্রের যুক্ত দিনে ॥ ২০—২৩ ॥

এতে শ্রেয়সঃ কালাঃ নৃণাং শ্রেয়ো বিবর্দ্ধনাঃ ।
কুর্যাদ সর্কাস্মিন তেষু শ্রেয়োহমোঘং তদা-
য়ুঃ ১২৪ ॥

এই সমুদায় কাল মানবের শ্রেয়বিবর্জক
এই সমুদায় কালে সর্বপ্রথমে আবু সফলকারী
সমুদায় পুণ্যকার্য করিবে ॥ ২৪ ॥

এষু স্নানং জপো হোমো ব্রতং দেবদ্বিজা-
র্চনম্ । পিতৃদেব মৃতুতেভ্যো বন্দন্তং তদ্যান-
শ্রমম্ ॥ ২৫ ॥

এই সকল সময়ে স্নান, জপ, হোম, ব্রত,
দেব ও দ্বিজের অর্চনা এবং পিতৃদেব, মনুষ্য ও
ভূতযজ্ঞ অক্ষয় হয় ॥ ২৫ ॥

সংস্কার কালে জায়ার অপর্যন্তানন্তথা ।
প্রোতসংস্থা মৃতাহং কৰ্ম্মণ্যভ্যাদায়নূপ ॥ ২৬ ॥

জায়া, পুত্র ও স্বীয় সংস্কার কালে, প্রোত-
দাহনে, মৃতাহে অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর মৃত্যুদিনে
এবং অত্যাচ্ছ অভ্যাদয়িক কৰ্ম্মে শ্রেয়স্কর কৰ্ম্ম
করা কর্তব্য ॥ ২৬ ॥

অপ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধৰ্ম্মাদিশ্রেয় অবহান্ ।

স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সংপাত্রং যত্র লভ্যতে ॥ ২৭ ॥
বিশ্বং ভগবতো যত্র সৰ্ম্মমেতচ্চরাচবম্ ।

যত্র হ ত্রাক্ষণকুলং তপোবিদ্যাদর্য্যিতম্ ॥ ২৮ ॥

যত্র যত্র হরেকর্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্ ।

যত্র গঙ্গাদয়ো নদাঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ ॥ ২৯ ॥

সরাংসি পুষ্করাদানি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্মত ।

কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ শ্রায়াগঃ পুণ্ড্রাশ্রমঃ ॥ ৩০ ॥

নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোহং কুণ্ডলী ।

বারাণসী মধুপুৰী পম্পা বিন্দুসরস্তথা ॥ ৩১ ॥

নারায়ণশ্রমো নন্দা গীতারামশ্রমাদয়ঃ ।

সর্কে কুলাচলা রাজন্ মহেন্দ্রমণদয়ঃ ॥ ৩২ ॥

যে দেশে ধর্ম্মকার্য্যাদি কুণলজনক অতঃপর
তাহা বলিতেছি । যেখানে চরাচরময় ভগ-
বানের বিশ্বরূপ সত্রপত্রে আছে, যেখানে
তপ, বিদ্যা, ও দয়া সমন্বিত ব্রহ্মকুল আছেন,
সেই পুণ্যতম দেশ । যেখানে হরির অর্চনা
হয়, পুরাণপ্রসিদ্ধ গঙ্গাদিন্দী পুষ্করাদি সরো-
বর, পুণ্যজনপ্রিত ক্ষেত্র আছে, ইহার। সকলে

শ্রেয়াস্পদ । ইহা ব্যতীত কুরুক্ষেত্র, গা
শ্রায়াগ, পুণ্ড্রাশ্রম, নৈমিষারণ্য, কল্কন
সেতুবন্ধ, প্রভাসতীর্থ, কুণ্ডলী, বারাগ
মধুপুৰী, পম্পাসরোবর, বিন্দুসরোবর, না
রায়ণশ্রম, নন্দানদী, গীতারামের আশ্রম মহে
মলয়াদি কুলাচল, সর্কেই শ্রেয়াস্পদ ॥ ২৭-৩২ ॥
এতে পুণ্যতমো দেশঃ হরেকর্চাশ্রিতাশ্চ য়ে ।
এতান্ দেশান্ নিষেবেত শ্রেয়স্কামো হৃদীকৃণঃ
ধর্ম্মোহস্ত্রে হিতঃ পুংসাং সংসাধিকলোদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

যে ব্যক্তি শ্রেয় কাংক্ষা করেন, তাহা
এই সমুদায় পুণ্যতম দেশ এবং যে সমুদায়
দেশে হরির প্রতিমা অধিষ্ঠিত আছে, তা
সেবা করিবেন, এই সকল দেশে ধর্ম্মকা
করিলে তাহার মহাপ্রাপ্ত ফল হয় ॥ ৩৩ ॥

পাত্রং তং নিকটং কবিভিঃ পাত্রবিন্ধমৈঃ ।

হরিরিকৈ উর্কণী যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥ ৩৪ ॥

পাত্রজগণ চরাচরময় হরিকেই পাত্র বলি
নির্দেশ করেন ॥ ৩৪ ॥

দেবর্ষ্যহং হৈবৈ সংস্র তত্র ব্রহ্মাঙ্গজাদিবু ।

রাজন্ যদগ্রপূজায়াং নতঃ পত্রতয়াচ্যুতঃ ॥ ৩৫ ॥

হে রাজন ! এই জন্তই তোমার রাহু
যস্ত্রে দেব, ঋষি এবং সিদ্ধ মুনিগণ এবং ব্রহ্ম
বাদীগণ থাক। সবেও অচ্যুত অগ্রপূজার পা
হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

জীবরাশিভিরাকৌণ্ড অণ্ডকোষান্ত্রিপো মহান্ ।

তন্মূলবাদচ্যুতজ্যা সর্পজীবান্ত্রপর্ণম্ ॥ ৩৬ ॥

অচ্যুত এই জীবরাশিসমূহ ব্রহ্মাণ্ড ম
বৃক্ষের মূল, তাহার যজ্ঞ করিলে সর্পজী
ও নিম্নের তৃপ্তি হয় ॥ ৩৬ ॥

পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃত্যিগুণি দেবতাঃ ।

শেতে জীবেন রূপেণ পুরেণ পুরুষাঙ্কনো ॥ ৩৭ ॥

মনুষ্যপশু, ঋষি দেবতার শরীররূপ প
সৃষ্ট করিয়া ভগবান্ জীবরূপে তাহাতে শ
করেন বলিয়া তাহাকে পুরুষ বলে ॥ ৩৭ ॥

তেষেব ভগবান্ রাজ্ঞস্তারতম্যেন বৰ্ত্ততে ।
তদ্ব্যং পাত্ৰং হি পুরুষো যাবান্মত্মা যথেষতে ॥৩৮

হে রাজন্! হরি ইহাদের মধ্যে তারতম্য-
ভাবে অবস্থিতি করেন, সেই অত্ৰ পুরুষই পাত্ৰ,
এবং ইহাদের মধ্যে যাহার জ্ঞান অধিক সে
উৎকৃষ্ট পাত্ৰ ॥ ৩৮ ॥

দৃষ্টা তেযাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্ম্যং নৃপ ।
ত্রেতাযুগে হরেরচ্চ। ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥৩৯

মুমুখাদিগের পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা
দেখিয়া ত্রেতায়ুগে শঙিতেরা প্রতিমা সৃষ্টি
করেন ॥ ৩৯ ॥

ততোহর্চ্চায়াঃ হরিং কেচিৎ সংশ্রুয়া সপর্বায়া ।
উপাসত উপাস্তাপিনার্থাদ পুরুষদিবম্ ॥ ৪০ ॥

সেই অবধি অনেকে শ্রদ্ধাসহকারে হরির

প্রতিমা অর্চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষ-
দেবো ব্যক্তিদিগের প্রতিমা অর্চনা কোন ফল-
প্রদ হয় না ॥ ৪০ ॥

পুরুষেষপি রাজেন্দ্র স্পাত্ৰং ব্রাহ্মণং বিহুঃ ।
তপসা বিদ্যায়া তুষ্ঠ্যা ধত্তে বেদং হরেন্তমুন্ ॥৪১॥

হে রাজেন্দ্র! পুরুষদিগের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ
তপস্তবিদ্যা ও সন্তোষদ্বারা হরির শরীর ধারণ
করেন, তাহাকে উত্তম পাত্র বলিয়া জানিবে ॥৪১:
নবম্ ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণত্ৰ জগদায়নঃ ।

পুনন্তঃ পাদরজ্জনা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥৪২॥

হে রাজন্! যে ব্রাহ্মণগণ পাদধূলিদ্বারা
ত্রিলোক পালন করেন, তাহারা জগদায়ী
শ্রীকৃষ্ণের পরমদেবতা—(সপ্তমস্কন্ধ, চতুর্দশা-
ধ্যায়) ॥ ৪২ ॥

কদ্রুতব-স্বার্থেদ ।

কুংস ঋষি। রুদ্রদেবতা । ১০ম, ১১শ ত্রিষ্টুপ্. ১—৯ জগতীছন্দ ।

১ অর্কে, ৮ অধ্যায় ১১৪ সূক্ত ।

ইনা রুদ্রায় তবসে কপদ্বিনে ক্ষয়বীরায়
প্রভবামহে মতীঃ । যথা শমসাদ্বিপদে চতুপদে
বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্নাতুরং ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ । ইমাঃ । রুদ্রায় । তবসে । কপ-
দ্বিনে । ক্ষয়বীরায় । প্রা । ভরামহে । মতীঃ ।
যথা । শম্ । অসং । দ্বিপদে । চতুপদে । বিশ্বম্ ।
পুষ্টং । গ্রামে । অস্মিন্ । অনাতুরং ।

রুদ্রায়—রুদ্রকে । রোদয়তি সর্বমন্তকালে
ইতি রুদ্রঃ (১) অথবা রুৎ হুঃখং জাবয়তি
অগময়তি (২) অথবা রুতঃ শব্দরূপা উপনিষদঃ
ভার্জিয়তে গম্যতে প্রতিপাদ্যতে ইতি রুদ্রঃ
(৩) যথা রুত শব্দাশ্রিতাবাণী তৎপ্রতি
পাদ্যাত্মবিদ্যা বা তামুপাসকেভ্যো রাত্তি দদাতি
ইতি রুদ্রঃ (৪) স্বাক্ষরাদ্বি আবৃণোতীতি রুৎ

অন্ধকারাদি তৎ দূনাতি বিদারয়তি ইতি রুদ্রঃ
অর্থাৎ যিনি অস্তিমকালে সকলকেই ক্রন্দন
করান, (১) অথবা যিনি হুঃখ নাশ করেন, (২)
অথবা যিনি জ্ঞানদ্বারা প্রতিপাদ্য, (৩) অথবা
যিনি উপাসকদিগকে আত্মবিদ্যা বা জ্ঞান দান
করেন, (৪) অথবা যিনি অন্ধকারাদি নষ্ট
করেন । ঐশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী
এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে প্রলয়কারিণী শক্তির
নাম রুদ্র । বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুর মধ্যেই এই
প্রলয়কারিণী শক্তি লক্ষিত হয় । অগ্নি, বায়ু,
সূর্য, জল ইত্যাদির যেকোন সোমামূর্ত্তি আছে,
তেমন তাহাদের রুদ্রমূর্ত্তিও আছে । বিশ্বস্থ
তাবৎ বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রলয়কারিণী শক্তি
রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

মতীঃ—মনবীর। ইমাঃ—এই সকল জ্ঞতি
প্রভরামহে—প্রকর্ষণে নিপাদয়ামঃ, প্রকৃষ্টরূপে
অর্পণ করিতেছি। কীদৃশ রুদ্র ?—তবসে কপ-
দ্দিনে ক্ষয়বীর্য। তবসে—মহতে, বলবতে।
কপদ্দিনে—জটিলায়। ক্ষয়বীর্য—ক্ষয়ন্তো
নশ্বন্তো বীর্যরিপবো যস্মাদিতি—যিনি রিপু-
দিগকে নষ্ট করেন। তাহাকে কেন স্তব করিব ?
যথা বিপদে চতুর্পদে শং অসং। যাহাতে
আমাদিগের পুত্রাদি ও গবাদিতে মঙ্গল হয়।
অস্মিন্ গ্রামে বিখং পুষ্টং অনাতুরং। যাহাতে
এই গ্রামে সকলেই পুষ্ট ও অনাতুর বা রোগ-
শূত্র হয়। বিখং-সর্বং প্রাণিজাতং।

বলবান, জটিলকেশ এবং রিপুনাশক
রুদ্রকে এই সমুদায় মনবীর্য জ্ঞতি অর্পণ করি-
তেছি, যেন তাহার অমুগ্রহে আমাদিগের
পুত্রাদি ও গবাদি মঙ্গলে থাকে এবং যেন আমা-
দের এই গ্রামে সকলেই পুষ্ট এবং নীরোগ
থাকে।

মূল। নো রুদ্রেতি নো মর্যোকৃধি ক্ষয়বীর্য
নমসা বিধেম তে। বহুঞ্চ যোচ্চ মনুরায়েজ
পিতা তদশ্রাম তব রুদ্রপ্রণীতিষু ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। মূল। নঃ। রুদ্র উত। নঃ।
ময়ঃ। কৃধি। ক্ষয়বীর্য। নমসা। বিধেম্।
তে। বৎ। শম্। চ। যোঃ। চ। মনুঃ।
আয়েজ। পিতা। তৎ। অশ্রাম। রুদ্র।
প্রণীতিষু।

হে রুদ্র ! নো—আমাদিগের প্রতি মূল।—
মূল, সাহিত্যরাং দীর্ঘঃ। প্রসন্ন হও, উত—আর
শো মর্যোকৃধি—অস্মাকং ময়ঃ স্তুতং কৃধি কুরু,
আমাদিগের স্তুতসম্পাদন কর। ক্ষয়বীর্য—
নশ্বন্তো বীরাঃ রিপবো যস্মাদিতি, ক্রিয়াগ্রহণঃ
কর্তব্যমিতি কৰ্মণঃ সংপ্রদানবাক্যত্বার্থী। ক্ষয়-
বীর্য নমসা বিধেম্ তে—রিপুনাশকারী
তোমাকে নমস্কার দ্বারা পরিচর্যা করিব।

পিতা মনু। আদি পুরুষ মনু। মৎ শং চ যোঃ
রোগ এবং ভয়ের উপশম বাহা পাইয়াছিলেন।
শং—রোগনাশ শমনঃ, যোঃ—ভয়নাশ যাবনক।
আয়েজ—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎ—তাহা।
রুদ্র—হে রুদ্র। তব প্রণীতিষু—তোমার দ্বারা
পরিচালিত হইয়া। অশ্রাম—অশ ব্যাপ্তে,
ব্যত্যেন পরশ্রমপদম্, অব্যাপ্ত্যয়ম প্রাপ্ত হই।

হে রুদ্র ! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন
হও এবং আমাদিগকে স্তুতী কর, আমরাও
রিপুনাশকারী তোমাকে নমস্কার দ্বারা পরি-
চর্যা করি। আদি পুরুষ মনু রোগ ও ভয়ের
উপশমন বাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরাও
যেন তোমার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহা
প্রাপ্ত হই।

অশ্রাম তে স্তমতিঃ দেবযজ্ঞায়া ক্ষয়বীর্য
তব রুদ্রমীচঃ। স্তমায়মিষিশো অস্মাকমাচর্য
রিষ্টবীরা জুহবাম তে হবিঃ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। অশ্রাম। তে। স্তমতিম্। দেব-
যজ্ঞায়া। ক্ষয়বীর্য। তব। রুদ্র। স্তমায়ম্।
ইত্। বিশঃ। অস্মাকম্। আ। চর। অরিষ্ট-
বীরাঃ। জুহবাম্। তে। হবিঃ ॥ ৩ ॥

হে মীচঃ রুদ্র—হে সন্তঃ কামান্তিবর্ষক
রুদ্র ! ক্ষয়বীর্য তব-রিপুনাশকারী তোমার।
স্তমতিঃ—অমুগ্রহাণ্মকা বুদ্ধি। তে দেবযজ্ঞায়া-
তোমার সম্বন্ধীয় যজ্ঞদ্বারা। অস্মাকম্-প্রাপ্ত হই
অস্মাকম্ বিশঃ আচর--আমাদিগের সম্বন্ধ
দিগকে লক্ষ্য করিয়া আগমন কর। স্তমায়ম্
ইত—স্তময়িত্ব স্তুত নাম ভাসাং প্রজ্ঞানঃ
স্তুতমিচ্ছন্নৈব—আমাদিগের সেই সম্বন্ধনির্ণয়
মঙ্গলকামনা করিয়া। অরিষ্টবীরাঃ—বীরাণাং
অরিস্ত ইতি বীরাঃ প্রজ্ঞাঃ অরিষ্টা অহিংসিত
বীরা যেবাং তথা ভূতাঃ সন্তঃ, বাহাদিগের
সম্বন্ধগণ মঙ্গল আছে। তে তোমাকে। হবিঃ
জুহবাম—হব্যদান করিব।

হে সর্বকামদাতা ক্রতু, আমরা বেন তোমার
যজ্ঞ করিয়া তোমার অহুগ্রহাঙ্গিকা বুদ্ধি প্রাপ্ত
হই, তুমি আমাদের সন্তানবর্গের মঙ্গলকামনা
করিয়া তাহাদিগের নিকট আগমন কর, আম-
রাও সন্তানদিগকে নিরাপৎ দেখিয়া তোমাকে
হব্যপ্রদান করি ॥ ৩ ॥

ঋষং বয়ং ক্রতুং যজ্ঞসাধং বংকুং কবি-
মবসে নিহ্বয়ামহে। আরে অশ্বদৈব্যাং হেলো-
অশ্ব তু স্মৃতিমিহ্নয়মশা বৃগীমহে ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। ঋষম্। বয়ম্। ক্রতুম্। যজ্ঞসাধম্।
বংকুম্। কবিম্। অবসে। নি। হ্বয়ামহে।
আরে। অশ্বং। দৈব্যম্। হেলঃ। অশ্বতু।
স্মৃতিম্। ইতি। বয়ম্। অশ্ব। আ। বৃগীমহে ॥ ৪ ॥

অবসে—রক্ষণায়, রক্ষার অশ্ব। ক্রতুং
নিহ্বয়ামহে—নিতরামহ্বয়াম্। ক্রতুকে বিশেষ-
রূপে আস্থান করি। তিনি কিরূপ ক্রতু? ঋষং
—দীপ্তম্ দীপ্তমানি। যজ্ঞসাধং—যজ্ঞশ্র সাধ-
বিতারং, যজ্ঞসাধক। বং কুং—কুটিলগন্তারং,
কুটিলগতি। কবিং—ক্রান্তদর্শনম্। স চ ক্রতু
অম্বদারে দৈব্যম্ হেলঃ অশ্বতু—দৈব্যাং ক্রোধং
অম্বতো দূরদেশে প্রেরয়তু, তিনি আমাদের
নিকট হইতে দৈবক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন।
বয়ম্ অশ্ব ক্রতুশ্র স্মৃতিমিতং আবৃগীমহে,
মহুগ্রহরূপাং বুদ্ধিং ভজ্যামহে। আমরা তাহার
অহুগ্রহাঙ্গিকা বুদ্ধি প্রার্থনা করি।

বজার্থ। বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য
যামবা দীপ্তমান্, যজ্ঞসাধক কুটিলগতি ও
ক্রান্তদর্শী ক্রতুকে বিশেষরূপে আস্থান করি,
তিনি আমাদের নিকট হইতে দৈবক্রোধ দূরে
প্রেরণ করুন, আমরা তাহার অহুগ্রহাঙ্গিকা
বুদ্ধি প্রার্থনা করি।

দিবোবরাহমরুৎ কপাৰ্দ্ধিনং ঋষং রূপং
নমসা নিহ্বয়ামহে। হস্তেবিত্রভেবজা-বার্ঘ্যাপি
শর্ষ বর্ষ ছর্দিরতভ্যম্ যংসং ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। দিবঃ। বরাহম্। অরুণম্।
কপাৰ্দ্ধিনম্। ঋষম্। রূপম্। নমসা। মি।
হ্বয়ামহে। হস্তে। বিত্রং। ভেবজা। বার্ঘ্যাপি।
শর্ষ। বর্ষ। ছর্দি। অতভ্যম্। যংসং।

ব্যাখ্যা। দিবঃ আকাশ হইতে। বরাহঃ—
রুণোতে রাষ্ট্রাদনার্থং—যিনি তাবৎ বিশ্ব
আচ্ছাদন করিয়া আছেন অথবা বয়ং উৎকৃষ্ট-
মুদকং আহরতীতি বরাহঃ কিম্বা যিনি উৎকৃষ্ট
উদক আহরণ করেন। বরাহ বৎদৃঢ়াঙ্গ বা
বরাহের জ্ঞান দৃঢ়াঙ্গ বাহার। অরুণং—অরুণবর্ণ।
কপাৰ্দ্ধিন—জটধারী, ত্রেবং—দীপ্যমান। রূপং—
রূপ। নমসা—নমস্কার দ্বারা। নিহ্বয়ামহে—
বিশেষরূপে আস্থান করি। হস্তে—হস্তে।
বিত্রং—ধারণ করিয়া। ভেবজা—ঔষধ।
বার্ঘ্যাপি—উৎকৃষ্ট। শর্ষ—সুখ, আরোগ্য।
বর্ষ—চাল। ছর্দি—গৃহ। অতভ্যম্—আমা-
দিগকে। যংসং—প্রযচ্ছতু—দান করেন।

বজার্থ। আমরা নমস্কার দ্বারা জটধারী
অরুণ উজ্জলরূপী বরাহ অর্থাৎ বিশ্বআচ্ছাদন-
কারী ক্রতুদেবকে আকাশ হইতে বিশেষরূপে
আস্থান করি, যেন তিনি উৎকৃষ্ট ঔষধ হস্তে
ধারণ করিয়া আমাদের সুখ, বর্ষ ও গৃহ
দান করেন ॥ ৫ ॥

ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ
স্বাদীয়েকদ্রায় বর্ধনম্। রাশা চ ন অমৃত
মর্তভোজনং অনে তোকার তনয়ায় মূল ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। ইদম্। পিত্রে। মরুতাম্।
উচ্যতে। বচঃ। স্বাদোঃ। স্বাদীয়েঃ। একদ্রায়।
বর্ধনম্। রাশা। চ। নঃ। অমৃত। মর্তভোজনম্।
অনে। তোকার। তনয়ায়। মূল ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—মরুতাম্—ত্রিষন্তেনৈন পুরুষা
ইতি মরুতঃ সাহায্যার পুরুষ সকল মৃত হই,
অর্থাৎ ধ্বংসকারী শক্তিসমূহ। পিত্রে—জন-
ককে। উচ্যতে—উক্ত হইতেছে। বচঃ—

জ্ঞতি সমূহ। স্বাদোঃ স্বাদীরঃ—স্বাহু হইতেও
স্বাহু অত্যন্ত আশ্লাদজনক। রুদ্রায়—রুদ্রকে।
বর্ধনম্—উপাস্ত দেবতার আনন্দবর্ধক। রাশ—
রাদানে—দান করে। নঃ আমাদিগকে।
অমৃত—হে অমৃত! মর্তভোজনম্—মর্ত্যনাং
মমুমানাং ভোজনদ্রব্যং—মমুস্বার ভোজন-
দ্রব্য। অনে—আম্মনে, মাং আমাকে।
তোকার—পুত্রকে, তনয়—তৎপুত্রঃ। মৃগ—
সুখী কর।

বঙ্গার্থ। স্বাহু হইতেও স্বাহু, উপাস্ত
দেবতার আনন্দদায়ক এই জ্ঞতি মরুৎদিগের
অর্থাৎ ধ্বংসকারী শক্তি সমুহদিগের জনক
রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চাণিত হইতেছে, হে
অমৃত বা বিনাশ রহিত পুরুষ, তুমি আমাদিগকে
ভোজন দ্রব্য দেও এবং আমাদিগকে ও
আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদিকে সুখী কর। ৬

মান মহাস্তমুতমানো অর্ভকং মান উক্ষত-
মুতমান উক্ষিতম্। মানো বধীঃ পিতরং মোত
মাতরং মানঃ প্রিয়ান্তষো রুদ্রবীরিষঃ ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। মা। নঃ। মহাস্তম্। উত। মা।
নঃ। অর্ভকম্। মা। নঃ। উক্ষতম্। উত। মা।
নঃ। উক্ষিতম্। মা। নঃ। বধীঃ। পিতরম্।
মা। উত। মাতরম্। মা। নঃ। প্রিয়াঃ। তষঃ।
রুদ্র। রিরিষঃ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা। মহাস্ত—বৃদ্ধ। অর্ভক—বাণক।
উক্ষতং—যুবক। উক্ষিতম্—গর্ভস্থ সন্তান।
পিতরং—পিতা। মাতরং—মাতা। মা বধীঃ—
বধ করিও না। প্রিয়াঃ তষো—প্রিয় শরীর।
মরীরিষঃ—হিংসা করিও না। রিষ্ হিংসায়াম্।

হে রুদ্র! আমাদিগের বৃদ্ধ, যুবক, বাণক
ও গর্ভস্থসন্তান, পিতা ও মাতাকে বধ করিও না
আমাদিগের প্রিয় শরীরের প্রতি হিংসা
করিও না ॥ ৭ ॥

মানভোকে রুদ্রে মান আয়ৌ মানো গোষ

মানো অশ্বেষু বীরিষঃ। বীরান্ মানো রুদ্র
ভামিতো বধীর্বিষন্তঃ সদমিষা হবামহে ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। মা। নঃ। তোকে। তনয়ে
মা। আয়ৌ। মা। মঃ। গোষু। মা। নঃ
অশ্বেষু। রিরিষঃ। বীরান্। মা। নঃ। রুদ্র
ভামিতঃ। বধীঃ। হবিষন্তঃ। সদম্। ইত্। বা
হবামহে ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা। তোকে—পুত্রকে। তনয়ে—
পৌত্রকে। আয়ৌ—আয়ুশ্চন্দ্রে মমুবা, পুত্র
পৌত্রাদি ব্যতিরিক্ত অপর মমুবা। রিরিষ-
হিংসা করা। ভামিতঃ—ভ্রুক হইয়া, ভান-
ক্রোধে। সদমিঃ—সর্পিদাই। হবিষন্তঃ—হবি
সুক্ত হইয়া। হবামহে—আহ্বান করিতেছি।

বঙ্গার্থ। হে রুদ্র! তুমি আমাদিগের পুত্র
পৌত্র কিম্বা অত্র জনগণকে কিম্বা গো অথবা
হিংসা করিও না, ভ্রুক হইয়া আমাদিগের
বীরদিগকে বধ করিও না, কেননা আমি
সর্পিদাই হবিযুক্ত হইয়া তোমাকে আহ্বান
করিতেছি।

উপেত্তস্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাশা পিত
শ্রুতাং স্তমস্মে। ভদ্রা হিতে স্তমতির্গুণ
স্তমাপা বরমব ইন্তে বৃগীমহে ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। উপ। তে। স্তোমান্। পশুপা।
ইব। আ। অকরম্। রাশা। পিতঃ। মরুতাম্।
স্তমস্মে। ভদ্রা। হি। তে। স্তমতিঃ।
মূলয়ন্তমা। অথ। বয়ম্। অবঃ। ইং। তে
বৃগীমহে।

ব্যাখ্যা। তে—তুভ্যাং, তোমাকে। স্তোমান্
—স্ততিমগ্ন। পশুপাঃ ইব পশুপালদিগের
ভায়। উপ+আ+করম্—সমর্পয়ামি। মরুতাম্
পিতঃ—হে মরুৎগণের পিতা। স্তমস্মে—
আমাদিগকে স্তম দান কর। তে স্তমতিঃ—
তোমার কল্যাণীবুদ্ধি—মূলয়ন্তমা—সুখদায়িকা
ভদ্রা—ভজনীয়া অথ বরম্—অনন্তর আদর-

ত—অবঃ—তোমার রক্ষণ। বৃণীমহে—
প্রার্থনা করি।

বঙ্গার্থ। পশুপালক প্রাতঃকালে পশু
নইয়া যায়, পরে সাংকালে পশু স্বামীকে পশু
প্রদর্শন করে, তজ্জপ হে রুদ্র! আমরা তোমার
নিমিত্তে যে বেদ মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা
তোমাকেই অর্পণ করিতেছি। হে প্রলয়শক্তি
স্বর্গের জনক! আমাদের পক্ষ দান কর,
তোমার কল্যাণী বুদ্ধি অত্যন্ত সুখদায়িকা এবং
তজ্জপ আমাদের ভজনীয়া, আমরা তোমার
ক্ষয়শীল শক্তির প্রার্থনা করি ॥১১॥

আরে তে গোয়মুত পুরুষঃ ক্ষয়দীপ হুয়-
মস্মৈ তে অস্ত্র। মূলচিনো অধি চ জাহি দেবাবা-
নঃ শর্য যচ্ছদ্বিবর্হাঃ ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। আরে। তে। গোয়ম্। উত।
ক্ষয়দীপ। ক্ষয়দীপ। হুয়ম্। অস্মৈ। তে।
মূল। চ। নঃ। অধি। চ। জাহি। দেব।
দবা। চ। নঃ। শর্য। যচ্ছ। দ্বিবর্হাঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা। হে ক্ষয়দীপ—রিপুনাশক। তে
গোত্র পুরুষঃ আরে—তোমার গো ও পুরুষ
রক্ষকবিশিষ্ট শক্তি দূরে থাকুক। অস্ত্রে তে
হুয়ম্ অস্ত্র—আমাদিগেতে অস্ত্রীয় সুখ হউক।
না মূল—আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। দেব
ঃ অধি জাহি—হে দেব! আমাদিগের পক্ষ হও।
মদপশ্য যচ্ছদ্বিবর্হাঃ—আমাদিগকে বিবিধ
মর্গে ঐহিক পারিত্রিক, বা কৰ্ম ও জ্ঞানমার্গের
দান প্রদান কর।

বঙ্গার্থ। হে রিপুনাশক! গো মনুষ্য ধ্বংস-
কারিণী তোমার যে শক্তি তাহা যেন আমাদিগের

নিকট হইতে দূরে থাকে, আমরা যেন তোমার
প্রদত্ত সুখ পাই, হে দেব! তুমি আমাদিগের
প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি আমাদিগের পক্ষ হও
এবং আমাদিগকে ঐহিক পারিত্রিক উত্তমবিধ
মঙ্গল প্রদান কর।

অবোচাম নমো অস্মা অবস্তবঃ শৃণো তু
নো হবং রুদ্রো মরুদান্। তন্নো মিত্রো বরুণো
মামহস্তানাদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উৎদ্যোঃ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। অবোচাম। নমঃ। অস্মৈ।
অবস্তবঃ। শৃণো তু। নঃ। হবন্। রুদ্রঃ। মরু-
দান্। তন্। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহস্তান্।
অদিতিঃ। সিন্ধুঃ। পৃথিবী। উত। দ্যোঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা। অবস্তবঃ—অবঃ রক্ষণঃ ইচ্ছন্তো
বয়ং—রুদ্রের রক্ষণশক্তি ইচ্ছুক যে আমরা।
অবোচাম—এই হুতরূপ স্তোত্র উচ্চারণ করি-
য়াছি। অস্ত্রৈনমঃ—রুদ্রদেবকে নমস্কার।
শৃণু নঃ হবন্ মরুদান্ মরুৎযুক্ত রুদ্র
আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন। তন্ নঃ
মিত্রং বরুণঃ অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী দ্যোঃ—
তাহার পৃথিবী আদি বড়দেবতা। মমহস্তান্—
পূজ্যস্ত, এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

বঙ্গার্থ। রুদ্রে নিকট রক্ষণ বাঞ্ছা করিয়া
আমরা যাহার স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছি মৃত্যু
শক্তিসম্পন্ন সেই রুদ্রদেব আমাদিগের আহ্বান
শ্রবণ করুন, পৃথিবী, দ্যো, মিত্র, বরুণ,
অদিতি, সিন্ধু আদি—রুদ্রের অপরাপর শক্তিও
আমাদিগের এই প্রার্থনা শ্রবণ করেন।

সমাপ্ত।

যতিপঞ্চক ।

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সাতীর্থবর্ষা
মণিকর্ণিকা বৈ। জ্ঞানপ্রবাহবিমলাদিগঙ্গা,
সাকশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ। যে কাশীতে মনের নিবৃত্তিহেতু
পরম শান্তিই তীর্থ প্রধান। মণিকর্ণিকা এবং যে
কাশীতে জ্ঞান প্রবাহই নির্মলা আদি গঙ্গা,
আমি সেই আত্মজ্ঞানরূপা কাশী ॥ ১ ॥

যত্নমিদং কল্পিতমিচ্ছজালাং, চরাচরং ভাতি
মনোবিলাসং। সচ্চিদ্রূপং জগদাত্মরূপং,
সাকশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ। যে কাশীতে এই চরাচর বিশ্ব
মনের বিলাসরূপ কল্পিত ইচ্ছজাল বলিয়া
প্রতিভাত হয় এবং জগদাত্মরূপ সচ্চিদানন্দই
একনাত্র সূত্রকর পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়, আমি
সেই নিজ বোধরূপা কাশী ॥ ২ ॥

পঞ্চেনু কোষেহু বিরাজমানা, বুদ্ধিভবানী
প্রতি দেহগেহং। সাক্ষীশিবঃ সর্বগতাস্তরায়া
সাকশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ। যে কাশীতে জীবের দেহরূপ
গৃহের পঞ্চকোষে (অন্নময়াদি পঞ্চকোষ)
বুদ্ধিরূপাভবানী বিরাজ করেন, যে কাশীতে
সর্বাস্তরায়া সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মাই শিব, আমি
সেই নিজ বোধরূপা কাশী ॥ ৩ ॥

কার্যং হি কাশীতে কাশী, কাশী সর্বং প্রা
শতে। সাক্ষী বিদিতা যেন, তেন প্রা
হি কাশিকা ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ। যে জ্ঞানকাশীদ্বারা মানা
কর্তব্য নির্দিষ্ট হয় এবং যে জ্ঞান কাশীর
মানবের সকল বিষয়ে সংশয় দূরীভূত
সেই জ্ঞান কাশী যিনি অবগত হইয়া
তিনিই যথার্থ কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

কাশীক্ষেত্র শরীরং ত্রিভুবন জননী, ব্যা
জ্ঞানগঙ্গা ভক্তিশ্রদ্ধা, গয়েয়ং নিজ গুরু
ধানগুরুঃ প্রয়াগ। বিচ্ছেদোহয়ং তু
সকলজনমনঃ, সাক্ষীভূতাস্তরায়া
সর্বঃ মদীয় যদি বসতি পুনন্তী
কিমন্তি ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ। এই শরীরই কাশীক্ষেত্র,
ত্রিভুবন জননী বিত্তীর্ণা গঙ্গা, ভক্তি শ্রদ্ধা
নিজ গুরুচরণে ধ্যান যোগই প্রয়াগ,
মনেব সাক্ষীস্বরূপ সর্বভূতাস্তরায়া তুমি
বিশ্বেশ্বর; যখন এই সমুদায়
দেহে আছে তখন অস্ত্র তীর্থের
জন কি ? ॥ ৫ ॥

(সমাপ্ত।)

পরাপূজা ।

পূর্ণতাবাহনং কুত্র সর্বাধারস্ত চ আসনম্।

স্বচ্ছস্ত পাদ্যমর্ধ্যঞ্চ শুদ্ধস্তাচমনং কুতঃ ॥ ১ ॥

নির্মলস্ত কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশোধরস্ত চ।

নিরালম্বস্তোপবীতঃ পুষ্পং নির্বাসনস্ত চ ॥ ২ ॥

নির্লেপস্ত কুতো গন্ধো রম্যস্তাভরণং কুতঃ।

নিত্য তপ্তস্ত নৈবেদ্যং তাষ্মলঞ্চ কুতো বিভোঃ ॥ ৩ ॥

প্রদক্ষিণাহনস্তস্ত হৃদয়স্ত কুতো নতিঃ
বেদবটিক্যরবেদ্যস্ত কুতঃ স্তোত্রং বিদ্য
স্বয়ং প্রকাশমানস্ত কুতো নীরাজনং
অস্তবর্হিশ্চ পূর্ণস্ত কথমুদ্ভাসনং ভবেৎ।
এবমেব পরা পূজা সর্বাভ্যাস্ত সর্বদা
একবুদ্ধ্যা তু দেবেশে বিধেয়া তু ব্রহ্মা

বস্তুার্থ । যিনি পূর্ণ অর্থাৎ সর্বস্থানে পরি-
পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহার আবার আবার
কি এবং যিনি সর্বাধারেই রহিয়াছেন, তাহার
আবার স্বতন্ত্র আসনের প্রয়োজন কি ? যিনি
ইয়ং নির্মল তাহার জ্ঞান আবার পাদ্য ও অর্ঘ্য
প্রয়োজন কি এবং যিনি পবিত্র তাহার আবার
মচমেনেব প্রয়োজন কি ? (উপাখ্য উপাসকের
ভেদে দর্শনই উদ্দেশ্য, আচমন উপাসকেরই
প্রতি হইয়াছে, কিন্তু উপাসক ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত
ইয়া ব্রহ্মসদৃশ নির্মল হইবেন, তখন তাহার
মচমেনেব প্রয়োজন নাই) ॥ ১ ॥

নির্মল পুরুষের স্নানের প্রয়োজন কি ?
খোদবকে ক্রীড়া বস্ত্র পবাইবে, নিবাস
যে ক্রীড়া উপবীত পবাইবে, গন্ধাদি
যে স্পৃহাশ্রুত পুরুষের আবার পুষ্পের কি
প্রয়োজন ? ॥ ২ ॥

নির্দিষ্ট পুরুষের গন্ধের প্রয়োজন কি ?
গন্ধ জন্মের পুরুষের অঙ্গকার নিষ্প্রয়োজন,

নিজা ভূগুণকে আবার নৈবেদ্য কি তৃপ্তি প্রদান
করিতে এবং সেই বিশ্ববিভূর সন্মান তুমি
সামান্য ভাষ্যদ্বারা কি সংবর্দ্ধন করিবে ? ॥ ৩ ॥

অনন্ত পুরুষকে ক্রীড়া প্রদক্ষিণ করিবে,
বিশ্বে এক ব্রহ্মভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ নাই,
তখন কে কাহাকে প্রণাম করে, বেদবাক্য ও
মাহাকে বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে, তুমি কি
প্রকারে তাহার স্তুতি করিবে ? ॥ ৪ ॥

আলোকাদিরাব্রা ব্রহ্মকাশ বিভূব আবার
নীলাজনার প্রয়োজন কি ? যিনি বাহ্যজগৎ ও
অন্তর্জগতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, ইহা
নগরে প্রদর্শনের জ্ঞান পূজাস্তে আবার উদ্ভা-
সনের প্রয়োজন কি ? (উদ্ভাসন ভাষায় ইহাকে
ভাসান বলা হইয়া থাকে) ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মবিদগণ সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায়ই
দেবদেব পবিত্র এইরূপ অভেদাধিকারী বুদ্ধি-
রূপা পূজার বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

(সমাপ্ত)

একাদশীবিচার ।

একাদশী একটি হিন্দু অবশ্য করণীয় ব্রত ।
১ দিবস শাস্ত্রানুসারে কার্যাদির অনুষ্ঠান
যা হিন্দুমাতেবই বিষ্ণুচরণ পূজা কবা
হইত । শাস্ত্রে একাদশী ব্রতপালনের যেকোন
বি ব্যবস্থা আছে, তাহা নিয়ে প্রকাশিত
হইল । প্রথমতঃ কত বৎসর বয়সের সময় হইতে
ব্রত করিয়া কত বৎসর পর্য্যন্ত একাদশী
পালন করিবার নিয়ম আছে ও উক্ত ব্রত
কর্তব্য কে কে অধিকারী, তাহা লিখিত
হইল ।

অষ্টাদশাদ্যধিকো মর্ত্যো হৃৎপূর্ণাশীতিবৎ

সরঃ । ভূগুণে যো মানবো মোহাদেকাদশ্যাং
স পাপকৃৎ ॥”

অর্থাৎ আট বৎসর বয়স হইতে অবশ্য
করিয়া অশীতি বৎসরপর্য্যন্ত একাদশীর ব্রত
কবা কর্তব্য ।

একাদশী বিভিন্ন সম্প্রদায়িকগণ বিভিন্ন
রীতিতে করিয়া থাকেন ।

“শ্রুতস্বো ব্রহ্মচারী চ আহিত্যগ্নিত্বৈব চ ।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষ্মদোষভয়োরাপি ॥”

শ্রীমদ্রূপাং

অর্থাৎ উভয়পক্ষীর (শুক ও কৃষ্ণ) একা-

দশীতেই গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ও সাধিক সকলেই উপবাস করিবে।

কিন্তু গৃহস্থ যদি পুত্রবান্ হন, তবে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রে অল্প ব্যবস্থা আছে। যথা—

“আদিত্যোহনি সংক্রান্ত্যাবসিতৈকাদশীদিনে।
ব্যতীপাতে ক্লতে শ্রাদ্ধে পুত্রানোপবসেদগৃহী ॥”

ব্রহ্মপুত্রাণম্।

অর্থাৎ রবিবারে, সংক্রান্তিদিনে ও কৃষ্ণেকাদশীতে এবং ব্যতীপাতে নিমিত্ত শ্রাদ্ধদিনে পুত্রবান্ গৃহস্থ উপবাস করিবে না।

“শয়নৌ বোধনৌ মধ্যে যা কৃষ্ণেকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপায্যা গৃহস্থেন নাত্মা কৃষ্ণা কদাচন ॥”

ব্রহ্মবৈবর্তপুত্রাণম্।

অর্থাৎ শয়ন ও বোধন মধ্যে যে কৃষ্ণা একাদশী, তাহাতে পুত্রবান্ গৃহস্থ ব্যক্তিও উপবাস করিবেন।

রমণীগণের মধ্যে বিধবাগণের একাদশী করা অবশ্য কর্তব্য। কাবণ—

“বিধবা যা ভবেন্নানী ভুক্ত্যৈকাদশীদিনে।
তত্শাস্ত্র স্মৃকৃতং নশ্চেৎ জগহত্যা দিনে দিনে ॥”

কাত্যায়নঃ।

অর্থাৎ বিধবা নানীর পক্ষে উভয় পক্ষীয় একাদশীই করা কর্তব্য। যদি না করে, তবে তাহার সমস্ত পুণ্যরাশি নাশ ও জগহত্যাজনিত পাপ হয়।

সধবা রমণীগণের একাদশী করার পক্ষে শাস্ত্রে একুপ লিখিত আছে, যথা—

“পতৌ জীবিতা যা নারী উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ।
আয়ুষ্যং ত্রীয়েতে পত্ন্যঃ কুর্ব্বীতাহুতয়ো ব্রতং ॥”

উক্তটঃ।

অর্থাৎ পুত্রবতী সধবা রমণী কোনও একাদশীই করিবে না, তাহাতে স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়। কিন্তু স্বামী অমুমতি দিলে উপবাস করিতে পারে।

বিষুভক্তগণের একাদশীর ব্রত করা এক কর্তব্য। কারণ শাস্ত্রে আছে যে—

“নিত্যং ভক্তিসমায়ুক্তৈর্ন বৈষ্ণবৈষ্ণুপরাধমৈঃ।
পক্ষে পক্ষে চ কর্তব্যমেবাদশ্যামুপোষ্যৎ ॥”

কালমাধবীয়ে নাবদ

অর্থাৎ বিষুভক্তগণ শুক্ল ও কৃষ্ণা উঃ পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাস করিবে। তাহাদের পক্ষে গৃহস্থ পুত্রবান্ প্রভেদ নাই। কারণ “স পুত্রশ্চ স ভাৰ্য্যশ্চ সজ্ঞনৈর্ভক্তনংযুতৈঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োৰুভয়োরপি ॥”

অর্থাৎ বিষুভক্তের পক্ষে একাদশী নিঃব্রত। বিষুয় প্রীত্যর্থ একাদশী তাহাদেব নিঃ কর্তব্য। অতএব বিষুভক্তগণ ভাৰ্য্যা, পুত্র স্বগণ সমভিষাহারে উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া ব্রতগালন করিবে।

“ভুক্ত্রে বা যদ বা কৃষ্ণে বিষুপুজ্ঞন তৎপবঃ।
একাদশ্যাং ন ভুক্তাত পক্ষয়োৰুভয়োরপি ॥”

ব্যবস্থানির্ণয়ঃ

“যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥
অদংস কেবলং ভুক্ত্রে যো ভুক্ত্রে হরিবাসরে
তদ্দিনে সর্বপাপানি ভবন্ত্যন্নশ্রিতানি চ ॥”

ভবিষ্যপুৰাণম্

অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাাদি যে সকল পাপ তাহার একাদশী দিনে অন্নকে আশ্রয় করি অবস্থিত করে; স্তুরার উক্ত দিবস অন্নকে করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে তাই একাদশীর দিবস কিছুতেই অন্নকে করিবে না।

একাদশীর ব্রত নিত্য, তাই অশৌচাদি অল্প কোনও প্রতিকল্পক হইলেও ব্রতভঙ্গ হইবে না। একাদশীদিবস স্ত্রীলোক রজস্রবাদি কারণে বশতঃ অন্তঃকথা থাকিলে স্বয়ং উপবাস করি অথবা পুত্রাদি করাইবে। সাধারণতঃ এম

কানও প্রান্তবন্ধকই নাই যে তাহাতে একা-
দশী ব্রত ভঙ্গ হইতে পারে ।

“একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োকভয়োবপি ।
দুত্বে সূতকে বাপি অশ্রম্যাপ্যশোচকে ।
সর্গাখা ন পরিত্যজ্যা ইচ্ছতা শ্রেয় আশ্রয়ঃ ॥”

পদ্মপুরাণম্ ।

একাদশীর উপবাসেব দিবস একেবারে
নিরুদ্ভু থাকিা বিধেয় । কিন্তু যাহারা নিরুদ্ভু
উপবাসে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রে বিধান
আছে যে—

“উপবাসা সমর্থোহপি ফলমূলানিভোজনম্ ।
সরত্বুক্তে হবিষ্যাং বিধোনৈবেদ্যমেব চ ॥
ন ভবেৎ প্রত্যাহারী সা উপবাসকলং ভবেৎ ।
উপবাসাসমর্থশ্চ একং বিশস্ত ভোজয়েৎ ।
কিঞ্চিদানান বা দদ্যাৎ যত্ত্বা দ্বিগুণং ভবেৎ ॥”

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ ।

অর্থাৎ উপবাসে অনসমর্থ ব্যক্তি যদি ফল,
মূল ও জল আহার কবে, বা একবার হবিষ্য
কিবা বিষ্ণু নৈবেদ্য ভোজন করে, তবে সে
প্রত্যাহারী হইবে না। আর উপবাসে অশক্ত
ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণভোজন করাইবে, ও
নিজে যাহা আহাব করিবে, তাহার মূল্যের
দ্বিগুণ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। কিন্তু বিষ্ণুর
শ্রবণ, পার্শ্ববাবর্তন ও উত্থান একাদশীতে
বিছিন্ন আহার করিবে না। কারণ ত্রীভগবান্
বধিরাজেন—

“মহ্যানে মনুথ্যমে মংপার্শ্বপরিবর্তনে ।
কনমুগজগাহারী হৃদিশলং সমর্পয়েৎ ॥”

অর্থাৎ আমার শরন, আমার উত্থান ও
আমার পার্শ্বপরিবর্তন একাদশীতে যে ব্যক্তি
ফল, মূল, এমন কি জলমাত্রও আহার কবে, সে
আমার হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। অতএব ঐ
দিন দিবসীয় একাদশীতে সকলেরই নিরুদ্ভু
উপবাসে থাকিা উচিত ।

এখন একাদশীত্রয়ের সময় নিরূপণ করা
যাইতেছে ।

“পূর্ণাষেবাদশী তাজ্যা দ্বিতীয়ং বর্জ্যতে যদি ।
দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্ণৈব পরিগৃহ্যতে ॥”

প্রচেতাঃ ।

“সংপূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা ।
তত্রোক্তরাং যতিঃ কুর্যাৎ পূর্নামুপবসেদগৃহী ॥”

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

“একাদশী প্রব্রুতা চেৎ শুক্রে কৃষ্ণে বিশেষতঃ ।
উত্তরাস্ত্র যতিঃ কুর্যাৎ পূর্নামুপবসেদগৃহী ॥”

কুর্শ্বপুরাণম্ ।

“পুনঃ প্রভাতসময়ে ঘটটিককা যদা ভবেৎ ।
তত্রোপবাসো বিহিতো বনহস্ত যদেত্তথা ॥”

গরুড়পুরাণম্ ।

“বিধবাস্ত তত্রৈব পরতো দ্বাদশী নচেৎ ।
একাদশ্যামুপবসেৎ দ্বাদশীমথবা পুনঃ ।

বিমিশ্রাষাপি কুর্কীত ন দশম্যামুতাং কচিৎ ॥”
ব্রহ্মপুরাণম্ ।

পূর্ণ একাদশী অর্থাৎ যষ্টিদণ্ডাঙ্ককা একা-
দশীকে পরিত্যাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে
কিঞ্চিৎ একাদশী থাকে, তবে পূর্ণৈকাদশীকে
বর্জন করিয়া ঐ দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিবে।
কাবণ দ্বাদশীতে পারণ করিতে হয় বলিয়া
আর যদি দ্বাদশীতে পারণযোগ্য কাল না পায়,
অর্থাৎ পূর্নদিনে ৬০ দণ্ড একাদশী পরদিনে
একদণ্ড তৎপর দ্বাদশী ও ত্রাত্রি শেষে দ্বাদশীর
মোচন হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে। এমনস্থলে
৬০ বাইটদণ্ডাঙ্ককা পূর্ণৈকাদশীকেই গ্রহণ
করিবে। কারণ পারণযোগ্যকাল প্রাপ্ত হয়
না বলিয়া। আর যদি পূর্নদিন দশমীযুক্ত
একাদশী আর পরদিন দ্বাদশীযুক্ত একাদশী
অর্থাৎ পূর্নদিনে পর দণ্ডের পর একাদশী হই-
য়াছে, আর পরদিন যদি পারণযোগ্যকালি-
পর্যন্ত দ্বাদশী থাকে। আর যদি না থাকে

তথাপি দশমীযুক্ত একাদশীকৈ পরিত্যাগ
করিবে ।

“একাদশী দ্বাদশী চ রাশিংশেষে ত্রয়োদশী ।

তত্র ক্রতু শতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যন্ত পারণম্ ॥”

একাদশীতত্ত্বঃ ।

যদি সূর্য্যোদয়ের পর কিছুকাল দশমী পরে
একাদশী ও তৎপর তাহার ক্ষয় হইয়া দ্বাদশী হয়,
তবে শুদ্ধ দ্বাদশীতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে
পারণ করিবে । তাহাতে শত যজ্ঞের ফলগাভ
হয় । কিন্তু একরূপ যোগ অতি দুর্লভ । যথা—

“কুর্যাদশ্যভে সংযুক্তাং নালভেহপি প্রবেশিনীঃ

যদি একাদশী ষষ্টিদণ্ডা য়িকা পবদিনে ন
থাকে ও দ্বাদশী হয়, তবে দ্বাদশীর একপাদ পনি
তাগ করিয়া পারণ করিবে । কারণ দ্বাদশী
প্রথমপাদ একাদশীর তুল্য । যথা—

“দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসবসংজ্ঞকঃ ।

তমতিক্রম্য কুব্বীত পারণং বিষ্ণু তৎপরঃ ॥”

বিস্বধর্ম্মোত্তরম্

শ্রীবালকুমার কাব্যরত্নম্

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ।

অধ্যাত্মপ্রকরণ ।

নিঃসরন্তিযথালৌচ পিতৃতপ্তাং ক্ষুল্লিককাঃ ।

সকাশাদান্ননস্তদ্বৎ আন্বনঃ প্রভবন্তি হি ॥ ৬৭ ॥

তত্রাস্মাহি স্বয়ং কিঞ্চিং কর্ম্মকিঞ্চিং অভাবতঃ ।

কবোতি কিঞ্চিদভ্যাসাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মাভয়ায়কম্ ॥ ৬৮ ॥

নিমিত্তমক্ষরঃ কর্ত্তা বোদ্ধাত্ত্রক্ষণী বশী ।

অজঃ শরীরগ্রহণাৎ সম্ভাত ইতি কীর্ত্তাতে ॥ ৬৯ ॥

সর্গাদৌ স যথাকশং বায়ুং জ্যোতির্জ্জ্বলং মতীং ।

স্বজ্যত্যেকোত্তরগুণাং স্তপাদন্তে ভবন্নপি ॥ ৭০ ॥

আহুতাপাণ্যতে সূর্য্যঃ সূর্য্যাসং বৃষ্টিরধৌষধিঃ ।

তদন্নং রসন্নপেপং শুক্রহমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

জীপুঃসরোস্ত্র সংযোগে বিসৃজে শুক্রশোণিতে ।

পঞ্চদাতুম্ স্বয়ং যষ্ঠ আদন্তে যুগপৎ প্রভূঃ ॥ ৭২ ॥

ইন্দ্রিয়ানি মনঃপ্রাণো জ্ঞানমায়ুস্বপ্নাধুতিঃ ।

ধারণাপ্রেরণং হুঃখমিচ্ছাহং কারএব চ ॥ ৭৩ ॥

প্রব্রজ আকৃতিবর্ণঃ স্বরধেযৌ ভবাক্তবৌ ।

তন্ত্রৈ তদ্ব্যজ্ঞং সর্কমনাদোরাদিমিচ্ছতঃ ॥ ৭৪ ॥

প্রথমে মাসি সংক্রেদভূতোধাতুবিসৃজিতঃ ।

মাস্তর্কদ্বং দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়েহঙ্গৈর্জ্জৈর্ধৈষুতঃ ॥ ৭৫ ॥

আকাশশ্লাববং সৌম্যং শব্দং শ্রোত্রং বলাদিকং ।

বার্যোশ্চ স্পর্শনং চেষ্টাং বাহনং রৌক্ষমেব চ ॥ ৭৬ ॥

পিত্রাতৃদর্শনং পক্তি মৌম্যং রূপং প্রকাশিতঃ

রসাত্, বসনং শৌচ্যং স্নেহং ক্রেশং সন্দর্শনম্ ॥ ৭৭ ॥

ভূমের্গন্ধং তথা জ্ঞাণং গৌরবং মূর্ধ্বিনেব চ ।

আত্মাগ্নিত্বাত্মজঃ সর্ব্বং তৃতীয়ে স্পন্দনে ততঃ ॥ ৭৮ ॥

দৌকদস্তাপ্রদানেন গর্ভোদোষবাণুয়াৎ ।

বৈরূপ্যমরণং বাপি তস্মাৎকার্য্যং প্রিয়ং স্থিরঃ ॥ ৭৯ ॥

স্বৈর্য্যং চতুর্থোহঙ্গানং পঞ্চমেশোণিতোদভবঃ ।

ষষ্ঠে বলস্ত বর্ণস্ত নখরোম্মাধং সন্তবঃ ॥ ৮০ ॥

মনশ্চৈতজ্যক্তোহশৌ নাড়ীম্নায়ুশিবাযুতঃ ।

সপ্তমে চাষ্টমে চৈব অম্মাংসস্থতিমানপি ॥ ৮১ ॥

পুনর্গর্ভং পুনর্ধাত্বীমোজস্ত্রস্ত্র প্রধাবতি ।

অষ্টমে মাস্ততোগর্ভৌ জাতঃ প্রাণৈর্বিদুজাতো ৮২

নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ স্মৃতিমাকটেঃ ।

নিঃসার্য্যতে বাণইব জন্তুশ্চিদ্রেপ সজ্জ ৮৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । পূর্বে ধ্যানযোগে আত্মাহি

আত্মা দর্শন করিবে বলা হইয়াছে কি

জীব ও পরমাত্মার ভেদ নাই ইহা প্রদর্শনা

কথিত হইতেছে । যেমন তপ্তলোহপিও হই

ক্ষুদ্রিক সকল নির্গত হয় অথচ বস্ত্রত এ

হইলেও, ইহা লোহপিও এবং এইসকল ক্ষুদ্রিক

এইরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যবহার হয়। সেইরূপ পরমাঙ্গার নিকট হইতে এই সকল জীবাত্মা নিঃসৃত হইয়াছে। ফলতঃ এক হইলেও পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবাত্মাই পাপ বা পুণ্যজনক কিছু কিছু কর্ম (অর্থাৎ প্রযুক্তি পূর্ণক) কিছু কিছু যদচ্ছাক্রমে (যথা পিপী দিকা ভোজন) এবং কিছু কিছু জন্মান্তরীণ অভ্যাসবশতঃ করেন। (ইহাই ভাবিজন্মের কারণ) ॥ ৬৮ ॥

পরমাঙ্গা ব্রহ্মাণ্ডের কাবণস্বরূপ, কার্য নহে। কেননা তিনি নিত্য আত্মা জগতের কত্তা কেননা তিনিই চেতন (অচেতন প্রাণাদি কত্তা হইতে পারে না) আত্মা সর্ববাপক, স্তন্যান অর্থাৎ সর্বাদিশুণ্যজিত্বের নিয়ন্তা এবং কাণ্ডব ও অধীন নহেন। তিনি বস্তুতঃ জন্মবহিত হইনেও শরীর ধারণবশতঃ জাত বলিয়া ব্যবহৃত হন। প্রকৃতপক্ষে জীব ও পরমাঙ্গা একই পদার্থ, কেবল পরমাঙ্গায় যে সকল অংশবিশেষ অনাদিবাসনাব বশবর্তী হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে তাহাই জীবনামে ব্যবহৃত ॥ ৬৯ ॥

প্রবরের পর সৃষ্টির আদিতে সেই পবনমেশ্বর আত্মা বৈকুণ্ঠ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবীকে উত্তরোত্তর এক অধিক শুণ্যযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন (অর্থাৎ আকাশ শব্দ শুণ্যযুক্ত, বায়ু শব্দ ও স্পর্শশুণ্যযুক্ত, জ্যোতিঃ শব্দ স্পর্শ ও রূপযুক্ত, জল শব্দ স্পর্শরূপ ও রসযুক্ত, পৃথ্বী শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধযুক্ত হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে।) সেইরূপ তিনিও স্বয়ং ও অংশাংশবিশেষে উৎপন্ন হইবার সময় ঐ সকল পদার্থকে গ্রহণ করেন ॥ ৭০ ॥

স্বর্গ্য আহুতিদ্বারায় পরিতৃপ্ত হন, স্বর্গ্য হইতে বর্ষণ হয়, অনন্তর ধাত্যাদি ওষধি সমু-
দায়রূপ অন্ন উৎপন্ন হয়। সেই অন্ন রসরূপে

পরিণত হইয়া ক্রমে শোণিত ও বীৰ্য্যভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ ॥

ঋতুকালে স্ত্রী পুরুষ সংসর্গগত বিবৃদ্ধ শুক্রশোণিত অবগম্বন করিয়া ষষ্ঠধাতুকণী প্রভু চৈতন্যময় অচেতন আকাশাদি পঞ্চধাতু বা পঞ্চভূতকে শরীররাস্ত্রে সহকারী করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জ্ঞান আয়ু স্তম্ভ ধৃতি ধারণা (অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধা) প্রেরণা (ইন্দ্রিয় পরিচালনা) ছঃখ ইচ্ছা অহংকার প্রবৃত্ত আকৃতিবর্ণ স্বর ঘ্রেষ মঙ্গল অমঙ্গল, এই সকল পদার্থ শরীর গ্রহণেচ্ছু অনাদি আত্মার পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলের কার্য্য ॥ ৭৩—৭৪ ॥

গর্ভেব প্রথমমাসে সেই ষষ্ঠধাতু অপর ধাতু সহযোগে তরল ভাবক্রান্ত হইয়া দ্রবরূপে থাকে। দ্বিতীয়মাসে জৈবং কঠিন মাংস পিণ্ড-
কায়ে পরিণত হইয়া থাকে। তৃতীয়মাসে আকাশ হইতে লাঘব সূক্ষ্মদর্শিতা ভোগ্যশব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বলাদি, বায়ু হইতে ত্বগেন্দ্রিয় গমনাদি চেষ্টা বৃহন (চন্দ্রপদাদি অবয়বের আকৃষ্টন প্রসারণ) বাঢ়িষ এবং স্পর্শ;—
তেজঃ হইতে চক্ষুরেন্দ্রিয় পরিপাক শক্তি উষ্ণতা-
রূপ এবং লাঘব; জল হইতে রসেন্দ্রিয় রস
অঙ্গের স্নিগ্ধতা কোমলতা এবং ক্লেদ; পৃথিবী
হইতে গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় শুক্রতা এবং দৃঢ়মান
জড়দেহ সংগ্রহ করেন। অনন্তর চতুর্থমাসে
স্পন্দন হইয়া থাকে ॥ ৭৫—৭৮ ॥

গর্ভাবস্থায় যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয়, গর্ত্তিণীকে তাহা প্রদান না করিলে গর্ভ বৈরূপ্য বা মরণ ইহার অন্ততর দোষ প্রাপ্ত হইবে,
অতএব গর্ত্তিণী জীর প্রিয় আচরণ করিবে ॥ ৭৯ ॥

চতুর্থমাসে অবয়ব সকলের স্থিরতা (দৃঢ়তা)
হয়। পঞ্চমমাসে রক্তসঞ্চার হইয়া থাকে।

বঠমাসে বল বর্ন নথ এবং রেণু সমুদায় সমুৎপন্ন হইতে থাকে ॥ ৮০ ॥

সপ্তমমাসে ঐ গর্ত্ত মন চৈতন্ত্য নাড়ী এবং জায়গুক্ত হয়। অষ্টমমাসে দৃঢ়ত্ব মাংস শ্রুতি শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

অষ্টম মাসিক গর্ত্তে ওজঃ পদার্থ গর্ত্তদারিণীর এবং গর্ত্তের প্রতি বারম্বার প্রধাবিত হয় ; তজ্জন্ত অষ্টমমাসে ভ্রামর্ভ হইলে বালকের প্রয়াশই হৃত্য হয়। (কলতঃ ওজঃ স্থিতিই জীবনের প্রতি প্রধান কারণ, জনকজননীর দৃঢ়তায়

ওজঃস্থিত হইয়া থাকে, তাহার আরম্ভ সম সপ্তমমাস তজ্জন্ত সপ্তমমাসের পূর্বে জন্মে কোনমতেই জীবিত থাকিবে না ॥ ৮২ ॥

জীব নবম কিম্বা দশমমাসে স্বজন অবস্থা প্রবল প্রসব বায়ুবেগে ধুস্তমুক্তবাণের ত্রয় দ্বিহ্রদ্রাবা নিকাশিত হয় ॥ ৮৩ ॥

হৃদয়স্থিত ঈষৎক্ষণ শুদ্ধ পীতবর্ণ পদার্থ বিঃ ওজঃ নানে অভিহিত। ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ স্বতীতীর্থ।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ—

গোপাল-তাপনী।

হিন্দু পত্রিকা ১১৩ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

তানুবাচ যত্তত্ত পীঠং হৈরগ্যা অষ্টপলাশ-
মুজঃ। তদন্তরালিকেহনলাস্ত্রযুগং তদন্তরাদ্যাগি-
বিলবীজঃ কৃষ্ণায় নমঃ ইতি বীজাদ্যং স ব্রহ্মাণ-
মাধারানন্ত গায়ত্রীং যথা বয়্যালিখ্য ভূমণ্ডলং
শূলবেষ্টিতং কৃষ্ণাংস্বাস্ত্রদেবাদি রুজ্জিগ্যাদি
অশক্তীজাদি বাহুদেবাদি পাখাদি নিধাবীতং
যজ্ঞেং। সক্রাস্থ প্রতিপত্তিভিরুপচাটৈস্তেনাস্থা-
খিলং ভব্যত্যাখিলং ভবতীতি ॥ ২ ॥ (ক)

ব্যাখ্যা। যং তত্ত পরমায়নো পীঠং তং
তান সনকাদীন ব্রহ্ম উবাচ। হৈরগ্যাষ্টপলাশম-
মুজঃ পীঠং স্থাপয়িত্বা সৌবর্ণাষ্টদলং অমুজং
স্থাপয়েৎ গন্ধযুতেন চন্দ্রেন বা বিলিখেৎ
ইত্যর্থঃ। তদন্তরালিকে তত্ত কমলন্ত অন্তরাল-

(ক) পাঠক পীঠের বর্ণনা গড়াইতেই যেন অধীর
হইয়া পড়েন না। অমুজহ করিয়া যেন গোপাল-তাপনীর
শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে
আপাত নীরস পীঠ বর্ণনাও শেষ সময় হইবে সন্দেহ
নাই। পূর্বে প্রবর্ত্তিত যেন একবার পড়িয়া লয়ন।

ভবপ্রদেশ। অনলাস্ত্রযুগং ত্রিকোণদ্বয়ং লি-
খিত্যর্থঃ। তদন্তরা—তত্ত যটকেনান্ত অধঃ
মধ্যে। আদ্যাগি—অখিলবীজং—অদ্যাগি
অখিলকার্য্যন্ত বীজং কামবীজং মাণ্যনাম কর্ণ
লিখেনিতি শেষঃ। কৃষ্ণায় নম ইতি বীজের
কামবীজেন যট্র সাক্ষু যট্রকরং লিখেৎ
স ব্রহ্মণমাধার—পূর্ব্ববিধিতং কর্ণিকাং দনঃ
বীজং স ব্রহ্মাণং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রোপেতং আ-
ইত্যর্থঃ। মন্ত্র তদ্রষ্টোরভেদাৎ মন্ত্রো ব্রহ্মা। য
কোণন্ত পূর্ব্ব নৈর্ধাত্য বায়ব্যকোণেবু ত্রিবি
বীজং লিখেৎ। আশ্বেয় পশ্চিমেশান কোণে
হ্রামিতি বীজং লিখেৎ। অনন্ত গায়ত্রীং আ-
দলন্ত সর্ব্বজনসম্মোহন কেশরেষু অনন্ত
কাম গায়ত্রীং যথাবৎ লিখেৎ। কা
সর্ব্বজন প্রিয়ায়।

সর্ব্বজনসম্মোহনায় জল জল প্রজ্জল
সর্ব্বজনন্ত হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু
ইত্যাষ্টা চত্বারিংশদক্ষরং মালামন্ত্রং প্রতিদ

ষট্ অক্ষয়ঃ ক্রমেণ লিখ্যেৎ । অষ্টাদশোপরি
বৃত্তঃ কৃষা মাতৃকাক্ষত্রেবৈষ্টয়েদিত্যপি বোধ্যং ।
কুমণ্ডলঃ শূলবেষ্টিতঃ কৃষা ভৃগুহঃ চতুরঙ্গঃ
জাদষ্টবজ্রঃ । যদা পুনঃ পূজার্থঃ যজ্ঞঃ কুরতে
তদাত্ম পূৰ্ণং মণ্ডুকাদি পৃথিব্যন্তঃ পূজয়েৎ কর্ণি-
কোপরি । অগ্নাদি পীঠপাদেষু ধৰ্ম্মাদীন্যচতুরো
যজ্ঞেৎ । চতুৰ্ভু পীঠগাত্রেষু ধৰ্ম্মাদীন্যচতুরো
যজ্ঞেৎ । কর্ণিকায়ঃ ততোহনন্তঃ পদ্মাস্তক
ততো যজ্ঞেৎ । তারবর্ণ প্রভিরানি মণ্ডলানি
ক্রমান্ততঃ । স্বত্তং রজত্তম ইতি যজ্ঞেতাঙ্গ-চতু-
ষ্টয়ং । আত্মাস্তবাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মেতি
ক্রমাৎ স্বধীঃ । বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানক্রিয়া—
যোগেতি পঞ্চমী । প্রহ্বী সত্য তথেশানামু-
গ্ৰহা নবমী স্বত্যা প্রাগাদ্যষ্টয় পত্রেষু কর্ণিকায়ঃ
যজ্ঞমুনে । ঐ নম বিষণ্ণবে সর্কভূতায়নে বাহু
দেবান সর্কায় সংযোগে যোগপদ্মপীঠায়নে নমঃ
ইতি পীঠমন্ত্র ময়মন্তোপরিভ্রাত্ত ততঃ পীঠং সম-
ভার্তা দেবমাবহু নারদ । অর্থাদি ধূপদীপাদি
হুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ।

অথাবরণপূজাং কুৰ্য্যাৎ । অঙ্গ ইতি প্রথম-
বরণমাহ । ষট্ কোণস্তাগ্নেয় নৈঋত্যাব্যবো-
শানেবৃ জদয় শিরঃ শিখা কবচানি অগ্রভাগে
নেত্রং পূর্বাদি দিক্ চ অঙ্গং ইত্যঙ্গানি পূজয়েৎ ।
বাহুদেবেতি দ্বিতীয়াবরণমাহ । পূৰ্ণপশ্চিম-
ঘাটোত্তরদলেষু যথাক্রমং বাহুদেব সঙ্কর্ষণ প্রজ্জ-
মানিককান্ পূজয়েৎ । আগ্নেয় নৈঋত্য বায়-
ব্যাশানেষু যথাক্রমং শান্তি ত্রীসরস্বতী রতীঃ
পূজয়েৎ ।

ত্রীয়াবরণমাহ । রুক্মিণ্যাশিস্করণঃ কৃষ্ণ-
দলেষু রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী
নামজিতী মিত্রবিন্দা কালিন্দী চ তথা
লক্ষ্মণী চ সুশীলা চ পূজ্যা হেমামিত-
ইত্যর্থঃ । বাহুদেবাদ্যাবরণমেব চতুর্থং
পূৰ্ণভাগে বাহুদেবার পীঠবর্ণায় ।

আগ্নেয়কোণে দেবীক্য ত্রামলাইয় দক্ষিণভাগে
নারদ কর্ণরগোরায় নৈঋত্যকোণে যশোধারী
কুম্ভমগৌর্ভ্যে । পশ্চিমে বলদেবার শঙ্খকুলেন্দু-
ধবলার । বায়ব্যে কলাপত্নামলাইয় স্তভজাইয় ।
উত্তরকোণে গোপেভ্যঃ । ঈশানকোণে
গোপীভ্যঃ । পঞ্চমনতু পাখাদ্যাবরণং । অর্জুন
নিশঠোদ্ধব দারুকবিশ্বক্সেন সাত্যকি গন্ধুড়
নারদ পরীতান্ পূজয়েৎ । ষষ্ঠং মিথ্যাবরণং
পূর্বদিশি ইন্দ্রনিধয়ে, আগ্নেয়দিশি নীলনিধায় ।
বায়ব্যে কুনায় নমঃ । নৈঋত্যকোণে মকরার
পশ্চিমে আনন্দায় । বায়ব্যে কঙ্কপায় । উত্তরে
শঙ্খনিধায় । ঈশানকোণে পদ্মনিধায় । সপ্তম-
মিজ্জাদ্যাবরণং । ইন্দ্রায় পীতবর্ণায় পূর্বদলে ।
এবমগ্নাদিষু অগ্নয়ে বজ্রবর্ণায় । যমায় নীলোৎ-
পলবর্ণায় । রক্ষোদ্বিপত্যে কৃষ্ণবর্ণায় । বায়বে
ধূম্রবর্ণায় । বরুণায় শুক্রবর্ণায় । কুবেরায় নীল-
বর্ণায় । ঈশানায় স্বেতবর্ণায় । পূর্বেশানয়ো-
র্মধ্যে ব্রহ্মণে গোরচনারবর্ণায় । নৈঋত্য পশ্চি-
ময়োর্মধ্যে শেষনাগায় স্বেতবর্ণায় । পূর্বদলে
বজ্রায় পীতবর্ণায় । শক্রায় শুক্রবর্ণায় । দণ্ডায়
নীলবর্ণায় । শাখায় স্বেতবর্ণায় । পাশায় বিজ্ঞা-
বর্ণায় । স্বজাত্যে রক্তাত্যে । গদাত্যে লীলাট্যে ।
ত্রিশূলায় শুক্রবর্ণায় ইত্যষ্টমাবরণং ।

আবীতমিতি । এতৈঃ আবরণৈঃ আবীতং
পরমেশ্বরং পূজয়েৎ ।

সন্ধ্যাস্তু—ত্রিকালসন্ধ্যাস্তু ধ্যানৈঃ উপচারৈঃ
ষোড়শোপচারানি মহারাজোপচারৈঃ পূজয়েৎ ।

তেন আরাধনেন অত্মাধিকত্ব অধিলং
পুরুষার্থচতুষ্টয়ং ভবতি ।

বঙ্গার্থ । ব্রহ্মা সনৎকুমারাদি মুনিগণকে
বলিলেন—পীঠস্থাপন করিয়া তত্ক্ষণে স্বর্ণ-
নির্মিত অষ্টদলপদ্ম স্থাপন করিবে অথবা (চন্দ্র-
নাদি গন্ধদ্রব্যাদ্বারা পীঠে অষ্টদলপদ্ম নির্মিত)
তদনন্তর উক্ত পদ্মের মধ্যস্থলে দুই ত্রিকোণ

স্থিতি হইবে, পরে সেই ষট্‌কোণের মধ্যভাগে কামবীজ এবং কামবীজ সহিত কৃষ্ণায়ঃ নমঃ এই ছয় অক্ষর ষট্‌কোণের সন্ধিতে লিখিতে হইবে। তৎপর উক্ত কামবীজ ক্রীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহ এই অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রদ্বারা বেঠন করিতে হইবে। তাহার পর ষট্‌কোণের পূর্বনৈঋত বায়ুক্ষেপে ত্রীং বীজ, আশ্বেয় পশ্চিম ঈশানক্ষেপে হ্রীং বীজ লিখিতে হইবে। তৎপরে সর্বজন সম্বোধক অষ্টকেশরে ছয়টি ছয়টি অক্ষরে অষ্টচত্বারিংশ-দক্ষরী কামগায়ত্রী (কামদেবায় সর্বজনপ্রিয়ায় সর্বজনসম্বোধনায় জল জল প্রজল প্রজল সর্বজনস্ত হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহ) লিখিতে হইবে। পরে অষ্টদলপদ্মের উপরিভাগে বসন্ত-কৃতি মাতৃস্বর্ণ বেষ্টিত করিবে। তৎপরে ভূমণ্ডলকে শূলবেষ্টিত অর্থাৎ ভূগৃহঃ চতুরস্র করিয়া অষ্টবজ্রযুক্ত করিতে হইবে। এই যন্ত্র ধারণ করিতে হয়। যখন পূজার লিখিত যন্ত্র করিবে তখন পূর্বলিখিতাঙ্গসারে নির্মাণ করিয়া কর্ণিকোপরি মণ্ডলাদি পৃথিবাস্তকে পূজা করিকে। পরে অগ্ন্যাগ্নি পীঠাদি ধর্মাদি চতুষ্টিয়কে পূজা করিবে। তৎপরে কর্ণিকাতে অনন্ত এবং পদ্মের অস্ত্রে প্রণব ও বর্ণমূহকে যথাক্রমে পূজা করিবে। তদনন্তর সব রজস্তম এই তিন গুণ এবং আত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই চতুষ্টিয়কে পূজা করিবে। তৎপরে পদ্মের অষ্টাদল ও কর্ণিকার বিমলা উৎকর্ষিত জ্ঞান-ক্রিয় যোগা, প্রেমী সত্য ঈশানা ও অম্লগ্রহা এই শক্তির পূজা করিবে। তৎপরে (শ্রী) নমো বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাঙ্গ সংযোগ পদ্মপীঠাত্মনে নমঃ) এই পীঠমন্ত্র পদ্মের উপরি বিভাসপূর্বক পীঠকে অর্চনা করিয়া দেবকে আহ্বান পুরঃসর পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে। অক্সর আবারণ পূজা করিবে।

প্রথম অঙ্গ আবারণ। ষট্‌কোণের আশ্বেয় নৈঋত বায়ু ও ঈশানাগ্নি কোণচতুষ্টিয় হৃদয় শিরঃশিখা কবচ এই চতুষ্টিয়কে এবং অগ্রভাগে নৈঋ ও পূর্বাগ্নি দিক্‌চতুষ্টিয় অস্ত্রকে পূজা করিবে। দ্বিতীয় আবারণ যথা—পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর দলে যথাক্রমে বাসুদেব সর্ব প্রচ্যায় ও অনিরুদ্ধকে পূজা করিবে। তৎপরে অগ্ন্যাগ্নি কোণচতুষ্টিয় যথাক্রমে শাস্তি, শ্রীষ্য স্বতী রতিকে পূজা করিবে।

তৃতীয় আবারণ। পদ্মের অষ্টদলে পূর্বাগ্নি ক্রমে কৃষ্ণশক্তিস্বরূপা ককিণী, সভ্যাত্মা, ষাণ্ড বতী, লাগ্নজিত মিত্রবিন্দা কালিন্দী লক্ষণ এবং স্মৃশীলাকে পূজা করিবে। চতুর্থ আবারণ যথা পূর্বদিকে পীতবর্ণ বাসুদেব, অগ্নিকোণে শ্রামলবর্ণা দেবকী, দক্ষিণে কপূর গোবর্ধন নন্দ নৈঋতক্ষেপে কুঙ্কম গোবর্ধন যশোদা, পশ্চিমে শাঙ্কমু কুন্দধবল বলদেব, বায়ুক্ষেপে কলাপক শ্রামলা সুভদ্রা, উত্তরে গোপগণ এবং ঈশান কোণে গোপীগণকে যথাক্রমে পূজা করিবে। পঞ্চম আবারণ অর্জুন, নিশট, উদ্ধব, দারু, বিশ্বজেন, সাত্যকি, গরুড়, নারদ এবং পরকর্তব্য পূজা করিবে। ষষ্ঠ আবারণ। পূর্বে ইন্দ্রনিধি। অগ্নিকোণে নীলনিধি, দক্ষিণে কুন্দ, নৈঋত কোণে মকর, পশ্চিমে আনন্দ, বায়ুক্ষেপে কঙ্কণ উত্তরে শঙ্কনিধি, ঈশানক্ষেপে পদ্মনিধি সপ্তম আবারণ। পূর্বদলে পীতবর্ণ ইন্দ্র, অগ্নি কোণে রক্তবর্ণ অগ্নি, দক্ষিণে নীলোৎপল বর্ষ যম, নৈঋতক্ষেপে কৃষ্ণবর্ণ রক্ষোদ্বিপতি, পশ্চিমে গুরুবর্ণ বরুণ, বায়ুক্ষেপে ধূস্রবর্ণ বায়ু, উত্তরে নীলবর্ণ কুবের, ঈশানক্ষেপে শ্বেতবর্ণ ঈশান।

অষ্টম আবারণ—পূর্ব ও ঈশান এই দুইয়ের মধ্যে গোয়োচনা বর্ণ ব্রহ্মা, নৈঋত ও পশ্চিমের মধ্যে গুরুবর্ণ শেব নাগ। পূর্বাগ্নিদলে পীতবর্ণ বজ্র, গুরুবর্ণা শক্তি, নীলবর্ণ দণ্ড, শ্বেতবর্ণ শঙ্খ,

স্বাংবর্ণ পাশ, রক্তবর্ণ ধ্বজা, নীলবর্ণ গদা এবং
কুবর্ণ ত্রিশূলকে পূজা করিবেন। এই সকল
বসনদ্বারা পরিবেষ্টিত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে
সকল্য ধানপূর্বক ষোড়শোপচারাদ্বারা পূজা
বিবে। এইরূপ পূজাদ্বারা উপাসকের ধর্ম
কাম মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুর্থ লাভ হয়।
(পীঠেব চিত্র পরে দেওয়া হইল।)

তদ্বিহ শ্লোকা তবস্তি। একোবশী সর্বগঃ
কুইড্য একোহপি সন্ববহদা যো বিভাতি। তং
ঈদং যেহুতজন্তি ধীরাস্তেবাং স্তুথং শাশ্বতং
বত্তরেষাম্ ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা। একঃ—স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত-
ভেদবহিতঃ। বশী—বশে সর্বমাত্মা স্তুতি বশী।
সর্বগঃ—সর্বত্র দেশতঃ কালতঃ বস্তুতঃচপরি-
ক্ৰমঃ। ইডাঃ—স্বত্যাঃ। বহদা বিভাতি—জগৎ-
পানায় বিবিধং প্রকাশতে। পীঠস্থং অহু পীঠস্থং
শ্রীকৃষ্ণা। শাশ্বতং—নিত্যানন্দাশ্রয়ং স্তুথং।

বঙ্গার্থ। শ্রীকৃষ্ণ এক অর্থাৎ স্বজাতীয়
স্বগতভেদবহিত, সকলেই ইহার বশীভূত,
নি সর্বগ অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তুদ্বারা
পরিচ্ছিন্ন। ইতি স্তুতি ইনি এক হইয়াও
পাংপালনের জন্য বিবিধরূপ ধারণ করিয়া
কেন, যে ধীর ব্যক্তির পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া
তাহার ভজনা করে, তাহার নিত্যানন্দাশ্রয়
প্রভোগ করে, অস্ত্রে সে স্তুতভোগ করিতে
পে না।

নিত্যো নিত্যানাং চেতোশ্চেত মানামেকো
হনাং যো বিদধ্যতিকামান্। তং পীঠগং
হুতজন্তি ধীরা স্তেবাং মুক্তিঃ শাশ্বতী
সত্তরেষাম্ ॥ ২২ ॥

যিনি নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতন বস্তুর
ধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়া অনেকের কামনা
ধান করেন, তাহাকে পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া
ধীর ব্যক্তির ভজনা করেন, তাহার নিত্য-

নন্দাশ্রয় সিদ্ধিলাভ করেন, অপনে তাহা লাভ
করিতে পারে না।

এতদ্বিধোঃ পরমং পদং যে নিত্যযুক্তাঃ
সংযজন্তি ন কামান্। তেষামসৌ গোপনরূপঃ
প্রবহ্যং প্রকাশয়েৎ আশ্রয়পদং তদৈব ॥ ২৩ ॥

যে সমুদায় ব্যক্তির সর্বদা প্রযত্নসহকারে
বিষ্ণুর এই পরমপদ আরাধনা করেন, এবং
বিষয় বাসনার আরাধনা করেন না, তাহাদের
প্রযত্নহেতু কৃষ্ণ গোপবেশে তাহাদের নিকট
আশ্রয়পদ অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন।

যো ব্রহ্মাণং বিদধ্যতি পূর্বঃ যো বিদ্যাত্তন্ত্রে
গোপায়িতস্য কৃষ্ণঃ। তং হ দেবমাস্ববুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্শৈবৈশ্বর্যমহু ভজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা। বিদ্যাঃ—বেদান্। গোপায়তি—
রক্ষতি উপদিশতি বা। দেবম্—দেয়তনাস্বকং।
আস্ববুদ্ধিপ্রকাশং—স্বপ্রকাশং।

বঙ্গার্থ। যিনি সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি
করেন এবং তাহার জন্য বেদ রক্ষা করেন বা
তাহাকে বেদের উপদেশ দেন, সেই স্বপ্রকাশ
জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণকে মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয়
করিকে।

ওঙ্কারেণাত্মরিতং যে জপন্তি গোবিন্দম্
পঞ্চপদমহুম্। তেষামসৌ দর্শয়েদাস্বরূপং তন্মাতং
মুমুক্শ্যাসেন্নিত্য শান্তিযা ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ। যাহারা ওঙ্কার দ্বারা অন্তরিত
গোবিন্দের পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করেন, গোবিন্দ
তাহাদিগকে আপনার রূপ দর্শন করান, এই
জন্ত মুমুক্শু পুরুষ নিত্য শান্তির জন্য গোবিন্দ
মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিবে। (কৃষ্ণ গোবিন্দ
গোপীজনবরভায় স্বাহা।

এতদ্ব্যজ্ঞে পঞ্চপদাদহুবন্ গোবিন্দম্ মনবাঃ
মানবানাং দশাধার্য্যাত্তেপি সংকল্পনাদ্যৈর্যজ্ঞৈঃ
স্ত্রেভ্যে ভূতিকামৈর্মধ্যধাৎ ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। দশাধার্য্যঃ—দশাক্ষরঃ। সংকল্প-

নাট্যে:—ইজাদ্যে: । ভূকামে:—ঐশ্বৰ্য্য-
কামে: ।

বঙ্গার্থ। এই পঞ্চগবী মন্ত্র ভিন্ন দশাক্ষর
প্রভৃতি গোপালমন্ত্র সনকাদি ঋষি হইতে স্মরণ
হইয়াছিল। ঐশ্বৰ্য্যকাম ইজাদি দেবতারা উহা
অভ্যাস করিয়া থাকেন।

বেদেত্তম্বরূপার্থে বাচা বেদমন্ত্ৰি তে পপ্রচ্ছুঃ
তত্ত্বহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মেধ্যায়তঃ স্ততঃ
পরাক্ষিতে সোহবধ্যাত গোপবেশো মে পুরুষঃ
পরস্তাদাবিবভূব ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা। যৎ—যস্তাৎ। এতস্ত—শ্রীকৃষ্ণস্ত।
স্বরূপার্থে—স্বরূপ ভূতমর্থঃ। বাচা বেদমন্ত্ৰি—
বাচা প্রকাশয়ন্তি। তে পপ্রচ্ছুঃ—তে মনয়ঃ
মন্ত্র স্বরূপং পপ্রচ্ছুঃ। ব্রহ্মসবনং—ব্রহ্মণঃ সময়ং
প্রথমপরার্ধং বর্তমানস্ত মে ধাতঃ স্ততঃ
পরাক্ষিতে স গোপবেশঃ অবধ্যাত যোগনিদ্রাতঃ
উথিত। তথা মে পুস্তাৎ আবির্ভবু পুরুষঃ।

বঙ্গার্থ। যে কারণে এই মন্ত্র সকল
শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ আমার স্বরূপ বাক্যদ্বারা বোধ
করায় সেই কারণে জিজ্ঞাসা কবিলে ব্রহ্ম কহিলেন
ব্রহ্মার অর্থাৎ আমার পূর্বপরার্ধকাল আমা-
কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ধ্যাত ও স্ততঃ হরেন, পরে ব্রাহ্মী
নিশার অবসানে সেই গোপবেশ পুরুষ আমার
অগ্রে তজপরূপেই আবির্ভূত হইলেন।

ততঃ প্রণতো ময়া হুঙ্কুলেন হৃদা মহামষ্টা-
দশাং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দধা পুনঃ সিস্ককতো মে
প্রাহুরভূত। তেষকরেষু ভবিষ্যজ্জগৎপং প্রকা-
শয়ন তদিহ ককারাং আপো লকারাং পৃথিবী
জ্যোতিষি বিনোদিন্মৃতং সম্পাতাং তদর্ক
ইতি ব্রাহ্মারাদম্বজম্। ককারাদাকাশঃ ঋষায়ু-
বিতাত্তরায়ঃ সুরভিঃ বিন্যাঃ প্রাহুরকার্ভঃ তদ-
ভূতায়ঃ শ্রী পুংসামিবেদঃ সকলমিদং সকল-
মিতি ॥ ২৮ ॥

অনন্তর ঋষি পুংসামিবেদে ককারোকে

প্রণাম করিলে তিনি সৃষ্টির জন্ত আমা-
তাহার স্বরূপ অষ্টাদশ অক্ষর প্রদান করিয়া আ-
র্হিত হইলেন (অষ্টাদশ অক্ষর ক্রীং কৃষ্ণা
গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) তৎপ
আমি সৃষ্টির জন্ত ইচ্ছুক হইলে তিনি অষ্টাদশ
ক্ষরে ভবিষ্যৎ জগৎ প্রকাশ করিবার নিমি-
প্রাহুভূত হইলেন। সেই অষ্টাদশ অক্ষর
ভবিষ্যৎ জগৎ মনোগোচর করিয়া (প্রকাশ
মনোগোচরং কুর্কন) সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হই-
ককার হইতে জল, লকার হইতে পৃথিবী, ঙ্কার
হইতে অগ্নি, অমৃষার হইতে চন্দ্র অর্থাৎ ইহায়ে
সম্পাৎ রূপ ক্রীং বীজ হইতে জল, অগ্নি ও চন্দ্র
সৃষ্টি হইল। তদনন্তর কৃষ্ণায় এই পদ হই-
আকাশ, আকাশ হইতে গোবিন্দায় পদয়া
বায়ু সৃষ্টি করিলাম। তৎপর তাহার পরে
গোপীজনবল্লভায় হইতে স্রুতি অর্থাৎ কামদে
এবং চতুর্দশবিদ্যার সৃষ্টি করিলাম। তৎপ
তাহার পরের পদ স্বাহা হইতে জ্বী, পুরুষ, ক্রী
এবং স্বাবর জঙ্গম সমুদায় প্রকাশ করিলাম।

এতস্তেব যজ্ঞেন চন্দ্রধ্বজোগোতমোহন্যতঃ
বেদ ইত্যোকারান্তরাগিকং মহুমাবর্তয়েৎ গ
রহিতেহভ্যানয়ৎ।

ব্যাখ্যা। চন্দ্রধ্বজঃ—মহাদেবঃ। ওকারান্তঃ
লিকং—প্রবৎসংপুটিং। মহুং—অষ্টাদশাক্ষর
অভ্যানয়ৎ—আবর্তয়েৎ।

বঙ্গার্থ। এই অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্র যজ্ঞরূপে
চন্দ্রধ্বজ মহাদেব গত মোহ হইয়া আত্মা
অবগত হইয়াছিলেন। অতএব মানবগণ প্রণ
পুটিত করিয়া নিষ্কামচিত্তে এই অষ্টাদশ অক্ষর
জপ করিবে ॥

তদ্বিক্রেতঃ পরমং পদং সৃদা পত্ততি যয়
দিবীচকুরাততঃ তন্মাদেকং নিত্যমভ্যাসেরজ
ভ্যালোদিত ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা। তৎপ্রসিদ্ধং বিক্রেতঃ পরং পদা

রূপং দিবি ইতি । দ্যোতনাম্মকে স্বরূপে—
রয়—জানিনঃ সদা পশুন্তি । কীদৃশং পদং
ক্ষু ইব—চেষ্টেতি চক্ষুঃ প্রকাশনম্বেত্যাৰ্থঃ, পুনঃ
দীদৃশং আততং ব্যাপকং । তস্মাৎ এনম্ মন্ত্রং
নতামভ্যাসেৎ ।

বঙ্গার্থ। জানীগণ বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ পদ
দ্যোতনাম্মকে স্বরূপেই দৃষ্টি করিয়া থাকেন ।
ঐ পদ চক্ষুর দ্বারা প্রকাশক এবং আতত অর্থাৎ
ব্যাপক । অতএব এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র নিত্য
রূপ করিবে ।

পূর্বোক্ত শ্লোকের অঙ্করূপ ব্যাখ্যাও করা
হইয়া থাকে । দিবি আকাশে বিততং বিকৃতং
চক্ষুঃ স্বর্ঘ্যামিব, অর্থাৎ জানীগণ বিষ্ণুর পরম-
পদকে গগনে বিস্তৃত চক্ষুর দ্বারা অর্থাৎ স্বর্ঘ্যসদৃশ
অবলোকন করেন ।

তদাহরেকে যশু প্রথমপদাভূমি দ্বিতীয়পদা-
জ্ঞলং তৃতীয়পদাত্তেজঃ চতুর্থপদাদ্বায়ুশ্চরমপদা-
দ্যোম ইতি । বৈষ্ণবং পঞ্চব্যাক্তিময়ং মন্ত্রং
কৃষ্ণাবভাসং কৈবল্যস্বতৈ্য সততমাবর্তয়ে-
দিতি ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ। উক্ত মন্ত্রের প্রথমপাদ হইতে ভূমি,
দ্বিতীয়পাদ হইতে জল, তৃতীয়পাদ হইতে তেজ,
চতুর্থপাদ হইতে বায়ু এবং শেষ পাদ হইতে
ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছে । অতএব মূর্তিমার্গ
প্রাপ্তির জন্ত (কৈবল্যস্বতৈ্য মোক্ষস্বতৈ্য
মার্গায়) কৃষ্ণপ্রকাশক এই বৈষ্ণব পঞ্চব্যাক্তি-
ময় মন্ত্র রূপ করিবে ।

তদঙ্গগাথাঃ—

পূর্বপদাভূমি দ্বিতীয়াং সলিলোদ্ভবঃ ।

তৃতীয়াং উজ্জ্বলং চক্ষুর্ভূতং পঞ্চাবহনঃ ॥ ৩২ ॥

পঞ্চাবহনং পশুন্তি যথৈবকং সমভ্যাসেৎ ।

চক্ষুঃপ্রকাশকোঃ পরমঃ পদমব্যয়ং ॥ ৩৩ ॥

যথার প্রথম হইতে ভূমি, দ্বিতীয় পাদ
হইতে জল, তৃতীয়পাদ হইতে তেজ, চতুর্থপাদ

হইতে বায়ু, পঞ্চমপাদ হইতে অম্বর, তাহাকে
রূপ করিবে । চক্ষুঃপ্রকাশক মহাদেব এই মন্ত্র রূপ
করিয়া বিষ্ণুর পরম অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন ॥ ৩২—৩৩ ॥

ততো বিমলং বিশোকমশেষলোভাদি
নিরন্তসঙ্গম্ । যত্নং পদং পঞ্চাভূতদেব স বাহু-
দেবো ন যতোহস্তদন্তি ॥ ৩৪ ॥

ততঃ কারণাং বিমুক্তাদিগুণপেতং তৎ
প্রসিদ্ধং যৎ পদং তৎ পঞ্চপদং । তদেব বাহু-
দেবঃ । যতঃ বাহুদেবাৎ অস্তং কিঞ্চিৎ নান্তি ।

বিমুক্ত, বিমল, বিশোক এবং অশেষ-
লোভাদি সঙ্গবিরহিত যে পদ তাহাই পঞ্চপদ ।
উহাই বাহুদেবের স্বরূপ, যে বাহুদেব ভিন্ন আর
কিছুই নাই ।

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চ-
পদং বৃন্দাবনমুরভুকৃতলালীনং সততং সঙ্গ-
দগণোহহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥ ৩৫ ॥

বৃন্দাবনস্থ কল্পতরুশূলে আসীন স্বদ্যোতী
বিজ্ঞতীয় ও স্বগত (একং) ভেদরহিত পঞ্চপদা-
খ্যক সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে আমি মরুদগণের সহিত
পরম স্তুতির দ্বারা স্তুতি করিয়া থাকি ।

টীকা—বৃন্দাবনাধিপতির আধ্যাত্মিকব্যাখ্যা
পরে দেওয়া হইবে ।

ও নমঃ বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে ।

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥

নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিয়ে ।

কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমাসিনে ।

নমঃ কমলনাতার কপলাপত্যয়ে নমঃ ॥ ৩৮ ॥

বর্হীপাড়াভিরামায় রামায় কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৩৯ ॥

রম্যানন্দং হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪০ ॥

কংসবংশবিনাশায় কেশিন্দ্রায় নমঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মভঙ্গবন্দ্যায় পার্শ্বনারায়ণায় নমঃ ॥ ৪২ ॥

বেণুবানরীণায় গোপীনাথায় নমঃ ॥ ৪৩ ॥

কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥ ৪১ ॥

বল্লবীবদনাস্তোজে মালিনে নৃত্যশালিনে ।

নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ ।

পুতনা জীবিতাস্থায় তৃণবর্ত্তন হারিণে ॥ ৪৩ ॥

নিফলায় বিমোহন শুদ্ধায় শুদ্ধবৈরিণে ।

অবিভীষায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রসীদপরমানন্দ প্রসীদপরমেশ্বর ।

আবিব্যাধি ভূজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধরপ্রভো ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রক্তগীকান্ত গোপীজনমনোহর ।

সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগৎ গুরো ॥ ৪৬ ॥

কেশব কেশহরণ নারায়ণ জনার্দন ।

গোবিন্দপরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ৪৭ ॥

তুমিই বিশ্বরূপ, তুমিই বিশ্বের স্থিতি ও
অস্তের কারণ তুমিই বিশ্বেশ্বর, তুমিই বিশ্ব,
তুমি গোবিন্দ অর্থাৎ তুমি জ্ঞানগম্য, তোমাকে
নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

টীকা—গবাক্সানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দ
ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থায় বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, এবং
কারণ অবস্থায় এক। তিনিই মায়া আশ্রয়
করিয়া সৃষ্টিহিত প্রলয় করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি
প্রলয় করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি বিশ্বও
বটে, বিশ্বেশ্বরও বটে। অন্তেদাস্বকজান হইলে
এই সত্যের উপলব্ধি হয়।

তুমি বিজ্ঞান ও আনন্দময়, তুমি কৃষ্ণ, তুমি
গোপীনাথ, তুমি গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার
করি ॥ ৩৭ ॥

টীকা—ভক্তের পাপ ও কেশকর্ষণ করেন
বলিয়া, তাহাকে কৃষ্ণ বলে। পূর্বের ৩য় শ্লোক
দেখ, (২য় পৃষ্ঠা হিন্দু-পত্রিকা ১০৯ পৃষ্ঠা) গোপী
শব্দে প্রকৃতি, মায়া, মায়া ব্রহ্মের অধীনে থাকি-
য়াই জগতের উপাদান কারণ হইয়াছে। (১৬৯
পৃষ্ঠা দেখ) গোবিন্দ জ্ঞানগম্য।

তুমি জগদমুখ, তুমি কমলদাসী, তুমি

কমলমতি, তুমি কমলার পতি, তোমাকে
নমস্কার করি ॥ ৩৮ ॥

টীকা—কমলশব্দে পদ্ম বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিক
মায়াকে পদ্ম বলে, ভগবানের চারি হস্ত শঙ্খ,
চক্র, গদা, পদ্ম। পদ্ম স্বত্ব, গদা প্রাণতত্ত্ব,
শঙ্খ জলতত্ত্ব, চক্র তেজতত্ত্ব। উত্তরবিভাগ
গোপাল-তাপনী বাঁহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে,
তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে মনকে চক্র বলা হই-
য়াছে। আদ্যামায়া গদা এবং পদ্ম বিশ্ব এবং
শঙ্খ পঞ্চভূতাত্ম্য। ফলকথা, এ সমুদায়ের একই
আধটু স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইলেও, ইহারা যে
রূপক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিভিন্ন
ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য পরে করিব।

এস্থলে পদ্ম শব্দে সত্ত্বগুণাত্মিকা এই অর্থ
করিব। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিকা মায়া নির্মল।
স্বত্বগুণবিশিষ্ট মায়াতে ভগবানের জ্যোতি
প্রতিভাত হইবার বাধা হয় না। প্রকৃতি রহ-
তমগুণবিশিষ্ট হইলেই বাধা জন্মে। কমলনেত্র
শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে পদ্মের ছায়া
তোমার নেত্র নির্মল, উহার গুঢ় অর্থ করিলে
এই হইবে যে সাধারণতঃ যেমন নেত্র ভিন্ন
লোকে দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ মায়া
আশ্রয় ভিন্ন এই জগৎ প্রাপক হয় না বা এত
এই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু সেই
মায়া সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হওয়ার উহা কমলবৎ
নির্মল।

নমঃ কমলমালিনে—মালা শব্দে আদ্য
মায়া বুঝায় (কণ্ঠস্থ নিগুণং প্রোক্তং মালায়ৈ
আদ্যায়ৈজরা। মালা নিগদ্যাতে তদ্বৎ
পুস্তকং মানসৈঃ) কণ্ঠকে দৃষ্টিগোচর, বিনি-
তাহাকে প্রাপকরূপ আভরণবরাং গুহিত করিয়া-
ছেন, এজন্য তোমার মানসে পদকাদি আদ্য
মায়াকে মালারূপে বুঝা থাকিলে। সুতরাং
কমলমালী শব্দের এই অর্থ স্বত্বগুণবিশিষ্ট

মায়া বাহার মালাধরুণা হইয়াছে। মায়া না থাকিলে তিনি নিগুণ ব্রহ্ম। লোকে বেরুণ মালা ধারণ করিলে দেখিতে রমণীয় হয়, তদ্রূপ মায়া আশ্রয় করাতেই, তিনি স্বগুণ হইয়া জন-গণের মনরঞ্জন করিয়া থাকেন। মায়া আশ্রয় না করিলে তাহাকে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিত না।

কমলাভি—যাহার নাভিতে কমল অর্থাৎ এই মায়ায়ক বিখ্যাপক। যাহারা যটুচক্রাদির ধৃতব অবগত আছেন তাহারা বুঝিবেন নাভি-পাশ্রে স্ফটি, সংহার পালনের শক্তি আছে।

কমলাপতয়ে নমঃ—কমলা শব্দে মায়া রুই বলা হইয়াছে, স্তবরাং কমলাপতি ও পীনাথ একই কথা ॥ ৩৯ ॥

ময়ূর পুচ্ছ (বর্হাপীড়) দ্বারা বিভূষিত হইয়া তুমি মনোরম হইয়াছে, তুমি অকুঠমেধা, মরমারূপ মানস হংসপী গোবিন্দ, তোমাকে স্তব করি। ভগবানের মন্তক কিরীট ময়ূর চুড়া দ্বি স্ফোভিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। হার তাৎপর্য এই যে কিরীটধারী রাজাধি-রাজা যেমন জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিও ত্রুপ কুটস্থ শ্রেষ্ঠ। (কুটস্থ সংস্করণ কিরীটং বদন্তি মাং—গোপাল-তাপনী উত্তরভাগ ৭৩ শ্লোক)।

হংস বেরুণ মানসসরোবরে রমণ করে, নি তদ্রূপ মূলা প্রকৃতিতে (রমা) রমণ করেন ॥ ৩৯ ॥

তুমি কংস, কেশি, চান্দ্র প্রভৃতি অসুর-গণকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি বৃষভধ্বজ মহা-বীর পুত্র, তুমি পার্থের সারথি, তোমাকে স্তব করি।

কংস আদি—আত্মতত্ত্ববিরোধী মহামোহ বাধা হইতে কংস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যি বাসনাই আত্মজ্ঞানের বিরোধী। কংস

এবং তাহার সহচরগণ এই বিষয়বাসনার মুক্তি-সমূহ মাত্র। সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, কংস আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চিত করিয়া রাজস্বভোগ করিয়াছিলেন (কাময়তি পিতাদি বন্ধুবর্গান অভিত্য পাপাত্মকং রাজ্যবিষয়াদি-ভোগং যঃ)। ইহার অমুণ্ডে বর্ণাদির সবিশেষ অর্থ (কৃষ্ণচরিত্র, রাসলীলা, ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন ঐ প্রবন্ধ এই সংখ্যায় কিম্বা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে) স্তবরাং তুমি কংসাদি ধ্বংস করিয়াছিলে বলিলে বুঝায় যে তুমি আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা বিষয়বাসনাদি নাশ করিয়াছিলে।

পার্শ্বজীবায়া। রথ দেহ। কৃষ্ণ পর-মাত্মা যুদ্ধাদি তাবৎ কার্যই পার্থই করেন, কৃষ্ণের সহায় কেবল রথ চলে, তিনি কিছুই করেন না। এই শরীরে জীবায়াই কার্য করে, পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপ (বাহুপর্ণা সমুদ্রা সযায়া সমানং বৃক্ষং ইত্যাদি স্মরণ করুন।) স্তবরাং তুমি পার্থের সারথী বলিলে বুঝায় যে তুমি এই দেহে সাক্ষীস্বরূপ রহিয়াছ, তুমি নিজে নিষ্ক্রিয় ॥ ৪০ ॥

তুমি বেণু অর্থাৎ বংশীবাদনে তৎপর, তুমি অবাস্তব নাশকারী, গোপাল, তুমি কালিন্দী জলপানার্থই সতৃষ্ণ, তোমার বর্ষে চঞ্চল কুণ্ডল দোলায়মান। তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪১ ॥

বেণুবাদন। অর্থাৎ ওজার ধ্বনি। ভগবান প্রণবরূপী। প্রণবধ্বনিদ্বারা সাধকের মন আকৃষ্ট হয় এইজন্য গোবিন্দেও শ্রীকৃষ্ণে বংশীধ্বনিতে গোপীগণ আকৃষ্ট হইতেন। প্রণব-নাদ হৃদয়ঙ্গম হইলে বেরুণ সাংসারিক তাবৎ বস্তুই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় এবং কেহই ভগবৎ সন্নিধানে যাওয়ার প্রতিবন্ধক করিতে পারে না, তদ্রূপ বংশীধ্বনি শুনিলেও ব্রজের গোপীগণও কৃষ্ণসন্নিধানে না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না এবং কেহ বাধা জন্মা-ইতে পারিত না এবং ঐ বংশীধ্বনির নিকট

পতি, পুত্র, কস্তা অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত । যশীবাদন অর্থে বেদ বা বেদস্বরূপ ওঙ্কার গান ভিন্ন আর কিছুই নহে । ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে “ঐতিহ্যেদক্ষর মুদগীতমুদগীত অর্থাৎ ওঙ্কারে এবং ওঙ্কারগানে কোন পার্থক্য নাই এই ওঙ্কারগান অর্থাৎ উদগীতকে পরমব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে ।

ব্রহ্মসংহিতা বলেন :—“শব্দ ব্রহ্মময়ং বাদনমন্তং মুখাষুজে”, “বেগুনিদান্ত্রীমূর্ত্তিময়ীগতিঃ”

অবাস্তুর । যাহারা বৈদিকসম্বন্ধী অবগত আছেন তাহারা জানেন যে অঘমর্ষণ আচমন মার্জনা প্রাণায়াম গায়ত্রী জপ প্রভৃতির ছায়াসম্বন্ধীয় একটি অংশ । অঘ শব্দের অর্থ গাপ শ্রীকৃষ্ণ অবাস্তুরকে বধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ পাপবিনাশ করিয়াছিলেন, যাহারা তন্ত্রসার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহারা দেখিবেন যে উহা তান্ত্রিকসম্বন্ধীয় একটি অংশ ।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অঘমর্ষণের মন্ত্র এখানে দিলাম না । প্রবন্ধান্তরে বৈদিকসম্বন্ধী ব্যাখ্যার সময় অঘমর্ষণ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল । অম্মদ্ব্যাস্ত্রীমার্জিত ধোপাপ তাহাকে অঘ বলে এবং অঘমর্ষণদ্বারা তিত্ত নির্মল হয় । অবাস্তুর বধ করিয়া ব্রহ্মচারী গাপবর্জিত বিশুদ্ধ হ লাভ করেন ।

গোপাল—অর্থাৎ বেদকে বৃক্ষা করেন, বেদ বা প্রণবের সাহায্য ব্যতীত অঘমর্ষণ হয় না এইজন্য গোপালবশে ভগবান অবাস্তুরকে বধ করেন ।

কালিন্দী । অর্থে যমুনা । তন্ত্রহৃদয়ের উচ্ছ্বাসকেই যমুনার জল বলে । যমুনার আর এক অর্থ পিঙ্গলানাড়ী—পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধ হয় এই প্রাণায়ামই ভগবানের উচ্ছ্বাস উপাসনা ।

কুণ্ডল দোলায়মান । ইহার ভাৱ হইবে, এক সঙ্গণ কি নিশ্চয় ইহা স্থির

করিতে না পারিয়া ঐতিহ্যে দোলায়মান অর্থাৎ সন্ধিক্রম রহিয়াছে । এই কুণ্ডলের আকৃতি মকরো আকৃতির দ্বার অর্থাৎ রসনা বা জিহ্বাবিহীঃ দ্বন্দ্বের আকারের দ্বার—“কুরণ্ মকর কুণ্ডল” ৬২ শ্লোক উত্তর বিভাগ গোপাল-তাপনী । এই কুণ্ডল কর্ণে বা ঐতিহ্যে দোলায়মান হয় ঐতিহ্যে অর্থে বেদও বুঝায় । বেদ ধ্যেয়রূপ ব্রহ্ম সঙ্গণ কিন্তু নিশ্চয় প্রতিপাদন করিতে না পারিয়া দোলায়মান রহিয়াছে, কর্ণও তক্রূপ দোলায়মান রহিয়াছে । মকরের ধ্যেয়রূপ জিহ্বা নাই ঐতিহ্যে তক্রূপ জিহ্বাবিহীন হইয়া নিজে ব্রহ্মরস আশ্বাসন করিতে পারে না । গোপাল-তাপনীর উক্ত বিভাগে ৭৩ শ্লোকে মকর এবং উত্তম এই দুইকে কুণ্ডলদ্বয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে “কুরো ত্তমম্ প্রক্ষুরন্তম্ কুণ্ডলম্ যুগলম্ স্মৃতম্” এই মকর এবং উত্তমের নানারূপ ব্যাখ্যা করা হয় । কেহ কেহ মকর ও উত্তম ইহাদ্বারা ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম এই ব্যাখ্যা করেন । শ্রীহাতেও কিন্তু মকর ও নিশ্চয় আসিয়া পড়িল । কেহ কেহ সাধ ও যোগকে কুণ্ডল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন শ্রীভাগবতেও আছে “বিভর্ত্তি সাংখ্যং যোগঞ্চ দেবমকর কুণ্ডলে” যাহা হউক এ সমুদায়ই যে রূপক তাহা বিবিধশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ॥ ৪১ ॥

গোপালগাদিগের বদনরূপ কমল ভোমা মালা, তুমি নৃত্য করিতে সততঃ সমুৎসুক, তুমি প্রণতভক্তবৃন্দের প্রতিপালক, তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভোমাকে নমস্কার করি ।

বল্লবী শব্দে গোপী এবং গোপী অর্থে গোমায়া ভীমা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই রায় যে ভগবানের মালা তাহাও পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

নৃত্য করিতে—মাল্য আশ্রয় করি ভগবান্ বিশ্ব প্রণয়ক স্বষ্টি করেন ওক তাহাকে মর্ত্তক বলা বাইতে পারে এই

৷ তাহার নৃত্যস্থান এবং তিনি তাহাতে
ৰ্ক, তিনি মার্য্যরূপ মালা গঙ্গদেশে ধারণ
রিয়া নানাবিধ নৃত্যদ্বারা জীবকে মার্য্যবদ্ধ
রিয়া থাকেন অন্তরাং নৃত্যশব্দে ভগবানের
বধেলা বুঝায় ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণশব্দ পূৰ্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।

তুমি পাপনাশন, তুমি গোবৰ্দ্ধনধারী তুমি
তনানাশ করিয়াছিলে তুমি তৃণাবর্ত অহরকে
হার করিয়াছিলে তোমাকে নমস্কার করি ।

গোবৰ্দ্ধন ধারণ—গো শব্দে বেদ গোব-
ন শব্দে বেথানে বেদবর্জিত হয় । বে স্থানে
ণবের পবিত্র ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে স্থান
কান প্রকার বিপদদ্বারা আক্রান্ত হয় না । এই-
জ ইন্দ্র বহু চেষ্টা করিয়াও গোবৰ্দ্ধনশ্রিত
গাপগোপীগণকে নষ্ট করিতে পারেন নাই ।

জীব সাংসারিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ
হইতে ইচ্ছা করিলে প্রণবই তাহার একমাত্র
প্রেরণা । এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপী-
গণকে তাহাদিগের বিপদের সময় গোবৰ্দ্ধনের
ধো প্রবেশ করিতে বলিয়াছিলেন ।

পুতনা—বিষকুন্তপয়োমুখ প্রেমমূর্তি ।
গিবতে পুতনার বর্ণনার স্থলে উল্লেখ আছে যে
হাবনিহিত অসির জ্ঞান পুতনার অন্তর তীক্ষ্ণ
ল । কিন্তু তাহার বাহ্য ব্যবহার জননীর জ্ঞান
বহন ছিল । পুতনাশব্দের অর্থ পবিত্র কিন্তু
ই পবিত্রতা বাহ্যতঃ, অন্তরে নহে, এই
জ পুতনার আকৃতিও উৎকৃষ্ট মহিলাদিগের
আকৃতির জ্ঞান ছিল । বাহ্য পবিত্রতা ও আত্মা-
রূপ অপবিত্রতাই পুতনা ।

তাং তীক্ষ্ণচিত্তমভিক্ষুণ্মচেষ্টিতাং

বীক্যান্তরা কোশপরিচ্ছদাদিবৎ ।

বরজিয়াং তৎপ্রভৃতা চ ধৰ্ম্মভিতে

নিরীক্ষমাণে জননী হৃতিষ্ঠতাম্ ॥

দশমস্কন্ধে ৩৪ অধ্যায় ২ শ্লোকে ।

পুতনা বকাস্থরের ভগ্নি । বকশব্দে কৌটিল্য
ও কপটাচার । ভাতা ও ভগ্নির স্বভাব একই
রকম । পুতনা কপটাচারের মূর্তি । রানায়ণের
শূৰ্পনখা এবং ভাগবতের পুতনা একই জিনিস ।
ধৰ্ম্মমার্গে যাওয়ার প্রথম উপায় কপটাচার
বিনাশ এই জন্য কৃষ্ণলীলায় ও রামলীলায়
শূৰ্পনখা ও পুতনাই সৰ্ব্ব প্রথম বধ হইয়াছে ।

তৃণাবর্ত—শব্দে চক্রবাতরূপী ঝড়
অর্থাৎ ঘূর্ণিত বায়ু যাহাতে তৃণসমূহের ঘূর্ণিত
হয় । (Whirl wind) বায়ু জগতে যেৰূপ
তৃণাবর্ত আছে সেইরূপ অন্তর্জগতেও তৃণাবর্ত
আছে বায়ু জগতে যেৰূপ বায়ু বিচলিত হইলে
তৃণাবর্ত উপস্থিত হয় অন্তর্জগতে সেইরূপ
ইঞ্জিয়াদি বিচলিত হইলে তৃণাবর্ত উপস্থিত
হয় । ইঞ্জিরসংঘর্ষ না করিলে কেহ শান্তি
প্রাপ্ত হইতে পারে না । এই ইঞ্জিরগণকে সংযত
করিতে পারিলেই চিত্তের শান্তি হয় । এই
জন্য শ্রীকৃষ্ণ তৃণাবর্তকে নাশ করিয়াছেন ।
(Whirlwind of Passions) কে তৃণাবর্ত
বলা যায় । যুক্তাহার বিহারনিরত ব্যক্তির যোগ
হুঃখহা হয় । প্রজাপতি দেবতা মনুষ্য ও অহর-
দিগকে দাম্যত, দত্ত ও দয়ধর্ম যে উপদেশ
দিয়াছিলেন তৃণাবর্ত বধও তাহাই । কাম,
ক্রোধ, লোভই নরকের দ্বার । তৃণাবর্ত বধ অর্থে
বড়রিপু দমন ।

তুমি নিষ্কল অর্থাৎ মমতাশূন্য, তোমা হইতে
সকলের মোহ বিনাশ হয় (বিগতো মোহ
বন্দ্য) তুমি বিদুত অর্থাৎ পাপবিরহিত, তুমি
অশুদ্ধদিগের অর্থাৎ পাপীদিগের বৈরী, তুমি
অমিতীয়, তুমি মহৎ, তুমি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে
নমস্কার করি ॥ ৪৩ ॥

হে পরমানন্দ ! হে পরমেশ্বর ! তুমি আমার
প্রতি প্রসন্ন হও, আমি আধিভ্যাসিগণের
অর্থাৎ আত্মাত্মিক ও বাহ্যিক

যারা দষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাকে উদ্ধার কর ॥ ৪৫ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে কল্মষীকান্ত ! হে গোপী-জনমনহারী ! হে জগৎগুরো ! আমি সংসার সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

রুক্মিণী । শব্দে মূল প্রকৃতি (কৃষ্ণ-ভক্তি। জগৎকর্ত্তী মূল প্রকৃতি রুক্মিণী) গোপাল-তাপনী উত্তর বিভাগ ৫৭ শ্লোকে গোপী শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

হে কেশব ! হে কেশনাশন ! হে নারায়ণ ! হে জনার্দন ! হে গোবিন্দ ! হে পরমানন্দ ! হে মাধব ! তুমি আমাকে উদ্ধার কর ॥ ৪৭ ॥

নারায়ণ । নারায়ণঃ অয়নঃ স্থানং যন্ত—অর্থাৎ যিনি প্রলয়কালে কীরোদসমুদ্রে অবস্থান করেন। নারায়ণ জ্ঞানন্ত মুক্তেরা অয়নঃ প্রাপ্তির্ভাষ্যঃ। যাহা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনি, নরায়ণ সমুদ্রোদয়ঃ তত্রা-য়নং স্থানং যন্ত—নরায়ণ সমুদ্রকে নার বলে যিনি নরসমূহকে আশ্রয় করেন।

কেশব । কোত্রাকা ইশঃ ক্রুদঃ তো আত্মনি স্বরূপে বয়তি প্রলয়কালে উপাধি রূপমুষ্টিভয়ঃ মুক্তা। একমাত্র পরমাত্ম স্বরূপেণ-বতিষ্ঠতে। যিনি ত্রক ও ক্রুদকে স্বরূপে আনয়ন করেন, অর্থাৎ প্রলয়কালে মুষ্টিভয়কে মুক্ত করিয়া একমাত্র স্বরূপে অবস্থান করেন অথবা কে জলে শবৎ ভাতি। প্রলয়কালে কীরোদশায়ি ভয়া তথাভয়। যিনি প্রলয়কালে কীরোদসমুদ্রে শয়ন করেন।

মাধব । মালস্মীভূতাঃ ধবঃ মায়া-বিদ্যায়া ধব ইতি বা। মা অর্থাৎ লক্ষ্মী শব্দে মায়া বুঝায় তাহার স্বাকী অর্থাৎ গোপীনাথ।

জনার্দন । জননামোহুহুরান্ অর্দরতি ইনি জননামক অসুরদিগকে বধ

করেন। কিম্বা জনৈর্লোকৈরর্দ্যতে যাচ্যে পুরুষার্থানসৌ-জনার্দনঃ—যাহার নিকট হইতে মহুয্যেরা পুরুষার্থ প্রার্থনা করে কিম্বা জনঃ জন্ম অর্দরতি হন্তি তক্তন্ত মুক্তিদস্তাদিতি জনার্দনঃ তিনি জন্মবিনাশ করেন, অর্থাৎ মুক্তিদান করেন। কিম্বা জনান্ লোকান্ অর্দতি হররূপেণ, যিনি শিবরূপ মানবদিগকে সংহার করেন।

তথা পঞ্চমঃ জপন্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ব্যায়ন্তঃ ।

সংস্থতিং তরিত্যতি হোবাচ হৈরগ্যঃ ॥ ৪৮ ॥

ত্রক্বা কহিগেন, আমি যেৰূপ স্ততিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকি, তোমারও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চপদী মন্ত্র জপ কর এবং পূর্বোক্ত ধ্যানবারা শ্রীকৃষ্ণে ধ্যান কর, তাহা হইলে সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৪৮ ॥

হৈরগ্য ত্রক্বা, সংস্থতিং তরিত্যতি সংসার সমুদ্রং তরিত্যথ।

মহুং পঞ্চপদং মন্ত্র মাভর্ত্তয়েৎ যঃ স বাচ্য নারায়ণতঃ কেবলং তৎপাদং তৎ। অনেনজদেবঃ মনসোজবীয়ো নৈনতদেবামপূবন্ পূর্বমর্শা-দিতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা। অমুং বাহুদেবাত্মকং পঞ্চপদময় আবর্ত্তয়েৎ স অনায়াসতঃ বাহুদেবাত্ম্যং পদ-যাতি গচ্ছতি। তৎ ন একতি স্বাবহার প্রচ্যুতিং ন প্রাপ্নোতি। একং স্বভাৱী বিজাতীয় স্বগতভেদরহিতং। মনসোজবীঃ—মনসঃ অপি বেগবহর। এতৎ পদং দেব-দ্যোতনাস্বক্যাঃ চকুরাদীজিরাণি ন আশু বনু ন প্রাপু বন্তঃ। পূর্বমর্শং ইজিরাণাং পূর্বং অর্শং গচ্ছৎ।

যিনি পঞ্চপদ জপ করেন তিনি বাহুদেবাত্ম্য প্রসিদ্ধ পদ প্রাপ্ত হইবেন। তিনি স্বাবস্থা পরিত্যাগ করেন না এবং বহু অপেক্ষাও দ্রুতগামী, চকুরাদি ইজিরাণা

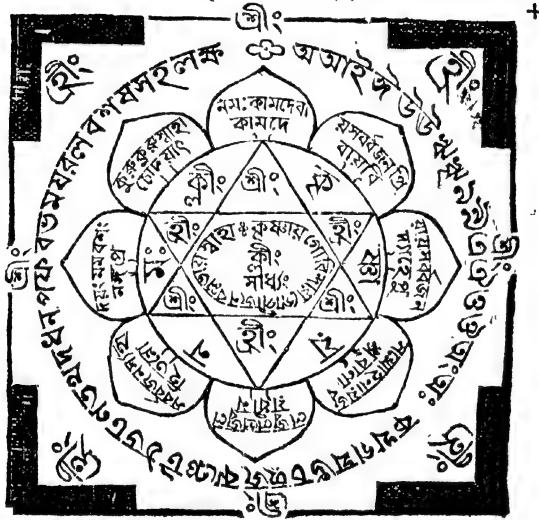
তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন না কেননা তিনি তাহা-
দিগের অগ্রে গমন করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

তন্মাং কৃষ্ণ এব পরো দেবন্তং ধ্যয়েন্তং
রসয়ে। তং যজ্ঞেন্তং তজ্জৈদিতি ওঁ তং-
সদিতি ॥ ৫০ ॥

তজ্জৈতু কৃষ্ণই পরম দেবতা, একারণ
তাহার রসন ও তাহার যজন করিবে। তিনি
ওঁ তংসং এই তিন শব্দের প্রতিপাদ্য ॥ ৫০ ॥

ইতি গোপাল-তাপনী পূর্ববিভাগ
সমাপ্ত।

ত্রীকূক্ষস্য যন্ত্রং



পরশর-সংহিতা। *

ভারতভূমিতে যে সকল মহর্ষিগণ জ্ঞান ও
ঐশ্বর্য প্রচার করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন
মধ্যে পরাশর একজন বিখ্যাত। তাঁহার
গীত শাস্ত্র কলিযুগের উপযুক্ত বলিয়া খ্যাত
হইছে। মহর্ষি পরাশর নিজেই বলিতেছেন।
তে তু মানবো ধর্মজ্ঞেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
পরে শঙ্কলিখিতো কদৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥

এই সংহিতায় বিশেষ কি কি জানিবার

আছে তাহা আমরা এই প্রস্তাবে আলোচনা
করিব। আজ কাল আমরা দেশাচারের নিকট
শাস্ত্র বলি দিয়া থাকি। কিন্তু সময়ের পরি-
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশাচার পরিবর্তন করিতে
সমর্থ হই না। দেবীভর ঘটক পাঁচশত বৎসর
পূর্বে ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের মধ্যে বিবাহের

* হরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শ্রবণ হইলে আমাদের বাহা
বক্তব্য তাহা বলিব। সম্পাদক



যেদ্রুপ নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখনও তাহা রক্ষা করি। রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা নিজের সর্বনাশ করি; প্রাণসমা কত্ৰা, ভগিনীদিগকে জলে ভাসাইয়া দেই; কখনও তাহাদিগকে একবারেই বিবাহ দিতে পারি না। যে নিয়ম একবার সমাজে প্রবেশ করিয়াছে তাহা পরিবর্তিত হইবার নহে, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে ইহাই আমাদের ধারণা। লোকের অবস্থা ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতিনীতি পরিবর্তিত হওয়া উচিত। আর্য্যশাস্ত্র প্রণেতৃগণের নিকট এই সত্য অপরিচিত ছিল না। উপরি উক্ত শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে ঐ মন্ত্রের আর ছুটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

ঋতিঃ স্মৃতিঃ সদাচার্য্য নিৰ্ণেতব্যাস্ত সৰ্গদা।
ন কশ্চিবেদকর্তা চ বেদস্মৃতি চ তুর্ক্ষুথঃ ।
তথৈব ধৰ্ম্মঃ স্মরতি মহুঃ কল্লাস্তরাস্তরে ॥
অস্ত্রে কৃতযুগে ধৰ্ম্মাশ্রোতায়াং দ্বাপরে পরে ।
অস্ত্রে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপাহুসারতঃ ॥

ঋতি স্মৃতি সদাচার সৰ্গদা নিৰ্ণয় করিতে হইবে। কেহ বেদকর্তা নহে, চতুর্ক্ষুথ ব্রহ্মা কল্পে কল্পে বেদ স্মরণ করিয়া প্রকাশ করেন। মহুও ঐরূপ প্রত্যেক কল্পে ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মের নিয়ম পদ্ধতি স্মরণ করিয়া প্রকাশ করেন। যুগ বা সময়ের অবস্থার অরূপ নিয়ম ব্যবস্থা নূতন নূতন হয়। কৃতযুগের নিয়ম ত্রেতায় খাটে না। দ্বাপরের নিয়ম কলিযুগের নিয়মের অরূপ নহে।

কলিযুগের লোকের অবস্থা রীতিনীতি পরিবর্তিত হইবে। মনে করিয়া পরাশর বলেন :—

ধৰ্ম্মোজিতো হৃদধৰ্ম্মেণ জিতঃ সত্যোহনৃত্তেন
জিতাভ্যুত্থো রাজানঃ জীভিষ্ঠ পুরুষাজিতাঃ
সীদন্তিচারিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্রুতি ।
সত্যমস্তু তস্মিন্ কলিযুগে সদা ।

“ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম কর্তৃক পরাজিত হইবে। সত্য মিথ্যা নিকট পরাস্ত হইবে। রাজা ভৃত্য কর্তৃক পুরুষ জীলোক কর্তৃক পরাজিত হইবে। হোম যজ্ঞ গুরুজনের প্রতি সম্মান উঠিয়া যাইবে। জীলোক উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইতে না হইতে সম্মান প্রসব করিবে।” মহর্ষির এই ভবিষ্যৎ বাণী ভাবী সমাজের প্রকৃত চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ চিত্র সমাজের পরিবর্তিত অবস্থা মনে করিয়াই পরাশর বলিয়াছেন।

“যুগে যুগে চ বৈ ধৰ্ম্মাস্ত্রজ চ বৈ দ্বিজাঃ ।

তেষাং নিন্দা ন কর্তব্য যুগরূপাহি তে দ্বিজাঃ ॥

“প্রত্যেক যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্মের নিয়ম প্রণালী প্রচলিত। ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেক যুগে প্রচলিত নিয়মাবলী অঙ্গুসরণ করেন। এইরূপ পরিবর্তিত নিয়ম অঙ্গুসরণ করায় ব্রাহ্মণগণ নিন্দনীয় নহেন।”

ঠিক্ এইমত, সংহিতার একাদশ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে (“যুগে যুগে চ ইত্যাদি”) প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সমাজ এই সত্য-পালন করিয়া চলিলে কি ক্ষমদর হইত? “যুগরূপাহি ব্রাহ্মণাঃ”। যখন আমরা নিন্দা করিতে বসি তখন কি এই সত্য মনে রাখি? এখন আমরা কলির শেষভাগে। এখন কি আর কৃতযুগের প্রচলিত মহুর ধৰ্ম্ম নিয়ম সব অবস্থায় খাটাইতে পারা যায়?

পরাশর এই জন্ত অনেক বিষয়ে মহুর নিয়মের বাধ্য হইয়া চলেন নাই। সমরোপযোগী অনেক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সব ব্যবস্থা বর্তমানে সমাজে চলিতে পারে কি না এই প্রস্তাবে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বর্তমান সময়ের জন্ত দ্বিতীয় পরাশর সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন ছিল।

“ন নিবর্তেত সংগ্রামাং ক্রাভ্রঃ ধৰ্ম্মমহুসরন ।
সংগ্রামেষানিবর্তিত্বং রাজাং শ্রেয়স্করং পরং ॥”

“আহবেবু মিথোহিত্তিহিত্তং জিবাং সন্তো মহীক্ষিতঃ ।
বুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং বাস্তবপরাধুধাঃ ॥

৮৭, ৮৮, ৮৯ শ্লোক সপ্তম অধ্যায় মহাসংহিতা ।

“কস্ত্রিয়ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিব-
র্ত্তিত হইবে না । সংগ্রামে বিমুখ না হওয়া
রাজার মঙ্গলের কারণ । সংগ্রামক্ষেত্রে পরা-
ধুখ না হইয়া পরস্পর স্পর্ধাপূর্ব্বক পরস্পরের
হননেচ্ছায় যুদ্ধ করিতে করিতে মরিলে স্বর্গ-
লাভ হয় ।” যুদ্ধক্ষেত্রে মরিলে স্বর্গলাভ হয়
এই ভিন্ন আর কোন আশা মহুদেন নাই ।

কিন্তু পরাশর “জীতিশ্চ পুরুষাজিতাঃ”
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইঞ্জিয়পরায়ণ সৈন্ত-
গণ অধু স্বর্গলাভের আশায় জীবন পণ করিয়া
যুদ্ধ করিবে না মনে করিয়া বলিয়াছেন :—
যত্র যত্র হতঃ শূরং শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
অমরান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাবতে ॥
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ ।
ক্ষণবিধ্বংসিকেশুমুগ্ধিন্ কা চিন্তা মরণে রণে ॥
বরাঙ্গনা সহস্রাণি শূরমায়োধনে হতম্ ।
নাগকস্তাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিতি ॥

লগাটদেশাঙ্গধিরং হি যত্র তপ্তস্ত জন্তোঃ
প্রবিশেচ বক্তে । তং সোমপানিন হি তত্র
তুল্যং সংগ্রামযজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্ ॥ ইত্যাদি ।

শত্রুবেষ্টিত হইয়া কাপুরুষের ভ্রাস ব্যবহার
না দেখাইয়া বীর হত হইলে অমরলোক বা
স্বর্গলাভ করে । জিতিলে লক্ষ্মী বা সম্পত্তি
লাভ হয় । মরিলে সুরাঙ্গনা লাভ হয় । ক্ষণ-
ভয়শীল এই শত্রীরের জন্ত রণে মরিতে কি
ভয় ? হাজার হাজার দেবকতা মৃতবীরের
নিকটে “তুমি আমার স্বামী হইবে, তুমি
আমার স্বামী হইবে” বলিয়া অগ্রসর হয় ।
লগাটদেশ হইতে কথির যুদ্ধের সময় যুদ্ধে
পতিত হইলে সোমরসপানের ভ্রাস পুণ্য হয় ।
কারণ বিধিবৎ দৃষ্ট বজ্র যুদ্ধের তুল্য । মূল-

মানসস্ত্রীয়ারের অনেক বহির্ভে এইরূপ যুদ্ধে
হত বীরগণের পক্ষে সুরাঙ্গনা ব্যবস্থা আছে ।

“জিতাত্তৈস্ত রাজানঃ” মনে করিয়াই
হউক অথবা ভবিষ্যৎ রাজ্যবিপ্লব আশঙ্কা
করিয়াই হউক পরাশর বলিয়াছেন ।

“কস্ত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষণ শত্রুপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ ।

বিজিত্য পরসৈন্তানি ক্ষিতিং ধর্মেণ পালয়েৎ ॥

ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা স্বরূপাল্লিখিতাশি যা ।

খড়্গোনাক্রম্য ভূজীত বীরভোগ্যা বহুধরা ॥

রাজা অত্র শত্রু সৈন্ত লইয়া প্রত্যেকে রক্ষা
করিবে, অত্র রাজার সৈন্ত পরাভব করিবে
এবং প্রচলিত ধর্ম্ম বা বিধি ব্যবস্থামুযায়ী রাজ্য-
শাসন করিবে । রাজস্ব কুলক্রমে বা উত্তরাধি-
স্থত্রে সব সময়ে পাওয়া যায় না । অথবা লিখিত
কোন দলিলদ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারে না ।
খড়্গাধারা লাভ করিয়া রাজ্যভোগ করিতে
হয় । বহুধরা বীরের ভোগ্য ।

রাজার সেই সময় বেক্রপ পুণ্যশস্যার শরন
করিয়া দিনান্তিপাত করিতেছিলেন সেই বিলাস
পরায়ণ কস্ত্রিয়কুল লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উৎসাহ
প্রদায়ক ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে । “ধর্মেণ
পালয়েৎ” এই ভিন্ন রাজার কি কি ধর্ম্ম তাহা
সবিশেষ উল্লেখ করেন নাই ।

সমাজের নিয়মাবলী সৰ্ব্বদে মহুর ও পরা-
শরের উভয়ের অনেক মতভেদ দেখা যায় ।
পরাশর বলেন :—

“অষ্টবর্ষা ভবেদ্যোগী নববর্ষা তু রোহিণী ।

দশবর্ষা তবেন্যে কস্তা অত উর্দ্ধং রজঃস্বর্ণাশি ।

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কস্তাং ন প্রবজ্জতি ।

মাসি মাসি রজস্তপ্তাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বরম্ ॥”

এই শ্লোক পাঠকগণের সকলেরই পরি-
চিত । এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কস্তাকে ষাট
বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়ার রীতি সমাজে
দাঁড়ইয়াছে । পরাশর মতে স্বস্ত্রীয় আত্মীয়গণ

যার বৎসরে মধ্যে বিবাহ না হিলে নরকে যাইবে। যে ব্রাহ্মণ বার বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের কস্তার পাণিগ্রহণ করিবেন তিনিও পতিত হইবেন। “কুমারীরা, জীলোকেরা উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইতে না হইতে সন্তান প্রসব করে ইত্যাদি কলির অবস্থায় প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরাশর এইরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে মমুর মত অন্যরূপ।

“কামদামরগাতিভেদে গৃহে কস্তারূপতাপি।
ন চৈতেননাং প্রযচ্ছন্তু গুণহীনায় কহিচিং ॥
জীর্ণ বর্ষায়াদীক্ষেত কুমার্যতু মতী সতী।
উর্দ্ধ কালাদেতস্তাদ্বিন্দেতসদৃশং পতিং ॥”

কস্তা পুপিতা হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বরং পিতৃ-গৃহে বাস করিবে তথাপি নিগুণ বরকে কস্তা সম্প্রদান করিবে না। অভিভাবকগণ গুণবান পাত্রের সম্প্রদান জন্ত ঋতুমতীকে তিন বৎসর গৃহে রাখিবেন, তৎপর কস্তা স্বয়ং হইবে। উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! ঋতুমতী কস্তাকে বিবাহ করিলে মমুর নরক তাহার জন্ত ব্যবস্থা করেন নাই। পিতাকে শুদ্ধ দিবে না। (“পিত্রে ন দদ্যচ্ছকন্ত”) এই মাত্র শাস্তির ব্যবস্থা। আমরা মমুর মত না মানিয়া পরাশরের মত এ বিষয়ে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার যে বালবিধবা অনেক হইবে তাহা পরাশর বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।

“নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চাষাৎস্থ নারীণাং পতিরন্যোবিধী-রতে ॥”

স্বামী নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে, মরিলে, সন্ধ্যাগী হইলে, ক্লীব বা ধ্বজভঙ্গ হইলে অথবা ধর্ম নষ্ট হইয়া পতিত হইলে এই পাঁচ বিপদ আশ্রয়ে ঘটিলে জীলোক দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ

করিতে পারে। ‘এই শ্লোক লইয়া বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীগণ ভূষণ আন্দোলন করিয়াছেন। আমাদের সমাজ পরাশরের একমত গ্রহণ করিয়াছেন অপর মত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াও পরাশর লিখিয়াছেন।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সামৃত্য লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

স্বামী মরিলে যে জী ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম অবলম্বন করে সে মরিলে স্বর্গলাভ করে ইত্যাদি। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে পরাশরমতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ধর্মই প্রশস্ত তবে সে ইচ্ছা করিলে পুনঃবিবাহ করিতে পারে।

তিন: কোট্যর্দ্ধকোটি চ যানি রোমানি মানবে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তর্য চাত্মগচ্ছতি ॥ ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলা: ছত্তরতে বলাৎ। এবমুক্ত্য ভর্ত্তর্য তে নৈব সহমোদতে ॥

যে জী স্বামী মরিলে তাঁহার অমুগামিনী হয় সে সাড়ে তিনকোটি বৎসর অথবা মায়ুরের মস্তকে বত কেশ আছে তৎপরিমাণ কাল স্বর্গে বাস করে। যেমন শাপুড়েরা সাপ গর্ত হইতে ধরিয়া উচু করিয়া ধরে সেইরূপ জী তাহার স্বামীকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে একত্রে বাস করে ও আমোদ করে।

এই ছই শ্লোকের দ্বারা দেখা যায় যে সহ-মরণ ব্যবস্থা পরাশরেরও অমুমোদিত ছিল। তবে সহমরণ জীর একমাত্র গতি বলিয়া গণ্য ছিল না। পূর্বে যে ২২ শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় স্বামীর অভাবে জীর ব্রহ্মচর্য্যভাবে বাস করা পরাশরমতে সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম ছিল।

বিধবার বিবাহ না ঘটিলে জারজসন্তান

হইলে সে জীলোক সমাজে পরি-
ত্যা। পরাশর দশম অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে
লিখিতছেন ।

“জাগ্রেণ জনয়েৎ গৰ্ভং গৰ্ভে ত্যক্তে মৃত-
প্তো। তাং ত্যক্তেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপ-
হারিণীং ॥ (৫)

অন্ত অন্ত আৰ্য্য ঋষিগণ যেরূপ জীলোকের
দামীর প্রতি ভক্তি তাহাদিগের প্রধান ব্রত
নির্দেশ করিয়াছেন পরাশরও সেইরূপ ব্যবস্থা
করিয়াছেন ।

দরিদ্রঃ ব্যাধিতঃ মূৰ্খং ভর্তারং যাবমন্ততে ।

সামুভা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥

দরিদ্র পীড়িত বা মূৰ্খ বলিয়া যে তাহার
দামীকে ভক্তি না করে সে মরিলে ইতর জন্তু
ইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিবে । সে জন্ম
সমস্তর বিধবা হইবে ।

ব্যভিচারী জীলোকের পক্ষে নানাবিধ
ও ব্যবস্থা আছে । ঐরূপ জীলোক যে গৃহে
যাইবে এমন কি তাহার পিতা মাতা কি
তাহার প্রাণের পাত্রের গৃহে গেলেও সেই
সেই স্থান পতিত হইবে । সেই গৃহ পক্ষগব্যের
বারা শুদ্ধ করিতে হইবে । মৃত্তিকার পাত্র ঘর
হইতে ফেলিতে হইবে । বস্ত্র ও কাষ্ঠাদিবস্তু
শোধন করিতে হইবে । নিম্নের শ্লোকে ঐরূপ
ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে ।

পুংসো যদি গৃহং গচ্ছেৎ তদ্ শুদ্ধং গৃহং ভবেৎ ।
পিতৃমাতৃগৃহং বচ জারসৈব তু তদ্ গৃহম্ ॥ ৩৭ ॥

উল্লিখ্য তদ্ গৃহং পশ্যাৎ পক্ষগব্যেন শুধ্যতি ।

ত্যজেন মুগ্ধগপাত্ৰাশি বস্ত্রং কাষ্ঠঞ্চ শোধয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

দশম অধ্যায় ।

পতত্যর্কঃ শরীরস্ত বস্ত্র ভার্ঘ্যা সুরাঃ পিবেৎ ।

দশম অধ্যায় ।

যাহার জী সুরাপান করে তাহার অর্ধেক
শরীর পতিত হইবে । এই শ্লোকের দ্বারায়

দেখা যার যে জীলোকের পক্ষে সুরাপান করা
গর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল ।

মদ্যপশ্চ দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্রলীং গম্য সমুদ্রগাম্ ।

চাত্মায়ণে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্রাক্ষণভোজনম্ ॥

অমুড়ুংসহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ৬৭।৬৮ শ্লোক ।

যে দ্বিজ মদ পান করিয়াছে সে যে মদী
সমুদ্রে পড়িয়াছে এমন মদীর তীরে যাইবে ।
চত্ৰায়ণ করিবে । চত্ৰায়ণ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ-
ভোজন করাইবে । এবং দক্ষিণাধরূপ গো
দান করিবে ।

এতদ্বারা দেখা যাইতেছে পুরুষের পক্ষেও
মদ পান করা অতি গর্হিত কার্য্য ।

সমুদ্রের মনোহর দৃশ্য আৰ্য্য ঋষিগণের
চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল । পরাশর স্থানে
স্থানে সমুদ্রতীরে গমন অনেক পাপের প্রার-
ম্ভিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সমুদ্রের
দৃশ্য আত্মা শুদ্ধ করে বলিয়া তাহার বিশ্বাস ।
ব্রহ্মহত্যা সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ । এই ব্রহ্মহত্যার
প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতে যাইয়া পরাশর
বলিয়াছেন ।

“চাতুর্বেদ্যোপপন্নস্ত বিধিবদ্ভুক্তবাতকে ।

সমুদ্রেসেতুগমনে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দেশিৎ ॥ ৫৮ ॥

এতেষু খ্যাপয়মেনঃ পুণ্যং গম্য তু সাগরম্ ।

দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥ ৬২ ॥

রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলপক্ষ্ময়মকিতম্ ।

সেতুং দৃষ্টা সমুদ্রস্ত ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ৬৩ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

চতুর্বেদজ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যাকারীর পক্ষে
সমুদ্রেসেতু গমন প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করিবেন ।

দশযোজনবিস্তীর্ণ শতযোজন দীর্ঘ সমুদ্র

ও রামচন্দ্রের আদেশমতে নলপক্ষ্মক

নির্মিত সেতু দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট

করিবে ।

শূদ্রের অন্নভোজন করিলে সকল সন্যাস
ব্রাহ্মণের জাতি যাইত না।

শূদ্রাঙ্গ (শূতকস্ত্রাঙ্গং অভোজ্যাত্মাঙ্গমেব চ)।

শঙ্কিতং প্রতিবিদ্ধাঙ্গং পূর্বোচ্ছিষ্টং তথৈব চ ॥৪॥

যদি কুতুস্ত বিপ্রো অজ্ঞানাদাপদাপি বা।

জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ কচ্ছৎ ব্রহ্মকূর্কস্ত পাবনম্ ॥ ৫ ॥

অজ্ঞানে বা আপদে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন
ভোজন করিলে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মকূর্ক পান
করিবে। কচ্ছু প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ইহার পরে ১৯ উনবিংশ শ্লোকে ঐ একা-

দশ অধ্যায়ে ইহা অপেক্ষা উদার মত প্রকাশ
হইয়াছে।

“আপংকালে তু বিপ্রো ভুক্তং শূদ্রগৃহি যদি।

মনস্তাপেন শুভ্যোতক্রপদাঃ বা শতং অপেৎ ॥”

আপংকালে ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে ভোজন
করিলে মনস্তাপ করিলে বা বেদের ক্রপদ
শ্লোক সাতবার জপ করিলে শুদ্ধ হইবে।

মহু ও যাজ্ঞবল্ক্যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর
উদারমত দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ—

শ্রীহরেক্ষনারায়ণ গুহ।

শ্রীধরস্বামীকৃত ব্রহ্মসূত্রব ।

অরজ্যাজিতজহগজঙ্গমাবৃতিমজ্জামুপনীতমুদা-
গুণান্। ন হি ভবন্তুমুতে অভবন্ত্যমী নিগমগীত
গুণান্নবতানব ॥ ১ ॥ (১)

হে অজিত ! উৎকর্ষতা আবিষ্কার কর।
হে নিগমগীতগুণান্নব, স্থাবর অজমায়ক মিথ্যা
গুণোপেত মায়া (অবিদ্যা) নাশ কর। এই
সকল জীব তোমা ব্যতিরেকে মায়া নাশ
করিতে সমর্থ হইবে না, এই সকল জীবকে
রক্ষা কর ॥ ১ ॥

অহিণ বহিরবীজমুখামরাজগদিদং ন ভবেৎ
পৃথগুখিতম্। বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজম্বমুরু-
মুষ্টিরতো বিনিগদ্যাসে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা, বহি, রবি, ইন্দ্রপ্রমুখ অমর সকলও
এই জগৎ তোমা হইতে পৃথক্ উখিত হয়
নাই। মন্ত্র সকল নানার্থ প্রতিপাদক হইলেও
তোমাকে অজ ও উরুমুষ্টি কহিয়া থাকেন ॥২॥

সকলবেদগণেরিতসঙ্গগুণমিতি সর্বমনীষি

(১) অর—উৎকর্ষ আবিষ্কার কর। জয়ী—নাশ কর।

জহ—হাবর। বৃতি—আবরণ। অজ—মায়া। অমী

কোপী—জীব সকল। অব—রক্ষা কর।

জন্যরতাঃ। অয়ি স্তভজগুণশ্রবণাদিতিস্তবগদ-
স্মরণে ন গতক্রমা ॥ ৩ ॥

তুমি সকল বেদগণদ্বারা উচ্চারিত সঙ্গুণ
পদার্থ তজ্জন্ত হে স্তভজ ! শ্রবণ মননদ্বারা
তোমার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া বিগত শ্রম
হইয়া জ্ঞানী লোক সকল তোমাতে রত হয়।

নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি অয়ি শ্রবণবর্ণনসং-
রণাদিভিঃ। নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতি-
বচ্ছসিতং বিকলং ততঃ ॥ ৪ ॥

হে নরহরে ! মনুষ্য নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া
যদি শ্রবণ বর্ণন স্মরণাদি দ্বারা তোমাকে ভজন
না করে তাহাহইলে তাহারা কর্মকারের
ভাঙ্গার জ্ঞান খাসত্যাগ করে, স্তভজ তাহাদের
বিফল জ্ঞান ॥ ৪ ॥

উদরাদিষু যঃ পুংসাঃ চিন্তিতোমুনিব্রত্ভিঃ।(২)
হস্তিমুত্যাভয়ং দেবো হৃদগতং তমুপাস্মহে ॥ ৫ ॥

যিনি ঘোষীদিগের উপাসনা মার্গদ্বারা উদর-
দিতে (বৈখানররূপে) চিন্তিত হন ও বেদে

(২) মুনিব্রত্ভিঃ উপাসনামার্গৈঃ।

মৃত্যুভয় নাশ করেন ক্ষণগত সেই দেবকে
আমরা উপাসনা করি ॥ ৫ ॥

অনির্দিষ্টকাল্যে কার্যে ত্বরিতম্যবিবর্জিতম্ (১)

সর্বানুস্মাতসম্মাত্রং ভগবন্তং তজ্জামহে ॥ ৬ ॥

অনির্দিষ্টকাল্যে যিনি ত্বরিতম্যহীন, সক-
লেব সহিত সর্বদা সখ্যক সেই সম্মাত্র ভগবানকে
আমরা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

তদংশস্ত মমেশান তস্মায়াকৃতবন্ধনম্ ।

তদজিত্বসেবামাদিশ্চ পরানন্দনিবর্ত্তম্ ॥ ৭ ॥

হে ঈশান! হে পবমানন্দ! তোমার পাদ
পদ্মসেবাকারী তোমার অংশভূত আমাব মায়ী
নিবারণ কর, সে মায়ী তোমা হইতে উদ্ধত
হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তৎকথামুতপাথোদৌ বিহরন্তো সচানুদঃ ।

কুর্ন্তস্তি কুতিনঃ কচিং চতুর্সর্গং তৃণোপমম্ ॥ ৮ ॥

তোমার বাক্যরূপ অমৃতসমুদ্রে বিহারকারী
মহানন্দ প্রাপ্ত মহাত্মা চতুর্সর্গকে তৃণেব
জ্ঞান করেন ॥ ৮ ॥

তস্যায়নি জগন্নাথে মন্যনোরমতামিহ ।

কদামসেদৃশং জন্মমানুষং সংভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

কখন আমার ঈদৃশ মনুষ্য জন্ম হইবে যে
আত্মাবরূপ তোমাতে ও জগন্নাথে আমার
মন রমণ করিবে ॥ ৯ ॥

চরণশ্ররণং প্রোক্ষ্য তবদেব স্তম্ভলভং ।

যথা কথঞ্চিস্থহরে মম ভূয়াদহর্নিশং ॥ ১০ ॥

হে নুহরে! যে কোনপ্রকারে প্রেমধারা
তোমার দেবস্তম্ভে শ্রীচরণ শ্ররণ আমার অহো-
য়াত হয় তাহাই হউক ॥ ১০ ॥

কাহং বুদ্ধাদিসংরুদ্ধঃ কচভূমন্ মহন্তব ।

দীনবন্ধো দয়াসিক্ধো ভক্তিং মে নুহরেদিশ ॥ ১১ ॥

হে নুহরে! হে ভূমন্! অহঙ্কার বুদ্ধাদি-
গণ! সংবদ্ধ আমি কোণার এবং তোমার
যহিমাই কোণার! হে দীনবন্ধো! হে

(১) অমৃত্যত সখ্যক ।

দয়াসিক্ধো! আমার ভক্তিমাগ্নি আদেশ
করুন ॥ ১১ ॥

মিথ্যাতর্ককর্কশেরিত মহাবাদাঙ্ককারা-
স্তব ভ্রাম্যাম্ভদমতেব মন্দমহিমন্ স্তজ্জ্ঞানবর্ত্তা-
শ্রুটম্ । শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশঙ্কর
শ্রীপতে গোবিন্দেতি মুদাবদন্ মধুপতে মুক্ত
কদান্তামহম্ ॥ ১২ ॥

হে অসীমমহিমা বিতরণকারি! আমি মুচ-
মতি । আমি মিথ্যা কর্কশতর্কে প্রেরিত হইয়া
মহাবাদাঙ্কবাদ অন্ধকাবে ভ্রমণ করি এবং তজ্-
জ্ঞান (তোমাব স্বরূপ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া
সে পথ পরিষ্কার করি। হে মধুপতে! হে
মাধব! হে বামন! হে ত্রিনয়ন! হে শঙ্কর!
হে শ্রীপতে! আনন্দে এইরূপ বলিতে বলিতে
আমি কবে মুক্ত হইব? ॥ ১২ ॥

যং দত্ততঃ সদা ভাতি জগদেতদসংসৃতঃ ।

সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং তজ্জামতং ॥ ১৩ ॥

যিনি সং ও বাহ্যর সত্ত্বাবশতঃ এই জগৎ
মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়,
এই মিথ্যাজগতে সদাভাস সেই ভগবানকে
ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

তপস্ত তর্পৈঃ শ্রেণতরু পর্ততাদটন্ত তীর্থানি
পঠন্ত বাগমান্ । যজন্ত যাগৈর্কিবদন্ত বাদৈর্হরিং
বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥ ১৪ ॥

মনুষ্য সূর্য্য উত্তাপে তাপিত হউক, পর্তত
হইতে পড়িয়া যাউক, তীর্থ সকল ভ্রমণ করুক,
আগম পাঠ করুক, যজ্ঞ করুক, বাদাঙ্ক-
বাদদ্বারা বিবাদ করুক, কিন্তু শাস্তিনিকে-
তন হরি ব্যতিরেকে শান্তিলাভ করিতে
পাবে না ॥ ১৪ ॥

অনিজ্রিয়োহপি যো দেবঃ সর্সকারকশক্তিযুক্ত ।

সর্সজঃ সর্সকর্তা চ সর্সসেব্যং নমামিতং ॥ ১৫ ॥

যে দেবের কোন ইন্দ্রিয় নাই তথাপি যিনি
সকলের কার্য্যকর্তা ও সর্সশক্তিমান—যিনি

সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা ও যিনি সকলের সেব্য সেই
দেবকে নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

অদীক্ষণবশত্বেভ মায়াবোধিতকর্মভিঃ ।

জাতান্ সংস্রতঃ শিখান্ নৃহরে পাহিনঃ পিতঃ ॥ ১৬ ॥

ঐহার কটাক্ষে মায়ী বিকসিত হন ও সেই
মায়াদ্বারা আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই এবং সেই
কার্যদ্বারা জন্মগ্রহণ করি ও ক্রমে ক্রান্ত হই।
হে পিতা! সেই ক্রান্ত আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ১৬ ॥

অন্তর্যন্তা সর্বলোকস্ত গীতঃ শ্রুত্যা যুক্তা চৈব
মেবাবমেয়ঃ । যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তির্নৃসিংহঃ
শ্রীমন্তন্তঃ চেতসৈবাবলম্বে ॥ ১৭ ॥

যিনি সকল জীবের অন্তরে থাকেন, যিনি
সকল লোকদ্বারা কীৰ্ত্তিত এবং যাহাকে শ্রুতি-
যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় করা যায়। যিনি সর্বজ্ঞ,
সর্বশক্তি, যিনি নৃসিংহ, সেই মহাপুরুষকে চিত্ত-
দ্বারা আমরা আশ্রয় করি ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্দ্যুৎ (১) বিলয়মপি যদ্ বাতি বিশ্বং
লয়াদৌ জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাব(২)
বোধে । অত্যন্তাঃ (৩) তং ব্রজতি সহসা । সঙ্করং
সিদ্ধমধ্যে মধ্যে চিত্তং ত্রিভুবন গুরুং ভাবয়ে
তং নৃসিংহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জীবের আধার বিশ্ব যাহা হইতে উদ্ভব
হয় এবং প্রলয়ে যাহাতে বিলয়প্রাপ্ত হয়,
গুরুর অহুগ্রহে যাহাকে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং
যজ্ঞপ সিদ্ধ (নদী) মহাসাগরে অবিশিষ্ট হয়,
তজ্ঞপ যাহাতে এই মহাশয় দেহ লয়প্রাপ্ত হয়,
চিত্তমধ্যে স্থিত সেই ত্রিভুবন গুরু নৃসিংহকে
ভাবনা করি ॥ ১৮ ॥

(১) উদ্যুৎ—উৎসর্গঃ বিধমিতি শেষঃ ।

(২) অববোধে—জ্ঞানে । কেবলাত্মা—পূর্ণ আত্মা
পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ ।

(৩) অত্যন্তাঃ—বিনাশঃ লয়ঃ । মধ্যেচিত্তং—চিত্তমধ্যে
ইত্যর্থঃ ।

সংসারচক্রকর্চৈর্বিদীর্ণ মূর্খীর্ণ নানাভবতাপ-
তপ্তং । কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নঃ স্বমুদ্র
শ্রীনৃহরেন্নৃলোকম্ ॥ ১৯ ॥

হে নৃসিংহ! সংসারচক্রকরাতে বিদীর্ণ,
সংসারে উত্তীর্ণ, নানাসংসারতাপে তপ্ত, কোন-
রূপে দেহপ্রাপ্ত ও তজ্জন্ত পীড়িত নরলোককে
উদ্ধার কর ॥ ১৯ ॥

যদা পরানন্দ গুরো ভবৎপদে পদং মনোমে
ভগবন্ লভেত । তদা নিরতাধিলসানশ্রমঃ
শ্রয়েষ সৌখ্যং ভবতঃ রূপাতঃ ॥ ২০ ॥

হে পরানন্দ! হে গুরো! হে ভগবন্! যখন
আমার মন আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাইবে
তখন সমুদায় কর্মকাণ্ড অমুষ্ঠানবশতঃ শ্রম
হইতে নিরত হইয়া আপনার রূপাতে অসীম
সুখলাভ করিব ॥ ২০ ॥

ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দচিদ্ঘনঃ ।
আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছদারহুতাদিভিঃ ॥ ২১ ॥

যে ব্যক্তি আপনার ভজনা করে, আগনি
ঐহার পরমানন্দ ও চিদ্ঘন, স্মৃতরাং ঐহ
দিগের তুচ্ছ শ্রী পুত্রপরিবারের প্রয়োজন কি ॥ ২১ ॥

মুঞ্চন্ন ভদ্রঙ্গ সঙ্গমনিশং স্বামেব শক্তিস্তন-
সন্তঃ সস্তিয়তো যতো গতমদান্তানাপ্রমাণ-
বসন্ । নিত্যং তন্মুখপঙ্কজাধিগলিতত্বং পুণ্য-
গাথামৃতশ্রোতসংগ্গব সংপ্লুতো নরহরে নস্তামহঃ
দেহভুং ॥ ২২ ॥

হে প্রিয়! পুত্র জী-ধনাদিতে বাসনা-
ত্যাগ করিয়া এবং সর্বদা তোমাকে চিন্তা
করিয়া যাহাতে মদমাৎসর্য্য বিগত হয়, সাধু-
লোক সেই সেই আশ্রমকে আশ্রয় করেন।

(১৯) কচচ—করাত ইতি ভাব্য। উর্দীর্ণ—চিহ্নিত।

(২২) মুঞ্চন্—তাড়ন। সঙ্গ—প্রিয়। সঙ্গমঃ—
শ্রী-পুত্রাদিকং । সংগব—সম্ভরণ। সংপ্লুতঃ—গমন-
কুর্ত্তঃ সঙ্গৈব—সং+ন+এব। পরঃ মুক্তিদাতা ইত্যর্থঃ।

(২০) ইন্দ্রিয়ারূত—ইন্দ্রিয়ার লক্ষ্যায়ুতঃ স্ততঃ।

হে নরহরে! আমি সেই সাধুলোক মুখপদ্ম বিগলিত তোমার পবিত্র গীতামৃতস্রোতে সম্ভরণ করিতে করিতে গমন করিয়া আর এ মানবদেহ ধারণ করিব না ॥ ২২ ॥

উদ্ধৃতঃ ভবতঃ সতোহপি ভুবনং সটৈব সর্পঃ
ব্রহ্মঃ কুর্ষং কার্যামপীহ কূটকনকং বেদোপি
নৈবঃ পরঃ। অদ্বৈতঃ তব সংপরং তু পরমানন্দং
পদং তন্মুদা বন্দে স্তন্দগমিনিরাহুত হরে মামুঞ্চ
মামাহুতং ॥ ২৩ ॥

আপনি সং আপনা হইতে এই বিশ্ব উৎ-
পন্ন হইয়াছে তথাপি ইহা সং নহে (সতের
কার্য হইলেই কি সং হয়? তাহা নহে) যেরূপ
রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রম ও মিথ্যা, যেরূপ কপট
স্বর্ণ (মেকিসোনা) ধাৰী আমাদের কার্য সাধন
হয়, যেরূপ বেদ (আপনার বাক্য) সত্য বলিয়া
আমাদিগকে ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত করে কিন্তু
বাস্তবিক ইহা মুক্তিদাতা নহে (ইহা কেবল
পশুশ্রম ও ভ্রমমাত্র) তদ্রূপ এই জগৎ সত্য
নহে। আপনি অদ্বৈত আপনি সং, পবমানন্দ-
বায়ী আপনার পাদপদ্মকে বন্দনা কবি। হে
হবি! আপনি লক্ষ্মীদ্বারা সর্বতোভাবে স্তুতঃ
আপনার শ্রীচরণে পতিত আমিাকে পরিত্যাগ
করিবেন না ॥ ২৩ ॥

মুকুটকুণ্ডল-কঙ্কণ কিঙ্কিনী পরিণতং কনকং
পবনার্থতঃ। মহদহঙ্কৃতি স্বপ্রমুখং তথা নরহরে-
নর্পরং পরমার্থতঃ ॥ ২৪ ॥

মুকুট, কুণ্ডল, কঙ্কণ, কিঙ্কিনী প্রভৃতি অল-
ঙ্কার যেরূপ প্রকৃতগক্ষে স্বর্ণ। হে নরহরে!
সেইরূপ মহৎ অহঙ্কার আদি সমুদায় যেরূপ
আপনার প্রধান প্রধান কার্য করে, কিন্তু বস্তুতঃ
তাহারা আপনা হইতে ভিন্ন নহে ॥ ২৪ ॥

নৃত্যন্তী তব বীক্ষণঙ্গনগতা কালাস্তভাব-

দিভিভীবান্ সত্বরজস্তুমৌগ্গময়ানুশীলয়ন্তী (২)
বহন। মামাক্রম্য পদা শিরততিভরং সংমর্দ-
য়ন্ত্যাক্তুরং মায়াতে শরণং গতোস্মি নূহরেদ্বামেষ
তাশ্বরয় ॥ ২৫ ॥

তোমার কটাক্ষমাত্র লাভ করিয়া তোমার
মায়া নৃত্য করে এবং কালকর্ম্মানুসারে সত্বরজ-
তম প্রভৃতি বহু গুণময় ভাব প্রকাশ করে।
সেই মায়া তাহার পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া
আমার মস্তকে অতি ভর দিয়া সম্মর্দনকরতঃ
আমাকে পীড়ন করিতেছে। হে নূহরে! আমি
তোমার শরণাপন্ন হইলাম তুমি সেই মায়াকে
নিবারণ কর ॥ ২৫ ॥

দন্তুজাসমিক্ষেণ (৩) বক্ষিতজনং ভোগৈগক-
চিন্তাতুরং সংমুহন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্যোগ-
ক্লমৈ (৪) বাকুলম। আজ্ঞালজ্বিনমজ্ঞমজ্ঞ-
জনতা সম্মাননা সম্মদং দীননাথ দয়ানিধান
পরমানন্দ (৫) প্রভো পাহি মাং ॥ ২৬ ॥

আমি ত্রাস (রেচক পূবক ময়) ছয়ে
বক্ষিত, একমাত্র ভোগবাসনা চিন্তা করি;
সর্বদা মোহভাব প্রাপ্ত হই, বিবিধ উদ্যোগ
করিয়া থাকি সেই পরিশ্রমে ক্রমে ক্লান্ত হই,
আপনার আজ্ঞা লজ্বন করিয়াছি ও অজ্ঞ-
লোকের সম্মানবশতঃ আনন্দিত হই। হে দীন
অনাথ ব্যক্তিকে দয়াকারিন্! হে পবমানন্দ!
হে প্রভো! আমাকে বক্ষা করুন ॥ ২৬ ॥

অবগমং তব মে দিনসাধব ফু বতি যন্ন (১)
সুখাসুখসম্ভবঃ (২)। অবগবর্ণনভাবমথাপি বা
(৩) ন হি ভবামি বথাবিধি কিঙ্কবঃ (৪) ॥ ২৭ ॥

(২৫) প্রকাশয়ন্তী।

(৩) মিবেন ছয়না। (৪) ক্লমৈ: ক্লেশৈ:।

(৫) স্বার্থ: পরমেধর: অজ্ঞ-পক্ষে ক্রীধরসামিন: গুরু:।

(১) যৎ যস্মিন্ জ্ঞানে। (২) বিধিনিবেধাধিকারী।

(৩) এইরূপ রামণীয়ার ১১৫২ শ্লোক ও তাহার টীকার
ভাব।

(৪) রামণীয়ায় ৫৫ শ্লোক এই ভাব।

হে মাধব ! যাহাতে আপনার জ্ঞানলাভ করিতে পারি আমরা এরূপ বিধান করুন। যে জ্ঞান হইলে আমার আর স্তম্ভঃখ (দন্দজ্ঞান) সমুদ্রদে প্রকাশ পাইবে না এবং শ্রবণ বর্ণনা-ভাব থাকিবে না এবং যে প্রকারে আমি দেহী-দিগের বিধিনিষেধাধিকারী হইতে না পারি আমরা এরূপ করুন ॥ ২৭ ॥

ছাপত্যো (৫) বিজুবন্তমনস্ত তে নচ ভবায় গিরঃ প্রতিমৌলয়ঃ (৬) । অয়ি ফলন্তি যতো

(৫) দেবাঃ ।

(৬) গিরঃ প্রতিমৌলয়ঃ প্রত্যয়ঃ এষ মৌলয়ঃ শিরাঃ সিংহাসাং তা গিরঃ বাক্যানি বেদা ইত্যর্থঃ ।

ন ন ইত্যতো জয়জয়তি ভজে তব তং পদম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীধরস্বামিনা বিরচিতং নারায়ণ-স্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥

হে অনন্ত ! ব্রহ্মাদি দেবতা সকলও আপ-নার অন্ত পান না, আপনি প্রতিমৌলিবেদ ও আপনার অন্ত পান না । সমুদায় “নেতি” “নেতি” পূর্বক সমুদায় নিষেধ করিয়া বেদ সকল আপনাতে প্রতিফলিত হন । হে দেব ! জয় জয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক আপনার পাদপদ্ম ভজনা করি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ সম্পূর্ণ ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

পঞ্চদশী ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

বুদ্ধিকর্ষেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈকর্ষনমাধিয়া ।

শরীরং সপ্তদশভিঃ স্বপ্নং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাৎসল্যি প্রভৃতি পঞ্চকর্ষেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ-বায়ু, মন ও বুদ্ধি এই সকলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, এইক্ষেপে সেই আকাশাদি পদার্থের কার্য্য বিবৃত হইতেছে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ষেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু বা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম স্বপ্নশরীর । উক্ত সপ্তদশ অবয়ব সমবেত হইয়া স্বপ্নশরীর উৎপন্ন হয় এই স্বপ্নশরীরকে বেদান্তাদিগ্রন্থে লিঙ্গ-শরীর বলে ॥ ২৩ ॥

প্রাজ্ঞস্তত্ত্বাভিমানেন তৈজসস্বং প্রপদ্যতে ।

হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ক্যাস্তিসমষ্টিত ॥ ২৪ ॥

ইতিপূর্বে যে অনিদ্যা ও মায়াব বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই মালিন্যগুণ পরিপূর্ণ অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত যে জীব বা প্রাজ্ঞ, তিনি লিঙ্গশরীরের অভিমানী, এইজন্ত তাহাকে

তৈজস বলিয়া থাকে, বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়াব অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বর তিনিও লিঙ্গশরীরের অভি-মানী এইজন্ত তাহার নাম হিরণ্যগর্ভ, পরন্তু তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই উভয়েই এক লিঙ্গ-শরীরের অভিমানী বিধায় একরূপ হইলেও এই উভয়ের বিভিন্নতা আছে, যিনি ব্যষ্টিভূত লিঙ্গ-শরীরের অভিমানী তাহাকে তৈজস এবং যিনি সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী তাহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে, হিরণ্যগর্ভ-সমষ্টিরূপ এবং তৈজস—জীব ব্যষ্টিরূপ ॥ ২৪ ॥

সমষ্টিরীশঃ সর্বেষাং স্বাদ্ব্যতাদাস্বাদ্বেদনানং ।

তদ্বাবান্ততোন্তে তু কথাস্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া ॥ ২৫ ॥

লিঙ্গশরীরোপাধীবিষিষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একান্ত-ভাব অবগত আছেন । এই নিমিত্ত সেই হিরণ্য-গর্ভ পুরুষ ঈশ্বরকে সমষ্টি বলে, কিন্তু জীবের ঐরূপ একান্তভাবে জ্ঞান নাই, এই নিমিত্ত সেই তৈজস—জীবকে ব্যষ্টি বলিয়া থাকে ।

হিরণ্যগৰ্ভপুরুষ সমস্ত জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন এবং জীবগুণ পরস্পরকে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান করেন ॥ ২৫ ॥

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে নিরাকার মহাশক্তি হইতে কি প্রকারে সাকার দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি হইল এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বা কার্য্যপদ্ধতি কিঞ্চিৎ বুঝা আবশ্যক ।

উপরোক্ত মহাশক্তি বা মহামায়ার মহাকর্ষণী শক্তি আছে, উহাই মায়ার প্রধান অঙ্গ । এই মহাকর্ষণীশক্তি হইতে অবিদ্যাশ্রিত জীব জগতে মনের বিকাশ এবং গুণভেদে মনের 'একাগ্রতা, প্রেম, ভক্তি, দয়', 'স্নেহ, বাসনা, অনুরাগ, আসক্তি ও তম প্রধান জড়জগতে চৌষকাকর্ষণী, নাধাকর্ষণী, সংশ্লেষণী যোগাকর্ষণী সংযোজনী শক্তির বিকাশ পায় । উক্ত মায়ারাজ্যে আর একটি বিক্ষেপণীশক্তি আছে উহাই অবিদ্যার প্রধান অঙ্গ, মনেব বিক্ষেপণ বিশ্লেষণ ও ভিন্ন ভিন্ন গতি উহার অন্তর্গত । প্রকৃতপক্ষে এই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ হইতেই মানসক্ষেত্রে ধারণা, যুক্তি, নির্বাচন ও বিচার প্রভৃতির ক্রিয়া নিষ্পাদন হয় এই আকর্ষণীশক্তি হইতে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট ও বিক্ষেপণ হইতে বিশ্লিষ্ট হয়, এই বিক্ষেপণশক্তিই মনের চঞ্চলতার একমাত্র কারণ । পূর্বোন্নিখিত মত সত্ত্বগুণযুক্ত চিন্ময়ী মহামায়ার স্বকীয় আকর্ষণীশক্তিপ্রভাবে জ্যোতির্ময় অখণ্ড মহামানসকারে বিবর্তিত এবং রজঃগুণজনিত রাগ বা গুহ্য তেজঃধারা জ্বলিত হন ; উহাই ব্রহ্মাণ্ডের কারণবারি । এই কারণবারিই ব্রহ্মের পুত্র স্থানীয়, এইজন্তই আপো নারায়ণ, যথা আপো নারা ইতি প্রোক্তা, আপো বৈ নর হনবঃ ॥ তা বদন্তয়নং পূর্বে তেন নারায়ণঃ সৃতঃ ॥ বঙ্গার্থ । নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সর্বপ্রাণে প্রসূত বলিয়া অপত্য প্রত্যয়ে জলকে নারা কহে এই নারা ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার

অগ্নন বা আশ্রয় এইজন্তই নারায়ন কহে । এই কাবণ বারি * বিক্ষেপণীশক্তিপ্রভাবে পরমাত্মবৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া চৈতন্তের আভাসে পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব জায় যেন এই মহামানসমধ্যে প্রকটিত হয় । উহা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব জায় বটে কিন্তু মহামনের সহিত পৃথক্ নহে, উহা এই মহামনেরই একটা একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ । এই মহামানস সত্ত্বগুণময়, কিন্তু রজঃগুণ হইতে উহা মহাত্মাবকস্বরূপে স্বয়ং জ্বলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বারিরূপে বিবর্তিত হইলে, তমগুণই উহার পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্রের কারণ হয় অতএব এই মহামানসাত্ম সকল রজঃতমগুণ মিশ্রিত মলিন সত্ত্বময় হওয়ায়, এই পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব জায় পৃথক্ পৃথক্ অহং বিন্দুরূপে বিবর্তিত হয় । এই মলিন সত্ত্বগুণই অবিদ্যা এবং এই পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবই পৃথক্ পৃথক্ কারণ শরীর । এতাব-তায় এই অবিদ্যাই কারণ শরীর প্রতিপন্ন হই-তেছে । উহার মহাকারণই সেই অব্যাক্তামূল্য প্রকৃতি । এই অবিদ্যাকেই চিত্তাকাশ কহে । অতএব অনাদি অনন্ত মহাকাশে চিদাকাশ ও চিত্তাকাশ অবস্থিত আছে । এই চিদাকাশই চিন্মাত্রই সর্বজ্ঞ দ্রব্য এবং চিত্তাকাশই বা কারণ শরীরই চিদবিশেষ প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ নামে বিখ্যাত । এই প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ পুরুষই সূত্র হুঃখ ভোগ করেন । এই ক্ষেত্রজের ভোগেরও ভোগাশ্রয়া দেহের নিমিত্তই পূর্বোক্ত তম-প্রাদান গুণ হইতে জড়াকাশে স্থান পঞ্চভূতের

* এই কারণবারি অর্থে স্থল জল নহে যে নিত্য-বস্ত্ত মহাত্মাবকস্বরূপে স্বয়ং বিশ্লিষ্ট ও জ্বলিত হয় তাহাই কারণবারি উহা আকাশীয় প্রবাহ (Ethereal fluid). যথা তাত্য্যং স সকলাত্ম্যু কিং তুমিক নির্ধমে । মধ্যে বোম দিপন্ডাটা, বপাং স্থানক শাষতং । মনু-সংহিতা ।

বঙ্গানুবাদ । তিনি উর্কে বর্ণ অথ পৃথিবীমধ্যে আকাশ অষ্টদিক ও নিত্য সমুদ্র হাপিত করিলেন ।

বিকাশ হয়। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যেও সৰ্ব্ব ও রজ-
গুণ প্রচ্ছন্নভাবে আছে। ঐ পঞ্চভূতস্থ সৰ্ব্বগুণ
হইতেই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় যথা—
আকাশ শব্দ গুণের আধার, অতএব আকাশের
সৰ্ব্বগুণ (চিদ্বিকாশিনীশক্তি) হইতে কর্ণে-
ন্দ্রিয় (এই কর্ণেন্দ্রিয় অর্থে স্থূল কর্ণ নহে কর্ণের
শব্দ গুণগ্রাহণীশক্তি) এইরূপে বায়ুর সৰ্ব্ব
হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের সৰ্ব্বগুণ হইতে
দর্শনেন্দ্রিয়, রসের সৰ্ব্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয়,
ক্ষিতির সৰ্ব্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি
হয়। ঐ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি সৰ্ব্বগুণের সার-
সংগ্রহ হইতে জীবের মন বুদ্ধিযুক্ত অন্তঃকরণের
বিকাশ হয়। ঐ অন্তঃকরণ যোগে প্রাজ্ঞ আত্মা
সুখ দুঃখ ভোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ অন্তঃ-
করণের বিজ্ঞ ই কারণ শরীরে সৰ্ব্বগুণ; উহাকেই
আনন্দময় কোষ বলে, উহাই আত্মার ভোগ-
স্থান; কিন্তু তম প্রধান হুস্ম পঞ্চভূতের মণি
সৰ্ব্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়সহ বুদ্ধির বিকাশ না
হইলে, তোক্ত্বাভিমानी চিত্তেরও ক্ষুণ্ণ হয় না,
ঐ বুদ্ধিই স্বয়ং কর্তৃত্বাভিমानी হয়। অতএব
আনন্দময় কোষের উপর কর্তৃত্বাভিমानी অহং
তত্ত্বের সহিত নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময়
কোষের এবং লোভ, মোহ, কামক্রোধাদি রিপুর
সহিত সঙ্কল্লাত্মক মনোময় কোষের বিকাশ হয়।
ওদনস্তর-আকাশাদি পঞ্চহুস্মভূতের রজগুণ হইতে
বাক্পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থের কার্য্যকারী
শক্তির অর্থাৎ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এবং
ঐ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টি রজগুণের সারসংগ্রহ
হইতে প্রাণের বিকাশ হয়। ঐ প্রাণ বৃত্তি
ভেদে পঞ্চপ্রকার যথা নিখাস প্রখাস গ্রহণশক্তি,
পরিপাকশক্তি, সর্ল শরীরে রক্তসঞ্চালনশক্তি,
উষ্ণার ও মলমূত্র ত্যাগশক্তি। ঐ কর্মেন্দ্রিয় ও
জীবনীশক্তির সহিত প্রাণময় কোষের বিকাশ
হয়। উপরোক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি পঞ্চ-

কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই সপ্তদশতত্ত্বের নাম
লিঙ্গশরীর। ঐ লিঙ্গশরীর উপরোক্ত মত
বিজ্ঞানময় মনোময় ও প্রাণময় ত্রিবিধ কোষে
বিভক্ত। পূর্বোক্ত প্রাজ্ঞ আত্মা যখন ঐ লিঙ্গ-
দেহাভিমानी হন অর্থাৎ ঐ লিঙ্গ দেহের সহিত
অভিন্ন জ্ঞানে মাথামাথি ভাবাপন্ন হন তখন
তাঁহাকে তৈজস কহে। পরে ঐ পঞ্চভূতের
পঞ্চীকরণ হইতে জীবের স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়।
ঐ পঞ্চীকরণের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত শ্লোকের অমু-
বাদে বিবৃত হইবে। উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে
ভূতের বা উপাদানের পরস্পর নিয়মানুযায়ী
সংযোগ হইতেই স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়। যখন
ঐ স্থূলদেহের সহিত পূর্বোক্ত তৈজসাত্মা অভিন্ন
জ্ঞানে মাথামাথি হন, তখনই তৈজসাত্মা স্থূল
দেহাভিমानी মানব গো, অশ্ব ইত্যাদি নামে
অভিহিত হন।

পূর্বে কথিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ সৰ্ব্বগুণযুক্ত
মহামায়াক্রিয় ও চিন্মাত্রই মায়িক ঈশ্বর, এই
ঈশ্বরই কারণাক্রিয়াদ্বারা প্রথম পুরুষ বা মহাবিহ্ব।
যখন ঐ মায়িক ঈশ্বর মায়ার সাহায্যে মহা-
মানসাকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করেন এবং ঐ
কল্পনাই দ্রবীভূত হইয়া মহামানস মধ্যে বিশ্ব-
ব্রহ্মাণ্ড হুস্মাকারে প্রকটিত হয়, তখন ঐ
মায়িক ঈশ্বরকে হুস্ম জগদাভিমानी হিরণ্য-
গর্ভ কহে এই হিরণ্যগর্ভই গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয়
পুরুষ বা প্রজাপতি ব্রহ্মা, ঐ হিরণ্যগর্ভ মধ্যে
জ্ঞানশক্তিরূপ দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় প্রভৃতি
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়সহ জৈবী-
শক্তি সমস্তই হুস্মাকারে প্রকটিত হয়। পূর্বোক্ত
মহামানসই মহাবুদ্ধিরূপ। সমস্ত হুস্ম জগৎ ঐ
মহামানসমধ্যে অবস্থিত। অতএব পূর্বোক্ত
ব্যক্তি লিঙ্গদেহ ঐ মহামহামনের মধ্য এক
একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন বা মানসান্ স্বরূপ। উহাই
ব্যক্তি লিঙ্গদেহ, প্রভেদের মধ্যে এই যে ঐ হুস্ম

জগৎ হিরণ্যগর্ভের অধীন। হিরণ্যগর্ভ স্বল্প জগতের অধীন নহে। কিন্তু ব্যষ্টি তৈজসাস্থা স্বল্প বা লিপ্যদেহের সম্পূর্ণ অধীন। ঐ মহা-মানসস্থিত স্বল্প জগৎ যখন স্থলাকারে বিবর্তিত হয়, তখন ঐ সমষ্টি স্থল বা জড়জগতের জড়শক্তি সংমিশ্রিত বা জড়াকাশস্থিত আভ্যন্তরীণ চৈতন্যী শক্তিকে বিরাট বা বৈশ্বানর কহে এই বিরাট-পুরুষই কিরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষ নারায়ণ * ঐ বিরাট বা বৈশ্বানর ঐ স্থল জগতের পরিচালক ঐ বিরাট বা বৈশ্বানর স্থল জগতের অধীন নহে। উহাই স্থলজগতের মৌলিকশক্তি, স্থল-জগৎ সম্পূর্ণরূপে ঐ শক্তির অধীন। যেরূপ গুরুত্বমত কারণ জগতে সম্ভবঃ তমগুণের বিকাশ হইলে এবং ঐ রজগুণকর্তৃক দ্রবীভূত কারণবাহী তমগুণের স্বল্প উপদান বা ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত হইলে স্বল্পদেহেব উৎপত্তি হয়। সেইরূপ কার্য্য জগতে জলীয়তত্ত্বের সহিত ক্ষিতি প্রাণীয় তত্ত্ব সংযুক্ত হইলে স্থলদেহের উৎপত্তি হয়। ঐ কাণ বারিষ্ চিদ্বীজ ক্ষেত্রস্থ হইলে জীব, জন্ত ও উদ্ভিদাদির উৎপত্তি হয়। অতএব পৃথিবী পিতৃশক্তি ক্ষেত্রই নাতৃশক্তি। জলই শুক্র ক্ষেত্রই গর্ভাশ্রিত। উহাই সনাতন নিয়ম, উহা কান বস্তু অধীন নহে, বস্তুই উহার অধীন। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুই চিৎশক্তি সেই বস্তুর অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, অতএব ব্যষ্টিজীবের স্থলদেহস্থ চিদাভাব দেহস্থ প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন। ইহার একটি প্রমাণ এই যে মনে কর একটি বিশ্বব্যাপী কল আছে। ঐ বিরাট কলরূপ যেন একটি মহা-কল শাখা, প্রশাখাবিশিষ্ট ও তাহার প্রত্যেক প্রশাখায যেন পত্র পুষ্পের ত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ফল অন্বুরিত আছে, ঐ বিরাট কল

স্বতঃই চলিতেছে, উহার বিরাম নাই। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কলের সর্বসামঞ্জস্য ঐ বিরাট কল ও তাহার শাখা প্রশাখা হইতে সুরক্ষিত হইতেছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের জল কয়লা পরিবর্তন ও সময় সময় ঐ কলের অভ্যন্তরস্থ উপাদানিক ও যান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ও সংশোধন আবশ্যক। ঐ সমস্ত উপাদান ও যন্ত্র সকল মূল কলের অধীন হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলগুলির অধীন নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলগুলি উহা-দিগের অধীন। যেমন তোমার মস্তিষ্কজাত বুদ্ধি বা দেহজাত চৈতন্য তোমার দেহের উপর আধিপত্য কবে। কিন্তু ঐ মস্তিষ্কস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমু বা দেহস্থ জীবাত্মগুলি পৃথক পৃথকভাবে জ্ঞান ও বুদ্ধির ত্রায় কার্য্য করিতে পারে না দেহের অধীনেই দেহস্থ জীবাত্মগুলি কার্য্যানু-বর্তী হয়। উহা দেহের অংশ বা দেহের অধীন। কিন্তু ঐ সমষ্টি মস্তিষ্ক এবং মেরুস্থিত স্নায়ু চক্রস্থ জীবাত্মপুঞ্জের ফলস্বরূপে যে জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হয় ঐ জ্ঞান বুদ্ধিই দেহের কর্তা সেইরূপ সমষ্টি ঐখর প্রকৃতির কর্তা, ব্যষ্টি জীব প্রকৃতির অধীন ও ভোক্তা ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মের মায়া শক্তি ঐ ব্রহ্মের চৈতন্যভাসে মহা-মানসরূপে বিবর্তিত ও তদংশীভূত মনোময় প্রজাপতি বা গ্রহদেবতা সকল বিকাশিত হয় ও তদ্বারা পৃথিব্যাদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঐ মানসমধ্যে প্রকটিত হয়। ঐ মায়াশক্তির ব্রহ্মাভাসরূপ মহা চৈতন্য কর্তা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার কর্ম্ম ঐ কর্ম্মের মধ্যেও কর্তার আভাস আছে। কিন্তু তাহা ঐ কর্ম্মান্তর্গত ও কর্ম্মাবরণে আব-রিত। ঐ কার্য্যের মধ্য দিয়া কার্য্যের অধীনে ঐ আভাস শটন শটন বিকাশিত হয়। ঐ কর্ম্ম-রূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কারণ, স্বল্প ও স্থলভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিশিষ্ট। সূত্রায় আভাস ও ঐ ঐ স্তরান্তর্গত এবং ঐ ঐ স্তরের গুণধর্ম্মী। উপ-

* কার্য্যাবিশিষ্ট, গর্ভোদকশায়ী ও কিরোদকশায়ী বিধ পুরুষের বৈজ্ঞানিক রহস্য পরে বিবৃত হইবে।

রোক্ত দৃষ্টান্তদ্বারা পাঠকগণের একটি ভ্রমসংস্কার জন্মিতে পারে। তাঁহারা মনে করিতে পারে না যে পূর্বোক্ত মত মহাবৃক্ষের শাখা প্রশাখা পত্র ও পুষ্পের ভ্রায় ব্রক্ষের মানসাংশ ও মানসাত্ম (অর্থাৎ জীব) সকলের সহিত সমষ্টির ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভের স্বজাতীয়ভেদ আছে। * বস্তুত তাহা নহে প্রকৃতপক্ষে উহার ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ হইতে কোন অংশে পৃথক নহে বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয় কোনপ্রকার ভেদ নাই। পরস্পর এক অভেদ। উহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত বাক্য মন বা ভাবের অতীত এই জন্ত সর্বোপায়ে সাদৃশ্য কোন দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীতে নাই তবে এইরূপে উহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দেওয়া যাইতে পারে যথা মনে কর কালিদাস তাঁহার মনভাব সাহিত্যে বা কাব্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়া রঘুবংশ কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যে কয়েকখানি কাব্য মানসক্ষেত্রে কল্পনা করিলেন। ঐ প্রত্যেক কাব্য-কল্পনা তাঁহার এক একটা মনন বা চিন্তা (Thought) প্রসূত, ঐ এক এক খানি বিশেষ বিশেষ কাব্যের মনন বা চিন্তা যেমন তাঁহার সাধারণ মন ও বুদ্ধির অংশ এবং ঐ কাব্যের মনন হইতে যে সকল শ্লোক ও শ্লোকাঙ্গত প্রত্যেক পদ তাঁহার মানসাকারে প্রকটিত হয় তাহাও যেমন ঐ বিশেষ মনন বা চিন্তার অংশ অর্থাৎ যেমন এক একটা কাব্যের মনন বা চিন্তাই স্বীয় মানসক্ষেত্রে কতকগুলি শ্লোক ও ঐ শ্লোকাঙ্গত পদ ও পদাঙ্গত অক্ষরে পরিণত হয় ও তাহাই পূর্বোক্তমত কাগজ

* বৃক্ষের সহিত শাখাপত্র পত্র ও পুষ্পের মধ্যে পরস্পর যে অভেদ আছে উহাকে ষগতভেদ কহে। আর বৃক্ষের সহিত সমুদ্রের বা নদনদীর যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। বৃক্ষের সহিত বৃক্ষান্তরের ভেদকে স্বজাতীয়ভেদ বলে।

কালি ও কলম সংযোগে দৃশ্য পুস্তকাকারে বা লিপী আকারে পরিবর্তিত হয়, সেইরূপ যখন এক একটা সৌর জগৎ ও তদন্তর্গত গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবী সৃষ্টির মনন বা চিন্তাকারী সত্তা ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভরূপ মহামানসমধ্যে প্রকটিত হয় তখন ঐ প্রত্যেক মনন (Thought) সেই মহামনের অংশস্বরূপ বলা যাইতে পারে ঐ প্রকটিত মননই স্বক্ষেত্রে (অর্থাৎ ব্রক্ষে মহামানসক্ষেত্রে বা মহৎ ব্রক্ষের মধ্যে) এর একটি সৌর জগৎ ও তদন্তর্গত গ্রহ পৃথিবাদি সৃষ্টির এক একটা বৃহৎ চিন্তাকারী সত্তা (great thinking entity) উহাদিগকেই নবপ্রজাপতি বা নবগ্রহ কহে। †

প্রকৃতপক্ষে ব্রক্ষের মহামানসক্ষেত্রে এর একটি চিন্তাকারী সত্তা বা গ্রহাদির স্বল্পমানসকারী এক একটা প্রত্নপতি মনু উহাদিগকেই গ্রহাধিপতী দেবতা কহে। ঐ স্বল্প মনোদেবতা স্বল্প জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও জৈববল বিশিষ্ট। সমস্ত স্বল্প জীবসত্তা উক্ত গ্রহদেবতার আন্তরিক সত্ত্বামাত্র; উহাই পঞ্চভৌতিক দেহে অল্পপ্রতিষ্ঠা হয়। জড়দেহধারী জীবজন্তুরূপে বিদ্যমান হইয়াছে। কিন্তু যতকাল পঞ্চভৌতিক দেহে দেহে সত্ত্বগুণের বিকাশ না হয় ততকালই জীবজন্তুর মস্তিষ্ক মধ্যে ব্রক্ষের চিন্তাকারী সত্ত্ব বা মানস প্রতিবিম্বিত হয় না, দেহধারী জীব মস্তিষ্কে সত্ত্বময় মানসাত্ম প্রতিবিম্বিত হইলে মানসপুঞ্জের বিকাশ হয় ও জীব মানবরূপে উন্নীত হয়। বাহ্য হউক ব্রক্ষের মানসক্ষেত্রে প্রত্যেক আণবিক সত্ত্ব বা কারণ শরীরস্থিত চিহ্ন (আত্মা) সৃষ্টিগুণের ভ্রায় অবস্থিত অর্থাৎ পূর্বোক্ত মহামানসস্থিত বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ কর্মের কারণ

† পূর্ব পূর্ব কল্পের সৃষ্টাঙ্গাঙ্গ পরকল্পের প্রমাণ বা গ্রহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন ইহার বৈজ্ঞানিক গঢ়রহস্য গ্রন্থ ব্যাখ্যার দ্বাখ্যানে বিবৃত হইবে।

বাবিহু প্রত্যেক চিহ্ন বা জীবাত্ম স্বতন্ত্র পক্ষে
মুদ্রা অর্থাৎ পৃথক অস্তিত্ব অল্পভূত হয় না।
উহা পৃথক অস্তিত্বের বীজমাত্র। যেহেতু
বিশ্বরূপ কর্মের বিকাশ বাতীত তদভ্যন্তরস্থ
চিদাভাসেব বাহ্য বিকাশ অসম্ভব। যখন রজগুণ
(রাগ বা গুহ্যতত্ত্ব) কর্তৃক ঐ মহামানস সমুদ্র
ক্রীড়িত ও বিস্তৃত হইয়া তমগুণপ্রভাবে স্বল্প
পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের বিবর্তিত হয়েন, তখন
ঐ স্বল্প পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রস্থ মলিন সত্ত্বগুণ
হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসহ মন বুদ্ধি ও
বজ্জগৎ হইতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় শক্তিসহ বাষ্টি
জীবের বিকাশ হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত সপ্তদশ তত্ত্ব
রূপ লিঙ্গদেহ পূর্বোক্ত গর্ভোদকশায়ী সূক্ষ্ম
আত্মার স্বপ্নাবস্থার আশ্রয় হয়। পরে পক্ষীকারণ
রূপে স্থলদেহ উৎপন্ন হইলে, ঐ স্থলদেহের সহিত
কৃত স্বপ্নাবস্থা ক্রমে পরিষ্কৃত হয় উহাই আনা-
ব জাগরণ বা চেতন অবস্থা। বালক গর্ভ
হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও তাহার স্বপ্নের ঘোর
পক্ষে না, তৎপরে ক্রমে বাহ্যজগতের সহিত
স্বর্ষণে বাহ্যজ্ঞানের উদয় হয়। ইহা দ্বারা প্রাতি-
ক হইতেছে যে মায়াজগৎ হইতে কর্মরূপ
স্বপ্নরূপের বিকাশ হয়। ঐ মায়াজগৎ রজ-
মনিশিত মলিন সত্ত্বগুণস্থ (অবিদ্যাশ্রিত)
আভাস ঐ কর্ম জগতের মধ্যে ক্রমে ক্রমে
বিকাশিত হইয়া ঐ কর্ম জগতস্থ বিষয়ভোগ
হয়, এবং ঐ বিষয়ভোগের মধ্য হইতে ক্রমে
মন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া অর্থাৎ
কর্ম জগতের সারভূত মন ও বুদ্ধিকে কর্মজগৎ
হইতে পৃথক ও তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত করিয়া স্বীয়
স্বাধীন করবেন। যেমন মহাসমুদ্রস্থ দ্বীপের
আধার ঐ সমুদ্র, আবার ঐ সমুদ্রস্থ জলকণা
শিশির বরফাকারে ঐ দ্বীপস্থ পর্বতাদিতে
পতিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতে তদনন্তর নদীতে
পরিণত হইয়া ক্রমে ঐ সমুদ্রের সহিত মিলিত

হয়, সেইরূপ জড়জগতের আশ্রয়ে ব্রহ্মাণ্ডবিক
সত্ত্বা জীব চৈতন্যরূপে পরিণত হইয়া পুনঃ ব্রহ্মে
মিলিত হয়। যেমন শিশির বরফ নদী প্রভৃতির
আধার পৃথিবী এবং পৃথিবীর আধার মহাসমুদ্র
সেইরূপ জীব চৈতন্যের আধার জড়দেহ ও জড়-
জগতেব আধার ব্রহ্মচৈতন্য। আবার নদী যেমন
পৃথিবীর বক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া মহাসমুদ্রে
মিলিত হয়, জীবচৈতন্যও সেইরূপ জড়দেহের
আশ্রয়ে ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত একীভূত হয়।
উহা বেদান্তভাষ্যের বলিতে হইলে জীবাত্মা, রজ-
তমগুণ হইতে সর্বকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার
মলিনত্ব দূর বা অবিদ্যা ধ্বংস করিয়া বিশুদ্ধ, সত্ত্ব-
ময়ী বিদ্যাক্রপ পল্লীর সহিত মিলিত ও একীভূত
হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হন, অবিদ্যা ধ্বংস
হইলে জীবাত্মা মায়ায় বশীভূত থাকে না।
ঈশ্বরের আশ্রয় মায়ী তাঁহার বশীভূত হয়, তখন
ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার নিকট ইন্দ্রজালের
আশ্রয় মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। ইহা বিবর্তবাদ
হইলেও পরিণামবাদের বিরোধী নহে। পরি-
ণামবাদের ভাবগা এই, যেমন দুগ্ধ দধিতে দধি
দগুস্বর্ণদ্বারা তর্কবা ও নবনীতে পরিণত হয়
নবনী হইতে স্নাত উৎপন্ন হয়, ইহাই পরিণাম-
বাদ আর শুদ্ধিতে রজত, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানই
বিবর্তবাদ; উভয় দৃষ্টান্ত বিষয় বিরোধী হই-
লেও প্রকৃতপক্ষে বিরোধী নহে, যেহেতু স্বরূপ-
জ্ঞানের নিকট এই দৃষ্ট জগৎ ভ্রম ও মিথ্যা বাটে,
কিন্তু এই জগৎ মিথ্যা হইলেও বালকের ক্রীড়া
বা অর্থশূন্য ইন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল নহে, এই
মিথ্যা কর্ম হইতে সত্য পরমার্থজ্ঞানের বিকাশ
হয়, দুগ্ধরূপ স্বল্প পঞ্চভূতস্থ মলিন সত্ত্বগুণ
হইতে দধিরূপ যেমন বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ঐ দধি
বাহ্যজগতের ক্রিয়ারূপ দগুস্বর্ণদ্বারা তর্কবা-
রূপ স্থলমন বুদ্ধি পরিত্যক্ত এবং উহার সারাংশ
নবনীরূপ তত্ত্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

পরে উহা স্থায়ী ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমাত্মার অঙ্গীভূত হয়। অবশ্যই দুষ্কৃত্যে পরিণত হইলে ঐ দ্ব্যত-নশব্দে দুষ্কৃত্য দখি মিথ্যা, দ্ব্যতই সার সত্য প্রতীক-মান হয়, অতএব বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ পরস্পর অসামঞ্জস্য নহে। যাহা হউক উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকৃততত্ত্ব এবং সৃষ্টির গূঢ়রহস্য ভেদ হইল। এক্ষণে মায়া সং ও অসং নহে, অনির্লচনীয এই বাক্যের তাৎপর্য উক্ত রহ-স্মান্তেদের মধ্যেই আছে যেহেতু মায়া স্বয়ং সং নহে তাহা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ মায়া কে দুইটা কারণে অসং বা মিথ্যাও বলা যাইতে পারে না, প্রথমতঃ মায়া হইতে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়, ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই বিশ্বের সাহায্যেই বৃদ্ধির বিকাশ হয়; এ বৃদ্ধিতে পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রতিভাত হইলে ঐ বৃদ্ধি কর্তৃকই তাহার জননী অবিদ্যারূপ চিত্তাকাশের ধ্বংস ও তৎপরিবর্তে বিদ্যারূপ চিত্তাকাশের বিকাশ হয়। ঐ চিত্তা-কাশ চিন্ময় ব্রহ্মের সহিত মিলিত ও একাকার হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ অবিদ্যাকল্পান্তব্যাপী মায়া স্থায়ী মুক্তির পূর্বপর্যন্ত অবিদ্যার সীমা অর্থাৎ রজ তমগুণ মিশ্রিত মলিন সত্ত্বগুণই অবিদ্যা, ঐ অবিদ্যা দ্বারা জীব বন্ধ থাকে বা জীবের দ্রাস্তা জ্ঞান থাকে, সত্ত্বগুণেব মলিনত্ব দ্বং হইলেই অবিদ্যা ধ্বংস ও জীবাত্মা সর্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়, কিন্তু মায়া কখনই ধ্বংস হয় না। জীবমুক্ত হইলে মায়া তাহা অধীন হয়, এমন কি প্রলয়কালেও মায়া জগতের বীজ-শক্তিরূপে পরব্রহ্মে লুকাইয়া থাকে, অতএব ব্রহ্মের প্রকৃতিই মায়া, অবিদ্যা মায়ার একটা অবস্থাবিশেষ কিন্তু মায়া স্থায়ী; এই জন্ত উহাকে অসং বলা যায় না। অনির্লচনীয বলার তাৎ-পর্য্য এই যে মায়া নির্ণয় করিতে হইলে ঈশ্বরের উপরে পৌছিতে হয়, যেহেতু ঈশ্বর মায়ার

অধীন না হইলেও, মায়ার সহিত সংভূত। মায়া প্রয়োজন না হইলে ঈশ্বরের ও জীবের প্রয়ো-জন অভাব হয়, অতএব এই মায়ার কারণ নির্ণয় জীব দূরে থাকুক ঈশ্বরের পক্ষেও অসাধ্য, অতএব উহা অনির্লচনীয অর্থাৎ বাক্যের অতীত। মায়াই ব্রহ্মের প্রকৃতি, এই প্রকৃতি হইতে কর্মের বিকাশ হয়। কর্ম জগতের মধ্য দিয়াই যখন জীবচৈতন্যের বিকাশ হয় এবং বিষয়ই যখন কর্মের অঙ্গ তখন বিষয় প্রতিবন্ধকই জীবের স্বভাব, উহা ব্রহ্মের বা মুক্তাত্মার প্রতি-বন্ধক নহে। অতএব তিনি তাঁহার প্রতিবন্ধক হইবেন কেন? যাহা হউক উপরোক্ত প্রশ্নে মীমাংসা হওয়ায় পূর্বোক্তাধিতমত গ্রন্থোক্ত ষড়্বিংশ হইতে অষ্টচত্বারিংশ শ্লোক ও প্রত্যেক শ্লোকের সকল তাৎপর্য্যার্থ নিয়ে যথাক্রমে ব্যাখ্যাত হইবেক, ভরসা করি শিক্ষিত পাঠকগণ উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

তদ্ব্যগায় পুনর্ভোগ্যভোগ্যতনজন্মানে।

পক্ষীরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ২৩
দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্বা প্রথমং পুনঃ ॥

স্বপ্নেতের দ্বিতীয়াংশৈর্যোগ্যজনাং পঞ্চ পঞ্চ তেতাং
বঙ্গানুবাদ। এই স্থলে শিশুশরীর ও তদু-পাধিবিশিষ্ট তৈজস জীব বা প্রাজ্ঞ এবং হিংস্র-গর্ভ ও ঈশ্বরের বিষয় কথিত হইল। এইক্ষ-স্থলশরীর বিবরণার্থ প্রথমতঃ পঞ্চমহাত্ম্যে পক্ষীকরণ নিরূপিত হইতেছে। জগৎকর্ত্তা জগদী-শ্বর পূর্বোক্ত তৈজসজীবের ভোগার্থ অন্নপানাদি ভোগ্যবস্তু ও সেই ভোগের আশ্রয়স্থানস্বরূপ জরায়ুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বি-শরীরের উৎপাদনার্থ আকাশ, বায়ু, তেজঃ অপ্ ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চাত্মকস্বরূপে সংযোজিত করিলেন। ঐ পঞ্চ পঞ্চ অংশের বিবরণ পশ্চাৎ উক্ত হইবে

ভগবান্ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চ
পঞ্চ অংশে বিভক্ত করিয়া জ্বায়ুজাদি চতুর্বিধ
শরীর উৎপাদনের বিধান করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

পঞ্চীকরণ যথা—প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চ-

ভূতের প্রত্যেককে সমান ছইভাগে বিভক্ত
করিয়া তদনন্তর এই দ্বিধা বিভক্ত অংশের এক
এক অংশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সেই
প্রত্যেক চারি অংশেব স্রীয় স্রীয় অর্দ্ধাংশ পবি-
ভাগপূর্বক অত্র চারিভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ
অর্দ্ধ অংশেব সতিত এই চারিভাগের এক এক
অংশ যোগ করিলে আকাশাদি পঞ্চভূত
প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করা হইল
ইহাকেই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ বলে ॥ ২৭ ॥

তৈবগুপ্তত্ব ভুবনভোগ্যভোগীশ্রয়োদ্বয়ঃ ।
হিবণ্যগর্ভঃ স্থলোহস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ ।
তৈজসা বিশ্বতাং জাতা দেবতীর্থ্যও নবাদয ॥ ২৮ ॥
তে পরাগর্দর্শিনঃ প্রত্যাকতত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ ।
কূর্দন্তে কর্মভোগায় কর্ম কর্তৃঞ্চ ভুঞ্জতে ॥ ২৯ ॥
নদ্যাং কীটঃ ইবাবর্তাদাবর্তাস্তবমান্ত তে ।

বজ্রস্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নিবৃতিম্ ॥ ৩০ ॥
বস্মাদুবাদ । সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চ আকাশাদি
পঞ্চভূত হইতে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন
হইল এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূলোকাদি পাতাল-
পাথ্য চতুর্দশ ভুবন জন্মিল । সেই সকল
ভুবনে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্যপদার্থ সকল ও সেই
সই ভোগ্যবস্তু উপভোগের উপযোগী জরায়ু-
দি অনেক প্রকার শরীর সমুৎপন্ন হইল ।
এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ এই অশেষ ব্রহ্মাণ্ড
ষ্টি করিয়াছেন । এই প্রকারে স্থলশরীর সৃষ্টি
বৃত্ত হইল ; এক্ষণে সেই স্থলশরীরের সমষ্টির
ভিমানে যে হিবণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তাঁহার
বশানর বা বিরাটপুরুষ এই ছইটি নাম হইয়া
কে এবং ব্যষ্টিশরীরের অভিমানে তৈজস বা
জি জীবকে বিশ্ব বলা হয় । এই বিরাটপুরুষ

ও বিশ্বসংজ্ঞকের বিশেষ বিবরণ কথিত হই-
তেছে । পূর্বকথিত স্থলশরীরের সমষ্টিতে
বিদ্যমান যে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ তাঁহাকে সেই
স্থলশরীর অভিমানে প্রযুক্ত বৈশ্বানর বা বিরাট-
পুরুষ বলা যায় এবং ঐ স্থলশরীরের ব্যষ্টিতে
বিদ্যমান যে তৈজস জীবগণ তাহাদিগকে সেই
স্থলশরীরের অভিমানে হেতু দেব, মনুষ্য, গো,
অথ প্রভৃতিময় বিশ্ব বলিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানবর্জিত বিশ্বশব্দ প্রতিপাদ্য
জীবসমূহের সংসারাবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে ।
তত্ত্বজ্ঞান রহিত ও আত্মদর্শন বিমুখ উক্ত দেব
মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ সর্বদা সংসারের সুখদুঃখ
ভোগেব নিমিত্ত সদসংকর্ম প্রবৃত্ত হইয়া নানা-
প্রকার কর্ম্মকুঠান করিয়া থাকে । পুনর্বার ঐ
সকল অহুষ্টিত কর্ম্মের সুখদুঃখাদি ফলভোগ
করিতে কবিত্তে অত্যাশ্রয় সদস্য নানাবিধ কর্ম্মে
প্রবৃত্ত হয় । এইরূপে মুঢ় অনাশ্রয়দর্শী জীবগণ
পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারে জন্মপরিগ্রহ
করিয়া স্রীয় অহুষ্টিত সুখদুঃখাদি কর্ম্মের ফল-
ভোগ করিতে থাকে, তাহারা কদাচ কর্ম্মফল
ভোগেব আশা পরিত্যাগপূর্বক কোন প্রকারে
সংসার অতিক্রম করিয়া নিবর্তিত্য সুখলাভ
করিতে পারে না । যেমন কীটাদি ক্ষুদ্র জীব
নদী প্রভৃতিব আবর্তে পতিত হইলে সেই
আবর্তেই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে এবং
কদাপি এক আবর্ত হইতে অত্র আবর্তে পতিত
হয় । কিন্তু কোনকালেও স্বয়ং সেই আবর্তভূমে
অতিক্রম করিয়া উঠিতে কিম্বা নিবৃতিরূপ সুখ-
লাভ করিতে পারে না । সেইরূপ অনাশ্রয়দর্শী
তত্ত্বজ্ঞানবর্জিত জীবগণ কর্ম্মকুঠান অতিক্রম
করিয়া সংসার হইতে নিষ্কতি পাইতে পারে না ।
তাহারা যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মফল
ভোগের নিমিত্ত পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে ।
আবার এই জন্মে গুণদগ্ধার্জিত ফলভোগার্থ

যে সকল কৰ্ম্মাচুতান করে, সেই সকল ফল-
ভোগার্থ পুনৰ্কার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়।
এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন জীবগণ পুনঃ জন্মমৃত্যুব
অধীন হইয়া এই সংসারেই বিলিপ্ত থাকে,
কখনও সংসার হইতে অব্যাহতি পায় না ॥২৯-৩০॥
সংকৰ্ম্ম পরিপাক্যং তে কৰুণানিধিনোদ্বিতাঃ ।
প্রাপ্যভাবতরুচ্ছায়াং বিশ্রামান্তি যথাসুখম্ ॥৩১॥
উপদেশমবাপ্যবগাচাৰ্য্যাং তত্ত্বদর্শিনঃ ।
পঞ্চকোষ বিবেকেন লভন্তে নিবৃত্তিঃ পরাম্ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ । পূৰ্বে জীবের সংসারপত্তি
বিবৃত হইয়াছে, এইক্ষণে কিরূপে জীবের সংসার
নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা নিরূপিত হইতেছে।
কোন কীট নদীর আবর্তে পতিত হইয়া জল-
পাকে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময় যদি সেই
কীটের পূৰ্ব্বেপথ্যবলে কোন দয়ানান্ ব্যক্তি
তাহা দর্শন করিয়া ঐ কীটকে উদ্ধার করিয়া
দেয়, তাহাইলে যেমন ঐ কীট নদীর তীরস্থ
ভরুর ছায়া প্রাপ্তান্তে বিশ্রাম সুখলাভ কবে।
সেই প্রকার অনানুদর্শী সংসার আবর্তে পতিত
ব্যক্তি যদি কোন রূপানিধান পুণ্যাত্মা মহাশয়
সদগুরুর সন্মর্শন পায় এবং সেই জীবের পূৰ্ব্ব-
জন্মার্জিত স্মৃতিপ্রভাবে সেই কৰুণাময় গুরু-
দেব রূপা করিয়া তাহাকে আত্মতত্ত্ব প্রদানপূৰ্ব্বক
অগ্নিময়াদি পঞ্চকোষের বিচারদ্বারা সচুপদেশ
প্রদান করেন, তাহাইলে সেই অনানুদর্শী
জীব সেই ব্রহ্মতত্ত্ববিদ আচার্য্যের সচুপদেশ
প্রভাবে ঐ পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথকরূপে
জানিয়া সেই পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষ
পদ লাভপূৰ্ব্বক সৰ্বদা পরম সুখভোগ কবিতে
থাকে। তাহাকে আর সংসারে পতিত হইয়া
পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি যন্ত্রণাভোগ করিতে
হয় না। কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পরাৎ-
পর পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাব লাভ করিয়া
নিমিত্ত নিত্যানন্দ সমুভব করিতে থাকে,

কখনও তাহার সেই অনিৰ্ব্বচনীয় সুখের বিরাম
হয় না ॥ ৩১-৩২ ॥

অগ্নং প্রাণো মনোবুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ
তে। কোষান্তেষাবৃত্তঃ স্বাত্মা বিশ্বাত্মা সংসৃতি
ব্রজেৎ ॥ ৩৩ ॥

ত্ৰাং পঞ্চীকৃতভূতোথো দেহঃ স্থলোহ্ন-
সংজ্ঞকঃ। লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ
কৰ্ম্মজ্জিহ্বৈঃ সহ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । পূৰ্ব্বশ্লোকে কেবল পঞ্চ-
কোষের নাম মাত্রের উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণে
সেই পঞ্চকোষ সবিস্তর বর্ণিত হইতেছে।
অগ্নময়, প্রাণময়, মনোগয়, বুদ্ধিমানময় এবং
আনন্দময় এই পঞ্চপ্রকার কোষ আছে। এই
পঞ্চপ্রকার কোষ আত্মার আবরণরূপ। যেমন
কীটগণ (গুটীপোকা) কোষনিৰ্ম্মাণ করিয়া
সেই কোষের মধ্যে অবস্থানপূৰ্ব্বক নানাপ্রকার
ক্লেশভোগ করে; সেইপ্রকার আত্মা পঞ্চকোষ
আবৃত হইয়া স্বরূপের তত্ত্ব পরমতত্ত্ব বিমুক্ত
পূৰ্ব্বক সংসারে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া থাকে।
যাবৎ সেই কীট কোষভেদ করিয়া বহির্গত
হইতে না পারে, তাবৎ যেমন তাহার ইত্যতঃ
পরিভ্রমণের ক্ষমতা থাকে না, দিবারাত্র সেই
কোষमध्ये আবদ্ধ থাকে। সেইপ্রকার আত্মা
যাবৎ পঞ্চকোষ হইতে অতীত হইতে না পারে,
তাবৎ স্রী তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।
পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্মমরণাদিজনিত
বিবিধ যন্ত্রণাভোগে জড়িত হইয়া আবদ্ধ হইতে
থাকে, কোনরূপেও সংসার হইতে পরিপ্রাণ
পাইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

এইক্ষণে সেই পঞ্চকোষের স্বরূপ ক্রমশঃ
বর্ণিত হইতেছে। পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত
হইতে যে পঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়,
তাহাকে অগ্নময় কোষ বলে, ঐ কোষ অদ্বারা
বর্দ্ধিত হয়। লিঙ্গশরীরের মধ্যগত পঞ্চভূতের

রাজোপাধি হইতে সমুৎপন্ন বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সমন্বিত যে পঞ্চপ্রাণ আছে তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে, যে শক্তিদ্বারা সেই সকল কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-শক্তি প্রকাশ হয় ॥ ৩৪ ॥

সাবিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাংকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ ।

তৈরেব সাংকং বিজ্ঞানময়োদীর্ঘনিশ্চয়াত্মিকা ॥ ৩৫ ॥

কারণে সত্ত্বমানন্দময়োমোদাদিবৃত্তিভিঃ ।

তত্ত্বং কোবৈষস্ত তাদাত্মাদাত্মা তত্ত্বময়ো ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । আকাশাদি পঞ্চভূতের সঙ্ক-
লনের কার্যস্বরূপে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা
ও ত্বক্ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সমন্বিত যে সংশয়া-
য়ক মন তাহাকে মনোময়কোষ বলিয়া থাকে ।
যাহাদ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিত হয় । এবং উক্ত
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্তমান যে নিশ্চয়াত্মক
বুদ্ধি, তাহার নাম বিজ্ঞানময়কোষ, যিনি কর্তা
স্বরূপে জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ কবেন ॥ ৩৫ ॥

পূর্বোক্ত কাবণ শরীরে যে অবিদ্যা বিদ্যা-
মান আছে, সেই অবিদ্যার কার্যস্বরূপ প্রীতি,
আমোদ প্রভৃতি যে কতিপয় বৃত্তি আছে,
তাহাদিগের সহিত বর্তমান যে মনিন সঙ্কলণ,
তাহাকে আনন্দময়কোষ বলে । আত্মা এই
পঞ্চকোষের প্রত্যেকের অভিমান করিয়া থাকে,
এই নিমিত্ত আত্মাও সেই সেই কোষ শব্দে অভি-
হিত হইয়া থাকে । আত্মা অন্নময় কোষের
অভিমানী এইহেতু তাহাকে প্রাণময় বলে ।
সেই আত্মা মনোময় কোষের অভিমানী, অত-
এব তাহাকে মনোময় বলা যায় । উক্ত আত্মা
বিজ্ঞানময় কোষের অভিমানী, সুতরাং সেই
আত্মা বিজ্ঞানময় শব্দের প্রতিপাদ্য হয় এবং
ঐ আত্মা আনন্দময় কোষের অভিমানী এই
নিমিত্ত আত্মাকে আনন্দময় বলা যায় । এই-
রূপে এক আত্মাকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়,
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় বলা যায় ॥ ৩৬ ॥

অময়ব্যতিরেকাত্মাং পঞ্চকোষবিবেকতঃ ।

স্বাত্মানং তত উচ্ছৃভ্য পরংব্রহ্ম প্রপদ্যতে ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । যেক্রমে পঞ্চকোষাভিমানী
উপাধিবিশিষ্ট আত্মার সহিত নিরূপাধি নির্ভণ
পরংব্রহ্মের ঐক্যভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা
বিবৃত হইতেছে । অময়মুখী (১) ও ব্যতি-
রেকীমুখী (২) অল্পমানদ্বারা অল্পময়াদি পঞ্চ-
কোষেব বিচার করিয়া যথার্থ বিবেচনাপূর্বক
পঞ্চকোষাভিমানী আত্মাকে পঞ্চকোষ হইতে
পৃথক্ করিয়া তাহার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব নির্ণয়
কবিলেই অর্থাৎ আত্মা নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ
স্বরূপ ইহা নিশ্চিত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূ-
পের কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না, সর্বপ্রকারে
আত্মা ও পরমব্রহ্ম এক বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং
আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব প্রতিপন্ন হইতে
আর কোন বাধা থাকে না । যাহাদিগের উক্ত
অময় ও ব্যতিরেকাল্পমানদ্বারা যথার্থ বিচার করি-
বার ক্ষমতা জন্মিয়াকে তাহারা অনায়াসে আত্মার
সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব অনুভব করিয়া তত্ত্ব-
জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

উপবোধে কবিতাগুলির স্থল ভাষ্যপূর্ণ্য এই
যে, স্থলপঞ্চভূত ক্রিতি, জল, তেজ, বায়ু ও
আকাশ ইহা পরম্পর সংযোগে জীবের স্থল-
দেহের উৎপত্তি হয়, চর্ম্ম মাংস ও অস্থি কঠিন
ক্ষিতিজাতীয়, রস, রক্ত ও শুক্র প্রভৃতি দ্রব-
জলজাতীয়, পিত্ত, জঠোরাসি প্রভৃতি উষ্ণ
তেজজাতীয়, কুসুমসেব ক্রিয়া এবং সর্পশরীরে
(শিরা ধমনী সংযোগে) রক্তের গতি, মানবীয়
গতি, ভূতদ্রব্যের পাকক্রিয়াগতি, শুক্রের গতি,
মলমূত্রাদির গতি ইত্যাদি শরীরের সমস্ত গতি-
ক্রিয়া বায়ুজাতীয় এবং শরীর গহবরে যে সকল
শূন্যময় স্থান আছে উহাই আকাশজাতীয়
ঐ শূন্যময় স্থানে শব্দগুণ আছে । ঐ শব্দগুণ
আছে বলিয়াই আকাশ স্থলভূত মধ্যে গণ্যনীয় ।

প্রকৃতপক্ষে আকাশ স্থলভূত নহে, আকাশেই স্বল্প পঞ্চতন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গুণ) অবস্থিত আছে। আকাশস্থ ঐ পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পরমাণু হইতেই স্থল পঞ্চভূতের উৎপত্তি। ঐ পঞ্চভূতের পূর্বোক্ত পঞ্চীকরণ অর্থাৎ সংযোগ হইতেই স্থলদেহ উৎপন্ন হয় * কিন্তু স্বল্প বা লিঙ্গদেহের উৎপত্তি বাতীত স্থলদেহের উৎপত্তি হইতে পারে না, স্থলদেহ লিঙ্গদেহের আচ্ছাদন বা স্থলাবরণ মাত্র। সাধারণতঃ যে অর্থে আবরণ ব্যবহৃত হয় সে অর্থে আবরণ নহে। স্বত্রের সহিত বস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ লিঙ্গদেহের সহিত স্থলদেহের সেইরূপ সম্বন্ধ একপ্রকারে বলা যাইতে পারে। ঐ লিঙ্গদেহ স্থলদেহের সহিত ওতপ্রোতভাবে অমুস্থাত বা গ্রথিত আছে, লিঙ্গদেহের অভাব হইলে স্থলদেহে জীবশূন্য হয়। ঐ লিঙ্গদেহ প্রকৃতপক্ষে দুইটা স্তরে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম স্তর ক্রিয়াময় দ্বিতীয় স্তর ইচ্ছা ও জ্ঞানময়, প্রথম ক্রিয়াময় স্তরটীক নাম প্রাণময়কোষ, দ্বিতীয় ইচ্ছা ও জ্ঞানময় স্তরের নাম যথাক্রমে মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। পূর্বোক্ত স্বল্প পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের যে রজোগুণ (অর্থাৎ) প্রযুক্তি ও ক্রিয়োদ্দীপনীশক্তি) আছে তাহা হইতেই স্বল্প প্রাণময় কোষ উৎপন্ন হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত যথা, ১ নিশ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া, ২ পরিপাকক্রিয়া, ৩ মলমূত্র নির্গমনক্রিয়া, ৪ উদ্বারক্রিয়া, ৫ সর্পি-শরীরে রক্তসঞ্চালনক্রিয়া। উক্ত প্রাণময়কোষই স্থলশরীরের জীবনীক্রিয়া, উহা স্থলশরীরের সহিত সম্পূর্ণ সংস্থষ্ট এবং ওতপ্রোতভাবে

০ উপরোক্ত চন্দ্র, মাংস, রক্ত, শুক্র, পিত্ত, বায়ু, প্রভৃতি শরীর সমস্ত উপাদানই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তবে যে উপাদানে যে ভূতের বর্ণ অধিক সেই উপাদান সেই জাতীয় বর্ণিত হইয়াছে।

অমুস্থাত। স্থলদেহ বর্ণনাকালে যে দেহস্থ রক্ত, মাংস, পিত্ত এবং বায়ু প্রভৃতির বিষয় কথিত হইয়াছে উহাদিগের স্থলাবস্থা অর্থাৎ আপাদ-মস্তক সমস্ত দেহব্যাপী যে একটি অচ্ছিন্ন জীবানু গ্রথিত স্বত্র বা স্বত্রবৎ শ্রোত বিস্তৃত ও প্রবাহিত আছে তাহাই প্রাণময়কোষ, উহা এই অন্নময় স্থলদেহের মধ্যে অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ধমনী, স্নায়ু, অন্ন, ইন্দ্রিয়, হৃদ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গেই মধ্যে জীবানুগ্রথিত স্বত্রের ত্রায় অমুস্থাত ও স্বল্প স্বচ্ছ দ্রবীর শ্রোতের ত্রায় প্রবাহিত আছে। (প্রকৃতপক্ষে উহা জীবানু গ্রথিত স্বত্র। ঐ জীবানুগ্রথিত স্বত্র হইতে সমস্ত শারীরিক স্বল্প বস্তু (Organ) নির্মিত হইয়া স্থলভূত সংযোগে পৃষ্ঠ ও স্থলদেহাকারে পরিণত। প্রকৃতপক্ষে উহাকে স্থলদেহের সারংশ বলা যাইতে পারে। মনু স্মৃতিতে জীব তিনভাগে বিভক্ত বধা ভূতাত্মা, মহৎ ও ক্ষেত্রজ। আমাদের বর্ণিত উপরোক্ত অন্নময় ও প্রাণময়কোষই মহৎ ভূতাত্মা। মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষই মহৎ এবং আনন্দময় কোষই ক্ষেত্রজ। মনুর ঐ বিভাগটী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত (ভূতাত্মা, Elemental Soul, মহদাত্মা Intellectual Soul, ক্ষেত্রজ, Spiritual Soul), কিন্তু পঞ্চদশীর উপরোক্ত তত্ত্ববিভাগ বেদসম্মত এবং অতীত-স্বল্প। উহার মধ্যে যে গুণ বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব অস্বনিহিত আছে তাহা ক্রমেই পরিপুষ্ট হইবে। ভূতাত্মাশব্দ পরিভাষিক সাধারণ সংজ্ঞামাত্র। বৃক্ষ, পর্বত, ধাতু এমন মৃত্তিকা বা সামান্য বালুকাকণারও আত্মা আছে। যাহাদিগকে আমরা জড়পদার্থ বলি প্রকৃতপক্ষে তাহারাও জীবতত্ত্ব নহে; তাহা বলিয়া ঐ জড়পদার্থে যে জীবতত্ত্ব গুহ্যভাবে আছে তাহাকে প্রাণময়কোষ (Animal Soul) বলা

যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে জড়পদার্থে প্রাণময়কোষের বিকাশ হয় নাই। অবশ্যই সৃষ্টি ক্রমাহুসারে অর্থাৎ সূক্ষ্মজগতের ক্রমবিবর্তনের নিয়মাহুসারে জড়পদার্থ উদ্ভিদে, উদ্ভিদে কীটপতঙ্গ, কীট, পতঙ্গ পর্ষাদিতে বিবর্তিত ও ক্রমে জড় রাজ্যের অক্ষুট জীবন্ত জীবরাজ্যে প্রাণময়-কোষে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত (বস্তুর) যে একটি রাসায়নিক ক্রিয়া আছে এই রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা দৃশ্যতঃ এক বস্তু অত্র বস্তু আকারে বিবর্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সংযোগে তাহাদের বিভিন্ন গুণ উৎপন্ন হয়, এই গুণের মূল অমুসন্ধান করিতে হইলে বস্তুর আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ বিক্ষেপণই উহাব মূল কারণ বলিয়া প্রতীত হয়। এই আকর্ষণ বিক্ষেপণ আভ্যন্তরীণ তেজের ক্ষুব্ধ ও বিকীরণের ফল ভিন্ন ভিন্ন কিছুই নহে। যেহেতু আভ্যন্তরীণ তেজ ক্ষুরিত হইয়া বস্তুর অন্তর উষ্ণ হইলে বস্তুর অণু সকল বিস্ত্রিত ও কঠিন বস্তু দ্রবত্বে, দ্রববস্তু বাষ্পত্বে বাষ্প অণু পরমাণুত্বে পরি-ণত হয়, এই তেজের ক্রম বিকীরণ ও বহিকরণ-হেতু শীতল হইলে পরমাণু সকল সংশ্লিষ্ট হইয়া বাষ্পত্বে, এই বাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হইলে মেঘ বা জলাকাবে ও জল কঠিন বরফাকারে পরিণত হয়। ইহাদ্বারা আভ্যন্তরীণ তেজই যে সংশ্লেষণ বিক্ষেপণ ও রূপান্তরে আকর্ষণ বিক্ষেপণের মূল কারণ তাহা প্রমাণিত হইতেছে, উক্ত তেজ-গতি (Motion) হইতে ক্ষুরিত হয়, এই গতিই আকাশের প্রবাহ (Ethereal fluid) বা বিশ্ব পিতাব মহা নিখাস। এই গতি হইতে আকাশীয় পরমাণুর মধ্যে কম্পন ও তাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় ও তাহা বায়ু কর্তৃক বাহিত হইয়া এই শব্দের বিকাশ হয়। আবার এই কম্পন হইতে যে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ হয় তাহা হইতে তেজ বা উষ্ণতার ক্ষুরণ এবং জ্যোতির বিকাশ;

এই জ্যোতি-বা আলোই রূপ কিন্তু এই গতি অতি দ্রুত হইলে বস্তুর আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ অধুত হয় না, স্নতরাং তেজ ও জ্যোতির বিকাশ হইতে পারে না এবং তেজের বিকাশ না হইলে বস্তুরও বিকাশ হয় না। এতাবতায় প্রমাণিত হই-তেছে যে গতিই বিশ্ব পিতার নিখাস ও জগতের মহাপ্রাণ। এই গতি এবং তদুৎপন্ন তেজ হইতেই বস্তুব সংযোগ বিয়োগ সংশ্লেষণ বিক্ষেপণ আক-র্ষণ, বিক্ষেপণ, রাসায়নিক ক্রিয়া ও গুণের বিকাশ এবং তাহা হইতে বস্তু শক্তির ক্রম বিকাশ এবং জীবত্বের ক্রম পরিক্ষুট হইতেছে। ভৌতিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সকল সংযুক্ত হইয়া যে রাসায়নিক ক্রিয়া ক্ষুরিত হয়, উহা বস্তুর আভ্যন্তরীণ গতি ও ক্রিয়াশক্তির পরিচায়কমাত্র। জড়পদার্থ অপেক্ষা উদ্ভিদ রাজ্যে উপাদান সকল ক্রমে অধিক রূপান্তর ও সংযোগহেতু ক্রিয়া শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষুরিত হওয়ায় এই ক্রিয়াশক্তির অপেক্ষাকৃত দীর্ঘভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী বিকাশ হয়। চুণ হরিদ্রা একত্র করিলে ভিনাকারে পরিণত হইয়া যায় এবং সোডা অ্যাসিড একত্র করিলে উচ্ছ-লিত হইয়া পুনঃস্থির ভাবাপন্ন হয় বা পুনোক্ত মত জল হইতে বাষ্প, বাষ্প হইতে মেঘ উৎপন্ন ও তাহা বর্ষিত হইয়া বার, কিন্তু উদ্ভিদে ক্রিয়া শক্তির আধিক্যহেতু উহার কার্য দীর্ঘকাল-ব্যাপী হয় ও এই ক্রিয়াকাল নানাপ্রকারে বিকা-শিত হয় যথা বীজ, জল এবং মৃত্তিকা সংযোগে অঙ্কুরিত শাখা প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া ফল প্রসব করে। উহাদ্বারা চুণ, হরিদ্রা বা সোডা অ্যাসিড বা তেজ ও জলীয়কণা সংযোগে যে এক একটি ক্ষণস্থায়ী বস্তু ক্রিয়ার বিকাশ হয়, উপাদানের ক্রম সংস্কার ও বহুব্যয় বিরোগ সংযোগহেতু ক্রিয়াশক্তির অপেক্ষাকৃত অধিক বিকাশ হওয়ায় পুনোক্ত গতি এবং তৈজস,

জলীয় ক্ষিতি জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংযোগে স্বতঃই তৃণাদি সূক্ষ্ম বীজ উৎপন্ন হয় এবং ঐ বীজ ক্রমিক উপাদানিক সংযোগ গুণ ও ক্রিয়ায় আধিক্যাহেতু উদ্ভিদে দীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়াশক্তির বিকাশ ও কাণ্ড শাখাপল্লবাদি ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিবর্তিত হয়। ঐ সূক্ষ্ম বীজই আধুনিক বিজ্ঞানাবিকৃত প্রটোপ্লজম, প্রকৃতপক্ষে উহা নবাবিকৃত নহে। উদ্ভিদক শব্দ পুত্র স্বৈতকেতুকে একটি লতা গুল্ম লইয়া ক্রমে তাহার এক একটি স্তরভেদ করিয়া পুত্রানুপুত্র অনুসন্ধান করিয়া যে অতি সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম অদৃশ্য ও অননুভূত আদি বীজ দর্শাইয়া কোষাতন্ত্রে অবস্থিত আত্মার উপমা দিয়া-ছিলেন ঐ বীজ প্রটোপ্লজম ব্যতীত অথ কিছুই নহে। ঐ জড় এবং উদ্ভিদের বিকারে যে বৈদ্য কীট পতঙ্গাদি উৎপন্ন হয় তাহাতে গতি ও ক্রিয়াশক্তির ক্ষুদ্রণ অধিক। কিন্তু গতির দ্রুততাহেতু ঐ সংযুক্ত উপাদানে অর্থাৎ কীট-পতঙ্গাদির দেহে জৈবীক্রিয়া অধিককাল স্থির হয় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট হয় যে, যুক্তিকা জল ও বৃক্ষপত্রাদিতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবানু আছে, ঐ জীবানুসকল ক্রমে পুষ্টরূপান্তরিত ও গুণাধিক্যাহেতু অধিক ক্রিয়া-শীল এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পূর্ববর্ণিত মত সূত্রবৎ স্রোতাকারে পরিণত হয় এবং দৈহিক সূক্ষ্ম যন্ত্র (Organ) রূপে বিবর্তিত হইয়া ভৌতিক দেহ নির্মাণ করিয়া লয়। পূর্বোক্ত দৈহিক যন্ত্রাদি (Organ) নির্মাতা জীবানু সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মদেহ সূত্রবৎ ক্রিয়াশক্তিই প্রাণময়কোষ। উহা পূর্বোক্ত গতি ও তেজের রূপান্তর ফলমাত্র, ঐ গতি এবং আত্মার ভৌতিক বিকাশ, ঐ ভৌতিক রাজ্যে আত্মার ক্রিয়াশক্তির অপেক্ষাকৃত আধিক্যই জীবের জীবন, উহাই প্রাণময়কোষ। দেহ ইন্দ্রিয় ও

দৈহিক যন্ত্র সমষ্টি ও তাহার নির্মাতা জীবানু বা জীবানু সংশ্লিষ্ট সূত্রবৎ ক্রিয়াস্রোতই মনু-ভূতাত্মা ও আমাদিগের বর্ণিত অন্নময় ও প্রাণ-ময়কোষ। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে জড়ীয় উপ-দানে আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী প্রভৃতি শক্তি ও রাসায়নিক গুণ আছে, উহা গতি ও তেজের রূপান্তর ফল হইলেও ব্যক্তি ও সমষ্টিভূত উপ-দান বা বস্তুমাত্রেরই স্বল্প গুণানুযায়ী এক একটি প্রবৃত্তির উদ্দীপনও বিকাশ হয়, স্বর্ণ অগ্নি-সংযোগে দ্রবীভূত, বারুদ প্রভৃতি প্রস্ফলিত হয় স্বর্ণের ও বারুদের উপাদানিক গুণানুরূপ অগ্নি-সংযোগে তাহাদের এক একটি প্রবৃত্তির উদ্দীপন হয়। জড়পঞ্জ্যে যাহাকে আমরা ঐ আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ বলি জীবরাজ্যে চৈতন্যের কিঞ্চিৎ বিকাশ হওয়ার ঐ আকর্ষণ বিক্ষেপণই রাগ বা অমুরাগ ও হেষ্ বা বিবেবে পরিণত হয় ও তাহা হইতে উপাদানিক গুণানুরূপ লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদির বিকাশ হয়। অতএব উক্ত প্রবৃত্তি উদ্ভাপক কার্য্যগুলি ভূতাত্মার; কিন্তু মানবে মনোময়কোষই ইচ্ছানুভূতি ও চিন্তার ছাদর ঐ গুলি কিঞ্চিৎ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহা অন্নময় ও প্রাণময় কোষান্তর্গত ভূতাত্মার কার্য্য, কিন্তু উহাতে মনের ছায়া পতিত ও জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য উত্তেজক বিষয় অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ার ঐ কামজ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির বিকাশ হয়।

এস্থলে একটা তর্ক উঠিতে পারে যে, পঞ্চ-দশীর উল্লিখিত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণময়-কোষান্তর্গত নহে, প্রাণময়কোষ পঞ্চভূতস্থ রজ-গুণ হইতে উৎপন্ন কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি রজ-গুণোৎপন্ন নহে, উহারা পৃথক পৃথক ভূতের সম্বলগোৎপন্ন, কিন্তু যখন রজগুণই ক্রিয়াশক্তির উত্তেজক এবং তদুৎপন্ন প্রাণময়কোষই ঐ ক্রিয়াকারী সূক্ষ্মদেহ তখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,

ত্রিহা ৭ স্বক্ৰের ক্রিয়া প্রাণময়কোষের অন্তর্গত না হইবে কেন? বিশেষতঃ বেদান্তের শারীরকত্ব এবং ভাষ্যে দশ ইন্দ্রিয় প্রাণ পদবাচ্য এবং মুখ্য প্রাণের অন্তর্গত বলিয়া স্পষ্ট ব্যাখ্যাত আছে এবং ভাষ্যকার যুক্তি-মূলক তর্কদ্বারাও উহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত ও পঞ্চদশীর মীমাংসা পরস্পর অনৈক্য, অতএব উক্ত অনৈক্যের কি কোন সামঞ্জস্য নাই? প্রকৃতপক্ষে উহার সামঞ্জস্য ও তৎসম্বন্ধীয় অতি সুন্দর মীমাংসা আছে। ঐ মীমাংসা যুক্তি, তায় ও বিজ্ঞানসম্মত। কয়েকখানি উপনিষদে বিশেষতঃ বিয়ুপ্প্রাণের সৃষ্টিতত্ত্বে বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি পুরুষ হইতে প্রথমে মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়, ঐ মহত্ত্ব হইতে বৈকারিক বা সাত্বিক, তৈজস বা রাজসিক ও ভূতাদি বা তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। তামসাহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ঐ তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্রিতি) উৎপন্ন হয়। তৈজস বা রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্‌পাণি প্রভৃতি) সৃষ্ট হয় এবং সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণের বিকাশ হয়, ইহাদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল রক্ষণোদ্ভূত ও প্রাণময়কোষান্তর্গত এবং ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণই সম্বন্ধগোপন সাবাস্ত হইতেছে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নির্মাতা জীবাত্ম সংশ্লিষ্ট ন্যায়বিক গতি ও ন্যায়চক্রের প্রযুক্তি উদ্ভিদপনী ও কার্য্যকারিণীশক্তি প্রাণময় কোষান্তর্গত এবং ই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকৃত জ্ঞানাত্মভূতি প্রকাশক অধিষ্ঠাতৃদেবতাই সম্বন্ধগোদ্ভূত প্রতীয়মান

হয়। ছান্দগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে পশুদিগের ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইলে দেবগণ তাহাতে বিকাশ হইতে অস্বীকার করার মানবদেহে নির্মিত হয় ঐ মানবদেহে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতার বিকাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে সমষ্টি জগতে প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে সমষ্টি নিয়ামক শক্তি বা ঈশ্বর আছেন প্রত্যেক ভূতের অভ্যন্তরে বাষ্টি নিয়ামকশক্তিই এক একটা দেবতা, উহা ভূতাত্ম্যের গুণভাবে থাকিয়া তাহাদের নিয়ামক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু ভৌতিক জগতে উহার বিকাশ হয় না। মানবেন্দ্রিয়ের উহার কতকংশ বিকাশ হয়।

পূর্বোক্ত অধিষ্ঠাতৃদেবতাদিগের বিকাশ না হইলেও ঐ ভূতাত্ম্যের স্বতন্ত্র কার্য্য আছে, উহা মানসাত্ম্যের কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, যথা—কোন স্থান ক্ষত হইলে স্বতঃই ক্ষতস্থান পূরণ হয় উহাতে মনের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে ভূতাত্ম্যের সাহায্য ব্যতীত মানসাত্ম্য বাহিরের কার্য্য করিতে অক্ষম যথা দেহের সাহায্য ব্যতীত মন স্বয়ং কোন বাহ্যক্রিয়া করিতে পারে না, কিন্তু মানসাত্ম্যের ভূতাত্ম্যকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, ঐ ভূতাত্ম্য যে ভাবে অভ্যস্ত হয় মানসাত্ম্য উহার সেই অভ্যস্ত কার্য্য হঠাৎ পরিবর্তন করাইতে পারেন না যথা—দক্ষিণহস্তদ্বারা লিপি-ক্রিয়া অভ্যস্ত হওয়ায় বামহস্তদ্বারা ঐ কার্য্য হঠাৎ সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব প্রত্যেক কোষের স্বতন্ত্র নিয়ম ও ঐ নিয়মের অধীন তাহার স্বাভাবিকতা আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রত্যেক কোষ অন্ত কোষের সহিত অসংসৃষ্ট নহে, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধহই আছে, ভূতাত্ম্যের সহিত মানসাত্ম্যের সম্বন্ধহই প্রাণময়কোষ। প্রকৃতপক্ষে অন্নময় মূলদেহের সারাংশই ঐ প্রাণময় কোষ, উহাই দেহের ক্রিয়া-

শক্তি। স্বায়ু মধ্যে দুইপ্রকার ক্রিয়া আছে একটি ভূতাত্মার ও একটি মানসাত্মার, মস্তিষ্ক হইতে পৃষ্ঠদণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কজাতীয় স্বায়ু-ধারা গমন করিয়া স্ত্রবৎ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে, উহারও দুইপ্রকার স্রোত আছে, একটি সাক্ষাৎ ইচ্ছাশক্তির, আর একটি স্বতঃ প্রবৃত্ত স্বাভাবিক জীবনশক্তির বা ক্রিয়াশক্তির স্রোত; প্রথমোক্ত ইচ্ছাশক্তি মনোময়কোষের, শেষোক্ত ক্রিয়াস্রোত প্রাণময়কোষের। প্রাণকে সমস্ত শরীরব্যাপী সমবায়ীশক্তি বা উদ্যম বলা বাইতে পারে। অন্নময়কোষ যে সকল দ্রব্যদ্বারা স্বায়ুহীন স্বায়ুগ্রহিৎ সকল পোষণ করে, প্রাণময়কোষ তাহাদের সমবায়ী ক্রিয়াশক্তি-স্বরূপে তাহাদিগকে নিয়মিত ও দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিসমষ্টি পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং দেহস্থ কোটা কোটা নাড়ী, শিরা, ধমনী এবং অন্যান্য যন্ত্রসমূহের একতা সংস্থাপনপূর্বক স্থলশরীরকে কলের স্থায় বশীভূত করিয়া মন বুদ্ধির আবশ্যকীয় কার্য নির্বাহক যন্ত্রস্বরূপ প্রস্তুত করিয়া দেয়। শরীর বা শরীরের কোন গ্রন্থি স্বথঃপ্রবৃত্তি অনুভব করে না, মস্তিষ্কই মনই স্বথঃপ্রবৃত্তি অনুভব করে, তবে মস্তিষ্কের সহিত দেহে স্বায়ুহীনের সম্বন্ধ থাকায় দেহের একপ্রকার অস্পষ্ট অনুভূতি আছে। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যে যদি শরীরের কোন অঙ্গে মস্তিষ্ক সংযুক্ত স্বায়ু হ্রস্ব ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই অঙ্গ দগ্ধ করিলেও দগ্ধযন্ত্রণা অনুভূত হয় না*।

* পক্ষাঘাতগ্রস্তরোগীর যেমন অবশ ও অসাড় হয়, মস্তিষ্কসংযুক্ত স্বায়ুবিয় গতিরোধই তাহার কারণ। শরীরের কোন অঙ্গে ব্রণাদি হইলে বা কোন অঙ্গে আঘাতিত হইলে সহানুভূতিক স্বায়ুর্জ্বল উহা মস্তিষ্কে নীত হয় এবং ঐ আঘাত বা ব্রণবর্ণনা মনে অনুভূত হয় কিন্তু যদি

অন্নময়কোষ অর্থাৎ শরীর বা শরীরস্থ কোন ইন্দ্রিয় বাহুজগৎ হইতে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি যে সকল বিষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রাণময়কোষ কর্তৃক অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ও অস্ব-ভূতিক স্বায়ুর্জ্বল মনোময়কোষে নীত হয়। যদিও স্বথঃপ্রবৃত্তি ভোগ মানসাত্মা করেন অর্থাৎ মনই প্রকৃত অনুভূতির স্থান তথাচ অন্নময়কোষ অর্থাৎ শরীর বা শরীরস্থ কোন অঙ্গের যে একেবারে অনুভূতি নাই তাহা নহে। তোমার শরীরের একপ্রকার স্বাভাবিক অনুভূতি আছে যদিও তাহা মস্তিষ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে তথাচ সে অনুভূতি তোমার নহে। চক্ষু দর্শক স্বায়ু এবং দর্শনজ্ঞান চর্য স্পর্শকস্বায়ু এবং স্পর্শ জ্ঞান পৃথক পৃথক পদার্থ হইলেও প্রত্যেক কোষের স্বতন্ত্র একপ্রকার স্বীয় অনুভূতি আছে। তুমি অল্প মনস্ত্ব হইয়াও অধিকক্ষণ হাঁটিলে তোমার পদেব, অধিকক্ষণ লিখিলে তোমার হস্তের এবং সময় সময় অবস্থাবিশেষে শরীরের এক একপ্রকার অস্পষ্ট ক্রান্তি অনুভূত হয় বা অলসতা হয়, উহা অন্নময় ও প্রাণময় কোষ ব্যাপ্ত ভূতাত্মারই ক্রোধ যেহেতু আত্ম সমস্ত কোষ ব্যাপ্ত। যেমন জলে শর্করাক লবণামিশ্রিত কারণে, শর্করা বা লবণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু জলের প্রত্যেক অণু পরমাণু শর্করা বা লবণাক্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্ম আত্মাস্বরূপে সমস্ত বস্তুর অণু পরমাণুতে ব্যাপ্ত আছেন এইজন্য প্রত্যেক বস্তুর এমন কি বৃক্ষ, প্রাণী ও মৃত্তিকারও একপ্রকার স্বতন্ত্র অনুভূতি আছে। এক ভূমিতে বহুকাল শস্ত উৎপন্ন হইলে ক্রমেই যে ভূমির উর্বরাশক্তির হ্রাস হয় তাহা

মস্তিষ্ক সংযুক্ত স্বায়ুহীন বিচ্ছিন্ন বা তাহার গতিরোধ হইয়া তাহাহইলে ঐ আঘাত বা ব্রণের সংবাদ মস্তিষ্ক গ্রহণ হয় না এবং মনেও কোন কষ্ট অনুভূত হয় না।

ক্ষেত্রের স্রাস্তি ভিন্ন অথ কিছুই নহে, সেইভাবে তোমার দেহের স্বতন্ত্র একজাতীয় অস্পষ্ট অমুভূতি আছে। উহা ক্ষেত্র এবং বৃক্ষাদির অমুভূতি হইতে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইলেও, উহা মানসামুভূতি হইতে পৃথক, মানসামুভূতিতে স্পষ্ট ইচ্ছা ও জ্ঞানজনিত বিচার আছে, কিন্তু ভূতাত্মার অমুভূতি তদ্রূপ নহে উহা ক্রিয়া-শক্তির অন্তর্গত। প্রাণই ক্রিয়াশক্তি উহা জ্ঞানশক্তি নহে, প্রাণের প্রকৃত অর্থ কথিত উপনিষদে ব্যাখ্যাত আছে যথা ইন্দ্র বলিলেন যে আমিই প্রাণ, ইন্দ্র যে আকাশের অধিষ্ঠাতৃদেব তাহাও এ উপনিষদে বর্ণিত আছে এবং ইচ্ছাও বর্ণিত আছে যে আকাশ ব্যতীত প্রাণ থাকিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে, জীবদেহের এবং ব্রহ্মাণ্ডদেহের সর্বত্র আকাশীয় তড়িৎ স্রোত (Ethereal electric fluid) বিদ্যমান আছে। ঐ তড়িৎ স্রোতই জগতের জীবন এবং সমস্ত পদার্থের সহিত উহার সমবায়ী সম্বন্ধ। বাহ্যহউক প্রাণ ময়কোষ অন্নময়কোষের সারাংশ এবং অন্নময়কোষের নিয়ামক সামঞ্জস্য রক্ষাকারক এবং হুলদেহের সহিত মনের সংসবস্থ। প্রাণময় কোষের অভাবে পরস্পর শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থির সহিত অত্র গ্রন্থির সংস্রব রহিত এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াক্রান্তিরহিত হয় ও সংশ্লিষ্টক্রিয়া রহিত হওয়ায় দেহ জীবশূন্য হয়।

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে, স্মৃতি দ্বিতীয় স্তরটি দুইভাগে বিভক্ত যথা স্মৃতিঃপজনিত ইচ্ছা অমুভূতিপ্রকাশক সংশয়াত্মক মনোময়কোষ এবং বিচারজনিত জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশক নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞানময়কোষ নামে অভিহিত। পূর্ব-বর্ণিতমত মস্তিষ্করূপ সমুদ্র হইতে বহির্গত সমগ্র শরীরব্যাপী বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর ভায় স্নায়ু সকল ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত ও

অবস্থিত আছে উহা দুই জাতীয় যথা গভ্য-পাদক ও ইচ্ছামুভূতি প্রকাশক। মস্তিষ্ক ও তজ্জাতীয় স্নায়ুর দ্বিতীয় স্তরে পূর্ববর্ণিতমত স্মৃতিঃপজনিত অমুভূতিরও ইচ্ছার স্রোত আছে, তাহার প্রকাশকই মানসাত্মা, ইচ্ছাও অমুভূতির স্রোত পূর্বোক্তমত সর্বশরীরব্যাপী জীবামুপ্রোথিত জৈবস্মৃতি অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত।

পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় স্তরটি দুইভাগে বিভক্ত যথা মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষ, ঐ মনোময়কোষের অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের মধ্যে বিজ্ঞানশক্তির স্রোত প্রবাহিত আছে, উহাই নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিপ্রকাশক বিজ্ঞানাত্মা। ঐ জ্ঞান অমুভূতি ও ইচ্ছার উৎপত্তি স্থান মস্তিষ্কের ব্রহ্মবন্ধু এবং লগাটদেশ। ঐ ব্রহ্ম-রন্ধ্র নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির এবং লগাট সংশয়াত্মক মনের স্থান। মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত স্নায়ুযোগে সর্বশরীরে জ্ঞান ও ইচ্ছা অমুভূতির বিকাশ হয়। জ্ঞান অমুভূতি ও ইচ্ছার সহিত বাহ্যজগতের সংস্রবের পাঁচটীদ্বারা পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রকার অমুভূতি বা বোধশক্তির প্রকাশক পঞ্চ অবিষ্ঠাতৃদেব। উহার বাহ্যজগৎস্থ রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধপ্রভৃতি এক একপ্রকার ভাবগ্রাহিণীশক্তির উত্তেজক অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিত্রের মধ্যে যে সর্বগুণ আছে ঐ সর্বগুণ হইতে যে জ্ঞান, ইচ্ছা অমুভূতির (Knowledge, willing, feeling) বিকাশ হয় তাহার এক এক ইঞ্জিয়ামুভূতির উত্তেজিকাশক্তিই ঐ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাতৃদেব যথা দিক্ বাত সূর্য্য, বরুণ এবং অশ্বিনীকুমার।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, মনোময়কোষ ইচ্ছা অমুভূতির প্রকাশক। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে যে

সকল বাহ্য বিষয়াজ্ঞান পতিত হয় তাহা স্নায়ু-কর্তৃক মস্তিষ্কে নীত হইলে এক একপ্রকার ভাবের (Sensation) উপলব্ধি হয়, ভাব মনোময়কোষে প্রবিষ্ট হইলে ভাবসমূহ মনোময়কোষের কার্যপদ্ধতি অনুসারে এক একটা জ্ঞানেঞ্জিয়ের নিকট স্পষ্টীকৃত হইয়া এক একটা বিশেষ বোধরূপে পরিণত হয় বিশেষ বোধই ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Perception) ইন্দ্রিয়ানুভূতি গুলি মনোময় কোষ কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়াবারা এক একটা মনোভাবে (Idea) ও মানসানুভূতিতে (Conception) পরিবর্তিত হয়, মনের ইচ্ছার সহিত মনোভাব ও মানস অনুভূতি সংযোগে উহাদের সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী-ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী ক্রিয়াই চিন্তা (Thinking) উক্ত ক্রিয়া হইতে পূর্বোক্ত মানসানুভূতি সমূহ চিন্তা প্রসূত ধারণাকারে (Thought form) বিবর্তিত হয়। ঐ মনোময়কোষের স্থিতিস্থাপকতা গুণ ও সংরক্ষণীশক্তি আছে, তদ্বারা মনোময়কোষের আয়তন পরিবর্তিত ও তদ্বাধ্য পূর্বোক্তভাব অনুভূতি বোধোপলব্ধি ধারণা প্রভৃতি অঙ্কিত প্রতিভাসিত হয় উহাই মনের ধৃতি ও স্মৃতি। স্থিতিস্থাপকতাপ্রভাবে মন সঙ্কোচিত ও বিস্তৃত ইতে পারে তদ্ব্যেত পূর্বোক্ত অঙ্কিত বিষয়, ধাব, উপলব্ধি, ধারণা প্রভৃতির স্মৃতির বিকাশিত ও অবিকাশিত উভয় অবস্থায় থাকিতে পারে। পূর্বোক্ত বিষয় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্পষ্ট ধাবগুলি বিশেষ ও বিস্তৃত জ্ঞানানুভূতি চিন্তা ধারণা প্রভৃতির উপাদানস্বরূপ। সূত্রের হিত বস্তুর যেরূপ সম্বন্ধ পূর্বোক্ত বিষয় বা ধাবের সহিত বিস্তৃত ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ধারণা প্রভৃতির সেইরূপ সম্বন্ধ। বাহ্যজগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান সকল

সংযোগ ও তাহার আকর্ষণ বিক্ষেপণ সংশ্লেষণ বিশ্লেষণহেতু যেমন বৃহৎ একটা বস্তু শক্তির রাসায়নিক বিকাশ হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতে পূর্বোক্ত ভাবসমূহ হইতে বৃহৎ জ্ঞান বা ধারণার বিকাশ হয়। উপরোক্ত বর্ণনামুগারে বাহ্যবিষয় যাহা অন্তরে প্রবিষ্ট হয় তাহার সহিত শরীর এবং মনের উপাদানিক গুণের সংযোগ ও তাহাদের পরস্পর সংঘর্ষণ সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ আকর্ষণ বিক্ষেপণহেতু আসক্তি আনন্দ লিপ্সা, রাগ, ঘেঘ প্রভৃতি কামজ প্রবৃত্তিও বিকাশ হয়। আবার জ্ঞান, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতির সহিত পূর্বোক্ত কামজপ্রবৃত্তি সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি নূতন নূতন চিন্তা ধারণা করণা প্রভৃতির বিকাশ হয় তাহাহইতে মনের উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টবৃত্তি ও বিশেষ বিশেষ ভাবের উদয় হয়। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কামজ প্রবৃত্তিজাত ভগবদ্গীতার যে বর্ণিত আছে বিষয়চিন্তা হইতে আনন্দলিপ্সা, আনন্দ হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে ভ্রাস্তি, ভ্রাস্তি হইতে স্মৃতিবিদ্রব, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে মানব স্বয়ং বিনষ্ট হয় ইহা অতীব সত্যযুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মনুস্মৃতিতে ভূতাত্মা, মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের এই তিনপ্রকার উপাধি বর্ণিত আছে যথা;

“বোহস্তান্নানঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজং প্রচক্ষতে। যঃ করোতি তু কৰ্ম্মণি সৎসৃজং স্মোচতেবুধৈঃ॥

যিনি এই শরীরকে কার্য্য করান তাহাকে ক্ষেত্রজ বলে এবং কৰ্ম্মপ্রবৃত্ত শরীরকে পণ্ডিতেরা ভূতাত্মা বলিয়া থাকেন ॥

জীবসংজ্ঞোহস্তরাস্বাত্মঃ সহজঃ সৰ্ব্বদেহিনাম্।

যেন বেদমতে সৰ্ব্বং স্মৃৎং তুখঞ্চ জন্মহ ॥

শরীর ও ক্ষেত্রজের অতিরিক্ত মহৎ সংজ্ঞ

অন্তরাঙ্গা সর্বক্ষেত্রের সমভিব্যাহারী ;
ক্ষেত্রজ জন্মে স্রষ্টা হইবার সাহায্যেই
অমৃতভব করেন ॥

এক্ষেণে বাহুজগৎ হইতে কর্মেন্দ্রিয় বা
জ্ঞানেন্দ্রিয় যে সকল সকল বাহুবিষয় গ্রহণ
করে ঐ সকল বিষয় স্নায়বিক ক্রিয়াশক্তি
(অর্থাৎ গত্যাংগাদিক স্নায়ু) কর্তৃক মস্তিষ্কে
নীত হয় এবং এবং স্রষ্টা অমৃতভবকারী
মনোময়কোষে প্রবিষ্ট হইলে মানসোপাদাহের
সহিত বাহুবিষয় সম্মিলনে যে প্রকার গুণ বা
উদ্যম উৎপন্ন হয়। তাহার সহিত মনোময়-
কোষস্থ ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষণে এবং ইন্দ্রিয়াধি-
ষ্ঠাতৃদেবগণের সাহায্যে এক একপ্রকার
অমৃতভবের বিকাশ হয়, প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়াধি-
ষ্ঠাতৃদেবগণ মনোময়কোষের অন্তর্গত। পূর্বেই
উক্ত হইয়াছে যে জড়রাজ্য হইতে উপাদান
সকল ক্রম পরিবর্তন হইয়া উদ্ভিদের উপাদানে
এবং উদ্ভিদের উপাদানে ক্রমে পরিবর্তিত
জীবজন্তুর জৈবোপাদানে পরিণত হয়।
ভৌতিক উপাদানের মধ্যে রজঃগুণ (প্রবৃত্তি
ও ক্রিয়াদীপনীশক্তি) কিয়ৎপরিমাণে বিকা-
শিত ও সত্ত্বগুণ (জ্ঞানানুভূতি বিকাশিনীশক্তি)
সম্পূর্ণ গুহ্যভাবে আছে, জীবরাজ্যে ঐ জৈবো-
পাদানে ক্রম পরিবর্তনহেতু উভয়গুণের শনৈঃ
শনৈঃ বিকাশ হইতে থাকে। ভৌতিক জৈবিক
ও আধ্যাত্মিক জগতে বিশিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট
প্রত্যেক উপাদান ইন্দ্রিয়, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের
মধ্যে পূর্বোক্ত সত্ত্ব ও রজঃগুণে বিকাশক
এক একটা শক্তিই এক একটা অধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ঐ সত্ত্বগুণময় দেবগণই মনোময়কোষস্থ অধি-
ষ্ঠাতৃদেব। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এবং কঠোপ-
নিষদে উভয়েই বর্ণিত আছে যে জগতের
সমষ্টি মনই মহৎব্রহ্ম বা ব্রহ্মা এবং ব্যক্তি মন
বহু সংজ্ঞকজীবাত্মা, ঐ জীবাত্মার বাহুজগতের

সহিত সংস্রব ও বাহুজগৎ হইতে অভিজ্ঞতা
সংগ্রহের নিমিত্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যকারক-
স্বরূপ এক একটা অধিষ্ঠাতৃদেবতার বিকাশ হয়।
মানব ভিন্ন অত্র জীবরাজ্যে পূর্বোক্ত মনোময়-
কোষের এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যকারী
অধিষ্ঠাতৃ সাত্বিকদেবগণের বিকাশ হয় নাই,
তাহা পূর্ববর্ণিত উপনিষদে স্পষ্ট ব্যাখ্যাত
আছে, তবে পশুবাজ্যে উপাদানের ক্রমসংস্কার-
হেতু মনোময়কোষের বীজ প্রস্তুত হয়। ক্রমে
অন্নময় ও প্রাণময়কোষ সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট
হইলে মনোময়কোষ প্রস্তুত হইতে থাকে ও
তাহা প্রস্তুত হইলে মহৎ সংজ্ঞক মানসপুত্রের
বিকাশ হয়, তাহার সাহায্যার্থে মনোময়কোষস্থ
জ্ঞানানুভূতিব প্রকাশক আষ্ঠাতৃদেবগণেরও
বিকাশ হয়। বেদান্তদর্শনের শারিরীকস্থের
২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৪০ সূত্রের শাস্ত্র-
ভাষ্যে বর্ণিত আছে যে, বিজ্ঞানময়কোষ
দেবতাদিগের জ্যোতিঃরূপ। যেমন জড়ীয় উপা-
দানক্রম পরিবর্তনহেতু শক্তির পরিবর্তন হওয়ায়
উদ্ভিদ রাজ্যে জীবের বীজ প্রস্তুত হয় এবং জীব
রাজ্যে তাহার বিকাশ হয়, সেইরূপ পঞ্চাদিতে
জৈবোপাদানক্রম পরিবর্তিত ও তাহার অভ্যন্তর
সংস্কৃত হইলে ঐ পশুরাজ্যে মনের বীজ প্রস্তুত ও
মানবে তাহা বিকাশিত হয়। ইহাধারা
অনেকের এই ভ্রম হইতে পারে যে আমি ডার-
উইনের মতামতায়ী উপরোক্তমতের সমর্থন
করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে এবং ডার-
উইনের মত সম্পূর্ণরূপে আর্ধ্যদর্শনশাস্ত্র অমু-
যোদিত নহে। ডারউইন কেবল প্রকৃতির
বাহু পৃষ্ঠা অবলম্বনে ঐ মতের প্রকাশক, কিন্তু
আর্ধ্যদর্শনশাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকগণ
প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার
অভ্যন্তর পৃষ্ঠা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া
তাঁহাদের মতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন,

আমরা সেই আর্ধ্য-ঋষিগণের পদচিহ্ন অমু-
সরণ করিয়া উপরোক্ত মতটী প্রকাশ করি-
লাম। প্রকৃতপক্ষে পশু হইতে সাক্ষাৎভাবে
মানব সৃষ্ট হয় নাই, তবে পশু জগতে ভৌতিক
ও জৈবোপাদান সংস্কৃত হইয়া মনোময়কোষ
সৃষ্টোপযোগী হইলে অস্থ পঞ্চতন্মাত্রের সম্বন্ধ
হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণের এবং তদপেক্ষা
উচ্চতর লোক হইতে মানস পুত্রের (মহৎ
ক্ষেত্রজ পুরুষের) বিকাশ হয়। পূর্বে কথিত
হইয়াছে যে, মনোময়কোষ মানসাধিষ্ঠাতৃ ও
জ্ঞানেজ্ঞিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণের সাহায্যে
জ্ঞান, ইচ্ছা, অমৃত্যু, চিন্তা, স্মৃতি, ধৃতি
প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তি এবং প্রাণময় ও অন্নময়-
কোষ ভূতান্নার ক্রিয়া ও গুণরূপ কাম,
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি
পাশব প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। মানব-
রাষ্ট্রো এই পাশব প্রবৃত্তি সকল পূর্বোক্ত মানসা-
ধিষ্ঠাতৃগাত্তিক দেবগণের সাহায্যে কথঞ্চিৎ
নিয়মিত হওয়ায় উহারা কিয়ৎ পরিমাণে মান-
বের আয়ত্তাধীন হয়। এখানে বলা আবশ্যক
যে, জ্ঞান ও যোগবলে জ্ঞানী বা যোগিদিগের
যতই মানসোপাদান স্বচ্ছ এবং সংস্কৃত হয়
ততই ইহ জগতে এই নশ্বরদেহে বিজ্ঞানময় ও
আনন্দময়কোষ মহৎ ক্ষেত্রে পুরুষের
(প্রকৃত মানবান্নার) বিকাশ হয় এবং
পূর্বোক্ত মনোময়কোষ মানসাধিষ্ঠাতৃদেবগণ
এই পুরুষের সম্পূর্ণ বশীভূত হওয়ায় তাঁহাদের
সাহায্যে ভৌতিক দেহ, আচ্ছাদনে বস্ত্রের
ভ্রায় বা আবশ্যকীয় ক্রিয়া নির্বাহক যন্ত্র বা
কীড়নকের ভ্রায় হয়। তন্নিম্ন দৈহিক বা
মানসিক সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয়।
মানবের সুখদুঃখের অমৃত্যু সনোময়কোষে
বিকাশিত হয় *। পূর্বেই কথিত হইয়াছে

* প্রকৃতপক্ষে আনন্দময়কোষই সুখের স্থান

যে, বাহ্যবিষয়, ইন্দ্রিয়দ্বারা দিয়া প্রাপ্তময়-
কোষের গত্যাংপাদক স্নায়ু কর্তৃক আনীত ও
মনোময়কোষে সংবর্ধিত না হইলে উক্ত সুখ-
দুঃখের অমৃত্যু উৎপন্ন হয় না। পূর্বোক্ত
আনীত বিষয় মনোময়কোষে ইচ্ছাশক্তির
সহিত ঐক্য ও সামঞ্জস্য হইলে মনোময়কোষ
উহা অন্তরে আকর্ষণ করিয়া লয়। আক-
র্ষণই অল্পরাগ এবং পরস্পরে সংশ্লেষণই সুখ,
কিন্তু স্নায়ু কর্তৃক আনীত বাহ্য বিষয় মনো-
ময়কোষে যখন সংবর্ষণ উপস্থিত হয়,
তখন উহা ইচ্ছাশক্তির সহিত অনৈক্য
ও অসামঞ্জস্য হইলে মনোময়কোষ উহা
বিক্ষেপণদ্বারা দ্বীভূত করিবার চেষ্টা করে,
বিক্ষেপণই বিবেক এবং পরস্পরের সংবর্ষণ-
জনিত ধাক্কাই দুঃখ। প্রকৃতপক্ষে উহা স্বয়ং
হইতে একেবারে বিল্লিষ্ট হয় না, ইচ্ছার
বিরোধী হইলে সংশ্লেষণী ও বিস্লেষণী ক্রিয়া
সংঘর্ষণ হইতে ভাবগুলি অন্তরে আকীর্ণ ও
বিকাশিত হয় অর্থাৎ চিন্তা, ধৃতি ও স্মৃতি
বহিভূত হয় না, কিন্তু গত্যাংপাদক এবং অম-
ৃত্যু ও সহায়ভূতি প্রকাশক স্নায়ু ও স্নায়ু-
(Motor sensitive, sympathetic nerve
and nerve centre) মানবের স্বাধীন ইচ্ছা-
শক্তির সম্পূর্ণ বশীভূত ও আয়ত্তাধীন হইলে
বাহ্যবিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পনগতি
(Vibration) উৎপন্ন ও গত্যাংপাদক স্নায়ু
কর্তৃক মনোময়কোষে নীত হইলেও জ্ঞানম-
য়ভূতি প্রকাশক মস্তিষ্ক জাতীয় স্নায়ুর ক্রিয়া
মনের আকর্ষণী ও বিক্ষেপণীক্রিয়া আয়ত্তাধীন
হওয়ায় মনোময়কোষে সুখদুঃখ অমৃত্যু হা-
না। প্রথমোক্ত কম্পন ও গত্যাংপাদক স্নায়ু

তবে দুঃখসংশ্লিষ্ট সুখ বাহ্যবিষয়ের অধীন, যা
মনোময়কোষে বিকাশিত হওয়ায় ওদমৃত্যু
(Feeling) বিকাশিত হয়।

ক্রিয়া অন্নময় ও প্রাণময় কোষের, আর শোষোক্ত জ্ঞানামৃত্তি প্রকাশকক্রিয়া মনোময়-কোষের । যোগিগণ অন্নময় ও প্রাণময়কোষের ও ক্রিয়া ইচ্ছামত রোধ করিতে পারেন এবং জ্ঞান অমৃত্তি প্রকাশক স্নায়ু ক্রিয়ারোধের সহিত গতাপাদক স্নায়ু ক্রিয়া ও রোধ করিতে পারেন, ফলকথা উহা অতীব কঠিন ও সচরাচর মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে ।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা দেহ এবং দৈহিক সমস্ত ক্রিয়া প্রাণময়কোষের এবং ইচ্ছা অমৃত্তি, চিন্তা, কল্পনা, ধারণা, স্মৃতি, ধৃতি প্রভৃতি সমস্ত মানসিক কার্য মনোময়কোষের প্রমাণিত হইতেছে, তদ্বিত্ত লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি কামজপ্রভৃতিগুলি ভূতাত্মার কার্য হইলেও মানস সংসৃষ্ট, এইজন্য ঐ গুলিকে কোন কোন মতে কাম-রূপ বা কাম মানস বলে । মনের অভ্যন্তর-বর্তী দ্বিতীয় স্তরই বিজ্ঞানময়কোষ উহা বিচার-মূলক জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্র । নির্দোষ, বিচার, যুক্তি বিবেক প্রভৃতি উহার অন্তর্গত, শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহংতত্ত্ব আশ্রিত্য কহে । এই স্থানে বলা আবশ্যক যে মনোময়কোষের দুইপ্রকার কার্য যথা—

১। জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয় সংগ্রহকরণ ।

২। অন্তরে তাহার পরিবর্দ্ধন ও বিস্তার-করণ ।

মনোময়কোষ, যে বিষয় ও অভিজ্ঞতা বাহ্য জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া উপলব্ধী, ধারণা, চিন্তা ও কল্পনা প্রভৃতিদ্বারা অন্তরে পরিবর্দ্ধন ও বিস্তার করেন, বিজ্ঞানময়কোষ তাহা নির্দোষ, বিচার, যুক্তিদ্বারা উপযুক্তরূপে নিয়োগ ও সুব্যবহৃত করেন । মনোময়কোষ ইচ্ছা (Desire) বাহ্যবিষয়ের আকর্ষণের অধীন,

উহা ইন্দ্রিয়লব্ধ বাহ্যবিষয় কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া তদাকারে অন্তরে গঠিত হয় এবং সম্পূর্ণ-রূপে বা অংশত বাহ্যবিষয়ের অধীন হইয়া পড়ে বাহ্য জগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া ইচ্ছা উহাদের অমুগত ভূতোর স্রাব দাসত্বে নিযুক্ত হয় । ইচ্ছা রূপবতী কামিনীরূপে, উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয়রসে কামিনীর অকর্ষণহরীতে অকোমল শয্যাস্পর্শে ও নানাবিধ পুষ্পাদির সুগন্ধে মোহিত হইয়া পড়ে ও নানাপ্রকার বিষয় ঐশ্বর্য্য প্রলোভনে প্রলোভিত হয়, এইজন্য ঐ ইচ্ছা স্বাধীন ইচ্ছা নহে ; কিন্তু বিজ্ঞানময়-কোষ ইচ্ছা (Will) স্বাধীন, উহা বাহ্য-বিষয়ের অধীন নহে, উহা অন্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া যুক্তি ও বিবেকের সহিত স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয় । কিন্তু সচরাচর ইচ্ছার প্রবলস্রোতে পড়িয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না । প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-ময়কোষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি মনোময়কোষ ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলে সমস্ত জগৎকে স্বীয় অধীনে আনিয়া ইচ্ছামত চালাইতে পারে । ঐ স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অংশ-স্বরূপ, শাস্ত্রীয়ভাষায় উহাকে দৈবীবাসনা কহে যথা—বী-বাসনা চিত্তাভাসপ্রত্নতনাথী মহেশ্বর অর্থাৎ ধীমূলক বাসনা (দৈবীবাসনা) মুক্ত চৈতন্যভাসই ঈশ্বর, স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্যই পুরুষাকার, এইজন্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ।

“নার্থ পুরুষকাবেগতোবাং মা শক্যতাং যত । ঈশঃ পুরুষকারস্ত রূপেণাসিবিবর্ততে ॥”

অর্থাৎ মানবের অদৃষ্ট প্রবল বলিয়া যে পুরুষকারের কোন অর্থ নাই ইহা মনে করিও না, ঈশ্বরই স্বয়ং পুরুষকাররূপে বিবর্তিত হন । ইহাদ্বারা মানবের স্বাধীন ইচ্ছা সেই মহৎ-ইচ্ছার অংশ সাব্যস্ত হইতেছে । যোগিগণ

স্বাধীন ইচ্ছাবলে স্থলদেহ হৃদয়দেহে বিবর্তন ও হৃদয় উপাদান হইতে বিশ্বের স্থলবিষয় নির্মাণ ও অনির্কটনীয় বিশ্বব্যবস্থার ব্যাপার সকল সম্পাদন করিতে পারেন। ভরবাক্ষর ঋষিকর্তৃক লঙ্কাসমর অবসানে প্রত্যাগত সৈন্য রামচন্দ্রের অভ্যর্থনার নিমিত্ত মূর্ত্তমধ্যে অরণ্যে অট্টালিকাধিনির্মিত হওয়ার বিষয় পাঠকগণ অবগত আছেন, উহা ভরবাক্ষর ঋষির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কার্য, ঐ ইচ্ছাই সৃষ্টিকারী শক্তি। বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পূর্ণবিকাশ হইলে ক্ষেত্রজ পুরুষের বিকাশ হয়; প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানময়কোষই ক্ষেত্রজ পুরুষের ব্যুটি পুরুষজ জ্ঞাপক জ্ঞানময় হৃদয়দেহ। মনোময়কোষ জ্ঞানেজিয়দ্বারা বাহ্যজগৎ হইতে যে সকল অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া অন্তরে পরিবর্তন ও বিস্তার করেন, বিজ্ঞানকোষ সেই সকল অভিজ্ঞতা প্রতিভাত ও সঞ্চিত হয়। ফলতঃ ঐ বিজ্ঞানময়কোষই আবার আমিত্ব, ঐ আমিত্বে জন্মজন্মান্তরে যতই অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন সঞ্চিত হয় ততই আত্মজ্যোতি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, ঐ বিজ্ঞানময়কোষই আত্মার দর্পণস্বরূপ। মনোময়কোষস্থ স্মৃতিসূত্র ঐ কোষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সকল মনোময়কোষ হইতে বিজ্ঞানময়কোষে বহন করিয়া দেয়। মৃত্যুর পর যখন বিজ্ঞানময়কোষ মনোময়কোষের সারাংশ লইয়া ক্ষেত্রজ পুরুষের সহৎ সংজ্ঞক সমভিব্যাহারী আতিবাহিক দেহস্বরূপে পরলোকে গমন করে, তখন ঐ স্মৃতিসূত্র সঞ্চিত হইয়া মনের সহিত বিলীন হইয়া যায়, কেবল মনের সারাংশরূপ সংস্কারমাত্র বিজ্ঞানময়কোষে সঞ্চিতভাবে থাকে, কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সাধনাবশতঃ যখন মনোময়কোষ বিজ্ঞানময়কোষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয় তখন মনের স্মৃতিসূত্র স্বায়ত্তভাবে বিজ্ঞান-

ময়কোষের সহিত সম্বন্ধ হয় এবং বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষের সহিত সংযোজিত হইলে মানব জাতিস্বরূপ হয় অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, আমার পূর্বে পূর্বে বহুজন্মের বৃত্তান্ত সমস্ত আমি অবগত আছি, তুমি তাহা অবগত নহ। যাহা হউক পুরোক্তমত অল্পময়, প্রাণময় ও মনোময়কোষ বিজ্ঞানময়কোষের সম্পূর্ণ বশীভূত ও বিজ্ঞানময়কোষ আনন্দময়কোষের সহিত সংযোজিত হইলে আনন্দময়কোষস্থ অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া বিদ্যা বা প্রকৃত জ্ঞানানন্দ বিকাশিত হয়। তখন পঞ্চকোষ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হওয়ায় ঐ পঞ্চকোষ বিচারদ্বারা জন্মজন্মান্তররূপ আবর্ত হইতে ক্ষেত্রজ পুরুষ মুক্ত হয়েন। গুটিপোকাক্রম প্রজা কৌটুকাক্রম পঞ্চকোষ হইতে মুক্ত হইয়া প্রজাপতিরূপ স্বয়ং প্রজাপতিত্বে পরিণত হন, ধুমকেতুরূপ জীবাশ্মা স্বর্গ্যরূপ ঈশ্বরে সংযোজিত হইয়া যান।

একণ্ঠে সর্বশেষে আনন্দময়কোষ সম্বন্ধেই একটা কথা বলা আবশ্যিক। পূর্বে কাথিত হইয়াছে যে আনন্দময়কোষই চিত্তের বীজ, উহাই মলিন সত্ত্বগুণ বা জীবের কারণ শরীর; আনন্দ বা মোহাদিবৃত্তিই ইহার ধর্ম। বিজ্ঞানময়কোষরূপ মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হইলে অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ দর্পণ নির্মাণ হইলে সত্ত্বগুণেরও মলিনতা দূরীভূত হয়। সত্ত্বগুণের মলিনতা দূরীভূত হইলে অবিদ্যার পরিবর্তে বিদ্যা বা প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয় বিদ্যাই জ্ঞানময় ঈশ্বরীপরশক্তি। পঞ্চদশীর পরবর্তী চিত্তদীপের ১৫৮২১২ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, আনন্দময়কোষই ঈশ্বর ও ঐ চিত্তদীপের ৭২৭৩ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, বিজ্ঞানময়কোষই জীবাশ্ম। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্ব ঈশ্বর

সম্মত; ঐ সম্বন্ধে মলিনত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত বিজ্ঞানময়কোষই মনুষ্য ও সংজ্ঞক জীবাত্মা, প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানময়কোষই অহংধীত্ব বা মানবত্ব। জ্ঞানজন্মের সংস্কর্ষ ও সাধনাধারা মানবত্ব যতই দূর হয় ততই সম্বন্ধে মলিনত্ব দূরীভূত। আবার সম্বন্ধে মলিনত্ব যতই দূরীভূত হয় বিজ্ঞানময়কোষ ততই সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও জল হয় ও ঐ বিজ্ঞানময়কোষ অবিদ্যার বিবর্তে বিদ্যা প্রতিবিম্বিত এবং সত্যজ্ঞান কামিত হয়। প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইলে জ্ঞানময়কোষ আনন্দময়কোষে সংযোজিত, আনন্দময়কোষও শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া ঈশ্বরের দাসীভূত হয়। কলিতার্থ আনন্দময়কোষে বিদ্যা বা সম্বন্ধে মলিনত্ব দূরীভূত হইয়া দ্যা বা শুদ্ধসত্ত্ব বিকাশিত হয়। শুদ্ধ সত্ত্বই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং তৎশব্দবাচক শব্দ তাহা নিম্নোক্ত ৪৪ শ্লোকে স্পষ্ট বর্ণিত আছে। এতাবতায় সাব্যস্ত হইল যে, বিজ্ঞানময়কোষই মানবত্ব ও আনন্দময়কোষই ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরত্ব। পূর্বে পূর্বে প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে সমষ্টি জগৎ কারণ মায়া বা মহাশক্তি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং সমষ্টি জগতের মহৎ বা মহামানস প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই হিরণ্যগর্ভ, আর ব্যাটি কারণ শরীর প্রতিবিম্বিত চিদাভাসই প্রাজ্ঞ আত্মা এবং লিঙ্গশরীর প্রতিবিম্বিত চিদাভাসই তৈজসাত্মা। পূর্বোক্ত কারণ শরীরের সহিত প্রাজ্ঞ আত্মার এবং লিঙ্গশরীরের সহিত তৈজসাত্মার একরূপ মাথাপি সম্বন্ধ যে, ঐ কারণ ও লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মার কিছুমাত্র পৃথক্য অনুভূত হয়। ঐ কারণ শরীরস্থ প্রাজ্ঞ আত্মাই মনুষ্যের উল্লিখিত ক্ষেত্রজ পুরুষ। পূর্বে বর্ণিত আছে অবিদ্যাই কারণ শরীর, উহাই মলিন

সম্বন্ধ; ঐ চিদবিম্বিত সম্বন্ধই আনন্দময়কোষ, ঐ আনন্দময়কোষে চিহ্নিত স্বাক্ষর লিঙ্গশরীরস্থ বিজ্ঞানময়, মনোময়, ঐ প্রাণময়কোষে প্রতিবিম্বিত হইয়া তত্ত্বকোষাভিমানে হয়। উপরোক্ত সূক্ষ্ম সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম জগদাভিমানে ও ব্যাটি তৈজসাত্মা সূক্ষ্ম দেহাভিমানে হইলে অর্থাৎ সমষ্টি সূক্ষ্ম জগতের সহিত বা ব্যাটি সূক্ষ্মদেহের সহিত একত্ব জ্ঞানে মাথামাথি হইয়া সমষ্টি সূক্ষ্ম জগতে বা ব্যাটি সূক্ষ্মদেহে ক্রিয়ানীল হয়, ঐরূপে সূক্ষ্ম জগতের বা সূক্ষ্মদেহের সহিত মাথামাথি ঐ সমষ্টি হিরণ্যগর্ভকে বিরাট বা ঐশ্বর্যের ঐ ব্যাটি তৈজসাত্মাকে জীব অর্থাৎ দেব, মানব, গো, অশ্বাদি বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত পঞ্চকোষের বিকাশ ও অবিকাসের তারতম্যাত্মকভাবে পূর্বোক্ত জীব, দেব, মানব, গো, অশ্বাদি ভিন্ন ভিন্ন জীব পরিণত হয়। তাহার কারণ এই যে সৃষ্টির প্রথমে ঐ কোষসমূহ একবারে বিকাশিত হয় না। প্রথমে ঐ পঞ্চকোষ সৃষ্টিত অবস্থায় থাকে, এইজন্ত জড়ীয় উপাদানে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় না, তদনন্তর জীবরাজ্যে প্রথমে প্রাণের তদনন্তর মন ও বুদ্ধির ক্রমে বিকাশ হয়। জীবও ক্রমে উচ্চতর জীব পরিণত হয়।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপনিষদে প্রকাশ সৃষ্টির অর্থাৎ বর্তমান কালের প্রথমে কীট, পতঙ্গ, তদনন্তর গো অশ্বাদি সৃষ্ট হইলে সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা তাহাদের ইচ্ছায় দেবগণকে বিকাশ হইতে আদেশ দেন, কিন্তু দেবগণ ব্রহ্মার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া তাঁহাদের অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেবগণের বিকাশ উপযোগী দেহ নহে বলিয়া তাহাদের ইচ্ছায় অধিষ্ঠাতৃপদগ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহাতে ব্রহ্মা মানবদেহ সৃষ্টি করিয়া

দেবগণকে পুনরাদেশ করার দেবগণ তাঁহাদের বিকাশোপযোগী দেহ দেবিতা তাহাতে বিকাশ হইতে সক্ষম হন এবং মানবের ইন্দ্রিয়বিষ্ঠাত্ত্ব-দেবরূপে বিকাশিত হন। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, পশ্চাদিতে মন বুদ্ধির বিকাশ হয় নাই। মানবের মন বুদ্ধির বিকাশ হওয়ায় মানব জগজ্জগন্তের সংকল্পজনিত সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়বিষ্ঠাত্ত্ব-দেব-গণকে বশীভূত করিয়া দৈবীশক্তি বলে ষড়ৈশ্বর্য ও অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলে মানবই দেবশরীর

প্রাপ্ত হয় ও পঞ্চকোষেরও পূর্ণ বিকাশ হয়। এই পঞ্চকোষ জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হইলে জীবাত্ম সঙ্কল্পের পঞ্চকোষ বিচার দ্বারা মুক্ত এবং পর-মাত্মায় সংযোজিত হয়। এই পঞ্চকোষের বিচার পদ্ধতি ক্রমেই বিবৃত হইবে। উপরোক্ত ইন্দ্ৰিয়-বিষ্ঠাত্ত্ব-দেবগণ যে পূর্ণ কল্পের অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন উচ্চতর জীবের অংশ তাহা উপনিষদাদিতে বিশেষ প্রতিপন্ন হয়, উহা ক্রমে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। ক্রমঃ—

ত্রিশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপায় কি নাই?—আছে।

কোন পতিত দেশের উদ্ধার সাধন করিতে গেলে, বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। আমরা সকলেই ভারতবর্ষের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জ্ঞাত হুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু স্বদেশের উন্নতিকল্পে আমাদের মধ্যে কয়জনে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি? ইদানীন্তন আমরা সকলেই অর্থোপার্জন করিয়া সাংসারিক ভোগবিলাস বৃদ্ধি করিবার জ্ঞাতই চেষ্টিত, কিন্তু ত্যাগের কথা একবারও স্মরণ করি কি না সন্দেহ। যে অর্থের জ্ঞাত আমরা লালায়িত, সে অর্থও হইতেছে না। বাক্যে আমরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সকলেই স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকি। যে কোন কার্যে আমাদের মান, মর্যাদা, ভোগবিলাসাদির কিঞ্চিৎ বাধা হওয়ার সম্ভব, তাহাকেই অসম্ভব, অযুক্তিকর, আমাদের দেশ একাধের জ্ঞাত এখনও উপযোগী হয় নাই, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আপনাদিগকে সেই মমুদার কার্য হইতে স্বতন্ত্র রাখি। দেশের অমনোযোগে যখন কার্যটি পণ্ড হইল, তখন আমরা দুঃশ্রুতির জ্ঞাত যথেষ্ট বাহাদুরি লইয়া

থাকি। আমরা সকলেই বলি যে দেশে অবস্থা বড়ই শোচনীয়, কিন্তু আমরা কি কখন ইহা চিন্তা করি যে আমরা দেশের জ্ঞাত করিতেছি। সকলের মুখেই শুধুন, অমুক ব্যক্তি বড়ই স্বার্থপর, দেশের জ্ঞাত কিছুই করেন না, কিন্তু কেহই নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবেন না যে তিনি নিজে দেশের জ্ঞাত করিতেছেন। স্বার্থত্যাগ করিতে না পারায় ভারতবর্ষে কোন কার্যেই কোন ফললাভ হইতেছে না।

হিন্দুস্তান দিন দিন দেখুন কি প্রকারে কিস্ত তকিমাকার ভাব ধারণ করিতেছে। আমরা সকলেই প্রচলিত ইংরাজি শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছি। এই ইংরাজি শিক্ষার পরিণামটা কি তাহা কি আমরা কখনও চিন্তা করিয়া থাকি? ইংরাজি শিক্ষাদ্বারা জাতীয় জীবন বলবান হইতেছে, তাহা কি কখনও আলোচ্য করিয়া থাকি? ইংরাজি শিক্ষাদ্বারা আর হাট, কোটধারী, চুরট ধুত্ৰাদপীরণকারী জঘন্য বাহিরে ফিরিঙ্গিবেশধারী পুরুষ স্ত্রী, কি কোন যথার্থ খাঁটি লোক প্রাপ্ত হইতেছি। কেবা

গিরিই যেন ইংরাজি শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য । হাকিম বল, ডাক্তার বল, উকীল বল, ইঞ্জিনিয়ার বল, বাঙালী প্রায় সকলেই কেৱাণি । সকলেই চর্কিত চর্কন করা ভিন্ন, কেহই মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেন না । কিন্তু এই ইংরাজি শিক্ষার দাসত্ব বৃত্তিধারা খেতপুকুদিগের অহুগ্রহে নিশ্চিন্তভাবে ছই চারি পরমা রোজগার করিয়া নিজের চাটুকু এবং গৃহীণীর গহনা ছই একথানা চপিয়া যায়—বলিয়া পতঙ্গগুলি বেরূপ দীপশিখার দিকে ধাবিত হয়, তরূপ আমরা ইংরাজি শিক্ষার দিকে ধাবিত হইতেছি । কিন্তু বেশ চিন্তা করিয়া দেখিলে বর্তমান শিক্ষাদ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি, ধনের বৃদ্ধি, সাহিত্যবিজ্ঞানাদির উন্নতি, কিম্বা যাহাতে মানুষ খাঁটি মানুষ হয়, কিম্বা একটা জাতি খাঁটি জাতি হয়, এরূপ কিছুই হইতেছে না । এই শিক্ষার ফল কেবল অমু-করণ প্রিয়তা । বস্তুতঃ ইংরাজি শিক্ষাতে আমাদেরকে ক্রমে অকর্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে । যে ভাবে দিন দিন ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার দেখা যাইতেছে, যদি ইহার গতি কোনপ্রকার রুদ্ধ না হয়, তাহাহইলে আর এক শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষের পুনরুত্থান একেবারেই অসম্ভবপর হইবে । ধর্মবিহীন অবিখ্যাসী দুর্বল চরিত্র, দুর্বল শরীর স্বার্থের ক্রীতদাস হইয়া আমাদের সম্মানসম্মতি অন্তরে বাহিরে ফিরিয়া হইবে এবং পরপদসেবাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে ।

ভাবিতে গেলেও চখে জল আসে, যে দেশের মাটিতে সোণা ফলে, সে দেশের লোকের পরিধানবস্ত্র নাই, সে দেশের লোকের উদরায় জুটে না । হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেই সহস্র সহস্র লোক মালায়ে গমন করে, যাহারা জীবিত থাকে, তাহারাও অর্ধমৃত হইয়া পড়ে । গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য অর্ধবপোত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করে,

কলিকাতার ইংরাজ বণিকমণ্ডলীর সমাহরণের দিকে দৃষ্টিপাত কর, আসামের চাবাগান সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত কর, বাঙালী, বিহার প্রভৃতি দেশের নীলকুঠির দিকে দৃষ্টিপাত কর, এক কথা ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর, আর তোমাদের অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর । এরূপ বৈষম্য কেন ? এ সময় ইংরাজি বুলি ভুলিয়া গিয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বলিবে যে অদৃষ্টের দোষ । কিন্তু মনে মনে বেশ জান যে পুঙ্খ-কারের অভাবই তোমাদের দুর্গতির কারণ । স্বার্থপরতা আত্মকলহ, ধর্মের প্রতি অনাস্থাই দুর্গতির কারণ । অহো ! কি ভয়াবহ পুষ্টি-গাম ! অন্নপূর্ণার প্রসাদে যে দেশের অন্ন ভূমণ্ডলস্থ অজ্ঞাত দেশও অন্ন পরিপূর্ণ হইতেছে, সেই দেশের অধিবাসীগণ অজ্ঞাতাবে জীর্ণজীর্ণ কলেবর । এখনও সাগররাজ অমূল্য মুক্তো-পহার লইয়া পাদপ্রদেশে অবস্থিত রহিয়াছে, এখনও গিরিরাজ বহুমূল্য রত্নোপহার লইয়া শিরপ্রদেশে প্রসারিত রহিয়াছে, এখনও সিদ্ধ নন্দাদা, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পবিত্রসলিলা নদী ফলশস্তররহারে বক্ষঃস্থল সুশোভিত করিতেছে, কিন্তু হায় ভারতবাসী এই অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়াও দরিদ্র ! ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বিড়ম্বনা হইতে পারে ? সে দিন গত, কিন্তু এক দিন ছিল যে সময় ভারতবর্ষ সর্ববিষয়ে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল । পূর্বগৌরব এখন নাই, স্মৃতিপর্যন্ত বিলুপ্ত প্রায় । বর্ষর-জাতিদিগেরও বাহা আছে, ভারতবাসীদের তাহাও নাই, স্বীয় গৃহে, পরাবসথশায়ী, পরান-ভোজী ; ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, স্বাধীনতাবল, ধর্মবল, সকল প্রকার বলহীন হইয়া ভারতবাসী জীবনমৃত্যবৎ রহিয়াছে । ভারতবর্ষের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তপর্যন্ত নেত্রপ্রসারিত করিলে, কোন স্থানেই জীবন্ত মল্লবা দৃষ্ট হয় না, কেবল কতকগুলি শবদেহ নেত্রপথে পতিত হয়। সকল শ্রেণীর লোকই সমবস্থাপন্ন। ভারতের এই অমানিশি কি প্রভাত হইবে না? যতদিন না ধর্মবলে বলীয়ান হইয়া ভারতবাসী স্বদেশের ক্ষত আত্মবিসর্জন করিতে শিক্ষা করিবে, ততদিন কিছুই হইবে না।

সকল শ্রেণীর লোকই সমস্বরে স্বীকার করেন যে ভারতবাসী বিষম রোগগ্রস্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু বিভিন্ন-শ্রেণীর নেতাগণ ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা করেন। কেহ বলেন বাল্যবিবাহ রহিত কর, কেহ বলেন ব্যায়ামাদি শিক্ষা দেও, কেহ বলেন বৃত্তিশিক্ষা দেও, কেহ বলেন কংগ্রেসে যোগ দেও, কেহ বলেন বিধবার বিবাহ প্রচলিত কর, কেহ বলেন অবরোধদ্বারা উন্নুক্ত করিয়া জীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেও, কেহ বলেন বর্ণভেদ প্রথা উঠাইয়া দেও, কেহ বলেন পুতুল পূজা রহিত কর, কেহ বলেন ঘরে ঘরে ইংরাজি শিক্ষা দেও, বাণিজ্য বৃদ্ধি কর, ইত্যাদি অনেকে অনেক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কেহ বলেন সবগুলি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দেও। কিন্তু প্রচণ্ডমার্কণ্ডতাপে তাপিত তরুণতার মূলে জলসিঞ্চন না করিয়া উহার শাখা পত্রাদিতে জলসিঞ্চন করিলে, তরুণতা কি সজীব থাকিতে পারে?

এক ধর্মবলদ্বারাই জাতীয় জীবন বলীয়ান হয়, এই ধর্মবলই জাতীয় জীবনের মূল, উহা উপেক্ষা করিয়া শাখাপত্রাদির প্রতি যত্ন করিলে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ধর্মই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কুশলের একমাত্র কারণ। ধর্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন দিন কোন জাতি উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে পারে

নাই। পৃথিবীর ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য-প্রদান করে যে ধর্মবিচ্ছিন্ন হইয়াই দেশসমূহ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্মবলে বলীয়ান হইয়াই হিন্দুজাতি এককালে সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল এবং সর্ব-বিষয়ে পৃথিবীর অনুশাসিতা হইয়াছিল, কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট হইয়া সেই জাতি এইক্ষণে বর্বরজাতি-দিগেরও হেয় হইয়াছে। বাহ্য চাক্চিক্যে মুগ্ধ হইও না, ঐ বাহ্য চাক্চিক্যই আমাদের বধা সর্বস্ব হইয়াছে। জাতীয় জীবন ধর্মহীনতায় বিধীন নিরক্ষাণোন্মুখ প্রকীপসদৃশ হইয়াছে। ভারত-বর্ষের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শনে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন? ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া উহার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলে কোন হৃদয়বান ব্যক্তির গায়ে অশ্রু প্রদাহ উপস্থিত না হয়? কিন্তু তাহা বা মাতৃভূমির পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন? রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে কিছু হইবে না, উহা কেবল শাখা গুলে জলসিঞ্চনমাত্র। আরও দেগুন সর্বপ্রকার বলের প্রস্তাবস্বরূপ ধর্মবল না থাকাতাই যে আমাদের দেশে সর্বপ্রকার আন্দোলনই যেন আবেগশূন্য। অতএব যদি ভারতবর্ষের হৃদয় ফিরাইতে চাহেন, ধর্মজীবন বলীয়ান করিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হউন।

উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত বর্তমানে যেরূপ অযোগ্য রহিয়াছে, এরূপ অযোগ্য চিরকাল নাও থাকিতে পারে। বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে ভাববর্ধিত তাহার ঘোরহৃদ্বিনে পৃথিবীর একটি প্রবলপরাক্রান্ত অখণ্ড সভ্যজাতির শাসনাধীনে অবধিত রহিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে মূর্তিমতী শান্তি বিবাজিতা, বহিরূপদ্রবেরও কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। সামাবিধি পনিচালনে রাজপুরুষেরা ধর্ম

উন্নতিসাধনের পথ অপ্রতিরুদ্ধ রাখিয়াছেন। ধর্মজীবন বলিষ্ঠ করিবার জন্ত এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। অল্পকূলশ্রোত, অল্পকূল পবন সকল সময়ে ভাগ্যে উপস্থিত হয় না এবং মূর্খ ভিন্ন উহা কেহই উপেক্ষা করে না।

হে ভারতবাসিগণ! ধর্মের প্রভাবেই ভারতবর্ষ একদিন অগতির চক্ষুরূপ হইয়াছিল, এই ধর্মের জন্ত পদদলদলিত পরপীড়িত পরমুখাপেক্ষী পরাধীন ভারত এখনও বিদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট আদৃত হইয়া থাকে, এই ধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষ, সিংহল, তিব্বত, চীন, ব্রহ্মাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশের নিকট পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; যদি ভারতবর্ষ কখন পূর্বগৌরবে গৌরবান্বিত হয়, সেও নিশ্চয়ই ধর্মের বলে হইবে। সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুই ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার সাধন করিবে। হে ভারতবাসি! বিস্তৃত আত্মজ্ঞান লাভ কর, ক্ষণবিক্ষণী শরীরকে যথা সর্বস্ব মনে করিও না, দেহের অন্তর্জটী শুদ্ধ বুদ্ধমুক্তদেহীকে জানিতে চেষ্টা কর।

ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহা বেদীন মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেতান্মালোকাদমৃত্যুভবন্তি ॥

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জীবন সফল হয়, ব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে তাহার জীবন নিফল হইল, এইজন্ত ধীর ব্যক্তির জ্ঞানধারা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যার অবহেলায় ভারত দুর্গতির শেষ গীমার উপস্থিত হইয়াছে; আর সময় নাই।

উত্তীর্ণত আগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা দুহত্যয়া দুর্গম্পথন্তং কবরৌ বদন্তি ॥

অজ্ঞান নিদ্রা হইতে উগান কব, আগ্রত

হও, শ্রেষ্ঠাচার্যের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর, এ জ্ঞান বড়ই কঠিন জ্ঞান, শানিত ক্ষুরের ধার যেমন পদের দ্বারা দূরতীক্রমণীয়, পণ্ডিতগণ ব্রহ্মবিদ্যার পথও তদ্রূপ দুর্গম বলিয়াছেন, এইজন্ত শ্রেষ্ঠাচার্যের শরণ গ্রহণ কর। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কর। উহা লাভ করিলে তোমার ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না। তখন দেখিতে পারিবে, তুমি কত উচ্চ, কত মহৎ, কত পরাক্রমশালী, ভূমণ্ডলে তোমার শক্তির নিকট কোন শক্তিই প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারিবে না। একবার নখরদেহের মমতা পরিত্যাগ কর, আত্মার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন দেখিতে পারিবে যে, তুমি কত শক্তিসম্পন্ন। ঋষিদিগের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কর, দেখিবে ভারতের জ্বলন্ত আবার ফিরিয়া আনিবে। প্রজাপতির “দ,” “দ,” “দ,” যাহা অদ্যাপি বজ্রধারা নিরানদিত হইয়া থাকে, প্রজাপতির দ, দাম্যত, দ, দয়ধর্ম, দ, দত্ত, এই উপদেশ স্মরণ কর, দেখিবে যে সমাজে আপনি আপনি উন্নত হইবে; ইঞ্জিয়সংযম কর, হৃদয় পবিত্র কর, আচরণ প্রেমপ্রদর্শন কর, মানবকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন কর, পশুদিগের প্রতিও দয়াপ্রদর্শন কর, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ কর, দরিদ্রে দান কর, দেখিবে তোমার হৃদয়ে কত বল, দেখিবে তোমার ধর্মবলের নিকট পাশব-বল পরাভূত হইবে। ভারতবর্ষ যে কোন দিন মধ্যাহ্নতপনসম সমুজ্জ্বলপ্রভায় প্রভাবিত ছিল, সে কি ধনের জন্ত, না বলের জন্ত, সে কি ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ত নহে। সর্ববিষয়ে যে ভারতবাসী অগতির আচার্য্য পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, সে কি ধনের জন্ত, না বলের জন্ত, সে কি জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্ত নহে। মথের ধর্ম কিছূ হইবে না, উহাতে কোন পতিত দেশ উদ্ধার হয় না। ধর্মই জীবনের একমাত্র রত-

কর, স্বার্থ একেবারে পরিত্যাগ কর, পরোপকার
জীবনের মূলমন্ত্র কর, মর্ত্যে দেবোপম হও, স্বীয়
উদাহরণদ্বারা সকলকেই দেবতায় পরিণত কর,
মানবিশ সামাজিক বাধা প্রতিবন্ধক তুচ্ছজ্ঞান
কর, জ্ঞান বিকীর্ণ কর; আলোকের নিকট অন্ধ-
কার থাকিতে পারে না; ফলের প্রতি আশা
করিও না, কার্যক্ষেত্রে স্বীয় কর্তব্য করিয়া যাও,
ধর্মের বাণিজ্য করিও না, তোমাদের পূর্বপুরুষ
পুণিত যুধিষ্ঠিরের পবিত্র বাক্য স্মরণ করিয়া কি
হুখে কি দুঃখে ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না ।

নাহং কর্মফলাশেষী রাজপুত্রিচরাম্যুত ।

দদামি দেয়মিতি যজ্ঞেযষ্ঠব্যমিত্যুত ॥

অস্ত বাত্ৰ ফলং মা বা কর্তব্যং পুরুষেণ যৎ ।

গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ ॥

ধর্মকরামি শ্রোত্রাণি ন ধর্মফলকারণাং ।

—আগমাননতিক্রম্য নতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ ॥

ধর্মএব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাষ্টেব মে ধৃতম্ ।

ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘতো ধর্মবাদিনাম্ ॥

হে জ্যোতি! আমি কর্মফল অন্বেষণ করিয়া
কর্ম অহুষ্ঠান করি না, দান করা কর্তব্য, তাই
আমি দান করি, যজ্ঞ করা কর্তব্য তাই আমি
যজ্ঞ করি । ফল হউক আর নাই হউক, গৃহে
থাকিয়া যে সকল কার্য করা কর্তব্য, আমি
তাহা যথাশক্তি করিয়া থাকি । আমি সাধু-
জনের ব্যবহার ও শাস্ত্র অঙ্গসম্বরণ করিয়া থাকি,
কিন্তু ধর্মের ফলকামনা করিয়া ধর্মাহুষ্ঠান করি
না । হে জ্যোতি! আমার মন স্বভাবতই ধর্মের
আবদ্ধ, আমি ধর্মের বণিক নহি, যাহারা ধর্ম-
বণিক তাহারা ধর্মবাদীদের মধ্যে জঘন্ত বণিরা
পরিগণিত হয় ।

অতএব ধার্মিক হও, কিন্তু ধর্মের ব্যবসা
খুলিও না, তোমার কর্তব্য ভূমি সম্পাদন কর,
ফল ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
শাস্ত্র স্মরণ কর—

কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতু কৃমাতে সংগোষ্ঠকর্মসি ॥

সদাসুর্দদা স্বীয় কর্তব্য অহুষ্ঠান কর, কর্তব্য
সম্পাদনেই তোমার অধিকার আছে, ফলে
তোমার অধিকার নাই, ফলাকাঁসা করিয়া
কোন কর্ম করিও না, কিন্তু কর্ম না করিয়াও
থাকিও না ।

অতএব কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের এই উপদেশ
বাক্য স্মরণ করিয়া, এন, আমরা স্বদেশের মঙ্গল-
ময় কার্যে ব্রতী হই । ভারতবর্ষ হইতে কি
আধ্যাত্মিক ভাব অস্বহিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ
হইতে কি ঋষিদিগের লোক হিতব্রত একে-
বারেই লুপ্ত হইয়াছে? যদি লুপ্ত হইয়া থাকে,
তাহাহইলে সেই ভাব পুনর্জীবিত না করিতে
পারিলে ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনের সম্ভব
নাই ।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে শিক্ষা-
বিধান প্রচলিত আছে, উহাদ্বারা দেবভাব,
ঋষিভাব পরিবর্দ্ধিত হওয়া ঘুরে থাকুক, স্বদেশ
কেবলকতকগুলি পাশ্চাত্য কুসংস্কার প্রবেশ
করে এবং আহাৰ বিহার বেশবিশ্রাম
আদিই জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় । এই
বিজাতীয় শিক্ষার গতিরোধ না করিলে ভারতের
মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই ।

বাস্তাব্য জ্ঞানপিপাসু বণিরা অত্যন্ত জড়িত
নিকট পরিচয় দেয়, কিন্তু দেশে করজন লোকে
জ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন?
চাকুরি, চাকুরি, চাকুরিই আমাদের অভীষ্টদেবতা,
জ্ঞানবিজ্ঞানাদির প্রতি প্রীতি কেবল মৌখিক,
আন্তরিক নহে । যে সমুদায় দেশে আর্থ-ঐ-
গণের অলস উদাহরণ নাই, সেই সকল দেশেও
জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবায় অনেকে জীবন পূর্ণাঙ্গ
উৎসর্গ করে, কিন্তু ঋষিনিকেতন ভীরত্বভূমিতে
এরূপ একজন লোকও আছে কি না, তদ্বিষয়ে

নন্দে । দেশের সাধারণ লোক নানাবিধ
সাংসারিক কার্যে চিরকালই ব্যাপ্ত থাকিবে,
কিন্তু দেশে এমন কতকগুলি লোক চাই,
যাহাদের আত্মপর ভেদজ্ঞান রহিত হইয়াছে,
এবং যাহারা পরোপকারত্রে জীবন উৎসর্গ
করিয়াছেন ; এইরূপ কতকগুলি লোক থাকিলে
তাহাদের উদাহরণে সাধারণের মধ্যে এক অপূর্ণ-
শক্তির বিকাশ হয়, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়,
স্বার্থপরতা দূরে যায়, দেশহিতৈষিতা সহস্রগুণে
পরিবর্দ্ধিত হয় । আমাদের দেশে সর্বস্বত্যাগী
লোক কি নাই ? তাহাও আছে ; কিন্তু যাহারা
সর্বস্বত্যাগী তাহাদের প্রতি যুগা ভিন্ন আমরা
ভক্তির উল্লেখ করাইতে চেষ্টা করি না । সাংসা-
রত্যাগী লোকহিতরত সাধু মহাপুরুষদিগের
প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জন্মান দূরে থাকুক, ভণ্ড
জলস বলিয়া তাহাদিগকে লোকের নিকট
ঘোষণা করি । তবে একথাও অস্বীকার করি
না, যে যদি একজন যথার্থ সাধু দৃষ্ট হয়, তাহা
হইলে সহস্র ভণ্ড ও পন্থীও দৃষ্ট হয়, এবং তাহা-
দের দ্বারা সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক,
তাহাদের ব্যভিচার, কপটচারণ প্রভৃতি সমাজদেহ
কলুষিত করে । অতএব ভারতবর্ষে যাহাতে যথার্থ
সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাই করা সর্বতোভাবে
বিধেয় । ব্রহ্মচর্যাবলম্বন করিয়া কতকগুলি
ভারতসন্তান যদি বেদ, উপনিষৎ, প্রভৃতি ধর্ম-
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া লোকহিতত্রে স্বীয় স্বীয়
জীবন উৎসর্গ করিয়া ভারতবর্ষের বিবিধ-
স্থানে আধ্যাত্ম প্রচারে রত থাকিয়া ভারত-
বাসীর ধর্মজীবন নববলে বলীয়ান করিতে
পারেন, তাহাহইলে সমাজ এক নূতন আকার
ধারণ করিবে । নীতপ্রধান দেশের পত্র তিরোহিত
তরুণতা যেরূপ বসন্তাগমে নূতনপল্লবে বিভূষিত
হয়, ভারতবর্ষও তরুণ ধর্মস্পর্শে নববলে
বলীয়ান হইবে । মানব হৃদয় মধ্যে যে ঐশীশক্তি

আছে, তাহার বিকাশ না করিলে মানুষ সে
ঐশীশক্তির সম্ভা বুঝিতে পারে না । জলসিকনে
যেরূপ বীজ হইতে অল্প উদ্ভগ হয়, সেইরূপ
ব্রহ্মচর্যদ্বারা ই মানবের অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির
বিকাশ হয়, আশ্রমের প্রসার হয়, আত্মপর-
ভেদ জ্ঞানরহিত হয়, শরীরের প্রতি মমতা নষ্ট
হয়, তখন পরের জন্ত প্রাণ দিতে কোন কষ্টই
থাকে না, তখন বলপূর্বক ধার্মিক হইতে হয়
না, বলপূর্বক পরোপকার করিতে হয় না,
তখন ধর্ম ও পরোপকার স্বাভাবিক বৃত্তি হইয়া
যায় । যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে উশাই বলিয়াছেন,
ধর্ম কার্য করা তাহার স্বভাবের এক অংশ
হইয়াছিল । আদর্শ জীবন সর্বত্র স্মৃত নহে,
কিন্তু আদর্শ জীবন প্রাপ্ত না হইলেও হৃদয় মধ্যে
আদর্শ জীবনের মূর্তি অঙ্কিত থাকিলেও যথেষ্ট
হইল ; তাহাহইলেও আমরা বুঝিতে পারিলাম
যে গন্তব্য স্থানের দিকে যখন গমন করিতেছি,
তখন কোন না কোন সময়ে ঐস্থানে পৌছিতে
পারিবই পরিব । কিন্তু হৃদয়ে কোন আদর্শের মূর্তি
না থাকিলে, আমরা কাহার দিকে গমন করিব ?
তখন লক্ষ্যবিহীন হইয়া কেবল ইতস্ততঃ ভ্রমণ
করি, কাঙারীবিহীন তরুণীয় ছায় শ্রোতের
ক্ৰীড়ণক হই, তুণেন ছায় সামান্য বায়ুপ্রভাবেই
পরিচালিত হই । ভারতবাসীর কি কোন
আদর্শ আছে ? যদি থাকে সে আদর্শ হ্যাট
কোটধারী প্রেমমূর্তি ইংরেজ ; এই আদর্শ সাগর-
গর্ভে বিসর্জন দিয়া শ্রেয়মূর্তি আর্ধ্য ঋষির আদর্শ
হৃদয়মন্দিরে স্থাপন কর এবং তৎপ্রদর্শিত পথে
গমন কর, তবেই দেখিবে মৃতপ্রায় ভারতবাসী
পুনর্জীবিত হইয়াছে ।

সময় ত যায়, এই অবনীমণ্ডলে হ্রলভ মনুষ্য
জন্মধারণ করিয়া কেবল আহাঃ বিহার করিরাই
জীবন অতিবাহিত করিবে ? অন্ততঃ তোমাদের
পুত্রপৌত্রদিগের ভাবীমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

সদমুহুর্তানে ত্রী হও। জমীদারী, কোম্পানির কাগজ, এমারত আদি যাঁহা করিতেছ, এসমুদায় ভূমি নিজে অনন্তকালে ভোগ করিবে, সেইজ্ঞ করিতেছ, না ভবিষ্যৎ বংশাবলীদিগের উপকারের জ্ঞ করিতেছ? অনন্তকালের সহিত তুলনায় তোমার জীবন কত ক্ষণস্থায়ী, তাহাও একবার স্মরণ করিয়া দেখ, যদি তাহাই হইল, তোমার আত্মস্থখের প্রতি ক্ষণকাল উদাসীনভাব ধারণ করিয়া তোমার পুত্রপৌত্রাদির মঙ্গল জীবন উৎসর্গ কর। অতএব আর সময় নাই, যথা গওগোলে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। অতীতবর্ষে পুনর্বার ব্রহ্মচর্য্য অমুষ্ঠান প্রচলিত কর। সন্তান যথেষ্ট হইয়াছে, আর সন্তান-কামনা করিও না, আর ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে সন্তানের হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া পরদ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে, যে সন্তান বলবীৰ্য্য ও ধর্ম্মবিহীন হইয়া মনুষ্যাকারে পশুভাবে জীবনযাপন করিবে, সে সন্তানের প্রয়োজনই বা কি? যদি সংপুত্র উৎপাদন করিতে চাও, তাহাই হইলেও জীবনের প্রথমাংশ ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত কর। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইয়াছে, যথেষ্ট সন্তান উৎপাদন করিয়াছ, যথেষ্ট ইন্দ্রিয়সন্তোগ করিয়াছ, অন্ততঃ এসময় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে লোকহিতে রত হও। অর্থের সেবায় চিরকাল গেল, আচ্ছা ধর্ম্মের সেবায় দেখদেখি কি হয়? কিন্তু ইহাও বলি, যখন শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে, যখন মানসিক বৃত্তিগুলি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, যখন স্মৃতি লোপ হইয়া আসিতেছে, যখন উৎসাহ ও সাহস লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে, তখন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অধিক ক্ল হইবে না। দেশের মঙ্গলসাধন যদি চিত্ত ধাবিত হয়, তবে যৌবনেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। নিশান্তে যেরূপ দিবা অবশুস্তাবী, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে ভারতের পুনরুত্থান তদ্রূপ অবশুস্তাবী,

তর্কজাল উপস্থিত করিয়া হৃদয় মোহাচ্ছন্ন করিও না, ঈশ্বরের বিশ্বাস কর, আত্মার বিশ্বাস কর, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস কর, বিশ্বাসের প্রভাবে দেখিবে সমুদায় বাণাবদ্ধক নবোদিত ভাষ্য সমক্ষে কুঞ্জবাটিকার ভাষ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মচারীরা আপনাদিগের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবেন, পরের স্বধ্বংসই তাহাদের স্বধ্বংস করিবেন। ধন, মান, যশ, লিপ্সা গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিয়া শীত গ্রীষ্ম তুচ্ছ করিয়া ভারতের সর্বত্র আর্য্য-ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়া স্বীয় জীবনের উদাহরণ ও ঋণি উপদেশবারা ভারতবাসীর ধর্ম্মজীবন পুনর্জীবিত করিবেন। নির্মল ধর্ম্মপ্রোতে যখন ভারতের পাঁপরাশি বিধৌত হইবে, তখনই ভারতবর্ষ যাঁহা ছিল তাহা হইবে, আর যে পর্য্যন্ত তাহা নয়, সে পর্য্যন্ত কংগ্রেসই কর, কংকারখানাই খোল, সিভিলসারভিসেই প্রবেশ কর, কিছুতেই কিছু হইবে না, এটি অকট্য সত্য।

ব্রহ্মচারীরা সকলেই যে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন এরূপ নহে। ধর্ম্মপ্রচারই তাহাদের অধিকাংশের জীবনের ব্রত হইবে। কিন্তু তাহারা লোকহিতার্থে নানাবিধ শাস্ত্র, বিজ্ঞানাদি অধিকার করিয়া মানবের নানাবিধ হিতসাধনে ত্রী থাকিবেন। স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে কেহ নক্ষত্রবিদ্যা, কেহ ভূবিদ্যা, কেহ স্থপতিবিদ্যা, কেহ রসায়ন, কেহ আয়ুর্বিদ্যা, কেহ পদার্থবিদ্যা এইরূপ বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন করিয়া সাধারণকে ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনোপার্জনের উপায়ও শিক্ষা দিবেক। আজ যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নাই, আজ যে আমাদের দেশে কোন মৌলিকচিত্তা নাই, তাহার কারণ যে আমাদের মধ্যে কেহই জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করি নাই। যদি ব্রহ্মচারী হইয়া আমাদের দেশে কতকগুলি লোকও এই

সমুদায় বিদ্যার সেবার নিরত থাকিতেন, তাহা-
হইলে দেশের কি এই অবস্থা থাকিত? কখনই
নয়।

কেবল সংহার করিলে চলিবে না, সৃষ্টি
করাও চাই। ইহা ভাল নয়, উহা ভাল নয়,
এইরূপ সংহারাত্মকবাক্যদ্বারা কোন লাভ হয়
না, দেশের কোন উপকার হয় না। কি ভাল
তাহাও বলিয়া দেওয়া চাই। দেশের লোক
সকলই বর্তমান শিক্ষাবিধান, বর্তমান ইংবাজ
অঙ্করণ, বর্তমান প্রেরণপ্রিয়তার প্রতি দোষা-
যোগ করেন, কিন্তু তাহাদের কোন প্রেরণপথও
দেখান চাই, নতুবা কোন ফল হইবে না।
অতএব আত্মন, আমরা সমবেত হইয়া কিছু-
কালের জন্য দ্বৈষ, হিংসা ভুলিয়া যাইয়া, কিছু-
কালের জন্য পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস পবিত্র্যাগ
করিয়া, কিছুকালের জন্য আনন্দেব প্রশাস্তমনা
স্বাধীন পূর্বপুরুষদিগের চবিত্র স্মরণ করিয়া,
আমাদের ক্রোধান্বিত হৃদয়ের অপ্রশস্ত্যভাব
পরিত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষে সর্বত্র ব্রহ্মচারী
আশ্রম স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হই। বর্তমান বংশা-
বলী একরকম অপোপাতে গমন করিয়াছে,
তবিশাঘ্নশাবলী যাহাতে আধোপাতে না যায়,
তাহার চেষ্টা করি।

অনেকে আমাকে বলেন ব্রহ্মচারী পাব
কোথার? তাহাদিগকে আমি বলি যে ব্রহ্মচারীর
অভাব হইবে না। আজিও ভারতবর্ষে ধর্মবীজ
আছে, উহা অঙ্কুরিত করা চাই; তাহা যদি না
থাকিত, তাহাহইলে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র সাধু
দৃষ্ট হইত না। হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় ধর্মভাব
না থাকিলে, কি কেহই স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা,
আত্মীয়স্বজন, গৃহ, ধন, বিলাসাদি পরিত্যাগ
করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে?
ভারতবর্ষের যেখানে যাও, সেই স্থানেই এইরূপ
শত শত ত্যাগীলোক দেখিতে পাবিবে। কিন্তু

ইহাদের হৃদয়ে যে ধর্মবীজ আছে, তাহা সীর্ণ-
সনয়ে স্তম্ভরূপে অঙ্কুরিত হয় না, বৃক্ষেও পরি-
ণত হয় না, কৃষিক্ষেত্র, কু আদর্শ, কুসঙ্গ ইত্যাদির
দ্বারা ঐ বীজ অনেক সময় একবারেই বিনষ্ট
হইয়া যায়, তখন কেবলমাত্র বাহিরে ধর্মভাব
থাকে, অন্তরে তোমার আমার যেরূপ অধর্মভাব
তাহাই থাকে। ইহাদের অনেকের আশ্রমের
প্রসার হওয়া দূবে থাকুক, ক্রমে সন্ধীর্ণ হইয়া
যায় এবং সঙ্কোচকেই প্রসার জ্ঞানে অনেকে
বুঝা অভিমানে মত্ত হইয়া থাকেন। ত্যাগ
আছে, কিন্তু সেই ত্যাগ প্রেরণাতিমুখে পরিচালিত
করা চাই। ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপিত হইলেই
যে সহস্র সহস্র ব্রহ্মচারী সেই আশ্রমের নিয়মাত্ম-
যায়ী অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় জীবন লোকহিতব্রতে
উৎসর্গ করিবেন, তাহা নাও হইতে পারে,
কিন্তু ত্রিশকোটি ভারতবর্ষের মধ্যে যদি একরূপ
সহস্র, সহস্র না হউক শত, শত না হউক দশ,
দশ না হউক একজন লোকও আমরা পাই,
তাহাহইলে আব চিন্তা কি? এক হইলেই দুই,
দুই হইলেই তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট
নয় হইবে এবং তৎপরে দশ, শত, সহস্র পাওয়া
কেবল কালসাপেক্ষ। একই গণিতের মূল,
এক হইলেই সব হইল, অত্যাশ্চর্য সংখ্যা এক
হইতে উদ্ভূত। সকল কার্যেই একজন হইলেই
আর চিন্তা নাই। এই বিপুল ভারতবর্ষের মধ্যে
কি আমরা ধর্মপ্রাণ পরিহিত রত একজন
লোকও পাইব না? যে যাহাই বলুক, আমি
ইহা কখনও বিশ্বাস করিব না। যে পর্যন্ত বেদ
উপনিষৎ আদির স্মৃতিমাত্র ভারতে থাকিবে,
যে পর্যন্ত ব্যাসবিশিষ্টাদির স্মৃতিমাত্র ভারতে
থাকিবে, যে পর্যন্ত কৃষ্ণ চৈতন্যবৃন্দাধির স্মৃতি
পর্যন্ত ভারতে থাকিবে, সে পর্যন্ত একরূপ
লোকের অভাব হইবে না। আজ যদি
ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃতভাষা বিদূষ হইত,

আজ যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক গৃহ হইতে দেবদেবীর পূজা অন্তর্হিত হইত, আজ যদি পৃথিবীর কোন স্থানেই বেদ, উপনিষদ আদি গ্রন্থ পাওয়া না যাইত, আজ যদি ভারতবাসীরা সর্বপ্রকার আর্থ্য অনোচিত আচার ত্রুটি হইয়া নূতন একটি অনার্থ্য জাতিতে পরিণত হইত, তাহাহইলেও ভারতের নীলনভোমণ্ডল, ভারতের গগনভেদী উচ্চশৃঙ্গ হিমালয়, ভারতের পবিত্রসলিলা গঙ্গাযমুনা দি কোন না কোন ভারতবাসীর হৃদয়ে সেই প্রাচীন ঋষিভাব জাগরিত করিয়া দিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে দেশেব শাস্ত্র পাঠ করিয়া স্নেহাচারী সোপানহারও শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই দেশের লোক সেই সমুদায় শাস্ত্রাদি প্রত্যহ পাঠ করিয়া যে একেবারে ধর্মহীন হইয়া গিয়াছে ইহা কিরূপে বিখ্যাস করিতে পারি? কিছুতেই না। ধর্মবীজ এখনও আছে, উহাকে জলসিঞ্চনদ্বারা অকুরিতমাত্র করিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মচারীর অভাব হইবে না, তজ্জন্ত কোন চিন্তা করিও না। আজও অনেক সাধু পুত্র আছেন, বাহারা লোকহিতব্রতে ব্রতী এবং তাহারা একপ আশ্রম আছে জানিলে, ইহাতে নিশ্চয় যোগদান করিবেন। ভারতবর্ষের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। সাধারণের সমক্ষে স্বার্থত্যাগের জলন্ত উদাহরণ দৃষ্টায়মান করিতে হইবে। একজন সাধুর সংস্পর্শে একজন সাধু উদাহরণ কত শত জীবনের যে মূলস্রোত পরিবর্তিত হইয়া যায়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। আজ যদি এই বঙ্গদেশে একজন লোকও থাকিতেন যিনি নিজের জন্ত কখনও কোন চিন্তা করেন, অথচ যিনি সকলকেই স্বজন জ্ঞান করেন, যিনি জ্ঞান বিজ্ঞানকে বিভূষিত, ধর্মবলে বলীয়ান হইয়া লোকহিতব্রতে ব্রতী রহিয়াছেন, যাহাব জীব-

নই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকামধর্ম হইয়াছে, তাহাহইলে তাহার জলন্ত উদাহরণে কি না হইত? তাহাহইলে আর কি চিন্তা ছিল। বক্তৃতা আদি পরিত্যাগ কর, ভারতবর্ষে দুটি চারিটি খাঁটি মানুষ বাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর, সে কি মানুষেব দ্বারা কিছুই হইবে না। ইংরাজী বলি ছাড়িয়া দেও; ব্রহ্মচর্য্য মূর্থতা, আত্মকেবল কল্পনা, ব্রহ্মজ্ঞান বাতুলের উক্তি, এই সব আত্মরিক সংস্কার পরিত্যাগ কর, একবার আর্থ্য-ঋষিগণের পদপ্রান্তে পড়িয়া তাহাদের অশীর্বাদ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

কত শত বৎসর পূর্বে আর্থ্য-ঋষিগণ উপনিষদাদিরচনা করিয়া গিয়াছেন, আজীবন প্রত্যহ উহা পাঠ করিতে থাক, কখন বিরক্তি হইবে না, কখন নীবস লাগিবে না, বতবাহ পড়িবে ততবার ইচ্ছা কারবে, হৃদয়ে এক অনির্করণীয় শান্তির উদয় হইবে। কেন একপদ্য কেন? দশবৎসর পূর্বে যে সমুদায় গ্রন্থরচিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি আর লোকে পড়ে না এবং যদিও পড়ে তাহাহইলে একবারের অধিক দুইবার পড়িতে ইচ্ছা হয় না; সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যে সমুদায় গ্রন্থরচিত হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠে পাঠলিপ্সা বৃদ্ধি হয়, একপ বিভিন্নতার কারণই কি? আদি কিছুই বলিব না, নিজেই বুঝিয়া দেখ ইহার কারণ কি? বুঝিয়া দেখ এবং বুঝিয়া সেই আর্থ্য-ঋষিগণের প্রদীপ্ত পন্থাবলম্বন করিয়া তবিষয় বংশাবলীর উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লও ভারতবর্ষের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন কর।

কিন্তু ভারতবর্ষের কোন একস্থানে সর্বপ্রথম একটি আদর্শ আশ্রম স্থাপন আবশ্যক। যে স্থানে নগরের কোলাহল, বিলাস প্রলোভন

নাই, এমন স্থানে এই আশ্রম স্থাপন আবশ্যিক। যে স্থানে কেবলমাত্র বাস করিলে ব্রহ্মচারীর জন্ম প্রশস্ত হয়, অস্ত্রকরণ পবিত্র হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হয়, যে স্থানে শান্তিদেবী মূর্তিময়ী হইয়া বিরাজিতা, যে স্থান লোকানন্দদায়িনী কোন পুণ্যসলিলা কুলকুলস্রবে প্রবাহিতা হইয়া ভগবানের নির্মল চরণ স্পর্শ করায়, যে স্থানে কোন অভভেদী গিরিরাজ তাঁহার মহিমাছন্দে জাগরুক করে, যে স্থানে বান্ধিবন্ধে সেই ভূমার অসীমকীর্তি প্রতিভাত হয়, এমন কোন আশ্রমপ্রসারাকুল স্থানে এই আশ্রম স্থাপন করা আবশ্যিক। যে স্থানেই হউক না কেন; এমন কোন স্থানে এই আশ্রম স্থাপন করা আবশ্যিক, যেখানে আশ্রমবাসীরা অল্প কোন শিক্ষা না পাইলেও কেবল ভগবানের মহিমাচিন্তনে মহীমান হইতে পারে।

আশ্রমটিকে প্রথম হইতেই সর্বাঙ্গ সুন্দর করাইতে পারে না, উহা কালসাপেক্ষ; অভাব এবং সুযোগ দেখিয়া ক্রমে উহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এই আশ্রমে একটি আদর্শ পুস্তকালয় থাকিবে, প্রথমতঃ বেদ হইতে পুণ্যকাব্যপর্যন্ত তাবৎ সংস্কৃত গ্রন্থ ইহাতে সংগৃহীত হইবে। তৎপরে ভারতবর্ষের অস্ত্রাত্মক ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি এবং ক্রমে পৃথিবীস্থ নানাদেশীয় নানাভাষায় তাবৎ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এখানে সংগৃহীত হইবে। বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুণি, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য থাকিবেন। বলা হইল্য আচার্য্যগণও ব্রহ্মচারী হইবেন। ব্রহ্মচারীগণ ব্যাকরণ এবং সর্বাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে যে সমুদায় শাস্ত্র প্রয়োজন, তাহা অভ্যাস করিয়া স্বীয় উপযোগীতা অনুসারে বেদ, উপনিষদাদি যথেষ্ট বা স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে আচার্য্যের পাদদেশ অনুসারে অংশ পাঠ করিয়া আচার্য্যের

উপদেশ লইয়া ভারতবর্ষের কোন একটি প্রদেশে স্বীয় স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র করিবেন। যিনি যে প্রদেশ তাহার কার্য্যক্ষেত্র করিবেন, তিনি তৎ-প্রদেশে প্রচলিত ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রাদি ভাষা অভ্যাস করিবেন। সুতরাং আশ্রমে এই সমুদায় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরও আবশ্যিক। পূর্বেই বলা হইয়াছে, একেবারে সর্ববিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে না। প্রয়োজনানু-ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আচার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ক্রমে ভারতবর্ষের বহির্ভাগে সনাতন ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যক হইলে, ভারতবর্ষের দেশসমূহেরও ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এতদ্-বাতীত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, রসায়ন, আয়ুর্বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান, প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক শাস্ত্রাদির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে। এইজন্য আধুনিক বিজ্ঞানাভিজ্ঞ বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষকেরও বন্দোবস্ত করা হইবে। ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে সকলেই মোটামুটি বিবিধ বিজ্ঞানের বিষয় অবগত থাকিবেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে কোন একটি বিজ্ঞান বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া, তাহার উন্নতিসাধনেই জীবন অতিবাহিত করিবেন। সর্বাঙ্গ সুন্দর হইলে, আশ্রমে যে কোন বিষয়ে কোন কোন জ্ঞান আবশ্যিক, তাহা সমুদায়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রহ্মচারী ইঞ্জিনিয়ার, ব্রহ্মচারী চিকিৎসক, ব্রহ্মচারী উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ, ব্রহ্মচারী জ্যোতির্বিৎ, ব্রহ্মচারী গণিতবিৎ, এইরূপ সর্ববিষয়েই ব্রহ্মচারী পণ্ডিত হইবে এবং তাহারা লোকহিতে রত থাকিয়া তাহাদের অভ্যস্ত বিদ্যার উন্নতিসাধন করিবেন। কোন গৃহস্থ ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যাগণের শিক্ষাপাঠ

করিতে অধিকারী হইবেন, কিন্তু যতদিন
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন, ততদিন আশ্রমে
 থাকিয়া বিদ্যালয়ের নিয়মপালন করিতে
 হইবে। এই শ্রেণীর বিদ্যার্থীর জন্ত আশ্রমের
 কতকগুলি নিয়ম অবশ্য পালনীয় হইবে, অপর
 কতকগুলি নিয়ম সম্বন্ধে তাহাদের ইচ্ছানুসারে
 পালন করিলেও পারিবেন না করিলেও পারি-
 বেন। প্রথমে ব্রহ্মচারী আচার্যের অভাব
 হইলে, গৃহস্থ আচার্যের দ্বারাই কার্যসম্পন্ন
 করিতে হইবে, কিন্তু এ সমুদায় আচার্য্যও
 আশ্রমে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালন
 করিতে বাধ্য হইবেন, পরে স্থবিধানুসারে ব্রহ্ম-
 চারী আচার্যের বন্দোবস্ত করা যাইবে। উত্তর,
 পশ্চিম, পাকিস্তান, মহারাষ্ট্র, ড্রাবিড় প্রদেশে
 এখনও শত শত বালককে পিতা মাতার সম্মতি-
 ক্রমে সন্ন্যাসীদের নিকট দীক্ষিত হইতে দেখা
 যায়। প্রস্তাবিত আশ্রমের জন্ত এইরূপ বালক
 পাওয়া অনন্তবনহে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা
 দিবার জন্ত, গিরি, ভারতী, সবস্বতী প্রভৃতি
 ভগবান শঙ্করস্বামীর পছন্দলব্ধী সাধুপুরুষও
 পাওয়া যাইতে পারে। পুণ্যপতনে (পুণ্যানগরে)
 আনন্দাশ্রম নামে একটি আশ্রম আছে।
 বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীমুক্ত মহাদেব
 চিমেনাজি আপ্তে উক্ত আশ্রম স্থাপিত
 করিয়াছেন, ঐ আশ্রমে কয়েকটি সাধু
 প্রাচীন শাস্ত্রাদি সটীক প্রকাশ করিয়া থাকেন,
 আশ্রম হইতে তাহাদের সেবার ব্যয়-
 নির্বাহ হইয়া থাকে। ঐ আশ্রমে শাস্ত্রপ্রকাশ
 ভিন্ন, অত্র কোন কার্য হয় না। কিন্তু ঐ
 আশ্রমের কথা এস্থলে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য
 এই যে প্রস্তাবিত আশ্রমে চেষ্টা করিলে ব্রহ্ম-
 চারী আচার্যের অভাব হইবে না। আশ্রমের
 স্থান নির্দিষ্ট করিয়া, উহা বিদ্যার্থী ও আচার্য্য-
 দ্বিগের বাসোপযোগী করিয়া এইরূপ কয়েক জন

সাধু এবং তাহাদের শিক্ষাদিগকে আশ্রমে
 রাখিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। ক্রমে
 সুযোগানুসারে আশ্রমের বিবিধ উদ্দেশ্য সম্পাদন
 করিতে হইবে, ঐ আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীদিগকে
 আধুনিক বিজ্ঞান, ইতিহাস গণিত আদি অবশ্য
 জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার জন্ত আপাততঃ
 ইংরাজি শিক্ষিত উপযুক্ত ছই একটি শিক্ষকেরও
 প্রয়োজন। নব্য ও প্রাচীন সংযোগ হওয়ার
 উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের দ্বারা উপকৃত হইবার
 সম্ভব এইরূপ কোন ব্রহ্মচারী শিক্ষক আপাততঃ
 না পাইলে, ইচ্ছানুসারে আশ্রমবাসী সচ্চরিত্র গৃহস্থ
 শিক্ষকের দ্বারাই ঐ কার্য্য নির্বাহ করিতে
 হইবে। আশ্রমটি কিরূপে গঠিত হইবে,
 উপরে তাহার আভাস দেওয়া গেল। আশ্রম
 সর্বাপেক্ষ সুন্দর হইতে হইলে, ইহাতে বেদ,
 (ব্রাহ্মণ, সংহিতা, উপনিষৎ), বড়দর্শন, স্বর্গ, তত্ত্ব,
 প্রাণ, তন্ত্র, কবিতা, ইতিহাস, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ,
 ব্যাকরণ এবং জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদগণিত, বীজ-
 গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় তাৎ
 প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক বিবিধ বিজ্ঞানও
 শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রহ্মচারীর আশ্রমের
 নিয়ম পালন করিয়া পাঠ সমাপন করিয়া হয
 আচার্য্য ধর্ম্মপ্রচারে নয় কোন বিশেষ বিজ্ঞানের
 উন্নতিসাধনে জীবন উৎসর্গ করিবেন। এত-
 দ্ব্যতীত আশ্রমে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন
 প্রদেশের ভাষা ও অন্যান্য দেশের ভাষাও শিক্ষা
 দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ে গৃহস্থ বালুকগণও
 আশ্রমের নিয়ম পালন করিয়া বিদ্যাভ্যাস
 করিতে পারিবেন। এইরূপ কোন আশ্রম
 স্থাপন করিতে গেলে, কিঞ্চিদর্থের প্রয়োজন
 হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ অল্পটানে হিন্দু-
 মাত্রেই যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন
 তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে
 বহুতর সদৃশান সাধারণের সাহায্যভাবে স্থায়ী

হুনা, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু ইহাও জানি যে উদ্যোগকর্তাদিগের উৎসাহ যত্ন ও অধ্যবসায় ধড়ের আশুগের ত্রায় প্রথমে দব করিয়া জলিয়া উঠিয়াই পরক্ষণেই নিবিয়া যায়। তেতুলকাঠের আশুগের ত্রায় স্থির অধ্যবসায় যেখানে হইয়াছে, সেখানেই সফল দেখা গিয়াছে। পাঞ্জাবের দয়ানন্দ কলেজ এতৎসম্বন্ধে একটি উদাহরণ হইল। উদ্যোগকর্তা—কেহই ধনবান নহেন, অথচ অতি অল্পসময়ের মধ্যে দশ এগাব বৎসরের মধ্যেই তাহারা একটি বৃহৎ কলেজ স্থাপন করিয়াছেন এবং কলেজের স্থায়ী-কাণ্ডে ৭৮ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বহু আড়ম্বরে না করিয়া প্রস্তাবিত আশ্রমের কার্য আরম্ভ করা বাইতে পারে। আশ্রমস্থাপনার্থে যাহারা এককালীন দান বা বার্ষিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত আছেন, তাহারা অমু-গ্রহ করিয়া আশ্রমের নিকট পত্র লিখিবেন। কিন্তু আমি যতদূর এন্টিমেট করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটি আশ্রমের জন্ম জমি ধরিদ, আচার্য্য ও বিদ্যার্থীদিগের বাসের জন্ম গৃহাদি নির্মাণ, একটি পুস্তকালয়, একটি দেবমন্দির ও একটি অধ্যাপনা গৃহপ্রস্তুত করিবার জন্ম ২০,০০০ টাকা ও একটি পুস্তকালয়ের জন্ম গৃহ ও পুস্তকাদির জন্ম ১০,০০০ টাকা এই ত্রিশ-হাজার টাকা এককালীনও আশ্রমের মাসিক খরচের জন্ম ৫,০০ টাকা বাৎসরিক ৬,০০০ টাকা হইলে গণ্যমভাবে আশ্রম-চালান বাইতে পারে। ইহা অপেক্ষা কম টাকা হইলেও যে আশ্রম চালান বাইতে না পারে এমন নহে এবং অধিক টাকা হইলেও তাহার সদায় করা বাইতে পারে। সুতরাং যেরূপ টাকা সংগৃহীত হয়, তদনুসারে কার্য করা বাইবে। দেশের মধ্যে এমন অনেক ধনীলোক আছেন, যাহারা একাকীও আশ্রম সংস্থাপনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে চল্লিশ পঞ্চাশহাজার টাকা সংগ্রহ করা অতীব সুসাধ্য। কোন সুযোগে যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ পণ্ডিতগণ এবং পূর্বস্থানীয় মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ত্রায়পঞ্চানন, নব-দ্বীপের মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত যদুনাথ সার্কডোম, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, বিক্রমপুরের রাসমোহন সার্কডোম, নড়াইলের শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত প্রস্তাবিত আশ্রমের কথা উত্থাপন করায় তাহারা সকলেই মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ত্রায়পঞ্চাননকে মুখস্বরূপ করিয়া প্রাণ্ডুক্ত আশ্রমের অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহার সহায়তা করিবেন বলিয়া আমার নিকট প্রতিকৃত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমি অন্যান্য অনেক সুশিক্ষিত বিদ্বান লোকের সহিতও এবিষয়ের পরামর্শ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে দুই একজন বাদে সকলেই ইহার অনুমোদন করিয়াছি। আমি এই আশ্রমের কর্তৃত্ব করিতে চাহি না, আমি ইহার অনুষ্ঠান বলিয়া পরিচিত হইতে চাহি না, আমি স্বদেশবাসী-দিগের নিকট এই সদনুষ্ঠান প্রস্তাবমাত্র করি-লাম, তাহারা আমাকে যেরূপভাবে কার্য করিতে বলেন তাহাই করিতে স্বীকৃত আছি এবং তাহারা যাহাদের হস্তে কর্তৃত্বভার জ্ঞত করিতে বলেন আমি তাহাতেই সম্মত আছি। গত যোগবৎসর ধরিয়া আমি এ বিষয়ের নানা শ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত এই বিষয়ের আন্দোলন করিয়া আসিতেছি, অনেক ইহার অনুমোদন করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। সুতরাং আমি আশা করি, হিন্দু-পত্রিকার পাঠকসমূহ এই প্রস্তাবটি মনোনিবেশ-পূর্বক পাঠ করিয়া প্রত্যেকেই আমার নিকট

স্বীয় স্বীয় মনোভাব জানাইবেন এবং তাহারা তাহাদের বন্ধু, বান্ধব ও পরিচিত ভাবং ব্যক্তির নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহা-দিগেরও মত জানাইবেন, কিম্বা তাহারা যাহাতে তাহাদের মত জানান তাহা করিবেন। যিনি যে প্রকারে প্রস্তাবিত আশ্রমেব সাহায্য করিতে পারেন এবং যে পরিমাণ সাহায্য করিতে পারেন তাহাও জানাইবেন। আমি নিজে দরিদ্র, কিন্তু প্রস্তাবিত আশ্রম সংস্থাপনার্থেই আমি হিন্দু পত্রিকা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হই। আমার বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস ছই বৎসর হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, যে হিন্দু-পত্রিকা স্মারকরূপে পরিচালিত করিতে পারিলে, ইহার জ্ঞাত প্রথমে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে পারিলে ইহার লক্ষ গ্রাহক করা অসম্ভব নহে এবং লক্ষ গ্রাহক করিতে পারিলে, আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, নানাবিধ ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়াও ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ থাকিতে পারে এবং উহা হইলে এক হিন্দু-পত্রিকার লাভেই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকায় আমার কোন স্বত্ব নাই, ইহা সাধারণের সম্পত্তি এবং ইহার লাভ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিসাধনার্থ নিয়োজিত হইবে। গত ছই বৎসরের মধ্যে আমি হিন্দু পত্রিকার বিশেষ উন্নতি করিতে পারি নাই, তাহার এক কারণ আমার দরিদ্রতা এবং তদ্বিবন্ধন ইহার জ্ঞাত অধিক ব্যয় করিতে পারি না, দ্বিতীয় কারণ আমি নানাবিধ পারিবারিক বিপদের মধ্যে পড়িয়া ইহার জ্ঞাত আশ্রমরূপ যত্ন করিতে পারি

নাই। এই আশ্রমবাসী সাধুরাই হিন্দু-পত্রিকার পরিচালক হইবেন এবং ইহা প্রস্তাবিত আশ্রমেরই সম্পত্তি হইবে। এই হিন্দু-পত্রিকার লভ্য পরিত্যাগ ব্যতীত, আমার সাধ্যানুসারে আমি ওকালতী ব্যবসায় হইতে যাহা সম্ভব করিতে পারি, তাহাও আশ্রমের জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ওকালতী ব্যবসায় দিন দিন যেরূপ মনুষ্যবৃত্ত বিকাশবিরোধী বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাতে আমি দিবানিশি ভগবানের নিকট এই ব্যবসায় যাহাতে পরিত্যাগ করিতে পারি, তজ্জ্ঞাত প্রার্থনা করিয়া থাকি, কিন্তু সক্ষিত পাপক্ষয় না হইলে, জীবের অব্যাহতি নাই, স্মরণ্য কবে যে অব্যাহতিলাভ করিব, তাহা ভগবানই জানেন। আমার হৃদয়ে যে ভাব তাহা যতদূর পারি তাহা ব্যক্ত করিলাম। প্রত্যেক বঙ্গবাসী ইহা মনোযোগ করিয়া পাঠ করিয়া তাহারা আমাকে তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত কবেন, এই আমার ইচ্ছা। প্রস্তাবকারীর দোষগুণ অনুসন্ধান না করিয়া যোগ্যতা, অযোগ্যতা অনুসন্ধান বা যাহা প্রস্তাবিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টিনিবন্ধ রাখি তাহারা তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। যে কেহ প্রস্তাবিত বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিতে চাহেন, আমি তাহার আদেশানুবর্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রদ্ধাবানঃ শুভাং বিদ্যামদদীতা বরাদপি ।

অস্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং জীরন্তং ছক্কুণাদপি।মহু২০৮

সম্পাদক ।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-তাপনী ।

উত্তরবিভাগ ।

একদা হি ব্রহ্মস্বয়ঃ সকামাঃ শরীরীমুখিত্বা
সর্ষেদ্বয়ং গোপালং কৃষ্ণমুচিরে উবাচ তাঃ
কৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ। একদা ব্রহ্মজীগণ কৃষ্ণসন্নিধানে
রাত্রিবাস করিয়া সর্ষেশ্বর গোপালকে কামনা-
সিদ্ধার্থ বক্ষ্যমাণক্রমে বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহা-
দিগকে বক্ষ্যমাণক্রমে বলিলেন ॥ ১ ॥

অনুকন্ঠে ব্রাহ্মণায় ভক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি
দূর্দাসসেতি ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ। ব্রহ্মজীগণ ভিক্ষাসা করিলেন,
কীদৃশ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য, বাহাতে
আমাদিগের কামনা পূর্ণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলি-
লেন দূর্দাসামুনিকে ভক্ষ্যপ্রদান করা উচিত ॥ ২ ॥

কথং যাত্তোমোহতীৰ্ণা জলং যমুনায়াঃ যতঃ
শ্রেয়ো ভবতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ। যমুনাঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া কিরূপে
মুনির নিকট আমরা যাইব, যে স্থানে গেলে
আমাদের মঙ্গল হইবে ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণেতি ব্রহ্মচারী ভুক্তা মার্গং বোদাত্ততি
যং মাং স্তুত্বা অগাধাগাধা ভবতি যং মাং স্তুত্বা
অপূতঃ পুতো ভবতি যং মাং স্তুত্বা অত্রতীত্রতী
ভবতি যং মাং স্তুত্বা সকামো নিকামো ভবতি
যং মাং স্তুত্বা হ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ব্রহ্মজীগণ!
কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী—এই বাক্য বলিয়া যমুনার জলে
গমন করিলে, তিনি তৌমাদিগকে পথ
দেবেন। আমাকে স্মরণ করিলে অগাধানদী
ঘর জল হয়, অপবিত্র পবিত্র হয়, অত্রতী
ত্রতী হয়, সকাম নিকাম হয়, অশ্রোত্রিয়
শ্রোত্রিয় হয়।

শ্রুত্বা শুভাচং হি বৈরোজং স্তুত্বা তদ্বাক্যেন

তীৰ্ণা তাং সৌৰ্য্যাং হি গম্বাশ্রমং পুণ্যতমং
হি নদা মুনিং শ্রেষ্ঠতমং হি রৌদ্রক্ৰোতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ। শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য শ্রবণ
করিয়া রুদ্ররূপী দূর্দাসাকে স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ
ব্রহ্মচারী এইবাক্য উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মজীগণ
ঋষির পুণ্যতম আশ্রমে গমন করিলেন এবং
রুদ্ররূপী শ্রেষ্ঠতম ঋষিকে প্রণাম করিলেন ॥ ৫ ॥

দত্ত্বা অন্নে ব্রাহ্মণায় ক্ষীরময়ং স্নাতময়মিষ্ট-
তমং হি বৈ ॥ ৬ ॥

তৎপরে তাহারা ঐ ব্রাহ্মণকে ক্ষীরময় ও
স্নাতময় মিষ্টতম ভোজ্য প্রদান করিলেন ॥ ৬ ॥

মিষ্টতমং হি বৈ ভুক্ত্বা হিমাশিষং প্রয়োজ্যা-
ষাজ্জাং তদাং কথং যাত্তোমোহতীৰ্ণা
সৌর্য্যাম্ ॥ ৭ ॥

মুনি মিষ্টতম আহার গ্রহণ করিলেন এবং
তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দান এবং আশীর্বাদ
করিয়া গমনের অনুমতি দিলেন। তাহারা বলি-
লেন যে আমরা যমুনা (সূর্য্যা) কিরূপে পার
হইব ॥ ৭ ॥

সহোবাচ মুনিঃ দূর্দাশনং মাং স্তুত্বা বো
দাত্ততীতি মার্গম্ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা। দূর্দাশনং দূর্কৈব অনশনমস্তাতি,
বা দ্বে অনশনমস্তাতীতি।

মুনি কহিলেন দূর্দাভোজী অথবা নিরাহার-
রূপী আমাকে স্মরণ করিলে যমুনা তোমা-
দিগকে পথ প্রদান করিবেন ॥ ৮ ॥

তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠ গান্ধর্বীত্যাচ তং
হি বৈ তাভিরেবং বিচার্য্য ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা। গোবেদন্তধারণিতা ইতি গন্ধর্ব্বী।

তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী তাহাদের
সহিত বিচার করিয়া ভিক্ষাসা করিলেন।

কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং দূর্দ্বাশনো
মুনিঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ কিরূপে ব্রহ্মচারী এবং মুনিই বা
কিরূপে দূর্দ্বাশনো হইলেন ॥ ১০ ॥ ?

তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্বমমুহুত্বা তৃষ্ণী-
মামুঃ ॥ ১১ ॥

সেই গান্ধর্বীকে প্রধানা করিয়া অশ্রুজ জীগণ
পশ্চাদ্দেশে তৃষ্ণীভূতা হইয়া রহিলেন ॥ ১১ ॥

শব্দবানাকাশঃ ॥ ১২ ॥

মুনি কহিলেন, আকাশ শব্দবান্ অর্থাৎ
শব্দগণযুক্ত ।

শব্দাকাশাভ্যাং ভিন্নত্বস্মিন্নাকাশে তিষ্ঠতি
সহ্যাকাশঃ স্তং নবেদ সহ্যাত্মাহং কথং ভোক্তা
ভবামি । স্পর্শবান্ বায়ুঃ স্পর্শবায়ুভ্যাং ভিন্ন-
ত্বস্মিন্ বায়ৌ তিষ্ঠতি বায়ুর্ন বেদ তং হি সহ্য-
াত্মাহং কথং ভোক্তা ভবামি । রূপাদিদং হি
ভেদজ্ঞাপ্যাহ্মিভ্যাং ভিন্নত্বস্মিন্নগৌ তিষ্ঠতি
অগ্নির্ন বেদং তং হি সহ্যাত্মাহং কথং ভোক্তা
ভবামি । বসবত্য আপৌ বসান্তিন্নস্তাষপুহ
তিষ্ঠতি তং হ্যাপো ন বহ্নঃ সহ্যাত্মাহং কথং
ভোক্তা ভবামি । গন্ধবতীর ভূমিগন্ধভূমিভ্যাং
ভিন্নত্বস্তাং ভূমৌ তিষ্ঠতি ভূমির্ন বেদ তং হি
সহ্যাত্মাহং কথং ভোক্তা ভবামি ॥ ১৩ ॥

পরমাত্মা, শব্দ ও আকাশ হইতে ভিন্ন। তিনি
আকাশে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু আকাশ
তাহাকে জানে না; আমি সেই আত্মা কিরূপে
ভোক্তা হইব? বায়ু স্পর্শ গুণযুক্ত, পরমাত্মা
স্পর্শ ও বায়ু হইতে ভিন্ন, তিনি বায়ুতে
অবস্থান করেন, কিন্তু বায়ু তাহাকে জানে
না, আমি সেই আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব।
রূপভেদের গুণ, পরমাত্মা রূপ ও অগ্নি
হইতে ভিন্ন, তিনি অগ্নিতে অবস্থান করেন,
কিন্তু অগ্নি তাহাকে জানে না, আমি সেই
আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব। রসজলের

গুণ, পরমাত্মা, রস ও জল হইতে ভিন্ন, তিনি
জলে বাস করেন, জল তাহাকে জানে না,
আমি সেই আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব।
গন্ধ পৃথিবীর গুণ, পরমাত্মা গন্ধ ও পৃথিবী
হইতে ভিন্ন, তিনি পৃথিবীতে বাস করেন,
কিন্তু পৃথিবী তাহাকে জানে না, আমি সেই
আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব।

হিন্দু-পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৫৬ষ্ঠ খণ্ড, অন্তর্গামী
ব্রাহ্মণ দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, তিনি সক-
লের অন্তর্গামীমাত্র, তিনি কিছুই ভোগ করেন
না, সুতরাং তিনি ব্রহ্মচারী। আমি দূর্দ্বাশা
যে স্মৃতময় ও ক্ষীরময় অন্ন ভোজন করিয়াও
যে নিরাহারী, তাহারও কারণ এই যে ব্রহ্ম-
জ্ঞানহেতু আমাতে ও পরমাত্মায় কোন ভেদ
নাই। প্রকৃতিজাতগুণ পরমাত্মাকে গিণ্ড
করিতে পারে না, এই দূর্দ্বাসার মূলকথা।

ইদং ইমনস্তেষেবং হি মনু তে ॥ ১৪ ॥

“আমি আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব,” এই
কথা যদিও সত্য তথাপি উপাধিবিশিষ্ট হওয়ার
আত্মার অহং জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা বুঝাইবার
জন্ত মুনি বলিতেছেন :—আকাশাদি পঞ্চভূতে
অধিষ্ঠিত আছে বলিয়া মন” “অহং ভোক্তা”
ইত্যাকার অভিমান করে।

তসিদং হি গৃহ্নাতি ॥ ১৫ ॥

সেই মনই এই সমুদায় বিষয় গ্রহণ করিয়া
থাকে।

যজ সর্বমায়ৈবাতুং তত্র বা কুত্র মনুতে ক বা
গচ্ছতীতি সহ্যাত্মা কথং ভোক্তা ভবামি ॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তির সর্বত্র আত্মদর্শন হয়, অর্থাৎ
বাহ্যর ভেদজ্ঞান নষ্ট হয়, তাহার পক্ষে কিরূপ
দ্বারা মনন করিবে, কোন্ দিকেই বা গমন
করিবে, সেই আত্মা আমি কিরূপে ভোক্তা
হইব? প্রথমবর্ষ, হিন্দু-পত্রিকা মৈত্রেরী যজ্ঞ-
ব্যাসংবাদ পাঠ করুন।

বর্তমান সংখ্যার ৮০ পৃষ্ঠা দেওয়া হইল, গ্রাহকগণের বৎসরে হিন্দু-পত্রিকা ২৪০ পৃষ্ঠা পাওয়ার কথা, এই সংখ্যার সহিত তাহার তাহা প্রাপ্ত হইলেন। এইক্ষণ আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৩০২ সালের মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা বিশেষ অমুগ্ধীত হইব। গ্রাহকগণের নিকট ১৭ একটি টাকা সমাজ, কিন্তু এই এক টাকার উপর পত্রিকার জীবন নির্ভর করে। সদায় পাঠকবর্গকে এই সমাজ মূল্যের জন্ত যেন স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে না হয়। বৎসরের প্রথমে পত্রিকার মূল্য প্রাপ্ত হইলে, আমরা সমগ্র বৎসর পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় বিষয়ে নিশ্চিত থাকিয়া, পত্রিকার উন্নতি-সাধনে বিশেষ যত্নবান থাকিব।

হিন্দু-পত্রিকার অনেক পুরাতন গ্রাহক যাহারা ১৩০১ সালের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিয়া-ছিলেন, তাহার ১৩০২ সালের মূল্য বৎসরের প্রথমে ভ্রম বা অলসত্বশতঃ পাঠান নাই। এইক্ষণ বৎসরের শেষ হইল, তাহার অমুগ্ধীতপূর্বক ১৩০২ ও ১৩০৩ সালের মূল্য একত্রে পাঠাইলে ঈদৃশপক্ষের সুবিধা।

গত বৎসরের হিন্দু-পত্রিকা ।

হিন্দু-পত্রিকা ১৩০১ সাল, মূল্য ১১০ এক টাকা চারি আনা সমেত ডাকমাণ্ডল। যে যে বৎসর পত্রিকার আছে তাহার হুচীপত্র।

১ সূচনা, ২ অগ্নিস্তোত্র (ঋগ্বেদ), ৩ ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশ (গৌতিল, ৪ গৃহস্থের প্রতি উপদেশ (ভৃগুমুনি), ৫ শাস্তিপ্রকরণ (যজুর্বেদ), ৬ পুণ্যস্থত্র (ঋগ্বেদ), ৭ সনাতন হিন্দুধর্মসমাজ (আলোচনা), ৮ সত্যকাম জাবালসংবাদ, ৯ মহিষস্তব, ১০ মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, ১১ দৈবত্ব সর্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতা (ত্রিশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়), ১২ যজ্ঞো-বীততন্ত্র, ১৩ বর্ণতন্ত্র, ৪ গৃহস্থের প্রতি উপদেশ (মহানির্দীপতন্ত্র), ১৫ পিতৃগণের প্রতি নম-স্বাগ (যজুর্বেদ), ১৬ হিরণ্যগর্ভস্তোত্র (ঋগ্বেদ), ১৭ বরুণস্তোত্র (অথর্ববেদ), ১৮ সামবেদাস্ত-তি বিবাহমন্ত্র ব্যাখ্যা (ত্রীণোপালচরণ স্মৃতিভূষণ), ১৯ অকুণ্ঠিতকৈতুসংবাদ (ত্রীকোজ্ঞানাথ তিতির্থা), ২০ বরুণস্তোত্র (ঋগ্বেদ), ২১ অমিত্রৈব প্রসাদ, ২২ সর্বমেধপ্রকরণ (যজুর্বেদ), ৩ ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণ (যজুর্বেদ), ২৪ দেবতা ও অস্তুরদিগের ব্রহ্মজ্ঞান, ২৫ বিষ্ণুভক্ত (বিষ্ণুপুরাণ), ২৬ যে সমুদায় প্রবন্ধের শেষে লেখকের নাম নাই, তাহা সম্পাদকের লিখিত বলিয়া বুঝিতে হবে।

বিশেষজ্ঞত্ব—হিন্দু পত্রিকার প্রথম বর্ষের বর্তমান সংস্করণে কেবল ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ মুদ্রিত হইল। পাঠক বোধহয় অবগত আছেন যে বেদের যে সমুদায় সূক্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার কোন একটি স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইলে, তাহার মূল্য সমগ্র হিন্দু পত্রিকার মূল্য অপেক্ষা সাধা-রণতঃ কম করা হয় না। ১৩০১ সালের পত্রিকার তিন ভিন্ন প্রবন্ধ এই সংস্করণে এক স্থলেই মুদ্রিত হইয়াছে, একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে পাঠকগণের তিন ভিন্ন স্থান অন্বেষণ করিতে হবে না।

হিন্দু-পত্রিকা সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও পণ্ডিতগণের মত ।

Pandit NILMONI MUKERJEE, M. A. Prin-
cipal, Sanskrit College, Calcutta writes to
the Editor :—

"I have booked with great interest at-
tentions of your Journal entitled "Hindu
tika" which you have been kind enough
present to me. I think that a publication
of the Hindu Patrika cannot but be useful
to the orthodox community, and I hope that

it will also serve the purpose of explaining
and popularising the Vedic hymns that are
recited on the occasion of marriage and other
solemn ceremonies.

I would only ask you to preserve some
continuity in the treatment of a subject in
consecutive issues of your periodical so that
the interest which is in it may not subside by
a break till it is finished"

ভূতপূর্ব বান্ধব সম্পাদক বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক, ঢাকার শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছেন :—

“আপনার হিন্দু পত্রিকা এপর্যন্ত দেশের সর্বত্র সুপরিচিত হয় নাই। কিন্তু আমার ভরসা আছে, উহা কালে প্রকৃত হিন্দুর প্রাণ প্রিয় হইবে। উহা ঋষি জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার বৃক্কে লইয়া মহাজনী নৌকার দ্বারা কালের স্রোতে ভাসিয়াছে। এদেশে এখনও রত্নের বণিক না আছে এমন নয়, যখন তাহারা ইহার পরিচয় পাইবে, তখন হিন্দু-পত্রিকার চারি পার্শ্বে সাধু মহাজনের হাট বসিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি তাঁহার রূপায় এই পুরাতন রত্নের বাণিজ্যে পূর্ণ মনোরথ হইয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।”

মেট্রোপলিটান কলেজের প্রিন্সিপাল ইণ্ডিয়ান নেশান সম্পাদক, বারিষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন :—

“A Journal called *Hindu Patrika* is published at Jessore by Babu Jodu Nath Mojoomdar, M. A. It is a monthly publication dealing in a learned way, with a variety of philosophical and religious topics and contains expositions of many an obtruse doctrine. It is a solid kind of work and bears marks of scholarship, thought and conscientious industry. Each single issue is so full of substance and so well get up that a rupee would not be too much for a single copy. As a matter of fact one rupee is the subscription for a whole year.

বঙ্গের অধিতীয় পণ্ডিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বলেন :—

আপনার পত্রিকার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই পত্রিকা ভগবৎ রূপায় নির্বিঘ্নে চলিতে থাকিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে এরূপ আশা করা যায়। ভগবান্ আপনারকে দীর্ঘজীবী ও নিরাপৎ করুন।

সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ত্রায়রত্ন সি, আই, ই, লিখিয়াছেন “আমার বিশ্বাস ইহা দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে” “প্রবন্ধগুলি যুক্তি ও উপ-

পিত্তর দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে” “আপনি হিন্দু-পত্রিকা উপযুক্তসময়েই বাহির করিয়াছেন।”

২৪ পরগণার ভট্টপল্লীর প্রধান নৈয়ায়িক ও মূল্যজোড় সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্বভৌম তাঁহার এবং মূল্যজোড় কলেজের পণ্ডিতবর্গের মত জানাইয়া লিখিয়াছেন :—“আমরা বিবেচনা করি, তেছি, এই পত্রিকাখানি উত্তরোত্তর হিন্দুসমাজে সর্বত্র আদৃত হইবে, যেহেতু, ইহাতে বহুতর সারগর্ভ সহদেষ্ণুপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পত্রিকা দ্বারা দেশের ও ধর্মের অগ্র উন্নতি হইবে। আমরা কায়মনবাক্যে ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি যে, আপনার এই সহদেষ্ণু সর্বতোভাবে সাধিত হউক।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন “হিন্দু পত্রিকা সুপাঠ্য ও উপকারী বসিয়া আমার বিশ্বাস।”

নদীয়া মহারাজাব কলেজের দ্বারা অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ লিখিয়াছেন হিন্দু পত্রিকা পাঠ করিয়া আশ্চর্য হইলাম * * * প্রবন্ধগুলি যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম। আশা করি উক্ত পত্রিকা দ্বারা অনেকই সন্তোষ লাভ করিবেন।

নড়াইল, হাটবাড়িয়ার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ত্রায়রত্ন লিখিয়াছেন :—আপনার প্রেরিত হিন্দু-পত্রিকা পরিদর্শনে সাতিশর সমুদ্র হইলাম। ইহা যে, স্বদেশহিতৈষী ধর্মপ্রাণ হিন্দুসমাজেই একান্ত আদরের দ্রব্য হইয়াছে, সে কেবল বলা বাহুল্যমাত্র। * * * আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হইয়া নির্বিঘ্নে দেশের এই মহান্ হিতসাধন সঙ্কল্প সমাধানপূর্বক কৃৎকার্য্য হউন” * * *।

জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের সহযোগী স্বামী অভেদানন্দ ও অজ্ঞান স্বামীগণ লিখিয়াছেন :—হিন্দু-পত্রিকা পাঠ করিয়া সাতিশর আনন্দলাভ করিলাম। এই পত্রিকা দ্বারা ধর্ম সমাজে বিশেষরূপে উপকৃত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজ কাল হিন্দুধর্ম লইয়া ভারতবর্ষে, ইউরোপে ও আমেরিকায় যেরূপ

আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় হিন্দু-পত্রিকা দ্বারা সনাতন-ধর্মের গুঢ়মর্ম ও প্রাচীন ঋষিদিগের সঙ্গোপিতাংশের সর্বত্র প্রচারিত হওয়াই শাস্ত্র ধর্মগোষ্ঠী পরমুখের ইচ্ছা।”

বৈদ্যনাথের সুবিধায় পণ্ডিত রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন :—আপনার হিন্দু-পত্রিকার কয় ক্ষমতা প্রকাশ হয় নাই। আপনি বৃহস্পতির উপদেশ অনুসারে যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়ের আশ্রয় লইয়া সমুদায় বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আপনার পত্রিকার দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবে। * * *

ইণ্ডিয়ানমিরার বলেন :—হিন্দু-পত্রিকা দ্বারা হিন্দুসমাজ ও ধর্মের যে কি মহৎ উপকার হইবে তাহা যে কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছে তাহাদ্বারা ই বেশ বুঝা যায়। এই পত্রিকাসম্পাদনের ভাব বাহার হস্তে যত আছে, তাহার যে সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা ও শাস্ত্রবিদ্যার দৃষ্টি আছে তাহাতে এই পত্রিকা যে উত্তমরূপে চলিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।”

নড়াইলের সভাপণ্ডিত ত্রিশিশিভূষণ শ্যুতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—মহাশয়ের প্রেরিত হিন্দু-পত্রিকা আদ্যস্ত পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। যে নিয়মে ব্যাখ্যা অনুবাদাদি করা হইতেছে, ইহা সাধারণের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইবেক। ভরসা করি মহাশয়ের এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষ আদর পাইয়া হইবে।”

সোমপ্রকাশ বলিয়াছেন * * * যহ বাব একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। বেদসম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি ইত্যাদি * * *

করিদপুর জেলার অন্তর্গত কুড়ুকদির হবিধাতপণ্ডিত জানকীনাথ চ্যায়ভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন “হিন্দু-পত্রিকা পাঠে অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলাম। এইরূপ ধর্মবিপ্লবের সময় আপনার এই পত্রিকা হিন্দু সমাজের গৃহে গৃহে প্রচার হওয়া আবশ্যিক।

মহাকুমা বনগ্রামের অন্তর্গত মহেশপুরের ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ লিখিয়াছেন, “হিন্দু-পত্রিকা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। বিশেষ হিন্দু-পত্রিকা সমগ্র হিন্দুর মুখপাত্র হইতে

পারে। ধর্মবিষয়ক এইরূপ সাধারণ প্রবন্ধপূর্ণ পত্রিকা আর নাই।”

যশোহরের অন্তর্গত নিমটানিবাসী স্ত্রীবিধাত পণ্ডিত শ্যামাচরণ চ্যায়রত্ন লিখিয়াছেন.

আপনার হিন্দু-পত্রিকা আদ্যস্ত পাঠ করিয়া আপনার অসীম ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া যথোচিত তৃপ্তিলাভ করিলাম। আপনি উপযুক্ত সময়ে হিন্দু পত্রিকা বাহির করিয়াছেন ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে।”

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন,—

হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য হিন্দু-পত্রিকা নামে একখানি নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে. আমরা যে কয় সংখ্যা পাঠ করিয়াছি তাহা সুপাঠ্য ও উপকারী। এইরূপ পত্রিকা যে হিন্দুবর্গ বিশেষ আদর করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজশাহীর হিন্দু-পত্রিকা লিখিয়াছেন,—

“হিন্দু-পত্রিকা” পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। হিন্দুসমাজের উন্নতিকল্পে সহৃদয় হিন্দু-মাত্রকেই হিন্দু-পত্রিকার জন্য সহায়ত প্রকাশ করিতে দেখিলেই আমরা প্রকৃত সুখী হইব * * *।

হিতবাদী বলেন,—“হিন্দু-পত্রিকায়”

শাস্ত্রাদির বিরূতি এবং ধর্মসংক্রান্ত গভীর গবেষণাপূর্ণ চিন্তাশীলতার পুণ্যবিচারক বিবিধ প্রবন্ধ সম্মিলিত হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। * * *

ঢাকাগেজেট বলেন :—হিন্দু-পত্রিকা

পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি সম্পাদক সুযোগ্য ব্যক্তি, তিনি হিন্দুধর্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া চকল ইয়ঙ্গবেঙ্গল ও হিন্দুচলবৎ অচল প্রাচীন ভারতকে প্রকৃত হিন্দুর কর্তব্য পথে পরিচালিত করিবার জন্য রত্নরাজী সমুদ্রারিত করিতেছেন। * * * আমরা প্রার্থনা করি হিন্দু-পত্রিকার সমগ্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন—

আমরা হিন্দু পত্রিকার কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছি পত্রিকাখানি যেভাবে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে উহা অচিরে সমগ্র পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

নববিধান ধর্মপ্রচারক সুবিধায় পণ্ডিত
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, হিন্দু-
পত্রিকা দেখিতে যেরূপ সুখী হইয়াছে, ইহার
বক্তব্য বিষয়গুলিও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।
প্রবন্ধগুলির চিন্তাশীলতা ও উদারতা দেখিয়া
শ্রীত হইয়াছি। * * *

বঙ্গ-নিবাসী ও ভারতসংবাদ বলেন :—
এরূপ পত্রিকা এদেশে এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়
নাই। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র ব্যাপার লইয়া
এদেশে সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হই-
য়াছে কিন্তু আছে ও কয়েকখানি কিন্তু তাহার
উদ্দেশ্যসাধনের অনেক পশ্চাত। হিন্দু পত্রিকার
মাসে মাসে বেদ, বেদাঙ্গ, স্তোত্র, পুৰাণ, নানা
প্রসঙ্গ, প্রবন্ধাকারেই নহে, কোন কোন অংশ
মূল, অম্বয় ব্যাখ্যা ও টীকাটীপনী সহযোগে
প্রকাশিত হইতেছে। এহেন হিন্দু-পত্রিকার
মূল্য এক টাকা কিন্তু আকার বৃহৎ ও জাতব্য
শাস্ত্র কথায় পূর্ণ। প্রতি হিন্দুবই হিন্দু-পত্রিকাকে
হিন্দুর মুখ্য পত্র ভাবিয়া হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ
করা উচিত।

অনুসন্ধান পত্রিকা বলেন :—যজ্ঞবালু এক-
জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক। সম্প্রতি হিন্দু ধর্মের
সেবায় ইহাকে আন্তরিক প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা
বিশেষ শ্রীত হইলাম। হিন্দু-পত্রিকার সনাতন
হিন্দুধর্ম সমাজ সম্বন্ধে অনেক সারবান প্রবন্ধ
প্রকাশিত হইতেছে, বিবিধ দ্রুহ বৈদিক রহস্য
বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইতেছে।
আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

উত্তরপাড়া কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত
রামচরণ বিদ্যাবিনোদ বলেন :—আপনার
পত্রিকার দ্বারা অর্থাৎ সমাজ বিশেষ অভূতদয়-
ভাগী হইবে। বৈদিক ব্যাখ্যা উত্তম হইয়াছে।

মুলাজোড়কলেজের স্বর্গীয় শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত
হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন বলেন :—প্রবন্ধ গুলি
যেরূপ যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে লিখিত
হইয়াছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস আপনার
পত্রিকার দ্বারা হিন্দুসমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে।

হিন্দুপ্রটিয়ট বলেন :—লক্ষ্মী ক্যানিং
কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র এবং বশোহরের এক-
জন প্রধান উকীল যিনি যজ্ঞবালু মজুমদার হিন্দু-

পত্রিকা নামে একখানি উচ্চশ্রেণীর ধর্মবিষয়ক
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া যার কার্যক্ষেত্র
বিস্তার করিয়াছেন। ইহাতে বেদ উপনিষদাদির
সকল ব্যাখ্যা থাকে। হিন্দু-পত্রিকা দেশের
অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির অগ্রগ্রহ ভাগী
হইয়াছে এবং নব্য প্রাচীন উভয় সমাজের
আদরের জিনিষ হইয়াছে।

Babu SARAT CHANDRA DAS. C. I. E.
writes :—If any Journal may be read by a
Bengali with profit, I must say that must
be the Hindu Patrika.

Babu SASI BHUSAN MUKERJEE M. A.
Profesor of Mathematics Govt. College
Lahore writes :—I read your Patrika with
pleasure and profit, I wish you every success.
জেলা করিদপুর অন্তর্গত সোতাশিপল্লীর প্রসিদ্ধ
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ত্রায়পঞ্চানন
লিখিয়াছেন এই উৎকৃষ্ট জীবনের কোন বিষয়
হইলে বড় হুঃখের বিষয়। পত্রিকা পাঠে উপ-
যুক্তা জানে যথেষ্ট সমস্তোৎসাহিত করিয়াছি ইহা
পড়িয়া ছাত্রবর্গের বড়ই উল্লাস হয়।

Pandit RAJENDRA NATH SASTRI M.
A. Roy Chand Prem Chand Scholar, Librarian
Bengal Government says :—Your interpreta-
tion of the Yajur Vedas will do credit to any
Sanskritist in the country. Your Patrika is
excellently conducted. My services are at
your disposal."

Maharajah KUMUD CHANDRA SINGH
B. A. of Susang Durgapore writes, "I have
found your Hi du Patrika to be very useful
The contents of the Patrika are both elegant
and interesting.

It is very pleasing to note that you intend
to bring the Vedas within the reach of
popular readers. Your object is to liberalise
Hinduism. So I hope and trust you will
succeed in your efforts through the mercy
of God."

Dr. U. C. MUKERJEE—Civil Surgeon
Bankura writes :—"It is a noble undertaking
well planned and well executed.

Pandit PRAMADA DAS MITRA B.A. the
great Sanskrit scholar of Benares writes :—
The only course for the reformation of the
Hindu society as far as possible, is to teach
the gentle ceases the principles of the Hindu
religion. And your valuable journal will
serve a useful purpose in this direction.

অসমভাবে শত শত ব্রত প্রকাশ করা গেল না।

১০০০ সালের হিন্দু-পত্রিকার

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়
১। বৈদিক অীক্ক (সুগাথ)	১	১৯। আরাধ্যানিধি
২। জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া ত্রিশক্তি		২০। সাক্যামত্ৰব্যাখ্যা
সম্বিত জৈবর	১০	২১। পুরাণকপ্রস
৩। ভাবাপরিচ্ছেদ	১৬, ৮৪, ১৮০	২২। আর্থ্যালয়ে রসার্চনা
৪। জগদ্রাথক্ষেত্র ও রথযাত্রা,	২০	২৩। পঞ্চরত্নমালিকা
৫। সৃষ্টিতত্ত্ব	২৫	২৪। গুরুষ্টকম্
৬। অীক্কের রাসদীপা	৩৬, ৮৯	২৫। অগ্নিপূরণ
৭। উপার কি নাই? আছে।		২৬। বক্তিপঞ্চকম্
ত্রক্ষচারী আশ্রম	৪০, ৯৩	২৭। সাধনপঞ্চকম্
৮। পঞ্চদশী	৪৫, ১২৭, ২০৬	২৮। ধন্যষ্টকতোত্রম্
৯। মুক্তি বা অমরত্ব	৫০	২৯। আত্মবটকতোত্রম্
১০। আনিষের প্রসার (ত্রক্ষচর্যাশ্রম)	৬২	৩০। বিজ্ঞাননৌকাঙ্কতি
১১। হস্তামলক	৭৩	৩১। হরিনামমালাতোত্রম্
১২। আত্মনামনিবেক	৭৬, ১৪৩	৩২। চিত্তাহুশাসনং
১৩। মণিরত্নমালা	৯৬, ১৩২, ১৩৩	৩৩। আত্মত্যাগনারায়ণতোত্রম্
১৪। ধর্ম এক বটে দুই হইতে পারে না	১০১	৩৪। বিবাহহোমমত্ৰব্যাখ্যা
১৫। শান্তিন্যাস	১০৮, ১৮৫	৩৫। অদৃষ্টবাদ
১৬। পরমাশ্রমেবম্ বসি বাণেশ্বরি	১১৬	৩৬। হিন্দু আচার ও বিটবনিকপেত্র
১৭। ধর্মবাক্যে মনোনিবেশ	১১৯	৩৭। অবতারতত্ত্ব
১৮। চণ্ডী বা ত্রিলালিতমিত্র	১২৫	

হিন্দু-পত্রিকা ।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, } ১৩০৩ সাল, } বৈশাখ ৩০
১ম ও ২য় সংখ্যা, } ১৮১৮ শকাব্দা, } জ্যৈষ্ঠ ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-তাপনী ।

উত্তরবিভাগ ।

যত্র হি বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং
জিহ্বতি, তদিতর ইতরং পশুতি তদিতর ইতরং
শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর
ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজান্নাতি, যত্র
বা অস্ত সৰ্ম্মমাস্তৈবাত্তং তৎ কেন কং জিহ্বেৎ,
কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং শৃণুয়াৎ, কেন কমতি-
বদেৎ, কেন কং মনীষেৎ, তৎ কেন কং বিজানী-
য়াৎ । যেনেদং সৰ্ম্মং বিজান্নাতি তৎ কেন
বিজানীয়াৎ জাতারমরে কেন বিজানীয়া-
দতি ॥ ১৪ ॥

মন্ত্রেণী যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ।

অয়ং হি কৃষ্ণো যোবোহিপ্রেষ্ঠঃ শরীরদ্বয়ং
হারণং ভবতি ॥ ১৭ ॥

জানিষপ্রযুক্ত মূনি অভোক্তা, কিন্তু কৃষ্ণ ও
কৈ সেই প্রকার জানিষপ্রযুক্ত অভোক্তা, ইহা
চিন্তা করিয়া মূনি বলিতেছেন :—

তোমাঙ্গের প্রিয়তম কৃষ্ণ শরীরদ্বয় অর্থাৎ
৩টি সমষ্টিরূপ জগতের কারণমাত্র, অর্থাৎ দেহ-
হারী জীব বৈষ্ণব জানিষপ্রযুক্ত অলিপ্ত তাহা
যে, ইনি কারণমাত্র, ইনি কিছুতেই লিপ্ত
নহেন । এই কথা আর বিশদরূপে বুঝাইবার জন্ত
বলিতেছেন :—

যৌ সুপর্ণো ভবতো ব্রাহ্মণোহংশভুক্ত-

স্তথৈতরো ভোক্তা ভবতি অস্তো হি সাধী
ভবতীতি ॥ ১৮ ॥

বৃক্ষধর্ম্মে তৌ তিষ্ঠতঃ অতো ভোক্তাহ-
ভোক্তারৌ ॥ ১৯ ॥

পূর্বো হি ভোক্তা ভবতি তথৈতরোহভোক্তা
কৃষ্ণো ভবতীতি ॥ ২০ ॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ তৃতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ড ১৪
শ্লোক ও ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল ১৬৫ তম ছন্দ,
২১শ পঙ্ক দেখুন ।)

দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমধা সমানং বৃক্ষং পরিষ-
স্বজাতো । তয়োঃ স্তঃ পিঙ্গলং স্বাভ্যন্তানমভো-
ভিচাকশীতি ॥

সমানো বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশমা পৌতকি
মুহমানঃ । জুহুং যদা পশুত্যন্তমীশমন্ত ময়িনা-
মিতি বীতশোকঃ ॥

ব্যাখ্যা । সুপর্ণী মূল্যরৌ পর্ণী পক্ষী করো-
ভৌ বাহাদিপের হৃদয় পক্ষ আছে অর্থাৎ পক্ষী
বৃক্ষধর্ম্মে তিষ্ঠতঃ, বিনাশিনি সংসারার্থে অস্ত
তিষ্ঠতঃ, কঠোপনিষৎ স্বরণ করুন ।
মূলোহবাক্ষ্যে এবোহর্থঃ :—
ইত্যাদি ।

অর্থ—জীৱ ও জীৱ এই উভয়ই এক
উহার মধ্যে ইতর অর্থাৎ শরীর

ধাকেন এবং দৈশ্বর অভোক্তা এবং সাক্ষীগাত্র
হরেন ॥ ১৮ ॥

এই বিনাশধর্মশীল দেহরূপঅর্থধ্বংস
তাহারা অবস্থান করেন এবং ভোক্তা ও
অভোক্তা হরেন ॥ ১৯ ॥

পূর্বোক্ত জীবভোক্তা এবং দৈশ্বর অভোক্তা
এবং কৃষ্ণ অভোক্তা দৈশ্বর ।

যত্র বিদ্যাঃবিদ্যে ন বিদ্যামো বিদ্যা-
বিদ্যাভ্যাং স ভিন্নঃ রিদ্যাময়ো হি যঃ, কথং
বিবরী ভবতীতি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইয়ের কিছুই
নাই, তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন অথচ
বিদ্যাময়, তিনি কিরূপে বিষয়ভোগ করিবেন ॥ ২২ ॥

যোহবৈকাগেন কামান্ কামায়তে স কামী
ভবতি, যোহবৈ ত্বকামেন কামান কাময়তে
সোহকামী ভবতি ॥ ২২ ॥

যিনি কামনাপূর্ণ হইয়া কাম্যবস্তুর অভিলাষ
করেন, তিনি কামী, যিনি কামনাশূন্য হইয়া
কাম্যবস্তুর স্বীকার করেন, বা ভোগ করেন, তিনি
স্বকামী ॥ ২২ ॥

অবজ্ঞানভাঃ ভিন্নঃ স্বাগুরয়মচ্ছেদ্যোহং
যোহসৌ সৌর্যো তিষ্ঠতি যোহসৌ গো- তিষ্ঠতি
যোহসৌ গাঃ পালয়তি যোহসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি
যোহসৌ সর্কেষু বেদেষু তিষ্ঠতি যোহসৌ সর্কে-
র্বেদৈর্গৌরভো যোহসৌ সর্কেষু ভূতেষাবিশ্রুতানি
বিদধতি লবোহিবামী যোহসৌ ভবতি ॥ ২৩ ॥

বাক্যার্থ। যিনি অজ্ঞ ও অজ্ঞাবহিষ্ট, যিনি
স্বাপুংসু ভাঃ হিরতর, যিনি অচ্ছেদ্য, যিনি সূর্য-
সঙলে অবস্থান করেন, যিনি গোতে অবস্থান
করেন, যিনি গোপালন করেন, যিনি গোপ-
সকলে অবস্থান করেন, যিনি সকল বেদে অব-
স্থান করেন, সকল বেদ যাহাকে কীর্জন করে,
যিনি ভূতগুণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূত-
সকলকে বিধ্বংস করেন ॥ ২৩ ॥

সাহোবাচ গান্ধর্বী কথং বাহ্যাস্থ জাতো-
হসৌ গোপালিঃ কথং জাতোহসৌ স্বয়ং যুনে
কৃষ্ণঃ কোবাহতঃ ময়ঃ কিং বাহত স্থানঃ কথং
বা দেবক্যাং জাতঃ কোবাহত জ্যায়ান্ রামো
ভবতি কীদৃশী পূজাহত গোপালিঃ ভবতি
সাক্ষাৎ প্রকৃতি পরো যোহয়মাস্তা গোপালিঃ কথং
স্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ সহোবাচ ভ্রাতঃ হ বৈ ॥ ২৪ ॥

গান্ধর্বী বলিলেন, গোপাল আমাদের কুলে
কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, আপনি তাহাকে
কিরূপে জানিতে পারিলেন, তাহার ময় কি,
তাহার ধ্যান কি, তিনি কিরূপে দেবকীগর্ভে
জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহার জ্যেষ্ঠ রামই বা কে
ইহার পূজা কীদৃশী, যিনি প্রকৃতির স্বামী তিনি
ভূমিতে কিরূপে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২৪ ॥

একোহবৈ পূর্বে নারায়ণো দেবঃ ॥ ২৫ ॥

বাক্যার্থ। সৃষ্টির প্রথমে নারায়ণ একমাত্র
দেব ছিলেন ॥ ২৫ ॥

যস্মিন্ লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ তত্ত্বং পদ-
জাতাহজ্যোনিউপিত্বা তত্শৈ হি বরং দদৌ ॥ ২৬ ॥

বাক্যার্থ। যাহাতে লোকসমূহ ওতপ্রোত-
ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার হৃদপদ্ম হইতে
পদ্মযোনি ব্রহ্ম উৎপন্ন হইয়া তপস্তা করিলে
নারায়ণ তাহাকে বর দান করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

স কামপ্রসমেব বত্রে তং হাষ্টে দদৌ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্ম নারায়ণের নিকট তাহার স্বাভিনবিত
প্রশ্নরূপে যে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, নারায়ণ
তাহাকে তাহা দিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

সহোবাচাজ্ঞানির্ঘোহবতারাপাং মধ্যে
জ্যোত্বেহবতারঃ কো ভবতি যেন লোকান্তর
দেহান্তর ভবতি কং স্বা মুক্তা অম্মাং সংসার
ভবতি কথং বাহতাকতারস্ত ব্রহ্মতা ভবতি ॥ ২৮ ॥

অজ্যোনি ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন ক-
তারিণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অবতার কে? ১
অবতারদ্বারা লোকসমূহ ও দেবতাসমূহ ভূত-
১

বাহাকে স্মরণ করিলে লোকে এই সংসার হইতে মুক্ত হয়। আর এই অবতারের ব্রহ্ম বা কল্পে হইল ? ২৮ ॥

সহোবাচ ভং হি নারায়ণো দেব স কাম্যা
মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্তপুৰ্য্যো ভবন্তি তথা
নিকাম্যাঃ স কাম্যা ভূগোলচক্রে সপ্তপুৰ্য্যো
ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ গোপালপুত্রী
হীতি ॥ ২৯ ॥

নারায়ণ দেব ব্রহ্মাকে বলিলেন যে মেরু-
শৃঙ্গে কামনাশূত্র ও কামফলদা সাতটি পুরী
আছে, তদ্রূপ ভূমণ্ডলেও কামনাফলদা ও
কামনাশূত্র সাতটি পুরী আছে, যথা—অমোধ্যা,
মথুরা, মায়ী, কালী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও
দ্বারকা। উহাদের মধ্যে গোপালপুত্রীই সাক্ষাৎ
ব্রহ্মপুরী ॥ ২৯ ॥

স কাম্যা নিকাম্যা দেবানাং সর্বেষাং ভূতানাং
ভবন্তি যথা হি বৈ সরসিপদ্মং তিষ্ঠতি তথা
ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি চক্রেণ রক্ষিতা হি মথুরা
তস্যাং গোপালপুত্রী ভবতি ॥ ৩০ ॥

দেবতা ও ভূতগণের সকামা ও নিকামপুরী
আছে, সরোবরের মধ্যে যেদ্রুপ পদ্ম থাকে,
তদ্রূপ চক্রে রক্ষিতা হইয়া ভূমণ্ডলে মথুরাপুরী
আছে, তজ্জন্ম ইহাকে গোপালপুরী বলে ॥ ৩০ ॥

বৃহদ্বনং মধোশ্চুধুনং তালশালবনং,
কামং কাম্যাবনং বহলো বহলবনং কুমুদং কুমুদ-
বনং খদিরঃ খদিরবনং ভদ্রো ভদ্রবনং ভাণ্ডীর
ইতি ভাণ্ডীরবনং জীবমং লোহবনং বৃন্দায়া
বৃন্দাবনমৈভয়ানুতপুত্রী ভবতি ॥ ৩১ ॥

বৃহৎ এইজন্ত বৃহৎবন, মধুদৈত্য বধ হয়
এইজন্ত মধুবন, তালবৃক্ষ আছে, এইজন্ত তাল-
বন, কৃষ্ণবিহার করেন এইজন্ত কাম্যাবন, বহল
ইরিপ্রেরা বাস করেন এইজন্ত বহলবন, কুমুদ-
পুশদ এইজন্ত কুমুদবন, খদির আছে এইজন্ত
খদিরবন, ভদ্রবৃক্ষ আছে এইজন্ত ভদ্রবন,

ভাণ্ডীর নামে বটবৃক্ষ আছে এইজন্ত ভাণ্ডীরবন,
শ্রীর অধিষ্ঠান এইজন্ত জীবন, লোহনামক অক্ষয়
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এইজন্ত লোহবন, বৃন্দা
তপস্তা করিয়াছিলেন এইজন্ত বৃন্দাবন, মথুরা-
পুরী এই সকল বনের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

(শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলই মথুর মণ্ডল ঐ
কমলাভাস্তরে দ্বাদশদল পদ্মাস্তরে শুক্লরূপী
পরমাশ্রয় মুখ্যাবস্থান, তদ্রূপ মথুরার মধ্যেও
শ্রীকৃষ্ণাসনরূপ দ্বাদশ বন আছে। ঐ সমুদায়
বনই বিবিধ নামে আখ্যাত হইয়াছে।)

তত্র তেষেব গহনেষেব দেবী মনুষ্যা গন্ধর্বা-
নাগাঃ কিম্বরা গায়ত্ৰীতি নৃত্যতীতি ॥ ৩২ ॥

এই সমুদায় বনে দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব
কিম্বর ও নাগ গান করেন এবং নৃত্য করেন ॥ ৩২ ॥

তত্র দ্বাদশাদিত্যা একাদশ রজ্রা অষ্টো যশবঃ
সপ্ত মুনয়ো ব্রহ্মা নারদশ্চ পঞ্চ বিনায়কাঃ বীরে-
শ্বরো রুদ্রেশ্বরো অশ্বিকেশ্বরো গণেশ্বরো নীল-
কণ্ঠেশ্বরো বিবেশ্বরো গোপালেশ্বরো ভদ্রেশ্বরো-
হস্তানি লিঙ্গানি চতুর্লিংগতীর্ভবন্তি ॥ ৩৩ ॥

যে বনে স্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনং ভদ্রেশ্বর-
দ্বাদশবনানি পুণ্যানি পুণ্যভূমিানি তেষেব দেব-
শক্তিঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্র হি রামস্ত রামমূর্ত্তিঃ প্রচ্যুতস্ত প্রচ্যুত-
মূর্ত্তিরণিরুদ্ধত্যা নিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্ত কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ ॥ ৩৫ ॥
বসার্থ। এই দ্বাদশ বনে দ্বাদশ আদিত্য
একাদশ রজ্রা অষ্টবহু সপ্ত মুনী পঞ্চবিনায়ক
এবং রুদ্রেশ্বর ভদ্রেশ্বর অশ্বিকেশ্বর গণেশ্বর নীল-
কণ্ঠেশ্বর বিবেশ্বর গোপালেশ্বর ভদ্রেশ্বর এবং
অজ্ঞাত চতুর্লিংগতীর্ভবন্তি ॥ ৩৩ ॥

উপরোক্ত দ্বাদশ বন, কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন এই
দুই বনের মধ্যে অবস্থিত, উহারা সকলেই পুণ্য
ও পুণ্যভূমি, উহাদের মধ্যে দেবতার
করেন ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ ॥

সেই সকল বনে রামের মূর্ত্তি এবং কৃষ্ণের

রামমূর্তি প্রস্থায়ের প্রস্থায়মূর্তি অনিরুদ্ধের অনি-
রুদ্ধমূর্তি কৃষ্ণের কৃষ্ণমূর্তি আছে ॥ ৩৫ ॥

বনেধেবং মথুরাশ্বেবং দ্বাদশমূর্তয়ো ভবন্তি ॥ ৩৬ ॥

একাং হি রুদ্রা যজন্তি দ্বিতীয়াং হি ব্রহ্মা
যজন্তি তৃতীয়াং ব্রহ্মজা যজন্তি চতুর্থীং মরুতো
যজন্তি পঞ্চমীং বিনায়কা যজন্তি ষষ্ঠীং বসবো
যজন্তি সপ্তমী মুষয়ো যজন্তি অষ্টমীং গন্ধৰ্বা যজন্তি
নবমী মক্ষরসো যজন্তি দশমী বৈহস্তকানে
তিষ্ঠতি একাদশমেতি স্বপদং গত। দ্বাদশমেতি
ভূম্যাং তিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ। দ্বাদশ বনে যেরূপ মূর্তি আছে
তদ্রূপ মথুরায় দ্বাদশটি মূর্তি আছে ॥ ৩৭ ॥

উহাদিগের মধ্যে রৌদ্রীমূর্তি রুদ্রগণ পূজা
করেন, ব্রাহ্মীমূর্তিকে ব্রহ্মা পূজা করেন ঐরূপ
দেবীমূর্তিকে ব্রহ্মার পুত্রেরা, মানবীমূর্তিকে
মরুদগণ, বিনায়কমূর্তিকে বিনায়কগণ কাম্য-
মূর্তিকে বহুগণ, ঋষিমূর্তিকে ঋষিগণ গান্ধৰ্বী-
মূর্তিকে গন্ধৰ্বগণ, গৌমূর্তিকে অক্ষরোগণ পূজা
করেন। দশমীমূর্তি গুপ্ত থাকেন, একাদশী-
মূর্তি বিষ্ণুপদ আকাশ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।
দ্বাদশীমূর্তি ভূমিতে অবস্থান করেন ॥ ৩৭ ॥

তাং হি যে যজন্তি তে মৃত্যুং তরন্তি মুক্তিং
লভন্তে। গৰ্ভ জন্ম জরা মরণ তাপত্রয়াশ্রকং
ছঃং তরন্তি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ। এই দ্বাদশী ভূমিষ্ঠা মূর্তি যাঁহারা
পূজা করেন তাঁহারা মৃত্যু হইতে ত্রাণ পান এবং
মুক্তিলাভ করেন তাঁহারা গৰ্ভ, জন্ম, জরা, মরণ
এই তাপত্রয় হইতে উত্তীর্ণ হইবেন ॥ ৩৮ ॥

তদপ্যেতে শ্লোকা ভবন্তি ।

প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদি-
সেবিতাম্। শঙ্খচক্রগদা শাঙ্গরক্ষিতাং মুখ-
লাসিতাং ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গার্থ। উক্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক
হইয়াছে—মথুরা, পুরী, রম্যা, সদা ব্রহ্মাদি-
সেবিতাম্। শঙ্খ, চক্র, গদা, শাঙ্গরক্ষিতাং, মুখ-
লাসিতাং ॥ ৩৯ ॥

দ্বারা পরিরক্ষিতা মথুরাপুরী ব্রহ্মাদিবালা সেবিত
হইয়া থাকে এবং উহা প্রাপ্ত হইয়া দেবতা
মহুযাদি কৃতার্থহয় ॥ ৩৯ ॥

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণক্ৰিডিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামনিরুদ্ধপ্রস্থায়ৈ রক্ষিণ্যা সহিতো বিভূঃ ॥ ৪০ ॥

চতুঃশকো ভবেদেকো হোন্ধারঃ সমুদাহতঃ ॥ ৪১ ॥

তন্মাদেবঃ পরো রজসেতি সৌহৃদমিত্যব-
ধার্য্যাত্মানং গোপালোহমিতি ভাবয়েৎ ॥ ৪২ ॥

স মোক্ষমন্ত্রে তে স ব্রহ্ম ত্বমধিগচ্ছতি স ব্রহ্ম-
বিভুবতি ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ। ঐ মথুরাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ, রাম,
অনিরুদ্ধ ও প্রস্থায় এই তিন শক্তি এবং রক্ষিণীর
সহিত একত্রে আছেন ॥ ৪০ ॥

রাম, অনিরুদ্ধ, প্রস্থায়, কৃষ্ণ, এই চারিটি
শব্দে এক দৈশ্বর্য হইল। ইহাই শুঁকার বাচ্য
অর্থাৎ শুঁকারের আকার উকার মকার ও বিদ্
এই চারিটিতে যেরূপ ব্রহ্মের জাগ্রতাদি চারিটি
অবস্থা জ্ঞাপন করার সেরূপ বাহুদেব কৃষ্ণ
সংকর্ষণ বলরাম ও প্রস্থায় অনিরুদ্ধ এই চারি-
টিও ব্রহ্মের উক্ত চারি অবস্থামাত্র ॥ ৪১ ॥

দেই, হেতু প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ (এখানে
রজঃগুণ প্রকৃতির উপলক্ষমাত্র) যে দেব, তিনিই
আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া আপনাকে গোপাল
এইরূপ ভাবনা করে ॥ ৪২ ॥

যিনি এরূপ সৌহৃদমভাবে উপাসনা করেন
তিনি মোক্ষপ্রাপ্তি করেন, ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি করেন
এবং ব্রহ্মবিদ হইবেন ॥ ৪৩ ॥

যো গোপান্ জীবান্ বৈ আঙ্কবেনাস্টপর্ষা
মালাতি স গোপালো ভবতি শুঁ ৩৭ ৫৭ দোহঃ
পরং ব্রহ্মকৃত্যঙ্কো নিত্যানন্দৈকরূপঃ সৌহ-
যোন্তদগোপাল এব পরং সত্যমবধিতং সৌহ-
হমিত্যাত্মানমাধায়মনৈকায়ং কুর্য্যাৎ আত্মান-
গোপালোহমিতি ভাবয়েদ্বিত্যেব এবাধ্যাজেৎ
স্তোত্রিত্যা গোপালঃ ॥ ৪৪ ॥

মথুরায় স্থিতি ব্রহ্ম সর্বদা মে ভবিষ্যতি ।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা বৃত্তত্ব বৈ ॥ ৪৫ ॥

স্বরূপং পরং জ্যোতিঃ স্বরূপং রূপবর্জিতম্ ।

রা মাং সংস্মরন্ ব্রহ্ম মৎপদং যাতি নিশ্চিতং ॥ ৪৬ ॥

যিনি গোপালদিগকে অর্থাৎ জীবসমূহকে

অবস্থাপ্রাপ্তি পূর্ণাঙ্গ অঙ্গীকার করেন তিনি

গোপাল (গোপালালাতি স্বীকরোতি ইতি

গোপাল) । ও তৎ এই শব্দদ্বয়ের বাচ্য যে

ব্রহ্ম তিনিই আমি এবং নিত্যানন্দরূপী

রূপ তিনিই আমি, ও তৎসং শব্দবাচ্য যে

ম সত্য, অবাধিত গোপাল তিনিই আমি ইহা

ন জ্ঞাত হইয়া আমি গোপাল এরূপ ভাবনা

রবে । ঐ গোপাল অব্যক্ত অনন্ত নিত্য ॥ ৪৪ ॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বনমালাধারী হইয়া

মি মথুরায় অবস্থান করিব ॥ ৪৫ ॥

হে ব্রহ্ম ! যে ব্যক্তি আমাকে বিধ্বংস

ব জ্যোতিঃস্বরূপ রূপবর্জিতরূপে রূপদ্বারা

গ করেন তিনি নিশ্চয় আমার পদপ্রাপ্ত

ন ॥ ৪৬ ॥

। মণ্ডলে বস্তু জঘন্যরূপে স্থিতোপি বা ।

চৈব প্রতিমাং মাঞ্চ স মে প্রিয়তরোভূবি ॥

যে ব্যক্তি মথুরামণ্ডলে অথবা জঘন্যরূপের

কোন স্থানে থাকিয়া প্রতিমারূপে

আমাকে পূজা করেন, তিনি আমার প্রিয়তম

ন ॥ ৪৭ ॥

যদিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণরূপী পূজ্যন্তয়া সদা ।

। চাতুর্ভিকারভেদেবৈ যজন্তিমাং ॥ ৪৮ ॥

যজন্তিনো লোকা যজন্তীহুস্মদেধসঃ ।

। শং সাঙ্খ্যং নামকরণিণা সহ তৎপরং ॥ ৪৯ ॥

। লোহহমজো মিত্য প্রহ্মায়োহং সনাতনঃ ।

। হিং অনিরুদ্ধোহহমাত্মনমর্চয়েদ্বধঃ ॥ ৫০ ॥

। শক্তি মথুরাপুরীতে কৃষ্ণরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া

। র দ্বারা পূজ্য হইয়াছি । লোক অধিকার-

। চতুর্ভিকার কল্পনাপূর্বক আমাকে পূজা

করেন, অর্থাৎ স্বপ্নস্বপ্ন আদি অবস্থানও

আমাকে পূজা করেন ॥ ৪৮ ॥

যুগ্মস্বপ্নী হুমেধা মানবগণ প্রহ্মায়, অনিরুদ্ধ

রাম ও কল্পিতরূপে গোপালরূপে আমাকে

পূজা করেন ॥ ৪৯ ॥

আমি গোপাল, আমি অজ, মিত্য, প্রহ্মায়

সনাতন, আমিই রাম, অনিরুদ্ধ, পণ্ডিতগণ

আমারই অর্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

ময়োজেন স্বধর্মেন নিকামেন বিভাগশঃ ।

তৈরয়ং পূজনীয়ো বৈ ভদ্রকৃষ্ণনিবাসিতঃ ॥ ৫১ ॥

অধিকার ভেদাদ্বারা প্রাথমিকভাবে

ভাবে বা নিকামভাবে ভদ্র-ও-কৃষ্ণবন নিবাসীরা

আমার চতুর্ভূত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি পূজা করিবে ॥ ৫১ ॥

তদ্ব্যক্তিগতহীন। যে তদ্ব্যক্তি ময়ি পরায়ণঃ ।

কলিগ্রন্থিতা যে বৈ তেষাং তত্ত্বমবস্থিতিঃ ॥ ৫২ ॥

কলিগ্রন্থ মানব আশ্রম ধর্মদ্রষ্ট হইলেও

আমাতে পরায়ণ থাকিলে তাহাদের মথুরাপুরীতে

অবস্থিতি হইবে ॥ ৫২ ॥

যথা ত্বং সহ পুত্রৈস্ত্য যথা কুন্তো গণৈঃ সহ ।

যথা প্রিয়াভিযুক্তোহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

তুমি যেমন সনকাদি পুত্রগণের সহিত

থাকিতে ভাল বাস, রূপ যেরূপ গণগণের সহিত

থাকিতে ভাল বাসেন, আমি যেমন শ্রীর সহিত

থাকিতে ভাল বাসি, সেইরূপ ভক্তগণের সহিত

থাকিতে ভাল বাসি, এই অজ মথুরাপুরীতে

ভক্তদিগের অবস্থিতি হয় ॥ ৫৩ ॥

সহোবাচাঙ্ক্যোনিস্কৃতভির্দেবৈঃ কথমেকা

দেবঃ ভাদেকমক্ষরং যদ্বিক্রমেনেকাক্ষরং কথং

ভূতং সহোবাচ তং হি বৈ পূর্বং হি একমেব

দ্বিতীয়ং ব্রহ্মসীৎ তদ্বাদব্যক্তমব্যক্তমেবাক্ষরং

তদ্বাদক্ষরং মহত্ত্বং মহতো বৈ হকার তদ্ব্য

দেবাহকারং পঞ্চভূতাদিভিঃ তেভ্যো ভূতানি

তৈরাবৃত্তমক্ষরং ভবতি অক্ষরোহহমেকা

অরোহমরোহভয়োহমৃতব্রহ্মতমঃ

হইল। অকরেহইল। সভামাত্র বিধরণে
প্রকাশ্য ব্যাপকং তথা একমেবাদিতীয়ঃ ব্রহ্ম-
নাম্যাত্ম চতুষ্ঠয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—গোপালাদি দেবচতুষ্ঠয় এক
হইলেন কি প্রকারে? আর ঔকার আখ্যা এক
অক্ষর হইতে কিরূপে অনেক অক্ষর উৎপন্ন
হইল।

ভগবান কহিলেন,—সৃষ্টির পূর্বে একমেবা-
দিতীয়ঃ অর্থাৎ স্বভাবিত স্বগত ও বিজাতীয়
ভেদরহিত একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন তাঁহাই হইতে
অব্যক্ত উৎপন্ন হইলেন। সেই অব্যক্তই ব্রহ্ম
সেই ব্রহ্ম হইতে মহৎ উৎপন্ন হইলেন, মহৎ হইতে
অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ-
তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়।

প্রথম ইহাদিগের দ্বারা বেষ্টিত হন, আমি সেই
অক্ষররূপী ঔকার অক্ষর অমর, অভয় ও অমৃত
আমি মুক্ত, আমি অবিনশী সভামাত্র বিধরণ
প্রকাশক এবং ব্যাপক, একমেবাদিতীয়ঃ ব্রহ্ম-
নাম্যাকর্ষক চতুষ্ঠয় হইয়াছেন।

রৌহিনীতনয়ো রাধো অকারাক্ষরসম্ভবঃ।

তৈজসার্জ্যপ্রদ্যম উকারাক্ষরসম্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রাজ্ঞাঅকোহনিরুদ্ধো বৈ মকারাক্ষরসম্ভবঃ।

অর্ধমাত্রাঅক্ষকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণাঅক্ষিকা জগৎকর্তা মূলপ্রকৃতি রুদ্রাণী।

ব্রহ্মজীবনসম্ভূত স্রষ্টাত্তো ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ। অকার অক্ষর হইতে রৌহিনী-
নন্দন রাধী প্রোচ্ছত হইয়াছেন। তিনি বিখা-
নক অর্থাৎ জাগ্রদাবস্থার অধিষ্ঠাতৃ সমষ্টি স্বরূপ।
উকার হইতে প্রদ্যম উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি
তৈজসাক্ষক অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতৃ সমষ্টি-
স্বরূপ ॥ ৫৫ ॥

অকার অক্ষর হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া-
ছেন। তিনি প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জ্যোতিষের অধিষ্ঠাতৃ
সমষ্টি স্বরূপ। ত্রীকক অবস্থার বর্জিত তুরীয়া

পদার্থ। তিনিই অর্ধমাত্রাঅক্ষর, তাহাতে বিশ্ব
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

জগৎকর্তা কৃষ্ণাঅক্ষিকা হিন্দুপ্রতিপাদিকা
রুদ্রাণী মূল প্রকৃতি হইয়াছেন। ব্রহ্মজীবন প্র
জিজ্ঞাসা করার যে সকল স্রষ্টার প্রকাশ হয়
তদ্বারা প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম তাঁহার প্রকাশবশতঃ
শক্তিরূপা মায়া এবং শক্তিমাত্রের অভিন্নমুহূ
রুদ্রাণী মূল প্রকৃতি হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

প্রণবরূপ প্রকৃতিঃ বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তন্মাদোকারসম্ভূতো গোপালো বিশ্বসম্ভবঃ ॥ ৫৮ ॥
ক্লী মোকারমৈক্যং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিতঃ।
মথুরায়ঃ বিশেষণ মাং ধ্যানম্ মোক্ষমমুতে ॥ ৫৯ ॥
বঙ্গার্থ। ব্রহ্মবাদীগণ প্রণবের অসংসার
গুণস্বরূপ হেতু তাঁহাকে মূল প্রকৃতি বলিয়া
থাকেন। অতএব বিশ্বসম্ভব গোপাল প্রকৃতির
প্রতিপাদ্য হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মবাদীরা ক্লীকার ও ঔকারের ঐক্য
স্বীকার করেন। মথুরায় আমাকে বিশেষরূপে
ধ্যান করিলে মানব মোক্ষপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫৯ ॥
অষ্টপত্রং বিকশিতং জংগম্যং তত্র সংস্থিতম্।
দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্ত চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং ॥ ৬০ ॥
শ্রীবৎসলাঞ্জনং হৃৎসং কোষভক্তং প্রেতায়ুতম্।
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশাঙ্গপদ্মং ধারিতম্ ॥ ৬১ ॥
সুকেয়ুরাচিতং বাহুঃ কণ্ঠঃ শালাশুশোভিতম্।
দ্ব্যমং কিরীটং বলয়ং ক্ষুরদ্বয়কুণ্ডলম্ ॥ ৬২ ॥
বঙ্গার্থ। বিকশিত অষ্টপত্রস্বরূপ হৃৎপদ
আমি অধিষ্ঠিত আছি। আমার দিব্যধ্বজা
প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত চরণদ্বয় ধ্যান করিবে ॥ ৬০ ॥
তৎপর আমার হৃৎসং শ্রীবৎসলাঞ্জন
যুক্ত কোষভক্তি এবং শঙ্খচক্রশাঙ্গপদ্ম
চতুর্ভুজকে ধ্যান করিবে ॥ ৬১ ॥
তৎপর সুকেয়ুর অর্থাৎ বাহু শালা-
কণ্ঠদোস্তিশালী মুকুট ও ক্ষুরদ্বয়
ধারণ করিবে ॥ ৬২ ॥

রথের সৌম্যত্ব স্বভক্তারা ভয়প্রদম্ ।
 যেনমনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরত্ব বা ॥ ৬৩ ॥
 ধ্যতে তু জগৎ সৰ্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা ।
 সংসারভূতং যদযন্তাং মধুরাসানিগদ্যতে ॥ ৬৪ ॥
 বঙ্গার্থ । তৎপরে আমার স্বৰ্ণময় ভক্তান্তর-
 দ সৌম্য তনু অথবা বেণুশৃঙ্গযুক্ত বিভূজ-
 পকে ধ্যান করিবে ॥ ৬৩ ॥
 যেমন দধি মছন করিলে নবনিত উৎপন্ন হয়
 জগৎ যে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জগৎ মছন করিলে
 রত্নত গোপালমূর্তি আবির্ভূত হয় সেই ব্রহ্ম-
 জানকেই মথুরা কহে ॥ ৬৪ ॥
 ঐন্দ্রকপালিভিভূমিঃ পদ্মং বিকসিতং জগৎ ।
 সারার্ণবসজ্জাতং সেবিতং মম মামসে ॥ ৬৫ ॥
 দক্ষ্যামিষো দিব্যধ্বজা মেরুহিরণ্ময় ।
 তপত্রং ব্রহ্মলোক মধোজং চরণং স্মৃতম্ ॥ ৬৬ ॥
 বৎসঞ্চ স্বরূপঞ্চ বর্ততে লাহনৈঃ সহ ।
 বৎসলাঞ্জনং তস্মাৎ কথ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৬৭ ॥
 ন স্বর্ঘ্যামি বাক্ চত্ৰং তেজসাস্বরূপিণা ।
 র্তে কোত্তভাখ্যং মনিং বদন্তী শ্রম্মানিনঃ ॥ ৬৮ ॥
 বঙ্গার্থ । অষ্টদিক্‌পালসেবিত ভূমিরূপ পদ্ম
 হার মানসে বিকশিত রহিয়াছে উহাই সংসার-
 গর হইতে উৎপন্ন জগৎ ॥ ৬৫ ॥
 চত্ৰস্বর্ঘ্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল দিব্য ধ্বজা,
 রু হিরণ্ময় ছত্রদণ্ড ব্রহ্মলোক ছত্র, এবং
 ধোজ অর্থাৎ সপ্তপাতালই চরণধর ॥ ৬৬ ॥
 ছত্রের যে ত্রীবৎসলাঞ্জন আছে উহার অর্থ
 ই যে আমি ত্রী অর্থাৎ আমার বস্ত্রভ, লাহন
 মার বিরাট অবরবের জাপকমাত্র ॥ ৬৭ ॥
 স্বর্ঘ্য অর্থাৎ চত্ৰ উহার যে তেজের দ্বারা
 জেগী হইয়াছে, দৈবর আরাধকেরা সেই
 দ্রকে কোত্তভমনি বলে ॥ ৬৮ ॥
 বৎস রক্তম ইতি অহঙ্কারকত্বভূজঃ ।
 পঞ্চভূতাস্বরূপং শব্দং করে রজসি সংস্থিতম্ ॥ ৬৯ ॥
 বালবরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রে নিগদ্যতে ।

আদ্যামারা ভবেচ্ছাৎ পদ্মং বিধং করে
 স্থিতম্ ॥ ৭০ ॥
 আদ্যা বিদ্যা গদা বেদ্যা সৰ্ব্বদা মে করে
 স্থিতা । ধর্ম্মার্থকামক্রেয়ৈর্দিব্যৈর্দিব্য মহো-
 রিতৈঃ ॥ ৭১ ॥
 কঠিন নিগুণং প্রোক্তং মালাতে আদ্যমা-
 হজ্ঞা । মালানিগদ্যতে ব্রহ্মং স্তবপুস্ত্রেস্ত
 মানসৈঃ ॥ ৭২ ॥
 কুটুং সংস্করূপঞ্চ কীরিটং প্রবদন্তি মাং ।
 ক্ষরোত্তমং প্রক্ষুরত্বং কুণ্ডলং যুগলং স্মৃতং ॥ ৭৩ ॥
 ধ্যায়েন্নম প্রিয়ো মিভ্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি ।
 স মুক্তো ভবতি তস্মৈ আশ্রয়ানঞ্চ দদামি বৈ ॥ ৭৪ ॥
 বঙ্গার্থ । সন্থ, রক্ত, তমঃ, এই তিন গুণ
 এবং অহঙ্কার ইহারাই চারি বাহু হইয়াছে এবং
 শব্দই পঞ্চভূতাস্বক রজোগুণরূপে হস্তে অব-
 স্থিত আছে ॥ ৭২ ॥
 অত্যন্ত বালবরূপ অর্থাৎ চকল যে বনি
 তাহাকে চক্রে বলা যায় । আদ্যা মায়াটিকে শাক
 বলা যায়, বিধকে হস্তস্থিত পদ্ম বলা যায় ॥ ৭০ ॥
 আদ্যা বিদ্যাকে গদা বলা যায়, উহা সৰ্ব্ব-
 দাই আমার হস্তে আছে এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম
 ইহারি আমার বাহু দিব্যক্রেয় ॥ ৭১ ॥
 কঠিই নিগুণ ব্রহ্ম । ঐ কঠকে বৈ অজ্ঞা
 এবং আদি মায়াদ্বারা অর্থাৎ প্রপঞ্চ আভরণের
 দ্বারা ভূষিত করা যায় তাহাকেই তোমার মুক্ত-
 গণ মালা বলিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥
 আমি কুটু নিত্যস্বরূপ, একত্র সকলের
 শ্রেষ্ঠ বলিয়া পতিতগণ আমাকে কীরিট বলিয়া
 নির্দেশ করেন এবং আমার ক্ষর এবং উত্তম
 অক্ষরকে যুগল কুণ্ডল বলিয়া থাকেন ॥ ৭৩ ॥
 যে ভক্ত আমাকে এইরূপভাবে ধ্যান করে,
 সে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, আমি তাহাকে আশ্রয়
 স্বীয় আশ্রয়প্রদান করি ॥ ৭৪ ॥
 এতৎ সৰ্ব্বং ভবিষ্যদৈব ময়া প্রোক্তং বিধে তস্মৈ ।

স্বরূপং দ্বিবিধং কৈব সগুণং নিগুণাশ্চকম্ ॥৭৫॥

সহোবাচাজ্যোনিঃ ব্যক্তানাং মূর্তীনাম্
প্রোক্তানাং কথং ভাবরণি ভবন্তি কথং বা
দেবা যজন্তি ব্রহ্মা যজন্তি ব্রহ্মা যজন্তি ব্রহ্মা
যজন্তি বিনায়ক। যজন্তি দ্বাদশাদিত্যা যজন্তি
বসবে যজন্তি অঙ্গরাসো যজন্তি গন্ধর্ব্বা যজন্তি
অপদামুগান্তর্কানে তিষ্ঠতি কা কাং মহুয্যা
যজন্তি ॥ ৭৬ ॥

সহোবাচ তং হি বৈ নারায়ণো দেব আদ্যা
অব্যক্তা দ্বাদশমূর্তয়ঃ সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু
দেবেষু সর্বেষু মহুয্যেযু তিষ্ঠতি ॥ ৭৭ ॥

কদ্দেমু রৌদ্রী ব্রহ্মণ্যেবং ব্রাহ্মী দেবেষু দৈবী
মাহুয্যেযু মানবী বিনায়কেষু ত্রিনাশিনীঃ আদি
তোষু জ্যোতির্গন্ধর্বেষু গন্ধর্ব্বা অঙ্গরঃ স্বেবং
গৌর্মেমুযেবং কাম্যা অন্তর্কানে প্রকাশিনী ॥৭৮॥

আবির্ভাবাতিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি
তামসী ব্রাহ্মণী সাত্বিকী মাহুযী বিজ্ঞানঘন
আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে
তিষ্ঠতি ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মর্ষিঃ হে ব্রহ্মন ! এই সকল ভবিষ্যৎ
কহিলেন আমার স্বরূপ সগুণ ও নিগুণ এই
হই প্রকার হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন পুরোক্ত মূর্তি সকলের কি
প্রকার আভরণ হইয়া থাকে এবং দেবতার
কিরূপে পূজা করেন । ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুত্র,
বিনায়ক, আদিত্য, বহু, অঙ্গর, গন্ধর্ব্ব ইহার
কিরূপে পূজা করেন ।

অপদামুগাই বা কে ? অন্তর্কানেই বা কে
থাকেন এবং মহুয্যেরা কাহার পূজা করে ॥৭৬॥

নারায়ণ কহিলেন পুরোক্ত দ্বাদশমূর্তির
কোন আভরণ নাই তাহার সকল লোকে
সকল দেবতার এবং সকল মহুয্যে অবস্থিত
আছেন ॥ ৭৭ ॥

হ্রস্বলোক রৌদ্রী, ব্রহ্মলোকে ব্রাহ্মী, দেব-

লোকে দৈবী, মহুয্যালোকে মানবী, বিনায়
লোকে ত্রিনাশিনী, আদিত্যালোকে জ্যোতি
গন্ধর্ব্বলোকে গন্ধর্ব্বা, অঙ্গরলোকে গৌ (গীরা
ইতি গো) অর্থাৎ গীত, বহুলোকে কাম্যা এ
অন্তর্কানে প্রকাশিনীর মূর্তির পূজা হই
থাকে ॥ ৭৮ ॥

যাঁহার আবির্ভাব আছে কিন্তু তিরোভা
নাই এমন মূর্তি স্বপদ, ব্রহ্মাবনে অবস্থিত থাকে
ঐ মূর্তি তিন প্রকার সাত্বিক, রাজসিক
তামসিক, আর মাহুযী বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন
সচ্চিদানন্দৈকরসো রূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠা
করিতেছে ॥ ৭৯ ॥

ও প্রাণাশ্বনে ও তৎসং ভূভুবঃ স্বতমৈ
প্রাণাশ্বনে নমো নমঃ ॥ ৮০ ॥

ও শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবরায়
ও তৎসং ভূভুবঃ স্বতমৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮১ ॥

ও অপানাস্বনে ও তৎসং ভূভুবঃ স্বতমৈ
অপানাস্বনে বৈ নমোনমঃ ॥ ৮২ ॥

ও কৃষ্ণায় রাগায় শ্রুতায়ায় নিরুদায় ও তৎ
সং ভূভুবঃ স্বতমৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৩ ॥

ও ব্যানাস্বনে ও তৎসং ভূভুবঃ স্বতমৈ ব্যান
স্বনে বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৪ ॥

ও শ্রীকৃষ্ণায় রামায় ও তৎসং ভূভুবঃ স্বতমৈ
বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৫ ॥

ও উদানাস্বনে ও তৎসং ভূভুবঃ স্বতমৈ
বৈ উদানাস্বনে নমোনমঃ ॥ ৮৬ ॥

ও কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ও তৎসং ভূভুবঃ
স্বতমৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৭ ॥

ও সমানাস্বনে ও তৎসং ভূভুবঃ স্বতমৈ
নমোনমঃ ॥ ৮৮ ॥

ও গোপালায় কনিষ্কদ্বার নিলম্বরপায়
তৎসং ভূভুবঃ স্বতমৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৯ ॥

ও যোহরৌ প্রোক্তানাম্ গোপালায় ও তৎ
সং ভূভুবঃ স্বতমৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ যোহসাবিক্সিয়ায়া গোপালঃ ওঁ তৎসৎ
ভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯১ ॥

ওঁ যোহসৌ ভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসৎ
ভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯২ ॥

ওঁ যোহসাবৃত্তমপুৰ্বো গোপালঃ তৎসৎ
ভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৩ ॥

ওঁ যোহসৌ পরব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ তৎসৎ
ভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৪ ॥

ওঁ যোহসৌ সৰ্বভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসৎ
ভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৫ ॥

ওঁ যোহসৌ জাগ্রৎ স্বপ্নব্রহ্মপ্তিমতীত্য
যাতীতো গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূবঃ স্বস্ত্যৈ
ব নমোনমঃ ॥ ৯৬ ॥

একোদেবঃ সৰ্বভূতেষু গুচঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্ব-
তান্তরায়া । কৰ্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী
তাঃ কেবলো নিম্ভগুচঃ ॥ ৯৭ ॥

কৃত্যার নমঃ । আদিত্যার নমঃ । বিনায়কার
নমঃ । সূর্য্যার নমঃ । বিদ্যার নমঃ । ইন্দ্রার
নমঃ । অগ্নির নমঃ । যমার নমঃ । নিম্বতয়ে
নমঃ । বরুণার নমঃ । বায়বে নমঃ । কুবেরার
নমঃ । ঈশানার নমঃ । ব্রহ্মণে নমঃ । সৰ্বভো-
গবেভ্যো নমঃ ॥ ৯৮ ॥

স্বাস্তিঃ পুণ্যতমঃ ব্রহ্মণে স্ব স্বরূপিণে ।

ঈদং সৰ্বভূতানামন্তর্য্যানে ভূবঃ স্বঃ ॥ ৯৯ ॥

এ ব্রহ্মপুত্রোভ্যো নারদায় বধাশ্রুতং ।

প্রোক্তগাঙ্ককিঙ্করং স্থানস্বাস্তিকং ॥ ১০০ ॥

যিনি প্রাণাধারায় অস্তর্ধামী এবং ভূভূবঃ
এই তিন লোক বাঁহার বিভূতি তাঁহাকে
স্মার ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবীজনবরভক নমস্কার
বিঃ স্বঃ বাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নম-
স্কার ॥ ১০২ ॥

যিনি স্মানবায়ুর অস্তর্ধামী এবং ভূভূবঃ স্বঃ
বাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০৩ ॥

কৃষ্ণ, রাম, প্রহ্লাদ অনিরুদ্ধরূপে চতুর্বাঁহকে
নমস্কার এবং ভূভূবঃ স্বঃ বাঁহার বিভূতি তাঁহাকে
নমস্কার ॥ ১০৪ ॥

যিনি ব্যানবায়ুর অস্তর্ধামী এবং ভূভূবঃ স্বঃ
বাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০৫ ॥

যিনি কৃষ্ণ ও রাম তাঁহাকে নমস্কার এবং
ভূভূবঃ স্বঃ বাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০৬ ॥

যিনি উদানবায়ুর অস্তর্ধামী এবং ভূভূবঃ স্বঃ
বাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০৭ ॥

যিনি দেবকীনন্দন কৃষ্ণ যিনি সমানবায়ুর
অস্তর্ধামী যিনি গোপালঃ ও অনিরুদ্ধ এবং নিম-
ব্রহ্মণ যিনি প্রধানাত্মা গোপাল, যিনি ইন্দ্রিয়-
গণের অস্তর্ধামী গোপাল, যিনি ভূতগণের অস্ত-
র্ধামী গোপাল, যিনি উত্তম পুত্র গোপাল, যিনি
পরব্রহ্ম গোপাল, যিনি সৰ্বভূতাত্মা গোপাল,
যিনি জাগ্রৎ স্বপ্নব্রহ্ম তুরীর অর্থাৎ বিরটি
হিরণ্যগর্ভ কারণ এবং এই তিন অবস্থার অতীত
বাহুদেবাধ্য তুরীর এই চারি অবস্থার ব্যাক এবং
ভূভূবঃ স্বঃ বাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নম-
স্কার ॥ ১০৮—১০৯ ॥

তিনি এক হইয়া সকল ভূতে প্রতিটি রহিয়া-
ছেন, সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতের অন্তরায়া তিনি কৰ্ম-
কলদাতা, সকলভূত তাহাতে বাস করিতেছে
তিনি সাক্ষীস্বরূপ বিত্ত্ব চৈতন্ত্য এবং
গুণাতীত ॥ ১১০ ॥

কৃত্যকে নমস্কার, বিনায়ককে নমস্কার, আদি-
ত্যকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, বিদ্যাকে নম-
স্কার, অগ্নিকে নমস্কার, যমকে নমস্কার, নিম্বতয়ে
নমস্কার, বরুণকে নমস্কার, বায়ুকে নমস্কার,
কুবেরকে নমস্কার, ঈশানকে নমস্কার, ব্রহ্মকে
নমস্কার, সকল দেবভদ্রিগকে নমস্কার ॥ ১১১ ॥

ভগবান, ব্রহ্মাকে প্রোক্ত পুণ্যতম স্বাস্তি
এবং সৰ্বভূতের কর্তৃক প্রদান করিয়া অন্তর্ধামী
হইলেন ॥ ১১২ ॥

দুর্দাসা কহিতেছেন,—এই তাপনী ব্রাহ্মার
নিকটে সনকাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের
নিকট হইতে নারদ শুনিয়াছিলেন। তাঁহার
নিকট আমি যেরূপ শুনিয়াছি তাহা আমি বর্ণন

করিলাম। হে গান্ধর্বী! এখন তোমরা নী
আলয়ে গমন কর ॥ ১০০ ॥

গোপাল-তাপনী উত্তরবিভাগ সমাপ্ত।

জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া ত্রিশক্তিসমন্বিত ঈশ্বর।

যদিও আমরা সময় সময় পঞ্চদশী ও বেদান্ত-
দর্শন প্রভৃতি সমালোচনাদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়-
সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, তথাচ পদার্থ-
বাদীগণ (Materialists) উক্ত বর্ণনাদ্বারা যে
লভ্য হইবেন, এরূপ ভরসা করি না। তাঁহাদের
মতে বাহ্য দেখা যায় না এবং পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ
করিতে পারা যায় না, এরূপ আত্মমানিক তর্কের
দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব কখনই নিরূপিত হইতে পারে
না। তাঁহার বলেন যে, চাক্ষুষপ্রমাণ ও
পরীক্ষা ব্যতীত কেবল দার্শনিক মীমাংসা সময়
হরণমাত্র, উহাদ্বারা কোন ফল নাই। মানবের
যতই আবশ্যকতার বৃদ্ধি হইবে ততই বিষয়ের
গূঢ় অর্থ আবিষ্কৃত ও প্রমাণ এবং পরীক্ষাদ্বারা
তাঁহার স্মৃত্তত্ত্ব নির্ণীত হইবে। ঐ স্মৃত্তত্ত্ব
নির্ণীত ও প্রামাণিক ভিত্তির উপর যতদূর
স্থাপিত হইবে ততদূর স্বীকার্য, তত্ত্বিন্ন স্বীকার্য
নহে। মনুষ্যের আবশ্যকানুযায়ী নূতন নূতন
তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও তাহা পরীক্ষিত হইবে ও তাহা
হইতে ইউক্লিডের জ্যামিতির স্তার নূতন নূতন
তত্ত্ব পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত হইবে, উহা লইয়া
একধে বাগান্ধব বৃথা, [এই মতকে ইংরাজিতে
Deductive principle কহে] এই মতের
অগ্রণি মিঃ কন্সট বলেন যে, এক সময় ভারতীয়
ব্রাহ্মণগণ অনুমান ও তর্কদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ের
চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে না পারিয়া
নিত্যক হইয়াছেন। একধে ইউরোপ

প্রামাণিকভিত্তির উপর স্মৃত্তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রয়া
হইয়াছেন। ইউরোপের আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত
বিষয় সকল অজ্ঞাত জাতিরা ক্রমে অবগত হইয়
ইউরোপের পন্থানুসরণপূর্বক ক্রমে শিক্ষিত
কার্যদক্ষ হইবে, একধে বৃথা তর্ক নিশ্চয়োত্তর
তিনি আরো বলেন মানবের উন্নতি দুইপ্রকার
হইতে পারে, যথা ক্রিয়াদ্বারা এবং জ্ঞানদ্বারা
উহাকে তিনি যথাক্রমে Temporal ও Spiritual
উন্নতি বলেন। তাঁহার Spiritual উন্নতি
অর্থে বুদ্ধি ও বিবেকমূলক উন্নতি ও Temporal
উন্নতির অর্থ বৈষয়িক কার্যমূলক উন্নতি। তিনি
বৈষয়িক কার্যমূলক উন্নতিকেকেই প্রকৃত উন্নতি
বলেন; পরীক্ষা ও কার্য ভিন্ন কেবল বুদ্ধি
বিবেকদ্বারা বিষয়ের যথার্থতা নির্ণয় বা যথার্থ
বিবেকমূলক উপদেশদ্বারা সমাজে শান্তিসংস্থাপন
কখনই হইতে পারে না। বৈষয়িক কার্য
তাঁহার পরীক্ষিত ফল হইতে বস্তুর যথার্থ
নির্ণয় ও সমাজ সংরক্ষণ ও শান্তি স্থাপন সম্ভব
ইউরোপ তাহারই শিক্ষক, ইহাই তাঁহার মত।

উপরোক্ত মত কেবল ইউরোপের এ
চেটিয়া সম্পত্তি নহে এবং কমটা উহার প্র
প্রবর্তক নহেন। ইউরোপ যখন মাহুয়া
ছিলেন, লগতে ইউরোপের আদৌ অস্তিত্ব
ছিল না, তখন তাঁহাদের উল্লিখিত Deductive
ও Induction এই উভয় মত ও Temporal
and Spiritual improvement প্রাণী

ভারতে প্রচলিত ছিল। ঐ Inductive principle আমাদের সাংখ্য, বেদান্ত, জ্ঞান বৈশেষিক দর্শনে ও Deductive principle আমাদের যোগদর্শন, গণিত ও চিকিৎসা প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাজ্জল্যমান আছে, আর কন্মটির Temporal ও Spiritual বা Intellectual উন্নতি সম্বন্ধীয় শিক্ষারও অভাব ছিল না, ভগবদগীতার প্রতি চক্ষে উহা প্রাজ্জল্যমান রহিয়াছে। গীতার সাংখ্য ও কর্মযোগ বিনি উভয়রূপ ব্রহ্মসাধন তিনি স্পষ্ট বর্ণিত পানবেন যে, কন্মটির Temporal and Intellectual improvement গীতার সাংখ্য ও কর্মযোগের নামান্তরমাত্র, তবে কন্মটির বিষয়োন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির নীমা সন্ধীর্ণ গীতার কর্ম ও সাংখ্যযোগের নীমা বিস্তৃত, আমার একটা উচ্চশ্রেণীস্থ শিক্ষিত বন্ধু তর্ক করেন যে, গীতার কর্মযোগ ঠিক পুরুষকার নহে, কারণ ক্রীড়ার উপদেশে স্পষ্ট প্রকাশ যে অর্জুনের কিছুই স্বাধীনতা নাই, যাহা অবশ্যস্বাভাবী, তাহা অবশ্যই ঘটবে; অর্জুন যন্ত্রস্থ ক্রীড়নক ও তাঁহার কার্য সেই যন্ত্রস্থ ক্রীড়নকের ক্রীড়ামাত্র। তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। যাহা অবশ্যস্বাভাবী তাহা অবশ্যই ঘটবে হিন্দুশাস্ত্রে ঐ অবশ্যস্বাভাবী দুইপ্রকারে সংঘটিত হয়, পূর্বজন্মের কর্মফল ও ইহজন্মের কর্মফল। পূর্বজন্ম ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইহজন্মের কর্মফল পর্যালোচনা করিলেও ঐ অবশ্যস্বাভাবীর বিশদ অর্থ প্রতিপন্ন হইবে। জগৎ ঐশ্বরিক আইন বা প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, কর্মসম্বন্ধী কল অবশ্যস্বাভাবী। অতিরিক্ত গুরুপাক আহার করিলে পেটের পীড়া অবশ্যস্বাভাবী, শারীরিক নিয়মপালনে বা লব্ধনে শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা মরুপ অবশ্যস্বাভাবী, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বা মানসিক নিয়মপালন বা নিয়মলব্ধনে অন্তঃকরণের উন্নতি অবনতি দণ্ডপুরুষকার ও অবশ্য-

স্বাভাবী। খুব করিলে কঁাস, বকমা করিলে রাজদণ্ড যেরূপ অবশ্যস্বাভাবী কল সেইরূপ মানবীর বা মানব সমাজীর নিয়মলব্ধনে প্রাকৃতিক দণ্ড পুরুষকার ও অবশ্যস্বাভাবীকল। অর্জুনের বিপক্ষগণের কর্মফলাভ্যাসী পতন অবশ্যস্বাভাবী, তাহাদের দণ্ডসম্বন্ধে অর্জুন বহুহুজীড়নক-মাত্র। অর্জুনের স্বয়ং কর্তৃত্ব না ভাবিয়া প্রাকৃতিক আইন পালন বা কর্তব্য কর্ম কন্মর উপদেশ দ্বারা অর্জুনের পুরুষকারের কোন হানি নাই। যেমন আমি বিচারক, রাজকৃত আইনানুসারে কার্য করিব, আমার নিজের কোন প্রভু বা কর্তৃত্ব নাই, যে ব্যক্তি অপরাধী সে তাঁহার কর্মসম্বন্ধী দণ্ডাই, এই বিবেচনার যে বিচারক ঠিক আইনানুসারে দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার আইনমূলক সন্ধিচারহেতু অবশ্যই তাঁহার উন্নতি আছে ও আইন উল্লঙ্ঘনহেতু অবনতি বা পদচ্যুতি অবশ্যস্বাভাবী। অতএব বিচারকের আইন ও শাসনমূলক সন্ধিচার কি তাঁহার পুরুষকার নহে? সেইরূপ অর্জুন নিজের কর্তৃত্ব না ভাবিয়া ঐশিক বা প্রাকৃতিক আইনানুসারে কার্য করিলে অবশ্যই তাঁহার পুরুষকারহেতু উন্নতি আছে, এই আত্মাহ্বার ত্যাগপূর্বক ঐশিক নিয়মপালন বা কর্তব্য কার্য সম্পাদন যে পুরুষকার তাঁহার আর সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের গীতার কর্মযোগের নিম্নাং সাক্ষ্যকর্মই কন্মটির Temporal improvement. গীতার নিম্নাং কর্মযোগসিদ্ধি ব্যতীত সাংখ্য বা জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা নাই। গীতার উল্লিখিত কর্মযোগদ্বারা ক্রমোন্নতি ও কর্মদ্বারা ক্রমিক তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি এবং কন্মটির উল্লিখিত কর্তব্য-কার্যপালনদ্বারা ও সাধারণের হিতার্থে জগতের উন্নতিসাধনদ্বারা ক্রমিক হৃদয়তত্ত্ব আবিষ্কার একই কথা। আবার গীতার মতে সাধারণ মানবের পক্ষে নিম্নোপোপাসনা অপেক্ষা সন্তোষ-

পাসনা কর্তব্য ও সহজ সাধ্য। সমগোপাসনাই প্রকৃত গুণের উপাসনা, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা ব্রহ্মতত্ত্বের কথা প্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, বাহা হউক উপরোক্ত বিষয়গুলি ক্রমে বিশদ হইবে।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা ক্রিয়ামূলক ও জ্ঞান-মূলক উভয়প্রকার উন্নতি হিন্দুদিগের অপরি-
চিত বা অননুমোদিত ছিল না। তবে যে,
যেদ্রুপ অধিকারী তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা
ছিল। এই ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড মহাদেশ, ইহাতে
সূর্য, নারদ, কপিল, গৌতম, ব্যাস প্রভৃতি
হইতে অসভ্য গারো, কুকির পর্যন্ত বাস
সুতরাং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ভক্তি ও বিশ্বাসের
জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকা ও তত্ত্বশাস্ত্র অধিক
আবরণে আবৃত হওয়া অসম্ভব নহে। ইতি-
পূর্বেই বলিয়াছি যে, বেদান্তাম্বারী ব্রহ্মতত্ত্ব
নির্ণয়ে পদার্থবাদিগণ সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহা-
দিগের এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গের সন্তোষবর্দ্ধন
এবং উক্ত গুরুতত্ত্বের বিশদার্থে নিম্নোক্তমতে
ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম। বোধ-
হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জ্ঞানশক্তি,
ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিশক্তিই মূল এবং
সর্বপ্রধান। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ত্রিকাল-
ব্যাপী সমষ্টি জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া-
শক্তির পূর্ণাবয়বই দেখর। নর যন্ত অন্ন ইতি,
নারায়ণ বলিয়া লক্ষ্য করিলে অনেক কথা বিশদ
হইয়া পড়িবে। নর সমষ্টি হইয়াছে আধার যার *

* মহুর দ্ব্যুতিতে নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি অশুদ্ধ
বর্ণা—আপোনার ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরহনবঃ
তা যদ্রুপায়নং পূর্বে তেন নারায়ণ দ্ব্যুতঃ টীকাকার
নারা বলকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ব্রহ্মাই জগতের মন,
মানবে এই বিরাট মনের অংশ আছে, অতএব সমষ্টি মন
হইয়াছে দেহ বা আধার যাহার তিনিই নারায়ণ বলিলে
উপরোক্ত ব্যুৎপত্তির সহিত অঙ্গুলম হয় না। একতপক্ষে

অর্থাৎ মনুষ্যে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকা
আছে, অতএব সমষ্টি ত্রিশক্তির পূর্ণাবয়বই নার
য়ণ বা সমগু দেখর। ইতিপূর্বে সময় সা
আমরা বড়শক্তির উল্লেখ করিয়াছি। ঐ শ
শক্তি তত্ত্ববিদগণের স্বল্প বিভাগ। প্রচলি
বিভাগ অল্পসারে ঐ বড়শক্তি উপরো
ত্রিশক্তির অন্তর্গত, পরাশক্তি সর্গশক্তির ম
কুণ্ডলিনীশক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সংমিশ্র
বিকাশ হয়। মাতৃকশক্তি ক্রিয়াশক্তির একা
অঙ্গমাত্র। বাহা হউক প্রচলিত বিভাগই সাধ
রণের বোধগম্য। সাক্ষাৎ মুখ্যকার্যকারীশক্তি
স্বভাব বা প্রকৃতি এবং ঐ ভাবগ্রাহক জ্ঞা
গৌণ ক্রিয়োদ্দীপকই পুরুষ বা ক্ষেত্রজ এ
প্রকৃতি পুরুষ উপরোক্ত ত্রিশক্তির মধ্যেই বিদ্য
মান অছেন।

ঐ ত্রিশক্তির সমষ্টি জ্ঞানশক্তি বা অনর
প্রজ্ঞাই আমাদের বেদান্তের সর্বজন্য দেখর, ইচ্ছা
শক্তিসম্বিত মহামানসশক্তিই হিরণ্যগর্ভ ও
ক্রিয়াশক্তিই বিরাট বা বৈশ্বানর। এখন দেখ
জ্ঞানশক্তিই আদি এবং সমস্ত শক্তি উদ্যমে
কেন্দ্রস্বরূপ Centre of all force and energy
জ্ঞান হইতে ইচ্ছাশক্তির উৎপত্তি, ইচ্ছাশক্তি
অন্তর্জাত ও ক্রিয়াশক্তির প্রবর্তক, ঐ ইচ্ছা
স্বয়ং শক্তিরূপিণী, ক্রিয়াশক্তির কার্য সমস্ত
বাহ্য ব্যাপার। এক্ষণে শক্তি যে আদি এবং
শক্তির বিকাশই বাহ্যজগৎ, তাহা আমরা জ
শক্তিতত্ত্বে ও মনস্তত্ত্বে বিশদরূপে সপ্রমাণ করি
অতএব সমগ্র ব্রাহ্মাণ্ডিক সমষ্টি ত্রিশক্তির পূর্ণ
বয়বই আমাদের সমগু দেখর প্রমাণিত হইল

কারণধারীই ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ উহাই জগতের সম
মন। ঐ ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু, মনু হইতে মানব
সৃষ্টি, অতএব সমষ্টি মনই পূর্ণ জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি
আধার সাযাত হইতেছে।

জগতের সমস্ত কার্য্য ঐ ত্রিশক্তিসম্বৃত ; সৃষ্টির সমস্ত ব্যাপার জ্ঞান প্রজ্ঞা ইচ্ছা এবং ক্রিয়া-মূলক ; চতুর্দিকে প্রজ্ঞা বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি-সম্বৃত কার্য্য আচ্ছাদ্যমান রহিয়াছে। ইহা দৃষ্টি করিয়াও যে পদার্থবাদীগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ইহাই আশ্চর্য্য। যদিও বেদান্তোক্ত পরব্রহ্ম বা কূটস্থ নিষ্ঠুর অনাদিত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় বা ধারণা এক প্রকার সাধ্যাতীত ; কারণ উপরোক্ত পূর্ণ ত্রিশক্তি সম্যকরূপে আয়ত্তাধীন ব্যতীত ঐ ত্রিশক্তির অতীত পরব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণ সম্ভব, তথাচ জ্ঞানশক্তিদ্বারা ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তি সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ও নির্মল জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইলে সেই স্বরূপ মৌলিক অদ্বিতীয়ত্ব স্বত্বাধীন উপলব্ধি হইতে পারে। সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম জ্ঞানাজ্ঞান বা সদস্যতের অতীত, উহাই ঈশ্বরের অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তির যথার্থ ধাম বলা ;—

অব্যক্তোৎসব ইত্যুক্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধামপরমং মম ॥

গীতা ৮ম ২১ শ্লোক ।

বন্ধার্থ। সেই অব্যক্ত অক্ষর বেদে যাহা পরম গতি বলিয়া বর্ণিত আছে যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না তাহাই আমার পরম ধাম। এস্থলে আমি অর্থে ঈশ্বর। ঈশ্বরের পরম ধামের প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞান ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মহাকেন্দ্র। যে অনাদিত্ব হইতে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া অনন্ত ভগৎ সৃষ্ট হইয়াছে সেই অনাদি অনন্ত মূলতত্ত্বই পরব্রহ্ম।

ন তত্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।

যদ্যদা ন নিবর্তন্তে তদ্ধামপরমং মম ॥

১৫অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ ।

যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার সংসারে

আবর্তন করেন না যে পক্ষকে সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারেন না সেই পক্ষ আমার পরম ধাম।

পদার্থবাদীগণ বলিতে পারেন যে, কক্ষ একজন মানব না হয় একজন আদর্শ মানবই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন যে, তাঁহার ধাম পরব্রহ্ম। ইহাদ্বারা পরব্রহ্মের অর্থ কিছুই পরিষ্কৃত হইল না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি মানবে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ আছে। ঐ আদর্শ মানবে ঐ ত্রিশক্তির যে অধিক বিকাশ ও সামঞ্জস্য আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কথিতমত আদর্শ মানব হয়েন তবে তাঁহার ত্রিশক্তির অধিক বিকাশ ও সামঞ্জস্য ছিল, অতএব তাঁহার ঐ ত্রিশক্তির ধাম বা কেন্দ্রই (Centre) পরব্রহ্ম বলাতেও বিশেষ দোষ হয় না, তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে উহা তাঁহার নিম্নমুখে বলা অসঙ্গত বটে, প্রকৃতপক্ষে ঐ ভগবৎস্বীকার উক্তি শুধি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি তাহা মনে না করিয়া প্রকৃত জ্ঞান বা প্রজ্ঞার উপদেশ মনে করিলে হানি নাই, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উক্তি হইলেও অসঙ্গত হয় না যেহেতু তিনি জ্ঞানের অবতার ও প্রকৃততত্ত্ববিদ্যারক যাহা হউক উহা রূপক বলিলেও হিন্দুধর্মের প্রতি আঘাত হয় না যেহেতু উহা রূপক অর্থাৎ গীতার উল্লিখিত উপদেষ্টা পূর্ণ ত্রিশক্তি সমন্বিত নির্মল জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ও শিষ্য জ্ঞানাজ্ঞান মিশ্রিত ব্যাধি মন এইজন্তই অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণ বলে। ইহাদ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি ইহা যেন কেহ মনে না করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞানের অবতার বা যুক্তি-বাদীদিগের আদর্শ মানব এবং অর্জুন তাঁহার উপ-যুক্ত শিষ্য এইজন্তই কবি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অবলম্বন করিয়াও একটি যুদ্ধের দ্বায় কঠোর

বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের উপ-
দেশ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থোন্নিথিত
উপদেষ্টা স্বয়ং যেন ত্রিশক্তিসম্বিত নির্মল জ্ঞান-
রূপ সগুণ ঈশ্বর এবং শ্রোতা মানবরূপ অর্জুন।
এক্ষণে ত্রিশক্তিসম্বিত নির্মল পূর্ণ জ্ঞানসমষ্টির
পরিজ্ঞা ধাম বা কেন্দ্রই পরব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইতেছে।
উপরোক্ত কবিতা বয়েকটীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা
বোধহয় অঙ্গ প্রয়োজন হইবে না, তবে কেবল
একটি কথা বলা আবশ্যক যে, শক্তির কেন্দ্র
মানব নহে; মানবের কেন্দ্রই শক্তি। আবার
উপরোক্ত ত্রিশক্তির কেন্দ্রই পরব্রহ্ম। ষষ্ঠানদিগের
God, holyghost, son of god এই ত্রিতত্ত্বের
সহিত উপরোক্ত বিষয়ের সাদৃশ্য আছে, উপ-
রোক্ত বিষয়টি অতীব কঠিন। যাহা হউক
ক্রমে সগুণ ঈশ্বর এবং নিগুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ
সাধ্যমত বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা
করিব। অবশেষে একটি কথা বলা আবশ্যক
যে ভগবদগীতার সাংখ্যযোগের দোহাই দিয়া
কেহ কেহ আশ্রম ও লৌকিক কর্ম পরিত্যাগ-
পূর্বক সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন উহা ভগব-
দগীতার দোষ নহে, ভগবদগীতার সাংখ্যযোগ
অতি উচ্চ, উহা সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব
নহে; উহার প্রকৃত তাৎপর্যও ক্রমে বিশদ ও
স্পষ্টীকৃত হইবে। ঐ সাংখ্যযোগ অতীব কঠিন
আমাদের জায় বিষয়লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব;
উহা কর্ম যোগসিদ্ধি ব্যতীত কোন ক্রমে সম্ভব
নহে, জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসের নামই সাংখ্যযোগ ঐ
সাংখ্যযোগীকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে, স্থিতপ্রজ্ঞের
লক্ষণ এই যথা;—

প্রজ্ঞাহাতি যদা কামান্ সর্কান্ পার্থমেনো-
গতান্। আত্মন্তেবান্না তুষ্ঠে: স্থিতপ্রজ্ঞস্তদো-
চ্যতে ॥

গীতা ২অ, ৫৫ শ্লোক।

দুঃশেষহৃদ্বিমমনাঃ সুশেষু বিগতশুঃ।

বীতরাগতয়কোথঃ স্থিতবীমূর্নিকচ্যতে ॥

গীতা ২অ, ৫৬ শ্লোক।

যঃ সর্বত্রানুজিত্বৈহন্তত্বং প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন ঘেটি তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

গীতা ২অ, ৫৭ শ্লোক।

যদা সংহরতে চারং কুর্যোহিমানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তত্ত্ব প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

গীতা ২অ, ৫৮ শ্লোক।

বিষয়াবিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ।
রসবর্জ্যং রসোহপ্যস্ত পরং জ্ঞেয়ং নিবর্ততে ॥

গীতা ২অ, ৫৯ শ্লোক।

যতোহাপি কোন্তের পুরুষস্ত বিপশিতঃ।
ইন্দ্রিয়ানি প্রমথীন হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥

গীতা ২অ, ৬০ শ্লোক।

তানি সর্কানি সংযমায়ুক্ত আসীতমৎপরঃ।
বশে হি যন্তেইন্দ্রিয়ানি তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

গীতা ২অ, ৬১ শ্লোক।

তস্মাদ্ যস্ত মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তত্ত্ব প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

৬৮ শ্লোক।

যা নিশা সর্বভূতানাম্ তস্তাং জাগর্তিসংঘী।
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনোঃ ॥

৬৯ শ্লোক।

আপূর্যমাণমচলপ্রাতিষ্ঠং সমুদ্রমাগঃ প্র-
শস্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্গে
স শান্তিমাগ্নোতি ন কামকামী ॥

৭০ শ্লোক।

বিহায় কামান্ যঃ সর্কান্ পূমাংস্করতি নিশ্চঃ।
নিশ্চমোনিরহকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

৭১ শ্লোক।

যদ্বাশ্রয়তিরেব শ্রাদ্ধাত্মতৃপ্ত মানবঃ।
আত্মন্তেব চ সংতুষ্টস্তত্ত্ব কার্যং ন বিদ্যতে ॥

৩অ, ১৭ শ্লোক।

বিশেষতঃ যোগীকৃত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ

কখনই সাংখ্যযোগের অধিকারী হইতে পারেন না। যথা;—

অন্ধকক্ষোর্ষ নৈর্যোগং কর্মকারণমুচ্যতে ।

যোগাক্রুতস্ত তন্ত্ৰৈব শবঃ কারণ মুচ্যতে ॥

৩য়, ৩ শ্লোক ।

যদা হি নৈজ্জিয়ার্থেষু ন কর্ম স্বল্পযজ্ঞতে ।

সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগাক্রুতদোচ্যতে ॥

৩য়, ৪ শ্লোক ।

যাঁহাদের কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও পূর্বোক্ত ত্রিশক্তি আরম্ভাধীন হইয়াছে তাঁহারা ই গুণাতীত বা স্থিতপ্রজ্ঞ; ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণই নির্মল জ্ঞান বা সাংখ্য-যোগের অধিকারী। ঐ যোগাক্রুত স্থিতপ্রজ্ঞগণই প্রকৃত জ্ঞানী, অতএব যাঁহার প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, ইচ্ছা এবং ক্রিয়াশক্তি তাঁহারই সম্পূর্ণ অধীন ঐ ইচ্ছাকে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা কহে। প্রকৃতপক্ষে যোগাক্রুতস্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তিই মুক্তির অধিকারী, মুক্তি অর্থে ঈশ্বরে সংযোজিত হওয়া। সমষ্টিজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির পূর্ণ অবয়বই যে সগুণ ঈশ্বর এবং উহার লেকেন্দ্রই যে পরব্রহ্ম বা মূলতত্ত্ব তাহা ইতি-পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব যে মানবে পূর্বোক্তমত পূর্ণজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়াছে সেই মানবই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে সংযোজিত বা মুক্ত হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। এতাবতায় ত্রিশক্তির পূর্ণবিকাসই যে ঈশ্বর ইহা সার্বাস্ত হইল, ইহা দ্বারা পদার্থবাদিগণও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোধহয়, আর অস্বীকার করিতে পারেন না। অজাগতিকশক্তি যে অন্ধ-শক্তি নহে তাহা জগতের কার্য্যদৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। জগতের যে স্থানে বাহ্য আব-ষ্টক তথায় ঠিক সেইরূপ কার্য্য হইতেছে ইহা কখনই অন্ধ স্বভাবশক্তির কার্য্য হইতে পারে না; উহার মধ্যে যে জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক শক্তি

অন্তর্নিহিত আছে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মনে কর একটি গো-বৎস জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে পারে এবং তৃণশস্তাদি নিম্ন চেষ্টায় ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু একটি মানব শিশু অন্ততঃ ৩৪ বর্ষ বয়সের মধ্যেও তদ্রূপ পারে না। ইহার কারণ এই যে, মানব বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব, সুতরাং সন্তান প্রতিলালনকর্ম, গবাদি পশুগণ তদ্রূপ নহে; সুতরাং তাহাদের বৎসগণের জন্মিবামাত্রই কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণোপ-যোগীশক্তি আবশ্যক। লাল্পাণ্ড বা কিন্‌লাণ্ড অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ তথায় সমস্ত পশু অত্যন্ত গাঢ় ও দীর্ঘ লোমাবৃত, কিন্তু মানব তদ্রূপ লোমাবৃত নহে উহা জলবায়ুর গুণ বা অন্ধ স্বভাবশক্তির কার্য্য বলা যাইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, মানব শিল্পবিজ্ঞানের সাহায্যে শীতনিবারণের বস্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে, কিন্তু পশুগণের তদ্রূপ ক্ষমতা নাই। অতএব অগতে যেখানে বাহ্য আবশ্যক অন্তর্নিহিত জাগতিক শক্তিদ্বারা তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক ক্রিয়াশক্তি অন্তর্নিহিত আছে; ঐ ত্রিশক্তির পূর্ণ অবয়বকে ঈশ্বর বলিলে পদার্থবাদিগণের বোধ-হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। পঞ্চ-দশীর একস্থানে বর্ণিত আছে যথা;—

“অসত্ত্বক্ষেতি চৈব বেদঃ স্বয়মেব ভবেদসন্।”

যদি বল যে ঈশ্বর নাই, তাহাই হইলে তোমারও অস্তিত্ব থাকে না, যেহেতু ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অস্বীকার করিতে হয় তাহাই হইলে নিজের অস্তিত্বও অস-ম্ভব হইয়া উঠে, এতাবতায় সার্বাস্ত হইল যে ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই ত্রিশক্তির পূর্ণ অবয়ব।

ত্রিশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভাষাপরিচ্ছেদ ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

সামান্যঃ দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ ।

দ্রব্যাদি ত্রিকবৃত্তিস্ত সত্তা পরতয়োচ্যতে ॥

পরভিন্না তু যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে ।

দ্রব্যাদিকজাতিস্ত পরাপরতয়েষ্যতে ।

ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্তাদ্ব্যাপ্যস্বাদপরাপি চ ॥

বিষয়পদব্যাখ্যা—১। সামান্যং—জাতি ।

২। পরঞ্চাপরং—পর এবং অপর । এই দুইটা জাতির ভেদ । পর শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট । পর অপর অপেক্ষা বহু পদার্থে থাকে এই জন্ত উহার উৎকর্ষ । অপর শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট । পর অপেক্ষা অল্প পদার্থে থাকাই অপরের নিকর্ষের কারণ ।

৩। দ্রব্যাদিকত্রিভুতিঃ—দ্রব্য আদি ত্রিকে অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই পদার্থত্রয়ে বৃত্তি (অবস্থিতি) যাহার ।

৪। সত্তা—সং-বর্তমান । তাহার ধর্ম ।

৫। পরতয়া—উচ্যতে—পরা নামে কথিত ।

৬। জাতিঃ—কতকগুলিকে একদল ভুক্ত করিবার জন্ত নৈয়ায়িকগণের অমুমোদিত ধর্ম-বিশেষ । যেমন গোত্র, মনুষ্য ইত্যাদি ।

৭। অপপরতয়া উচ্যতে—অপর নামে কথিত ।

৮। দ্রব্যাদিকজাতিঃ—আদিপদে গুণত্ব ও কর্মত্বাদির পরিগ্রহ ।

৯। পর-অপরতয়া-ইবাচ্যতে—পর এবং অপর নামে অভিহিত ।

১০। ব্যাপকত্বাৎ—যে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে ব্যাপক বলে তাহার ধর্ম ।

১১। ব্যাপ্যত্বাৎ—যাহাকে ব্যাপিয়া থাকে সেই ব্যাপ্য তাহার ধর্ম ব্যাপ্যত্ব ।

অনুবাদ । জাতিপদার্থ দুই প্রকার বলিয়া-ছেন—পর এবং অপর । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম

সমবেত সত্তাজাতি পরানামে কথিত । যে জাতি পরা-নয়, তাহার নাম অপর। বলিয়াছেন । দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব প্রভৃতি জাতি পরা এবং অপর। এই উভয় নামে অভিহিত । দ্রব্য প্রভৃতি জাতি ক্ষিতি, অপ্তেজ আদি নয় দ্রব্য ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া পরাও হয় এবং সত্তা-জাতি অপেক্ষা অল্প পদার্থ ব্যাপিয়া থাকে (অর্থাৎ সত্তার ব্যাপ্য) বলিয়া অপরও হয় ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা—কতকগুলি পদার্থকে একদল ভুক্ত করিয়া সমানতাপ্রদর্শন করিবার জন্ত সামান্য পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে । সামান্য শব্দে অপর নাম জাতি । সেই সামান্য পর এবং অপর এই দুইপ্রকার । সত্তারূপ সামান্য পর, কেননা সত্তারূপ সামান্য সমানভাবে সমবাস-সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই বহুপদার্থ ব্যাপিয়া থাকে । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটা সংপদার্থে সত্তা স্বতঃ সিদ্ধ সাধারণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যে ।

জাতির লক্ষণ যথা—নিত্যাত্মনৈকসমবেতা জাতিঃ । অর্থাৎ যাহা নিত্য হইয়া অনেকে সম-বাসসম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহার নাম জাতি । ব্যক্তির নাশে জাতির নাশ হয় না । জাতি অনেক ব্যক্তিতে সমবাসসম্বন্ধে থাকে । জাতি নিত্য অনিত্য ধর্মজাতির পরিচায়ক হয় না । যদি নিত্য হইয়াও অনেকে সমবাসসম্বন্ধে না থাকে, তাহাহইলেও তাদৃশ ধর্ম ও জাতি হয় না । এইরূপ অনেকে সমবেত হইলেও নিত্য না হইলে জাতি হয় না ।

অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তির্কিংশেষঃ পরিকীর্তিতঃ ।

বিষয়পদব্যাখ্যা—১। অন্ত্যঃ—অন্তে অব-
সানে বর্ত্তত ইতি অন্ত্যঃ । যদপেক্ষয়া বিশেষো
নাস্তীত্যর্থঃ । যাহার অপেক্ষা বিশেষ নাই ।

পদার্থ যে পদার্থ চরমব্যাবর্তকরূপে স্বীকৃত হই-
য়াছে তাহার নাম বিশেষ ।

২। নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ—নিত্যদ্রব্য পরমাণু
সাক্ষাৎ প্রভৃতি, তাহাতে বৃত্তি (স্থিতি) যাহার ।

৩। বিশেষঃ—বিশেষ নামক ধর্ম্ম ।

অনুবাদ। পরমাণুদিগত চরমব্যাবর্তক
ধর্ম্মের নাম বিশেষ বলিয়াছেন ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা—সর্বত্র অবয়বাদিহাবা ভেদ
প্রতীতি হয়। একের অবয়ব বস্তুত্বের ভেদক
যে। যেমন ঘাটের অবয়ব গাটের ভেদক।
গাটকপাঠ্যস্ত ঘাটাদির ভেদক অবয়ব। সেই
রূপে এক বস্তু অজ্ঞ বস্তু হইতে ভিন্ন প্রতীত
হয়। পরমাণুর অবয়ব নাই, অবয়বী বস্তুমান
বিভাজ্য এবং অনিত্য, কিন্তু পরমাণু বিভাজ্য
ও নিত্য। অতএব জলের পরমাণু মৃত্তিকার
পরমাণু হইতে ভিন্ন। কিন্তু ইহার ভেদক কে?
ভেদকের পরমাণুগত বিশেষই পদার্থের ভেদক।
পরমাণুগতভেদক অবয়বাদি কিছু বিশেষ না
হাকায় নিরূপদ বিশেষ নামে পদার্থ স্বীকৃত
হইয়াছে। সেই বিশেষ কি? তাহাব ব্যাখ্যার
স্বয়ং বিশেষান্তর নাই। বিশেষ স্বতঃস্ফূর্ত্ত।
অতএব পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতিতে বিশেষ
নামে একটি পদার্থ আছে।

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যোশ্চ গুণকর্ম্মণোঃ ।

তেষু জাতেষু সধ্বজঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

১। বিষমপদব্যাখ্যা। ঘটাদীনাং—ঘট-
প্রভৃতি অবয়বী বস্তু ।

২। কপালাদৌ—কপালপ্রভৃতি অবয়ব
ঘটের সম্পূর্ণ গঠনের পূর্ব্বাবস্থায় স্থিত দ্বিধা-
বিভক্ত খণ্ডের নাম কপাল ।

৩। দ্রব্যোশ্চ পূর্ব্বোক্ত ক্রিতি প্রভৃতির নয়টা
দ্রব্য ।

৪। গুণকর্ম্মণোঃ—পূর্ব্বোক্ত গুণ ও কর্ম্মের ।

৫। তেষু—ঘটাদিতে ।

৬। জাতেঃ—জাতির ।

৭। চ—সমুচ্চয়বোধক চকারেব দ্বারা নিত্য-
দ্রব্যো বিশেষের যে সম্বন্ধ—এই টুকু পাওয়া
যাইবে ।

অনুবাদ। কপালাদি অবয়বে ঘটাদি অব-
য়বী বস্তু যে সম্বন্ধ—দ্রব্যো গুণ ও কর্ম্মের যে
সম্বন্ধ এবং ঘটাদিতে জাতির যে সম্বন্ধ তাহাকে
সমবায় বলে ।

ইহার বিস্তৃতি হিন্দু-পত্রিকায় ত্রায়পরিভাষা
প্রস্তাবে করা হইয়াছে। অতএব পুনরোক্ত
করিলাম না ।

অভাবস্ত দ্বিধা সংসর্গাভ্যোক্তাভাবভেদতঃ ।

প্রাগভাব স্তথা ধ্বংসোপাত্যস্তাভাব ইব চ ।

এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইযাতে ॥

অনুবাদ। অভাব দুই প্রকার—সংসর্গাভাব
ও অপ্রোক্তাভাব। আবার সেই সংসর্গাভাব তিন
প্রকার প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যাভাব ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। ভাবের বিপরীত অভাব ।
সেই অভাব প্রথমে দুই প্রকার সংসর্গাভাব ও
অপ্রোক্তাভাব। সংসর্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ।
তুল্যকণা আধেয়ের সতি আধারের যে সম্বন্ধ,
তাহার অভাবের নাম সংসর্গাভাব। সেই
অভাব তিন প্রকার হইতে পারে। এইজন্য
সংসর্গাভাব তিন প্রকার বলিয়াছেন। যথা
প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যাভাব ।

প্রাগভাবের পদলভ্য অর্থ—প্রাক (পূর্ব্বের)
যে অভাব। অর্থাৎ প্রতিযোগী সত্তার পূর্ব্ব
যে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব।
“যন্তাভাবঃ স এব প্রতিযোগী—যাহাব অভাব সেই
অভাবের প্রতিযোগী হয়। যেমন ঘটভাবের
প্রতিযোগী ঘট হয়।

প্রাগভাবের লক্ষণ যথা—অজ্ঞাত্রে সতি-
বিনাশিত্বং অথবা অজ্ঞাত্রে সতি প্রতিযোগিনাস্ত
ভাবত্বং—প্রাগভাবত্বম্ ।

অর্থাৎ যে অভাবের জন্ম নাই অথচ বিনাশ আছে, তাহার নাম প্রাগভাব । ইহা অপেক্ষা শাদা কথায় বলা যায় যে বস্তু পরে হইবে, হওয়ার পূর্বে তাহার যে অভাব, সেই অভাব প্রাগভাব । ঘট হওয়ার পূর্বে ঘটের প্রাগভাব থাকে এখন ককি অবতারেব প্রাগভাব আছে । ককির অভাব অজ্ঞত ; কেননা উহা কেহ জন্মায় নাই । আবহমান চলিয়া আসিতেছে অথচ ককি হইলে সে অভাবের নাশ হইবে । যাহার পুত্র হইবে, তাহার পুত্রের প্রাগভাব আছে । যদি পুত্র না হয়, তবে সে অভাবে প্রাগভাব বলে না, পুত্র হইলে প্রাগভাব নষ্ট হয়, কেননা প্রাতিযোগী প্রাগভাবের নাশক । তবে তখন পুত্রান্তরের প্রাগভাব থাকিতে পারে ।

ঘটোদ্ধৃতঃ এই প্রতীতিস্থলে যে অভাবের বোধ হয় তাহার নাম ধ্বংসভাব । ধ্বংসরূপ অভাব ধ্বংসভাব । উহার লক্ষণ যথা—জ্ঞত্বে সতি অবিনাশিত্বং ধ্বংসভাবঃ অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে, বিনাশ নাই, তাহার নাম ধ্বংসভাব । ঘট ভাঙিলে ঘটের যে অভাব হয়, তাহাই ধ্বংসভাব । তাদৃশ অভাবজ্ঞত্বঃ কেননা সে অভাব লণ্ডুদিদ্বারা সাধিত হয় । অথচ সে অভাবেব আর অভাব হয় না, কাজেই অবিনাশী অতএব জ্ঞত্ব এবং অবিনাশী বিধায় তাদৃশ অভাব ধ্বংস নামে স্বীকৃত হইয়াছে ।

অজ্ঞত্বে সতি অবিনাশিত্বং অত্যন্তভাবঃ অর্থাৎ যে অভাবের জন্ম নাই, বিনাশ নাই, তাদৃশ অভাবের নাম অত্যন্তভাব । ফলকথা ত্রৈকালিক সংসর্গভাবে অত্যন্তভাব বলা যায় । অর্থাৎ যে অভাব পূর্বে ছিল, বর্তমান-কালে আছে এবং ভবিষ্যৎকালে থাকিবে, বস্তুর সহিত কোনকালে যাহার সংসর্গ থাকে না এতাদৃশ অভাব অত্যন্তভাব । যাহার পুত্র হয় নাই, হইবেও না, তাদৃশস্থলে তত্ত

পুত্রনাশ্তি—এই অভাবটিকে অত্যন্তভাব বলিতে হয় ।

অন্তোন্তোভাবের লক্ষণ বঙ্গভাষায় পরিষ্কার করা আমার মত পণ্ডিতের কাজ নয় তথ্যি যতদূর শক্তি চেষ্টা করিলাম ।

তাদান্ব্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীতাকাভাবঃ অন্তোন্তোভাবঃ । তাদান্ব্য একটা সম্বন্ধ বিশেষ আপনাতে আপনি যে সম্বন্ধে থাকে তাহাকে তাদান্ব্যসম্বন্ধ বলে । যেমন ঘটে বা তাদান্ব্যসম্বন্ধে থাকে এই প্রকার পটাদিরে পটাদি তাদান্ব্যসম্বন্ধে থাকে । পূর্বেই বিনিয়াজি যাহার অভাব সেই প্রতিযোগী প্রতিযোগী ধর্মকে প্রতিযোগিতা বলে ।

ভেদরূপ অভাবের নাম অন্তোন্তোভাব তাদান্ব্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (তাদান্ব্যসম্বন্ধবিশিষ্ট) প্রতিযোগিতা যাহার (যে অভাবের) তাদৃশ অভাব তাদান্ব্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা কাকাভাব । অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদান্ব্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, ঘটের ভেদরূপ তাদৃশ অভাব ঘটে থাকিতে পারে না, কেননা ঘটে ঘট তাদান্ব্যসম্বন্ধে থাকে । তাদান্ব্যসম্বন্ধে ঘটে ঘটের অভাব থাকিতে পারে না । ভাবাত্মক পদার্থ একাধিকরণে থাকে না । ঘট ভিন্ন পদার্থ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থে ঘটের ভেদরূপ অভাব থাকে ।

“যে সম্বন্ধে যে পদার্থ যেষােন না থাকে সেই সম্বন্ধে সেই পদার্থের অভাব সেই থাকে, তজ্জ্ঞত্ব প্রতিযোগিতাতে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন স্বীকার করিতে হয় ।

“সংযোগেন ঘটো নাস্তি” বলিলেন ঘটে প্রতিযোগিতা আছে, তাহা সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, সমবায়েন ঘটো নাস্তি বলিলেন সেই প্রতিযোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, তজ্জপ ঘটো ঘট নহে এমন কথা বলিলে ঘটের ভেদ

অভাব বুঝায় ঐ ভেদের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। কদাচ অস্ত্র সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। এবং ভেদরূপ অভাব ভিন্ন অস্ত্র কোন অভাবের প্রতিযোগিতাও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। যদি ভেদের প্রতিযোগিতাব-চ্ছিন্ন তাদাত্ম্য ভিন্ন অস্ত্র সম্বন্ধও হয় তবে ঘটের ভেদ ঘটে থাকিতে পারে, কারণ অস্ত্র সম্বন্ধে ঘটে ঘটে থাকে না, সুতরাং তাহার অভাব থাকিতে পারে।”

স্বপ্নকথা যে সম্বন্ধে যে বস্তু যেখানে না থাকে, সেইখানে সেই বস্তুর অভাব থাকে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। ঘট তাদাত্ম্যসম্বন্ধে, ঘটে থাকে, ঘট ভিন্ন পটে থাকে না; অতএব ঘটের তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ঘটে থাকে না পটাদিতে থাকে। যেখানে ভেদরূপ অভাব হয়, তথায় হয়, তাহার যন্তোক্ত্যভাব হয়। অস্ত্রোক্ত শব্দের অর্থ পরস্পর। পরস্পরের অভাবের নাম অস্ত্রোক্ত্যভাব।

সপ্তানামপি সাধর্ম্যাং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা।—১। সপ্তানাম্ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থের।

২। সাধর্ম্যাং—সমান ধর্ম যাঁহাদের, তাঁহার।

ধর্মী। সাধর্ম্যের তাব সাধর্ম্য। সাধারণ ধর্ম।

৩। জ্ঞেয়ত্বাদিকং—জ্ঞেয় জ্ঞানের বিষয়।

যার ধর্ম জ্ঞেয়ত্ব। আদিপদে প্রমেয়ত্ব,

হেতুত্বাদির পরিগ্রহ। প্রমেয়ত্ব—প্রসার

যত্ব অভিধেয়ত্ব—অভিধায় বিষয়ত্ব।

অমুবাদ—পূর্বোক্ত সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্য

যত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সপ্ত

ধর্ম আমাদের জ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) অতএব

সত্য সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য।

দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চভাবা অনেক সমবায়িনঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা।—১। ভাবাঃ—ভাবপদার্থ।

ভাব আর অভাবভেদে পদার্থ দুইপ্রকার। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টি ভাবপদার্থ। অভাব কেবল অভাব পদার্থ।

২। অনেকে—একভিন্ন সখ্যাবিশিষ্ট।

৩। সমবায়িনঃ—সমবায়সম্বন্ধযুক্ত।

অমুবাদ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি ভাবপদার্থ অনেক ও সমবায়ী হয় অর্থাৎ দ্রব্যাদির পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য ভাবত্ব সহিত অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা—সমবায় অনেক হয় না। অভাব ও ভাব হইয়া অনেক হয় না। অতএব সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্য ভাবত্বযুক্ত অনেকত্ব হয় না। কেবল দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ অনেক; অতএব ইহাদের সাধর্ম্য অনেকত্ব। এইরূপ সমবায় ও অভাব অধিকরণে সমবায়সম্বন্ধ থাকে না, অতএব সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্য সমবায়িত্ব হইতে পারে না। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ সমবায়সম্বন্ধ থাকে, অতএব সমবায়িত্ব ইহাদের সাধারণ ধর্ম।

সত্তাবস্তদ্রব্যত্বাদ্যা গুণাদিনিগুণক্রিয়ঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। সত্তাবস্তঃ—সত্তাবিশিষ্ট সত্তার কথা পূর্বের লিখিত হইয়াছে।

২। আদ্যাত্ময়ঃ—আদিভূত তিনটি পদার্থ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম।

৩। গুণাদিঃ—গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব।

৪। নিগুণক্রিয়ঃ—সেই গুণ ও ক্রিয়া যাঁহার। অর্থাৎ গুণশূন্য ও ক্রিয়াশূন্য।

অমুবাদ—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ দ্রব্য গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য ও সত্তাবস্ত।

গুণাদি বটপদার্থ গুণশূন্য ও ক্রিয়াশূন্য। অর্থাৎ ইহাদের সাধর্ম্য নিগুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

বিস্তৃতব্যাপ্য।—পূর্বেই বলিয়াছি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম সংপ্রতীতির বিষয় অর্থাৎ উহাদের সাধর্ম্য সম্ভাবনাপ্রাপ্ত নিগুণ, কেননা পূর্বোক্ত-রূপ, রস গন্ধ প্রভৃতি গুণে রূপাদি থাকিতে পারে না। সুতরাং গুণের সাধর্ম্য গুণবদ্ধ হয় না সেইরূপ আদি পদগ্রাহ্য কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবেও পূর্বোক্ত গুণ

থাকিতে পারে না গুণ ক্রিয়াশূন্য, পূর্বোক্ত উৎক্ষেপনাদি ক্রিয়াগুণের হয় না। সুতরাং গুণের সাধর্ম্য ক্রিয়াবস্তা হইতে পারে না আদিপদগ্রাহ্য পূর্বোক্ত কর্মাদিতে ও উৎক্ষেপনাদিক্রিয়া থাকিতে পারে না; অতএব গুণাদির সাধর্ম্য নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নিগুণত্ব। ক্রমশঃ—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

তীর্থ-তত্ত্ব।

জগন্নাথক্ষেত্র ও রথযাত্রা।

আর্য্য-ঋষিগণ মানবের আধ্যাত্মিকজ্ঞানবিকাশের জন্ত শত শত উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। দেশ-কালপাত্রভেদে তাহারা ধর্ম্মার্জ্জনের এমনই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, যে সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই মানব অনায়াসে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞানী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত বিভিন্ন উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকারভেদে ধর্ম্মশিক্ষার বিধান ভারতবর্ষে যেরূপ দৃষ্ট হয়, ভূমণ্ডলে এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরমজ্ঞানী ঋষিগণ সকল ব্যক্তির পক্ষে কোন এক মার্কামারা পেটেন্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থা কবেন নাই, তাহারা প্রত্যেকের বয়ঃ, কর্ম, গুণের প্রভেদানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্বতন্ত্র ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুত দৈহিক রোগ উপশমার্থে যেরূপ প্রত্যেক রোগীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যিক, তদ্রূপ আধ্যাত্মিকরোগ উপশমার্থেও প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার প্রতি দৃষ্টি চাই। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া যদি আর্য্য-ঋষিগণের বিধান সমূহের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্ত চেষ্টা করা যায়, তাহাহইলে দৃষ্ট হইবে যে তাহাদেব উপ-

দেশের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ভারতবর্ষীয় নবনারীগণ আগ্রহসহকারে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশাবস্থিত তীর্থদর্শন কবিত্তে গমন করিয়া থাকেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কেদার, পুন্ডর, কুরুক্ষেত্র, দ্বারকা, মেতুবন্ধ রামেশ্বর, ত্রীক্ষেত্র, চন্দ্রনাথ আদি বহুতর তীর্থস্থান ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে দৃষ্ট হয় এবং সহস্র সহস্র লোক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া ঐ সমুদায় তীর্থ দর্শন করিতে গমন কবিত্তা থাকে। পাশ্চাত্যবিদ্য সম্পন্ন অনেক হিন্দুসম্মান তীর্থদর্শন একটি কুসংস্কারের মধ্যে পরিগণনা করেন এবং তীর্থদর্শন ব্যবস্থা ব্রাহ্মণদিগের অর্থোপার্জ্জনের একটি উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু তীর্থগুলি যে নানাবিধ আধ্যাত্মিকভাবের বাহ্য চিত্র, তাহা তাহারা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন। জগন্নাথক্ষেত্র রথযাত্রা ব্যাপারটি কি এই প্রবন্ধে তাহা বহু টুকু বুঝিয়াছি প্রকাশ করিলাম।

কঠোপনিষদে আছে:—

আত্মানং রথনং বিদ্ধি শরীরং
রথমেব তু। বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি
মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ইন্দ্রিয়ানি হয়া-

নাহ্নির্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ । আত্ম-
দ্বিগমনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহ্নির্গনী-
ষিণঃ ॥ যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন
মনসা সদা । তন্ত্বেদ্রিয়াণ্যবশ্তানি
দুষ্কান্ধা ইব সারথেঃ । যন্তু বিজ্ঞান-
বান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।
তন্ত্বেদ্রিয়াণি বশ্তানি সদা ইব
সারথেঃ ॥ যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্য-
মনস্কঃ সদা হৃদয়ঃ । ন স তৎ পদ-
মাপ্নোতি সংসারক্লেশগচ্ছতি ॥ যন্তু
বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা
হৃদয়ঃ । স তু তৎ পদমাপ্নোতি
যস্মাস্তয়ো ন জায়তে ॥ বিজ্ঞান-
সারথির্যন্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ । সৌ-
হৃদয়ঃ পুরমাপ্নোতি তদ্বিষেণঃ পরম-
পদম্ ॥

অর্থাৎ আত্মাকে রথী বা রথস্বামী, শরীরকে
থ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ
গাগম বলিয়া জানিবে ।

বিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, রূপ-
সংগন্ধাদি ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্যবিষয়দিগকে গোচর
মর্থাৎ পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত যে আত্মা
মর্থাৎ জীবাত্মাকে কর্মফলের ভোক্তা বলিয়া
থাকে ।

অসমাহিতচিত্ত অবিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-
সমূহ অনিপুণ সারথির দৃষ্ট অশ্বদিগের জায়
আয়ত্তাধীন হয় না ।

সমাহিতচিত্ত বিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ
অনিপুণ সারথির উত্তম অশ্বের জায় আয়ত্তাধীন
হইয়া থাকে ।

যিনি অবিবেকী, অসংযতচিত্ত এবং অস-

চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রা-
প্ত করেন না এবং সংসারগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ
পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া থাকেন ।

যিনি বিবেকী সংযতচিত্ত এবং সচ্চরিত্র
তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রাপ্ত করেন এবং
তাহার পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।

বিবেকবুদ্ধি যাহার সারথি, যাহার মন প্রগ্রহ-
বান্ অর্থাৎ সমাহিত, তিনি সংসারগতির পা-
গমন করিয়া সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের পরমপদ
প্রাপ্ত করেন ।

সুতরাং রথের মধ্যে জগন্নাথ বা পরম
পুরুষকে দর্শন যে দেহের মধ্যস্থিত পরমাত্মা
অস্তিত্বের বাহ্যচিত্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই
শরীর রথ, আত্মা রথী, বুদ্ধি সারথি, মন অ-
শ্ব, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব । সকলেই এক কথা শুনি
থাকিবেন যে “রথস্থ বামনঃ দৃষ্টা পুনর্জন্ম-
বিদ্যতে” অর্থাৎ রথের মধ্যে বামন দেখিলে
পুনর্জন্ম হয় না, ইহার অর্থ এই যে যে ব্যক্তি
দেহের মধ্যে সেই পরমাত্মার সন্ধান বোধ হই-
য়াছে, তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয় । বামন শব্দে
অতি ক্ষুদ্র, তিনি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর, অথচ
মহৎ হইতেও মহত্তর, “অগোরবীৰ্য্যান্ মহতো
মহীমানাত্মা শুভায়াং নিহিতোহস্ত জন্তোঃ ।
তমক্রভুং পশুতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদাত্মহি-
মানমীশম্” ॥ ঐশ্বর্যাত্মক প্রভৃতি । এই আত্মাকে
বামন বলা হইয়া থাকে, ইহার পরিমাণ অসু-
মাত্র বলা হইয়া থাকে । “অসুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ-
হস্তরাশ্মা সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ” । “অসু-
ষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মবিত্তিষ্ঠতি” । “অসু-
ষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাস্থমকঃ” । কঠপ্রভৃতি ।
কিন্তু তিনি যেমন বামন তিনি তেমনি অবামন ।
“বামনোভূদবামনঃ” বিনি অবামন অর্থাৎ
অনন্ত তিনিই বামন হইয়াছিলেন । স্বর্গ,
অস্তবীজ ও পৃথিবী এই বামনের তিন পাদ ।

“ত্রিপাদ্ধ উদৈৎ পুরুষ” — ঋগ্বেদ, পুরুষসূক্ত (১ম বর্ষের হিন্দু পত্রিকা দেখুন)। এই জন্তই ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে; “এতজ্জগত্ৰয়ং ক্রান্তং বামনেনহ দৃশ্যতে। তস্মাৎ সর্কৈঃ স্মৃতো-র্কিঁয়ুর্কিঁবধাতুঃ প্রবেশনে॥” দেহমধ্যে পর-মাশ্চার সত্ত্বা সামান্য জনগণকে বুঝাইবার জন্তে রথের অগ্গরাথদেব দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জগন্নাথক্ষেত্রের নাম পুরী। পুর এবং পুরী একই শব্দ। পুরশব্দে যেমন নগর বুঝায় তেমনি দেহ বুঝায়। পুরুষ শব্দের অর্থ এই যে তিনি পুরে অর্থাৎ দেহে শয়ন করেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত (হিন্দু-পত্রিকা ১ম বর্ষ দেখুন) পাঠ করিয়া দেখিবেন পরমাত্মা দেহের সর্বত্রই অধিষ্ঠিত আছেন। জরায়ের মধ্যে দ্বিদলপদ্মে নাদবিন্দুরূপে প্রণবাকারে তিনি বিশেষরূপে অবস্থিত থাকেন। এইজন্ত প্রাণায়াম করিবার সময় জরায়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে হয়। যাহারা এই দ্বিদলে প্রণবের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিতে পারেন, তাহারা ভবসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ হইতে কিছুমাত্র ভীত হয়েন না। জীব উদ্ধারের জন্ত প্রণবরূপী পরমাত্মা সর্বদাই ভবসমুদ্রের নিকটবর্তী থাকেন। জগন্নাথক্ষেত্রও সমুদ্রকূলে অবস্থিত। শ্রীক্ষেত্রে বিমলাদেবী কুণ্ডলিনীশক্তি। কুণ্ডলিনীর জাগরিত না করিতে পারিলে জরায়ের মধ্যবর্তী প্রণবধার আজ্ঞাপুরে জীবের গতি হয় না, তজ্জন্ত শ্রীক্ষেত্রেও প্রথমে বিমলাদেবীর পূজা করিতে হয়। শ্রীক্ষেত্রে যে অক্ষয় বটবৃক্ষ আছে, উহা সংসারবৃক্ষ। উর্দ্ধমূলাহবাকশাখ এষোহম্বথঃ সনাতনঃ” কঠশ্রুতিঃ। গীতাতেও ঐরূপ দৃষ্ট হইবে। পুরীমধ্যে পবনাজ্ঞ হহুমান দৃষ্ট হয়। হহুমান প্রাণায়ামযোগী। প্রাণবায়ুকে সংযম করিতে পারিলে সংসারসমুদ্রের কোন গণ্ডগোল ক্রটিগোচর হয় না। চিন্তা করিয়া দেখিলে

দেখিতে পারিবেন যে দোলযাত্রা প্রভৃতি ঐরূপ আধ্যাত্মিকভাবের বাহ্যচিত্র। “দোলায়া দোলগোবিন্দং লক্ষ্যং মধুহৃদনং। রথস্থং বামনঃ দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥” জীবের হৃদয় সদ সর্বদা সন্দেহে দোলায়মান, কিন্তু উহাতেও মধু হৃদন আছেন এবং উহাকে দেখিলে জীবের সংসারগতি হয় না। গোবিন্দ শব্দের অর্থ হিন্দু পত্রিকা বৈদিক-শ্রীকৃষ্ণ শীর্ষকপ্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। যিনি জ্ঞানের দ্বারা প্রতিপাদ্য তিনিই গোবিন্দ। মধুহৃদন শব্দের অর্থ সাধারণতঃ এই করা হয় যে যিনি মধু নামক অম্লরকে বিনাশ করিয়াছেন হিন্দু-পত্রিকার পূর্বে এক সংখ্যায় মধু শব্দের এক অর্থ দেওয়া হইয়াছে। মধুবিধ্যা শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা। মধু শব্দের আর এক অর্থও আছে। মধু শব্দে কর্মফল বুঝায়। যিনি জীবের কর্মফল নাশ করেন তিনি মধুহৃদন। মধু হৃদয়তি ইতি। যতক্ষণ জীবের কর্মফল নষ্ট না হয়, ততক্ষণ জীবের মুক্তি হয় না। কর্মফল থাকিলেই জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইবে, কিন্তু কর্মফল বিনাশ হইলেই জীব মুক্তি হয়। এই অর্থটি কল্পিত নহে। পাঠক কঠশ্রুতিতে উহা পাইবেন। “য ইমং মধবঃ” ইত্যাদি, ঐ স্থানে মধব অর্থে কর্মফলভোগী জীবাত্মা। স্তবরাং মধুহৃদনের অর্থ কর্মফল বিনাশী করিলে কিছুই অসঙ্গত হয় না। মানব কর্মফলাকাঙ্ক্ষা করিয়াই বিপদে পড়ে, কিন্তু কর্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ বা বিনাশ করিতে পারিলেই মধুহৃদন প্রাপ্ত হয়। আমরা সকলেই মধু নামক অম্লর, কারণ আমরা ভগবানের প্রদর্শিত নিকাম ধর্ম অবলম্বন করিতে পারি নাই। পৌরাণিক মধুনাগক অম্লরের বধ ব্যাপারটি ঐরূপভাবে দেখিলে উভা কোন প্রকারে অসঙ্গত বোধ হইবে না।

ঐরূপ শ্রীক্ষেত্রভীর্ণের অত্যাচার প্রত্যেক

যাপারেই আধ্যাত্মিকভাব প্রকটিত রহিয়াছে।

ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন, সূক্ষ্ম
তুরীয়। ত্রীক্ষেত্রে সূতজ্ঞা, সুদর্শন, বলরাম
অগ্নিমাথ এই চারি অবস্থার বাহ্যচিত্র। অগ্নি
খ্যায় ইহা ঠিকারের বাহ্যচিত্র। অকার, উকার
কার ও নাদ, এই চারিটিই সূতজ্ঞা, সুদর্শন,
লরাম ও অগ্নিমাথ।

পাঠক এইস্থানে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ স্মরণ
করুন।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং তস্মৈ
 য়াখ্যানং ভূতং ভবন্তবিষয়াদিত সৰ্ব-
 মাক্ষর এব । যচ্চান্য ত্ৰিকালাতীতং
 সদপেক্ষাক্ষর এব ॥ ১ ॥

सर्वः हेद्व स्थायमात्रा त्रस्त-
नायमात्रा चतुष्पात् ॥ २ ॥

জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রাজ্ঞঃ
 প্রাপ্ত একোনিবিশতিমুখঃ স্কুলভুগ্
 বশানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নস্থানোহন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ
 কোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক
 তজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

যত্র স্থপ্তো ন কঞ্চনকামঃ কাম-
তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ
যুগ্মং যুগ্মস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞা-
ন এবানন্দময়োহানন্দভুক্ চেতো-
ঃ প্রাজ্ঞস্ত তীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

এষ সৰ্বেশ্বৰ এষ সৰ্বজ্ঞ এষো-
 ত্তৰ্ঘাম্যেয যোনিঃ সৰ্বশ্চ প্রভ-
 প্যায়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥

नान्तुः प्रज्जं न बहिः प्रज्जं

নোভয়তঃ প্রজ্ঞঃ ন প্রজ্ঞান সমং ন
প্রজ্ঞঃ নাপ্রজ্ঞম্ । অদৃষ্টব্যবহার্য্যম-
গ্রাহ্যমলক্ষণমচিস্ত্যমব্যপদেশমেকাত্ত
প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপ স শমং শাস্তং
শিবমদ্বৈত্যং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা
স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

মোহয়মাঅ্যাধ্যক্ষরমোক্ষারোহধি-
মাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা
অকার উকার মকার ইতি ॥ ৮ ॥

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ
প্রথমা মাত্ৰাপ্তোৰাদিমহাদ্বাপ্তোতি হ
বৈ সৰ্ব্বান্ কামানাশিচ ভবতি য
এবং বেদ ॥ ৯ ॥

স্বপ্নস্থানন্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া
 মাত্রোৎকর্ষাভূতয়াছোৎ কর্ষতি হ
 বৈজ্ঞানসমুত্তিঃ সমানশ্চ ভবতি
 নাস্তাত্রক্ষবিৎকুলে ভবতি যএবং
 বেদ ॥ ১০ ॥

অমৃগুস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারন্তু তীয়া
 মাত্রামিতের পীতেক্বামিতোতিহ বা
 ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং
 বেদ ॥ ১১ ॥

অমাত্রাশ্চতুর্থোহব্যবহার্যঃ প্রপ-
 ক্ষোপশমঃ শিবহৃদৈত এবমোক্তার
 আত্মৈব সংবিশত্যাঅন্যাত্মানং য এবং
 বেদ য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

ওঙ্কারই এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, ভূত,
ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকালপরিচ্ছিন্ন সকলই

ওঙ্কার এবং ত্রিকালাতীত যাহা কিছু তাহাও
ওঙ্কার ॥ ১ ॥

সকলই এই ওঙ্কার, এই ওঙ্কারই ব্রহ্ম ও
আত্মা। ইনি চতুর্পাদ ॥ ২ ॥

বৈখানর পুরুষ তাঁহার প্রথম পাদ, জাগ-
রিত অবস্থা ইহাঁর স্থান, ইনি বহিঃপ্রজ্ঞ, ইনি
সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট যথা—স্বর্গলোক মন্তক, সূর্য্য চক্ষু,
বায়ু শ্রোণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল বস্ত্র, পৃথিবী
পাদ, অগ্নি মুখ। পঞ্চকন্ধ্যেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়,
পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই উন-
বিংশতি পদার্থ তাহার মুখ। ইনি স্থূলভূক্,
অর্থাৎ রূপরসস্বলবিষয়াদি ভোগ করেন। ইনি
বিশ্ব অর্থাৎ সকল নরকে বিবিধপ্রকারে নয়ন
বা পরিচালিত করেন বলিয়া, ইহাঁকে বৈখানর
বলে ॥ ৩ ॥

স্বপ্নস্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ, মনের বাসনাই তাহার
প্রজ্ঞাস্বরূপ। ইনিও পূর্বে অবস্থার স্থায় সপ্তাঙ্গ,
একোনিবিংশতি মুখ। এই সকল মুখদ্বারা
তিনি বিশ্ব উপলব্ধি করেন। ইনি বিষয়শূন্য
প্রজ্ঞাতে স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ পায়েন, এইজন্ত
তিনি তৈজসপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ব্রহ্মের
দ্বিতীয়পাদ ॥ ৪ ॥

যে স্থানে সূষুপ্ত হইলে কোন কাম্য বস্তুতে
অভিলাষ থাকে না, কোনপ্রকার স্বপ্নদর্শন হয়
না, তাহাই সূষুপ্ত স্থান সূষুপ্তই প্রাজ্ঞের অবস্থিতি
স্থান। ইনি কার্য্যকারণভাবে একীভূত রহি-
য়াছেন এবং অন্ধ কারাবৃত বস্ত্র সমূহের স্তায়,
ইহার স্বপ্ন, জাগ্রত ও মনঃ বনীভূত হওয়ায় ইনি
প্রজ্ঞাবন। ইনি আনন্দময়, আনন্দভূক্ এবং
চিন্তামুখ, অর্থাৎ চিত্তই তাহার স্বপাদিপরি-
জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। প্রাজ্ঞই ব্রহ্মের তৃতীয়-
পাদ ॥ ৫ ॥

ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই সর্বজ্ঞ, ইনিই সর্ক-
ণের অন্তবে থাকিয়া সঙ্কুলকে নিয়মিত কবিতো-

ছেন, ইনি জগৎ প্রসব করিতেছেন, ইহাঁ হই-
তেই সর্কভূতব সৃষ্টি ও লয় হইতেছে ॥ ৬ ॥

অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়
প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞানময় নহেন, প্রজ্ঞ নহেন,
অপ্রজ্ঞ নহেন, তিনি অদৃষ্ট, তিনি ব্যবহার-
নোপযোগী, তিনি অগ্রাহ্য, তিনি লক্ষণশূন্য,
অচিন্ত্য, তিনি অব্যাপদেশ্য, অর্থাৎ শব্দদ্বারা
তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না, তিনি আত্মাপ্রত্য-
সার অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই সত্য এই জ্ঞানে
প্রমাণীকৃত। তাঁহার প্রপঞ্চ ধর্ম্ম শাস্ত্র হই-
য়াছে। তিনি শাস্ত্র, শিব, অদ্বৈত ইনি ব্রহ্মের
চতুর্থপাদ ॥ ৭ ॥

সেই আত্মা অক্ষর স্বরূপ, সেই অক্ষর
ওঙ্কার। সেই ওঙ্কার মাত্রা আশ্রয় করিয়া পাদ-
চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন। সেই
পাদই ওঙ্কারের মাত্রাস্বরূপ—এবং অকাব উকার
ও মকার ইহারাই তাহার পাদস্বরূপ মাত্রা ॥ ৮ ॥

জাগরিত স্থান বৈখানর অক্ষর স্বরূপ প্রথম
মাত্রা। ইনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, ইনি
আদি। যে ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে,
তিনি সর্কপ্রকার কাম্যফল লাভ কবেন এবং
তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ৯ ॥

স্বপ্ন স্থান তৈজস উকার স্বরূপ দ্বিতীয়
মাত্রা। ইনি উৎকর্ষহেতু এবং অকার ও মকার
উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞানময়। ইনি সাক্ষ-
ককে জ্ঞানপ্রদান করেন। এইরূপ তব্জ
ব্যক্তির শত্রু ও মিত্র তুল্য। যে ব্যক্তির এইরূপ
জ্ঞান হইয়াছে, তাহার তক্ষজ্ঞকুলে ভিন্ন ভিন্ন
হয় না। সূষুপ্ত স্থান প্রাজ্ঞ মকার স্বরূপ তৃতীয়
মাত্রা। ওঙ্কার উচ্চারণে যেরূপ অকার ও উকার
অন্ত্যবর্ণ মকারে প্রবেশ করে, তজ্রূপ বৈখানর ও
তৈজস সূষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞে প্রবিষ্ট হয়। যাহার
এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জগতের ও
অবগত হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হয় ॥ ১০ ॥

যিনি ওঙ্কারের চতুর্থপাদ, তিনি মাজ্রাবীহীন
এবং তিনিই পরমাত্মা । তিনি অব্যবহার্য, প্রপ-

ঞ্চোপশম, শিব অদ্বৈত । যাহার এইরূপ জ্ঞান
হইয়াছে, তাহার আর জন্ম হয় না ॥১২॥ ক্রমশঃ

সৃষ্টিতত্ত্ব প্রথম পরিচ্ছেদ ।

প্রথম ত্রিমূর্তি জগতের সর্বপ্রথম অবস্থা ।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রস্থপ্তমিব সর্পতঃ ॥

মহুসংহিতা ৫ম শ্লোক ।

বঙ্গার্থ। সমস্ত অবিকাশিত তমোময়,
প্রত্যক্ষের অগোচরীভূত, লক্ষণহারা অননুমেষ,
তর্ক ও জ্ঞানাতীত সর্বতোভাবে যেন গাঢ়
নিদ্রায় প্রস্থপ্ত ছিল ।

অবিকাশিত তমোময় সর্পতঃ প্রস্থপ্ত অব-
স্থাই মহাকালস্বরূপ পবত্রক্ষেপ নিদ্রা । তদনন্তর
প্রথমে স্বয়ম্ভু ভগবান মহাভূতে প্রবৃত্তবীৰ্য্য
হইয়া তমঃনাশক জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশিত
হইলেন । (ইহাই' স্ফিঞ্জ্যোতি) উপবোক্ত
বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য নিয়ে বর্ণিত হইল ।

স্বয়ম্ভু ভগবান অর্থে—আধ্যাত্মিক গুহ্য
তেজোময় সংপদার্থ উহা স্বয়ং উদ্ভূত । *
মহাভূত অর্থে—সমস্ত ভূতের আদি মহাকাশ ।
যাহাকে আমরা আকাশ বলি উহা ঠিক তাহা
নহে ; যেহেতু অবকাশ (ফাঁক) ব্যতীত আকাশ
পদবাচ্য হইতে পারে না, যখন অনন্ত, এক,
অদ্বিতীয়, অসীম, ব্যবধান-বহিত, তখন উহার
কোন অবকাশ থাকিতে পারে না, তবে উহাকে
আকাশের তন্মাত্র শব্দগুণের কাবণস্বরূপ বলা
বাটতে পারে, যেহেতু মহাভূতের স্বকীয় কম্পন
হইতে প্রথমে শব্দ উৎপন্ন হয়, উহাই মহাশব্দ

“ওং” = অ + উ + ম্ ; কিন্তু গতি উৎপন্ন না
হইলে ঐ শব্দের বিকাশ হয় না । হিন্দুশাস্ত্রে
“ওং” শব্দকে শব্দরূপ বলে । ঐ শব্দরূপ
মহাপ্রলয়ে অনাদি অনন্ত মহাকালের বক্ষে
লুপ্তহইত থাকে । পূর্বোক্ত মহাকালের দেহই
মহাকাশস্বরূপ ।

“প্রবৃত্তবীৰ্য্য” অর্থে স্বয়ম্ভু মহাভূতরূপ
দেহে গতিশক্তিরূপে বিকাশিত হইলেন, ঐ
গতিই তাঁহার মহানিশ্বাস (Great breath)
যাহাকে আমরা বায়ু বলি উহা বাস্তবিক তাহা
নহে, উহাই গতি (Motion) ।

প্রথমতঃ মহাভূতের স্বকীয় কম্পনজনিত
“অ” শব্দ উৎপন্ন এবং উহা অতি দ্রুত অস্বা-
ভাবিক গতিদ্বারা চালিত হইতে হইতে আন্য-
স্তবীণ অননুভূত ঘর্ষণদ্বারা গতির ভ্রাস হওয়ায়
উহা সঙ্কোচিত হইয়া “ওং” শব্দে পরিণত হয় ;
তদনন্তর ঐ গতি পূর্বোক্ত মহাভূত কর্তৃক
বামিত হওয়ায় “ম্” শব্দ উৎপন্ন হইয়া “ওং”
শব্দে পরিণত হয় ।

“ওং” শব্দ একটা বাক্য, বাক্ চারিপ্রকার
১। পরা ২। পশ্চাতি ৩। মধ্যমা ৪। বৈষ্করি
আমরা যে বাক্য স্পষ্ট উচ্চারণ করি উহা চতুর্থ
বৈষ্করিবাক্ । বায়ুতে (যেমন আমাদের
স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত) যে শব্দ
উৎপন্ন হয় তাহা মধ্যমাবাক্ । উপরোক্ত মহা-
কাশে প্রথম উৎপন্ন “ওং” শব্দ বৈষ্করি বা
মধ্যমাবাক্ নহে । উহাকে পশ্চাতিবাক্ও ঠিক

* ভগ=ঐশ্বর্য্য সমগ্রস্ত বীৰ্য্যত বশসঃ শ্রিয় । জ্ঞান-
বৈবাণ্যয়োচৈব বগ্নাঃ ভগ ইতি শ্রুতম্ । উক্ত বড়ৈ-
খণ্ডেব মূলই তেজ ।

বলা যাইতে পারে না যেহেতু আকাশের যে স্বাভাবিক গতি (Ethereal Motion) আছে, ঐ গতির সহিত যে বাক্ উৎপন্ন হয় তাহাই উপবোক্ত পশ্চাৎবাক্ বটে, কিন্তু পূর্বোক্তমত মহাকাশ বিশেষ আকাশ পদবাচ্য না হওয়ায় ঐ মহাকাশস্থ মহাশব্দকে পবাবাক্ বলে। ইহাতে একটা আপত্তি হইতে পারে যে আকাশ ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হয় না, তদ্বত্তরে বলা যাইতে পারে যে একাকারপ্রযুক্ত দৃশ্যত অবকাশ (ফাক্) না থাকিলেও উহা (অনন্তের) অন্তর্গতই মহাশব্দ। বা স্বভাবই অন্তরাবকাশ স্বীকার করিতে হইবে।

যাহাউক্ মহাকাশে অনির্লচনীয় কারণে কম্পনজনিত স্বয়মুদ্ভূতশব্দ অস্বাভাবিক গতি দ্বারা চালিত হয় তদ্বত্ত্ব ঐ শব্দ ও জ্যোতিব বিকাশ হইতে পারে না। পবে ঐ গতির কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ঐ পরাবাক্ই পশ্চাৎবাক্কে পরিণত হইয়া বিকাসিত হয়। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য শব্দগুণ ব্যাখ্যাকালে বর্ণিত হইবে।

প্রথমতঃ যখন মহাকাশে মহাভূতের স্বকীয় কম্পনহেতু শব্দ ও গতি (Motion) উৎপন্ন হয়, তখন পূর্বোক্তমত কম্পন হইতে মহাকাশে মহাভূতের আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ (Friction) হওয়ার গতি ঠিক্ সমলভাবে চলিতে পারে না। ঐ মহাভূতের ঘর্ষণহেতু অতিক্রমগতির হ্রাস ও গতি ক্রমে বক্র হইতে থাকে। যতই বক্র হইতে থাকে ততই ঘর্ষণের (Friction) বৃদ্ধি হয়। এবং গতি সর্পের তায় কুণ্ডলাকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক অতিক্রমগতি যে গতির অভাবের তায় তাহা শব্দ গুণ ব্যাখ্যাকালে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

পূর্বোক্ত মহাকাশে গুহ্য তড়িৎ (Hidden electricity) আছে ঐ গুহ্য তড়িৎশক্তির

(Hidden Electrical force এর) * প্রথম ক্রিয়া, শব্দ (Sound), ও গতি (Motion) উহা (ঐ ক্রিয়ার) ফল জ্যোতি (Light)। পূর্বোক্তমত ঘর্ষণের বৃদ্ধি হইলে গতির অতিক্রমতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। যতকাল গতি অস্বাভাবিক অতিক্রমতার সহিত চালিত হয় ততকাল পিচ্ছলবৎ হওয়ার ঘর্ষণ হয় না, ক্রমে গতির হ্রাস ও ঘর্ষণহেতু পূর্বোক্ত গুহ্য তড়িৎের আভ্যন্তরীণ তেজাভাস জ্যোতিবিশিষ্ট হইয়া উজ্জ্বল বিকীরিত হয়, ঐ জ্যোতিকে অরূপ ও স্বরূপ উভয় বলা যাইতে পারে; যেহেতু শব্দ বা গতির কোনরূপ বা আকাব নাই, জ্যোতির রূপ আছে বটে কিন্তু কোন অমুভব যোগ্যবস্তু আশ্রয় ব্যতীত ঐরূপের বিকাশ হইতে পারে না। পূর্বোক্ত গুহ্য তড়িৎভাসে শব্দ, গতি ও জ্যোতি উৎপন্ন হয়, উহাই প্রথম ত্রিমূর্তি। বেদান্তে ঐ ত্রিমূর্তিই জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা;—

“চিচ্ছারাবেশতঃ শক্তিশ্চেতনৈব বিভাতি সা।

তচ্ছক্ল্যপাদি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতমতঃ ॥

বঙ্গার্থ। চৈতন্যভাসশক্তির সহিত মিলিত হইলে সেই শক্তি চেতনবৎ হয়। ঐ শক্তি সংযোগহেতু ব্রহ্মই ঈশ্বর পদবাচ্য হইয়াছেন। এস্থলে চিচ্ছার্য্য অর্থে গুহ্য-তেজের (তড়িত) আভাস (ভর্প)। ঐ গুহ্য তড়িৎ

* উপরোক্ত তড়িত ভৌতিক তড়িত নহে নিম্নের দীর্ঘা দ্রষ্টব্য।

† এই তড়িৎ আমাদের বেদ ও আপমোক্ত মূল্য ধারিত কুণ্ডলিনীশক্তি যথা—মূল্যধারক বা নিত্য কুণ্ডলীতত্ত্বরূপিণী। সূক্ষ্মাত্মিক পরমা বিষতত্ত্বরূপিণী। বিদ্যাপুঞ্জপ্রতীকাশী কুণ্ডলাকৃতিকপিণী। পরমব্রহ্মগৃহীণী গকাশবর্ণরূপিণী। শিবস্ত নর্তকী নিয়্য পরব্রহ্ম প্রপূজিতা। ব্রাহ্মণ্যৈব গায়ত্রী সজিবানক রূপিণী ॥

(গায়ত্রী ৮৮৮ দ্রষ্টব্য)

চিচ্ছার্য্য অর্থে গুহ্যতেজাভাব (ভর্গ) এবং ব্রহ্ম

অর্থে আমরা যে তড়িৎ জ্ঞাত আছি তাহা নহে, ঐ জ্ঞাত তড়িৎ ভৌতিক পদার্থাশ্রিত ইহা তাহা নহে (Immaterial) শক্তি অর্থে বল, উহার প্রথম ক্রিয়া গতি (Motion) । ব্রহ্ম অর্থে সংগৃহ্যতেন ঈশ্বরার্থে আধ্যাত্মিক পরমজ্যোতি,

অর্থে গৃহ্যতেন এই ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া পাঠক হটাৎ মনে করিতে পারেন যে, ইহা নাস্তিকতার অবতারণা, বাস্তবিক তাহা নহে সাধারণ লোকে যাহাকে তড়িৎ বা তেজ বলেন উহা ভৌতিক তড়িৎ তেজ এই তেজই ভৌতিক তেজ নহে ইহা ব্রহ্মতেজ, ইহার আভাসই দৈবী প্রকৃতি বা ভগ্ন। যথা—ভেতি ভাসহতে লোকান্ রেতিরঞ্জয়তে প্রজাঃ । গ ইত্যগচ্ছতেঃস্রস্রঃ স্রগোভূতঃ উচ্যতে । অংমেব তু ভগ্নো বহিরাকাশে স্ব্যামগুপ্যঃস্রোপি, সকল প্রাণিনাং হৃদয়মধ্যে জীবন্ত প্রতিবসতি । গায়ত্রীকবচ ষট্চক্রভেদ প্রকৃতিই উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ।

যদ্বারা জগদ্বিকাশিত বা বর্জিত ও লয় হয় । প্রকৃতপক্ষে মহাবৃত্তরূপ দেহে অর্থাৎ অর্থাৎ মহাকাশে গুহ্য তেজাভাস্বরূপ পূর্কোক্ত শব্দ গতি ও জ্যোতির বিকাশ হয় । অন্তএব আমবা এস্থলে প্রথম ত্রিমূর্তি শব্দে গতি ও জ্যোতি প্রাপ্ত হইতেছি । অনাদি অনন্ত মহাকালের প্রথম বিকাশই ঐ প্রথম ত্রিমূর্তি, উহার প্রথম শব্দই “অ,” ঐ “অ” শব্দ গতির সহিত মিলিত হইয়া “উ” শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং উহার বাধকভাস্বরূপ “ম্” “ও” শব্দের বিকাশ হয় । ঐ ও শব্দ হইতে অন্তর্জ্যোতির বিকাশ হওয়ায় উহাই আমাদিগের কারণ জগত্ত্ব প্রথম ত্রিমূর্তি । ইহাই খৃষ্টানদিগের (Father holy ghost, son) এবং বেদান্তোক্ত সং+ চিৎ+ আনন্দ=সচ্চিদানন্দ হইতেছেন ।

দ্বিতীয় ত্রিমূর্তি ।

(জগতের দ্বিতীয় অবস্থা ।)

পূর্ববর্ণিতমত জগতের প্রথমাবস্থায় মহাকাশ যখন অন্তর্জ্যোতিবিশিষ্ট হয় তখন ও উষ্ণতাব বাহ্যবিকাশ না হওয়ায় ঐ জ্যোতি শীতল থাকে । যেহেতু আলোর গতি বেকপও যত নিস্তৃত তাপের গতি সেরূপও তত বিস্তৃত নহে, কিন্তু গুহ্য তড়িতের আভ্যন্তরীণ ঈদং তাপ হইতে পূর্কোক্ত মহাবৃত্ত দ্রব্য শক্তি প্রাপ্ত হয়, উহাই স্বল্প মহাদ্রাবক (Solvent matter) স্বরূপ । শাস্ত্রে উহাকে সংকর্ষণ বলে, সংকর্ষণ বস্তুদেবের পুত্র অনন্তদেব, অতএব ঐ সংকর্ষণশক্তি বা ঐ দ্রবদ্বশক্তি হইতে হাবৃত্ত দ্রবীভূত হইয়া একার্ণব হইয়া যায় । ইহাকেই মনু “আপ” বলিয়াছেন যথা—আপো এব সসজ্জাদৌ ঐ নিত্য আদি ভূত

একার্ণব সমুদ্রে অনন্তশয্যায় ভগবান শায়িত ছিলেন ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে । ঐ একার্ণবীভূত পদার্থকে ইংবাজিতে Homogenous matter কহে । উহাই Mr. Crookes এর Protyle, যতই পূর্কোক্ত মহাবৃত্ত দ্রবীভূত হইতে থাকে ততই উহাব আভ্যন্তরীণ তেজাভাস জ্যোতিক্রমে বিকীর্ণিত ও উহাব তাপ জ্যোতিন সহিত মিশিয়া অন্তঃস্থত ও অবিকশিত হয়, কিন্তু উহা জ্যোতির সহিত গুহ্য (Latent) থাকে ও জ্যোতি শীতল হয় । ঐ শীতল স্বল্প জ্যোতিহেতু একার্ণবীভূত অনন্ত সমুদ্র জ্যোতির্ময় স্বল্প মণ্ডলাকার প্রাচীণমান হওয়ায় ঐ মণ্ডলাকার স্বল্পজ্যোতির্ময় পদার্থকে মনু “সহস্রাংগু সমগ্রাণ্ড হৈম অণ্ড” বলিয়াছেন ।

প্রকৃতপক্ষে অসীম পদার্থ মণ্ডলাকার বাতীত অস্ত্র আকার হইতে পারে না, উহাই স্বল্প ব্রহ্মাণ্ড * অর্থাৎ ব্রহ্মের অন্ত (ডিস) স্বরূপ। যেহেতু জগতই ব্রহ্মের শাবক, ঐ জগৎরূপ শাবক মণ্ডলাকার একার্ণবের মধ্যে থাকায় (যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে) উহাকে অণু বলা হইয়াছে। তৎকালে ঐ একাকার পদার্থে জ্যোতির বিকাশ হওয়ায় কিন্তু তাপের বিকাশ না হওয়ায় উহা “সহস্রাংগু সমপ্রভ হৈম অণু” বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা উষ্ণতার পূর্বে জ্যোতির বিকাশ হয় বলা হইতেছে। যদিও উষ্ণতা জ্যোতির কারণ কি জ্যোতি উষ্ণতার কারণ আধুনিক বিজ্ঞান তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়; কিন্তু আধুনিক প্রকৃতিক বিজ্ঞানে ও আমাদের সাধারণ জ্ঞানে যতদূর প্রাপ্ত হই তাহাতে আলোকের গতি যেদূর বিস্তৃত ও আলোক যেদূর সর্পিত্র বিকাশিত হয় তাপের গতি সেদূর বিস্তৃত ও তাপ সর্পিত্র সেদূর বিকাশিত হয় না; তাপ তাহাব নির্দিষ্ট আধারে (Focus) কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। মনে কব, সূর্য্য তাপের আধার (Focus) ঐ সূর্য্যের জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ আলোকিত, কিন্তু এমন কি সূর্য্যের নিকটবর্তী স্থান অর্থাৎ পৃথিবীর কিঞ্চিৎ উপর হইতে ক্রমে স্থির বায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ শীতল। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ যথা ধবলগিরি কাঞ্চনশৃঙ্গ, এভারেষ্ট (Mt. Everest) প্রভৃতি শৃঙ্গে জীব জন্তু থাকিতে পারে না।

* মণ্ডলাকার স্থানের মধ্যকেন্দ্র হইতে উহার পরিধি-বেগের সমস্ত স্থান বা বিন্দু সমান, কিন্তু মণ্ডলাকার বাতীত অস্ত্র আকারবিশিষ্ট স্থান ঐরূপ হইতে পারে না, অতএব অসীম পদার্থের যে স্থান হইতে দৃষ্টি কর সেই স্থানই মধ্যবিন্দু ও তাহার সকলদিকে সমান দৃষ্টি হয় অতঃপর উহা মণ্ডলাকার ভিন্ন অস্ত্ররূপ হইতে পারে না।

হিমে বরফ হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে সৌরাতাপে দিক্ সকল আলোকিত হয়, কিন্তু তাপ ঐ আলোর মধ্যে গুহ্যভাবে (Latent) থাকে; উহার নির্দিষ্ট আধার (Focus) ভিন্ন বিকাশিত হয় না। সূর্য্যের তাপ পার্থিব কেন্দ্রে মিলিত হইলে ঐ কেন্দ্রই উহার Focus স্বরূপ পরিগণিত হয়। তাপের তাপের বিকাশ হওয়ায় উহা বিকীরিত হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ উষ্ণ হয়, ইহাতেই আমরা সৌরতাপ অনুভব করি। তড়িৎ দুই জাতীয় Positive ও Negative অর্থাৎ সম ও বিপর্য্য * ঐ উভয় তড়িৎের সংঘর্ষণ হইতে বৈদ্যুতিক বিকাশ হয়, অতএব সূর্য্যে Positive ও পার্থিব কেন্দ্রে Negative তড়িৎ থাকায় ঐ পার্থিবকেন্দ্রে সৌর তাপ আকর্ষণ করিয়া লয় ও তাহাতে ঘর্ষণ (Friction) হয় তদ্বারা তেজ বিকাশিত হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ উষ্ণ হইয়া উঠে। এমন মনে কর পৃথিবীও নাই, সূর্য্যও নাই, জগৎ একার্ণবভূত, কিন্তু একার্ণবভূত হইলেও উহার মধ্যে Positive ও Negative উভয় জাতীয় তড়িৎ গুহ্যভাবে আছে। পূর্বে জ্যোতির্ময় একার্ণবভূত পদার্থের যে উল্লেখ হইয়াছে উহা দ্বারা আমরা একই পদার্থের দুইটা ভাব প্রাপ্ত

* সম বিপর্য্য তড়িৎকে বস্তুভাষায় যৌগিক * বিয়োগিক তড়িৎ বলে ঐ উভয় তড়িৎ যখন সমবর্ণ পন্ন Neutral state হইয়া যায় তখন উহা গুহ্য Latent অবস্থায় থাকে ঐ অবস্থাকে মহামায়ার যৌগনিদ্রা বা ঐ সময় জগতের কোন ক্রিয়াই থাকে না পরে অনির্দিষ্ট নীয় কারণে আন্তঃপ্রণয় গুহ্যতাপহেতু কম্পন ও গতি (Vibration and motion or vibratory motion) বিকাশ হয় (উহাকেই যৌগনিদ্রা ভঙ্গ কহে) ঐ গতি বিকাশ হইলে পূর্ব্বোক্ত বিয়োগিক তড়িৎ পৃথক্ বিচ্ছিন্ন হয় তাহাতে জ্যোতির বিকাশ হয়, কিন্তু ঐ উহা তড়িৎের পুনঃ সংঘর্ষ বাতীত উষ্ণতার বিকাশ হয় না ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

হইতেছি যথা—জ্যোতি ও একাণবীভূত পদার্থ ।
বস্তুতঃ উহা দুইটি পদার্থ নহে, একই পদার্থের
দেহ ও দেহস্থিভাব, দেহ ঐ একাণবীভূত
পদার্থ এবং দেহী তদন্তর্নিহিত গুহ্য তড়িৎ বা
তেজ, ঐ তেজের বিকাশই জ্যোতি । ঐ
জ্যোতির মধ্যে যে তাপ অন্তর্নিহিত ছিল, ঐ
(সর্বত্র বিকীরিত) জ্যোতির ঐ অন্তর্নিহিত
তেজ অর্ধবক্রেস্ত কর্তৃক আকর্ষিত হওয়ায় ঐ
কেন্দ্রের সাহিত ঐ তেজ মিলিত হইয়া উভয়ের
মধ্যে ঘর্ষণ (Friction) হওয়ায় তাপের
বিকাশ হয় । অতএব ঐ অর্ধবক্রেস্তাকর্ষিত
জ্যোতিঃ তাপের বীজ যথা ;—

“সৌভিধায় শরীরং স্বাং সিস্কুর্নিবিধা
প্রজাঃ । অপ এব সসজ্জাদৌ তাস্ম বীজমবা-
স্থজং ॥”

বঙ্গার্থ । স্বয়ম্ভু স্বকীয় শরীর হইতে লোক
দকণ সৃষ্টির নিমিত্ত আদিত জলের সৃষ্টি করি-
লেন এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ
করিলেন ।

এস্থলে শবীর অর্থে—মহাভূত অর্থাৎ মহা-
কাশ ।

জল অর্থে—পূর্কোক্ত একাণবীভূত পদার্থ
(কারণবাবী) (Homogenous matter) ।

বীজ অর্থে—পূর্কোক্ত জ্যোতির মধ্যে যে
তাপ অন্তর্নিহিত—ছিল ঐ তাপ ।

ইহারারা সাব্যস্ত হইতেছে যে শীতলতা
হইতে আলোক ঘনীভূত হইয়া পূর্কোক্ত একা-
ণবীভূত পদার্থে মিশিয়া উষ্ণতার বীজরূপে
পরিণত হয় । ঐ বীজ ক্রমে, অর্ধবক্রেস্তে ঘনী-
ভূত হইয়া তৈজসকেন্দ্র নির্মাণ করিয়া লয়,
ঐ তৈজস বা তড়িৎকেন্দ্রই লোক পিতামহ ব্রহ্ম
“তদগুমতবন্ধৈমং সহস্রাংসু সমপ্রভম্ ।

তস্মিন যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥”

পদার্থ । পূর্কোক্ত আপো জ্যোতি হৈম

স্বর্ষের জ্বাং প্রভাবিশিষ্ট একটি অণু পরিণত
হইল, ঐ অণু স্বয়ং সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা-
রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ।

ঐ “হৈম সহস্রাংসু সমপ্রভ” অণুর বিষয়
পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে সর্বলোক
পিতামহ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন ইহার তাৎপর্য
এই যে ;—

সর্বলোকানাং সর্বভুবনানাং লোকানাং =
পিতা = পালকঃ আ = সম্যক্ মহঃ তেজ ঘেন সঃ
পিতামহঃ অর্থাৎ সম্যক্ তেজই হইয়াছে জগ-
তের পালনকর্তা যৎ কর্তৃক তিনিই পিতামহ
ব্রহ্মা । এস্থলে পিতৃ ও মহস্ শব্দ পুণ্যোদরাদ্বিত্ব
প্রযুক্ত ঐ ভাগ ও অন্তঃস্থ স্ ভাগের লোপ হও-
য়ায় ও ক্রিয়া উহা থাকায় ঐ পদটি নিষ্পন্ন
হইয়াছে ।

নিত্যতেজই পিতৃশক্তি, নিত্যজলই * মাতৃ-
শক্তি, উভয় কেন্দ্রীভূত হইয়া মহত্ত্বের পরিণত
হয় । ঐ মহত্ত্ব হইতে জগৎ সৃষ্টিকারী
তাপের বিকাশ হয় এবং ঐ তাপ হইতে জ্ঞান
ও কর্মের বিকাশ অবিকাশ ও সমস্ত কার্যা-
কারণ ও প্রবৃত্তির বিকাশ হয় । প্রকৃতপক্ষে
উহাই বিশ্বব্যাপী সজীবতার মূল সূত্র এবং
সমস্ত বাহ্যজ্ঞানের পিতামাতাস্বরূপ । ক্যাবে-
লিষ্টিকগণ বিশ্বের কেন্দ্রস্থ তেজোময় শক্তিকে
বিশ্বধাতা কহিয়াছেন । কাঁটার সাহেবের
মতেও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহবর্গ ও নক্ষত্রগণ প্রচুর
পরিমাণে ঐ শক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু উহার স্বতঃই
ঐ শক্তিবিশিষ্ট নহে, উপরোক্ত তেজোময়শক্তির
অন্তর্ভূত থাকিয়া ঐ শক্তিবিশিষ্ট হয় । ঐ মহত্ত্বই
ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবস্থান করিয়া স্বীয় সর্ব-
শক্তিমত্তাধারা সর্ব আকারের বস্তু ও সর্ব জন্ত

* নিত্যতেজ অর্থে পূর্কোক্ত আধ্যাত্মিকতেজ, নিত্য-
জল অর্থে পূর্কোক্ত কারণবাবী ।

সৃষ্টি করিতেছে। ইহাই জীবনদাতা রক্ষা ও সংহার-
কর্তা। ইহার আদি কারণ বা মূল হইতে ক্রমে
ক্রমে সহস্র অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।
প্রোটোর মতে পরমেশ্বর ত্রিশক্তির এক শক্তি
হইতে আলোক ঘনীভূত করিয়া একটা প্রজ্বলিত
বিশ্মুতে পরিণত করিয়াছেন। উহাই আমাদের
সূর্য্য। ঐ মহত্ত্বই জগতের জ্ঞানবিকাশক,
প্রবৃত্তি ও ক্রিয়োদ্দীপক এবং ভৌতিক আব-
রক; শাস্ত্রীয় ভাষায় ঐ তিনপ্রকার কার্য্য
প্রবৃত্তিকে ত্রিবিধ অহঙ্কার কহে। বিষ্ণুপুরাণে
বর্ণিত আছে যে মহত্ত্বই হইতে বৈকারিক বা
সাত্ত্বিক অহঙ্কার তৈজস বা রাজসিক অহঙ্কার
এবং ভৌতিক বা তামসিক অহঙ্কার (অর্থাৎ
পুরুষোক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তি) উৎপন্ন হয়। ঐ
তামসিক অহঙ্কার হইতে ক্রিয়াপ্ততৈজসরোয়ান,
রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ
এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও বুদ্ধির
বিকাশ হইয়াছে। পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে
যে চৈতন্যের ছায়ায় শক্তি চৈতন্য হইয়া
ত্রিগুণান্বিত হওয়ায় জগৎ কারণ বিকাশিত হয়।
জগতের দুই প্রকার কারণ, যথা নিমিত্তকারণ
ও উপাদানকারণ। তামসিক মায়্য হইতে
জগতের উপাদান কারণ ও শুদ্ধ সাত্ত্বিক মায়্য
হইতে নিমিত্তকারণের বিকাশ হয়। আমা-
দিগের পূর্ববর্ণিত কারণবারি অর্থাৎ একাৰ্ণবী-
ভূত পদার্থই উক্ত উপাদানের কারণ এবং
আধ্যাত্মিক তেজই (ভর্গ) নিমিত্তকারণ। উক্ত
শুভ্য তেজাভাসযুক্ত একাৰ্ণবীভূত পদার্থের অন্ত-
র্নিহিত সত্ত্বগুণ হইতে বিরাট মন বুদ্ধির, রজগুণ
হইতে জাগতিক জীবনীশক্তির এবং তমগুণ
হইতে পঞ্চভূতের বিকাশ হইয়াছে। পুরুষোক্ত
মন বুদ্ধি প্রাণ সমন্বিত প্রধান পুরুষই * উল্ল-

* প্রধান অর্থে প্রকৃতি অতএব প্রকৃত পুরুষের
সংযোগ-স্থলই হিরণ্যগর্ভ।

খিত হিরণ্যগর্ভ। প্রকৃতপক্ষে হিরণ্যগর্ভই
পুরুষোক্ত সহস্রাংগ সমপ্রভ হৈম অণ্ডের আভা-
স্বরূপ কেন্দ্র, উহাই মহত্ত্ব বা ব্রহ্ম। এত-
বতায় সাক্ষ্য হইতেছে যে জগতের দ্বিতীয়
অবস্থায় পুরুষোক্ত তেজই পুরুষ, একাৰ্ণবীভূত
উপাদানকারণই প্রকৃতি এবং তাহার সন্তান
স্থানীয় পুরুষোক্ত মহত্ত্ব, এস্থলেও আমরা
ত্রিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছি। পুরুষোক্ত তেজই
(Spirit) পিতা, উপাদান কারণস্বরূপ নিত্য
আপই (Matter) মাতা, মহত্ত্ব অর্থাৎ বিরাট
মনরূপ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাই পুত্র। এখানেও
পুত্রানদিগের (Father, Holy ghost and son)
আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। ব্রহ্মের পুত্রই ব্রহ্ম,
যেহেতু পুরুষোক্ত অণ্ডে তিনি জন্মিয়াছিলেন;
ঐ ব্রহ্মই আমাদের পিতামহ এইজন্ত তগবৎ-
গীতায় উত্তম পুরুষস্বরূপ ঈশ্বর প্রপিতামহ
বলিয়া বর্ণিত আছেন যথা—“প্রজাপতিঃ
প্রপিতামহঃ”। প্রকৃতপক্ষে মহৎ প্রকৃতি
অর্থাৎ কৈলিকশক্তিসমন্বিত পুরুষোক্ত একাৰ্ণবী-
ভূত উপাদানকারণই মহত্ত্ব, উহাই জগতের
যোনি বা মাতাস্বরূপ এবং তৈজস চিদবীজপ্রদ
শব্দ ব্রহ্মই পিতা।

যথা—মম যোনি মহৎ ব্রহ্ম। তন্নিবর্গঃ
দধামাহং। সম্ভব সর্বভূতানাং ততঃ ভবাৎ
ভারত ॥ ভগবদগীতা।

যেহেতু শব্দ হইতে জ্যোতি ও তেজ
বিকাশ হয়, ঐ তৈজস চিহ্নই একাৰ্ণব সমুদ্র
সহিত সংযুক্ত হইলে ঐ একাৰ্ণব সমুদ্র হইতে
জাগতিক পদার্থের বিকাশ হয় যথা—

ও ঋতঞ্চ সত্যাকাভীজাতপদোহধ্যাত্যত
ততো রাজ জায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ সমুদ্র-
দর্পবাদিসম্ভবঃ সরোহজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধ-
দ্বিধ্বস্ত মিবতোবানী সূর্য্যোচল্লমসো ধাতা যথা
পূর্বমকল্পদিবঞ্চ পৃথিবীধাস্তরীক্ষমণো যঃ ॥

টীকা। তেনায়মর্থঃ। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ মহা-
প্রলয় সময়ে পরব্রহ্ম মাত্র আসীন। ততো মহা-
প্রলয়োবস্থায়ামেব রাত্রিসমুৎপন্ন সৃকল অন্ধকার-
ময় আসীদিত্যর্থঃ। ততঃ=সৃষ্টিরন্তু সময়ে
স্রাজীক্লান্ত অতি সর্বতোভাবেন ইক্লান্ত লক্ষ্যবৃত্তেঃ
সৃষ্টিরন্তু সময়ে) তপসোহস্পষ্টবলাৎ তাপাৎ
সর্ববরাশিরূপময়ঃ। ততঃ অর্ণবাৎ ধাতা স্রষ্টা
সধ্যাজাত, কিন্তু তথা তা মিবতঃ প্রেক্ষাভবতো
বস্ত্ত বশী প্রভু স ধাতা যথা পূর্বে যথাক্রমঃ
দেবোচ্চৈশ্বর্যমসৌ কল্পিতবান্। কিন্তুতো অহো
বায়ুণি বিদধৎ তদন্তব্যং সধঃসংবোহজায়ত।
অনন্তব্যং, দিবং, পৃথিবীং, অন্তরীক্ষঞ্চ স এব
ধাতা অকল্পয়ৎ।

বঙ্গার্থ। মহাপ্রলয় সময়ে পরব্রহ্মমাত্র
ছিলেন এ অবস্থায় সমস্ত অন্ধকারময় হইয়াছিল।
পরে লক্ষ্যবৃত্ত হওয়ায় অস্পষ্ট বল বা তাপহেতু
অর্ণববাশি উৎপন্ন হয় এই অর্ণব (কারণবারি)
হইতে ব্রহ্মার বিকাশ হয়। ব্রহ্মা কর্তৃক চন্দ্র
হর্গা দিবারাত্রি সর্প অন্তরীক্ষ পৃথিবী সৃষ্ট হয়।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা সাক্ষ্যত্ব হইতেছে
যে, পূর্বোক্ত অর্ণব সমুদ্রে সৃষ্টিকারী শক্তির
বিকাশ হওয়ায় এই অর্ণব সমুদ্র হইতে দিবাবাত্র,
হর্গা, চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ উৎপন্ন হই
য়াছে। মনুষ্যত্বিত্তেও ঠিক এইমত সমর্থিত
হইয়াছে যথা ;—

“তন্নিম্নস্তে স ভগবান্নৃষিতা পরিবৎসরন্।

স্বয়মেবাশ্রনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দিহ ॥”

“তাভ্যাং স সকলান্ত্যাক দিবং ভূমিঞ্চ নিশ্বমে।

মধ্যে ব্যোমদিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শান্ততম্ ॥”

বঙ্গার্থ। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্ম
সংসার কাল বাস করিয়া পরিশেষে আশ্রয়গত
গানবলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। তিনি সেই
ই খণ্ডেব উদ্ধৃতিতে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে
পৃথিবাদি নির্মাণ করিলেন এবং মধ্যভাগে

আকাশ অষ্টদিক ও চিরস্থায়ী সমুদ্র সকল স্থাপন
করিলেন। ইহাই তৃতীয় অবস্থার অর্থাৎ স্থল-
ভৌতিক ভগবৎ আদি উপাদান।

ইহার তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত কৈল্লিক-
তেজ (পূর্বোক্ত) সম ও বিষম তড়িতের
সংঘর্ষ হইতে বিকাশিত ও বিকসিত হইয়া
উদ্ধর্গামী হইলে এই সূক্ষ্ম জলীয়ভাগ কত-
কাংশ শীতল ও কঠিন ক্ষিতিজাতীয় পদার্থে
পরিণত হইয়া নিম্নগামী হয়, এইরূপ হইলে মধ্য-
ভাগ অবকাশ অর্থাৎ কাক হইয়া পড়ে। এই
আবশ্যই আকাশ। মধ্যে এই আকাশ ব্যবধান
হওয়ায় দিক সকলের বিকাশ হয় এবং তাহাতে
বায়ুপ্রবাহিত হয়। এই বায়ুর সহিত পূর্ববর্ণিত
নিত্য আপোমিলিত হওয়ায় বায়বীয় অর্ণবকণা
প্রবাহিত হইতে থাকে, ইহার মধ্যে তৈজস-
কণাও পতিত হয় এবং জলীয়বাষ্পে মিলিত হয়
এই বাষ্প গতিদ্বারা প্রবাহিত হয়, তাহাই আমা-
দের অনুভূত বায়ু। অতএব পূর্বোক্ত দ্বিধা
বিভক্ত হইতে পঞ্চভূত ক্ষিত্যপ্তভোমরূপোম
বিকাশিত হইয়াছে, উহাই স্থলভগবৎ উপাদান-
রূপে পরিণত হইতেছে। অতএব পূর্বোক্ত
একর্ণবই আমাদের পুরাণোক্ত কারণবারি এবং
এই অনন্ত কারণবারি ব্যাপ্ত গুহ্য তড়িৎ বা
তেজই বটপত্রশায়ী বিষ্ণু এবং তাহার কেজ্জল
ঘনীভূত তেজই নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মা প্রতিপন্ন
হইতেছে। উক্ত কারণবারি তৈজসবীজের
আধার বা আশ্রয়হেতু জলকে নারায়ণ বলে
যথা ;—

“আপো নারাহিতি প্রোক্তা আপো বৈ নরনৃনবঃ।

তা যদস্তায়নং পূর্বে তেন নারায়ণঃ স্তুতঃ ॥”

বঙ্গার্থ। নরা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে
সর্বত্র প্রসূত বলিয়া অপত্য প্রত্যয়ে জলকে
নারায়ণে অবস্থিত পরমাত্মার শরৎপ্রথম অয়ন
বা আশ্রয় বলিয়া তাহাকে নারায়ণ বলে।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, মহাভূতস্থ গুহ্যতেজ বা তড়িতের আভ্যন্তরীণ তাপ হইতে ঐ মহাভূত (মহাকাশ) দ্রবত্বশক্তি প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ মহাভূতস্থ মহাদ্রাবক বা দ্রবত্বশক্তিই কারণ-বারি। উহা আভ্যন্তরীণ তেজ হইতে প্রসূত বলিয়া পরমান্বার অপত্যস্থানীয় হইয়াছে। ঐ কারণবারি পূর্বেই তেজের আশ্রয় বলিয়াই উহা নারায়ণ পদবাচ্য। বট অর্থে সমুদ্র, পত্র অর্থে প্রবাহ অর্থাৎ ঐ কারণবারিরূপ সমুদ্র প্রবাহই (Ethereal fluid) পূর্বেই তেজের আধার বা আশ্রয়, এইজন্যই বটপত্রাণী বিষ্ণু বলিয়া কথিত আছে। ঐ অনন্তসমুদ্রের কেন্দ্রই তাঁহার নাভি, ঐ কেন্দ্রস্থ ঘনীভূত তেজই পূর্বেই মহত্ত্ব বা ব্রহ্ম। অতএব বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার স্থিতিস্থান বলিয়া পুরাণে যে বর্ণিত আছে ইহা অতীত সত্য ও বিজ্ঞানমূলক। ঐ বিষ্ণুই পুরুষ, কাবণবারি প্রকৃতি, মহত্ত্বই পুত্র; ইহাই দ্বিতীয় অবস্থার ত্রিমূর্তি। উহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব বলা যাইতে পারে যেহেতু মহত্ত্বই ব্রহ্মা তেজই বিষ্ণু সংকর্ষণই সংহাররূপ মহাদেব * উক্ত মহত্ত্বই

* মহাপ্রলয়কালে আকর্ষণ ও সংকর্ষণ উভয়শক্তি মিলিত হইয়া গেলে সমাবস্থা Neutral state হইয়া যায়। স্থির প্রাক্কালে গুহ্যতেজের অস্তিত্বহেতু সংকর্ষণের বিকাশ হইলে ঐ মিলিত অবস্থা অর্থাৎ মহাকালের স্থগুপ্তি ভাঙিয়া যায় এবং সম বিষম দুইটা শক্তির বিকাশ হয়, যখন সংকর্ষণ ঐ মিলিত অবস্থা পৃথক্ করিয়া ফেলে তখন ঐ পৃথক্ অবস্থাকে আকর্ষণ ও একাকারেয় স্থায় অবস্থাপন করিয়া ঐক্য নিৰ্মাণ করিয়া লয়, উক্ত কেন্দ্রই মহত্ত্ব, মহত্ত্বই মহাকর্ষণ বা স্থিতিশীলশক্তি তেজই পালনশক্তি, সংকর্ষণই বিয়োগ বা সংহারশক্তি, কিন্তু সংকর্ষণ বিরোধশক্তি হইলেও ঐ

চতুর্দিশভুবনের বীজস্বরূপ উহা হইতেই পবিত্র মান স্থলজগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে স্বল্প তৈজসতত্ত্ব স্বল্প দ্রবীভূত ও স্বল্প পার্শ্ববর্তন এই ত্রিতত্ত্বই পবিত্রস্থান স্থলজগতের মৌলিকতত্ত্ব হইতেছে, মহাকাশের দেহরূপ মহাকাশ এবং মহানিখাসরূপ গতি পূর্বেই স্বল্প ত্রিতত্ত্বের কাবণস্বরূপ পূর্বাঙ্গিক অবস্থা। যেমন স্থল পৃথিবী জল এবং অগ্নি পূর্বাঙ্গিক অবস্থাই বায়ু এবং আকাশ দেহরূপ স্বল্প মহৎ ত্রিতত্ত্বের পূর্বাঙ্গিক অবস্থাই পূর্বেই মহাগতি এবং মহাকাশ। এতাবতায় মহাগতি বিশিষ্ট শব্দব্রহ্মই জগৎকারণ বা জগতেব কারণ অবস্থা, স্বল্প দ্রবীভূত তৈজস মহত্ত্বই জগতের স্বল্প অবস্থা। ঐ প্রত্যেক অবস্থায় ত্রিমূর্তির ব্যাখ্যা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তবে এই স্থলে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে মহাশক্তিই ব্রহ্ম, মহাগতিই তাঁহার শক্তি এবং জ্যোতিই তাঁহার পরমজ্ঞান বা আনন্দস্বরূপ ত্রিশক্তি এবং জ্ঞান হইতেই দ্বিতীয় অবস্থায় মহত্ত্বের বিকাশ হয়। শক্তিই প্রকৃত জ্ঞানই পুরুষ মহত্ত্বই পুত্রস্থানীয়। ঐ মহত্ত্ব হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব, জৈবতত্ত্ব ও ভৌতিকতত্ত্বের বিকাশ হয়; ঐ ত্রিবিধতত্ত্বই পূর্বোক্তিত্রিবিধ অহঙ্কারস্বরূপ। ঐ ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে কিপ্রকারে জীবজন্তু সমন্বিত ত্রিজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা জগতের তৃতীয় অবস্থা যথাক্রমে বিবৃত হইবে।

ক্রমশঃ—

সংকর্ষণ স্থির সহায় যেমন ভূমিকর্ষণদ্বারা পৃথক্ না হইলে ভূমির সহিত বীজের আকর্ষণ বা বীজ অল্পরিত হইবে সেইরূপ মহাকাল সংকর্ষিত না হইলে মহত্ত্বের বিকাশ হয় না।

তৃতীয় ত্রিমূর্তি ।

জগতের তৃতীয় অবস্থা ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে একাধিবৃত্ত কারণ-
বারি হইতে যে স্বল্প ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শ নির্মিত
হয় ঐ স্বল্প আদর্শ অণ্ডের মধ্যে কেন্দ্রীভূত
তাপের বিকাশ হইলে ঐ তাপহেতু অণ্ড দ্বিধা
বিভক্ত হয় এবং মধ্য (ফাক) অবকাশ হইয়া
পড়ে, তাহাতে গতির প্রসার হয়, ঐ গতি হইতে
ঐ তাপ বাষ্পীভূত হইয়া উর্দ্ধে উথিত হয়। উক্ত
তাপ স্বল্প বাষ্পীভূত হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে
পূর্বোক্ত স্বল্প অর্ণবসমূহের নিম্নভাগ কিঞ্চিৎ
শীতল ও তন্মত কণাঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া পার্থিব
বা ক্ষিতিজাতীয়তবে পরিণত হয় এবং ঐ
ক্ষিত জাতীয়তত্ত্ব অবনত হইয়া পড়ে।
পূর্বোক্তমত মধ্যের অবকাশ অর্থাৎ যে ফাক
হয় ঐ অবকাশই আকাশ অতএব স্থানের
অবকাশ পাইলে গতিরও প্রসার হয়, ঐ গতি
হইতে পূর্বোক্ত স্বল্প বাষ্পীভূত তেজ বিকাশিত
হইয়া ক্রমে উর্দ্ধে উথিত হইতে থাকে এবং
মধ্যে পূর্বোক্ত অর্ণবকণা গতিদ্বারা প্রবাহিত
হয় এবং উহারই নিম্নাংশ কিঞ্চিৎ ঘনীভূত
হইয়া ক্ষিতিতবে পরিণত হইয়া নিত্য আপো
মন্ড্রে স্তরবৎ উৎপন্ন হয়। এইরূপে যথাক্রমে
আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিত উৎপন্ন হয়
এবং ঐ পঞ্চভূত হইতে সূর্য্যগ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী
চন্দ্র উৎপন্ন এবং দিব্যারাত্রির বিকাশ হয় এবং
স্বর্গ, মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষের সহিত চতুর্দশভুবন
সম্বিত স্থলজগৎ বিকাশিত হয়।

পূর্বে মনুসংহিতা হইতে উক্ত দ্বাদশ
শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে “ব্রহ্মা উক্ত অণ্ডে
ব্রাহ্মবৎসরকাল বাস করিয়া স্বীয় ধ্যান (তাপ)
হইতে ঐ অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত করেন তাহার
একাংশ দিব (স্বর্গ) একাংশ ভূমি হয় এবং

মধ্যে অবকাশ (ফাক) রূপ ব্যোম (আকাশ)
অষ্টদিগ্ ও শাস্ত্রত আপস্থান (চিরস্থায়ী জলের
স্থান বা নিত্য আপ) বিকাশিত হয়। উপ-
রোক্ত বর্ণনাদ্বারা স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টির
বিষয় কথিত হইয়াছে। দিব অর্থে—জ্যোতি
তেজোময় স্থান (স্বর্গ, অন্তরীক্ষ অর্থে—আকাশ
(শুভ্র) ভূমি অর্থে—পৃথিবী। এখন দেখা
যাউক পূর্বোক্ত তেজ বাষ্পীভূত হইয়া যে উর্দ্ধে
উথিত হইয়াছিল উহাই আকাশের এক একটা
নির্দিষ্ট স্থানে উপযোগ্যপরি অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত
বাষ্পময় জ্যোতি ও তেজমণ্ডলে পরিণত হইয়া
সূর্য্য ও জ্যোতিষ্ময় গ্রহনক্ষত্রাদি লোকে
পরিগণিত হইয়াছে। ঐ জ্যোতিষ্ময় দিব সপ্তম-
ভাগে বিভক্ত উহার কেন্দ্রস্থান ধ্রুবলোক এবং
পৃথিবীও সপ্তভাগে বিভক্ত, উহার কেন্দ্রস্থান
সুমেরু। মধ্যে আকাশ বা অন্তরীক্ষ। এতাবতায়
ত্রিলোক তন্মধ্যে (সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত পৃথিবী)
চতুর্দশভুবন প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যেও
অনেক অবাস্তর ভাগ আছে যথা—সপ্ত পৃথিবীর
বিবরস্বরূপ সপ্তপাতাল এবং অন্তরীক্ষেও সূর্য্য
ও পৃথিবী সেওয়ার আরও উপগ্রহাদি আছে,
উহার মধ্যেও অবাস্তর ভাগ আছে। এই
সুমেরু কেন্দ্রস্থিতা সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা ও সপ্ত-
পাতালসম্বিতা সপ্তদীপা পৃথিবী অবৈজ্ঞানিক
বা ঋষিদিগের কল্পিত পদার্থ নহে এবং
সপ্তস্বর্গও কল্পিত নহে উহা যে বিজ্ঞান ও
জ্যোতিষসম্মত তাহা পরে যথাস্থানে প্রমাণিত
হইবে এবং তৎসহ পৌরাণিক ভূগোল ও
হিন্দুজ্যোতিক খগোলমণ্ডল সমস্তই প্রদ-
র্শিত হইবে। আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্র-
দায় বা তাঁহাদের উপদেষ্টা ইংরাজীজ্যোতিষা

ও ইংবাজিবিজ্ঞানবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ
মাহাই বলুন না কেন প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি
গণের কোন উক্তিই কল্পিত বা মিথ্যা কিম্বা
অসার নহে। যাহা হউক আমরা ত্রিতত্ত্ব
নীমাংসা করিতে করিতে প্রসঙ্গত অনেক দূর
গিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য বিষয় পুনরা-
রম্ভ আবশ্যক। মনুসংহিতায় লিপিত আছে
যে ব্রহ্মা মনের উচ্চার করিয়া পূর্বোক্ত অহঙ্কার
(সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার)
এবং পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টির স্বক্ষতম অবয়বকে
তাহাদিগের বিকার ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের
সহিত যোজনা করিয়া সমস্ত ধীবেব সৃষ্টি করি-
লেন। উপরোক্ত স্বক্ষতম ছয়টি অবয়বই ব্রহ্মার
শরীর। ঐ শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার
অর্দ্ধাংশ পুংতত্ত্বে ও অর্দ্ধাংশ নারীতত্ত্বে পরিণত
হইয়া সেই নারীতে বিরাটপুরুষ সৃষ্টি কবিলেন।
এই বিরাটপুরুষ অর্থে—পূর্বোক্ত স্বক্ষ হিরণ্য-
গর্ভের স্থূল অবস্থা। স্থূলদেহাভিমাত্রী সমষ্টি-
শক্তি অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট,
পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্বত, সমুদ্র, ভূমি প্রভৃতি সমগ্র
স্থূল জাগতিকশক্তি বা পূর্বোক্ত প্রভৃতি চতুর্দশ
ভুবনের কেন্দ্র ঐ বিরাটপুরুষকে বৈশ্বানর
বলে। উহা সূর্য্য এবং চন্দ্রজাতীয় চৌষকীশক্তি
কিম্বা তেজ এবং জলজাতীয় চৌষকীশক্তি
(Solar and Lunar magnet) সূর্য্য তেজ-
জাতীয় পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে চন্দ্র জলজাতীয়
হইতেছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে সমুদ্র মন্থন-
কালে সমুদ্র হইতে চন্দ্র উথিত হয় তদনুসারে
চন্দ্র সমুদ্রের পুত্র বলিয়া গণনীয়। ইহার
রূপকভেদ করিলে চন্দ্র যে অর্ণবকণা হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হইবে। হিরণ্য-
গর্ভ মধ্যে তৈজস এবং অর্ণব কৈল্লিকাকর্ষণ ও
বিকর্ষণ বা সম বিষম তাড়িতের সংঘর্ষণ
(Friction) হইতে পূর্বোক্ত একাধিক সমুদ্র

বিচলিত হওয়ায় উহার তৈজসাংশ হইতে সূর্য্য
ও জলীয়াংশ হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। এই
জন্মই চন্দ্র ওষদীপতি। অর্থাৎ চান্দ্রিক তেজ
ঘরা জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উৎপন্ন
ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সৌরভাসচন্দ্রের উপর
পতিত হওয়ায় চন্দ্র তৈজস এবং বারীয়া ম্যাগ-
নেট আছে এইজন্মই চন্দ্র উভয় শক্তিই আছে।
ইংরাজিতে চন্দ্র কখন পুরুষ ও কখন নারীজাতি
বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। যাহা হউক
ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ নারী হইতে
যথার্থই বিরাটপুরুষের বিকাশ হইয়াছে।
পূর্বোক্ত মহত্ত্বের বা ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষই
তেজ বা অগ্নি, অর্দ্ধাঙ্গ নারীই জল, উহার স্ব-
স্বরূপ পৃথিব্যাदि চতুর্দশভুবন। ঐ চতুর্দশ
ভুবনই বিরাটপুরুষের দেহ এবং পূর্বোক্ত
ম্যাগনেটই দেহী; ঐ ম্যাগনেটই আনান্দগণ
পাথিবী কেন্দ্র বা স্নায়ক পোল। এতাবস্থায়
সাব্যস্ত হইল যে স্থূলজগতে সূর্য্য বা অগ্নিই পুরুষ,
চন্দ্র বা অর্ণবই স্ত্রী, পাথিবী কেন্দ্রই বিরাট।

এস্থলে পাথিবী কেন্দ্র এবং চতুর্দশভুবনের
কেন্দ্র একই পদার্থ বা একই ম্যাগনেট। অত-
এব অগ্নি, জল, ক্ষিতি কিম্বা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী
পাথিবী কেন্দ্র স্থূলজগতের ত্রিমুর্ত্তি সাব্যস্ত
হইতেছে। পূর্বে কথিত হইয়াছে অহঙ্কার ও
পঞ্চতন্মাত্রের স্বক্ষ অবয়বই ব্রহ্মার দেহ, তাহার
অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক নারী হইতে বিরাটের
উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে এই তর্ক উঠিতে পারে
যে উপরোক্ত অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের অর্দ্ধেক
পুরুষ ও অর্দ্ধেক নারী হইলে পুরুষত্রিতত্ত্ব ও
নারীও ত্রিতত্ত্ব হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া
কেবল তেজ পুরুষ এবং জল নারী হইল কেন?
ইহার উত্তর অতি সহজ, অহঙ্কার হইতে শব্দ-
তন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ
হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু

উৎপন্ন হইয়াছে ঐ অহঙ্কার, আকাশ এবং বায়ু
প্ৰাণপদার্থ নহে অর্থাৎ উহাদের কোনরূপ বা
স্বাকার নাই। রূপতন্মাত্র হইতে তেজ এবং
সূতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে তেজ
এবং জলের রূপ বা আকার আছে, ঐ তেজ
এবং জলে পূর্বোক্ত অহংতত্ত্ব ও আকাশ ও
বায়বীয়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে এবং জল হইতে
সূতন্মাত্র ও তাহাহইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হই-
য়াছে অতএব উক্ত তেজ ও জলে পূর্বোক্ত
চতুষ্টয় অন্তর্নিহিত আছে ঐ ষট্‌তত্ত্বের অঙ্গ-
তত্ত্বরূপ পুরুষ ও অঙ্গাঙ্গ জলরূপ স্ত্রী, উহাদের
ব্রহ্মানীর পার্থিব কেন্দ্র বা চতুর্দশভূবন
স্বর্ণাকারী ম্যাগনেট। উহার দেহই জীব-
ন্তসম্বিত পৃথিব্যাदि চতুর্দশভূবন। এতা-
তায় প্রথম কারণ জগতের ত্রিমূর্তি সং চিৎ
নন্দ * উহাই অ+উ+ম=ও শব্দ ব্রহ্ম।
শব্দব্রহ্মই কারণাক্রিশাবী ঈশ্বর। ঐ কার-
কই মহাকাশ বা মহাশক্তি দ্বিতীয় সূক্ষ্ম জগ-
তের ত্রিমূর্তি প্রকৃতিপুরুষ ও মহত্ত্ব প্রকৃতির
স্বদেহই কারণবারি বা নিত্য আপো পুরুষের
স্বদেহই তৈজসতাপ মহত্ত্বের সূক্ষ্মদেহ অহ-
ংকার ও পঞ্চতন্মাত্র ইহাই মহদ্রূপ বা ব্রহ্ম। এই
কাই গর্ভোদকশাসী হিরণ্যগর্ভ ঐ হিরণ্যগর্ভই
জ্ঞানব্রহ্ম, গর্ভোদকই একাণবীভূত সূক্ষ্ম মহা-
বক বা নিত্য আপো।

* সং হইতে শব্দের, চিৎ হইতে গতির এবং আনন্দ
তে জ্যোতির বিকাশ হয়। অর্থাৎ সত্তের শরীর
কাশ ঐ মহাকাশের গুণই মহাশব্দ, চিৎশক্তির
ই গতি, যেহেতু গতিকে আশ্রয় করিয়া চিৎশক্তির
নি বিকাশ হয় ঐ গতির অন্তর্গত স্পর্শ। আনন্দের
ই জ্যোতির্ময় যেহেতু স্কৃতি এবং অক্ষরতাই আন-
ন্দের বিকাশ জ্যোতির অন্তর্গত রূপ, আনন্দ ব্যতীত
নি রূপের বা কোন জীবজন্তুর উপস্থিতি হয় না, আন-
ন্দের জন্মের সহায় এবং জ্যোতি ব্যতীত কোন
কার্যবিশিষ্ট পদার্থের বিকাশ হয় না।

তৃতীয় স্থলজগতের ত্রিমূর্তি তেজ জল ও
পার্থিব কেন্দ্র তেজের শরীর স্বর্ষ্য অগ্নি, জলের
শরীর চন্দ্র ও সমুদ্র ও পার্থিব কেন্দ্রের শরীর
পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থ ঐ পার্থিব কেন্দ্র ও
চতুর্দশভূবনের কেন্দ্র একই পদার্থ ম্যাগনেট।
উহাই বিরাট বা বৈশ্বানর এই বৈশ্বানরই
ক্ষিরোদকশাসী। ক্ষিরোদক অর্থে জল ঐ জলস্থ
ম্যাগনেটই বৈশ্বানর।

কারণজগতস্থ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের দেহ মহাশক্তি
মহাগতি ও পরম জ্যোতির্ময় মহাকাশ, সূক্ষ্ম
জগতস্থ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভের দেহ অহঙ্কার ও
পঞ্চতন্মাত্রের অবয়বস্বরূপ তৈজস দ্রবীভূত মহা
মানসতত্ত্ব; স্থলজগতস্থ বিরাট বা বৈশ্বানরের
দেহ স্বর্ষ্য চন্দ্র ও পৃথিব্যাदि গ্রহনক্ষত্রসম্বিত
বিশ্ব কিশা উহাদের উপাদান অগ্নি জল ও ক্ষিতি
উপরোক্ত ত্রিমূর্তির মধ্যে অনেক অবাস্তর ভাগ
আছে, তাহা মন্দিরাদির সৃষ্টিকালে বিবৃত হইবে।
উক্ত মনুসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে যে উপরোক্ত
বিরাটপুরুষ বহু তপস্বীরা আমাকে (প্রথম
মহুরকে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আমি ও
(মহু) প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত ছন্দ্র বহু তপস্বীরা
মরিচ্যাদি দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি
এবং সেই দশজন প্রজাপতি আবার মহা তৈজসী
সপ্ত মহু এবং যে সকল দেবগণকে ব্রহ্মা সৃষ্টি
করেন নাই সেই সকল দেবগণ এবং মনুষ্য,
পশুপক্ষাদি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরোক্ত
প্রথম মহু, দশ প্রজাপতি এবং সপ্ত মহু প্রকৃতি-
পক্ষে এবং কি পদার্থ তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে
মহুর সৃষ্টিতত্ত্বে বিবৃত হইবে অদ্য আমরা জগ-
তের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রিমূর্তি এবং সৃষ্টি-
তত্ত্বের প্রথম পরিচ্ছেদ উপসংহার করিলাম
অলমতিবিস্তরণে। *

সৃষ্টিতত্ত্ব প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

* সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শব্দ হইতে পাঠ

এবং ঐ শব্দ ও গতি হইতে রূপ বা আকারের উৎপত্তি, সমুদ্র প্রজাপতি মরিচাদির উৎপত্তি, মধুকৈটভে উৎপত্তি, ঈশ ও তাহাদের মেদে মেদিনীর উৎপত্তি, পৃথিবীর আধার কুর্শ্ব, বাহুকী, মহাদেবের পত্নীষ্ম গঙ্গা ও ভগবতী, বিষ্ণুর পত্নীষ্ম লক্ষ্মী ও সরস্বতী, উত্তানপাদ ও তৎপত্নীষ্ম হনুতী ও হরুচি, পুত্র ঋষ ও উত্তম, হিমা লয়ের কস্তা উমা, দেবাহরের যুদ্ধ ও সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশ সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক ও পার্শ্ব ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা (অর্থাৎ উত্তম প্রকারে) ব্যাখ্যাত হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে সপ্তর্ষ সপ্তগ্রহ এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি। অমের পর্বত ঐ পর্বতস্থিত সপ্ত বিবর বা সপ্ত-পাতালসংযুক্ত ও সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সপ্তদ্বীপ। পৃথিবী ঐ সপ্তদ্বীপ পর পর এক একটা সমুদ্রদ্বারা বলয়াকারে বেষ্টিত এবং এক একটা সমুদ্র ও এক একটা দ্বীপদ্বারা একরূপ মণ্ডলাকারে বেষ্টিত সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ, তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত থাকে তন্মধ্যে উত্তরে অমের

সমিহিত একটা বর্ষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক অব্যাপ্তি আবিষ্কৃত না হওয়া বক্রী আটটি বর্ষের মধ্যে কয়েকটা আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণমহাসাগর গর্ভে লীন হওয়া এবং তদ্বক্রী কয়েকটা বর্ষের মধ্যেও সাগরে এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফেরিকা হ্রদ থাকে এবং পূর্ব পূর্ব মহাযুগে লেমরিয়াও আটলাণ্টিক মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ঐ দুইটা মহাদেশ আমাদের পৌরাণিক ভ্রাতৃবর্ষ এবং রম্য হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষ থাকে ঐ সকল বর্ষ সমুদ্র গর্ভে লীন হইয়া শেষোক্ত ৩টা বর্ষের কথাকাশ স্থানে আমেরিকার উদ্ভব হওয়া; আটলাণ্টিকের উৎপত্তি তাহাদের প্রথম বাসস্থান তাহাদের মধ্যে হ্রদাহর দুই সমুদ্রবায় হওয়া হরদিগের হিমালয় বাত তৎসমুদ্রগণের ভারতগমন, রাজ্যস্থাপন, রাম ও কৃষ্ণ অবতার প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ।

শ্রীমদ্ভাগবৎ ।

শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ কিক্রমে প্রণীত হইল তাহার শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে ১ম স্কন্ধের ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বেদবাস লোক হিতার্থ মহাভারতাদিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও ভূপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া সরস্বতীনদীতীরে উপবেশন করিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন :—

ধৃতব্রতেন হি ময়াচ্ছন্দাংসি গুরবোহধময়ঃ ।

মানিতা নির্বালীকেন গৃহীতকীলুশাসনম্ ॥

ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্মার্থঃ প্রদর্শিতঃ ।

দৃশ্ততে যত্র ধর্ম্মাদিঃ ক্রীশূদাদিভিরপ্যুত ॥

তথাপি বত মে দৈহো হ্যাম্মা চৈবাশ্রমা বিভূঃ ।

অসম্পন্ন ইবা ভাতি ব্রহ্মবর্চস্ত সন্তমঃ ॥

কিম্ বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রাপ্যেণ নিক্রপিতাঃ

প্রিয়াঃ পরমহংসানাম্ ত এব হুচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥

অর্থাৎ আমি ব্রতধারণ করিয়া বেদশুদ্ধ

দণ্ডাযথভাবে পূজা করিয়াছি এবং

তাহাদের অলুশাসনও পালন করিয়াছি।

মহাভারতগ্রন্থ রচনাচ্ছলে আমি বেদবর্ষ

ব্যাখ্যা করিয়াছি। এবং বেদবর্জিত ক্রীশূদাদি

তাহা হইতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু কি ছুঃখের বিষয় আমার জীবাত্মা

নাশ্রয় পরিপূর্ণ হওয়াও ব্রহ্মতেজে অসম্পন্ন

এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তির শ্রায় প্রতিভাত হইতেছে

তবে কি আমি পরমহংস এবং ভগবানের প্রিয়

ভাগবতধর্ম্ম বিশেষরূপে নিক্রপণ করি নাই

বলিয়া কি আমার এরূপ হইতেছে।

যখন ব্যাস এইরূপ কাতরোক্তি করিতেছিলেন

তখন নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার

শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন

আপনি সর্বা ধর্ম্ম অবগত হইয়াও এরূপ

করিতেছেন কেন ? তৎপরে নারদ বলিলেন :—

ভবতাহুদিত প্রায়ম্ বশো ভগবতোহমগম্ ॥

যে নৈবাসী ন তুভ্যেত মন্ত্রে তদর্শনম্ খিলম্ ॥

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্ণ্যাহুর্কীর্তিতাঃ ।

ন তথা বাহুদেবশ্চ মহিমাহুর্নববিতঃ ॥

ন যদ্বচশ্চিত্রপদম্ হরের্বশৌ ।

জগৎ পবিত্রম্ প্রগুণীত কর্হিচিং ।

তদ্বায়সম্ তীর্থসুশস্তি মানসা ।

ন যত্র হংসা নিরমন্ত্য শিকক্ষয়াঃ ॥

তদ্বাধিসর্গো জনতামবিপ্রবো

যশ্মিন্ প্রতিলোকমবদ্বতাপি ।

নামাত্মনস্তথ যশোহকিতানি যৎ ॥

শৃন্তুস্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাদবঃ ॥

নৈকধর্ম্যামপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্

ন শোভতে জ্ঞানমলম্ নিরঞ্জনম্ ।

কুতঃ পুনঃ শব্দভদ্রবীথয়ে

ন চার্চিতম্ কর্ম যদপ্য কারণম্ ॥

অথো মহাভাগ ভবান মোঘদৃক্

শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ ।

উদ্ধৃক্শমশ্রাখিল বন্ধমুক্তয়ে

সমাধিনাহুস্বর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥

ততোহস্তথা কিঞ্চন যদ্বিবকতঃ

পৃথগ্ দৃশস্তৎ কৃতক্লপনামতিঃ ।

ন কর্হিচিং কাপি চ দ্রুংস্থিতা মতিঃ

লভেত বাতাহতনৌরিবাপদম্ ॥

অর্থাৎ ভগবানের নির্মল যশ সবিস্তর বর্ণন

নাই। যে ধর্মজ্ঞানদ্বারা ভগবানের তুষ্টি

য় সে জ্ঞানকে আমি যথেষ্ট বিবেচনা করি

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি ধর্মার্থাদি যাহা

নি করিয়াছ তাহাতে বাহুদেবের মহিমা

ত হয় নাই। রাজহংসগণ যেরূপ মানসরো-

বিহার করে সেইরূপ পরমহংসগণ ব্রহ্ম-

র্থে বিহার করিয়া থাকেন, তাহার কখনও

কর্ত্তার্থে আনন্দ পান না। যে বাক্যে হরির

কীর্তন হয় না তাহা মনোহর পদবিজ্ঞাস-

ইহঁদের কাকতীর্থবৎ বসিয়া জানিবেন।

উহাতে কেবল স্বকাম নীচাশয় ব্যক্তিরাও অহ-
রাগপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। যে গ্রন্থে প্রত্যেক
শ্লোকই ভগবানের নাম কীর্তন হইয়া থাকে
তাহাতে উত্তম শব্দবিজ্ঞাস না থাকিলেও তাহা
জনগণের পাপ নাশ করিতে সমর্থ। সাধু
ব্যক্তিরাই সর্বদা ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন
করিয়া থাকেন। ভগবান ভাববর্জিত উপাধি-
শূন্য অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান, যখন শোভা পায় না
তখন দ্রুংরূপ কাম্যকর্ম কিবা অকাম্য কর্ম,
ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কি প্রকারে শোভা
পাইবে? হে মহাভাগ! তুমি যথার্থদর্শী,
বিশুদ্ধ যশস্বী, সত্যরত এবং ব্রতসম্পন্ন, ভববন্ধন
মুক্তির অস্ত্রে সমাধিদ্বারা তুমি ভগবানের লীলা
শ্রবণ করিয়া বর্ণনা কর। যেরূপ বাতাহত-
নৌকা কখন স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ
অন্ত কোন বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে তত্ত্ব
বিষয়ের দ্বাৰা তোমার বুদ্ধি কখন স্থির
থাকিবে না।

নারদ ঋষি বিবিধ উপবেশ দিয়া গমন
করিলে পর বেদব্যাস সরস্বতীর পশ্চিমতীরে
শম্যাগ্রাসনামত আশ্রমে ভগবৎ চিন্তার মগ্ন
হইলেন :—

ব্রহ্মনদ্যাম্ সরস্বত্যাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে ।

শম্যাগ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষিণাম্ সরস্বতীনঃ ॥

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদদ্রীষণ্ডমণ্ডিতে ।

আসীনোহপ উপপ্লুশ্চ প্রণিদধৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥

ভক্তিব্যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহম্বে ।

অপশ্রুৎ পুরুষং পূর্ণম্ সায়াক্ষ তদপাশ্রয়ম্ ॥

যয়া সম্বোহিতো জীব আয়ানম্ ত্রিগুণায়কম্ ।

পরোহপি মমুত্তেহনর্থং তৎকৃতকাভিপদ্যতে ॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিব্যোগমধোক্জে ।

লোকস্বাভানতো বিদ্বাংশ্চক্রে স্বসাত্ত্বতসংহিতাম্ ॥

যস্তাং বৈ শ্রয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমশুক্রে ।

ভক্তিক্লেশপদ্যতে পুংসঃ শৌকমোহভয়াপহা ॥

স সংহিতাং ভাগবতীম্ কৃতাং ক্রমাচাশ্রয়জম্।

ভক্তমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতম্ মুনিঃ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মনন্দী সরস্বতীর পশ্চিমতটে ঋষি-
দিগের যজ্ঞবল্কন সম্যাপ্রাস নামে আশ্রম ছিল।
বদরীসমাকীর্ণ সেই আশ্রমে বেদব্যাস তথায়
উপবেশন করিয়া আচমনপূর্বক ঈশ্বরচিন্তায়
নিমগ্ন হইলেন। ভক্তিযোগদ্বারা তাহার
অন্তঃকরণ নিশ্চল হওয়াতে তিনি পূর্ণ পুরুষ
এবং তদাশ্রিতা মায়াকেও দেখিতে পাইলেন।
ঐ মায়াদ্বারাই মুগ্ধ হইয়া জীব আপনাকে
ত্রিগুণাত্মকজ্ঞান করে এবং কর্তৃত্বাদি অভি-
মানে অভিমানী হয়। তিনি আরও দেখিতে
পাইলেন যে ভক্তিযোগদ্বারাই সাংসারিক অন-
র্থের উপশান্তি হয়। তৎপরে তিনি অজ্ঞানী
লোকের উপকারার্থ ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন কবি-
লেন। এই ভাগবতগ্রন্থ শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ
শোক মোহ এবং ভয়নাশিনীভক্তির উদয় হয়।
তিনি ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এবং শোধান
করিয়া প্রথমতঃ নিবৃত্তিনিরত স্বীয় পুত্র
ভক্তদেবকে পাঠ করাইয়াছিলেন।

এতদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ব্যাস মুমুক্শু
ব্যক্তির উপকারার্থই ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া
ছিলেন সুতরাং এক্ষণে যে তিনি কোন
অশ্লীল ভাব নিবদ্ধ করিবেন এক্ষণে বিবেচনা
করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে
দশমস্কন্ধে ১ম অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

নিবৃত্ততর্ষেষ্ণুগণীরমানা-

স্তবৌষধাচ্ছোত্রমনোহিতিরামাং।

ক উত্তমঃ শ্লোক গুণানুবাদঃ

পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুগ্নাং ॥

অর্থাৎ যাহাকে মুমুক্শু ব্যক্তিগণও কীর্জন
করিয়া থাকে, যিনি ভবব্যাপির ঔষধরূপ, যিনি
শ্রোত্র এবং মনের আনন্দদান করিয়া থাকেন,
আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় ব্যক্তি ব্যতীত কে সেই

পুণ্যশ্লোক হইতে বিরত হইতে পারে। সুতরাং
ব্যাস তাঁহার আদর্শপুরুষকে যে কামুক বলিয়া
বর্ণনা করিবেন কিম্বা নিজের সংসারের কোন
বস্তুর্তে স্বখ না পাইয়া সামান্য বিহারাদি বর্ণনে
আনন্দ উপভোগ করিবেন ইহা কখনই সম্ভবপর
নহে। বস্তুর্তে শ্রীমদ্ভাগবত একখানি যোগগ্রন্থ,
ইহাতে কামের গন্ধমাত্র নাই। অধুনা স্বদেশ-
হিতৈষী ব্যক্তিগণ নানাবিধ যুক্তি ও তর্কের
দ্বারা কৃষ্ণচরিত্র সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু
যদি তাহারা কৃষ্ণচরিত্রের মূলতত্ত্বজিজ্ঞাসা
হয়েন তাহাহইলে তাহাদের প্রথমতঃ যোগ
অভ্যাস করা কর্তব্য। যাহারা ইন্দ্রিয় সংযম
করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন কবিয়াছেন তাহারা
ব্যতীত অন্য কেহ কৃষ্ণলীলার গুঢ়রহস্য অবগত
হইতে পারেন নাই। অধুনা যোগাচার্য্য বিরল
সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যও বিরল। তাহা-
হইলেও অধ্যবসায় থাকিলে এ বিষয়ে কাহার
বিফলমনোরথ হইতে হয় না। আমি স্বীয় গুঢ়
নিকট কৃষ্ণলীলার যেকুণ উপদেশ পাইবাহি
এস্থলে তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব, কিয়
হিন্দু-পত্রিকার কলেবর ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাতে
শ্রীমদ্ভাগবতের বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে, এক্ষণে
এই পত্রিকায় সংক্ষেপভাবে ভগবানের লীলা
ব্যাখ্যা করিয়া সময়ান্তরে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা
করিবার ইচ্ছা রাখিল।

ব্রহ্মের চারিটা অবস্থা যথা—তুরীয়, সুষুপ্ত
স্বপ্ন ও জাগ্রত। তুরীয় অবস্থায় বাহুদেব আত্মা
সুষুপ্ত অবস্থায় সংকর্ষণ আত্মা, স্বপ্ন অবস্থায়
প্রহ্লাদ আত্মা, জাগ্রত অবস্থায় অহরুদ্ধ আত্মা।
রামায়ণের যেকুণ রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন,
সেকুণ শ্রীমদ্ভাগবতে বাহুদেব, সংকর্ষণ, প্রহ্লাদ
ও অহরুদ্ধ। মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই চারিটা
অবস্থার যে ব্যাখ্যা আছে তাহা পাঠকের জান
উচিত।

ওমিত্যে তদক্ষরমিদং সর্বং ততোপবাখ্যা-
নম্ ভূতং ভবন্তবিষাদিতি সর্বমোক্ষার এব ।
যজ্ঞাত্ত্রিকালাতীতং তদপ্যোক্ষার এব ॥ ১ ॥
সর্বং হৃদব্রক্ষয়মাখ্যা ব্রক্ষসোহয়মাখ্যা চতুষ্পাৎ ॥
২ ॥ জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজঃ সপ্তাঙ্গ
একোনবিশতিমুখঃ স্থূলভূগ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ
দঃ ॥ ৩ ॥ স্বপ্নস্থানোহস্তং প্রজঃ সপ্তাঙ্গ
কানবিশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভূক্ তৈজসো
তীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥ যত্র স্থপ্তো ন কখন কামং
ময়তে ন কখন স্বপ্নং পশুতি তৎ স্থপ্তস্থান
দীভূতঃ প্রজাবন এবানন্দময়ো হানন্দভূক্
তামুখঃ প্রাজ্ঞতৃতীয়পাদঃ ॥ ৫ ॥ এব সর্বে-
। এব সর্বিজ্ঞ এবোহস্তর্যামোষ যোনিঃ সর্বস্ত
চবাপ্যয়ো হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥ নাস্তঃ প্রজঃ
বহিঃ প্রজঃ লোভরতঃ প্রজঃ ন প্রজ্ঞান ঘনং
প্রজঃ নাপ্রজন্ম । অদৃষ্ট ব্যবহার্য্যগ্রাহ্যম-
রণমচিস্তামব্যপদেস্ত যেকাখ্যা প্রত্যয়সারং
পঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্ত্রস্তে
আখ্যা স বিজ্ঞেরঃ ॥ ৭ ॥ সোহয়মাখ্যাধ্যক্ষর-
। ষ্কারোহধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা
ফার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥ জাগরিত-
নো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমমাত্রাপ্তেরাদি-
দ্বাধাপ্রোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাদিচ্চ
তি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥ স্বপ্নস্থানতৈজস
কারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাজ্জয়ত্বাধোৎ-
র্থতি হ বৈ জ্ঞানসম্বতিং সমানচ্চ ভবতি নাস্তা
ক্ষবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥
স্থপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞা মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতে-
ণীতের্ক্যামিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিচ্চ
বতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥ অমাত্রচ্চতুর্থেহিব্যব-
। র্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত এবমোক্ষার
মাত্রৈবসংবিশত্যাখ্যানান্নানং য এবং বেদ য
ং বেদ ॥ ১২ ॥

উপনিষদুক্ত ব্যাখ্যাবারা প্রতীয়মান হইবে

যে, ব্রহ্ম জাগ্রত অবস্থায় যাহাকে বৈশ্বানর
বলে ঐ অবস্থায় বাহ্যবিষয়ের ভোগ হয়, দ্বিতীয়
বা তৈজস বা স্বপ্ন অবস্থায় বাহ্যবস্তুর সহিত
কোন সঞ্চ নাহি কিন্তু পূর্ব স্মৃতিহেতু বাহ্য-
বিষয় অন্তঃকরণের বিষয় হওয়ায় ভোগ হইয়া
থাকে, তৃতীয় স্থপ্ত বা প্রজ্ঞা অবস্থায় অন্ত-
বাহ্য কোন প্রকার ভোগ হয় না কিন্তু তখনও
স্থপ্ত অস্তে স্থপ্তি যে হইয়াছিল এই জ্ঞান
থাকে, চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাই ব্রহ্মের স্বরূপ
অবস্থা এই অবস্থায় কাহারও সহিত কাহারও
সঞ্চ থাকে না ।

শ্রীকৃষ্ণ বাহুদেবাখ্য পরব্রহ্ম । ইহার জন্ম
কর্ম দিবা । গীতায় উক্ত হইয়াছে জন্ম কর্ম
চ মে দিবামিথং যো বেত্তি তত্ততঃ । তাক্সা
দেহম্ পুনর্জন্মনৈতি মামেতি শোহর্জুন ॥
আমার দিবা জন্ম ও কর্ম যিনি অবগত হইয়া-
ছেন তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম
গ্রহণ করেন না, আমাকে প্রাপ্ত হন ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে বাহুদেব তাঁহার
স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন :—যে আপ-
নাব আবার জন্ম কি ? আপনি যখন অন্ত-
র্যামীভাবে সকল বস্তুতেই আছেন তখন
দেবকীগর্ভে আপনার প্রবেশ কিরূপ হইবে ?
দেবকী বলিতেছেন :—

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনোনিশাশ্চে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্ ।
বিভর্তি সোহয়ং মম গর্ভ গোহত্ব-
দধো নুলোকস্ত বিভ্রমং হি তৎ ॥

অর্থাৎ প্রলয়ের অবসানে যখন আপনি
স্বীয় দেহে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন, তখন
তথায় কোন বস্তুই স্থান সঙ্কোচ হয় না
অর্থাৎ আপনি তাবৎ বিশ্বাপেক্ষাও বৃহত্তর
সেই আপনি যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি-
লেন মাহুদেব ইহা শুনিবে হাসিবে ।

বস্তুতঃ ভগবানের লীলার গুটমর্ম অবগত না হইতে পারিলে কেবল সাংসারিকভাবে উচ্চ দৃষ্টি করিলে হস্ত উদ্দীপন হওয়ারই সম্ভাবনা। বানরগণে জলে শিলা ভাসাইয়া সেতু বান্ধিয়াছিল। রামচন্দ্রে দশমুখো কুড়ি চোখো একটা রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি রামলীলার ঘটনা গুলিও যেরূপ হস্ত উদ্দীপক তদ্রূপ শিশু কৃষ্ণ ও পুতনাদি বধ করিয়াছিলেন বালক কৃষ্ণ অসংখ্য গোপিনীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণলীলার এই সব বৃত্তান্ত ও অজ্ঞানীর নিকট তদ্রূপ হস্ত উদ্দীপক। বস্তুতঃ আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে ব্যাস বাম্বিকী প্রভৃতি মহর্ষিগণ গজ্ঞক সেবন করিতেন না এবং তাহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ স্থানই যখন সংসারীর চক্ষুতে ও রমণীয় ও যুক্তিকর তখন তাহারা গ্রন্থের কোন কোন স্থানে এইরূপ অধৌক্তিক অসম্ভব

ঘটনাসমূহ কেন সন্নিবেশিত করিলেন? বস্তুতঃ বুঝিতে পারিলে তাহাদের গ্রন্থের কোন অংশই অসম্ভব বা অধৌক্তিক নহে।

হৃদয়ের যে সাত্বিকভাব তাহাকে বস্তুদেব কহে। হৃদয়ের সাত্বিকভাব হইলেই তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেই মহাদেব পার্শ্বতীকে বলিতেছেন :—

স্বস্তং বিগুহ্যং বস্তুদেব শব্দিতং, যদীয়তে তত্র পুমান্ অপারুতঃ। সৰ্ব্বৈ চ তস্মিন্ ভগবান্ বাস্তুদেবো, হৃদোক্ষং মে মনসা বিধীয়তে।

৩র্থ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়।

বিগুহ্যং সৰ্বগুণকে বস্তুদেব বলে, অপারুত পুরুষ তাহাতেই প্রকাশিত হয়েন। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপাধিষ্ঠিত সেই বাস্তুদেবকে আগি মনের দ্বারা সত্যত অর্জন করিয়া থাকি।

ক্রমশঃ—

উপায় কি নাই?—আছে।

ব্রহ্মচারী আশ্রম।

হিন্দু-পত্রিকার গতসংখ্যায় “উপায় কি নাই?—আছে” শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রহ্মচারী আশ্রমই ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্গতি বিমোচনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাঠকগণ ঐ প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাহাদের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় আমাকে জানাইলে অত্যন্ত অমুগ্ধীত হইব। হিন্দু-পত্রিকার প্রত্যেক পাঠককে স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া উক্ত প্রবন্ধের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য, এজন্য পুনর্বার তাহাদিগের সকলের নিকট করপুটে প্রার্থনা করি যেন তাহারা প্রবন্ধটি পাঠ কবিয়া তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে

বিস্মৃত হয়েন না। হিন্দু-পত্রিকার অনেক পাঠক প্রস্তাবিত ব্রহ্মচারী আশ্রম সম্বন্ধে করিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন, ঐ সমুদায় পত্র এবং ইতিমধ্যে অজ্ঞাত যে সমুদায় পত্র প্রাপ্ত হই তাহা হিন্দু-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

চাই ব্রহ্মচারী আশ্রম দিউন বা অজ্ঞ নাম দ্বারা অভিহিত করুন, দেশের মঙ্গলসাধনার্থে কতকগুলি সংসারমুক্ত আর্থশূন্য জ্ঞানবিজ্ঞান বিভূষিত পরহিতরত সাধুপুরুষের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি লোক চাই যাহারা বৈষয়িকব্যাপারে বিবর্তন নহেন। যাহারা স্বীয় স্বীয় জীপুত্র দ্বারা

স্বজনকে প্রতিপালন করিতেই ব্যতিব্যস্ত, তাহার অদ্যকার বা আগামী কালের তুণ্য সংস্থানের জন্তই ব্যতিব্যস্ত এবং অনেক সময় ভয় ও চিন্তায় শিথিল হস্তপদ হইয়া নিরাশ-সাগরে মগ্ন, তাহার পরের ভাবনা কিরূপে ভাবিবে? তাহার নিজের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই দিন যায়, সে পরের ভাবনা কিপ্রকারে ভাবিবে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে এ সংসারে শতকরা নিরানব্বই জনই প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাপন্ন। সকলেই দিনরাত্রি স্বীয় স্বীয় ক্রীপুত্র কন্যার ভরণপোষণের জন্ত ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং তাহাদের দ্বারা সাধারণের বিশেষ হিতসাধন কখন সম্ভবপর নহে। এক-শতের মধ্যে একজনের হয় ত একরূপ চিন্তা নাই এবং তিনি ঈশ্বরানুগ্রহে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন, কিন্তু হয তাহার পরোপকার করার প্রবৃত্তি নাই, কিম্বা যদি পরোপকার করার প্রবৃত্তিও থাকে, তাহাহইলে কি করিলে সাধারণ উপকার করিতে পারেন, তাহা তিনি দ্রষ্টা নহেন। সমাজে সকলের দৃষ্টিই যদি কেবল স্বীয় স্বীয় হিতে নিবদ্ধ থাকে, তাহাহইলে সমাজ অধোপাতে যায়। গ্রামে কোন এক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে, সকলেই নিজ নিজ বাড়ি রক্ষার জন্ত ব্যস্ত থাকে, অনেক সময় ঐরূপ না করিয়াও পারে না। প্রথম দিকটিকে অগ্নিনির্বাপিত না হওয়ার, উহার ক্ষয়ক্ষতি তাবৎ বাড়ি দখল করিয়া ফেলে। এমতাবস্থায় বাহাদের নিজের গৃহ নাই, যদি এমন

কতকগুলি লোক গ্রামে থাকেন, এবং যদি তাহার পরোপকারত্রে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে গ্রামটি অনায়াসে রক্ষা পায়। অনেকসময় বেতনভোগী লোকদ্বারা এই সমুদায় কার্য হইতে পারে, কিন্তু কার্য-বিশেষে বেতনভোগী লোকের দ্বারা সাধারণের অমঙ্গল নিবারিত বা মঙ্গলসাধিত হয় না, এবং অনন্তর সাধারণের অহিতে ব্যক্তিগত অহিতও সম্ভব হইতে পারে।

দেশের মধ্যে যে স্বার্থত্যাগীলোকের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা সকলেই অনায়াসে স্বদয়নয়ন করিতে পারেন। গৃহস্থ যতই স্বার্থশূন্য হউন, না কেন, তিনি একেবারে স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না, শাস্ত্রও তাহাকে একেবারে স্বার্থত্যাগ করিতে বলে না। কিন্তু স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি সমাজে না থাকিলেও সমাজ চলে না। এইজন্যই ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, তিষ্ঠুআদি আশ্রমের ব্যবস্থা। আর্থিক-ব্যয়গত তাহাদের সমুদায় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরোপকার ত্রে নিরত থাকিতেন। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানে তাহার সমবেত হইয়া মানবের মঙ্গলচিন্তা করিতেন। এক আয়ুর্কর্মেদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। সমগ্র ভারতবর্ষের ও মধ্য আসিয়ার তাবৎ বৃক্ষালতারির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া মানবও পশুদির রোগোপশমার্থে তাহার সহস্র সহস্র ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাহার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যে সমুদায় ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপ

আমেরিকার চিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতগণ তাহা
জ্ঞানও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।
আয়র্ক্বেদের ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া;—
Dr G. C. Castleman of Kansas city,
Missouri, U. S. America, আমার পরম-
বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নকে লিখিয়া-
ছিলেন;—“In addition to this, I wish to
say that I was not only greatly pleased
but greatly astonished, to find that
the ancient Hindu physicians and
authors were well acquainted with
facts, scientific facts, medicines and
theories, that we in the west have only
just within the last fifty, forty, thirty,
twenty or even ten years discovered.”
উহার মর্ম্ম এই যে আমরা যে সমুদায় বৈজ্ঞা-
নিকতত্ত্ব ও ঔষধাদি গত ৫০ হইতে দশ বৎসরের
মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছি, প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসা-
বিৎ পণ্ডিতেরা তাহা উত্তমরূপে জানিতেন”
কিন্তু ভারতবর্ষে মানব মঙ্গলদায়িনী চিকিৎসা-
বিদ্যায় যে এত উন্নতি হইয়াছিল, সে কেবল
সেই আর্য্য-ঋষিগণের দৃঢ়লোকহিতব্রতের জন্ত।
তাহারা দেশদেশান্তর গমন করিয়া বিবিধরোগ
উপশমার্থ মানাবিধ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া
গিয়াছেন। তাহারা সকলেই যদি আধুনিক
হিন্দু-চিকিৎসকদিগের জায় অর্থোপার্জন করিয়া
নিজের পরিবার প্রীতিপালন করাতোই বিব্রত
ধাকিতেন, তাহা হইলে কখন জগতের এত

উপকার করিয়া যাইতে পারিতেন না, তাহা
হইলে ভারতবর্ষ কখনও চিকিৎসাবিদ্যায় এত-
দূর খ্যাতিলাভ করিতে পারিত না। তাহারা
স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই জাতীয়
জীবন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছিল।
কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে
চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাই
রহিয়া গিয়াছে। তৎপরে আর উন্নতি হয়
নাই। ভারতবর্ষ হইতে পরোপকার ব্রতের
সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিও অস্তিত্ব
হইয়াছে। ইদানীন্তন ভারতবর্ষে বৎসব বৎসব
মেডিকেল কলেজ হইতে অনেক চিকিৎসক
বিনির্গত হয়েন, কিন্তু সকলেই সংসারের ঘ্রাণ
যন্ত্রণার মধ্যে ধাকিয়া উদারামের জন্তই ব্যয়,
স্বতরাং কেহই নূতন ঔষধাদি আবিষ্কার করিতে
পারেন নাই। সকলেই অর্থ অর্থ করিয়া উন্নত,
কাহারও বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই।
ইহার মধ্যে যদি অল্পসংখ্যক লোকও চিকিৎসা-
বিজ্ঞানের উন্নতির জন্ত জীবন উৎসর্গ করিতেন,
ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বন করিয়া লোকহিতই জীবনের
ব্রত করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে
চিকিৎসাশাস্ত্রের পুনরুদ্ভাদয় পরিলক্ষিত হইত।
চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে যে কথা, অজ্ঞাত শাস্ত্র-
সম্বন্ধেও ঐ কথা। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে
যাহা হইয়াছিল, তাহাই রহিয়াছে, কোন
উন্নতি হয় নাই। সমাজের সকল লোকেই যে
অকৃতদার অবস্থায় ধাকিয়া জ্ঞানার্জন করিয়া
লোকহিতে ব্রতী থাকিবেন, ইহা কখনও হইতে

পারে না। তবে এল্প কতকগুলি লোক না থাকিলেও সমাজের কোনপ্রকার উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে না, তাহাও নিশ্চয়। এখনও সাধু সন্ন্যাসী আছেন, কিন্তু এখনকার সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রাচীনকালের সাধু সন্ন্যাসীদিগের হায় পরহিতে রত লোক অল্পই দেখা যায়। তাহারা দেহ উন্মাদিত করা, গঞ্জিকা সেবন করা, ঘারে ঘারে ভিক্ষা করাই সাধু-জীবনের চরম উদ্দেশ্য বিবেচনা করেন। তবে যে এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে লোক-হিতরত লোক একেবারে নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সমাজে বাহ্যতে যথার্থ সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সর্বভাৱে তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য। তাহারা সর্বভূতে আত্মা দৃষ্টি করেন, বাহ্যিক বদান্তশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম অবগত হইয়া লোক-হিতই জীবনের ব্রত করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যিক। নিষ্কামী অথচ কর্মী সন্ন্যাসী চাই। সন্ন্যাসী, অথচ সদাসর্বদাই কার্যে বিব্রত, এবং সেই কার্য কেবল লোকের উপকারের জন্য করিতেছেন, এমন কতকগুলি লোক চাই। তবেই ভারতের মঙ্গল, নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।

আমেরিকা ও ইউরোপীয় জাতিসমূহ আজ দিন অনেক বিষয়ে আমাদের আদর্শস্থল হই-
য়াছে। কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের প্রধান
ধর্ম বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের জীবনী পাঠ করুন,
ধর্মিণে যে তাহারা নামে না হউন, অনন্তঃ

কার্যে, সন্ন্যাসী। তাহারা যদি ধনলালসার
সংসারের গুণগোলের মধ্যে অবস্থিত থাকি-
তেন, তাহাহইলে ইউরোপ ও আমেরিকা
কখনও এত অভ্যাদয়ভাগী হইতে পারিত
না। একজনে খ্রীষ ভোগবিলাসের প্রতি
উদাসীন হইয়া আজীবন চিন্তা করিয়া
একটি নূতন কলের আবিষ্কার করিলেন, আর
অমনি তাহার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীরা সেই
নূতন আবিষ্কৃত কলের সাহায্যে দেশ ধনদ্বারা
প্লাবিত করিয়া ফেলিল। একজনের ত্যাগ
খ্রীকর দশজনের উপকার হইল। একজন ঐ-
ত্যাগ খ্রীকারে না করিলে, চিরকালই দেশ অধু-
ন্নত থাকিয়া যাইত। আজও সহস্র সহস্র Jesuit
Fathers প্রাচীন আর্থ-ঋষিগণের হায় খ্রী পুত্র
পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের ভোগবিলাস পরি-
ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবন
উৎসর্গ করিতেছেন, অসংখ্য বর্ষরজাতিদিগের
মধ্যে নীতি ও ধর্মপ্রচার করিতেছেন, আজও
ইউরোপে ও আমেরিকার কতশত ধনী লোকের
পুত্র কন্যাগণ অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া
সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু হায় ঋষি-
নিকেতন ভারতবর্ষে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ক্রমশঃ
বিয়ল হইতেছে, আর যাহারা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী
হইতেছেন, তাহারাও কুশিক্ষা, কুসঙ্গ এবং কু-
আদর্শে কেবল গঞ্জিকা সেবনই জীবনের চরম
উদ্দেশ্য করিয়া তুলিতেছেন। সুতরাং আমা-
দের দেশের উদ্দেশ্যবিহীন সাধুদিগের জীবনকে
পরোপকারের দিকে পরিচালিত করা এবং

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কর্মসিধ্যালী স্বজন করাই প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রদেশে প্রত্যেক গৃহস্থের এক একটি সন্তান সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্মাবলম্বন করিয়া স্বদেশের মঙ্গলসাধনাই জীবন অতিবাহিত করেন। ভারতবর্ষেও ঐরূপ হওয়া আবশ্যক। উত্তর, পশ্চিম, পঞ্জাব, মাদ্রাসাদিপ্রদেশে এইরূপ নিয়ম কতকপরিমাণে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজের বা পরের কোন-প্রকার কোন উপকার না করিয়া গঞ্জিকা সেবন করিয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। যাহাতে পরোপকারী সাধুব সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্তব্য।

ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন করিতেও কতকগুলি নিঃস্বার্থ ব্যক্তির এই বিবয় লইয়া ভারতবর্ষের বিবিধ স্থানে আন্দোলন করা আবশ্যক; সাধারণকে ব্রহ্মচারী আশ্রমের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক করা চাই। দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কেহ কাহাকেও সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না,

এবং হঠাৎ বিশ্বাস করাও উচিত নহে। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে থাকিলে যখন সাধারণে বৃদ্ধিতে পারিবে যে উদ্যোগকর্তাদিগের উদ্দেশ্য সৎ, তখন ক্রমে ক্রমে আশামুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই কার্য্যে বিশেষ অধ্যবসার চাই। উদ্যোগকর্তাদিগেরও ব্রহ্মচারী হওয়া আবশ্যক। যাহারা নিজেরা সংসারের বিলাসের মধ্যে থাকিয়া অপরকে ব্রহ্মচারীর জীবন অনুসরণ করিতে বলিবেন, তাহাদের কথা হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপনের জন্তই কতকগুলি ব্রহ্মচারীর আবশ্যক। বঙ্গদেশে কি এইরূপ একজন লোক নাই, যিনি স্বীয় অস্তিত্ব বিশ্বস্ত হইয়া ব্রহ্মচারী আশ্রম সংস্থাপনার্থেই স্বীয় মন প্রাণ উৎসর্গ করেন? নব্যশিক্ষিত গ্রাডুয়েট কিম্বা প্রাচীন শাস্ত্রাভিজ্ঞ এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে আমরা একজন একজন লোকও পাইব না? অতঃপর যে যাহাই বলুক আমার দৃঢ়বিশ্বাস আশ্রমের উদ্দেশ্য সর্বত্র প্রচারিত করিতে পারিবেই আমরা এইরূপ অনেক স্বার্থত্যাগী লোক পাইব। ইতিমধ্যেই আমি এইরূপ ভাবের ছই একখনি পত্র পাইতেছি।

ক্রমশঃ—

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনামুসারে বেঙ্গলীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, } ১৩০৩ সাল, } আষাঢ়, শ্রাবণ,
২য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, } ১৮১৮ শকাব্দা, } ভাদ্র ও আশ্বিন ।

পঞ্চদশী ।

(পূর্বপ্রকাশিতের ২২২ পৃষ্ঠার পর ।)

অভানে স্থলদেহস্থ স্বপ্নে যদানমাননঃ ।

সৌম্যমো ব্যতিরেকস্তদ্বান্বেতানবভাসনম্ ॥৩৮॥

তাৎপর্যার্থ। এক্ষণে কি প্রকার অদ্বয় ও ব্যতিরেক নামক অমুমানদ্বারা পঞ্চকোষের বিচার করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে ক্রুর সহিত অভিন্নরূপে জানা যায়, তাহাই কথিত হইতেছে। স্বপ্নাবস্থাতে অমুমানাদি পঞ্চকোষের সমষ্টিরূপ স্থূলশরীর বিষয়ক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তৎকালে স্বপ্নেব সাক্ষিস্বরূপ প্রকাশমান আত্মা অবস্থাই বিদ্যমান থাকেন।

লে স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় এবং সেই স্বপ্নকালীন জ্ঞানদ্বারা যে আত্মার বিদ্যাতার অমুমান হয় এস্থলে তাহাকেই অদ্বয়-অমুমান বলে এবং সেই স্বপ্নাবস্থায় আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও স্থূলশরীর বিষয়ক জ্ঞানের প্রাপ্যবৃত্ত আত্মার সহিত স্থূলদেহের এক-অভাবের অমুমানকে এই স্থলে ব্যতিরেক-অমুমান বলে। এইক্ষণ উক্তপ্রকার উভয় মানদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদ্যপি পঞ্চকোষাত্মক স্থূলশরীর হইতে আত্মা বিদ্যমান। আত্মার সহিত স্থূলশরীরের কোনরূপ বিভাব নাই ॥ ৩৮ ॥

অভানে সুযুপ্তৌ ভাদ্রাঙ্গনোঃ ভানমদ্বয়ঃ ।

ভিরেকস্ত তদ্বান্বে লিঙ্গভানমুচ্যতে ॥৩৯॥

তাৎপর্যার্থ। অদ্বয় ও ব্যতিরেকগর্ভ অমু-

মানদ্বারা স্থূলদেহের অনায়াগতত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ উক্তপ্রকারে লিঙ্গশরীরের অনায়াগতত্ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। সুযুপ্তি অবস্থাতে লিঙ্গশরীর বিষয়জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুযুপ্তির সাক্ষীস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মার বিদ্যমানতা থাকে, এইপ্রকার আত্মার বিদ্যমানতার জ্ঞানকে সুযুপ্তিকালীন অদ্বয় বলে। এই অদ্বয়ামুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনায়াগতত্ত্ব অমুমানিত হইলে এবং সুযুপ্তি অবস্থাতে আত্মার বিদ্যমানতা সর্বত্র লিঙ্গশরীরের অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে, এই অভাবকে ব্যতিবেক বলা যায়। এই ব্যতিরেকী অমুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনায়াগতত্ত্ব প্রতীয়মান হইল। অতএব এই উভয়প্রকার অমুমানদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন পূর্বে স্থূলশরীর হইতে আত্মার পার্থক্য প্রতীত হইয়াছে সেইপ্রকার লিঙ্গশরীর হইতেও আত্মা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইল ॥ ৩৯ ॥

তদ্বিবেকাদ্ বিবিক্তাঃ স্ত্র্যঃ কোষাঃ প্রাণ-মনোময়িঃ । তে হি যত্র গুণাবস্থানভেদমাত্মাৎ পৃথক্ কৃত্যঃ ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্যার্থ। পঞ্চকোষ বিচার আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গশরীর বিচারে যে প্রকরণ ভঙ্গদোষ হইল, এইক্ষণ সেই প্রকরণ ভঙ্গদোষের পরিদোষ কথিত হইতেছে। লিঙ্গশরীর বিচারেও পঞ্চকোষ বিচারের প্রসঙ্গ আছে। এই লিঙ্গশরীর

বিচারে লিঙ্গশরীরের অবয়বস্বরূপ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই কোষত্রয়েরও বিচার সিদ্ধ হয়, যেহেতু লিঙ্গশরীর উক্ত ত্রিবিধ কোষ হইতে পৃথক্ নহে। কেবল নামমাত্রের বিভিন্নতা আছে, অতএব প্রকরণ ভঙ্গদোষ হইয়াছে বলিয়া যে সংশয় হইয়াছিল, সেই সংশয় এক্ষণে নিবারণিত হইল ॥ ৪০ ॥

সুসুপ্ত্যভানে ভানিত সমাধি বায়ুনোহধঃ ।

ব্যতিরেকস্বাভানে সুসুপ্ত্য নবভাসনম্ ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্যার্থ । কি উপায়ে আনন্দময় কোষ-রূপ কাবণ শরীরের বিচার করিতে হয়, এই শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইবে। যে সময়ে সমাধি হয়, সেই সময়ে আনন্দময় কোষস্বরূপ কারণ শরীরের জ্ঞান থাকে না, তথাপি সেই সমাধি অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা বিদ্যমান থাকেন। এই অবস্থার সমকালীন আত্মার বিদ্যমানতাই অময় বলা যায়। এই সমাধি অবস্থার আত্মার বিদ্যমানতাসঙ্গে অপরাহুমান বলে কারণ শরীরের অহুমান হয়, আত্মার বিদ্যমানতাবস্থায় কারণ শরীর বিষয়ক জ্ঞানের অভাবকে এই স্থলে ব্যতিরেকী অহুমান বলা যায়। উক্তরূপ ব্যক্তিবৈক্যাহুমানদ্বারা কারণ শরীরের অভাব জ্ঞানাহুমান প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

যথামুক্তাদিযীকৈবমায়ায়ুক্ত্য সমুজ্জ্বলঃ ।

শরীর ত্রিতয়াকীরৈঃ পরংব্রহ্মৈব জায়তে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্যার্থ । অমর ও ব্যতিরেকাহুমানদ্বারা অমরময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ কৃত আত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এই বিষয়ে কণ্ঠশ্রুতির মত ব্যক্ত হইতেছে। যেমন মুক্তানামক (শর) তুণেব মধ্যগত কোমলপত্র গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার আবরণগত হইতে পৃথক্ করিয়া সেই গুৰ্ভস্থ মূল লইতে হয়, সেইরূপ অমর ও ব্যতিরেকগুৰ্ভ অহুমানদ্বারা বিচারপূৰ্ব্বক আত্মার

আবরকস্বরূপ পঞ্চকোষময় দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ করিয়া উদ্ধৃত করিলে আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদরূপে সেই সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ পঞ্চব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। তখন আশরীবেব সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না সুতরাং আত্মার আর ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন বাধা থাকে না ॥ ৪২ ॥

পরাপবায়ুনোবেব যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা ।

তত্ত্বনস্তাদি বার্ক্যৈঃ সা ভাণন্ত্যাগেন লক্ষ্যতে ॥

তাৎপর্যার্থ । যে যুক্তিদ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য নিকূপিত হইয়াছে, বাক্যমাত্রায়ে “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যে সেই দুই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তৎশব্দবাচ্যাত্মা বিশিষ্ট পঞ্চব্রহ্ম এবং তৎশব্দ প্রতিপাদ্য আত্মা উপাধিবিশিষ্ট জীব; এই উভয়ের মায়া ও অনিষ্ট এই উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে, কেনন ঐ ও ব্রহ্মের চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট অংশ নষ্ট হয়, তখন আর উভয়ের কোন পার্থক্য হয় না ॥ ৪৩ ॥

জগতো যত্পাদানাম্ মাগামাদায় তামদীপ্য

নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বং তামুচ্যতে ব্রহ্মতল্লিঙ্গম্ ॥

তাৎপর্যার্থ । যে সকল কারণে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকলের উপাদান কারণ রূপে শুণ প্রদান এবং ঐ জগদ্ব্যপ্তির নিমিত্তক বৈ মায়া তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বশুণপ্রদান। যুক্তা মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট যে পঞ্চব্রহ্ম বিধি তৎশব্দে প্রত্যাগত। “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অবয়বীভূত যে তৎপদ তাহারই সেই পরব্রহ্মের অর্থবোধ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্মাদিদুর্ভিতাম্ ।
আদত্তে তৎ পরংব্রহ্ম ত্বং পদেন তদোচ্যতে ॥
তাৎপর্যার্থ । যখন যে অবস্থাতে ঐ পরংব্রহ্ম রজঃ ও তমোগুণমিশ্রণে মলিন সত্ত্ব প্রদান কামকর্মাদিদ্বারা দূষিত মায়ারূপে

কে আশ্রয় করেন, তখন পরব্রহ্মকে তৎপদের
চা বলা যায় না। মায়াবচ্ছিন্ন আত্মা যখন
গমনার বশীভূত হইয়া নিয়ত, কৰ্ম্মে আবদ্ধ
কেন, তখনই সেই আত্মার প্রতি “তৎ”
ই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

দ্বিতরীমপি তাং মুক্তা পরম্পরবিরোধিনীম্ ।
মাদন্তে সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্যার্থ। পূৰ্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে “তৎ ও
” শব্দের অর্থ, প্রতিপন্ন হইয়াছে এই শ্লোকে
“তৎ, তৎ ও অসি” এই পদত্রয় সমবেত হইয়া
“তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্য হইয়াছে, এইক্ষেণে
ই মহাবাক্যের তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে। তমো-
প্রাধান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাধান ও মলিন
গুণ প্রাধান, এই তিনপ্রকার বিভক্ত ও
স্পন্দন বিরোধী মায়া কে পরিচয়পূৰ্ব্বক জীব
ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ নিত্যজ্ঞান ও নিত্য
নন্দস্বরূপ অথও চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। অতএব,
“তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্য সেই সচ্চিদানন্দ
দ্বিতীয় পরাংপর পরব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়।
যদি ভাগ্যতাগ লক্ষণদ্বারা “তত্ত্বমসি” এই
বাক্যের উক্তরূপ অর্থ সঙ্গত হইল ॥ ৪৬ ॥

সৌহৃদ্যমিত্যাदि বাক্যেষ্ণু বিরোধাত্তদি-
শাঃ । ত্যাগেন ভাগ্যোরেক আশ্রয় লক্ষ্যতে
॥ ৪৭ ॥

মায়াবদ্যে বিহায়ৈব মুপদী পরজীবয়োঃ ।

তৎ সচ্চিদানন্দং পরব্রহ্মকৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্যার্থ। যেমন “সেই এই দেবদত্ত”
বাক্যের অন্তর্গত “সেই” শব্দে পূর্বকালে
যে দেবদত্ত তাহাকে বুঝাইতেছে, “এই”
শব্দে তাহাকে (দেবদত্তকে) দেখিতেছি
এই প্রতিপাদক। এইস্থলে যেমন পূর্বকাল
বোধক “সেই” ও এতৎকালবর্ত্তিত্বচক
“এই” অংশ পরিচয় করিলে কেবল দেবদত্ত
পূর্বোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য বা অর্থবোধ

হয়, সেইরূপ “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অন্ত-
র্গত “তৎ” শব্দের প্রতিপাদ্য মায়া উপাধিবিশিষ্ট
জীবের এবং “তৎ” পদের বাচ্য অবিদ্যা উপাধি-
বিশিষ্ট জীব, এই উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম
মায়া ও অবিদ্যা, এই বিশিষ্ট অংশ পরিচয়
করিলে অপবিচ্ছিন্ন নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দ-
স্বরূপ পরব্রহ্মই “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের
প্রতিপাদ্য হয়। মায়া ও অবিদ্যা, এই উভয়ই
ব্রহ্ম ও জীবকে পৃথক্ কবিয়া রাখিয়াছে, ঐ
মায়া এবং অবিদ্যার অবসান হইলেই জীব
ব্রহ্মের ঐক্যতাব সিদ্ধ হয়। ইহাই “তত্ত্বমসি”
এই মহাবাক্যের মর্ম্ম। জীব ও ব্রহ্মের মায়া ও
অবিদ্যা এই উপাধির বহীন একীভাববিশিষ্ট
অথও সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই “তত্ত্বমসি” এই
মহাবাক্যের লক্ষ্য ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সরল তাৎপর্য ব্যাখ্যা।

উপরোক্ত অমায়ুগী অহুমানের প্রকৃত তাৎ-
পর্য্য এই যে, কোন একটি পদার্থ প্রত্যক্ষ
করিয়া তাহার সহিত অল্প অপ্রত্যক্ষীভূত পদা-
র্থের সম্বন্ধ নির্ণয়পূর্ব্বক ঐ অপ্রত্যক্ষ পদার্থের
সত্তা অহুমানকে অমায়ুগী অহুমান কহে। আর
কোন একটি পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত অন্য পদা-
র্থের অভাব অহুমানকে ব্যতিরেকমুখী অহুমান
কহে। যথা স্বপ্নকালে আমি জাগবিত্ত নহি,
তৎকালে স্বপ্নদেহের সহিত আমার সম্বন্ধও নাই
অর্থাৎ নিদ্রা বা স্বপ্নকালে বাহ্যজগতের সহিত
আমার স্থল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া
রহিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমার চক্ষু মুদ্রিত
থাকে, বাস্তবিক আমি চক্ষুদ্বারা বাহ্যবস্তু কিছুই
দেখিতে পাই না, আমার কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া
স্থগিত থাকে, যেহেতু আমার নিদ্রাকালে
আমার সমুখে তোমরা কোন কথা কহিলে
তাহা আমি শুনিতে পাই না। আমার নাসিকা
বন্ধগ্রহণ, দ্বিধা বাদগ্রহণ, ইচ্ছা কোন বস্তু বাস্ত-

বিক স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না। ফলিতার্থ হুলদেহে হ্রিয় কোন ক্রিয়াই করে না, অথচ আমবা স্বপ্নে মনোমধ্যে দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করি অর্থাৎ স্বপ্নে আমরা নানা-বিধ বস্তু যেন চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি বর্ণদ্বারা শুনিতেছি, স্পর্শদ্বারা স্পৃহাঃ অনুভব করিতেছি, জিহ্বাদ্বারা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি, নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছি এইরূপ জ্ঞান হয় ও কর্মে হ্রিয়দ্বারাও কত কার্য্য করিতেছি ও কত সুখাদি অনুভব করিতেছি বোধ হয়। এস্থলে (স্বপ্নকালে) বাস্তবিক আমাদের শরীর বা ইন্দ্রিয় কোন কার্য্যই কবে না, অথচ মন স্বপ্ন ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে ঐ সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞান উপভোগ করে। এতাবতায় স্বপ্নকালে হুলদেহের ক্রিয়ার অভাব-প্রযুক্ত হুলদেহেও অভাব সাব্যস্ত হইতেছে। কিন্তু হুলদেহের অভাব হইলেও স্বপ্নকালে মনের স্বপ্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অভাব না হওয়ায় আত্মার অভাব হয় না। অতএব হুলদেহের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা হুলদেহ নহে, ইহা ব্যতিবেকমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। বুদ্ধি, মন ও স্বপ্ন ইন্দ্রিয় লিঙ্গদেহ হইতেছে, স্বপ্নকালে হুলদেহে ক্রিয়া ব্যতীতও বুদ্ধি মন ও স্বপ্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও জ্ঞান আছে সুতরাং লিঙ্গদেহও আছে। জ্ঞানানন্দই আত্মা, অতএব স্বপ্নকালে লিঙ্গদেহে স্বপ্ন ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমান থাকায় লিঙ্গদেহই আত্মা, অন্যমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে।

এরূপ স্মৃষ্টিকালে বুদ্ধি মন ও স্বপ্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও জ্ঞান থাকে না, কিন্তু স্মৃষ্টির অজ্ঞানতাবোধক একটা অস্পষ্ট স্মৃষ্টভূতি থাকে তাহা যে শ্লোক ব্যাখ্যাকালে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এতাবতায় স্মৃষ্টিকালে বুদ্ধি, মন ও স্বপ্ন ইন্দ্রিয়াদির অভাব হয় সুতরাং লিঙ্গদেহেরও

অভাব হয়, লিঙ্গদেহের অভাব হইলেও স্মৃষ্টিকালের জ্ঞানের অভাব বোধজনিত আশ্চর্য্য স্মৃষ্টভূতি থাকায় আত্মার অভাব হয় না। অতএব ঐ লিঙ্গদেহের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা যে লিঙ্গদেহ নহে ইহা ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে, কিন্তু অজ্ঞানতাবোধক অস্পষ্ট স্মৃষ্টভূতিই কারণশরীরের কার্য্য, যেহেতু অবিদ্যাশ্রিত মলিনত্ব সত্ত্বগুণই কারণশরীর। অবিদ্যার্থে অজ্ঞানতা, ঐ অজ্ঞান ছন্ন সত্ত্বগুণই মলিন, এইজন্য স্মৃষ্টিকালে অজ্ঞানতাদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় স্মৃষ্টও অস্পষ্ট ভূত হয়। পক্ষান্তরে দুঃখের অভাবই স্মৃষ্ট, স্মৃষ্টিকালে কোনপ্রকার দুঃখ না থাকায় আত্মা তৎকালে অবশ্যই সুখী মনে কবিত হইবে, তবে সেই বিমল সুখ, অজ্ঞান ও দুঃখের কারণস্বরূপ অবিদ্যা কর্তৃক আচ্ছন্ন থাকায় নিদ্রোথিত ব্যক্তির স্থিতিতে অস্পষ্ট (স্বপ্ন) অনুভূতমাত্র হয়, এতাবতায় কারণশরীরই যে আত্মা ইহা অন্যমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। নির্বিকল্প সমাধিকালে দেহ, ইন্দ্রিয়, মানসজ্ঞান না থাকায় ও অবিদ্যা দ্বীভূত হওয়ায় মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ত্রায় বিমল আভাজন জ্যোতি বিকাশিত হয় এবং বিমল আনন্দর আত্মার স্বরূপ বিকাশ হয়, তৎকালে অবিদ্যা ছন্ন কারণশরীরের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা কারণশরীর নহে, ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। কিন্তু সমাধিকালে বিমল আনন্দের উদয় হওয়ায় ঐ বিমল জ্ঞানানন্দই স্বরূপ আত্মা ইহা অন্যমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। ইতিপূর্বে হুলদেহের জাগরণ অবস্থার নিকট স্মৃষ্টি ও সমাধি উভয় তুল্য বর্ণিত হইয়াছে (১)। তবে ব্যক্তির স্মৃষ্টিকালের অজ্ঞান

আজ্ঞান আত্মজ্ঞান স্মৃতিপটে উদিত না হওয়ার ; সমাধিকালের অজ্ঞানবৃত্ত আত্মজ্ঞান যোগী-দগের স্মৃতিপটে উদিত হওয়ার কারণ এই পত্রিকার ২য় খণ্ড ৪৭৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিবেন। তদ্বারা কারণ-রীর হইতে আত্মা পৃথক্ অর্থাৎ কারণশরীর বা আত্মা নহে ইহা নির্ণীত হইবে।

যেমন মুক্তানামক ত্বণের মধ্যগত মূল বাহির হইতে হইলে উহার এক একটা স্তর ক্রমে ভেদ করিয়া মূল বাহির করিতে হয় সেইরূপ পণ্ডিতগণ যুক্তিদ্বারা ত্রিবিধদেহ বা পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া আত্মাকে বাহির করেন। এই মুক্তত্বণের ক্রমিকস্তর ভেদসম্বন্ধে উদালক স্মীয় পুত্র স্তেতকেতুকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে (২)। উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা পঞ্চকোষ হইতে উদ্ধৃত আত্মজ্ঞানকে পরোক্ষ আত্মজ্ঞান কহে, ঐ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এক্ষণে আত্মাই যে পরব্রহ্ম তাহা তত্ত্বমসি মহাবাক্য-দ্বারা প্রমাণিত হইবে :—তৎ+ত্বম্+অসি= সেই এই তুমি। তৎশব্দ মায়াবিষ্ট ব্রহ্ম ও ত্বং শব্দ অবিদ্যাশ্রিত জীবকে বুঝায়। পরব্রহ্ম মায়াবিষ্ট হইলে তৎশব্দ বাচক ঈশ্বর ও অবিদ্যা-শ্রিত হইলে ত্বম্ শব্দ বাচক জীব প্রতীপাদ্য হইবে, উক্তমায়্য ও অবিদ্যার ব্যাখ্যা এবং প্রকৃত তাৎপর্য্য পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে (৩)। মায়াই জগৎ কারণ, উহা দুইভাগে বিভক্ত যথা অবি-

ষ্ঠান বা উপাদান কারণ এবং কর্তৃ বা নিমিত্ত কারণ। এই গ্রন্থোক্ত ঐ দুইটি কারণীভূত মায়ার নাম যথাক্রমে তামসীমায়্যা ও বিস্কন্ধ সাত্বিক-মায়্যা। ব্রহ্ম, তামসী মায়্যাবিষ্ট হইয়া জগতের অধিষ্ঠানভূত উপাদান কারণে পরিণত হইবে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূত ক্রিত্যপ্তেজোমরুদ্যোম উপাদান কারণেভূত; উহাই জগতের আধার বা অধিষ্ঠান। ঐ উপাদান কারণ হইতে যে দৃশ্য স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে উহা তাঁহার বিরাট দেহস্বরূপ। আর পরব্রহ্ম শুদ্ধ সাত্বিক মায়্যাবিষ্ট হইয়া জ্ঞানময় জগৎকর্ত্তা স্বরূপ নিমিত্ত কারণে পরিণত হইবে। শুদ্ধ সবই যে চিদ্বিকাসিনীশক্তি তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৪)। ঐ নিমিত্ত কারণই জগতের জীবনস্বরূপ; উক্ত উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপ তামসী ও বিস্কন্ধ সাত্বিক মায়্যাবিষ্ট ব্রহ্মই তৎপদবাচক ঈশ্বর। উক্ত সাত্বিক মায়্যা রজঃ ও তমঃ গুণাশ্রিত হইলে উহাকে মলিন সব্ব কহে (৫) ঐ মলিন সব্বগুণই অবিদ্যা, ঐ অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীব, ঐ অবিদ্যার রজঃ, তমঃ গুণ থাকায় কামনা ও কৰ্ম্ম প্রভৃতি দোষই উহার (অবিদ্যার) ধর্ম্ম, এইজন্ত জীবও কাম-কৰ্ম্মাদিদোষিত, ঐ কামকৰ্ম্মাদিদোষিত মলিন সব্বগুণাশ্রিত ব্রহ্মই ত্বং শব্দবাচক জীব। উপরোক্ত তামসীমায়্যা, বিস্কন্ধ সাত্বিকমায়্যা এবং মলিন সাত্বিকমায়্যা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী; যেহেতু তমগুণ চৈতন্তের আবরক, তন্নিমিত্ত তমগুণোদ্ভূত মৃত্তিকাদি পদার্থে দৃশ্যতঃ চৈতন্তের বিকাশ নাই। বিস্কন্ধ সব্বগুণ চৈতন্তের বিকাশক, তন্নিমিত্ত ঐ বিস্কন্ধ সাত্বিকমায়্যা কর্তৃক অনন্ত জগতের সর্বসামঞ্জস্য রক্ষিত ও নিয়মমত যেখানে যেরূপ আবশ্যক তথায় সেইরূপ সম্পা-

তুল্য তাহা হিন্দু-পত্রিকার আমার কৃত পঞ্চদশী ব্যাখ্যা বিগত বর্ষের ২য় খণ্ড ৪৭৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) উক্ত মূলই আধুনিক পাক্ষাত্য বিজ্ঞানোক্ত প্রোটো-প্লাজম (Protoplasm) ২য় খণ্ড হিন্দুপত্রিকার ২১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) হিন্দুপত্রিকার ২য় খণ্ড ১২২ পৃষ্ঠা হইতে ১৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

(৪) ঐ পত্রিকার ১০১১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) ঐ পত্রিকার ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিত হইতেছে। এই অনন্ত জগতের মধ্যে নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম বা ভ্রমপ্রমাদ নাই। যে অনন্ত শক্তিধারা তায়, যুক্তিপ্ৰসূত সার্বভৌমিক ও সর্বমান্বলিক অনন্ত নিয়ম সুরক্ষিত তদনুযায়ী ভ্রমপ্রমাদশূন্য জাগতিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং যে শক্তি কাম কৰ্ম বিপাক প্রভৃতির অধীন নহে তাহাই নিমিত্ত বা কর্তৃকারণ। আর জীবের কার্য ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে এবং জীব কাম কৰ্ম বিপাক আশা প্রভৃতির অধীন, জীবের জ্ঞান মৃত্তিকা পর্বতাদির তায় একবারে আবরিত নহে এবং নিমিত্ত কারণরূপ ঈশ্বরের তায় সর্বজ্ঞও নহে। এইজন্ত উপরোক্তে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকমায়, তামসিকমায়, মলিন সাত্ত্বিকমায় (অবিদ্যা) পরস্পর বিরোধী, এই ত্রিবিধ মায় মুক্ত হইলে একই পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন; উহাই অনন্ত সচ্চিদানন্দ। মায়াবিষ্ট ঈশ্বর ও অবিদ্যাশ্রিত জীব এই দুইটি উপাধিমাত্র। উপাধি অন্তর্ভুক্ত হইলে প্রকৃত বস্তুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যেমন রামচন্দ্র একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তদধীনস্থ পূর্ববিভাগের সভাপতি, ঐ দুইটি পদ হইতে মুক্ত হইলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটও নহেন, সভাপতিও নহেন, কেবল রামচন্দ্রমাত্র থাকেন। তৎস্ব অর্থে সেই এই দুইটি নির্দিষ্ট উপাধিমাত্র, ঐ নির্দেশের অভাব হইলে মূল ব্যক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকে ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপরোক্ত ৪৭।৪৮ শ্লোকের অন্তর্বাদে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এইস্থলে আমাদের ত্রায়বিষয় কীট তार्কিকগণ এই তর্ক তুলিতে পারেন যে, রামচন্দ্র যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করেন তখন সেই একই সময়ে পূর্ববিভাগের সভাপতি কার্য কখনই করিতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর ও জীবের কার্য সেরূপ ভাবের নহে, জীবগণ যখন কার্য

করে তখন ঈশ্বরের কার্য স্থগিত থাকে না স্তরস্তর দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক বিষয়ের সর্বাবয়বে মিলন নাই, অতএব দৃষ্টান্ত দোষিত হইতেছে। ঐ আপত্তির খণ্ডনার্থে এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট হইবে যে অনন্ত বস্তুর সহিত সাস্তবস্তুর তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার সর্বাবয়বের দৃষ্টান্ত তিনি ভিন্ন অস্ত দৃষ্টান্ত নাই। তবে পার্থিব জীবের বুঝবার জন্ত নম্বর পার্থিব বিষয়ের সহিত তুলনা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এইজন্ত দৃষ্টান্ত একদেশব্যাপী হইবে। তবে এইরূপ বিবেচনা করিলে কথঞ্চিৎ মিল হইতে পারে যে ঈশ্বর কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন, অনন্ত নিয়ামকই ঈশ্বর বা অনন্ত নিয়ামিকাশক্তি ঐশ্বরীশক্তি। এস্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার শাসনাধীন বিভাগের মধ্যে যে সকল নিয়মাবধারণ করেন ঐ পূর্ববিভাগের সভাপতির কার্যও যদি সেই নিয়মাধীন হয় তবে ঐ পূর্ববিভাগের সহিত তাঁহার সমস্ত নিয়মানুমোদিত কার্য আবশ্যকমত এই সময় নির্বাহিত হইবার বাধা হয় না। এইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটের ও সভাপতির সাদৃশ্যিত্ব প্রামাণ্য দেহটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার নিয়মানুমোদিত ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করিলে উপরোক্ত আপত্তি সহজেই খণ্ডিত হইতে পারে, যাহা হউক বস্তুতর্ক করিয়া আর সময় হরণ করিবার আবশ্যক নাই। এক্ষেত্রে ঐ তত্ত্বমসি মহাবাক্যের লক্ষ্য কি তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকে কয়েকটি ব্যাখ্যা আবশ্যক।

সবিকল্পস্ত লক্ষ্যন্তে লক্ষ্যস্ত শ্রাদ্ধবস্ততা ।

নির্দিক্কল্পস্ত লক্ষ্যন্তং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্যার্থ। উপরোক্ত তত্ত্বমসি মহাবাক্য সগুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য বা নিগুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য? যদি সগুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য হয় তবে অসম্বস্তর উপর উহার লক্ষ্য হইতেছে যেহেতু নামরূপাদিশুণ্যবিশিষ্ট পদার্থ সং নহে। আর

যদি নিগুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য হয় তাহাইহলে নিত্য অনন্তব হইয়া পড়ে যেহেতু যে বস্তুর কোন গুণ নাই তাহার নামরূপাদি নির্দেশ নাই, অতএব যে বস্তুর কোন নির্দেশ নাই তাহার উপর কখন লক্ষ্য হইতে পারে না উহা অদৃষ্ট ও অসম্ভব ॥ ৪৯ ॥

বিকল্পে নির্বিকল্পস্ত সৰ্বিকল্পস্ত বা ভবেৎ ।

আদ্যে ব্যাহতিরত্নান নবস্থাশ্রয়াদয়ঃ ॥৫০॥

তাৎপর্যার্থ । পূর্বোক্ত সংশয়ের সিদ্ধান্ত নিকপিত হইতেছে । “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্য পূর্বোক্ত সোপাধি কি নিরূপাধিকপদার্থ কল্পিত হয়? যদি বল, নিরূপাধিকপদার্থে পূর্বোক্ত উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাইহতে পাবে না; যেহেতু নিরূপাধিকপদার্থে (পরব্রহ্মে) উপাধি কল্পনা করিলে তাহার নিরূপাধি থাকে না । আর যদি বল, সোপাধিকপদার্থে (জীবে) উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও অসম্ভব । কারণ, যে বস্তু স্বভাবতঃই সোপাধিক তাহার আর সোপাধিক কল্পনা কি? সুতরাং পূর্বপক্ষবাদী ও সিদ্ধান্তবাদী উভয়েরই তুল্য দোষ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৫০ ॥

ইদং গুণক্রিয়া জ্ঞাতি দ্ব্যবসম্বন্ধবস্তুঃ ।

সমন্তেন স্বরূপস্ত সৰ্বমেতদিতীয়াতাম্ ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্যার্থ । পূর্বে যে দোষের উল্লেখ হইল, এইরূপ দোষ সর্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে । গুণ, ক্রিয়া, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থেও উক্ত দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ গুণ সত্ত্বগুণপদার্থে থাকে কি নিগুণগুণপদার্থে থাকে? যদি বল, নিগুণগুণপদার্থে থাকে, এই কথা অগ্রাহ্য । কারণ নিগুণের যে গুণবস্তা, ইহা অসম্ভব এবং সত্ত্বগুণপদার্থে গুণের আরোপ করিলে পূর্ববৎ অনবস্থা দোষ হইয়া থাকে, এইরূপ ক্রিয়া, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতে উভয়দোষ সম্বন্ধেই হয় । অতএব পূর্বোক্ত-

দোষের পরিহার দৃষ্টি হইয়া উঠিল । এইরূপ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুর স্বরূপ বশতঃ গুণ, ক্রিয়া, জ্ঞাতি প্রভৃতি বর্তমান থাকে কিন্তু তাহাতে সত্ত্বগুণ, নিগুণ, উপাধি ও নিরূপাধি প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয় না ॥ ৫১ ॥

বিকল্প তদভাবাত্যামসংস্পৃষ্টাশ্রবস্তূনি ।

বিকল্পিতত্ব লক্ষ্যত্ব সম্বন্ধাদ্যন্ত কল্পিতাঃ ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্যার্থ । নিগুণ ও উপাধি সম্বন্ধ-রহিত পরমাত্মা যে সোপাধিকত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করা যায়, তাহা কেবল অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত অলীক কল্পনামাত্র । বস্তুতঃ নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় পরমাত্মার উপাধি নিরূপাধি কিছুই নাই, অবিদ্যার বশীভূত ব্যক্তিরাই আত্মাকে সত্ত্বগুণ, নিগুণ, সোপাধি ও নিরূপাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশেষণ দিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

উপরোক্ত ৪৯ শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ঐ তত্ত্বমসি মহাবাক্যের লক্ষ্য উপাধি-বিশিষ্ট অথবা নিরূপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম! অর্থাৎ সত্ত্বগুণব্রহ্মই উহার লক্ষ্য কি নিগুণব্রহ্মই উহার লক্ষ্য? তৎশব্দ বিস্কন্দসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের ও “ত্বম্” শব্দ মলিন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জীবের প্রতি লক্ষ্য হইতেছে; উভয়ই সত্ত্বগুণ ও উপাধি-বিশিষ্ট, “অসি” অর্থে আছ বা হইতেছ উহাই অস্তিত্ব বুঝাইতেছে । অস্তিত্বই সৎ উপাধি বা নামরূপাদি অসৎ, এই জ্ঞাত্য সেই, এই, উভয় নির্দেশ ত্যাগ করিলে মূল অস্তিত্বমাত্র থাকে, এস্থলে অস্তিত্ব অর্থাৎ সৎপদার্থই লক্ষিত হইতেছে । সত্ত্বের কোন উপাধি নাই, উপাধি কি কোনপ্রকার চিহ্ন বা নির্দেশ না থাকিলে তৎ-প্রতি লক্ষ্যও হইতে পারে না, সুতরাং নিগুণ নিরূপাধি বস্তুর লক্ষ্য অসম্ভব, তাহাইহলে বাহ্য লক্ষিত হইতে পারে না তাহার অস্তিত্বও অসম্ভব হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে উপাধি ক্রিয়

পদার্থ, উহা কেবল নির্দেশস্থচকমাত্র, প্রকৃত-পক্ষে উপাধি সং নহে, অতএব অসংপদার্থের উপর লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহাইহলে ঐ মহাবাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিফল হয় ছুই দিকেই শঙ্কট। ইহাই উপরোক্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

তৎপরবর্তী ৫০।৫১ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যখন মহাবাক্যদ্বারা সেই, তুমি নির্দেশ করা হইতেছে তখন উপাধিই কল্পিত হইতেছে, উপাধি ভিন্ন কখনই কাহাকে নির্দেশ করা যায় না। কিন্তু নিরূপাধি ব্রহ্মের উপাধি কল্পনা অসম্ভব, যাহার বাস্তবিক কোন উপাধি নাই তাহার কখন উপাধি কল্পনা হইতে পারে না; আবার উপাধিবিশিষ্ট পদার্থের উপাধি কল্পনাও অপ্রয়োজন, ছুই পক্ষেই দোষ হয়। এস্থলে উপাধি নিরূপাধির বা সগুণ নিগুণের উপর লক্ষ্য নহে, ঐরূপ লক্ষ্য হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে অর্থাৎ তর্কের সীমা থাকে না এবং উহার সীমাংসাও হয় না।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রকৃত সীমাংসা ৫২ শ্লোকে আছে, ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে এক অদ্বিতীয় অনন্ত অসীম সমস্তের উপাধি নিরূপাধি কিছুই থাকিতে পারে না, উপাধি না থাকিলে নিরূপাধি ও কল্পিত হইতে পারে না; উহার একতর কল্পিত হইলেই সীমাবদ্ধ বা দ্বৈতজ্ঞান হইল, যেহেতু শীতের বিপরীত গ্রীষ্ম অমুভূত না হইলে কখনই শীতের অমুভব হইতে পারে না; গ্রীষ্মকালের বিপরীত শীতজ্ঞান, উষ্ণতার বিপরীত শৈত্য, তবেই উষ্ণতা ও গ্রীষ্মকালের সহিত শৈত্যের তুলনাই শীতবোধ। ঐরূপ উপাধির অভাবই নিরূপাধি তবেই উপাধির সহিত তুলনায় নিরূপাধি জ্ঞান হইল, তাহাইহলে ঐ উভয়ের সীমা নির্দিষ্ট ও অদ্বিতীয় জ্ঞান হইল, অসীম অদ্বিতীয়ত্ব থাকিল না; এই সন্নিহিত জ্ঞানই অবিদ্যার কার্য্য।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, জীব অবিদ্যা-শ্রিত, অবিদ্যাই ব্যাপ্তিকারণ শরীর, অর্থাৎ অন্য অদ্বিতীয় অখণ্ড সমষ্টি জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করার অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড ব্যাপ্তিজ্ঞানের মূলই অবিদ্যা। পূর্বেই কথিত হইয়াছে এক অদ্বিতীয় অনন্ত জ্ঞানের কখনই তুলনা হইতে পারে না, তুলনা হইলেই তাহা খণ্ডিত হইল। এক্ষণে ব্যাপ্তি অদ্বিতীয় খণ্ড জ্ঞানের মূলই যখন অবিদ্যা তখন অবিদ্যাশ্রিত জীব অবিদ্যা মুক্ত না হইলে কখনই অদ্বিতীয় অনন্ত বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। জীব যেরূপ ভাবেই ধারণা করুক তাহার নিকট সন্নিহিত সীমাবদ্ধভাবে আদিয়া পড়িবে এবং ভাল মন্দ, জ্ঞান অজ্ঞান, উপাধি নিরূপাধি, ইত্যাদি তুলনাও তাহার মস্তিষ্কে প্রতিভাসিত হইবে, যেহেতু উহার একটা অস্তিত্বের সহিত সম্বন্ধ। জ্ঞান বলিলেই তাহার বিপরীত অজ্ঞান, ভাল বলিলেই তাহার বিপরীত মন্দ, নিরূপাধি বলিলেই তাহার বিপরীত উপাধিবোধ বা ধারণা অব্যবহৃত হইবে। উহাই অবিদ্যাশ্রিত জীবের মৌলিকস্বভাব। এক্ষণে উপরোক্ত অর্থ ও ব্যতিরেকমুখী অসুমানদ্বারা পঞ্চকোষ বিচার এবং মহাবাক্যদ্বারা অবিদ্যা নাশের চেষ্টা হইতেছে। প্রশ্ন, ঐ মহাবাক্য কি উদ্দেশ্যে কাহাকে বুঝাইতে হইতেছে? উত্তর, অবিদ্যাশ্রিত জীবকে অবিদ্যানাশ করিবার জন্ত বুঝাইতে হইতেছে, কিন্তু অবিদ্যা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কখনই অনন্ত অদ্বিতীয় অনন্ত অসীম সমস্ত ধারণা করিতে পারে না, তাহাকে তুলনা ব্যতীত বুঝাইবার উপায় নাই এই জন্ত উপাধিবিশিষ্ট বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া নিরূপাধি বুঝাইতে হয় এবং ঐ নিরূপাধি জ্ঞান তাহার প্রথমে ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে এইজন্ত উপাধি নিরূপাধি কল্পিত হয়। ফলিতার্থে উপাধি কল্পিত না হইলে

খনই নিরুপাধি কল্পিত হইতে পারে না, কিন্তু অনন্ত, অখণ্ড অস্থিতীয় পরব্রহ্মের উপাধি নিরুপাধি কিছুই নাই এবং তাঁহার তুলনাও ইহা, পরব্রহ্ম সদসদ জ্ঞান অজ্ঞানেরও উপাধি

নিরুপাধি জ্ঞানের অতীত। কেবল জীবের বুদ্ধি-বার স্রুগমার্থে ঐ প্রকার আরোপমাত্র। প্রকৃত জ্ঞান হইলে দোষাদোষ কিছুই থাকে না।
শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মুক্তি বা অনন্তত্ব ।

মানব ঈশ্বরের অংশ বা সমগ্র সৌরজগতের আধ্যাত্মিক ও বাহ্য ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৌরজগৎ সমস্ত পদার্থ ও শক্তি অংশত মানবে বিদ্যমান *। সৌরজগৎ সপ্ত-গ্রহের অনুকরণে মানব দেহাভ্যন্তরে ষট্চক্র ও মস্তিষ্কে মহেশদল পদ্ম আছে। স্বভাবতঃ মানব সপ্তগ্রহ + ভ্রমণানন্তর কোটা কোটা জন্মের পর (চতুর্দশ মন্বন্তর গতে) নির্কারণদ প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, তবে মানব স্বীয় বর ও চেষ্টা দ্বারা সপ্তগ্রহ ও চতুর্দশভুবন ভ্রমণের পরিবর্তে ইহজীবনেই অভ্যন্তরস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত অন্তমুখী করিয়া ষট্চক্রভেদকরণান্তর মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতগক্ষে পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল ভিন্ন ইহজীবনে কর্ম-ফল সঞ্চয়দ্বারা ইহজীবনেই তদ্রূপ মুক্তিলাভে সক্ষম হইতে পারে না। যথা—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌরুষদৈতিকং ।
যততে চ স্ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তেহবশোহপি সঃ ।
জিজ্ঞাস্বরপি যোগন্ত শব্দব্রহ্মাতি বর্ততে ॥

(ভগবদ্গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ৪৩।৪৪ শ্লোক ।

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ

* মানবদেহে পঞ্চভূত দশ ইন্দ্রিয়ে দশটি অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বা আধ্যাত্মিক দশটি শক্তি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-জ্ঞান, বিস্ম, মহেশ্বর ও বহুতর মনোবৃত্তি একএকটি দশাংশ বিশেষ আছে।

। পৌরাণিকভাষায় সপ্তমর্গ বর্ণিত আছে।

করিলে, তাঁহার পূর্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞান-সাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন ॥ ৪৩ ॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্বাভ্যাস-বশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি ইহা থাকে। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের জিজ্ঞাসা হইলেও বেদোক্ত কর্মফলের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংতুষ্ককিঞ্চিৎঃ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধন্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥

প্রযত্নসহকারে উত্তর উত্তর যোগে অধিক যত্নশীল যোগী নিষ্পাদ হইয়া অনেক জন্মে সংবর্দ্ধিত যোগদ্বারা সম্যক জ্ঞানী হইয়া অনন্তর পরমগতি প্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ অঃ ৪৫ শ্লোক ।

সমগ্র জগতের ত্রায় মানবেও সূক্ষ্মরূপ, কুমেদরূপ আধ্যাত্মিক ও পাদার্থিক দুইটি কেন্দ্র আছে, মানবাত্মা * উহার মধ্যবর্তী ইহার দুই দিকে দুইটি কৈন্দ্রিক আকর্ষণ। প্রথমোক্ত আকর্ষণই সন্কেচ, শেষোক্ত আকর্ষণের ফল বিস্তৃতি, প্রথমোক্ত কৈন্দ্রিক আকর্ষণ অর্থে সমস্ত জগতের সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া সেই ব্রাহ্মাণ্ডিক পরমাত্মার অঙ্গীভূত হওন; ঐ অঙ্গীভূত বা নির্কারণ অর্থে মানবাত্মার ধ্বংস বা বিশোপ নহে। কেহ কেহ এইরূপ উপমা দিয়া তর্ক

* এখানে মানবাত্মা অর্থে মনুর সহস্রসংখ্যক জীবাত্মা বা বেদান্তোক্ত বিজ্ঞানময় কোষাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা ও তৎ-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চমতঃ ।

করিতে পারেন যে, কর্দমমিশ্রিত জলবিষু কর্দম হইতে পৃথক্ হইয়া স্বজাতীয় নির্মল জলময় মহা-সমুদ্রে মিলিত হইলে ঐ জলবিদূব পৃথক্ অস্তিত্ব কখনই সম্ভবে না; তাহা হইলে মানবাত্মা পর-মাত্মায় মিলিত হইলে ঐ মানবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব কি প্রকারে সম্ভবে? তদন্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ ধ্বংস ও উপরোক্তমত অস্তিত্ব লোপ, এক নহে; দ্বিতীয়তঃ বহির্দৃষ্টিতে অস্তিত্ব লোপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার অস্তিত্ব লোপ হয় না। যেমন কর্দমমিশ্রিত জলবিষুর অমুসকল কর্দম হইতে বিশ্লেষ করিলে জলবিষু ধ্বংস ও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কর্দম হইতে জলবিষু পৃথক্ হইয়া নির্মল জলরাশির সহিত একভাবাপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ আত্মা পার্থিব অহঙ্কার ও তৎসহচর বড়রিপু হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পরমাত্মার সহিত একই ভাবাপন্ন হইতে পারে। কিন্তু পার্শ্বাধিক কেন্দ্রাভিমুখী গতি হইলে * চরমে মানবাত্মার বিলোপ ও ঐ মানবাত্মার উপাদান সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া জড়ীয় উপাদানে পরিণত হয়, ইহারই নাম ধ্বংস বা অস্তিত্ব লোপ (Annihilation) যেমন জল কর্দমমিশ্রিত হইলে ঐ কর্দম, জলকে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং কর্দম ক্রমে কঠিন হইতে থাকে, কর্দম যতই কঠিন হয়, তদাশ্রিত জল ততই শুষ্ক হইতে থাকে এবং অনন্তবাল্পে মিশিয়া বাষ্পীভূত হইয়া যায় কেবল কর্দমমাত্রা-বশিষ্ট থাকে, সেইরূপ পার্থিব আকর্ষণে আত্মা-রও সেই দশা হয় কিন্তু স্বয়ং ঐ জলবিষু ক্রমে

নির্মলত্ব প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত জলরাশিতে মিলিত হইলে ঐ জলবিষুর ধ্বংস বা অস্তিত্ব লোপ হয় না। ঐ জলবিষু অসীম জলরাশির সমাপীভূত হইয়া পৃথক্ জলবিষুর পরিবর্তে স্বয়ং সমুদ্রের পরিণত হয় অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত মিশিয়া সমুদ্রের শক্তি লাভ করে। মনে করুন যেন ঐ জলবিষুর জ্ঞানও অন্তরাত্মাহুত্ব আছিল, তাহা হইলে ঐ জলবিষু অনন্ত জলরাশির সহিত একীভূত হইলেও তাহার ঐ জ্ঞানও অন্তরাত্মাহুত্বটিতে বিলুপ্ত হইবে কেন? আরো যদি পূর্বোক্ত অনন্ত সমুদ্র জ্ঞানের অনন্তভাণ্ডার হয় ও তদংশুত জলবিষু অজ্ঞানরূপ কর্দম হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই জ্ঞানসমুদ্রের সহিত একীভূত হয়, তবে তাহার জ্ঞানও অসীম ও অনন্ত হইবে তাহার নিকট কোন বিষয় অবিদিত থাকিবে না, স্বয়ং জ্ঞান অনন্তজ্ঞানের মধ্যেই থাকিবে। যাহা হউক প্রকৃত ব্যাখ্যারটী একবার পর্যালোচনা করা যাউক। মানবাত্মার সৃষ্টি ও গঠন সম্বন্ধে আমার রচিত কল্পনামাসিকপত্রিকা সপ্ততর শীর্ষকগ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। মানবাত্মায় চৈতন্য, বিবেক ও জ্ঞান সেই গুণ ত্রাক্ষাণ্ডিক পরমাত্মার অনন্ত ভাণ্ডারস্থ মহাচৈতন্য ও অসীম অনন্ত অত্রাণ বিবেক ও জ্ঞানের অংশ বিশেষ; কিন্তু ঐ অংশ অবিদ্যা বা অবিবেক কর্মরূপ অজ্ঞানাবয়ব আবরিত আছে। ঐ অজ্ঞানাবরণের মধ্যস্থ উহার যে সামান্য ক্ষীণ ও মলিন জ্যোতি প্রকাশ হয়, সেই সামান্য ক্ষীণ সমল জ্যোতি

* পার্শ্বাধিক কেন্দ্রাভিমুখী গতি অর্থে পার্থিব আকর্ষণ। যে লোভ, মোহ, কাম ক্রোধাদির আকর্ষণে পশুভূত প্রাণীদের হস্তের ক্রিড়নক হওন। তদন্তরে এই জড় পদার্থের আত্মা নাই, এবং বিধ নাতিফল উহার বর্ণিত।

* বহুনি মে ব্যতীতানি জগদনি ভব চার্জুন।

তাৎপৰ্য্যঃ বেদসংকলি ন স্বঃ বেগপরন্তপঃ।

আত্মক পাললেন, হে অর্জুন। আমার এবং তোমার লক্ষ্য হইয়াছে। আমি সমুদায় জানি কিন্তু তুমি তাহার নাই। ইহা হইয়া পশুভূতের অনন্তজ্ঞানের মধ্যে নিভের জল থাক। প্রমাণিত হইতেছে। ভগবদ্গীতা ৩ অঃ ৫ শ্লোক।

মানবীদ চৈতন্য ও জ্ঞানানুভূতি । ঐ চৈতন্য ও জ্ঞানানুভূতি হইতে মানবের অস্তিত্ব উপলব্ধি ও বিবেকশক্তি উৎপন্ন হয় । অতএব ঐ অজ্ঞান-ববণ যদি তিরোহিত হয়, তবে সেই নির্মল চৈতন্য ও অদ্বান্ত জ্ঞানের প্রকৃত বিকাশ হয় । ঐ চৈতন্য ও জ্ঞান, নির্মল অসীম ও অদ্বান্ত হইলে সেই মহাচৈতন্য বা অনন্তজ্ঞান রাশি সহিত আর পার্থক্য থাকে না । অসীমজ্ঞান অসীমজ্ঞানে পরিণত হওয়ার ফল কি অস্তিত্ব লোপ ? কখনই না । যাহা হউক সাধারণের বোধগম্য করার নিমিত্ত আর একটা ইহার লৌকিক দৃষ্টান্ত আবশ্যক । মনে করুন, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থান কাল বাহ্যিক নগ্ন দর্পণের ভ্রায় এবং অসীম ব্রহ্মাণ্ডের স্থান কালের কোন সীমাবদ্ধ বাহ্যিক নিকট নাই, অস্তিত্ববিকা ও পোষণ ও অনন্ত জগৎ রক্ষা ও পালন বাহ্যিক নিকট সমান এবং এই অনন্ত জগৎ বাহ্যিক নিজের সহিত অভিন্ন, যিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্ম মূর্তিমান ভ্রায় ও বিবেকস্বরূপ, যিনি পিতৃ সমস্ত ব্যক্তির অন্তরে একই সময়ে বিদ্যমান হইয়া নিজের ভ্রায় সর্বলোকের হিতকর নৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষাকর্তা, ঐরূপ কোন জীবিত মহাত্মা যদি কেহ থাকেন, তবে কি সেই হাত্মার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে বলিব ? না বাহ্যিক অস্তিত্ব চির অমরত্ব পরিণত হইয়াছে বলিব ? যখন তিনি সকলের হিতকর ভ্রায়-লোক সামঞ্জস্য রক্ষাকর্তা, তখন সাধারণের উপলব্ধির মধ্যে তাঁহার নিজের উপলব্ধি ও একাংশ, ইত্যং তাঁহার আত্ম উপলব্ধি ও বিনষ্ট হয় না, অতএব ক্ষয়শীল আবরণযুক্ত সমস্ত অসীমজ্ঞান, ক্ষয় আবরণযুক্ত নির্মল অসীমজ্ঞানে পরিণত হইলে পূর্বোক্ত জ্ঞানের বিলুপ্তি বলা যায় না এবং তাঁহার উন্নতি ও অমরত্ব প্রাপ্তি বলা যায় । ইহার নাম জীবমুক্তি । পরলোকগত দেহমুক্ত

মানবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলে কামলোকে সূক্ষ্মশরীর ও পরলোকে কারণ শরীররূপ আবরণ মুক্ত হয় বটে, কিন্তু স্বীয় স্বীয় আত্মার নির্মল জ্ঞান ও চৈতন্য জাগতিক পবনাত্মার অনন্তজ্ঞান ও মহাচৈতন্যের অঙ্গীভূত হইয়া চির অস্তিত্ব ও চির অমরত্বলাভ করে, ইহারই নাম নির্দীপ ও বিদেহমুক্তি ।

আধুনিক জড়তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন যে, দেহশূন্য মানব চৈতন্যের অস্তিত্ব কোথায় ? আমরা ইতিপূর্বে এই পত্রিকা ও অগ্রাগ্র পত্রিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, তত্ত্বতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও শক্তি তত্ত্ব সীমানাকালে নিরাকার অনন্তচৈতন্য এবং নিরাকারশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছি * ।

যদি দেহশূন্য নিরাকার অসীম অনন্ত চৈতন্য ও অনন্তশক্তি অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে দেহশূন্য মানবাত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে, যেহেতু অনন্ত আকাশ শক্তি-ময় । আকাশের প্রত্যেক পরমাণুতে শক্তি অন্তর্নিহিত আছে + ঐ শক্তি অভ্যন্তরে চৈতন্য গুহ্যভাবে আছে । যেমন আধুনিক জড় বিজ্ঞানশাস্ত্রে স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে যে,

* বিগত ১০-১ বঙ্গাব্দের হিন্দু-পত্রিকায় ঐদ্বয়ের সর্বজ্ঞতা মানবের বাহ্যিকতা শীর্ণ ও বর্তমান বর্ধে বিগত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসের জ্ঞান ইচ্ছাক্রিয়া ত্রিশটি-ম-ধিত ঐদ্বয় এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্তি ও ১০-১১১০০০ বঙ্গাব্দে কল্পপত্রিকায় সংকৃত কবাদের সপ্তপদার্থ ও তাত্ত্বিক দিগের সপ্ততত্ত্ব শীর্ষক এবং ১০০০১০০০ বঙ্গাব্দের অমৃত-সন্ধান পত্রিকায় আমার রচিত জ্ঞানযোগ অধ্যায়, তত্ত্বতত্ত্ব, আয়ত্ত্ব প্রভৃতি শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত । ঐ সকল গ্রন্থে নিরাকার চৈতন্য ও শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যকবোধে ইহাতে বিশদ ব্যাখ্যা হইল না ।

+ শক্তি হইতে যে পরমাণু উৎপন্ন হইয়াছে এবং শক্তি আদি পরমাণু তাহার দ্বারা তাহা পূর্বোক্ত গ্রন্থে সমুদয় প্রমাণিত হইয়াছে ।

প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত তড়িৎশক্তি
শুষ্কভাবে আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ বস্তু
সংযোগ ব্যতীত ঐ তড়িৎের বাহ্যবিকাশ হয়
না, সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থ এমন কি সামান্য
বালুকাণার মধ্যেও অন্তর্নিহিত চৈতন্য গুহ-
ভাবে আছে, কিন্তু অন্তর্জগতের নিয়মানুযায়ী
বস্তুর ক্রমিক সংস্কার ও বিশেষ বিশেষ সংযোগ
ব্যতীত চৈতন্যের বিকাশ হয় না। জড়জগতে
পরমাণু সংযোগে দৃশ্যবস্তু সংগঠিত হয় ও তদন্ত-
নিহিত গতি, তাপ, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ প্রভৃতি
বিকাশিত হয়, তদ্বারা জড়জগতের ক্রিয়া নির্দা-
হিত হয়। ঐ গতি ও তাপ প্রভৃতির অন্ত-
নিহিত চিহ্নকৃষ্টি বা চিদগ্নি আছে, ঐ চিদগ্নি
বিশেষ বিশেষ বস্তু সংযোগে প্রদীপ্ত হইতে
থাকে; তদ্বারা বস্তুর উষ্ণতার ভাষ্য বাহ্যচেতনার
ক্রমিক বিকাশ হয়, কিন্তু যেমন পূর্কোক্ত বস্তু
ভেদ করিয়া উষ্ণতা তদনন্তর ধূমের বিকাশ
হয়, তদ্বিত্তি হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিকাশ হয় না
এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব অল্প
ভূত হয় না, তদনন্তর যেমন ঐ বস্তু প্রদীপ্ত
হইতে হইতে অভ্যন্তরস্থ অগ্নির তেজ যতট পরি-
বদ্ধিত হয়, ততই বস্তুভেদ করি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের
বিকাশ হয় সেইরূপ অগ্রে কীটপতঙ্গ পঞ্চাদিতে
চেতনা পবে মানবাত্মার বিকাশ হয়। ঐ
প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গ এক একটা পৃথক পৃথক মন-
বুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মাস্বরূপ। আধুনিক প্রধান
প্রধান জড়বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য
হইয়াছেন যে, বস্তু কখনই ধ্বংস হয় না। রূপা-
ন্তরমাত্র হয়, তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে
প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত অদৃশ্য এক একটা
হৃদয় আদর্শ আছে, তাহা কিছুতেই ধ্বংস হয়
না। স্থূলবস্তুর গঠন ভঙ্গ হইলে তাহার ঐ
ঐ হৃদয় আদর্শ ইণারে অঙ্কিত থাকে, তাঁহাদের
কণিত ইণার আর্গ্যাদিগেব পরলোকের নিয়ন্তম-

স্থান ভূতলোক, তদুচ্চতর ও উচ্চতম ক্রমিক
কামলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, জন, য-
তপ, সত্যলোক আছে। চৈতন্য বা শক্তি
দেহোৎপন্ন নহে, ভৌতিকদেহ শক্তি হইতে
উৎপন্ন হয়। যখন শক্তি হইতে বস্তু উৎপন্ন হয়
তখন অবশ্য শক্তিই আদি। মানবাত্মা
চৈতন্য ও প্রাকৃতিকশক্তির সংযুক্ত ফলস্বরূপ
তাহা উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে
উপরোক্ত বিষয়ের সর্বাধিকারপূর্ণ দৃষ্টান্ত
জগতে নাই, তবে একদেশবাসী এইরূপ দৃষ্টা-
দেওয়া যাইতে পারে। যথা মনে করুন যে অনন্ত
শক্তি যেন মহাগিরির স্বরূপ, ঐ অনন্তশক্তির
অসংখ্য প্রস্তরযুক্ত মহাগিরির একাংশ যে
অসংখ্যভাগে বিভক্ত ও বিস্তৃত এবং পরমাণু
রূপে অনন্তজগৎ ব্যাপ্ত হইল। যেন ঐ পর-
মাণুর সহিত বালুকণা পরস্পর সংযোগে বহন
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিন ও স্লেথ বস্তুরে পরিণত ও তার
ক্রমে ক্রমে আকর্ষণশক্তিদ্বারা কঠিনরূপে
হইয়া (মানবাত্মারূপ এক একখণ্ড প্রস্তর
নির্মিত হইল। তদনন্তর যদি রসায়নিকক্রিয়া
দ্বারা * বালুকণাবিশিষ্ট হইয়া ঐ মহাগিরির
মৌলিক প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয় এবং ঐ প্রস্তর
সকল পুন আকর্ষণশক্তি-প্রভাবে সেই অনন্ত
শক্তিরূপ মহাগিরি সংযুক্ত হইতে পারে, তবে
মানবাত্মারূপ প্রস্তর যথাস্থানে নীত ও মৌলিক
ভাবে প্রাপ্ত হইল। এই লৌকিক দৃষ্টান্ত
সর্বতোভাবে প্রকৃতবিষয়ের স্বরূপতার সর্বোচ্চ
সাদৃশ্য হইতে পারে না। ঐ ভুলনাটী কেবল
বিস্তৃত ও সংকোচের দৃষ্টান্তমাত্র, অর্থাৎ পূর্কোক্ত
মত স্লেথবস্তুরূপ পাদার্থিক ও জৈবীশক্তি

* উক্ত রসায়নিকক্রিয়াই তাণ বা যোগ। এখানে
যাযা ভৌতিক ও কামিকপদার্থবিশিষ্ট হইয়া প্রা-
নির্গল ও মৌলিকভাবাপন্ন হয় উপরোক্ত দৃষ্টান্তের ইচ্ছা
উদ্দেশ্য।

সংযুক্ত ও পৃষ্ঠ হইয়া প্রস্তরখণ্ডরূপ মানবাত্মার সপরিণত ও মানবাত্মারূপ প্রস্তরখণ্ডের অসারংশবিশিষ্ট ও সারংশ মৌলিকপ্রস্তরে পরিণত হইয়া এই প্রস্তরখণ্ড প্রত্যেক তজ্জাতীয় প্রস্তরখণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই মহাগিরিতে সম্মিলিত হয় । অতএব এই বিস্তৃতির নাম কেন্দ্র-বহিন্দু-ধীগতি ও স্ফোট বা সংযোজন্য নাম কেন্দ্রাভিমুখীগতি ।

উপরোক্ত আধ্যাত্মিক কেন্দ্রাভিমুখীগতির প্রথম সোপান স্বীয় স্বার্থত্যাগ ও সহানুভূতি এই স্বার্থ ত্যাগ ও সহানুভূতি স্বৰ্গশূন্যক । এই স্বৰ্গশূণ্যের পরিচালনে মানবের উচ্চবৃত্তির (সম দম তিতীক্ষা উপরতি প্রতীতির) বিকাশ হয় এই উচ্চবৃত্তি সকলের সাহায্যে সমস্ত বৃত্তির উপর মানবাত্মার সম্পূর্ণ আধিপত্য হইলে সমস্ত বৃত্তিসহ মানবীয় বুদ্ধি দৈবী বুদ্ধিতে পরিণত হয় । এই দৈবী বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্ত্রীয় ভাষায় হিত-প্রজ্ঞ কহে, এই হিত-প্রজ্ঞ পুরুষ গুণাভীত । প্রজ্ঞা ব্রহ্মস্থিত হইলে স্ববাদিগুণের প্রয়োজনাতাব হয় । এই হিতপ্রজ্ঞ গুণাভীত পুরুষের লক্ষণ এই যথা— যিনি উদাসীনের ছায় হিত, সবাদিগুণ বাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গুণপরম্পরা যোগেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি ধীরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনিই গুণাভীত পুরুষ স্বঃ হঃ বাঁহার সমান স্বরূপাবস্থায় বাঁহার স্থিতি, লোভ, প্রস্তর ও কাক্ষনে বাঁহার তুল্য বুদ্ধি, প্রিয় ও অপ্ৰিয় এতদ্ব্যজয়ই বাঁহার সমান এবং নিজ জ্ঞতি ও নিজ নিন্দাতে বাঁহার সমজ্ঞান, সেই ধীরপুরুষই গুণাভীত এবং হিত-প্রজ্ঞ । স্বৰ্গশূণ্যের পরিচালনদ্বারা পূর্বোক্তমত প্রজ্ঞার উদয় হইলে ব্রহ্মজ্ঞানে এই স্বৰ্গশূণ্য মিশ্রিত হইয়া যায়, গুণের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না । ফল কথা লৌকিক নীতির চরম উন্নতি পর্য্যন্ত

মানবের সহানুভূতি ও প্রীতিবৃত্তির পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তৎপর মানবাত্মা দৈবী বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইলে পূর্বোক্ত সহানুভূতি সমানুভূতিতে পরিণত হয়, জগৎ সমজ্ঞান হয় এবং সমানুভূতি ভিন্ন অস্ত বৃত্তির অস্তিত্ব অভাব ও নির্মল জ্ঞানের অঙ্গরূপ এই সমানুভূতিই স্বভাব সিদ্ধ হয় তখন উহা গুণ বলিয়া আর উপলব্ধি হয় না । ভাষা কথায় বলে ; “সন্দেহ হইত কি না রাবণ স্বর্ণিত রামের ছায়ায় যদি না হত পতিত” তুলনার বস্তু ভিন্ন তুলনা হইতে পারে না সুতরাং তখন আত্মিকভাবে স্বভাবসিদ্ধ হয় । স্বৰ্গশূণ্যমূলক কর্মফল মানব পূর্ণদেবত্বে পরিণত হইলে, সহানুভূতি নির্মল জ্ঞানের অঙ্গভূত ও একমাত্র সমানুভূতিতে পরিণত হয় জগতে নিজের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তখন আর তাহাকে স্বতন্ত্র গুণ বলা যাইতে পারে না ও কর্মফলও সংযোজিত হয় না ।

উপরোক্ত বিষয়টী আর একটু পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা আবশ্যক । জড়পদার্থ বা জড়ীয় উপাদানে যে প্রবৃত্তি ও উজ্জ্বল আছে, তাহাই চিহ্নাক্তিযোগে মানবীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমে পরিণত হইয়াছে, অতএব উপরোক্ত দুইটী গতি শেওয়ার মানবের স্বাভিমুখী যে একটি গতি আছে, এই গতিই প্রকৃতপক্ষে মানবীয় ধর্ম উহারই নাম অহংবুদ্ধি বা অহঙ্কার । প্রকৃতপক্ষে এই অহঙ্কারই সৃষ্টিক্রিয়ার মূল, জগতের সমষ্টি বিরাট অহঙ্কারই ব্রহ্মার সৃষ্টিভিমান, উহাই প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াকৌপীনীশক্তি বা বিশুদ্ধ রজগুণ । উহা হইতেই আত্মাভিমান বা স্বাভিমুখীগতি উৎপন্ন হয়, উহা মানবীয় ধর্ম । পূর্বোক্ত কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবহিন্দু-ধী উভয় গতিই মূঢ়তঃ স্বাভিমুখী গতির বা মানবীয় ধর্মের বিরোধী, সুতরাং স্বৰ্গশূণ্য ও তমগুণ উভয়েই রজগুণের

বিরোধী। উভয়ই মানবীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমের বিরোধী হইলেও ঐ উভয়ের প্রকৃতিগত গুরুতর পার্থক্য আছে। ঐ উভয় বিরোধী গুণের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রবৃত্তি উদ্যম ও উৎসাহের অস্তিত্ব আছে, এমন কি তমোগুণের পরিণাম যে জড়ত্ব, সেই জড়ীয় উপাদানও একেবারে প্রবৃত্তি এবং উদ্যমশূন্য নহে। তবে উহা স্বভাবশক্তিদ্বারা পরিচালিত হয় উহাতে জ্ঞানের বিকাশ নাই। মানবের প্রবৃত্তি ও উদ্যম, জ্ঞানসংশ্লিষ্ট। পূর্বোক্ত উভয় গতি দৃশ্যত মানবপ্রবৃত্তির প্রতিকূল হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে অধোগতিই সম্পূর্ণ প্রতিকূল, উর্দ্ধগতি প্রতিকূল নহে; কারণ উর্দ্ধগতিদ্বারা জ্ঞান, অনুভূতি, ধারণা, ইচ্ছা, চিন্তা, স্মৃতি, তুলনা, নির্বাচন, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির ক্রমোন্নতি হইতে থাকে; ঐ ক্রমোন্নতি হইতে বড়-শক্তির পূর্ণবিকাশ হয় * ঐ উর্দ্ধগতির শক্তি উদ্যমশ্রোত, মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও উদ্যমশ্রোতের দৃশ্যতঃ প্রতিকূল বটে, কারণ মানবের প্রবৃত্তি, উদ্যমশ্রোতের গতি স্বাভিমুখী অর্থাৎ স্বীয় স্বার্থাভিমুখী। দৈবীশক্তির শ্রোত মহাচৈতন্যভিমুখী অর্থাৎ পরমাত্মকে প্রাতিভিমুখী, কিন্তু দৈবীশক্তি বা উর্দ্ধগতির শ্রোতের বেগদ্বারা মানব কেন্দ্র স্তম্ভ বা বিনষ্ট হয় না; ঐ শ্রোতে আমিশ জ্ঞানময় মানব কেন্দ্র + (অহংতত্ত্ব) ভাসমান হইয়া

পরমাত্মকে প্রাতিভিমুখী হয়। যখন মানবীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমশ্রোত, দৈবীশক্তি ও পরমাত্মজ্ঞান শ্রোতের প্রতিদ্বন্দ্বীতার অক্ষম হয়, তখন পরমাত্ম জ্ঞানশ্রোতের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। ফলিতার্থে ইহাদ্বারা মানবের জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি ও আত্মিকবলের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না, কিন্তু দৈবীশক্তি ও আত্ম জ্ঞানশ্রোত মানবপ্রবৃত্তির প্রতিকূল বিধায় ঐ দৈবীশক্তি ও আত্মজ্ঞানকে নিবৃত্তি বা নিরোধ বলে। একপক্ষ ঐ শক্তি ও জ্ঞানকে পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি ও উদ্যম বলা যাইতে পারে; কিন্তু মানবপ্রবৃত্তি ও উদ্যম, পরমাত্মজ্ঞানও দৈবীশক্তিতে সম্যকরূপে সংমিশ্রিত হইলে উহা শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রবৃত্তি বা উদ্যম পদবাচ্য নহে। প্রকৃতির প্রবর্তক ও উত্তেজক মহাচৈতন্য স্বয়ং কার্য।

হিস্তাহিত জ্ঞানগুণ করিয়া পশুপং করিয়া তুলে, পরিণামে জড়ত্ব পরিণত করায়। দৈবীপ্রবৃত্তি মানবের সমস্ত স্বার্থভাগ করাইয়া দেব-ভাবাপন্ন করে পরিণামে অনন্ত ঐশ্বরে সংযোজিত কবিয়া দেয়। এই উন্নতি মধ্যে মানবের স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তি উহা চরম প্রবৃত্তিকে দমন করে কেননা হিস্তাহিত জ্ঞানগুণ ও পশুপং ব্যবহার দ্বারা মানবের পার্শ্ব উন্নতি ও পার্শ্ব উচ্চ স্বার্থের হানি হয়, এইজন্য উহা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। মানব জনসমাজে ধনী, বানী, বশী ও ক্ষমতাসালী হইতে ইচ্ছা করে উহাই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম উহাকেই আমরা স্বাভিমুখী বা দৈব কেন্দ্রাভিমুখী গতি বলিয়াছি। উহা যেমন জড়ীয় প্রবৃত্তির প্রতিকূল সেইরূপ দৈবীপ্রবৃত্তিরও প্রতিকূল যেহেতু দৈবীপ্রবৃত্তি মানবের স্বার্থভাগ করায় এবং অনন্তাধি মুখে লইয়া যায়। দৈবীশক্তি পার্শ্ব উন্নতি এবং পার্শ্ব স্বপদচ্ছলতার বিরোধী। এইজন্য উহাকে উত্তরের সম্যক বিমুখরূপে বলিয়াছি উহার উর্দ্ধ এবং অধ দুই দিকে দুইটি আকর্ষণ আছে এবং নিজেরও একটা স্বাভিমুখ আকর্ষণ আছে ঐ স্বাভিমুখী আকর্ষণই আমিশ বৃত্তি বা পার্শ্ব আমি।

* বড় শক্তি যথা পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকাশক্তি। প্রথমোক্ত পরাশক্তি বক্রী ৫টি শক্তির জননীরূপা উহা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও জ্যোতিষরূপা। কুণ্ডলিনীশক্তি শিববাণী পতির ও সমীপতার মূলতত্ত্ব উহাই অনন্তবাণী তত্ত্বশক্তি। মাতৃকাশক্তি ভাষায় জননীরূপা।

† জড়ীয় প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক মানবপ্রবৃত্তি ও দৈবী প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য এই,—জড়ীয় প্রবৃত্তি মানবের

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আর প্রবৃত্তি, উদ্যমের সম্ভব থাকে না। ইহার জ্যোতিছায়াবল্বনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি উদ্যম ও উৎসাহের স্বয়ং, স্বয়ং সেই জ্যোতিরাগ্নেয় জ্যোতিরত্বাধানে প্রকৃতির অবিবেক বা মারা দ্রুত হইলে আর প্রবৃত্তি ও উদ্যমের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেই অনন্ত চৈতন্য স্বয়ং মহাজ্ঞানময়, ইহার জ্যোতিই নির্মল জ্ঞান, পক্ষান্তরে অধোগতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা দ্বারা মানবাত্মা বা মানবশক্তি এককালে বিনষ্ট হয়। প্রথমতঃ দৃশ্যতঃ অধোগতি, মানব-প্রবৃত্তি, উদ্যম ও উৎসাহের অমুকূল বলিয়া বোধ হয়। উহা দ্বারা প্রথমতঃ মানবপ্রবৃত্তি-স্রোত অতীব বেগবান হয় এবং চিহ্নক্লির ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে; সূত্ররূপে অভ্যন্তরীণ উত্তেজকশক্তির হ্রাস হইলে জ্ঞান, অমুক্তি, ধারণা প্রভৃতিরও হ্রাস হয় ও মানবীয় উদ্যম-স্রোত (Energy) মনীভূত হইয়া পড়ে।

বিশিষ্ট উত্তেজিত বেগ বা চিহ্নক্লির আকর্ষণ না থাকিলে ক্রমেই মানব কাম, ক্রোধ, গাভ, মোহপ্রভৃতির আত্মাস্থিক বনীভূত হইয়া পশুত্ব হয় এবং মানবীয়প্রবৃত্তি, ভক্তির আকর্ষণাধীন হয়। ক্রমে স্বীয় ক্রিা উদ্যম ও উৎসাহ ব্যয়িত হইয়া গেলে ইহার জামূলক উত্তেজনার অভাবহেতু নীতান্ত জড়ত্বাপন্ন হইয়া পড়ে ও তমোগুণাধিক হয়। কোন কোন স্থলে উর্দ্ধ ও অধোগতি বা সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া অসম্ভব করা উই কঠিন। কারণ মানবপ্রবৃত্তি উদ্যম হইতে আত্মভিমানের উৎপত্তি। মনে করুন আপনাকে কেহ অপমান কি অবজ্ঞা করিয়া আপনায় মর্দ্যাবাত করিল, কি আপনাকে অত্যাচারে সম্পদচ্যুত করিল, কিন্তু এক্ষণে অবস্থাটিলে কে, ঠিক ভাষ্যোপায়ে আপনি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না, কিন্তু মান-

বের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি, উদ্যম ও আত্মভিমান আপনায় প্রতিহিংসা ও ক্রোধবৃত্তির সম্পূর্ণ অমুকূল। অতএব ঐ সকল শক্তির সাহায্যে অর্থাৎ রক্তগুণাধিক্যহেতু আপনায় প্রতিহিংসা ও ক্রোধ নিশ্চয়ই প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং উদ্যম উৎসাহ আপনায় তেজ বা ওজস্বীতার পরিণত হইবে। আত্মভিমান হইতে আপনায় অমুক্তি (Feeling) আপনায় ক্রোধদায়ক ও ধারণা স্বার্থানুগামী হইবে। চিন্তা, মতলব, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত সমস্তই আপনায় প্রতিহিংসা ও ওজস্বীতাগুণের অমুকূল্য করিবে। আপনায় যুক্তি ও বিচার বলিবে অত্যাচারকারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারপথ অবলম্বনে প্রতিশোধ দেওয়া অমুক্তি নহে। আপনায় ইচ্ছা চেষ্টা ক্রিয়া সকল, রক্তগুণজনিত প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হইতে ভয়ঙ্কর বেগবান হইবে, তখন ঐ অত্যাচারকারী আপনায় প্রতিহিংসারূপে অগ্নিতে স্তম্ভীভূত এবং ওজস্বীতাশক্তিতে চূর্ণ বিচূর্ণিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনায় উর্দ্ধ বা অধোগতি (সত্ত্ব বা তমোগুণ) উপরোক্ত কার্যের বিরোধী ঐ উভয়গুণই পূর্বোক্তমত ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়। প্রথমোক্ত কারণে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের স্থলে আপনি ক্রোধ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি কোন বৃত্তির মনেন, কিন্তু ভায় বিবেক এবং কর্তব্যের অধীন। আপনি নিরপেক্ষ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিবেন “অপরাধী দণ্ডই বটে এবং স্বীয় সম্পত্তি উদ্ধার বা স্বীয় সম্মানরক্ষা কর্তব্য। অপরাধীর দণ্ড না হইলে সমাজের অক্ষয় হয় এবং কাপুরুষের ভায় কর্তব্যপালনে পরাভূত হওয়ার উচিত নহে” আপনি মানব, আপনায় আত্ম-সম্মানজন, ভায়-মূলক আত্মরক্ষাজনিত কর্তব্যজ্ঞান ও আত্মভিমান একেবারে নষ্ট হয় নাই, সূত্ররূপে ঐ ভায় বিচার আপনায় আত্মভিমান বা প্রতিহিংসার অমুকূল হইল, কিন্তু চিন্তাধারা দেখিলেন

অন্ত্যায়োপায় অবলম্বন ভিন্ন প্রতিবিধান করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়বার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, অন্ত্যায়োপায় অবলম্বন করা ত্রায়বিরুদ্ধ ও আত্মাবনতির কারণ; সুতরাং একটি ত্রায়বিগর্হিত কার্য্য করিলে ঐ কার্য্যের আত্মসম্বন্ধ অল্প বহুতর ত্রায়বিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তখন উহা অনিবার্য্য হইবে; অতএব তৃতীয়বার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন প্রকাশভাবে স্পষ্টরূপে আইন বা সমাজ উল্লঙ্ঘন করিয়া সং সাহসের সহিত ত্রায়োপায় প্রতিবিধানের চেষ্টা করিলে রাজদণ্ডে বা সমাজদণ্ডে গুরুতর দণ্ডিত হইতে হয় দেশের বা সমাজের অবস্থার উপর আইনদণ্ড, বিচার সূত্ৰাতি, মানি নির্ভর করে, সমাজ উন্নত না হওয়ার তদ্রূপ সংসাহসের সময় উপস্থিত হয় নাই সুতরাং অন্ত্যায়পথ অবলম্বন ভিন্ন উপায় নাই কিন্তু ত্রায়বিগর্হিত আর্ধ্য কেবল প্রতিহিংসা ও স্বার্থচরিতার্থ ভিন্ন নহে। তখন আপনি ক্ষমা ও দমবৃত্তির সাহায্যে ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি নিবারণ করিলেন। এবং অবস্থারূপ কর্তব্যপালনে নিরত হইলেন এবং কর্তব্যপালন জন্ত বিশেষ ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক হইলে তাহাও করিলেন।

শেষোক্ত কারণ সংঘটিত হইলে অর্থাৎ তমোগুণের উদয় হইলে আপনার প্রবৃত্তি উদ্যম ও উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং আত্মাভিমান ও আত্মমর্য্যাদাপেক্ষা ভীকৃতার ভাগ অধিক হয়, অতএব ওজস্বীতাগুণের অভাবে ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি থাকিলেও তাহা প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে না এবং প্রবৃত্তি ও উৎসাহের বেগের অভাবেহু উদ্যম, চেষ্টা ও ক্রিয়াক্রান্তির অভাব হয়; সুতরাং অক্ষমতা, ভীকৃততা ও কাপুরুষতাহেতু আপনি নিরীহভাবে অত্যাচার সহ করিলেন, কি সম্পত্তি উদ্ধারে বা আত্ম-

মর্য্যাদারক্ষণে সক্ষম হইলেন না; কিন্তু অহুতি আপনার ক্রেশপ্রদান করিল। ঐ অক্ষমতা ভীকৃততা হইলেও ওজস্বীতাগুণের অভাবেহু ধারণা, মতলব, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি মানবীয় প্রবৃত্তিও উৎসাহের অক্ষুণ্ণ হইল না কারণ অক্ষমতা ভীকৃততা ও কাপুরুষতার নিক ধারণা, মতলব, বিচার প্রভৃতি স্থান পাইল; সুতরাং জড়তাই ইহার চরমফল। উপরোক্ত দুইটা ব্যাপারই মানব-প্রবৃত্তি, উদ্যম ও উৎসাহের বিরোধী, কিন্তু ঐ ব্যাপারটা বাস্তবিক উদ্ধ বা অধোগতিমূলক সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা কঠিন; ইহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ভিন্ন বাহ্যব্যাপার কিছুই নহে। অতএব বিশেষে সম্বন্ধ ও তমোগুণের ক্রিয়ার নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। তবে অন্তর অবস্থা যথা ঐ ব্যক্তির প্রবৃত্তি, স্বার্থত্যাগ, আসক্তি, বাসনা, ধৃতি প্রীতি বিবেক চিন্তা ইত্যাদি ব্যাপারদ্বারা কথঞ্চিৎ অনুভব করা যাইতে পারে কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যাপারের গতি নির্ণয় ও উদ্ধ বা অধোগতির পার্থক্য পরিহার ও নিসন্দেহভাবে অবধারণ করাও নিগত সহজ নহে।

আর একটি তর্ক উঠিতে পারে যখন মহাত্মা ভূতিই পরমাত্মকপ্রাতিমুখীগতি এবং তজ্জাত সৃষ্টি সকল নিশ্চয়ই তজ্জাতীয় তখন সৃষ্টি সকল সামঞ্জস্য করিয়া আয়ত্তাধীন করার তাৎপর্য্য কি? ঐ সকল সৃষ্টির প্রাবল্য মানবের ইহ পরলৌকিক উন্নতির সোপানস্বরূপ নহে কি? এই প্রশ্নসম্বন্ধে আমার সংকল্প

০ প্রবন্ধলেখক অমূলকান পত্রিকার ১২২৯ বর্ষের মনোবৃত্তি অনুশীলন শীর্ষকপ্রবন্ধে মনের সমস্ত সৃষ্টি লোপ সামঞ্জস্য আবশ্যক, কোন বৃত্তি অত্যাচার সাধারণ মঙ্গলকর নহে সিদ্ধিলাভিলেন ইহা তাহারই মর্ম্ম আলোচনা।

শিক্ষাতত্ত্ব প্রথমভাগে বর্ণিত আছে যে “কোন পুষ্টির অভ্যুৎসাহ ও মানবের মঙ্গলজনক নহে । কারণ অনেক সময়ে সৃষ্টির প্রাবল্যহেতু ও কর্তব্যাকর্ষের বিঘ্ন হয়, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন । মনে করুন, অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইবেক এস্থলে দয়াবৃত্তির অভ্যুৎসাহ নিশ্চয়ই ন্যায়ের অহিতকর, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতে পারে । স্থলকথা, সহানুভূতি বৃত্তির (Sympathy) পুষ্টিতা ও পূর্ণতাই আপনার সহিত জগতের অভিন্ন দৃষ্টি ; জগতস্থ সমস্ত ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনই এই সহানুভূতির কার্য্য, যদি একের মঙ্গলে অনেকের অমঙ্গল সাধিত হয় তবে তাহা নিশ্চয়ই অহিতকর । আপনার একটা অঙ্গুলিতে ত্রণ হইয়া ক্রমে ঢাকলা ধরিয়াছে, তখন আপনার ঐ অঙ্গুলি ছেদন ব্যতীত আপনার সর্বাঙ্গ ক্ষত হওয়া সম্ভব হইলে ঐ অঙ্গুলিটা ছেদন করা কি আপনার কর্তব্য নহে ?” অতএব সমস্ত বৃত্তি বা মনঃপ্রবৃত্তিই ইহলোকের মঙ্গলজনক ।

একণে বৃত্তিবিশেষের উৎসাহ হইতে পান-
লৌকিক অমঙ্গলের হেতু কি ? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহলোক ও পরলোক একই নিয়মাবলী । আপনি অতি দয়ালু বা ক্ষমাশীল লোক । দয়া কিবা ক্ষমাবৃত্তির নিকট আপনার অন্ত কোন সৃষ্টি বা কর্তব্য স্থান পায় না । ক্রমে দয়া ও ক্ষমাবৃত্তির প্রাবল্যহেতু অন্ত সমস্ত বৃত্তি, ক্ষমা বা দয়াবৃত্তিতে সংমিশ্রিত হইয়া আপনি পূর্ণ ক্ষমা বা দয়াময় হইলেন । সমস্ত বৃত্তি সমষ্টির বিকাশ ও তাহার সামঞ্জস্যের ফলেই মানবাত্মার পূর্ণবিকাশ, ঐ সমস্ত বৃত্তি মানবাত্মার মঙ্গলপ্রত্যক্ষরূপ, অতএব দয়া ভিন্ন অন্ত সমস্ত বৃত্তির শক্তি লোপ হইলে মানবাত্মা নিশ্চয়ই হীন হইয়া ঐ মানবাত্মার অস্তিত্ব কেবল দয়া-
বৃত্তিই পরিণত হইবে, সুতরাং দেহ অবসান হইলে

ঐ মানবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া আত্মা দয়াবৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া ঐ দয়াবৃত্তির সহিত স্বর্গস্থ ভোগ করিবে, ঐ দয়াবৃত্তিজনিত যে সুখ তস্তির অন্ত কোন সুখভোগ হইবে না তাহার অস্বভূতি দয়াবৃত্তির সহিত এক হইয়া যাইবে, সমস্ত সৃষ্টির সামঞ্জস্যের অভাবহেতু মানবাত্মা পূর্বোক্তমত পরমাশ্রয়িতা না হওয়ায় অজ্ঞানপ্রযুক্ত কখনই মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে না * ঈশ্বর মহাচৈতন্য অনন্ত জ্ঞানময় ও সর্বজ্ঞ । এক এক সৃষ্টি কারণক্রেতে চিহ্নিত্রির এক একটা তৈজস উপাদান বা দেবতাস্বরূপ বটে, এইজন্যই গীতাকার অন্ত দেবোপাসনার পরিবর্তে পরমাত্মোপাসনায় উপদেশ দিয়াছেন । ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায় ২৫ শ্লোক ও ৭ অধ্যায়ের ২১, ২২, ২৩ শ্লোক । যথা—
যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যাস্তি পিতৃ-
ব্রতাঃ । ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ-
যাজিনোহপি মাং ॥

“যো যো যাং যাং তন্নু তত্ত্বঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিত্ত
মিচ্ছতি । তন্তু তত্ত্বাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব
বিদধাম্যহং” ॥ ২১ ॥

“স তবা শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তারাদননীহতে ।

* ইহার বর্জিত স্থল আছে । মানবের জন্মমাত্ররীণ কার্য্যহেতু সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হইলে সমাজ সংস্কারের নিমিত্ত প্রজা গণের হিতার্থে সৃষ্টি বিশেষের অভ্যুৎসাহ ইহ পার-
লৌকিক মঙ্গলকর । সমস্ত বৃত্তিঃ পরিভূপ্তি ভিন্ন উহা সামঞ্জস্য হইতে পারে না এবং সামঞ্জস্য না হইলেও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয় না, ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি-
বান ব্যক্তির নিকট সমস্ত বৃত্তিই তাহার অধীন । সুতরাং তাহার পারলৌকিক আশঙ্কা নাই । ইহলোকেও সমা-
জের অমঙ্গল সন্তাবনা নাই, যেহেতু বৃত্তিবিশেষের উৎসাহ দ্বারা তাহার যোর পাপীকেও উদ্ধার করিতে পারেন বুদ্ধচৈতন্য তাহার ওষাণ, জগাই মাধাই একটা দৃষ্টান্ত ।

লভতে চ ততঃ কামান্ মণৈব বিহিতান্
হিতান্” ॥২২॥

“অন্তবন্তু ফলং তেষাং তদ্বতান্নমেধসাং ।
দেবান্ দেব যজ্ঞো যান্তি মন্ত্রজা যান্তিমামপি” ॥

ব্রাহ্মবাদ । দেবোপাসক দেবতা পিতৃ
উপাসক পিতৃগণ প্রাপ্ত হয় এবং ভূতোপাসকগণ
ভৌতিকশক্তিতে মিশিয়া যায় । যে যে সাকাম
ব্যক্তি ভক্তিয়ুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্তির প্রতি
শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই
অন্তর্যামীরূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি ততঃ

মূর্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই । সেই সাকাম ভক্ত
পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে দেবমূর্তিতে অর্চন
করিয়া থাকে, আমিই তাহার পূর্ব সংকল্পিত
কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি ।

অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণের আরাধনা লক্ষ্যল নাশ
মান হইয়া থাকে, কেননা তাহারা দেবার্চনা
দ্বারা দেবলোকই ব্যাপ্ত হয়, আর আমার ভক্ত
গণ পরিণামে আমাকেই লাভ করিয়া থাকে ।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আমিষের প্রসার ।

(ব্রহ্মচর্যাশ্রম)

পঞ্চমপ্রবন্ধ ।

এই অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব
যদি কখন শ্রেয়শপথ অবলম্বন না করে, তাহা-
হইলে তাহার জীবন একবানেই নিষ্ফল হইল ।
অজ্ঞানবশতঃ মানব স্বীয় দেবত্ব বিস্মৃত হইয়া
প্রেয়মার্গে বিচরণ করিতে, করিতে পুনঃ পুনঃ
জন্মমরণের অধীন হইয়া থাকে । ভারতবর্ষীয়
আর্য্য-ঋষিগণ মানব যে কি তাহা জানিতেন,
একজ্ঞ তাঁহারা কেবল আহারবিহারাদি দৈহিক-
ক্রিয়াতে মানবকে নিরত দেখিলে অত্যন্ত
সন্তুষ্ট হইতেন এবং বাহাতে মানব প্রেয়মার্গ
পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়মার্গ অবলম্বন করিতে
পারে, আমিষের সজোচ ধ্বংস করিয়া উহার
প্রসার আয়ত্ত করিয়া বিশুদ্ধানন্দ সজোগ
করিতে পারে, তজ্জ্ঞ তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বীয়
স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেন । আর্ধ্যাবর্ত্তের অতি
প্রাচীন পরম ঋষিগণ আমিষের প্রসারের তত্ত্ব
শত শত উপায় উদ্ভাবন করিয়া পিচ্ছন এবং
মানব স্বায় স্বীয় অভিমতক্রমে উহার কোন

লাভ করিতে পারেন । কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য অব-
লম্বন না করিয়া কেহই তাঁহাদেব প্রদর্শিত
উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হন না । যি
যে রূপ নিপীড়িত না হইলে তিলমধ্যগত গৈ
নির্গত হয় না, দধি যেকপ মণিত না হইবে
দধিমধ্যাস্থত ঘৃত বিনির্গত হয় না, ভূমি যেকপ
খনন না করিলে জল বিনির্গত হয় না, বর্ষ
না করিলে যেকপ অরণি-নিহিত অগ্নিবিনির্গত
হয় না, তজ্জ্ঞ ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন মানবের অন্তর্নিহিত
শক্তি বিকাশিত হয় না, আমিষের প্রসার
হয় না ।

“তিলেষু তৈলং দধিনীবসপির্দধিঃ
স্রোতঃ স্বরণীষু চামিঃ । এবমান্নানি
গৃহতেহস্মৈ সত্যেনৈনং তপসা
যোহনুপশ্যতি ॥” শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ।

মানব যে ব্রহ্মের পুত্র তাহা তাঁহারা অপর
ছিলেন এবং তাই তাঁহারা মানবদিগকে কৃপা
উৎসাহিত করি

তেন। আমিত্বের সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া
ব্রহ্মসদৃশ অসীম আমিত্বলাভে যত্নবান হইতে
আদেশ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন;—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং । তমেব
বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যং পন্থা
বিদ্যতেহয়নায় ॥” শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ।

আমি সেই মহান্ পুরুষের বিষয় অবগত
হাছি, তিনি আদিত্যের তায় স্বপ্রকাশ, তাঁহাতে
মজ্জানরূপকার বিরাজ করে না, তাঁহাকে জানিতে
পারিলেই জীব মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পায়।
দীর্ঘের মোক্ষপ্রাপ্তির আর কোন উপায় নাই।

তাঁহারা বলিতেন, হে মানব! তোমার
সংপত্তি বিষ্মত হইও না, তুমি যে সেই পর-
ব্রহ্মের পুত্র, তুমি যে অমর, ইন্দ্রাদিদেবগণও
রূপ ব্রহ্মের পুত্র, তুমিও সেইরূপ তাঁহারই
পুত্র, তাঁহারা যেরূপ ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিয়া
দেবাস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও সেইরূপ
তাঁহার শরণগ্রহণ করিয়া সেই দেবাস্থানে গমন
হই।

“মুজে বাং ব্রহ্ম পূর্বং নমোভি-
র্ক্সগ্লোকা যন্তি পথ্যেব হ্রাঃ ।
গুণ্যন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে
গামানি দিব্যানি তস্যুঃ ॥”

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ।

ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই আত্মার ইহ এবং পূর্ব-
মার্জিত মলিনতা দূর হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়,
কর্তৃত্বে আত্মার উপলব্ধি হয় এবং আমিত্বের
শাস্তি হয়। ব্রহ্মচর্য্যই আমিত্বের প্রসারপ্রাপ্তির
কমাত্র সোপান, বেদাদি তাবৎ শাস্ত্রেই ব্রহ্ম-
চর্য্য অসীম মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, ব্রহ্ম-
বীই প্রাচীন আচার্য্য-ঋষিগণের জন্মের আদর্শ-

মুষ্টি ছিলেন, সমিধপাণি কৃষ্ণাজিনাশ্রয়। দীর্ঘশ্রু-
জটাধারী ব্রহ্মচারী আচার্য্যসমাজেব মুকুটমণি
স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের অথ
ছাথ বিষ্মত হইয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অগ্রাহ্য
করিয়া সাগরপর্য্যন্ত প্রতিবন্ধকতার প্রতি
ক্রক্ষেণ না করিয়া, কেবল পরোপকারতত
হৃদয়েব একমাত্র লক্ষ্য করিয়া, দেশে বিদেশে
সর্বত্রই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক বিবিধ
মঙ্গলসাধনে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করি-
তেন। ব্রহ্মচারীর আদর্শমুষ্টি হৃদয়ে উপস্থিত
হইলেই তাঁহারা আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে
করিতে ভূমণ্ডলে দেবসদৃশ সেই মহাত্মার গুণ
কীর্ত্তন কবিত্তে আরম্ভ করিতেন।

“ব্রহ্মচার্য্যোতি সমিধা সমিদ্ধঃ কাঞ্চ-
বমানোদীক্ষিতদীর্ঘশ্রুশ্রুঃ । স সদ্য-
প্রতি পূর্বস্মাত্তরং সমুদ্রং লোকান্
সংগৃভ্যমুহুরাচারিহ ॥ ব্রহ্মচারী জন-
য়ন্ ব্রহ্মাপো লোকং প্রজাপতিং
পরমেষ্ঠিনং বিরাজন্ । গর্ভো ভূত্বা
মৃতস্য যোন্যে বিদ্রোহ ভূত্বা হ্রাস্ত-
তর্হ ॥ আচার্য্যাস্ততক্ষ নভসী উভে
ইমে উর্কসী গন্তোরে পৃথিবীং দিবঞ্চ ।
তে রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী তস্মিন্
দেবা সংমনসো ভবন্তি ॥ অথর্ববেদ ।

দীর্ঘশ্রুশ্রু, দীক্ষিত, কৃষ্ণাজিনাশ্রিত ব্রহ্মচারী
সমিধাশ্রিত দ্বারা জ্যোতিমান্ হইয়া পূর্বসমুদ্র
হইতে উত্তরসমুদ্র পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং
তাঁহারা ইচ্ছানুসারে দূরত্বের হাসবুদ্ধিও করিয়া
থাকেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিদ্যা, কর্ম্ম, লোকসমূহ
প্রজাপতি, পরমেষ্ঠি, বিরাট, স্থষ্টি করিয়া থাকেন
তিনি অমৃতের যোনিতে গর্ভস্থ শিশুর রূপ

ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া অমরদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী এবং অসীম আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী উহাদিগকে তপস্তার দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন, দেবতারা এই ব্রহ্মচারীতে আনন্দভোগ করিয়া থাকেন,

“আচার্য্যো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী
প্রজাপতিঃ । প্রজাপতির্বিরাজতি
বিবাড়িন্দ্রোহ ভবদশী ॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ
তপসা রাজা রাষ্ট্রং বিরক্ষতি ।
আচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণ-
মিচ্ছতে ॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং
বিন্দতে পতিম্ । অনন্ধান ব্রহ্মচর্য্যে-
ণাশ্বো ঘাসং জিগীষতি ॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ
তপসা দেবা মৃত্যুমপায়ত । ইন্দ্রহ
ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরং ॥ ওষ-
ধয়ো ভূতভব্য মহোরাত্রে বনস্পতিঃ ।
সম্বৎসরঃ সহ ঋতুভিস্তে জাতা ব্রহ্ম-
চারিণঃ ॥ পার্থিবা দিব্যাঃ পশবঃ
আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চযে । অপক্ষাঃ পক্ষি-
ণশ্চ যে তে জাতা ব্রহ্মচারিণ ॥”

অথর্ববেদ ।

ব্রহ্মচারীই আচার্য্য, ব্রহ্মচারীই প্রজাপতি, প্রজাপতিই জগতে বিবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই বিরাট, ঐ বিরাটই ব্রহ্মচারী, ইন্দ্র । ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্তার দ্বারা রাজা রাজ্যরক্ষা করিয়া থাকেন, ব্রহ্মচর্য্যহেতুই আচার্য্য ব্রহ্মচারী, প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন । ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই কন্যা যুগপতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই গো, অশ্ব প্রভৃতি মানবের আহার্য্য পরি-

ব্রহ্মচর্য্য এবং তপস্তার দ্বারা দেবতারা মৃত্যুে সংহার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই ঐ দেবতাদের জন্ম স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ওষধি বনস্পতি, যাহা হইয়াছে এবং হইবে, দিন রাত্রি, ঋতু, সকলেই সেই ব্রহ্মচারী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কি মনুষ্য, কি দেবতা, কি গ্রাম্য, কি আরণ্য পশু, কি পক্ষযুক্ত অথবা পক্ষশূন্য জীবসমূহ সকলেই সেই ব্রহ্মচারী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আত্মসংযম, ক্রেশনহিকৃত এবং পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে জগতে ভগবানের বিধানে গিনি যে অবস্থায়ই থাকুন ন কেন, কেহই কোন কার্য্য করিতে পাবেন না। অলস পরোপকারবৃত্তি হৃদয় মধ্যে না থাকিলে কেহই স্বীয় অধিকৃত বিদ্যা অপরকে শিখাইতে পারেন না। আবার ঐ পরোপকারবৃত্তিই ভগবানের বিধান অনুসারে স্বীয় উন্নতির একমাত্র কাণ্ড, যেহেতু যে মুহূর্ত্তে আচার্য্য অধ্যাপনা হইতে বিরত হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি আলোচনা অভাবে বহুশ্রমার্জিত বিদ্যা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন । সংযতেন্দ্রিয়, লোভবিবহিত এবং প্রকৃতিবর্গের কুশলকানী না হইলে রাজা কখন রাজ্যশাসন করিতে পাবেন না, যদি কোন রাজা ব্রহ্মচারীর আদর্শমূর্ত্তি হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, নিশ্চয়ই তাহার অনতিবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে । কুমারী যৌবনে পদার্পণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে যদি স্বীয় কৌশল রক্ষা না করেন, তাহাহইলে তাহার জর্ঘ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? সমাজের যে দিবে দৃষ্টিপাত করুন, সেই দিকেই দেখিতে পাইবেন যেখানে নিয়ম, যেখানে আত্মসংযম, যেখানে পরোপকারবৃত্তি, যেখানে আশ্রমের প্রদান,

মুসরাজি-বিরাজিত, সুশীতল বারিগরিপূর্ণ
মানস-সরোবর-রূপ কুশল বিদ্যমান রহিয়াছে।
আর যেখানে স্বেচ্ছাচার, অসংযম, স্বার্থপরতা,
সেইখানেই মানবের যাবতীয় অনর্থের স্বরূপ
বিস্তীর্ণ মরুপ্রদেশস্থ মরীচিকা বিদ্যমান রহি-
য়াছে। অতএব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ভিন্ন কেহই
যে নিজের বা পরের কোন কার্য্যই সম্পাদন
করিতে পারেন না, ইহা সকলেরই বিশেষরূপে
দৃঢ়দৃশ্য করা উচিত। ঋষি ভরদ্বাজ তিন জন্ম
ব্রহ্মচর্য্য অমুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন,
তাহার তৃতীয় জন্মের শেষাবস্থায় যখন তিনি
মৃত্যুশয্যায়া শায়িত ছিলেন, তখন ইজ্র তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি আমি তোমাকে
চতুর্থ জন্মদি, তাহাহইলে তুমি উহা লইয়া কি
করিবে। তিনি বলিলেন আমি ব্রহ্মচর্য্যের
অমুষ্ঠান করিব।

“ভরদ্বাজোহুত্রিরাযুর্ভিব্রহ্মচর্য্য-
মুবাঃ, তংহজীর্ণম্ স্ববিরম্ শয়ান-
মিন্দ্রঃ উপব্রজ্য উবাচ ভরদ্বাজ, যন্তে
চতুর্থমায়ুর্দদ্যাম কিমেতেন কুর্যাঃ
ইতিঃ ব্রহ্মচর্য্যমেব ব্রতেন চরেয়ম্
ইতি হোবাচ,” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

আর্য্যাবর্তের প্রাচীন ঋষিগণ আমিশ্বের
ক্রমিক বিকাশের জন্ত মানব জীবন চারিভাগে
বিভক্ত করিয়া প্রথমভাগে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা
করিয়াছেন। পরহিতসাধন সক্ষম হইলে মানবের
দর্শপ্রথমেই স্বীয় শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ
সাধনের প্রতি ঐকান্তিক যত্ন করা কর্তব্য।
দরিদ্র কূটারেই হউক বা রাজপ্রাসাদেই হউক,
ঈশ জ্ঞান ও কর্ম্মহেতু যে স্থলেই জন্মগ্রহণ কর,
সবস্থানুসারে জগতের যেকোন কার্য্যের ভারই,
হউক হউক বা বৃহৎ হউক, তোমার স্বক্কে পতিত

হউক, তুমি সবল শরীর, দীর্ঘায়ু, সংযতমনা,
ভগবন্তক না হইলে কিছুতেই উহা সূচ্যাক্রমে
সম্পন্ন করিতে পারিবে না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন
করিয়া শরীর বলিষ্ঠ করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়-
সংযম করিতে পারিলে, মানসিকবৃত্তির উৎকর্ষ-
সাধন করিতে পারিলে, প্রাণায়ামাদিদ্বারা
জন্মজন্মার্জিত পাপক্লয় করিতে পারিলে এবং
ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি স্থাপন করিতে
পারিলেই তোমার আমিশ্বের প্রসার হইবে,
জীবন নিফল হইবে না, ভববারিধিবক্ষে জল-
বৃদ্ধদের স্তায় তোমার পুনঃ পুনঃ উদয় ও লয়
হইতে হইবে না।

দুর্জলকায় দুর্জলচিত্ত কোন অবিখ্যাসী পুরুষ
সংসারের কোন কাজ করিতেই সমর্থ হয় না,
তাহার দ্বারা জগতে নিজের বা অস্ত্রের কাহারও
কোন মঙ্গলসাধিত হয় না। এইজন্যই আর্ধ্য-
ঋষিগণ জীবনের প্রথম অংশেই ব্রহ্মচর্য্যের
ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন। আর্ধ্য-ঋষিগণ তাবৎ
জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। সর্ব্ব-
প্রকার জ্ঞানের চরম-অবস্থাই ব্রহ্মজ্ঞান। যে
কিছু ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী তাহা অজ্ঞান-বা
অবিদ্যাবাচ্য। বস্তুতঃ সাধারণতঃ নানাবিধ
ঐহিককার্য্যের সহিত যে আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের
সংগ্রহ নাই বলিয়া বোধ করি উহা সম্পূর্ণ ভ্রম-
ম্বক। প্রত্যেক মানবের জীবনের তাবৎ
কার্য্যের সহিত তাহাব নিজের এবং সমগ্র জগ-
তের ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ রহিয়াছে। একটু
চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে আমাদের
যে সমুদায় কার্য্যকলাপ অতি সামান্য বলিয়া
বিবেচিত হয়, তাহার সহিতও জগতের হিতা-
হিতের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। কার্য্যের
ফল অবশুস্তাবী, ব্রহ্মের চিদাকাশে তোমার
জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কার্য্যকলাপ প্রতি-
নিধিত হইয়া পরিরক্ষিত হয় এবং তাহা বলিষ্ঠ

ও জীবন্ত এক মহতীশক্তিরূপে পরিণত হইয়া অদৃশ্যভাবে অদৃষ্টরূপে তোমার জীবন পরিচালিত করে। কেবল তোমার কার্য্য নহে, তোমার হৃদয়ের গুহ্য হইতে গুহ্যতম চিন্তাগুলিও অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া তোমার জীবনের সুখ দুঃখের বিধান করিয়া থাকে ; বিশ্বনাথের বিধে কোন কার্য্যই ফলশূন্য হয় না। তোমার আহাৰ-বিহার বসনভূষণাদি, বাহার সহিত তুমি ধর্ম্মাধর্ম্মের সংগ্রহ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহ, বেশ চিন্তা করিয়া দেখ, উহার সকলের সহিতই ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহার সকলের সহিতই আমিহবে প্রসারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিশ্বের সহিত তোমার জীবন এতই সংসৃষ্ট যে তুমি কোনপ্রকারে নিজের অনিষ্ট করিলে তুমি বিশ্বেরও অনিষ্ট করিলে এবং বিশ্বের কাহারও অনিষ্ট করিলেই তোমার নিজের অনিষ্ট করিলে। আমি এই কার্য্য করিব ইহাতে যে ক্ষতি হয় আমারই হইবে। তাহাতে অপরের কি এ কথা তোমার বলিবার অধিকার নাই কারণ তুমি সমাজের এক অঙ্গমাত্র, তোমার ক্ষতি হইলে সমাজের অস্তিত্ব লোকেরও ক্ষতি হইবে, সুতরাং সমাজ তোমাকে তোমার স্বীয় অনিষ্টসাধনের দ্বারা সমাজের অনিষ্টসাধন করিতে কেন দিবে? আৰ্য্যশাস্ত্রে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, বহুতরদেশে আত্মহত্যার চেষ্টা রাজদণ্ডের যোগ্য বলিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ইহার মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে মনুষ্যজীবন পরস্পর সংসৃষ্ট বলিয়াই তোমাকে তোমার স্বীয় অহিতসাধন করিতে দিতেও সমাজ কুণ্ঠিত। তুমি অনিয়মিত মন্যাপাম করিয়া কেবল যে নিজের সর্বনাশ করিলে তাহা নহে, তোমার আত্মীয়বর্গের সর্বনাশ করিলে, জীপুত্রকন্ডাকে

জের অস্তিত্ব লোকের গলগ্রহ হইল ; তুমি সংকার্য্যে নিরত থাকিলে তুমি দীর্ঘায়ু হইবে সমাজ তোমার দ্বারা কতশতপ্রকারে উপকৃত হইতে পারিত। কিন্তু তুমি নিজে নিজের অনিষ্ট করিতে সমাজেরও মহান্ অনিষ্ট হইল। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই দৃষ্ট হইবে যে জগতের মঙ্গল এবং তোমার মঙ্গলে কোন বিরোধ নাই, দৃষ্ট হইবে যে বাহাতে তোমার মঙ্গল তাহাতেই সমাজের মঙ্গল, তাহাতেই তোমার আত্মার বিকাশ হইবে ও আমিত্বের প্রসার হইবে, তাহাতে তোমার ভেদজ্ঞান দূর হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। জগতেব প্রায় তাবৎ কার্য্য ও জ্ঞান, হয় শ্রেয়ঃমুখী না হয় প্রেয়ঃমুখী। শ্রেয়ঃমুখী জ্ঞানও কার্য্যই যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ কার্য্য এবং প্রেয়ঃমুখী জ্ঞান ও কার্য্যই অজ্ঞান ও অকার্য্য। তাং জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানেব অন্তর্ভূত, এইজন্তই অতদদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হইত। যাঁহাদের ভেদজ্ঞান নষ্ট হয় নাই, যাঁহাদের আমিহবে প্রসার হয় নাই, যাঁহারা নিজেই অন্ধ তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে স্বাধিগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন।

ন নরোণাবরোণ প্রোক্ত এষঃ

সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।

অনন্ত প্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য

নীয়ান্ হতর্কমনুপ্রমাণাৎ ॥

কঠশ্রুতিঃ

কোন শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারীর সম্পূর্ণরূপে আচার্য্যের অধীন হইতে হইত।

আচার্য্যাধীন ভব। গোভিল

সর্ববিষয়ে আচার্য্যের অধীন হও। যাঁহারা

হইয়া

চলে নাই, তাহারা কখনও উন্নতিসোপান আরো-
হণ করিতে পারে নাই। যে পর্য্যন্ত নিজের
জ্ঞানের বিকাশ না হয়, যে পর্য্যন্ত নিজের
সম্পূর্ণ হিতাহিত বোধ না হয়, যে পর্য্যন্ত নিজের
চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আচা-
র্যের অধীন না থাকিলে তুমি স্বেচ্ছাচার কীট-
দষ্ট হইয়া অসার জীবন লইয়া সংসারে পদার্পণ
করিয়া সমগ্র জীবন নিরতিশয় দুঃখে যে অতি-
বাহিত করিবে তাহাতে কিঞ্চিদ্ভিন্ন সন্দেহ নাই।
যাহারা কখন পদাতিকের জায় বিনাতর্কে সেনা-
পতির আজ্ঞাপালন করিতে শিক্ষা করে নাই,
তাহারা কখনও নেতৃত্বপদের পদপ্রাপ্তির আশা
করিতে পারে না। কঠোর শাসনাধীনে থাকে
লিয়াই শাপিততরবারী এবং ভয়াবহ শতবীও
যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে কিঞ্চিদ্ভিন্ন ও ভীতির সঞ্চার
করিতে পারে না। শাসন ও নিয়মের মধ্যে
থাকিতে হৃদয়ে এক অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়,
মানুষের ক্রমিক প্রসার হয়। এইজন্যই আর্য্য
বিরা ব্রহ্মচারীদিগের পক্ষে সূদৃঢ় শাসনের
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সূদৃঢ় শাসনের
ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই আর্য্যাবর্ত প্রাচীনকালে
বর্ষাবধি উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে
পারিয়াছিল। ইদানীন্তন সেই কঠোর শাসন
নাই বলিয়া আগবা জ্ঞানবিজ্ঞান-ভ্রষ্ট, অসংযত-
চরিত্র, দুর্বলকায় এবং দুর্বলচিত্ত হইয়া পরাধীন
হইয়া রহিয়াছি। ইদানীন্তন ব্রহ্মচর্য্য নাই
লিয়াই ভারতের এই দুর্দশা।

আচার্য্যের প্রতি ব্রহ্মচারীর অত্যন্ত ভক্তিমান
হইতে হইত। তাহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে
পাত্য অর্চনা করিতে হইত। মনু বলিয়াছেন,—

আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা-
মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ। মাতা পৃথিব্যা
মূর্তিস্ত ভাতাশ্চো মূর্তিরান্ননঃ ॥

আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্তি; পিতা প্রজাপতির
মূর্তি; গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর মূর্তি এবং
সহোদর ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্তি।

শরীরক্লেব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি
চ। নিয়ম্য প্রাজলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষ্যমাণো
গুরোর্মুখম্ ॥ মনু

শরীর বাক্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও মনসংযম কনিষা
কৃতজ্ঞলিপুটে গুরুব মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত
রাখিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে।

নিত্যমুক্তপাণিঃ স্রাং সাক্ষাচার
সুসংযতঃ। যাস্ত্যতামিতি চোক্তঃ
সম্মাসীতাভিমুখং গুরোঃ ॥ মনু

উত্তরীয় হইতে দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া
শৌচনাচার ও বস্ত্রারত দেহ হইয়া গুরু উপ-
বেশন করিতে বলিলে তাঁহার অভিমুখে উপ-
বেশন করিবে।

হীনান্ন বস্ত্রবেশঃ স্রাং সর্বদা গুরু-
সম্মিধৌ। উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্ত্র
চরমক্লেব সম্বিশেৎ ॥ মনু

গুরুসম্মিধানে সর্বদা গুরু অপেক্ষাহীনান্ন
বস্ত্রবেশ হইতে হইবে, গুরু যখন উঠিলেন
তাহার অগ্রে উত্থান ও গুরু যখন শয়ন করি-
বেন তাহার পরে শয়ন করিতে হইবে।

প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমা-
চরেৎ। নাগীনো ন চ ভুজ্ঞানো ন
তিষ্ঠন্ন পরান্নাখঃ ॥

শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া ভোজান করিতে
করিতে কিম্বা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অথচ
অল্পদিকে মুখ করিয়া গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ করিবে
না, কিম্বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে না।

আসীনশ্চ স্থিতঃ কুর্যাদভিগচ্ছংস্ত
তিষ্ঠতঃ । প্রত্যাংগম্য ত্রা ব্রজতঃ
পশ্চাক্কাবংস্ত ধাবতঃ ॥ মনু

গুরু আসীন হইয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য উখিত হইয়া এবং গুরু উখিত হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাহার অভিমুখে গমন করিয়াও গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাহার প্রত্যঙ্গমন করিয়াও গুরু গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিবে ।

পরাদ্ব্যুখস্তাভিমুখো দূরস্থাশ্চেত্য
চান্তিকম্ । প্রণম্য তু শয়ানশ্চ
নিদেশো চৈব তিষ্ঠতঃ ॥ মনু

গুরু অস্তমুখ হইয়া থাকিলে শিষ্য তাঁহার সম্মুখীন হইবে, গুরু দূরস্থ থাকিলে শিষ্য তাঁহার নিকটস্থ হইয়া, গুরু শয়ান অথবা নিকট অবস্থান করিলে অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিগ্রহণ করিবে ।

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্ত সর্বদা গুরু-
সন্নিধৌ । গুরোস্ত চক্ষুর্দ্বিষয়ে ন
যথেক্টাসনো ভবেৎ ॥ মনু

গুরুর নিকটে গুরুর আসন ও শয্যা অপেক্ষা শিষ্যের শয্যা আসন নিম্নে হওয়া উচিত, গুরু দেখিতে পান এমন স্থানে শিষ্যের বসেছা আসন হওয়া উচিত নহে ।

মমুসংহিতা ও অন্ত্যস্ত ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে গুরুর প্রতি ভক্তিমান হইবার জন্য ব্রহ্মচারীকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা হইয়াছে । কালবিশেষে বা দেশবিশেষে ভক্তিপ্রদর্শনের উপায় বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি দেখান যে কর্তব্য তাহাতে

ব্রহ্মচারীর অর্থোদয়ের প্রাকালে শয়ন হইতে উত্থান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কা করিতে হইবে এবং সায়াংকালেও পুনর্বার ঐরূপ করিতে হইবে ।

গুরুসন্নিধানে বাস করিয়া ব্রহ্মচারীর নানাবিধ হিতকর নিয়মপালন করিয়া ক্রমতাহাদের আশ্রয় উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছিসংযমসম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর পক্ষে অনেক কঠোর নিয়ম ছিল ।

বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল-
রসান্ স্ত্রীযঃ । শুভ্রানি যানি সর্বাণি
প্রাণিনাকৈব হিংসনম্ ॥ মনু

ব্রহ্মচারী মধুমাংস গন্ধদ্রব্য মাংস রস ও পরিভোগ্য করিবে, যে সমুদায় দ্রব্য মধুর হইয়া কালবশে অন্ন হয় তাহা পরিভোগ্য করিবে ব্রহ্মচারী প্রাণীহিংসা করিবে না ।

অভ্যঙ্গমঞ্জুনং চাক্ষৌরুপানচ্ছ
ধারণম্ । কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ
নর্ভনং গীতবাদনম্ ॥ দ্যুতঞ্চ জন-
বাদঞ্চ পরিবাদং তথা নৃত্যম্ । স্ত্রীণাঞ্চ
প্রেক্ষণালস্তমুপঘাতং পয়শ্চ চ ॥ এক-
শায়ীত সর্বত্র ন রেতং স্কন্দয়েৎ
কচিৎ । কামাদ্বিস্কন্দয়রতো হিনরি-
ব্রতমাত্মনঃ ॥ স্বপ্নে সিন্ধাঃ ব্রহ্মচারী
দ্বিজাঃ শুক্রমকামতঃ । স্নাত্বার্কমর্ক-
য়িত্বা ত্রিপুনর্মামিত্যুচ্য জপেৎ ॥ মনু

তৈলমর্দন অঙ্গনদ্বারা চক্ষুরঞ্জন পান্ধব ছত্রধারণ নৃত্যগীতবাদন কাম ক্রোধ লোভ জন ক্রীড়া বৃথা কলহ পরনিন্দা মিথ্যাকথন, ইত্যাদি লোকের প্রতি দোষজনক কটাক্ষ বা তাহার

ব্রহ্মচারী একাকী শয়ন করিবেন এবং কখনও
হস্তাদ্বারা রেতঃপাত করিবেন না, কামবশতঃ
বেতঃপাত করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত একেবারেই
নষ্ট হইয়া যায়। যদি অকামবশতঃ স্বপ্নে রেতঃ-
পাতন হয় তাহাহইলে স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের
পূজনা করিবে এবং আমার বীৰ্য্য পুনর্বার প্রত্যা-
র্জন করুক ইত্যাদি বেদমন্ত্র জপ করিবেন।

ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই মানব এই
জীবনেই দেবত্ব অমুভব করিতে পারে ইহা
হৃদয়ঙ্গম কবাইবার জ্ঞান ঋষিগণ যে কতশত
উপদেশ দিয়াছেন তাহার গীতাাদি ভাবং শাস্ত্র
পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। ঋষিগণ
জানিতেন যে মানব যেকণ আপনাকে দেবত্বে
পরিণত কবিতে পারে সেইরূপ পশুত্বেও পরিণত
করিতে পারে, তাঁহারা জানিতেন যে অতি
চরিত্রবান্ লোকেরও সহসা পদস্থলন হয়,
তাঁহারা জানিতেন যে কামই মানবের ঘোর
শত্রু। এইজন্ম তাঁহারা নির্জনে অতি ঘনিষ্ঠ-
সংস্কীয় স্ত্রীলোকের সহিতও ব্রহ্মচারীকে একত্রে
বাস করিতে নিষেধ করিতেন। কারণ—বল-
বান্দিয় গ্রামো বিদ্যাসমাপি কৰ্ষতি অৰ্থাৎ বল-
বান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ লোকেরও চিত্ত আক-
র্ষণ করিয়া থাকে।

কামোপভোগের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে যে কতশত
উপদেশ আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা
যায় না। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন
শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ষে ব ভূর এবাভিবর্দ্ধতে ॥
ইন্দ্রিয়ানাং প্রসঙ্গেন দোষমুচ্ছ্যাসংশয়ম্।
সংনিয়মাতু তাত্ত্বৈব ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি ॥
মুহুর্তেও যেরূপ এইরূপ সর্ষশাস্ত্রেই কামোপ-
ভোগের বিরুদ্ধে ঋষিবর্গ খড়াহস্ত ছিলেন।
কেবলু বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে অপত্যোৎপাদ-
নার্থ ঋতুকালে স্বীয় ভাৰ্য্যাভিগমন ঋষিগণ
অসম্মোদন করিয়া গিয়াছেন। তদতিরিক্ত

স্থলে কামোপভোগ নিতান্তই গর্হিত বলিয়া
সর্ষশাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। শুক্র পরিরক্ষণ
করিতে না পারিলে মানবের মানবত্ব থাকে
না, এই শুক্রক্ষয় হইতেই মানবের নানা-
বিধ দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ আসিয়া উপ-
স্থিত হয়। এই শুক্রক্ষয়ই ভারতবাসীদিগের
এত দুর্গতির কারণ। প্রত্যেক দেশহিতৈষী
ব্যক্তিরই এ বিষয় প্রকাশরূপে ঘোষণা
করিয়া উহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত
হওয়া উচিত নহে। আমাদের সম্ভ্রানসম্ভ্রতিগণ
অতি অনবয়সেই শুক্রক্ষয়ে দুর্জলমনা দুর্জল-
শরীর হইয়া পড়িতেছে, বিংশতিবৎসর না হইতে
হইতেই মস্তিষ্কের পীড়া হইতেছে, চক্ষুরোগ
উপস্থিত হইতেছে, যৌবন শেষ হইতে না
হইতেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। হে ভারত-
বাসি! যদি আৰ্য্যবংশ রক্ষা করিতে চাহ, তাহা-
হইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগকে শুক্রক্ষয়রূপ
মহাপাপ হইতে রক্ষা করিতে কটিবদ্ধ হও, উহা-
না হইলে বিএ, এমএ পাশ করাইলে কিছুই
হইবে না। ব্রহ্মচারীর উচ্চ আদর্শ প্রত্যেক
বালকের হৃদয়ে অঙ্কিত কর, গৃহে গৃহে ব্রহ্ম-
চারীমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া অত্যাচ্ছ দেবদেবীর
মূর্ত্তির সহিত ব্রহ্মচারীমূর্ত্তি পূজা কর। বৈদিক
ঋষিগণ যে পবিত্র মূর্ত্তি পূজা করিতে কুণ্ঠিত
হন নাই, সেই মূর্ত্তি তুমি তুচ্ছ করিও না।
বাহিরে না কর, প্রত্যহ হৃদয়ে প্রেয়মূর্ত্তি স্বেচ্ছা-
দিগের উপাসনা করিয়া থাক, ঐ মূর্ত্তি হৃদয়
হইতে নির্বাসিত করিয়া ব্রহ্মচারীর মূর্ত্তি হৃদয়ে
অঙ্কিত কর। সমগ্র জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না
করাইতে পার, অর্থাৎ যদি নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী না
করাইতে পার, তাহাহইলে অন্ততঃ চতুর্ধিংশতি
বৎসর বয়ঃক্রমপর্য্যন্ত সম্ভ্রানদিগকে ব্রহ্মচারী
ব্রতে রাখ। বীজ বপন না করিয়া কে কখন
ফলভোগ করিয়াছে? কণ্টকরূপ রোপণ করিয়া

কে কখন অমৃতফল প্রাপ্ত হইয়াছে । সন্তান-দিগকে কু-শিক্ষা, কু-আদর্শের মধ্যে অবস্থিত রাখিয়া কিরূপে তাহাদিগকে ধর্মনিরত দেখিতে আশা কর ? যদি ভারতবর্ষের যথার্থ মঙ্গল চাও, ব্রহ্মচর্য্য বিধান প্রচলিত কর । ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় শক্তির বিকাশ হইবে । ইহা মুখের কথা নয়, বিশ্বাস কর, ইহা প্রত্যক্ষ । ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেখ, তোমার শক্তির বিকাশ হয় কি না হয় । যদি না হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিও । কিন্তু প্রত্যক্ষ না করিয়া উহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিও না । প্রজাপতি সন্নিধানে তখন দেবতা মনুষ্য ও অশ্বর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন । তখন তিনি তিনটি “দ” দ্বারা ব্রহ্মচারীকে, কেবল ব্রহ্মচারীর কেন, মানবমাত্রেরই, জীবনের মূলমন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন ।

ত্রয়োঃ প্রাজাপত্যঃ প্রজাপতে পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমুদেবা মনুষ্যা অশ্বরা উষিয়া ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচু ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা, ইতি ব্যজাসিষ্টেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি ॥

অথ হৈনং মনুষ্যা উচু ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষর-মুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা ইতি ব্যজাসিষ্টেতি হোচুর্দভেতি ন আত্মে-ত্যোমিতি ব্যজাসিষ্টেতি ॥

অথ হৈন মনুষ্যা উচু ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ

দ ইতি ব্যজাসিষ্টেতি হোচুর্দক্ষর-মিতি ন আত্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি ॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতি ।

অর্থাৎ দেব, মনুষ্য ও অশ্বর, প্রজাপতি এই তিন পুত্র প্রজাপতিসন্নিধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থন করিয়াছিলেন, তিনি দেবতাদিগকে “দ” অক্ষর বলিয়া উপদেশ দিলেন, ঐরূপ মনুষ্য ও অশ্বর দিগকেও “দ” অক্ষরদ্বারা উপদেশ দিলেন উহাদ্বারা তিনি তাহাদিগকে দাম্যত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম কর, দত্ত অর্থাৎ দান কর এবং দয়ধর্ম অর্থাৎ দয়া কর এই উপদেশ দিলেন ।

গীতাতেও ঐ উপদেশ আছে,

ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং নাশন-
মাত্মনঃ । কামং ক্রোধস্তথা লোভ-
স্তস্মাদেতজয়ং ত্যজেৎ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিনটি নব্বন্ধ দ্বারা তজ্জন্ম এই তিনটি পরিভাগ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম কর, লোভ পরিত্যাগ কর এবং সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন কর, এই ব্রহ্মচারী জীবনের মূলমন্ত্র । যাহাদের এই তিনটি আয়র হইয়াছে, তাহারা মর্ত্যভূমে দেবতুল্য । তাহাদের আশিষ্টের বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সর্বভূতে আত্মার দর্শন হইয়াছে, তাহাদের আর জন্মমরণের অধীন হইতে হইবে না । হে ভারতবাসি ! তোমরা স্বীয় গৃহে যেক্রূপ শালগ্রাম-শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক, সেইরূপ ব্রহ্মচারীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত কর । দেখিবে তোমার ক্ষুদ্র দূর হইয়া যাইবে, দেখিতে পারিবে যে যাহারা তোমাদিগকে জঘন্ম বলিয়া পদদলিত করিতেছে, তাহারাও তোমাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া তোমাদের অনুরূপ হইবে । আর সময় নাই

প্রত্যহ ব্রহ্মচারীর পূজা কর, প্রত্যহ ব্রহ্মচারীর গুণ কীর্তন কর। আজও ভারতবর্ষে সর্বত্র কুমারী পূজা হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মচারীর পূজা কেন হইবে না? ঋষিগণ ব্রহ্মচারীর পূজা করিতেন, তোমাদের লজ্জা কি? যদি নিজে ব্রহ্মচারী নাও হইতে পার, কিন্তু অন্ততঃ তাঁহার আদর্শমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন কবিত্তে পার, তাহা হইলেও তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে।

বেদ, উপনিষৎ, ধর্মশাস্ত্র পুৰাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই ব্রহ্মচারীর জীবনের নিয়ম নিবন্ধ রহিয়াছে, উহা সমুদায় উদ্ধার করিতে গেলে প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া যায়, এতদুত্তর ভক্তি ও বোগগ্রহ ভাগবতে ব্রহ্মচার্যের যে নিয়ম সংক্ষেপে নিবন্ধ রাখিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্রহ্মচারী গুরুকূলে বসন দাস্তো।
গুরোর্যিতম্। আচরণ দাসবল্লীচো
গুরো হৃদৃৎসৌহৃদং ॥ সায়াং প্রাত-
রুপাসীতগুর্বধ্যাক্ষরোত্তমান্। সক্ষো
ভিতে চ যতবাগজপন ব্রহ্মসনাতনম্ ॥
হৃদাংস্থধীয়ীত গুরোরাহুতশ্চেৎ স্ম-
খিতঃ। উপক্রমেহবসানে চ চরণো
শিরসা নমেৎ ॥ মেখলাজিনবাসাংসি
জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্। বিভূষাভূষবীতঞ্চ
দর্ভপাণির্ঘথোদিতম্ ॥ সায়াং প্রাত-
শ্চরৈস্তৈক্ষ্যং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ।
ভূঞ্জীত যদানুজ্ঞাতো নো চেতুপবসেৎ
কচিং ॥ স্নানীলো মিতভূদক্ষঃ শ্রদ্ধ-
গানো জিতেন্দ্রিয়ঃ। যাবদর্থং ব্যব-
হরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জিজ্ঞেতেষু চ ॥ বর্জ-
য়ং প্রমদাগাধামগৃহস্থো বৃহদ্রতঃ।

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতে-
ন্দ্রিয়নঃ ॥ কেশপ্রসাধনোন্মদ্রস্পনাত্য-
ঞ্জনাদিকম্। গুরুস্ত্রীতিষুবতিভিঃ
কারয়েন্মাত্ননো যুবা ॥ নখগ্রিঃ প্রমদা
নাম স্নাতকুন্তসমঃ পুমান্। স্নাতমপি
রহো জহাদন্তদা যাবদর্থকৃৎ ॥ কল্ল-
য়িত্বাত্ননা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ।
দ্বৈতং তাবন্ম বিরমেৎ তমোহস্ম
বিপর্যায়ঃ ॥

নাগদ কহিলেন, ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুকূলে বাস করত, গুরুতে হৃদৃৎ সৌহার্দ-
স্থাপনপূর্বক নীচ দাসের আয় গুরুর হিতাহুষ্ঠান
করিবে; গুরু, অগ্নি, স্বর্ঘ্য ও দেবতাদিগের
উপাসনা করিবে এবং গায়ত্রী জপ ও ত্রিকালে
সন্ধ্যা করিবে। এবং সায়াংপ্রাতঃ উভয় সন্ধ্যা-
কালেই মৌনী হইয়া থাকিবে। গুরু বধন
আব্ধান কবিবেন, তখন মন ও দেহ উত্তমরূপে
স্থির করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে।
অধ্যয়নের আরম্ভে ও অবসানে মস্তকদ্বারা
স্পর্শপূর্বক গুরুচরণে প্রণাম করিতে হইবে।
মেখলা, অজিন, বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু ও
উপবীত ধারণ করা কর্তব্য; এবং কুশহস্ত
হইয়া থাকিবে। সায়াংকালে ও প্রাতঃকালে
ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে নিবেদন
করিবে; পরে গুরুর নিকট অমৃত্যু পাইলে
আপনি ভোজন করিবে; নচেৎ উপবাস করিয়া
দিনপাত করা উচিত। ব্রহ্মচারী স্নানীল, মিত-
ভোজী, কার্যদক্ষ, শ্রদ্ধাশীল হইবে এবং জিতে-
ন্দ্রিয় হইয়া জীদিগের এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিগণের
সহিত আপনায় প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবে।
গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারীমাত্রই নারীঘটিত কথা
বার্তা পরিত্যাগ করিবে; কেননা প্রবল ইন্দ্রিয়

দলক যতিরও মন হয়ণ করে। যুবা শিষ্য,—
 যুবতী গুরুপত্নীদ্বারা আপনার কেশপ্রসাধন,
 গাত্রমর্দন, ম্পন ও অভ্যঙ্গনাদিকার্য্য করাইবে
 না। কারণ প্রমদা অগ্নিতুল্যা, পুরুষ যতকুণ্ড-
 সদশ; নির্জনে কণ্ঠার সহিতও অবস্থিতি
 নিষিদ্ধ। অল্প সময়ে (কেশপ্রসাধনাদি ব্যতি-
 রিক্ত সময়ে) প্রয়োজনমত তদীয় কার্য্য করিবে।
 যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকাবছাড়া দেহাদিকে
 আভাসমাত্র বিবেচনা কবিয়া জীব স্বতন্ত্র হই-
 তেছেন, ততদিন ভেদজ্ঞান থাকিবে। ভেদ-
 জ্ঞান হইতেই বিপর্য্য, ভোক্তা ও ভোগ্য এই
 ভেদজ্ঞান থাকেত, ক্রীসঙ্গ পরিহার কর্তব্য।

হে ভারতবাসি! ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া
 হৃদয়ের তৃণাবর্ষ নাশ কর, প্রাণায়ামাদি দ্বারা
 জন্মজন্মার্জিত অব ধ্বংস কর, কপটরূপ বক-
 পুতনাদির বধসাধন কর, বংশীধারীর প্রণবরূপ
 বেণুবাদন শ্রবণে কর্ণ পবিত্র কর, ভগবানের
 নির্মল উপাসনারূপ কালিন্দীবারিধারা ভারতের
 পাপরাশি বিধৌত কর, তবেই ভারতের মঙ্গল।

ধর্ম্মে ভগ্নাম পরিচ্যাগ কর।

নাদৃষ্টং দ্রষ্টতো ক্রবীতি, নাক্রতং
 শ্রততঃ ন মনুষ্যশ্রুতিং প্রযুক্তীত।

গোভিল।

যাহা দেখে নাই, তাহা দেখার স্থায় প্রতিপন্ন
 করিও না, যাঁহা শুনে নাই, তাহা শুনার স্থায়
 প্রতিপন্ন করিও না, কখন মনুষ্যের চাটুকারিতা
 করিও না।

সত্যং বদ, ধর্ম্মং কর, মাতৃদেবো ভব,
 পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব,
 অতিথিদেবো ভব। তৈত্তিরীয়শ্রুতি।

সত্য বদ, ধর্ম্ম কর, পিতা, মাতা,

আচার্য্য, অতিথিকে দেবতার স্থায় সেবা কর।
 দেখিবে ভারতের হর্ষতি দূরে যাইবে।

ভারতে একতা সংস্থাপন কর। প্রাচীন
 আর্য্য-ঋষিগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একতা
 সংস্থাপন কর, ঐ দেখ তিন হস্ত উত্তোলন
 করিয়া তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছেন,—

সহৃদয়ং সাংমনশ্চমবিদ্বৈয়ং কৃণো-
 মিবঃ। অন্তো মনুমভিহর্য্যত বংসং
 জাতমিবান্ময়া ॥ অনুব্রতঃ পিতৃঃ
 পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ। জয়া-
 পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তি-
 বান্ ॥ মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিফল্যা
 স্বসাবমুনস্বমা। সম্যকং সত্রতা ভূত্বা
 বাচমবদতভদ্রয়া ॥ অথর্কবদেদ।

আমি তোমাদিগকে বিদ্বৈশ্রু এবং ঐক্য-
 স্তিক একতাপ্রদান করিতেছি, গাভী যেহ
 বংস জন্মগ্রহণ করিলে ছষ্ট হয়, তোমরাও সেই-
 রূপ পরস্পরকে দেখিয়া ছষ্ট হও। পুত্র পিতা-
 মাতার আজ্ঞাকারী হউক, পত্নী পতিব সহিত
 শান্তিতে বাস কবিয়া তাহাকে মধুময়বাণী
 বলুক। ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে কিছা ভগিনী যেন
 ভগিনীকে ঘৃণা করে না, তাহারা সর্ববিধে
 ঐক্যসংস্থাপন করিয়া যেন পরস্পরের প্রতি
 সদয় ব্যবহার করে।

ঐ শুন আর্য্য-ঋষি কি বলিতেছেন;—
 সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি
 জ্ঞানতাং। দেবভাগং যথা পূর্বে
 সংজানানা উপাসতে ॥ সমানীভ
 আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমান-
 মস্ত বো মনো যথা বঃ স্বেসহাসতি ॥
 ঋগ্বেদ।

তোমরা মিলিত হও, তোমরা ঐক্যভাবে
প্রণব কর, তোমরা পরস্পরের মনের ভাব অব-
গত হও । দেবতার। যেক্রপ একমত হইয়া হবি-
গ্রহণ করিতেন, তোমরাও তক্রপ একমত হও ।

তোমাদের সকল এক হউক, জন্ম এক হউক,
মন এক হউক, যাহাতে তোমরা স্তম্ভরূপে
সম্মিলিত হইতে পার । ক্রমশঃ—

কশ্চিৎপরিব্রাজকশ্চ ।

হস্তামলক ।

“শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাংগাৎ”—সেই ভগবান
শঙ্করচার্য্য দেশভ্রমণ কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলে
একটা শিশু তাঁহার সম্মুখাঙ্গীন হইলেন । শঙ্কর
তাহাকে বলিলেন,—

কন্তু শিশো কন্তু কুতোসি গন্তা
ং নাম তে ত্বং কুত আগতোহসি ।
তদ্বদ ত্বং মম স্তুপ্রসিক্তং, মৎপ্রীতয়ে
তিবিবর্কনোহসি ॥ ১ ॥

অনুবাদ । হে শিশু ! তুমি কে ? কাহার
পুত্র ? তোমার নাম কি ? কোথায় যাই-
তেছ ? কোথা হইতে আসিতেছ ? এই সকল
ছানার নিকট বলিলে আমি প্রীত হইব । তুমি
ছানাব সেই প্রীতির বর্জক হও ॥ ১ ॥

বালক বলিল,—

নাহং মনুষ্যো নচ দেবযক্ষো ন
রাক্ষসক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ । ন ব্রহ্ম-
ণারী ন গৃহী বনশ্চো ভিক্ষূর্ন চাহং
নজবেধরূপঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । আমি মনুষ্য নই, দেবতা বা যক্ষ
হি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র নই । ব্রহ্ম-
ণারী নই, গৃহী নই, বানপ্রস্থ নই এবং ভিক্ষু
নই । আমি আত্মজ্ঞানস্বরূপ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য—বালক “কন্তু”—এই প্রশ্নের
উত্তর করিয়া দিয়াছেন । প্রশ্নান্তরের উত্তর
দিতে দেওয়া হইয়াছে । বালকের ভাব—

এই শরীর আমি নই । অতএব আমি মনু-
ষ্যাদির মধ্যে নই, ব্রাহ্মণাদিজাত্যভিমানও
আমার নাই, কারণ উহা কর্ম্মলব্ধ শরীরের ধর্ম্ম ।
আমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, আমি কোন
আশ্রমী নই, যাতায়াত প্রভৃতি শরীরের ব্যাপার
আমি যখন জ্ঞানময় আত্মা, তখন আমার সম্বন্ধে
ঐ সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না ।

নিমিত্তঃ মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ
নিরস্তাখিলোপাধি আকাশকল্পঃ । রবি-
লোকচেষ্ঠানিমিত্তঃ সূর্য্যঃ সনিত্যো-
পলকিস্বরূপোহহম্যহং ॥ ৩ ॥

বিষমপদবাখ্যা—১ । মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ
মনপ্রভৃতি ও চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণে কার্য্যে ।
২ । নিরস্তাখিলোপাধিঃ—নিরস্ত হইয়াছে অখিল
উপাধি (বিশেষণ) যাহার অর্থাৎ যিনি কোন
বিশেষণে বিশেষিত নন । ৩ । আকাশকল্পঃ—
আকাশের স্থায় নির্লিপ্ত বা নির্মল । ৪ । লোক-
চেষ্ঠানিমিত্তঃ—লোকিক কার্য্যের হেতু । ৫ ।
নিত্যোপলকিস্বরূপঃ—নিত্য (প্রতিকল্প) উপ-
লব্ধি (জ্ঞান) যাহার । তাদৃশ স্বরূপ যাহার ।
আমি যতক্ষণ আমার জ্ঞান ততক্ষণ, অতএব
আমি আমাকে সর্বদাই জানিতেছি । অথবা
নিত্যজ্ঞানময় ।

অনুবাদ । স্বর্ঘ্য যেক্রপ লোকিক কার্য্যের
নিমিত্ত, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়কার্য্য দর্শনাদি

ব্যাপারের প্রকৃতির নিমিত্ত, বস্তুত যিনি সর্ব
উপাধিবির্জিত আকাশের জায় নির্লিপ্ত নিত্য
অমৃত্যুমান সেই আত্মাই আমি ॥ ৩ ॥

যমগুণ্যবস্তুবোধ্যবোধস্বরূপং মন-
শ্চক্ষুরাদীশ্চবোধাত্মকানি । প্রবর্তন্তে
আশ্রিত্য নিরুপমেকং সনিত্যোপ-
লকিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৪ ॥

অর্থঃ । অবোধাত্মকানি মনশ্চক্ষুরাদীনি
অধ্যুষ্যবৎ নিবোধস্বরূপং নিরুপমেকং যং
আশ্রিত্য প্রবর্তন্তে, অহং নিত্যবোধস্বরূপঃ স
আত্মা ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অবোধাত্মকানি—চৈতন্য
হীন অর্থাৎ জড় । ২। প্রবর্তন্তে—আপন
কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় । ৩। নিরুপম—নির্লিকার ।
৪। এক অদ্বিতীয় অথবা পশু, পক্ষী, কীট
প্রভৃতি সমস্ত দেহে সমান ।

অনুবাদ । যেমন অগ্নি উষ্ণময়, তেগনি
আত্মা নিত্য চৈতন্যময় । মন ও চক্ষু প্রভৃতি
ইন্দ্রিয়গণ চৈতন্যহীন (জড়) সেই অচেতন মন
ও চক্ষু আদি সচেতন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া
স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় । অথচ আত্মা নির্লিকার
ও প্রতি প্রাণিতে সমান । আমি নিত্যজ্ঞানময়
সেই আত্মা ॥ ৪ ॥

মুখাবভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্‌হেনৈবাস্তি বস্তু । চিদা-
বভাসকো ধীষু জীবোহপি তদ্বৎ
সনিত্যোপলকিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৫ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মুখাবভাসকঃ—মুখের
প্রতিবিম্ব । ২। দর্পণে—আদর্শ প্রভৃতি স্বচ্ছ
পদার্থে । ৩। চিদাবভাসকঃ—চিৎ-পরমাত্মা ।
৪। জীবাবভাসকঃ প্রতিবিম্ব । ৫। ধীষু—অন্তঃ-

করণে । ৫। জীবঃ—জীবাত্মা । ৬। তদ্বৎ-
সেইরূপ ।

অনুবাদ । দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থে মুখে
প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় । কিন্তু সেই প্রতিবি-
(বিষভূত) মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নয় । সে-
রূপ জীবাত্মা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত পরমাত্ম
প্রতিবিম্বমাত্র, পৃথক্ বস্তু নয় । আমি নিত্য
জ্ঞানময় সেই আত্মা ॥ ৫ ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখ
বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্ । তঃ
ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
নিত্যোপলকি স্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৬ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। আভাসহানৌ—প্রা-
বিম্বের অভাব । ২। কল্পনাহীনং—প্রতিবি-
ম্বশূন্য । ৩। ধীবিয়োগে—অন্তঃকরণের অভা-
৪। নিরাভাসক—প্রতিবিম্ব শূন্য ।

অনুবাদ । যেমন দর্পণের অভাবে প্রতিবি-
ম্বের অভাব হয় । তখন কেবল প্রতিবিম্ব
মুখ থাকে, সেইরূপ যিনি অন্তঃকরণের বিয়োগে
প্রতিবিম্বশূন্য (অর্থাৎ জীব এই উপাধিঃ
হন আমিই সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ।

মনশ্চক্ষুরাদের্বিস্মৃক্তঃ স্বয়ং
মনশ্চক্ষুরাদেশ্চমনশ্চক্ষুরাদিঃ । মনশ্চ-
রাদেঃগম্য স্বরূপং সনিত্যোপল-
কিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৭ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মনশ্চক্ষুরাদে-
আদিপদে শবীরেরও পরিগ্রহ করিতে হইবে
২। বিস্মৃক্তঃ—পৃথগ্ভূত । ৩। মনশ্চক্ষুর-
মনশ্চক্ষুরাদিঃ—অর্থাৎ মন, চক্ষু প্রভৃতি
বস্তুর প্রকাশক আত্মা আমার সেই মন ও
প্রভৃতির প্রকাশক । আত্মার অধিষ্ঠান বা
মন মনন কবিতো পাবে না, চক্ষু প্রভৃতি যব

গদন করিতে পারে না। ৪। অগম্যস্বরূপঃ—
অগম্য (দুর্য্যোধ) স্বরূপ (স্বভাব) বাহার অগো-
চ্য ইতি বাবৎ ।

অনুবাদ। যিনি স্বয়ং মন ও চক্ষু প্রভৃতি
এবং শবীর হইতে পৃথগ্ভূত। যিনি মনের মন,
চক্ষু চক্ষু ইত্যাদি এবং যিনি মন ও চক্ষু
প্রভৃতির অগোচর, নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই
আমি ॥ ৭ ॥

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধ-
চেতাঃ প্রকাশস্বরূপোহপি নানো-
দায়ু। শরীবোদকস্থো যথা ভানু-
রেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহ-
মাত্মা ॥ ৮ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। স্বতঃ—স্বভাবতঃ—
পানিই। ২। শুদ্ধচেতাঃ—নির্মলচিত্তে প্রকাশ-
না। ৩। প্রকাশস্বরূপঃ—প্রকাশই বাহার
রূপ (স্বভাব)। ৪। শরীবোদকস্থো—শরীর
বাক স্থিত (প্রতিবিম্বিত)। ৫। ভানু—অস্ত্র-
পদ।

অনুবাদ। যিনি এক (অর্থাৎ বাহার সদৃশ
ও নাই।) প্রকাশস্বরূপ হইলেও শুদ্ধচিত্তে
তঃ বাহার প্রকাশ। যেমন শরীরপ্রভৃতি
বিদ্য পাত্র প্রতিকলিত সূর্য্য এক হইলেও
পাত্রভেদে) ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই-
রূপে আত্মা এক হইলেও নানা অস্তঃকরণে
প্রিকলিত হওয়ায় নানা বলিয়া বোধ হয়, সেই
তজ্ঞানময় আত্মাই আমি ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য। তুমি আমি সব এক। তুমি যে
দেখিতেছ, তাহা শরীরের অংশ।

যথানেকচক্ষুঃ প্রকাশোরবিন-
মোণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশঃ ।

অনেকাধিয়ে যন্তুথৈকপ্রবোধঃ স
নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥ ৯ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। প্রকাশঃ—প্রকাশ
করে যে। প্রকাশক। ২। প্রকাশঃ—যাহা
প্রকাশিত হয়। ৩। প্রবোধঃ—আত্মা।

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া অনেক
চক্ষুর প্রকাশ বিষয় যুগপৎ প্রকাশ করেন, ক্রমে
নয়। সেইরূপ এক প্রবোধ (আত্মা) অনেক
অস্তঃকরণ। (অর্থাৎ যিনি এক হইয়া অনেক
অস্তঃকরণেব বিষয়কে এককালে প্রকাশ করেন,
ক্রমে নয়, সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মাই আমি ॥ ৯ ॥

বিবস্বৎ প্রভাতং যথারূপমক্ষঃ
প্রগৃহ্ণাতি নাভাতমেব বিবস্বান্ ।
তথাভাত অভাসয়ত্যক্ষমেকঃ স
নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥ ১০ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা।—প্রকাশিতং সূর্য্য কর্ত্ত্বক
প্রকাশিত। ২। অক্ষ—ইন্দ্রিয় এখানে চক্ষু।
৩। নাভাতং—ন প্রকাশিতং। ৪। বিবস্বান্—
দুখা। ৫। অভাসয়তি—প্রকাশ করে।

অনুবাদ। চক্ষু সূর্য্য (কিরণে) প্রকাশিত-
রূপ গ্রহণ করে, অপ্রকাশিতরূপ গ্রহণ করিতে
পারে না। সেইরূপ এক সূর্য্য বাহার কিরণে
প্রকাশিত হইয়া চক্ষু প্রকাশ করে (অর্থাৎ
সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা) নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই
আমি ॥ ১০ ॥

যথা সূর্য্য একোহপ্স্বনেকশচলাত্ন
স্থিরাস্প্যানন্থস্থিভাব্যস্বরূপঃ । চলাত্ন
প্রভিন্নাত্ন দ্বীষেব এবং স নিত্যোপ-
লব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥ ১১ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। অপ্স্ব—অগ্নে।
২। স্থিরাত্ন—অচল। ৩। অনন্থগণিতাব্য

স্বরূপঃ—অপূর্ণভাবে বিভাব্য স্বরূপ বাহার
অর্থ্যৎ একরূপ ।

অনুবাদ । যেমন স্বর্গ্য এক হইয়া চল জলে
অনেক এবং অচল জলে একরূপ বোধ হয় ।
সেইরূপ যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়া চঞ্চল নানা
বুদ্ধিতে নানাপ্রকার প্রতিভাত হন । নিত্য-
জ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি ॥ ১১ ॥

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিশ্চিভং
মন্ততে চাতি মূঢ়ঃ । তথা বদ্ধবদ্ধাতি
যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূ-
পোহহমাত্মা ॥ ১২ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। ঘনচ্ছন্নদৃষ্টিঃ—ঘনে
(মেঘে) ছদ্মা (ঢাকা) দৃষ্টি বাহার । ২। অর্ক—
স্বর্গ্য । ৩। নিশ্চিভং—প্রভাশূন্য অপ্রকাশ-
স্বরূপ । ৪। বদ্ধবৎ—বদ্ধের তায় । অপ্রকাশ-
স্বরূপের তায় ইত্যর্থ । ৫। মূঢ়দৃষ্টেঃ—মূঢ়দৃষ্টি
(জ্ঞান) বাহার । বাহার জ্ঞান অজ্ঞানে
আবৃত ।

অনুবাদ । যেমন অতিমূঢ় ব্যক্তি নয়নমেঘে
আবৃত হইলে স্বর্গ্যকে মেঘাবরণে অপ্রকাশস্বরূপ
বিবেচনা কবে, সেইরূপ অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত
হইলে অতিমূঢ় অপ্রকাশস্বরূপ যে চৈতন্যকে
অপ্রকাশস্বরূপের তায় বিবেচনা করে, সেই
নিত্যজ্ঞানময় আত্মাই আমি ॥ ১২ ॥

সমস্তেষু বস্তুস্বনুসৃতমেকং সম
স্তানি বস্তুনি যন্ন স্পৃশন্তি । বিয়দ্বৎ

সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং সনিত্যোপলব্ধি-
স্বরূপোহহমাত্মা ॥ ১৩ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অনুসৃতং—অনু-
গত । ২। বিয়দ্বৎ—আকাশেব তায় । ৩। শুদ্ধ
নির্লিপ্ত—বস্তুরূপ দোষশূন্য । ৪। অচ্ছস্বরূপং—
নির্মল স্বভাব । মূর্তিরূপ অচ্ছতাশূন্য ইত্যর্থ ।

অনুবাদ । যিনি সমস্ত (নানা) বস্তুতে
অন্তর্ঘামৌরূপে অনুগত অথচ এক । সমস্ত বস্তু
বাঁহাকে স্পৃষ্ট (লিপ্ত) করিতে পারে না এবং
আকাশের ন্যায় সর্বদা সমস্ত বস্তুতে অনুসৃত
হইলেও যিনি শুদ্ধ (রাগাদিদোষশূন্য) এবং
অমূর্তস্বভাব, নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই
আমি ॥ ১৩ ॥

উপাধৌ যথা ভেদতা সম্মগীনা
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু ।
যথা চন্দ্রকানাং জলে চঞ্চলত্বং তথা
চঞ্চলত্বং তথাপীহ বিঘোঃ ॥ ১৪ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা । ১। উপাধৌ—অপাধ
নিমিত্ত । ২। ভেদতা—ভিন্ন বর্ণতা । ৩। সম-
গীনাং—নির্মল স্ফটিকাদি মণির ।

অনুবাদ । (জপাপুস্পাদি) উপাধির স্ফ-
কটে অতি নির্মল (স্ফটিকাদি) মণিবৎ
(বর্ণভেদ) হয় এবং যেমন চঞ্চল জলে এক চন্দ্র
নানা হয়, সেইরূপ হে বিঘো! নানা অন্তঃকরণে
সংসর্গে তোমার ভেদও নানাত্ব ॥ ১৪ ॥

কীর্ত্তনেন্দ্রনাথ স্বতীতীর্থ ।

আত্মনাত্মবিবেকঃ ।

দৃশ্যং সর্বমনাত্মা ত্রাং দৃগেবাশ্রা বিবেকিনঃ ।
আত্মনাত্মবিবেকোহয়ং কথ্যতে গ্রন্থকোটিভিঃ ॥

বিবেকি লোকের ইঞ্জিয়গোচর সমুদায়
দৃশ্যপদার্থ অনাত্মা এবং সর্বসাক্ষী ব্রহ্ম তিনিই

আত্মা । এই আত্মনাত্মবিবেক কোটি কোটি
গ্রন্থদ্বারা কথিত হইতেছে ।

আত্মনঃ কিং নিমিত্তং হংখং ?

আত্মার কি নিমিত্ত হংখ হয় ?

শরীর পরিগ্রহনিমিত্তং ।

শরীর পরিগ্রহনিমিত্তং ।

নহি বৈ স শরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়যোবপ-
হতিরতীতি ঋতেঃ । (১)

শরীরের সহিত আত্মার প্রিয় ও অপ্রিয়
দ্রব্যের নাশ হয় না ।

শরীর পরিগ্রহঃ কেন ভবতি ?

শরীর গ্রহণ কেন হয় ?

কর্মণা । (২)

কর্মদ্বারা ।

কর্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ ?

যদি বল কর্ম কেন হয় ?

রাগাদিভ্যঃ ।

রাগাদি হইতে হয় ।

রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ ।

যদি বল রাগাদি কেন হয় ?

অভিনানাং ।

অভিমান হইতে ।

অভিমানঃ কেন ভবতি চেৎ ।

যদি বল অভিমান কেন হয় ?

অবिवেকাৎ ।

অবिवেক হইতে ।

অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ ।

যদি বল অবিবেক কি কারণে হয় ?

অজ্ঞানাৎ ।

অজ্ঞান হইতে ।

অজ্ঞানঃ কেন ভবতীতি চেৎ ।

যদি বল অজ্ঞান কেন হয় ?

ন কেনাপি ভবতীতি । অজ্ঞানমনাদ্যানি-
র্কচনীয়াং ।

কাহা হইতেও হয় না । অজ্ঞান অনাদি ও
অনির্কচনীয় ।

অজ্ঞানাদিবিবেকো জায়তে ।

অজ্ঞান হইতে অবিবেক জন্মে ।

অবিবেকাদভিমানো জায়তে ।

অবিবেক হইতে অভিমান জন্মে ।

অভিমানাদ্রাগাদয়ো জায়ন্তে ।

অভিমান হইতে রাগাদি জন্মে ।

বাগাদিভ্যঃ কর্মণি জায়ন্তে । (৩)

বাগাদি হইতে কর্ম সকল জন্মে ।

কর্মোভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে । (৪)

কর্ম সকল হইতে শরীর গ্রহণ হয় ।

শরীরপরিগ্রহাদুৎখং জায়তে । (৫)

(৩) তচ্ছব্দ পরাশব মূনি কহিয়াছেন ।

যদ যদ ঐতীকরং পুনাঃ বঙ্গমৈত্রেয় জায়তে ।

তদেব দুঃখকৃত্ত বীজমুপগচ্ছতি ॥

সাংখ্যদর্শনে ৬ অধ্যায়ে ৮ সূত্র ভাষ্যে দুঃখপূর্ণাশ্রয়
বচনং ।

হে মৈত্রেয় । লোকের যে যে ঐতীকর বস্তু উৎপন্ন

হয় তাহাই দুঃখকৃত্ত বীজরূপ হইয়া থাকে (তদ্ভক্ত
কোন দ্রব্যে সমতা করা কর্তব্য নহে ।

(৩) কর্মণা জায়তে ভক্তঃ কর্মণৈব বিলীয়তে ।

অথঃ ভুংখং ভয়ং ক্ষেমাৎ কর্মণৈবাত্তিপদ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ১০ শ্লোক ।

কর্মদ্বারা জন্তু জন্মগ্রহণ করে ও কর্মদ্বারা লয়প্রাপ্ত

হয় । অর্থ, দুঃখ, ভয় ও ক্লেশ কর্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া

যায় । মহাভারতে শান্তিপর্বে ২০ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোক ।

(৫) প্রীতিং কর্মণামার্গঃ নীরমানঃ পুনঃ পুনঃ ।

প্রাপ্তোত্তারঃ কর্মফলঃ অবৃত্তঃ ধর্মমাত্রিৎ ॥

জীব স্বকৃত কর্ম কর্তৃক নীরমান হইয়া পুনঃ পুনঃ

(১) ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮ প্রপাঠকে ১২ খণ্ডে ১ ।

(২) কর্মভিজ্ঞান্যমাণানাং যত্র কাপীষবেচ্ছয়া ।

মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈরতিন কৃষ্ণ দ্বৈতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৬৭ অধ্যায়ে ৬৭ শ্লোক ।

পোপগণ শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে কহিয়াছিলেন ঐকর্মবশতঃ

বন্দন করিতে করিতে যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি

শ কেন, মঙ্গ লাচরণ ও দানদ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

হইতে হইবে ।

শরীর গ্রহণ করিলে দুঃখভোগ করিতে হয়।
 দুঃখত্র কদা নিবৃত্তিঃ ?
 দুঃখের নিবৃত্তি কখন হয় ?
 সৰ্ব্বাশ্রম শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখত্র
 নিবৃত্তিঃ ভবতি । (৬)

সৰ্ব্বতোভাবে শরীরগ্রহণ নাশ হইলেই
 দুঃখের নিবৃত্তি হয় ।

সৰ্ব্বাশ্রমপদং কিমর্থং ?

“সৰ্ব্বাশ্রম” শব্দ প্রয়োগ কেন ?

স্বপ্নপ্ৰত্যবস্থায়ঃ দুঃখে নিবৃত্তেহপি পুনরাশ্রম-
 সময়ে উৎপাদ্যমানদ্বাং বাসনান্বিতং ভবতি । (১)

শরীর ধারণ কথিয়া থাকে ও প্রাবন্ধ কন্দের ফলভোগ
 ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি প্রধান পুণ্য ও পাপের ফলপ্রাপ্ত হয় ।

(৬) আমরা যে যে ভাব স্বপ্ন কথিয়া দেহভাগ কবি
 সেই ধোর বস্ত্র প্রাপ্ত হই । যথা—

“যং যং বাপি অরন্ ভাবং ত্যজ্যত্যস্তে কলেবরম্ ।

তং তথৈবৈতি যচ্চিদ্ভুগুণে নাথীতি শাস্ত্রতঃ ॥”

গড়দশী ধানদীপে—১৩৭ শ্লোকে ।

এই কথা যৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন—

যং যং বাপি অরন্ ভাবং ত্যজ্যত্যস্তে কলেবরম্ ।

তং তথৈবৈতি কৌন্তেয় সবা তদ্বাব ভাবিতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়াং ৮ম অ, ৬ শ্লোকে ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই চিন্তা হস্ত করিলে তদায়তা প্রাপ্ত
 হয় । ইহা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছেন যথা—

মযাপিতমনোবুদ্ধিদ্ভ্রামেবৈষাক্ত সংশয়ম্ ॥

অস্তত্র উদ্ধবকে ঐ ৭ শ্লোকে ।

বিষয়ান্ ধায়তশ্চিন্তঃ বিষয়েষু বিষজ্ঞতে ।

মামনুস্মরতশ্চিন্তঃ ময়োব অবিনীযতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অ, ২৭ শ্লোকে ।

বিষয় চিন্তা করিলে চিন্তাবিষয়ের মগ্ন হয় ও চিও
 আমাতে হস্ত করিলে আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয় (স্বতবাং
 আর জগৎগ্রহণ করিতে হয় না ও তজ্জন্ত দুঃখভোগও
 করিতে হয় না) ।

(১) আগরণ ও পুনর্জন্মে ইহাই প্রভেদমাত্র ।

স্বপ্নের পর আগরণে দেহীর পূর্কাবেস্থা স্বপ্ন হয় কিন্তু
 হুত্বের পর জন্ম হইলে পূর্কের ভাব মনে থাকে না তজ্জন্ত

স্বপ্নপ্ৰত্যবস্থাতে দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও পুনর্জন্ম
 উত্থান ফালে মন বাসনান্বিত হয় ।

অতন্তন্নিস্বপ্নার্থঃ সৰ্ব্বাশ্রমপদং । সৰ্ব্বাশ্রম
 শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখত্র নিবৃত্তি-
 ভবতি । (২)

তজ্জন্ত বাসনা নিবারণহেতু “সৰ্ব্বাশ্রম” পদ
 প্রয়োগ হইয়াছে । সৰ্ব্বতোভাবে শরীরপরিগ্রহ
 নিবৃত্ত হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয় ।

শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ?

শরীর গ্রহণ কখন নিবৃত্তি হয় ?

সৰ্ব্বাশ্রম কন্ম নিবৃত্তে সতি শরীরপরিগ্রহ-
 নিবৃত্তিভবতি ।

কন্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ? (৩)

শ্রীধনুস্মারী ১০ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকের টীকায়
 প্রমাণ কথিয়াছেন, যে “জ্ঞেত্বোপৈককত বিজ্ঞেতামুচি-
 বতান্তবিশুদ্ধিঃ” । শব্দবাচ্য ও ছান্দোগ্যোপনিষদের
 ৬ প্রপাঠকেব ১১ খণ্ডে ৩ সূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন
 কাশ্যশেষে চ স্পষ্টোহি তত্ত্ব মমেন কাৰ্য্যশেষমপরি-
 সমাপ্তমিতি স্তুত্বা সমাপনবর্ণনায়” । অর্থাৎ যেকণ কোন
 ব্যক্তির কাৰ্য্য অসমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গেলে তিনি জাগ-
 রিত হইয়া “আমাব এই কাৰ্য্য শেষ হয় নাই” মনে
 করিয়া অবশিষ্ট কাৰ্য্য সমাপন করে ।

(২) বাসনাগাণ ও বা কৰ্ত্তব্য যথা—অপো-
 পবিভ্যাগো বাসনানাং য উভয়ঃ । যোগবানিষ্ঠ বৈরাগ্য
 প্রকরণ ৩ সর্গে ৮ ।

(৩) ন মযাবেশিতধিরাঃ কামঃ কামায় কল্পতে ।

ভুক্তিতা কথিতা ধানঃ শ্রোয়া বীজায় দেবাত্ম্যে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিয়াছিলেন বাঁহারা আমার
 চিত্ত সমপণ করিয়া কাৰ্য্য কবেন তাঁহাদিগকে আর কল-
 ভোগ করিতে হয় না যেকণ দক্ষ ও পক্ষযবদি হইত
 প্রায়ই অল্প হয় না । ওজ্জন্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে
 কহিয়াছিলেন ।

যং করোমি যদদাসি যজ্জুহোমি দদাসি যৎ ।

যং তপতসি কৌন্তেয় তং কুরুষ মদর্পনম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়াং ৯ অধ্যায়ে ২৭ ।

কর্মনিবৃত্তি কখন হয় ?

সর্কাস্থনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্মনিবৃত্তি ভবতি । (১)

সর্কতোভাবে রাগ নিবৃত্তি হইলে কর্ম নিবৃত্তি হয় ।

বাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ?

বাগাদি নিবৃত্তি কখন হয় ?

শুভাশুভফলৈরেনা মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ ।

সংজ্ঞাস যোগযুক্তায়া বিমুক্তোমামুপৈদ্যসি ॥ ঐ ঐ ২৮

হে অর্জুন । তুমি যাহা কব, যাহা ভক্ষণ কব, যাহা হরণ কব, যাহা দাত ও যাহা তপজ্ঞা কব তাহা আমাতে অর্পণ করিবে । একপ করিলে কর্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং আমাতে সমর্পণকণ যোগযুক্ত হইবা বিমুক্ত হইবা আমাকে প্রাপ্ত হইবে । অজ্ঞান জীবনো কর্ম অর্পণ করা বিধি আছে ২৭।২৮ ।

বৈরাগী চেন কর্মফলে ন কিঞ্চিদপি কাবহেৎ ।

অর্পয়েৎ শকৃতঃ কর্ম জীয়তামিতি স হরিঃ ॥

বৃহন্নারদীয়পুবাণে ।

যদা ফলানাং সংজ্ঞাসং প্রকৃৎপাৎ পবমেমবে ।

কর্মণামেতন্নপাত্তব্রক্ষার্পণমন্তবন্ম ॥

অষ্টমবিলাসে ১০৩ খোকে শ্রীহরিভক্তিবিলাসসূত কুর্গ-পুণ্যায় বচনম্ ॥

যদি বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করে তাহাইলে কর্ম-ফলাংশ পবিত্রাগ করিবে এবং “হে হরি । সন্তুষ্ট হউন” বলিয়া শকৃত কর্ম অর্পণ করিবে কিংবা পবনেশ্বরে কর্ম ও কর্মফল সমর্পণ করিবে তাহাইলে তাহাকে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কহে ।

(১) যথোক্তম শ্লোকজনেষু সখাং সংসারচক্রে জমতঃ বন্ধনভিঃ । তন্মায়য়াস্মি অজ্ঞানারণেহেযদন্ত চিন্তিত ন নাথ । জুয়াৎ ॥ শ্রীমন্তাগবতে ৬ সন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৭ ।

ব্রাহ্মর কহিয়াছিলেন হে নাথ । নিজ কর্মদ্বারা সংসারচক্রে জন্ম করিতে পবিত্র যশা তোমার লোকের নহিত যেন সখ্য হয় এবং তোমার দ্বারাবশে আমার মন, বৈদ্য, পুত্র, স্ত্রী ও গৃহে আসক্ত বহিয়াছে । প্রার্থনা করি যেন এই সমুদায় বস্তুরে আমার প্রভুতি না হয় ।

সর্কাস্থনা অভিমাননিবৃত্তে সতি রাগাদিনিবৃত্তি ভবতি ।

সম্যক প্রকারে অভিমান নিবৃত্তি হইলে বাগাদিনিবৃত্তি হয় ।

কদা অভিমান নিবৃত্তিঃ ।

কখন অভিমানের নিবৃত্তি হয় ।

সর্কাস্থনা অবিবেকনিবৃত্তে সতি অভিমান-নিবৃত্তিঃ ।

সর্কতোভাবে অবিবেক নিবৃত্তি হইলে অভিমানের নিবৃত্তি হয় ।

অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ?

অবিবেকনিবৃত্তি কখন হয় ?

সর্কাস্থনা অজ্ঞান (১) নিবৃত্তে সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ ।

নিঃশেষরূপে অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে অবিবেক নিবৃত্তি হয় ।

কদা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ ?

কখন অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় ?

ব্রক্ষায়কজ্ঞ জ্ঞানে জ্ঞাতে সতি সর্কাস্থনা-হ্রিদিয়ানিবৃত্তিঃ । (২)

(১) অজ্ঞানের লক্ষণ মহাভারতে শান্তিপর্বে ১৫০

অধায়ে যথা—

রাগদ্বৈষন্তথা মোহো তদঃ শোকোভিমানিতা ।

কামক্রোধদম্পদ তদ্রাজ্যলভ্যমেব চ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছাদ্বৈষন্তথা তাপঃ পরপ্রক্ষাপতাপিতা ।

অজ্ঞানমেতন্নির্দিষ্টং পাপানাক্ষেপ যাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৭ ॥

জীয যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন, রাগ, দ্বৈষ, মোহ, অসন্তোষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দম্প, তদ্রাজ্য, আলস্য, বিষয়াভিলাষী, দ্বৈষ, তাপ, পরবৃত্তিতে পরিতাপ ও পাপক্রিয়া সকল অজ্ঞান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে ।

(২) অবিদার কাগ্য যথা—অবিদ্যায়াং বচথা বর্তমানাবয়ঃ কৃতার্থা ইত্যভিমুখ্যি বালাঃ । মুক্তকোপ-নিবদি ১ মুণ্ডকে ২ খণ্ডে ২৭

অজ্ঞানী লোক সকল নানাপ্রকারে অবিদ্যাতে ৬৬-

ব্রহ্মেতে জীবের একত্বজ্ঞান হইলে সম্পূর্ণ-
রূপে অবিদ্যানিবৃত্তি হয়।

নহু নিত্যানাং কর্মণাং বিহিতাত্মা (১)
নিত্যোভ্যঃ কর্মেভ্যোহবিদ্যা নিবৃত্তিঃ স্তাৎ
কিমর্থং জ্ঞানেনেতাশঙ্ক্য ন কর্মাদিনা অবিদ্যা-
নিবৃত্তিঃ। (২)

মান থাকিয়া “আমরা কৃতার্থ হইয়াছি অর্থাৎ আমা-
দিগেব কর্তব্য কর্ম সম্পূর্ণ হইয়াছে” এইরূপ অভিমান
করিয়া থাকে।

অন্যত্র বিমূপুরাণে ৬ অংশ, ৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক।

অনাস্ত্রাস্ববুদ্ধিরা অথৈ স্বমিতি গা মতিঃ।

অবিদাতকসমুত্তেবোজমেতদ্ বিধা স্তিতম্॥

অর্থাৎ অনাস্ত্রাত আত্মবুদ্ধি ও অন্য ধনে নির্জীব
জ্ঞান এই দুইটী অবিদ্যাতরঙ্গমজ্ঞাত বোধরূপে ব্যবহৃত
রহিয়াছে।

অন্যত্র “——

অহং মনোভাস্তাব্যং দেহাবৌ মোহজং তাজ্জৈং”

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৭ অ, ২০।

প্রজ্ঞাদ দৈত্যবানকণথকে কহিয়াছিলেন যে দেহা-
দিতে “আমি” ও “আমার” এইরূপ মোহজনিত অসম্ভাব
অর্থাৎ মিথ্যাবুদ্ধি ত্যাগ করিবে।

(১) নহু কিবা বেদমুখেন চৌদিতা যথৈব বিদ্যা
পুণ্ডরীকসাননং। অধ্যাত্মবামরণে উত্তরকাণ্ডে ৫ অ, ১১।

লক্ষণ কহিয়াছিলেন যে রূপ ব্রহ্মবিদ্যা পুণ্ডরীকসানন
বেদে লিখিয়াছেন সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াসকলও
বেদে কথিত হইয়াছে।

(২) নাজানহানির্ন চ রাগসংক্ষেপা ভবেৎ ততঃ কর্ম
সদোষমুত্তবেৎ। ততঃ পুংঃ সংসৃতিবপ্যাব্যবিতা—। এই
ধর্ম হইতে অবিদ্যা নাশ হয় না ও রাগও নাশ হয়
না কিন্তু তাহাইতে দোষযুক্ত এক কর্ম জন্মে সেই
দোষযুক্ত কর্ম হইতে যে সংসারোপপত্তি তাহা নিবারণ
করা যায় না।

কিন্তু কর্মত্যাগ যুক্তি বলিয়া কি কর্ম করিবে না?
তাহা নহে। প্রথমে স্বীয় বর্গ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া
করিয়া চিন্তা শুদ্ধি হইলে ঐ ক্রিয়া সমাগন করিয়া শম-
দমাদি সাধন লাভ হইলে আত্মজ্ঞানের জন্ম সমস্তকে
আশঙ্ক্য করিবে। যথা—

নিত্যকর্মাত্মজ্ঞান বেদে বিধান আছে যদি
কর্মদ্বারা অবিদ্যা নাশ হয় তাহাইলে জ্ঞানের
আবশ্যক কি এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন
যে কর্মদ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় না।

তৎ কৃত ইতি চেৎ।

কি হেতু হয় না যদি এমন আশঙ্কা হয়।

আদৌ পবর্গপ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিতত্ব-
মানসঃ। সমাপ্য তৎ পূর্ণমুপাভিসাধনং সমাপ্রশেষে নদ-
গুরুমায়ালকয়ে ॥ ঐ ঐ ঐ ৭।

তজ্জনা ঐ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে কহিয়াছেন যে যাবৎ
মায়ালশে শরীরাদিতে আত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকে তাহা
বেদবোধিত কর্মের বশবর্তী থাকিবে পরে “তন্ন” “তন্ন”
করিয়া বেদবাক্যে সমস্ত বস্তু নিষেধ করিয়া এ জগতের
বস্তু হইতে ভিন্ন আত্মাকে অবগত হইয়া ক্রিয়াকলাপ
পরিত্যাগ করিবে। যথা—

যাবচ্ছরীরাদিনু মাযযায়বীতাবদ বিধিযো বিবিগদ
কর্মণাম্। নেতীতি বাকৈরপিলং নিষিধ্য তৎ জ্ঞায়
যাবচ্ছরীরাদিনু মায়াযায়বীতাবদ বিধিযো বিবিগদ
কর্মণাম্। নেতীতি বাকৈরপিলং নিষিধ্য তৎ জ্ঞায়
গব্যান্নানমথ তাজ্জৈং ক্রিয়াঃ ॥

তজ্জনা এই তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ভৃগুবল্লী বাঙ্গলমণে
সংহিতোপনিষৎ, বেতাগতরোপনিষৎ ৬ অধ্যায়ে ২০
শ্লোকে “তদা দেবমবিজার দুঃখস্তাত্ত্বা ভবিষ্যতি” ইত্যাদি
উপনিষদে প্রশস্ত কর্মকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন,
কিন্তু প্রথমে কর্ম করা অবশ্য কর্তব্য। এমন কি ব্রহ্ম
জানিও কর্ম করিবেন। প্রমাণ রামগীতা ১২ শ্লোক
যথা—

“——তস্মাৎ সদা কার্যামিদং মুমুক্ষুণা” উহার
টীকা যথা—

ব্রহ্মবিদ্যাপি কিং কর্ম নাপেক্ষাতে অপি তু অপেক্ষাত
ইতি ভাবঃ। কিন্তু এইরূপকার ব্রহ্মজ্ঞানীর বত বাণ
জাতিব উপর। জাতিবিচার নষ্ট করিলেই জ্ঞান সম্পূর্ণ
হইয়া গেল। জাতি ত্যাগ করা কর্তব্য; কিন্তু শ্রেয়
প্রথমে যুগ্ম, লজ্জা, ভয়, মানাদিত্যাগ করিয়া পরিশেষে
জাতিত্যাগ করা কর্তব্য।

“স্যাৎ লজ্জা ভয়ং মানং জ্ঞপ্ত্বা চেতি পঞ্চমং।

সন্যাসিনা কদা লোভিনো পাশাং প্রকীর্তিতঃ।

কর্মজ্ঞানমোক্ষিবোধো ন ভবেৎ।

তাহার উত্তর এই যে কর্ম ও অজ্ঞানের কখন বিরোধ হয় না।

জ্ঞানজ্ঞানমোক্ষিবোধো ভবেৎ। (১)

জ্ঞান ও অজ্ঞানে উভয়ের বিরোধ হয়।

অতোজ্ঞানেনৈব অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। (২)

এই হেতু জ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়।

তজ্জ্ঞানং কূত ইতি চেৎ।

যদি বল সেই জ্ঞান কোথা হইতে হয়?

বিচারাদেব ভবতি। আত্মানাত্মবিবেকবিষয় বিচারাদেব ভবতি।

বিচার হইতেই হয়। আত্ম ও অনাত্মবিবেক বিষয় বিচার হইতেই জ্ঞান হয়।

আত্মানাত্মবিবেকে কোবাসিকারী?

আত্মানাত্মবিবেকে কে অধিকারী?

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নোহধিকারী।

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারী।

সাধনচতুষ্টয়ং নাম।

সাধনচতুষ্টয় কাতাব নাম।

(১) “——দৃষ্টবিরোধ কারণাৎ। দেহাভিমানা
তিথিধ্বংসে ক্রিয়া বিদ্যাগতাহতুতিতঃ প্রসিদ্ধতিঃ”

অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৪২, ১৪ শ্লোক।

জ্ঞান ও অজ্ঞানে (কর্মে) দৃষ্টবিরোধ আছে কারণ
দেহাভিমান হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় ও নিরংকারি-
পুঙ্খ হইতে বিদ্যার উৎপত্তি হয়।

(২) “বিদ্যেব তন্মাত্রাবিদ্যো পটীয়সী।” অধ্যাত্মরামা-
য়ণে উত্তরকাণ্ডে ৯।

বিদ্যাই অবিদ্যা। নাশ করিতে সক্ষম হন।

অন্যত্র বায়ুপূরণে পূর্বভাগে ১৮ অধ্যায়ে ৫।

অবিদ্যাং বিদ্যয়াতীর্জা প্রাপ্যৈবধ্যানমুত্তমম্।

দৃষ্টা পূর্ণাপরঃ ধীরাঃ পরং গচ্ছন্তি তৎপদং ॥

ধীর ব্যক্তিগণ বিদ্যারদ্বারা অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া

উত্তম উপর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাহার
পদ পাপ হন।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহা মূত্রার্থফলভোগ-
বিরাগঃ শমদমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ মুমুক্‌ষুত্বক্ষেতি। (১)

[এইক্ষণ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদির অর্থ
ব্যক্ত করিতেছেন।]

ত্রৈলোক্য সত্যং জগন্নিখোতি নিশ্চয়ো নিত্যা-
নিত্যবস্তুবিবেকঃ। (২)

ত্রৈলোক্যই সত্য জগৎ মিথ্যা এইপ্রকার যে
নিশ্চয় তাহাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

ইহা মূত্রার্থফলভোগবিরাগো নাম।

ইহকাল ও পরকালের ফলভোগবিরাগ
তাহাকে কহে?

ইহাশ্মিন্‌ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু
শ্রুচ্চন্দনাদি (৩) বস্তুনির্ভর্য্য বাস্তবান মূত্র-
পুত্রীষাদৌ যথেষ্টা নাস্তি তথেষ্টাচারাহিত্যমিতি
ইহলোকে ফলভোগবিরাগঃ। (১)

(১) বেদান্তসাধনে এইকপ—“সাধনানি নিত্যানিত্য
বস্তু বিবেকেহামূল ফলভোগবিরাগ শম দমাদি সম্পত্তি
মুমুক্‌ষুহানি।

(২) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকপ্রাপ্তব ত্রৈলোক্য নিত্যং
বস্তু ততোন্যাদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনং।

অন্যত্র “ত্রৈলোক্যং জগন্নিখোতোব্যং রূপো বিনিশ্চয়ঃ।

সোহয়ং নিত্যানিত্যবস্তু বিবেকঃ সমুৎপাদ্যতঃ ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ।

(৩) ইহিকানাম শ্রুচ্চন্দনাদিবিষয়ভোগানাম কর্ম-
জনাত্মা অনিত্যত্ববৎ আত্মিকানামপ্যমৃতাদিবিষয়-
ভোগানামনিত্য তয়া তেভ্যো নিতরিতঃ বিবর্তিতঃ ইহা মূত্র
ফলভোগবিরাগঃ।

(১) “নামং দেহো দেহভাজঃ নৃলোকে কষ্টান্
কামানহন্তোবজ্জুহোষে।” শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ৪২ঃ১।

দ্বয়ত্র কহিয়াছিলেন, যে পুত্রগণ। মৃত্যু লোকে
জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা-
দের এই দেহে দুঃখদারী বিষয় সকল ভোগ করা কর্তব্য
নহে। কারণ এই সকল বিষয়ভোগ বিষ্ঠাভোজী শূকর
পুত্রগণের মত।

ইহলোকে শরীরধারণ ব্যতিরিক্ত যে বিষয়
মাল্যচন্দন স্ত্রীসন্তোগাদিতে বমনান্ন মূল্যবিশি-
ষ্টায় যাহা যে ইচ্ছা না থাকে তাহাকে ইহকালের
ফলভোগবিরাগ বলে।

অমৃত স্বর্গলোকাদি ব্রহ্মলোকান্তর্ভুক্তিযু সন্তা-
সন্তোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ববৎ।

পরলোকে স্বর্গলোকাদি ব্রহ্মলোক মধ্যে যে
বস্তা অশ্রবণ সন্তোগ প্রভৃতি বিষয়ে পূর্বের
জ্ঞায় যে ইচ্ছাশূন্যতা তাহার নাম পরলোকের
ফলভোগবিরাগ। (২)

এ বিষয়ে প্রহ্লাদও কহিয়াছিলেন।

হৃথমৈন্দ্রিয়কং দৈত্য্য। দেহযোগেন দেহিনাম্।

সর্বত্র লভ্যতে দৈবান্দ্র যথা হৃথমযত্নতঃ॥

ঐ ৭ স্কন্ধে ৬ অঃ ৩।

হে দৈত্য্য বালকগণ! ইন্দ্রিয়জন্য যে হৃথ তাহা
দেহ যোগদ্বারা হৃথের ন্যায় সর্বত্র অর্থাৎ পথাদিদেহেও
পূর্বজন্মের অদৃষ্টবশতঃ বিনা যত্নেই লভ্য হইয়া থাকে।

অন্যত্র একাদশ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে।

“——বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্তাৎ॥”

বিষয়ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগ
হয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও স্ত্রীমন্তাগবতে ৫ স্কন্ধে ৫ অঃ
২ শ্লোকে।

“——তমোদ্বারঃ যোষিতাং সঙ্গি সঙ্গঃ॥

স্ত্রীলোকের সঙ্গিদিগের সঙ্গকে সম্ভাবের কারণ
বলিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে বৈবাগ-
প্রকরণে ২১ স্বর্গে স্ত্রীজগৎপার্বণ ও শান্তিশতকে অনেক
প্রমাণ আছে।

(২) পরকালের স্বর্গাদিভোগ ও ক্ষয়িষ্ণুভোগ
প্রহ্লাদ তাহা প্রার্থনা করেন নাই। যথা—

“তস্মাদমুত্তমুভূতামহমাশিষ্যোজ আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভব
মৈন্দ্রিয়মাবিরিক্যৎ। নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুকবিক-
মেণ কালান্নানোপনয়নং নিজজুহ্যপাংঃ॥” ৭ স্কন্ধে ৯ অঃ
২৩ শ্লোকে।

অর্থ। তজ্জন্য শরীরবিধির ঐ সকল ভোগের পবিণামে
যাহা হয় তাহা আমি জানি। এইনামত আয়ুঃ, স্ত্রী
কিন্তু বিভব বিদ্যা বক্ষার ভোগ পণ্য ইন্দ্রিয়ভোগ

শমদমাদিষট্‌কং নাম শমদমোপরতি তিতিক্ষা
সমাধানশ্রদ্ধাঃ।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান শ্রদ্ধা
ইহার নাম শমদমাদিষট্‌ক। (১)

[শমদমাদির লক্ষণ কহিতেছেন]

শমো নাম অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। (২)

শম কাহাকে কহে? অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্র-
হেব নাম শম।

অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম মনস্তত্ত্ব নিগ্রহোহং-
রিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

মন অন্তরিন্দ্রিয় তাহার নিগ্রহকে অন্-
রিন্দ্রিয়নিগ্রহ বলে অর্থাৎ সংযম।

শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যা নিগ্রহঃ শ্র-
ণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ।

ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণমননাদি ব্যতিরিক্ত সাধ-
নিকবিষয় হইতে নিগ্রহ অতএব পরমাত্মবিষ-
য় শ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তি তাহার নাম শম।

দমো নাম বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। (৩)

বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমের নাম দম।

বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি?

বিষয় ইচ্ছা করি না। অগ্নিমাণি সিক্তিতেও অগ্নি
স্পৃহা নাই, কাবণ অত্যন্ত বিক্রমশালী কালকণী অগ্নি
কতৃক ঐ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। আমি কেবল অগ্নি-
নার ভূতোর নিকট থাকিতে বাসনা করি।

(১) এইরূপ ও ইহাদের লক্ষণ বোঝানোর আশে।

(২) স্বলক্ষ্যে নিরতাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।

বিশেষকচূড়ামণিঃ।

নিজের লক্ষ্য বিষয়ে সংযত হইয়া থাকাকে মনঃ
“শম” কহে।

(৩) বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্বয়ং গোলকে।

উত্তরেব, মিশ্রিয়াণাং সমমঃ পরিকীর্ণিতঃ ॥

বিশেষকচূড়ামণিঃ।

বিষয় হইতে কর্ণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিজ গোলকে
বাসন্য নাম দম।

কোনগুলি বাহ্যেঞ্জিয় ?

কর্মেঞ্জিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয়াণি পঞ্চ তেষাং
নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তি-
দমঃ ।

ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিব্যতিরিক্ত সাংসারিক-
বিষয় হইতে বাহ্যেঞ্জিয় সকলকে সংযম করাকে
দম কহে ।

উপরতর্নাম বিহিতানাং কর্মণাং বিধিনা-
ত্যাগঃ । (৪)

বিহিত কর্মসকলের বিধিপূর্বক পরিত্যাগকে
উপরতি বলে ।

শ্রবণাদিসু বর্তমানস্ত মনসঃ শ্রবণাদিষেব
বর্তনং বোপবতিঃ ।

অথবা শ্রবণাদিতে বর্তমান মনকে প্রত্যা-
গব করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে রক্ষাকে
উপরতি কহে ।

তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণাদিদ্বেন্দুসহনং দেহ-
বিচ্ছেদ ব্যতিরিক্তং ।

শরীর বিচ্ছেদজনক ব্যতিরিক্ত শীতগ্রীষ্মাদি-
দ্বৈন্দু সহনকে তিতিক্ষা বলে । (৫)

সমাধানং (৬) নাম শ্রবণাদিসু বর্তমানং
মনোবাসনাবশাং বিষয়েষু গচ্ছতি । যদা যদা
তদা তদা দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং ।

(৪) বাহ্যনালখনং বৃত্তে রেখাপরিতরুতমা । এ
বাহিরের ব্যাপারকে না করাকে উপরতি কহে ।

(২) সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্ ।

চিন্তা বিলাপরহিতঃ সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে ।

বিবেকচূড়ামণিঃ ।

কোন প্রতীকার না করিয়া সমুদায় দুঃখ সহ্য
করাকে ও চিন্তা বিলাপশূন্যতাকে তিতিক্ষা বলে ।

(৬) সমাধানের লক্ষণ গুরুত্বপূর্ণে পূর্বধতে
১১ অধ্যায়ে ।

নিত্যং শুদ্ধঃ বুদ্ধিযুক্তঃ সত্যানলমবয়ঃ ।

তুরীয়মক্ষরঃ ব্রহ্ম অহমস্মি পরঃ পরঃ ।

অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি দীর্ঘতে ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে বর্তমান মন বাসনা-

বশে বিষয়ে যখন যখন গমন করে তখন তখন
বিষয়েতে (নখরজাদি) দোষ দর্শন করিয়া
পরমেশ্বরে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম
সমাধান ।

শ্রদ্ধা (৭) নাম শুক বেদান্তবাক্যোচ্চাংশিঃ ।

অন্যত্র বিবেকচূড়ামণৌ ।

সমদা স্থাপনঃ বুদ্ধে শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্বিদা ।

তৎসমাধানমিত্যুতং ন তু চিত্তস্ত লালনম্ ॥

সর্বিদা শুদ্ধবুদ্ধে বুদ্ধিব স্থাপনাকে সমাধি বলে, কিঙ্গ
চিত্তের লালনকে সমাধি বলে না ।

(৭) শ্রদ্ধালক্ষণ যথা—

প্রত্যযো ধর্ম্কার্যো তথাশুদ্ধেতাদাহুতা ।

নাশ্চিৎপ্রশদধানস্ত ধর্ম্কার্যো অয়োজনম্ ॥

রগুনলনকৃত শ্রুতি শ্রদ্ধতবৃত্তদেবলবচনং ।

ধর্ম্কার্যো যে প্রত্যয় তাহাকে শ্রদ্ধা কহে । যাহার
শ্রদ্ধা নাই তাহার ধর্ম্কার্যো অয়োজন নাই ।

অন্যত্র বিবেকচূড়ামণৌ ।

“শাস্ত্রস্ত শুকবাক্যস্ত সত্যবুদ্ধাবধারণং ।

সী শ্রদ্ধা কথিতা সন্তিগ্ধাযন্তু ন লভ্যতে ॥

শাস্ত্র ও শুকবাক্যকে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান তাহাকে
সামুলোকে শ্রদ্ধা বলেন । সেই শ্রদ্ধাযারা পরমপদার্থ
লাভ করা যায় ।

শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে পরমেশ্বরকে জানা যায়
না । তজ্জন্য ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থ ভগবান্ বাসদেব বেদান্ত-
দর্শনে প্রথমাধ্যায়ে তুরীয়হরে লিখিয়াছেন “শাস্ত্রযো-
নিবাসং” । ইহাতে রামানুজ তাহার কৃত শ্রীভাষ্যে লিখি-
য়াছেন “ব্রহ্মগোহত্যন্তাতীশ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাণি প্রমাণা
বিষয়া তত্র ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈক প্রমাণব্যাং” ব্রহ্ম অত্যন্ত
অতীশ্রিয় (ইশ্রিয়ের অগোচর বস্তু), প্রত্যক্ষাণি
প্রমাণের অবিষয় সেই ব্রহ্মের একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ ।

শুকবিষয়ে ব্রহ্মধর্ম্মপূরণে ৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোক ।

“দুর্লভং মনুষ্যৈঃ জ্ঞায় প্রাণা যো শুকরীপতঃ ।

ন দৃষ্টবান্ পরং ব্রহ্ম ভূক্তঃ তেন বিদ্যং ধরম্ ॥”

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যিনি শুকরূপশ্রীপে
পরব্রহ্মকে না দেখেন তিনি স্বয়ং বিদ্যপান করেন ।

গুরু ও বেদান্তবাক্যে যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা ।

ইদং তাবৎ শাসাদিষট্ঠকমুক্তং ।

এই ষট্ঠকমাধি উক্ত হইল ।

মুমুক্শুং নাম মোক্ষোহতি তীত্রেচ্ছাবস্তুং ।

মুক্তিতে অতিশর ইচ্ছাকে মুমুক্শু বল ।

এজন্য শুকদেব একপ ব্যক্তি আত্মযাতী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

নুদেহমাদ্যাং হুলভং হৃদলভং ধনং স্বকলং গুরুকর্ণ-
ধাং । ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাকিং
ন তরং স আত্মহা ।

শ্রীমন্তাগবতে ১১ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক ।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, মনুবাদেহরূপ হুলভ
(কারণ আয়ত্মধীন) ও হৃদলভ (কারণ অনেক ত্যাগ-
যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুবা দেহপ্রাপ্ত হওয়া যায়) নৌকা
ইহার কর্ণধার গুরু । যে ব্যক্তি আমার অনুকূলকপনায়
ব্যতিরেকে সংসারসাগর হইতে এই নৌকা উত্তীর্ণ না
করে সে আত্মযাতী ।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা কর্তব্য তাহার প্রমাণ গুরু-
গীতা ও প্রায় প্রত্যেক স্মৃতি ও ব্ৰহ্মবৈবর্ত, মহানির্বাণ
প্রভৃতি বহুবিধ তন্ত্রে ও গুরুবাক্যোপনিষাদের প্রমাণ আছে।
বলিবার কারণ যে অনেক মহাপুরুষ আছেন যাহাঁরা
দ্রষ্টব্য গ্রহণ করেন না ।

এতৎ সাধনচতুষ্টয়ং সম্পত্তিঃ তদ্বান্ সাধন-
চতুষ্টয়সম্পন্নঃ ।

এই সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তি এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি
সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন । ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

শ্রমদমাদির লক্ষণ অপরোক্ষানুভূতিতে এইরূপ—

সদৈববাসনাভ্যাগঃ শমোয়মিতি শক্তিঃ ।

নিগ্রহো বাহুবলীনাং দম ইত্যভিধীয়তে ৬ ॥

বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতীর্হি সা ।

সহনং সর্গদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভামতা ৭ ॥

নিগমাচাৰ্য্যবাক্যোবু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা ।

চৈতন্যকাম্যন্ত সন্ন্যাসো সমাধানমিতি শ্রুতং ৮ ॥

মুমুক্শব লক্ষণ বিবেকচূড়ামণিতে যথা—

অহঙ্কারাদিদেহান্তান্ বন্ধান জ্ঞানকল্পিতান্ ।

স্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্শতা ॥

অ জ্ঞানকল্পিত দেহের বন্ধন ও দেহান্তকারী অহ-
ঙ্কারাদির নিজ নিজ অপরোক্ষানুভূতি এইরূপ—

সংসারবন্ধনিমুক্তিঃ কথঃ মে শ্রুতং কদা বিধে ॥

ইতি সা হৃদূতা বুদ্ধির্বিজ্ঞব্যা সা মুমুক্শতা ৯ ॥

হে বিধি । কোন সময়ে ও কিপ্রকারে আমার সংসা-
র বন্ধন মুক্ত হইবে এই দৃঢ়বুদ্ধিকে মুমুক্শতা বলে ॥

ভাষাপরিচ্ছেদ ।

সামান্ত পরিহীনান্ত সর্গে জাত্যাদয়ো মতাঃ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। সামান্ত পরিহীনাঃ—
জাতিশূত্র । ২। তু কিস্ত । ৩। জাত্যাদয়ঃ—
জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই চারিটি
পদার্থ ।

অনুবাদ । কিন্তু জাতি প্রভৃতি জাতি রহিত
হয় । ইহা পশুতের মত অর্থাৎ জাত্যাদির
সাধারণ্য জাতিশূত্রতা ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । দ্রব্য, গুণ ও কৰ্ম্ম—এই

তিনটি পদার্থ সাধারণের প্রাতিতির বিষয় ; কিন্তু
সামান্ত বিশেষ সমবায় ও অভাব—এই চারিটি
পদার্থ সাধারণের অগোচর । এজন্ত এচাৰ্যিট
নাম কল্পিতপদার্থ, কেননা দ্রব্য, গুণ ও কৰ্ম্মরূপ
রূপপদার্থের স্বরূপ বুঝিবার জন্ত সামান্তা
পদার্থ চতুষ্টয় কল্পিত হইয়াছে । সোজা কথা—
যাহার কল্পনা করিতে হয় না, তাহার নাম রূপ-
পদার্থ । আর যাহার কল্পনা করিতে হয় তাহার
নাম কল্পিতপদার্থ । রূপপদার্থের জাতি যাহার

হইরাছে, কল্পিত পদার্থের জাতি স্বীকার করিতে হইলে অনেক দোষ ঘটে।

জাতি স্বীকার পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রতিবন্ধক হয়। যথা—

ব্যক্তের ভেদস্তল্যাৎ সঙ্করোৎপত্ত্যবস্থিতিঃ ।

রূপহানির সম্বন্ধে জাতিমাত্রস্ত বাধকঃ ।*

অর্থাৎ ব্যক্তির অভেদ, ব্যক্তির তুল্যতা, সঙ্কর, অনবস্থিতি, রূপহানি, সমবায়সম্বন্ধাভাব—এই ছয়টি জাতির বাধক ।

১। ব্যক্তির অভেদ যথা—আকাশজ জাতি হয় না; কেননা আকাশ ব্যক্তি এক। কেবল পৃথক্ পৃথক্ উপাধিতে পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি হয়। অতএব ব্যক্তির অভেদেহেতু আকাশজ জাতি হয় না।

২। ব্যক্তির তুল্যতা—ঘটত্ব ও কলসম্বন্ধ জাতি হয় বা; কেননা ঘটত্ব ও কলসম্বন্ধ তুল্য ব্যক্তি।

৩। সঙ্করঃ—পরস্পরভাষ্যভাবসমানাদিকরণয়োরেকত্র সমাবেশঃ সঙ্করঃ। পরস্পরের অত্যন্তভাবের সমানাদিকরণবস্তুদ্বয়ের একত্র অধিকরণে অবস্থান হইলে সাক্ষ্য হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি ভূত, আর ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও মন—এই পাঁচটি মূর্ত্ত্ব পদার্থ।* আকাশে ভূতত্ব আছে, কিন্তু মূর্ত্ত্ব নাই এবং মনে মূর্ত্ত্ব আছে, কিন্তু ভূতত্ব নাই, সুতরাং স্থানবিশেষে ভূতত্ব যেখানে আছে, সেখানে মূর্ত্ত্ব নাই এবং মূর্ত্ত্ব যেখানে আছে, সেখানে ভূতত্ব নাই। অথচ এক ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুতে ভূতত্বও আছে, মূর্ত্ত্বও আছে; কেননা উহার মূর্ত্ত্ব ভূত। তবেই

* বহিরিঞ্জিরগ্রাহবিশেষণবৎ ভূতত্বং। চন্দ্রাদি-বহিরিঞ্জিরগ্রাহরূপাদিগুণবিশিষ্টের নাম ভূত। মূর্ত্ত্বং অপকৃষ্টপরিমাণবৎ। অর্থাৎ বাহার পরিমাণ অপকৃষ্ট তাহা মূর্ত্ত্ব।

দেখুন,—ভূতত্ব ও মূর্ত্ত্ব পরস্পরের অত্যন্তভাবের সমানাদিকরণ হইয়া এক কিত্যাদিতে সমাবিষ্ট হওয়ায় সাক্ষ্যদোষ ঘটয়াছে। প্রাচীনেরা সাক্ষ্যদোষহলে জাতি স্বীকার করেন নাই, তাহার যুক্তিও আছে।

এক ধর্ম্মাক্রান্ত এক একটা শ্রেণীবিভাগ করিবার জন্য জাতি স্বীকার করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম কেবল একশ্রেণীতে থাকে, অত্র শ্রেণীতে থাকে না, তাহাই জাতিবিশেষের বাচক হয়। যে ধর্ম্ম বিভিন্ন শ্রেণীতে থাকে, সে ধর্ম্ম জাতির বাচক হয় না। কারণ তাহার দ্বারা শ্রেণী-বিভাগ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। জীৱ জাতি হয় না; কেননা জীৱদ্বারা মহাব্য বিভাগ করা যায় না। জীৱ মহাব্যও যেমন থাকে, গব্যাদিতেও সেইরূপ থাকে, অতএব জীৱ জাতি স্বীকার করিলে কতকগুলি মহাব্য ও কতকগুলি পশু প্রভৃতি পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীয় কতকগুলি পাওয়া যায়। সুতরাং জীৱের দ্বারা মহাব্যের বিভাগ করিতে গেলে কতকগুলি অন্ত্যন্ত প্রাণীরও বিভাগ হইয়া পড়ে। এইরূপ যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কতকগুলি আসিয়া পড়ে, সেইখানে সঙ্করদোষ ঘটে। জীৱ সঙ্করদোষ হুইতাবশতঃ জাতি হয় না। এইরূপ মূর্ত্ত্ব ও ভূতত্ব জাতি হয় না। মূর্ত্ত্ব ও ভূতত্ব জাতি বলিলে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আসিয়া পড়ে। বিভাগক্রিয়া সাধনের জন্যই জাতি স্বীকার। ভূতত্ব ও মূর্ত্ত্ব সে উদ্দেশ্য সফল হয় না।

৪। অনবস্থিতিঃ—অনবস্থা একটা তর্কদোষ। তর্কের বিশ্রান্তি না ঘটিলে অনবস্থাদোষ হয়। অনবস্থাদোষ ভয়ে জাতিত্ব জাতি হয় না। জাতি সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে যদি জাতিতে জাতি থাকে বল, তাহাই হইলেও জাতিতে সমবায়সম্বন্ধ কর্ত্তব্য করিতে হয়। আবার তাহার

জাতিত্ব হয় না কেন ? ইত্যাদি তর্কের অনবস্থা (অবিশ্রাস্তি) হেতু জাতিত্ব জাতি হয় না ।

৫। রূপহানিঃ—স্বরূপহানি। বিশেষ পদার্থ স্বতঃ ব্যাবৃত্ত। একথা পূর্বে বলিয়াছি উহার ব্যাবৃত্তির জন্ত জাতি স্বীকার করিলে বিশেষ ক্ষয়স্বরূপ হানি হয়। অর্থাৎ বিশেষেণ বিশেষত্ব নষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, “রূপশ্চ অবস্থানিশেষশ্চ হানিঃ কপহানিঃ। হানিঃকল্প ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বম্। অবস্থানিশেষের হানির নাম রূপহানি। হানিশব্দের অর্থ ধ্বংসপ্রতিযোগী, নাশাব ধ্বংস হয়, সেই ধ্বংসে প্রতিলোপী অর্থাৎ ধ্বংস হইতে পারে এমন অবস্থানিশেষ। যেমন কোমার ও যৌবনরূপ অবস্থানিশেষের ধ্বংস হয় বলিয়া কোমারত্ব প্রভৃতি জাতি হয় না। এক দিকবেই কোমারাদির উৎপত্তি ও লয় হয়। জাতি নিত্য তাহার উৎপত্তি লয় নাই। যেমন নান্দ, গোত্র প্রভৃতি।

৬। অসম্বন্ধ—সমবায়সম্বন্ধাভাব। সমবায়ের সমবায় সম্বন্ধ না থাকায় সমবায় জাতি হয় না। গভাবেও সমবায়সম্বন্ধ না থাকায় অভাবের জাতিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

পূর্বোক্ত কারণবশতঃ মূলকায় বলিয়াছেন “নামাত্ম পরিহীনান্ত সর্বে জাতাদয়োমতাঃ ॥”

পারিমাণ্ডিল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। পারিমাণ্ডিল্যভিন্নানাং—পারিমাণ্ডিল্য পরমাণুর পরিমাণ। তদ্ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর। ২। উদাহৃতং—বলিয়াছেন।

অনুবাদ। পরমাণুর পরিমাণ ভিন্ন যাবতীয় বস্তুর সাধর্ম্য কারণতা বলিয়াছেন।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। যাবতীয় বস্তু কারণ হইতে পারে; কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ কারণ হয় না। পরিমাণ পদার্থ আপনার আশ্রয়ে আরও বস্তুর উৎকৃষ্ট পরিমাণ জন্মায়। যেমন কপালের পরিমাণ ঘটের পরিমাণের কারণ। কপালের পরি-

মাণের আশ্রয় কপাল। তাহার দ্বারা আরও (উৎপন্ন) ঘট। তাহার পরিমাণ কপালের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অতএব উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎকৃষ্টতর পরিমাণের কারণ ইহাই সিদ্ধান্তিত। পারিমাণ্ডিল্যের সম্বন্ধে এ নিয়ম অনুসরণ করিলে অনর্থ হয়। পরমাণুর পরিমাণ যদি দ্ব্যনুকের পরিমাণের কারণ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পরমাণুর পরিমাণ অপেক্ষা দ্ব্যনুকের পরিমাণ পরম অণু হয়। যেমন মহতে আরও বস্তুর পরিমাণ মহত্তর হয়। সেইরূপ পবমাণুর দ্বারা আরও দ্ব্যনুকের পরিমাণ পরমাণু অপেক্ষা অন্ততম হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব দ্ব্যনুকের পরিমাণের কারণ পবমাণুর পরিমাণ নয়। পরমাণু গত দ্বিসংখ্যাই উহাব কারণ। সম্মিলিত ছুটি পবমাণুকে দ্ব্যনুক বলে।

অন্ত্যাসিদ্ধিশূন্য নিয়তা পূর্ববর্তিতা। কারণত্ব ভবেত্তত্ত্ব ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্তিতম্ ॥ সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মণ্যাসমবায়িহেতুত্বং। এতঃ শ্রায়নয়জ্জৈতু ত্রয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বং। যৎ সমবেতং কার্যং ভবতি জ্ঞেয়ং তু সমবায়িকারণত্বং। তত্রাসন্নং দ্বিতীয়ং জনকমাতাং পরঃ তৃতীয়ঃ শ্রাৎ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অন্ত্যাসিদ্ধিশূন্য—

অন্তপ্রকারে বাহার সিদ্ধি হয় না। অন্ত্যাসিদ্ধি কথ্য পারে সূচ্যক হইবে। ২। নিয়তা—নিশ্চিতা অবশ্যজ্ঞাবী। ৩। পূর্ববর্তিতা—কার্যের পূর্বে যে থাকে, তাহার নাম পূর্ববর্তী। তাহার ধর্মের নাম পূর্ববর্তিতা। কার্যের পূর্বে কারণ কেবল বর্তমান থাকে, অতএব পূর্ববর্তিতার অর্থ কারণতা। ৪। সমবেতং—সমবায়সম্বন্ধে বর্তমান। অবয়বীর অবয়বস্থিত সম্বন্ধের নাম সমবায় ইত্যাদি পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ৫। তত্র—সমবায়ীকারণে। ৬। আসন্নং—সম্বন্ধ সমবায়সম্বন্ধে স্থিত। ৭। দ্বিতীয়—

অসমবায়ীকারণ । ৮ । জনকং—কারণ । ৯ ।
আভ্যাং পরং—এ ছটা ছাড়া, অর্থাৎ সমবায়ী-
কারণ ও অসমবায়ীকারণ ব্যতীত । ১০ তৃতীয়ং—
নিমিত্তকারণ ।

অনুবাদ । যাহা অত্থাশিক্ষিতশ্রুত অণচ নিয়-
তই পূর্ববর্তী, তাহার নাম কারণ । আয়জ্ঞেয়া
কারণ ত্রিবিধ বনিয়াছেন সমবায়ীকারণ, অসম-
বায়ীকারণ ও নিমিত্তকারণ । যাহাতে সমবেত
হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সমবায়ী-
কারণ । যাহা সমবায়ীকারণে (কপালদ্বয়ে)
সমবাসসম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন
করে, তাহার নাম অসমবায়ীকারণ । সমবায়ী-
কারণ ও অসমবায়ীকারণ ভিন্ন যে কারণ,
তাহাকে নিমিত্তকারণ বলে ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । অত্থাশিক্ষিতশ্রুত—এই
দ্বয়ের অর্থ নিষ্ঠতা । অত্থাশিক্ষিতশ্রুতনিষ্ঠনিমিত্ত
পূর্ববর্তিতার নাম কারণতা । অত্থাশিক্ষিতবস্তুর
কারণতার ব্যাখ্যিত অত্থ “অত্থাশিক্ষিতশ্রুত”
এই পদেব উল্লেখ করিয়াছেন । কদাচিৎ ঘটাদি-
কার্যের পূর্বে কার্য্যাদিকরণে যদি মক্ষিকাদি
থাকে, তবে তাহার ব্যাখ্যিত অত্থ “নিয়তা”
পদ দিয়াছেন ; কেননা তাহা সমস্ত ঘটাদি-
কার্যের পূর্বে থাকিলেই এমন নিয়ম নাই ।
যদি নিয়তই কার্যের পূর্বে থাকে এবং অত্থা-
শিক্ষিত হয়, তবে তাহাকে কারণ বলা যায় ।

কেহ কেহ বলেন, কার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্
ক্ষণাবচ্ছেদেদন কার্য্যসমানাদিকরণাত্যন্তাভাব
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্মবৎ কারণত্বম্ । অর্থাৎ
কারণের অব্যবহিত পূর্বক্ষেপে কার্য্যাদিকরণে
যে যে বস্তুর অত্যন্তাভাব থাকে, তদ্ব্যতীত
বস্তু কারণ । ভিন্ন অধিকরণে কারণ থাকিলে
কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না । অপিচ প্রতি-
বন্ধকর্তাবসহকৃত কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে
কার্য্যাদিকরণে উৎপত্তির বন্ধকস্বৰূপে কার্য্য উৎপন্ন

হয় না । অগ্নি দাহের প্রতিকারণ । একরূপ মণি
আছে, যে তাহার সহবাসে অগ্নির দাহিকাশক্তি
নষ্ট হয় । অতএব মণিরূপ প্রতিবন্ধকর্তাবসহ-
কৃত অগ্নি দাহের কারণ বুদ্ধিতে হইবে ।

প্রায়শঃ কাশ্যামাত্রেয় নিমিত্ত, সমবায়ী ও
অসমবায়ী এই তিনরূপ কারণ থাকে । যেমন
ঘট একটি কার্য্য । তাহার নিমিত্তকারণ দণ্ড,
কুলালপ্রভৃতি । কপাল, কপালিকা সমবায়ী-
কারণ । কপাল কপালিকার সংযোগ অসম-
বায়ীকারণ । ঘটের স্রষ্টার পূর্নাবস্থিত নীচা
ও উপরের খণ্ডদ্বয়ের নাম কপাল কপালিকা ।

কোন কোন স্থানে সমবায়ীকারণের নাশে
কার্য্য নষ্ট হয়, যেমন কপালদ্বয়ের নাশে ঘটের
নাশ হয় । অসমবায়ীকারণের নাশেও কোন
কোন স্থানে কার্য্য নষ্ট হয়, যেমন পরমাণুদ্বয়ের
সংযোগনাশে দ্ব্যঙ্কুরের নাশ । নিমিত্তকারণের
বিপর্য্যয়ে কুত্রাপি কার্য্যবিপর্য্যস্ত হয় না ।

সাধারণ ও অসাধারণরূপে উক্ত কারণ ত্রিবি-
দ্য । কপাল তাহার সংযোগ ও কুলাদি ঘটের
অসাধারণ কারণ । ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন,
কাল, দিক্, প্রাগ্ভাব ও অদৃষ্ট কার্য্যমাত্রেয়
সাধারণ কারণ ।

যেন সহ পূর্বভাবঃ কারণমাদায় বা যত্ন ।
অত্থ প্রতিপূর্বভাবে জ্ঞাতে যৎ পূর্বভাবাদিত্তনম ।
জনকং প্রতিপূর্ববর্তিতামপরিজ্ঞায়ন যত্ন গৃহ্যতে ।
অতিরিক্তমথাপি বহুবৈয়তরত্বকপূর্বভাবিনঃ ।
এতে পঞ্চাত্থাশিক্ষিতা দণ্ডবাদিকমাদিয়ং ।
ঘটাদৌ দণ্ডরূপাদিত্তিতীয়মপি দর্শিতং ।
তৃতীয়ং তু ভবেয়োন কুলালজনকোহপরঃ ।
পঞ্চমো রাসভাদিঃ স্তাদেতেষাবশ্রুতবদৌ ॥

অভাষ । এই কয়েকটি কারিকার অর্থ
একোপক্রমে করিলে অর্থবোধ কঠিন হইবে
পারে বিবেচনার পৃথকভাবে ইহার এক এক

বাক্যের পুনরুল্লেখ করত তাহার নিয়ে পৃথক-
রূপে অনুবাদাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যেন সচ পূর্বভাবঃ ।

বিষমপদব্যাখ্যা । যেন—তৃতীয়া অবচ্ছেদে
যদবচ্ছিন্ন ইত্যর্থ । অবচ্ছিন্নবিশিষ্ট ।

অনুবাদ । যদবচ্ছিন্ন হইয়া দণ্ডাদির পূর্ক-
ভাব হয় (তাহা প্রথম অন্তথাসিদ্ধ হয় ।)

কারণমাদায় বা যন্ত ।

অনুবাদ । কারণ ধরিয়া যাহার পূর্বভাব
হয় (তাহা দ্বিতীয় অন্তথাসিদ্ধ ।)

অন্তঃ প্রতিপূর্বভাবে জ্ঞাতে যৎপূর্বভাববিজ্ঞানং ।

অনুবাদ । অন্তের প্রতি পূর্বভাব জ্ঞাত
হইলে যাহাতে পূর্বভাবের (কারণভাব) জ্ঞান
হয়, (তাহা তৃতীয় অন্তথাসিদ্ধ ।)

জনকঃ প্রতিপূর্ববর্তিতামপরিজ্ঞায়ন যন্ত গৃহ্যতে ।

অনুবাদ । আপনার জনকের (কারণের)
কারণ বলিয়া জ্ঞান না হইলে যাহাকে কারণ
বলিয়া বুঝা যায় না, (তাহার নাম চতুর্থ অন্তথা-
সিদ্ধ ।)

অতিরিক্তমথাপি যদ্ববেশিত্যবশকপূর্বভাবিনঃ ॥

অনুবাদ । নিয়ত আবশ্যকরূপে পূর্ববর্তীর
অতিরিক্ত যাহা হইবে, (তাহার নাম পঞ্চম
অন্তথাসিদ্ধ ।)

এতে পঞ্চাশতথাসিদ্ধা দণ্ডাদিকমাদিমম্ ॥

ঘটাদৌ ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১ । আদিগম—প্রথম
(অন্তথাসিদ্ধ । ২ । ঘটাদৌ—সর্বত্র অধিত
হইবে ।

অনুবাদ । এই (পূর্বোক্ত) পাঁচটি অন্তথা-
সিদ্ধ । অর্থাৎ কারণতা স্বীকার নী করিলে সিদ্ধ
হয় । ঐ পাঁচটি অন্তথাসিদ্ধ মধ্যে দণ্ডত্ব প্রথম
অন্তথাসিদ্ধ ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । “যেন সহ-পূর্বভাবঃ ইহার
তাৎপর্য্য স্বরূপে কারণ হয়, তদ্রূপ অন্তথাসিদ্ধ ।

ঘটকার্যের প্রতি দণ্ড কিরূপে কারণ হয়?
পার্শ্ববস্তুরূপে হয় না অথবা অন্ত কোনরূপে
হয় না । দণ্ডস্বরূপেই দণ্ড কারণ হয়, অতএব
দণ্ডত্ব অন্তথাসিদ্ধ বিধায় উহার কারণ তো
স্বীকার নিশ্চয়োজন ।

দণ্ডরূপাদি দ্বিতীয়মপি দর্শিতম্ ॥

অনুবাদ । ঘটাদিকার্য্যস্থলে দণ্ডের রূপ
প্রতি দ্বিতীয় অন্তথাসিদ্ধ হয় ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । দ্বিতীয় অন্তথাসিদ্ধের লক্ষণ—
“কারণমাদায় বা যন্ত” কাবণ ধরিয়া যাহাব পূর্ক-
বর্তিতা হয় অর্থাৎ কারণ ছাড়িয়া স্বাতন্ত্র্যরূপে
পূর্কবর্তিতা হয় না । দণ্ডের রূপ দণ্ড ছাড়িয়া
কখনই ঘটকার্যের পূর্কবর্তী হয় না । দণ্ড-
রূপের কাবণ দণ্ড । দণ্ড ধরিয়াই দণ্ডের রূপ
ঘটকার্যের পূর্কবর্তী হয় । অতএব দণ্ডরূপাদি
দ্বিতীয়অন্তথাসিদ্ধ । দণ্ড থাকিলেই দণ্ডের রূপ,
শুণ থাকে, অতএব উহাদের কারণতা স্বীকার
নিশ্চয়োজন ।

তৃতীয়স্ত ভবেদ্ ব্যোম ।

অনুবাদ । ব্যোম (আকাশ) তৃতীয় অন্তথা-
সিদ্ধ ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । তৃতীয় অন্তথাসিদ্ধের লক্ষণ
প্রতি পূর্বভাবে ইত্যাদি । অর্থাৎ অন্তের প্রতি
কারণতা জ্ঞান সাপেক্ষ যাহার কারণতা জ্ঞান
হয় । আকাশত্ব জ্ঞাতি হয় না, সুতরাং আকা-
শত্ব পূর্বদ্বারে আকাশ উপস্থিত হইতে পাবে না ।
শব্দসমবায়ী কারণরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়,
অতএব শব্দের কাবণতা জ্ঞান সাপেক্ষ ঘটেব
প্রতি আকাশের কারণতা জ্ঞান হয় বলিয়া
আকাশ অন্তথাসিদ্ধ ।

কুলালজনকোহপরঃ ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১ । কুলালজনকঃ—কুট
কারের পিতা । ২ । অপরঃ—চতুর্থ অন্তথাসিদ্ধ ।

অমুবাদ । ঘটকার্যে কুললজনক চতুর্থ
অন্তর্থাঙ্গিক হয় ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । চতুর্থ অন্তর্থাঙ্গিকের লক্ষণ—
জনকং প্রতিপূর্ববর্তিতামপরিজ্ঞায় ন যন্ত গৃহতে ॥

অর্থাৎ আপনার কারণের কারণ বলিয়া
না জানিলে যাহাকে কারণ বলা যায় না ।
কুলালের পিতা কুলালের কারণ, অতএব ঘটেরও
পূর্ববর্তী বিধায় কারণ । এইরূপ পরম্পরাকারণ
চতুর্থ অন্তর্থাঙ্গিক ।

পঞ্চমো রাসভাদিঃ স্তাদেতেষাবশ্যকব্দো ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১ । রাসভাদিঃ—গর্দভ
প্রতি । ২। এতৎ—পূর্বোক্ত পঞ্চপ্রকার অন্তর্থা-
ঙ্গিকো মধ্যে । ৩। আদৌ—পঞ্চম অন্তর্থাঙ্গিক ।

অমুবাদ । রাসভ প্রভৃতি পঞ্চম অন্তর্থা-
ঙ্গিক । এই পাঁচপ্রকার অন্তর্থাঙ্গিকের মধ্যে
পঞ্চম অন্তর্থাঙ্গিক আবশ্যক ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । পঞ্চম অন্তর্থাঙ্গিকের লক্ষণ—
“অতিরিক্তমথাপি যদ্ববেশিতাবশ্যক পূর্বভাবিনঃ
অর্থাৎ নিয়ত অবশ্যস্তাবী পূর্ববর্তীর অতিরিক্ত
যাহা । যাহার পূর্ববর্তী স্বীকার নিরাবশ্যক
তাহা পঞ্চম অন্তর্থাঙ্গিক । কেবল পঞ্চম অন্তর্থা-
ঙ্গিক স্বীকার করিলেই অতীত সিদ্ধ হইত । বুঝি-
বার সুবিধার জন্ত এত প্রকারভেদ প্রদর্শন
করিয়াছেন ।

শ্রীবল্লভনাথ স্বতীতীর্থ ।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ।

শ্রীমদ্ভাগবত—২য় প্রবন্ধ ।

দ্বন্দ্ব প্রশান্ত না হইলে উহাতে ভগবানের
আবির্ভাব হয় না । সর্বভূতে চৈতন্তশক্তি
বিহিত থাকাসত্ত্বেও, উহার সর্বত্র বিকাশ নাই ।
যেখানে হৃদয়ের মলিনতা দূর হইয়া উহা সাধিক-
তাবাপন্ন হইয়াছে, সেই স্থলেই কেবল চৈত-
ন্তের বিকাশ হয়, সেই স্থলেই ভগবানের আবি-
র্ভাব হয় । হে মহাশয় জীব ! তুমি আত্মরিক-
তাব পরিত্যাগ করিয়া দেবতাবাপন্ন হও, বহু
দেবের ভায় দেবকীর পাণিগ্রহণ কর, দেখিবে
যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তোমার হৃদয়সিংহাসনে
বিরাজ করিবেন । যখন অন্তর্জগৎ শান্তিময়,
তখন বহির্জগতেও শান্তি বিরাজ করে, তখন
দিয়গল নির্মল হইয়া উঠে, তারকারাজি নির্মল
সুপার্বর্ণ করে, নদীসকল নির্মলভাবে ধারণ করে,
ঔকস্মিক ফলফুলে সুশোভিত হয়, বিহঙ্গকুল
আনন্দে গান করিতে থাকে, সমীরণ সুখস্পর্শ
হইয়া প্রবাহিত হয় ।

দিশঃ প্রেসেভুর্গগনং নির্মলোড়ুগ্গণোদয়ম্ ।

মহীমঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজা করা ॥

নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হৃদা জলরুহশ্রিয়ঃ ।

দ্বিজলিকুলসন্নাদন্তবকাবলরাজয়ঃ ॥

ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণাগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১০ম অধ্যায়, ৩য় স্কন্ধ ।

তখন ছালোক, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, ওষধি-
মণ্ডল, বনস্পতি, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে শান্তি
বিরাজ করে ।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষঃ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি-
রাপঃ শান্তিরোষধয় শান্তিঃ । বনস্পত্যঃ শান্তি-
র্কিষদেবঃ শান্তি ব্রহ্মশান্তিঃ সর্বঃ শান্তিঃ ।

যজুর্বেদ ।

বস্তুতঃ ভগবানের আবির্ভাব কেবল জ্ঞান-
চক্ষুরাই দৃষ্টি করা যায়, ভগবান্ স্বয়ংই বলি-
য়াছেন ;—

জ্ঞয় কশ্চ চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তবতঃ ।

তাক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মাংসেতি সোহির্জুন ॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমার দিব্যজন্ম ও কর্ম অবগত হয়, সে ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে না, আমাকেই প্রাপ্ত হয় ।

এই বিশ্বস্ত তাবৎ পদার্থই ভগবানের অবতার, তবে কোনস্থানে তাহার অন্ন বা অধিক বিকাশ দৃষ্ট হয়, কোনস্থানে যেকপ জড়াদিতে তাহাব আদৌ কোন বিকাশ দৃষ্ট হয় না । বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই তাহার যথার্থরূপ যাহাদিগেব এই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ হইয়াছে, তাহাবাই সাধারণ অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ।

ত্ৰীমস্তাগবত প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে :—

জগুর্হে পৌকমং রূপং ভগবান্ মহাদাদিভিঃ ।
সত্ত্বতং যোড়শকলমাদৌ লোক দিস্কক্ষা ॥
যজ্ঞান্তসি শযানস্ত যোগেনিত্রাং বিত্বতঃ ।
নাভিজদানুজাদাসীদ ব্রহ্মা বিশ্বস্বজাং পতিঃ ।
যজ্ঞাবয়বমস্টানৈঃ কলিতঃ লোকবিস্তবঃ ।
তদৈ ভাগবতো রূপং বিশুদ্ধসবর্মজিতম্ ॥

পশুস্তাদৌ রূপমদশচক্ষা
সহস্রপাদোকড়জানিাদৃ তম্ ।
সহস্রমর্দগবর্ণাফিনাসিকং
সহস্রমৌল্যাসবকুণ্ডলোগ্নসং ॥

এতন্নানবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।
যজ্ঞাংশাশেন স্রজ্যন্তে দেবতির্যাঙনরাদয়ঃ ॥

অর্থাৎ ভগবান্ লোকসৃষ্টির মানসে মহৎ, অহঙ্কারাদিনির্মিত বোলকলাবিশিষ্ট বিরাটমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন । সেই পুরুষ যোগেনিত্রা অবলম্বন করিলে তাহার নাভিজদান্ত পদ্যহইতে বিশ্বস্রষ্ট্রগণের প্রীতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তাহার অবয়ব সংস্থানদ্বারা বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রজতমসং ভিন্ন নিরতিশয় সর্বই তাহার রূপ ।

(১) যোগিগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা পুরুষের অনংখ্য হস্ত, পদ, মস্তক, কর্ণ ও নাসিকা এবং তাহাকে সহস্র মৌলি, অশ্বর ও কুণ্ডলদ্বারা অলঙ্কৃত দেখিয়া থাকেন । ইহাই সকল অবতাবেশ নিধান ও বীজস্বরূপ, ইহা অবয়ব । ইহার অংশ-দ্বারাই দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষী নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে ।

তৎপরে দৃষ্ট হইবে যে কুমার, শুক, নাবদ, নবনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্ত, কূর্ম, ধনন্তরী, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, ব্যাস, রাম, কৃষ্ণ ও রাম, বুদ্ধ, ককি প্রভৃতিও অবতারের কথা বলিয়া স্তব বলিতেছেন ;—

অবতাভাঃ হসংখ্যা হরেঃ সন্তুনির্ধেদ্বিজাঃ ।

যথাবিদ্যাসিনঃ কুলাঃ স বসঃ স্রাস্রহস্রশঃ ॥

ঋষয়ঃ মনবো দেবা মনুপুত্রা মহোজসঃ ।

কলাঃ সর্কো হববেব স প্রজাপত্যঃ স্মৃতাঃ ।

হে দ্বিজগণ ! সন্তুনিধি ভগবানের অংখ্য অবতাব, যেকপ কোন অক্ষয় সর্বোবব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তজ্রূপ ভগবান্ হইতে তাবৎ অবতারের উৎপত্তি হয় । প্রজাপতি, দেবতা, মনুষ্য, ঋষি, মহাতেজস্বী মনুষ্য পুত্রগণ সকলেই হরির অংশ ।

যতদিন অবিদ্যার নাশ না হয়, ততদিন মানবের ভেদজ্ঞান নষ্ট হয় না । ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলেই, জীব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় । যাহাব ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহাব আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টিত হউন, সন্দেহ থাকিবে না । বহুজন্মার্জিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট মানবদেহদ্বারা ত্রীকূষে চৈতন্ত্যশক্তি পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল । স্বজাতীয় আকর্ষণহেতু

(১) এই স্থানে পুরুষত্বজের—সহস্রশীদাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদঃ । স ভূমিঃ বিশ্বতো বৃহাত্যতিষ্ঠিতশ্চ স্কলং ॥ ইত্যাদি অরণ্য কল্পন । হিন্দু পত্রিকা—১ম ও ২য় সংখ্যা ১৯০১ ।

তিনি ধার্মিক-প্রবর বহুদেবের গুরসে ও সাধী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মদেহেই বাহারা চিত্ত নিবদ্ধ করেন, তাহারা গ্রাহ্য লীলা আদৌ বুঝিতে সমর্থ হইয়েন না, উহা বুঝিতে হইলে তাহার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ কবিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যে মনসংযোগ আবশ্যক। যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গীতায় বলিয়াছেন, তাঁহার তাবৎ কার্য্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বুঝা আবশ্যক। তাহারা অবতারবাচ্য, তাহাদের জীবনের সমন্বয়ে ও এই বিশ্বের মূলমন্ত্রে কোনরূপ বিরোধ নাই। তাহাদের কার্য্যকলাপের প্রেক্ষাপট বিশেষ ভাব আছে, তদ্রূপ সাধারণ ভাবও আছে। বহুদেব নামক ব্যক্তিব গুরসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল, ইহা বিশেষভাব, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিব্যক্তির নিকটেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। ইহা সাধারণভাব। সাধারণ ভাব-জনিত বিকাশিত করিবার জন্তই বিশেষ ভাবের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বিশেষত্বে যদি সাধারণত্ব নিহিত না থাকে, তাহাহইলে সেই বিশেষত্ব অকার্য্যকর। আমরা ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যদি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বংশাবলীর কোন উপকার সাধিত না হয়, উহা যদি কাহার জীবনের আদর্শরূপ না হইতে পারে, তাহাহইলে আমার ক্রিয়াকলাপের সহিত অস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহাদের জীবন বিশ্বজীবনের সহিত একতানে সংযুক্ত, তাহাদের জীবনই জগতের আলোচ্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণলীলা এবিধভাবে আলোচনা করিলে, উহা ভক্তের হৃদয়ে পরম আনন্দ-বর্ষণ করিবে। উহার আধ্যাত্মিকভাব পরি-
ত্যাগ করিলে, উহার অধিকাংশ আঘাতে গল্পের স্থান প্রতীয়মান না হইয়া পারে না। দৌলখ্য-
পূর্ণ লালাসায় ঐতিহাসিক গবেষণারূপ বন্ধিম
চরিত্রাদিরা শাণ্ডিপাদি কর্তন করিলে কৃষ্ণরূপ

কল্পতরু ক্রমে একটি নীরস শুষ্ক পাদপে পরি-
ণত হইবে এবং উহার অস্তিত্ব অপেক্ষা
অস্তিত্বভাবই ভাল। সরল কথায় বলিতে
গেলে, বলিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলায়
ঐতিহাসিক সত্য কতদূর আছে, তাহা বিচার
দ্বারা নির্ধারণ করা নিতান্ত অসম্ভব এবং ভুল-
দিগের পক্ষে উহা নির্ধারণ করিতে যত্নও
সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কৃষ্ণলীলার ঐতিহাসিক
সত্য যতদূর থাকুক বা নাই থাকুক, উহার
আধ্যাত্মিক সত্যের সহিতই ভক্তজীবনের সম্বন্ধ।
কৃষ্ণ অবতার বধ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতি-
হাসিক ঘটনা কি না, এ বিষয় লইয়া বিচার
নিজপ্রয়োজন। কৃষ্ণ অবতার নামক দেহ-
বিশিষ্ট কোন অসুরকে বধ করিয়াছিলেন ইহা
স্বীকার বা অস্বীকারে তোমার আমার জীবনের
সহিত সম্বন্ধ অত্যন্ত, কিন্তু অবতার বধদ্বারা
তিনি হৃদয়ের অবনশ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশা-
বলীদিগকে বিশুদ্ধ চরিত্র হইতে যে উপদেশ
দিয়াছেন, তাহার সহিত তোমার আমার জীব-
নের যথেষ্ট সম্বন্ধ। আধ্যাত্মিক সত্য বিরহিত
হইলে, অলৌকিক ব্যাপার অকার্য্যকর, আধ্য-
াত্মিক সত্য সমন্বিত হইলে, ব্যাপার অলৌকিকই
হউক বা স্বাভাবিক হউক, উহাতে কিছু
অসম্ভব নাই; কারণ মূলবস্তু আমরা পাইলাম,
আবরণ ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই, রাখিলেও
ক্ষতি নাই। বাহারা কৃষ্ণ বা অজ্ঞান অবতারের
লীলা আলোচনা করেন, তাহারা এ সমুদায়
সুন্দররূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এই
আমার প্রার্থনা। সূক্ষ্মসূক্ষ্ম করিলে দৃষ্ট
হইবে যে কৃষ্ণলীলা এইরূপ ভাবে গ্রহণ করি-
বার জন্তই শাস্ত্রের সর্বত্র আভাস পাওয়া যায়।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বহুদেব বলিতেছেন:—

বিদিতোহস্মি তবান সাক্ষ্যং পুরুষঃ প্রকৃতেঃ
পরঃ। কেবলমুহূর্ত্তবানন্দরূপঃ সর্বব্যুদ্ভিদৃষ্ণঃ॥

অর্থাৎ আপনি প্রকৃতির সাক্ষ্য পরমপুরুষ, আপনি নিরবচ্ছিন্ন অমৃতত্ব আনন্দস্বরূপ এবং সকল বুদ্ধি সাক্ষী ।

তিনি আরও বলিতেছেন :—

এবং জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা সর্বত্রই প্রাপ্য :—
সন্ন্যাসী তদুত্তরঃ । অনাবৃত্তাধিরন্তরং নতে
সর্বত্র সর্বদা সর্বদা ॥

অর্থাৎ রূপাদি জ্ঞানদ্বারা বাহ্যদিগের স্বরূপ
অনুমান করিতে হয় আপনি সেই সমুদায়ে
বর্তমান থাকিতেও আপনার প্রত্যক্ষ হয় না ।
আপনি সর্বস্বরূপ সর্বদা এবং সর্বব্যাপক,
আপনি পরমার্থ বস্তু অপরিচ্ছিন্ন, আপনার আব-
রণ না থাকিতে আপনার অন্তর্বিহীন ভেদ নাই ।
আপনার অন্তর্বিহীনভাবে প্রবেশই যখন মুখ্য
নহে তখন দেবকীগর্ভে প্রবেশ কিরূপে হইবে ?

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব তাঁহাকে নন্দ-
গোপ গৃহে বাইরা রাখিয়া আসিয়াছিলেন ।
কংসরূপ বিষয়বাসনা যে স্থলের অধীশ্বর, সে
স্থলে বিদগ্ধ সত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত হইতে
পারেন না, এই জ্ঞান ধর্মপরাগণ নন্দগোপ এবং
সর্বধর্মের আশ্রয়ভূতা যশোদাগৃহে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি-
পালিত করেন । কংস এবং তাহার অমৃত-
বর্গের অত্যাচারে সেই সময় মথুরায় এক মহান
অধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, গো, বিপ্র,
বেদ, সত্য, তপ, শম, দম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা
ইত্যাদি বিষ্ণুর তাবৎ (১) মূর্তিই মথুরা হইতে
নির্দাসিত হইয়াছিল, স্তব্রতাও এরূপ স্থলে বিদগ্ধ
সত্ত্বরূপ কৃষ্ণমূর্তি কখনও নিরাপদে থাকিতে
পারে না বলিয়াই উহা ধার্মিকপ্রবর নন্দগৃহে
নিহিত হইয়াছিল ।

ধর্মবিষেদী কংস তাহার অমৃতবর্গের সহিত
নানাবিধ অধর্মচারণ আরম্ভ করিলেন এবং
শ্রীকৃষ্ণের বিনাশার্থে নানাস্থানে অমৃত প্রেরণ
করিতে লাগিলেন । এই স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণ
শৈশবলীলা আরম্ভ হইল ।

প্রথমলীলা পুতনাবধ ।

পুতনাবধসম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র
লিখিয়াছেন :—

“পুতনা কংসপ্রেমিতা রাক্ষসী । সে পবন-
রূপবতীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ
প্রবেশ করিল । তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত
ছিল । সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করাইতে
লাগিল । কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া
স্তনপান করিলেন, যে পুতনার প্রাণ বিহীন
হইল । সে তখন নিজরূপ ধারণ করিয়া ছা-
কোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল ।

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্কাদ্বায়ে পুতনা
বধের প্রসঙ্গ আছে । শিশুপাল পুতনাকে শকুনি
বলিতেছেন । শকুনি বলিলে গুপ্ত, চীল এবং
শ্রীনাগপক্ষীকেও বুঝায় । বলবান শিশুর একটা
ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে ।”

“কিন্তু পুতনার আর এক অর্থ আছে ।
আমরা যাহাকে “পৌচোর পাণ্ডয়া” বলি,
হৃতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পুতনা ।
সকলেই জানে যে শিশু বলের সহিত স্তনপান
করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না । বোধ
হয়, ইহাই পুতনাবধ ।”

হিন্দু-পত্রিকার গোপালতাপনী ব্যাখ্যায় মদন
পুতনাসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এই :—

“পুতনা বিষকুস্তপয়ামুখ প্রেরণমুত্তি । ভাগ-
বতে পুতনার বর্ণনাস্থলে উল্লেখ আছে যে কো-
নিহিত অসির স্তন পুতনার অন্তর তীক্ষ্ণ ছিল,
কিন্তু তাহার বাহ্যব্যবহার জননীর স্তন হেতু

(১) বিশ্রামাবলি বেদান্ত তপঃ সত্যঃ দমঃ শমঃ ।

অজ্ঞা দয়া তিতিক্ষা চ কৃতবলং হরেন্তনু ।

১০ম স্বকঃ ৪র্থ অধ্যায় ।

ময় ছিল। পুতনাশব্দের অর্থ পবিত্র, কিন্তু এই পবিত্রতা, বাহ্যে, অন্তরে নহে। এইজন্য পুত-
নাব আকৃতি উৎকৃষ্ট মহিলাদিগের আকৃতির
জায় ছিল। বাহ্য পবিত্রতা ও আভ্যন্তরিক
অপবিত্রতাই পুতনা।

তাং তীক্ষ্ণচিত্তানতিবান্ধেষ্টিতাং
বীক্ষ্যন্তরা কোষপবিচ্ছদাসিবং।
নবদ্বিধং তৎপ্রভবা চ ধর্ষিতে
নিবীক্ষ্যমানে জননী হৃতিষ্ঠতাম্ ॥

১০ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পুতনা বকাসুরের ভগ্নী। বকশব্দে কৌটলা
ও কপটাচার। ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্বভাব একই
বকন পুতনা কপটাচারেব মুক্তি। রানায়ণের
দুর্গমার্থ ও ভাগবতের পুতনা একই তিনিব।
দুর্গমার্গে যাওয়ার প্রথম উপায় কপটাচার
বিনাশ। এইজন্য কৃষ্ণলীলায় ও বাসলীলায় দুর্গ-
মার ও পুতনাই সর্বপ্রথম বধ হইয়াছে।

বক্ষ্মিনচন্দ্রের মতে পুতনা দেহবিশিষ্ট বাক্সদী
হিন না। হয় পুতনা একটা পান্থী ছিল, বালক
কৃষ্ণ তাহা বধ করিয়াছিলেন এবং ভাগবত-
প্রণেতা ঐ সত্যবটনাব উপর একটা প্রকাণ্ড গল্প
স্থাপন করিয়াছেন, নব পুতনা শিশুরোগমাত্র,
বালক কৃষ্ণবলের সহিত স্তম্ভাপন করিয়া উহা
হৃদে মূক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎপর ভাগবত-
প্রণেতা উহার অনুরূপ একটা গল্প স্থাপন করি-
য়াছেন।

এইক্ষণ বক্তব্য এই যে ভাগবতপ্রণেতা
স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসই হউন, বা অন্য
কোন নামীয় ব্যাসই হউন, তিনি যে নিজে ও
অন্যের ধর্ম্মপিপাসা দূব করিবার জন্য এই গ্রন্থ-
প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সংশয় নাই।
ভাগবতের ভাষা পাঠ করিলে উহা যে উপ-
ভাস গ্রন্থ নয়, তাহা সহজেই অস্বীকার হইবে।
ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে যে আধ্যাত্মিক সত্য-
নিহিত রহিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।
একপ গ্রন্থে কোন গল্প নিবদ্ধ হওয়া বিবেচনা
করা কতদূর সম্ভব, তাহা পাঠক বিবেচনা
করিয়া দেখুন। কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস
করিলে তাহা দ্বারা একটা রাক্ষসী বধ হইয়াছিল,
ইহা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক নহে, কিন্তু মানব-
দেহ দাবণ করিয়া কৃষ্ণের কোন অলৌকিক
ব্যাপার সম্পাদন করা অসম্ভব মনে করিলে
এবং পুতনা একটা হস্তপদবিশিষ্টা রাক্ষসী ছিল
না একথা একবার স্বীকার করিলে, পুতনাকে
পান্থী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কিম্বা শিশুরোগ
বলিয়া উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।
পুতনা বধ, ঠিক যেকপ ভাগবতে বর্ণিত আছে,
ঐতিহাসিক ঘটনা হইলে কতি নাই, উহা
ঐতিহাসিক ঘটনা না হইয়াও যদি উহাতে কেবল
আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশদ বিবৃতি নিবদ্ধ থাকে,
তাহাই হইলেই যথেষ্ট হইল, কাবণ উহা দ্বারা
আদর্শ জীবন গঠিত হইতে পারে। ক্রমশঃ—

উপায় কি নাই?—আছে।

ব্রহ্মচারী আশ্রম ওয় প্রবন্ধ।

হিন্দু-পত্রিকা বর্ত্তমান সংখ্যায় “উপায় কি
নাই—আছে—” শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ব্রহ্মচারী
আশ্রম স্থাপনের বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি,
কিন্তু তাহা বলিয়াছি তাহা যথেষ্ট বিবেচনা

করি না। এসম্বন্ধে বারংবার আলোচনা আব-
শ্যক। বহুকাল হইতে দাসত্বপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া
বঙ্গবাসী একবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন।
কোন বিষয়েই সাহস বা উৎসাহ নাই। কেবল

বঙ্গদেশ কেন সমুদায় ভারতবর্ষই যেন নৈরাশ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে দিকেই দৃষ্টি-
নিক্ষেপ কর সেই দিকেই যেন ঘোর তমসাচ্ছন্ন।
যাহারা জলন্ত উৎসাহ লইয়া কার্যক্ষেত্রে অব-
তীর্ণ হয়েন তাঁহারাও কিছুকাল পরে হতাশাস
হইয়া পড়েন। নব্য ভারতবর্ষের বহুতর স্বদেশ
বৎসল মহাশয় ব্যক্তিদ্বিগের জীবনে দৃষ্ট হয় যে
তাঁহারা স্বদেশবাসীদিগের ব্যবহারে মৰ্ম্মাহত
হইয়া যে সমুদায় অল্পষ্ঠানের জন্ত জীবনপর্য্যন্ত
পন করিয়াছিলেন তাহাও পরিত্যাগ করি-
য়াছেন। বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ
ব্যবহার তাহাদের হৃদয়ের দুর্জলতারই পরিচয়
দেয়। কোন পতিত দেশেই কোন সদল্পষ্ঠান
সহজে সম্পন্ন হয় না। কোন একটা কার্যে হত-
ক্ষেপ করিলেই অমনি তাহা সূক্ষ্ম হইবে
যাহারা এরূপ আশা লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হয়েন তাঁহাদের বিফলমনোরণ হইতেই হইবে।
যাহারা স্বদেশের স্বার্থ উপকার করিতে চাহেন
তাঁহারা যেন হৃদয়ে কোন স্নমহতী আশা গোপন
না করেন। তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় কর্তব্য
নির্দ্ধারণ করিয়া তৎসাধনার্থে স্বীয় জীবন নিয়ো-
জিত করেন। তাহাহইলে কোন না কোন
সময় অভীষ্টসিদ্ধ হইবেই হইবে। যিনি বীজ-
বপন করেন তিনিই যে ফলপুষ্প-সুশোভিত
বৃক্ষ দেখিয়া যাইবেন এরূপ নাও হইতে পারে,
কিংবা একবার বীজবপন করিলে তাহাতে
অঙ্কুরোদগম নাও হইতে পারে। মানব যদি
ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতে পারে, আমিত্বের
সন্ধীর্ণতা দূর করিয়া উহাকে প্রসারিত করিতে
পারে তাহাহইলে তাহার কখনও নৈরাশ্র যন্ত্রণা-
ভোগ করিতে হয় না। ব্যক্তিগত জীবন সমাজ
জীবনের সহিত মিশাইয়া ফেলিতে হইবে।
তাহাহইলে কার্য ধ্বংসে উৎসাহবৃদ্ধি ভিন্ন
ক্ষয় হইবে না। আমিই ইহা করিতে পারি-

লাম না, আমিই ইহা দেখিয়া যাইতে পারিলাম
না ইত্যাকার অহংজ্ঞানই বহুতর স্বদেশহিতৈষী
ব্যক্তিদ্বিগের অশান্তির ও নিরাশার কারণ।
তুমি তাবৎ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশাবলীর
অস্তিত্বের সহিত স্বীয় অস্তিত্ব প্রভেদ করিয়া
লও বলিয়াই মনের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য কর,
কিন্তু তুমি যদি তোমার আমিত্ব বর্তমান ও
ভবিষ্যৎ সমাজের সহিত মিশাইয়া ফেলিতে
পার, তাহাহইলে তোমার অভীষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি-
জনিত কোন দুঃখভোগ করিতে হইবে না।
বীজবপন কর, উহার যদি অঙ্কুর উদগম না হয়
কারণ অনুসন্ধান কর কেন উহার অঙ্কুর উদগম
হইল না এবং ঐ কারণ নির্দ্ধারণ এবং নিরসন
করিয়া পুনর্বার বীজবপন কর অবশ্য অল্প
উদগম হইবে এবং অঙ্কুর উদগম হইলে উহাতে
ছায়া, তাপ, জল ইত্যাদি উহার বৃদ্ধনের উপ-
যোগী পদার্থ সকল উহা নির্দ্ধিয়ে প্রাপ্ত হয
তাহার উপায় অবলম্বন কর, কালে উহা বৃক-
রূপে পরিণত হইয়া অবশ্য ফলপুষ্পে সুশোভিত
হইবেই হইবে, চাই তুমি ইহা জীবনে উহার
ফলভোগ করিতে পার বা না পার। পিতার
আরু কার্য পুত্রের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।
গুরুর আরুকার্য্য শিষ্যদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া
থাকে, এই সংসারের রীতি। বংশপরম্পরায়
শোণিতদ্বারা বিধোত না হইয়া কোন পতিত
দেশ কবে সংস্কৃত হইয়াছে?

পৃথিবীর যে কোন জাতির ইতিহাস পাঠ কর
জাতীয় জীবনের যে কোন বিভাগের প্রতি
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর সর্বত্রই দেখিতে পাইবে যে
সংস্কারের প্রথম অল্পষ্ঠাতারা অধিকাংশই
অসিদ্ধার্থ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া
ছেন; কিন্তু তাহাদের জীবন্তত্যাগরূপ বীর
হইতে শত শতশক্তিসম্পন্ন পুরুষ প্রাহৃত
হইয়া তাহাদের আরু অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়া

গিনাচ্ছে। স্বদেশের উন্নতির জন্ত যদি তুমি যথার্থই আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া থাক, উহাকেই নিজের অভীষ্টদেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া শোণিতপাত করিতে প্রস্তুত হইয়া থাক তাহাহইলে নিশ্চয় জানিবে তোমার শোণিতের প্রত্যেক বিন্দু হইতে এক এক মহাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ উৎপন্ন হইয়া অচিরে তোমার শত্রুদিগের বিনাশসাধন করিবে। হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে তুমি সাগরতলে পতিত হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। আস্তে আস্তে একপায় ছপায় উঠিবার চেষ্টা কর, আবার সেই উন্নতস্থানে উঠিতে পারিবেই পারিবে। অকুল সাগরমধ্যে পতিত হইবাছ বলিয়াই একেবারে নিরাশ হইয়া হস্ত পদের সঞ্চালন পবিত্যাগ করিও না। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আস্তে আস্তে সম্ভবণ করিতে থাক ভবিষ্যৎ ভগবানের হস্তে ছাপ্ত কর। বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে কর্মের অশ্রুস্তাবী ফলের প্রতি অবিশ্বাস, ভগবানের অবিচলিত নিয়মের প্রতি অবিশ্বাসই আমাদের নিরাশার কারণ। আমাদিগের হৃদয়ে যদি অবিচলিত ধ্রুববিশ্বাস থাকে যে অমৃতফল রোপণ করিলে কখনও কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না তাহাহইলে অমৃতফল রোপণ করিবার সময় আমাদিগের কোন সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই; কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে উচ্চ অমৃতফল কি না তাহা রোপণ করিবার পূর্বে সতর্কের সহিত দৃষ্টি করা কর্তব্য। যদি উহা যথার্থ অমৃতফল হয় এবং তদুপযোগী মৃত্তিকায় উহা রোপণ করা যায় তুমি কি আমি উহার ফল দেখিয়া না যাইতে পারি কিন্তু উহা প্রকৃত-

সহকারে রক্ষিত হইলে কালে উহাতে নিশ্চয়ই অমৃতফল ফলিবে। অতএব কর্মের ফলে বিশ্বাস স্থাপন কর। স্বীয় জীবন ও সমাজজীবন একত্রে গ্রথিত কর। তোমার স্বীয় আমি-ত্বের প্রসার করিয়া ভবিষ্যৎ বংশাবলীর আমি-ত্বের সহিত মিলাইয়া দেও; তাহাহইলে এই দিব্য চক্ষুদ্বারা দেখিতে পারিবে যে তোমার আরক্ত অহুষ্ঠান বটবীজের তায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও উহা কালে মহান বটবৃক্ষে পরিণত হইবে।

ব্রহ্মচারী আশ্রম ভাল কি মন্দ প্রথমে তাহাই দেখা উচিত, যদি ভাল হয় বাহাতে উহা সর্বত্র সংস্থাপিত হয়, তৎপক্ষে সকলেরই চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু স্মার্ত ও কালবিলম্ব করা উচিত নহে। ভারতবাসীর মন ও শরীর যে দুর্বল, সে কেবল ব্রহ্মচর্যের অতীত। দেশে কিরূপ পরিমাণেও ব্রহ্মচর্য থাকিলে কখনও এদেশের এমন দুরবস্থা হইত না। আত্মদোষ গোপনে কোন লাভ হয় না, উহা সংশোধনেই ফল হয়। এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে গমন কর, দেখদেখি কোনস্থানে ব্রহ্মচর্য আছে কি না, দেখদেখি কোন গৃহে অলস পরোপকারবৃত্তি আছে কি না, দেখদেখি কোন গৃহে অটল ধর্ম-বিশ্বাস আছে কি না, একথা আমি বলিতে চাহি না, যে ইঞ্জিয়সংযম কুজাপিও নাই, কিন্তু সত্য বলিতে হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, যে আজকাল উহা বড়ই বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিমধ্যেই আমি এসমক্ষে অনেক পত্র পাইতেছি, তাহাতে হৃদয়ে আসার সঞ্চার হইতেছে, যে স্থির অধ্যবসায় থাকিলে, উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

ক্রমশঃ—

মণিরত্নমালা ।

পরিভ্রাজকাচার্য্য ত্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-প্রণীত ।

(১)

সংসারভীতিতঃ কশ্চিৎ শিষ্যঃ কাতববাক্ গুরুং ।

প্রণম্যপ্রাজ্জলিঃ পীঠমুক্তিহেতুং নথানিদি ॥

সংসারভয়ে ভীত কোন শিষ্য তদীয় গুরুকে
নথানিদি প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে কাতর-
বাক্যে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন ।

জীবের জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পূর্ব পুন-
র্জন্ম—জন্মমৃত্যুর এই অবিশ্রান্ত প্রবাহই
সংসার । জন্মমৃত্যুর অদীন জীব সংসারে বহুবিধ
‘আধ্যাত্মিক, আদৈবিক ও আদিভৌতিক
ভ্রংশদ্বারা পরিক্রিষ্ট হইয়া থাকে । সংসার সর্ব-
প্রকার দুঃখের আকব, সকল আপদের আশ্রয়
এবং সর্বপ্রকার পাপের আলয়স্বরূপ । দুঃখমূল
সংসারকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন
তিনিই কেবল সুখী হইতে পারেন । ভগবৎ-
প্রসাদে ষাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, সেই
ভাগ্যবান ব্যক্তিই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারের দোষ
সমূহ সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইয়া থাকেন এবং
সেই ভয় হইতে মুক্তিলাভের জন্ত ব্যাকুলতা ও
ইচ্ছা জন্মে । এই ইচ্ছাকেই মুমুকুতা কহে ।

পরমেশ্বরের সত্ত্বরজতমোদয়ী স্বর্গস্থিত্যন্ত-
কারিণী, অনির্বচনীয় পরাশক্তিকেই তত্ত্বজ
অধীগণ অনাদি অবিদ্যা বা মায়া কহিয়া
থাকেন । “অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুঃ বিদ্যা তন্ত্রা
নিবর্তিকা” অবিদ্যা হইতে রাগদ্বৈষাদিসমূহ
সংসারের উৎপত্তি এবং বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান)
প্রভাবে স্বর্ঘ্যোদয়ে অন্ধকারের মত অবিদ্যা
বিনষ্ট হইলে সংসারের নিরুত্তি হয় । “তস্মাদ্
নরঃ সদা কার্য্যঃ বিদ্যাভ্যাসে মুমুকুতিঃ” অতএব
মুমুকু ব্যক্তিই বিদ্যাভ্যাসে সর্বদা যত্ন করা
বিধেয় ।

সদগুরুব ‘অমুগ্রহ ও উপদেশ ব্যতিবেকে
কেহ বিদ্যালাভ করিতে পারেন না অতি বনি-
য়াছেন—“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ আচার্য্যাদেব
বিদ্যাবিদিতা তবতি শোকমান্মবিৎ” ষাঁহার গুরু
আছেন তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন,
গুরুব নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া আত্মবিৎ
শোক হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ সংসারভয়ে
হইতে মুক্তিলাভ করেন । “তস্মাদ্ গুরুং প্রপ-
দ্যেত জিজ্ঞাহুঃ শ্রেষ উত্তমং । শাস্ত্রে পাবেচ
নিষ্কাতং ব্রহ্মপুণশমাশ্রয়ং” ॥ সেইহেতু স্তম্ভন
জিজ্ঞাহু ব্যক্তি শাস্ত্রদ্রষ্টব্যবগত (সাদ্বেদেবিশা-
বদ) পবত্রয়ে নিমগ্ন (ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন) ও
উপশমাশ্রয়ী গুরুব শরণাগত হইবেন । (ভাগ-
বত) তাই শিষ্য গুরুব শরণাগত হইয়া কি
উপায়ে সংসারভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে
পারেন, সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ।

(২)

প্রীত্যা প্রভাত্ত্বং তত্র মূলমাস্রিত্য সদ্গুরুঃ ।

সমাগ্জ্ঞানায় শিষ্যায় দত্তবান্ সাধুসাধনম্ ॥

তাহাতে সদ্গুরু (সংসারভয়ভীত, শরণাগত
মুমুকু) শিষ্যের প্রকৃষ্ট জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত মূল
প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া প্রীতির সহিত বিশেষ
উপায় সম্বলিত প্রভাত্ত্বের প্রদান করিলেন ।
কেননা “কৃণুঃ শিষ্যায় শিষ্যায় গুরবো গুহমপাত্য”
(ভাগবত) গুরুগণ প্রেমবান্ শিষ্যকে পরম গুহ
বিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন ।

(৩)

অপারসংসারসমুদ্রমধ্যে সম্মজ্জতো মে শব্দ-
কিমন্তি । গুরবো রূপালো রূপয়াবৈদতং বিবেশ
পাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—(১)হে

মর গুরুদেব ! আমি আপাব সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতেছি কি অবলম্বন করিয়া পার হইব রূপা করিয়া আমাকে তাহা বলুন । গুরু বলিলেন, বিশ্বপতি ভগবানের পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকা । বৎস ! সংসারসমুদ্র কিরূপে পার হইবে ইহা ভাবিয়া আকুল হইও'না । দৃঢ়তত্ত্বিযোগসহকারে শরণাগতপালক, ভক্তিপ্রিয় ভক্তবৎসল ভগবানে চিত্তবুদ্ধি নিবেশিত করিয়া ভবভার্তি-বিনাশক্ষম তদীয় চরণতরণী অবলম্বন কর, অন্যাসেঘোর সংসারসাগর পার হইয়া যাইবে । ভক্তসখা ভগবান ত্রীকূক্ষ স্বয়ং অর্জুনকে বলিবা-ছিলেন,—

“যেহু সর্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংজ্ঞস্ত মৎপরাঃ ।

অনন্তৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাং ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মন্যাবেশিতচেতসাং ॥

(গীতা)

হে পার্থ ! যে সকল ব্যক্তি আমাতে সমস্ত কৰ্ম্ম সমর্পণপূৰ্ব্বক মৎপরাবণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগদ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা কবে, আমি সেই মদাঃবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ।

(৪)

বন্ধো হি কো যো বিষয়াহুরক্তঃ কো বা বিমুক্তো বিষয়ে বিরক্ত । কো বাস্তি ঘোরো নবকঃ স্বদেহঃ তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তু ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন (২) এসংসারে বন্ধ কে ? গুরু বলিলেন যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত । রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ এই পাঁচটি বিষয় । বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে সঙ্গ (আসক্তি) ভয়ে সঙ্গ হইতে কাম (অভিলাষ) এবং কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সংমোহ (কার্য্যাকাংক্ষা বিবেকা-

ভাব) সংমোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম (আত্ম বিস্মৃতি) আত্মরা থাকে । স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধি নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই মনুষ্য মৃতভূত্বা হঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অযোগ্য হইয় থাকে । সুতরাং বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিকে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারপাশে আবদ্ধ থাকিতে হয় ।

(৩) কোন ব্যক্তি বিমুক্ত ? বিষয়ে বাহ্যর বৈরাগ্য আত্মরাছে, যিনি বিষয়সমূহের দোষ ও অনর্থকারিতা দর্শন ও পুনঃ পুনঃ পর্যালোচন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, অচিরে তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয় । চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভক্তি ও জ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাহইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । তাই জীবমুক্ত মহাপুরুষেরা বার বার বলিয়াছেন, “মুক্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত বিষয়ান্ বিষবদ্বাজ” হে বৎস ! যদি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে ইচ্ছা কর তাহাহইলে বিষয় সকলকে বিবের ভ্রায় পরিত্যাগ কর । (জনকের প্রতি অষ্টাবক্র বাক্য)

(৪) যোব নরক কি ? নিজ দেহ । যে অনন্ত বহুগা প্রদ অপবিত্র পদার্থ পরিপূরিত স্থানে পাপিগণ নরগস্তর স্বকৃত কৰ্ম্মের জন্ত দণ্ডভোগ করে তাহাই নরক বলিয়া অভিহিত হয় । আত্মার ভোগায়তনস্বরূপ পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারবিশিষ্ট স্থলশরীরও মাংস, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা, রক্তঃ, রক্তাদিসংযুত, হৃৎক চর্ম্মা-চ্ছাদিত, মলমূত্র পরিপূর্ণ, কৃমিকূলসম্মূল এবং অপবিত্র । এই দেহ পরিগ্রহ নিবন্ধনই জীব আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে নিরন্তর সন্তপ্ত হইয়া সংসারেই নরকবস্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে । অতএব নরকে এবং দেহে কিছুনাত্র বিশেষ নাই ।

(৫) স্বর্গপদ (নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের স্থান) কি ? তৃষ্ণাক্ষয় । তৃষ্ণাক্ষয় অর্থাৎ বিষয়বাসনার

বিরামকেই সন্তোষ কহে। “সন্তোষমূলং হি স্মৃৎং হুঃখমূলং বিপর্যায়ঃ” সন্তোষ সর্বস্মৃৎখের নিদান এবং অসন্তোষই সকল হুঃখের মূল। বিষয়তৃষ্ণা মনুষ্যের ধৈর্য্যনাশ করে। ধৈর্য্যহীন পুরুষ কদাচ সন্তোষলাভ করিতে পারে না। স্মৃৎরাং তৃষ্ণাভিত্তত মনুষ্য সর্বদুঃখ মূলভূত অসন্তোষের বশবর্তী হইয়া অনক্ষণ হুঃখভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহার বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়াছে, যিনি সন্তোষরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন তিনিই কেবল নিরন্তর নিন্যতা স্মৃৎ ও নিন্যতানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাই সাধুগণ বলিয়াছেন “তৃষ্ণা মুক্তান্ত যে কেচিৎ স্বর্গবাসং লভন্তি তে” যাহারা তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত তাঁহাবাই স্বর্গবাস লাভ করেন।

(গরুড়পুরাণ)

(৫)

সংসারদুঃ কঃ শ্রুতিজান্নবোধঃ কো মোক্ষ-
হেতুঃ প্রথিতঃ সএব। দ্বারং কিমেকং নরকস্ত
নারীকাস্বর্গদা প্রাপ্তভূতামহিংসা।

(৬) সংসার বিনাশ করে কে ? (৭)
এবং মোক্ষের হেতু কি ? বেদাদিশাস্ত্রার্থ পরি-
জ্ঞাত হইলে যে আত্মজ্ঞান জন্মে তাহাদ্বারা
সংসার বিনষ্ট হয়। ভগবান শিব পার্শ্বতীকে
বলিয়াছিলেন,—

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পংং মোক্ষকসামানং।

হে দেবি ! এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের এক-
মাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। যেহেতু “স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ
শরীরপরিগ্রহঃ সংসারঃ” স্বীয় প্রাক্তন কর্মবশে
পুনঃ পুনঃ দেহধারণের নাম সংসার। দেহধারণে
হেতুভূত প্রারম্ভ কর্মের ক্ষয় হইলে জীবকে
আর জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে পরি-
ভ্রমণ করিতে হয় না। আত্মজ্ঞানদ্বারা
সমুদায় কর্ম বিনষ্ট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
বলিয়াছেন।

যথৈধাসি সমিক্রোহশ্চির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

(গীতা)

হে অর্জুন ! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ-
রাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি
সমুদায় কর্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। হৃদয়া-
কাশে তবজ্ঞান সমুদিত হইলে চিত্তজ্যেয় (ব্রহ্ম)
পদার্থ জানিতে এবং তাঁহাতে পরিনিষ্ঠিত হইতে
পারে। ইহাদ্বারা জীব পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়া
থাকে স্মৃৎরাং উহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে
হয় না। এই আত্মজ্ঞান লাভ করিবার সম্বন্ধেও
ভগবান এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

তদ্বিক্রিপ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেশ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বদর্শিনঃ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংবতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেবাধিগচ্ছতি ॥

(গীতা)

হে পার্থ ! প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও সেবাদ্বারা
সেই জ্ঞান লাভ কর। ভক্তি ও গুণদ্বারা পরি-
তুষ্ট হইয়া জ্ঞানী তবদর্শীগণ তোমাকে জ্ঞানোপ-
দেশ প্রদান করিবেন। যিনি শাস্ত্রে ও গুণপ-
দেশে দৃঢ়বিশ্বাসবান্, তদেকনিষ্ঠ এবং জিতে-
ন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞানলাভ করিয়া পরাশান্তি (মুক্তি-
পদ) প্রাপ্ত হন।

(৮) নরকেব একমাত্র দ্বার কি ? নারী।

দৃষ্টী স্মিয়ং দেবমায়াম্ তদ্ব্যবহিত্তিকেন্দ্রিয়ঃ।

প্রলোভিতঃ পতন্ত্যক্কে তমস্ত্রগৌ পতন্তবৎ ॥

(ভাগবত)

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়াক্রপিনী রমণীকে
দর্শন করিয়া তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত
হইয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ছায় নরকে পতিত
হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ কামক্রোধের বশবর্তী
পুরুষগণ নারীরূপ বিষম বিষয়ভোগেব তীর
লালসাবশে বিবেকহ্রষ্ট হইয়া উন্মার্গে গমন

কবে এবং পাণাসক্ত হইয়া নিরয়গামী হয় । মহর্ষি কপিল ও তদীয় জননী দেবহুতিকে বলিয়াছিলেন—“যে ব্যক্তি যোগের পরমপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কদাচ প্রমদার সাহচর্য্য করিবেন না । কারণ ব্রহ্মসিদ্ধ যোগীরা কহিয়া থাকেন যিনি আমার (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) সেবাদ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন নারী তাঁহার পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ । দেব-নির্মিত স্ত্রীরূপা মায়া শুক্রাদিদিগের অগ্নে অগ্নে আত্মগত্য করিতে থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তৃণাচ্ছিন্ন কুপের ভ্রায় তাহাকে আপনায় মৃত্যু-স্বরূপ অবলোকন করিবেন” (ভাগবত ৩৩। ৩৮। ৩৯) অতএব সর্কমায়ার করণ, ধর্ম্মমার্গের অর্গল, অশেষ দোষের আকর এবং নরকের দ্বারস্বরূপ বিধুরা নারী মুমুক্শুগণের দর্শনীয় ও বাঞ্ছনীয় নহে । (ক)

(৯) জীবগণের স্বর্গপ্রদায়িনী কে ? অহিংসা অর্থাৎ প্রাণিবধরূপ হিংসা পরিত্যাগ ।

(ক) সংসারবিরাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও যতিগণ পাছে বন্দিতে আসক্ত হইয়া পুরুষার্থ পরিত্যক্ত হন একাবশে আচার্য্য তাহাদের আশ্রমোচিত উপবেশ দিতে গিয়া এই গ্রন্থে হানে স্থানে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিয়াছেন ।

স্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষেপনাবিকং ।

আপিনো মিথুনীভূতান্ অগৃহস্থোহগ্রতপ্তাভ্যং ॥

(ভাগবত)

অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও পবিত্রাসাদি এবং মিথুনীভূত প্রাণিগণকে অগ্রে পরি-
ত্যাগ করিবেন । কিন্তু উপকূর্বান্ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ অনাসক্ত গৃহীর পক্ষে স্ত্রীপরিগ্রহ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বখাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকেরা বিধান দিয়াছেন । মহা-
বলিয়াছেন,—সম্ভবন উপপত্তির নিমিত্ত স্ত্রীগণ বহু কলাপ
পাত্রী ও আদরলীলা, ইহারা গৃহকে উজ্জল করেন, স্ত্রীতে
ও স্ত্রীতে কিছুই বিশেষ নাই । অপত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান সেবা
উৎসাহ উত্তমারতি এবং পিতৃগণের ও আপনায় স্বর্গপ্রাপ্তি
দকনই স্ত্রী হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

সর্কহিংসা নিবৃত্তা যে নরাঃ সর্কসহাশ্চ যে ।

সর্কস্রাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥

যাহারা সর্কপ্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্ত, ক্ষমাশীল এবং সর্কভূতের আশ্রয়স্বরূপ হন তাহারা ই স্বর্গে গমন করেন । যোগাচার্য্যগণ অহিংসার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । “অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিকৌ বৈরত্যাগঃ” (পাতঞ্জল-যোগসূত্র) যাহার অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নিকট হিংস্রপ্রাণিগণও অহিংস্র হয় এবং স্বভাবতঃ পরস্পর বিরোধী জন্তু সকলও শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া সহজ সুহৃদের ভ্রায় একত্র বিচরণ করিয়া থাকে । স্ত্রতরাং অহিংসাসিদ্ধ ব্যক্তি সর্কদা নিরুদ্বেগে ও নির্ভয়ে থাকিয়া ইহ জীবনেই স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন । “অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ” । “অহিংসা যোগবৃক্ষের ত্রিতাপনাশিনী ছায়া ; যাহারা ছঃখভয়রূপ দিবাকরতাপে সমস্ত যোগভর এই ছায়া তাহাদের শীতলতা সম্পাদন করে । তাহারা ইহার আশ্রয়ে নীরাগলাভ করিয়া পুনরায় ছঃখে অভি-
ভূত হয় না” । (পদ্মপুরাণ)

(৬)

শেতে সুখং কস্ত সমাদিনিষ্ঠঃ জাগর্তি কো বা সদসদ্বিবেকী । কে শত্রবঃ সন্তি নিজেস্ত্রিয়াণি কান্তেব মিত্রাণি জিতান্তি তানি ॥

(১০) কোন্ ব্যক্তি সুখে শয়ন করিয়া থাকে ? সমাদিস্থ পুরুষ ।

অক্ষুকা নিরহঙ্কারা বৃন্দেযু ন তু পাতিনী ।

প্রোক্তা সমাধিস্থেন মেবোঃ স্থিরতরাস্থিতিঃ ॥
(যোগবাস্তি)

অহঙ্কারশূন্য কোভশূন্য সুখছঃখাদিসম্পন্নস্থিতি
স্বমেক অপেক্ষা স্থিরতর যে স্থিতি তাহারই নাম
সমাধি” । স্ত্রতরাং সমাধিস্থ ব্যক্তি জাগর্তী
আস্থা পরিত্যাগকরতঃ ভয় শৌক ও বাসনা-
শূন্য হন এবং আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া অব-

চ্ছিন্নরূপে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। “সমাধি-
সিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানঃ” (পাতঞ্জলযোগসূত্র)
“আত্মবিশুদ্ধ হইয়া পরমেশ্বরে সমুদায় ভাবের
সমর্পণের নাম জৈশ্বর প্রণিধান”। জৈশ্বর প্রণি-
ধানদ্বারা সমাধিসিদ্ধ হয়।

(১১) কোন ব্যক্তি জাগিয়া থাকেন ?
যাঁহাৰ সং ও অসং বস্তুৰ বিবেক জন্মিয়াছে।
ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা। ইত্যেবং রূপনিঃশেষঃ।
সোহং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ ॥

এই পবিত্রশ্রুমান জগৎ মিথ্যা; কেননা
আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি সর্বদাই তাহাদের
উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে এবং ভাবান্তর
ঘটিতেছে; আর কেবল একমাত্র অদ্বিতীয়
আত্মাই সঙ্গ্রহে সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়া-
ছেন এইরূপে বস্তুর যে স্বরূপ নিশ্চয় তাহাকে
বিবেক কহে। বিবেকবান্ ব্যক্তির মোহনিজার
ঘোর কাটিয়া যায়। মোহনিজাভিত্ত অবিবে-
কীর ভায় তাঁহার অনিত্যাসংসাররূপ স্বপ্নদর্শনের
সম্ভাবনা থাকে না। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ
বলিয়াছিলেন—

“যুগভেদেছে আব কি যুগাই যুগে যুগে জেগে
আছি, এবার যার যুগ তারে দিয়ে যুগের যুগ
পাড়ায়েছি ॥

(১২) কাহারো মনুষ্যের শত্রু? (১৩) এবং
কাহারাই বা মিত্র? নিজের ইঞ্জিয়গণকে সংযত
কবিতেনা পারিলে তাহারাই প্রবল শত্রু হইয়া
উঠে এবং সংযত ইঞ্জিয়গণই মিত্র হইয়া থাকে।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্তবাক্যে বলিয়াছিলেন,—

বন্ধ ইঞ্জিয়বিক্ষেপঃ মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ।

(ভাগবত)

ইঞ্জিয়গণের চাঞ্চল্যই জীবের বন্ধন এবং
ইঞ্জিয়গণের সংযমই মোক্ষ। (যাহা সংসার-

বন্ধনৈব কারণ তদপেক্ষা ঘোর শত্রু আর কি
আছে) কারণ।

যাবদিঞ্জিয়চাপল্যং তাবত্ত্ব কথা কৃতঃ।

যাবৎ ইঞ্জিয়গণ চঞ্চল থাকে তাবৎ কেহই
তত্ত্বকথার অবধারণে সমর্থ হয় না। “নবো-
বরাদির জল স্থিরভাবে থাকিলে তবে যেমন
তাহাতে পতিত প্রতিবিম্ব সকল সুস্পষ্ট নয়ন-
গোচর হয়, তদ্রূপ দূর্বৃত্ত ইঞ্জিয়সকল স্থিরভা-
ধারণ করিলে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয়পদার্থকে স্থায়ী-
ভাবে দর্শন করিতে পারা যায়”।

মহু বলিয়াছেন,—

ইঞ্জিয়াণাং প্রসঞ্জন দোষমুচ্ছত্যসংশয়ঃ।

সংনিগম্য তু তাভ্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিবচ্ছতি ॥

বিষয়সমূহে ইঞ্জিয়গণের আভ্যন্তিক প্রসক্তি-
দ্বারা জীব দৃষ্টদৃষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন
সংশয় নাট। অতএব ইঞ্জিয়গণকে বশীভূত
কবিতেনা পারিলে মনুষ্য অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ
কবিতেনা পারে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা,
অঙ্ক এই পাঁচটি জ্ঞানেঞ্জিয়, বাক্, পানি, পাদ,
পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেঞ্জিয় এবং অন্তরি-
ঞ্জিয় মনকে লইয়া ইঞ্জিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ
হয়। মন সঙ্কল্পসহকারে জ্ঞানেঞ্জিয় ও কর্মে-
ঞ্জিয় উভয়ের প্রবর্তক। মনকে জয় করিতে
পারিলেই উক্ত দশ ইঞ্জিয়কে জয় করা যায়।
মনকে জয় করিবার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে
বলিয়াছিলেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনোহুর্নিগ্রহং চলং।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে।

(গীতা)

হে মহাবাহো! মনহুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে
কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য-
দ্বারা উহা নিগ্রহীত হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

ধর্ম এক বই দুই হইতে পারে না ।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি পর্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় । জানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেদবিশিষ্ট বহু আকারের লায়, নীল, পীতাদি রঙ বর্ণের কটু, কষায়, তিক্ত, মিষ্ট আদি বহু রসের ও শীতোষ্ণাদি স্বপদ্বাদাশক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বহু বিষয়ের উপলব্ধি হয় । অনন্ত মনে ধর্মাসাম্যের সহিত চিন্তা করিলে দেখা যায় যে দ্বিবিগ্রহ সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে দুইটামাত্র ধর্ম বহির্বাছে একটা আকর্ষণ অর্থাৎ বিক্ষেপণ । অন্যত্র বিজ্ঞানে বিক্ষেপণকে গতি বলিয়া প্রজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, বিক্ষেপণের মূলে আকর্ষণ সর্বদাই বর্তমান আছে । কিন্তু বিক্ষেপণ না থাকিলে আকর্ষণের উপলব্ধি হয় না, আর যদি কেবল আকর্ষণ থাকিত, তাহা হইলে সূর্য্য, চন্দ্র, পান্থ, নক্ষত্রাদি পরস্পরের ভেদ থাকিত না । এক ও দ্বয়কে টানিয়া বা একত্ব ও দ্ব্যত্বকে পিটিয়া যত্নে বাড়ান যায় ততদ্বয় বাড়াইলেও দেখা যায় যে সেই বিক্ষেপণের মধ্যে আকর্ষণ বহির্বাছে; আকর্ষণ না থাকিলে বর্ষা ও দ্ব্যত্ব পিটিয়া ধ্বংস হইয়া যায় । অতএব প্রমাণ হইতেছে যে বিক্ষেপণের মূলে আকর্ষণ সর্বদাই বর্তমান ক্রিয়াতেছে, কোন অবস্থাতেই আকর্ষণ তৎকালীন অবস্থায় গতি বা বিক্ষেপণ হইতে পারে না । একটী নির্বিষ্টমানে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে সমুদ্রের সৃষ্টপদার্থ এই দুইটা ক্রিয়াই হইতেছে; সমুদ্র, মরুভূমি, পর্ব্বত, হ্রদ, জল, বনফল, পশুপক্ষ, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি এই দুইটা ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, আবাব সমুদ্রের তবঙ্গ দ্বারা জোয়ার ভাটা, ভূমিকম্প প্রভৃতি সর্বত্রই এই দুইটা শক্তিরই ক্রিয়াস্থল, নৌকাচালন, বেগুন উঠান, লক্কমটিব ইঞ্জিনচালন তাড়িৎ বাতী প্রভৃতি পণ্ডিত্য প্রভৃতি আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ

শক্তি ভিন্ন হইতেই পারে না । বীজ হইতে অঙ্কুর উদগম মূলের অধোগমন ও বৃক্ষের উদ্ধাগমন ও বৃদ্ধি ও শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ফলে সুশোভিত হওন আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ এই দুইটা শক্তিপ্রভাবেই হইতেছে । আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ব্যতীতকে জীবের সম্ভাবন উৎপাদন জন্ম, বৃদ্ধি, আহাব, বিহাব, নিজা, খাস, প্রস্থাস, মলমলাদিত্যাগ ও মৃত্যু প্রভৃতি কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে । আবাব দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, বসাস্পর্শ ও স্পর্শাচ্ছব এসকলও আকর্ষণ ও বিক্ষেপণমূলক । সেই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ শব্দের কাবল্য দ্ব্যত্ব বা মূঢ়তানিবন্ধন শব্দ অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে কিবা আমাদের মন কোন বিষয়ে নির্বিষ্ট থাকিলে যদিও আমরা অনেক সময় শব্দ শুনিতে পাই না বটে, তথাপি যেখানে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ আছে সেইখানেই যে শব্দ আছে তাহা সজ্জিহাবা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় । যেমন সের্টের উপর পেন্সিলের দ্বারা সজ্জার একটা কসি টানিলে শব্দ শুনা যায়, কিন্তু আন্তে আন্তে টানিলে শব্দটী যদিও এত ক্ষীণ ও মৃদু হয় যে তাহা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না তথাপি শব্দ যে হয় তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না । সেইরূপ একটা টানাপাথর দড়ি ধরিয়া যতদূর আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ করিলে একটা শব্দ উৎপন্ন হয় ও তাহা শুনা যায়, কিন্তু দড়িটা ধরিয়া আন্তে আন্তে ছাড়িয়া দিলে কোন শব্দ শুনা না যাইলেও অতি মৃদুভাবে যে শব্দ হয় তাহা কিস্কিন্দ্র জ্ঞান থাকিলেই স্বীকার করিতে হইবে । কোন কোনও বৈজ্ঞানিক আপাত্তে করিতে পারেন যে গতি বা বিক্ষেপণ বাদ্য না পাইলে শব্দ হয় না, কিন্তু তাহাও বাদ্য না পাইলে গতি যাহা

বাধা পায় তাহাও একটা গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সূত্রাং প্রমাণ হইল যে যেখানে গতি সেইখানেই শব্দ ও যেখানে শব্দ সেইখানেই গতি, অতএব গতি ও শব্দ অভেদ। এখন বুদ্ধি-দ্বারা অনায়াসে দেখা যাইতেছে যে জগতের যাবতীয় ক্রিয়াই গতি ও অগতি বা আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের মূলে সম্পন্ন হইতেছে। আকর্ষণকে অগতি বলা যাইতেছে, কারণ আকর্ষণ গতির বিরোধী। স্বর্ণের পাত করিতে যে কষ্ট হয়, তাহার কারণ স্বর্ণের অণুসমূহের মধ্যে যে আকর্ষণ আছে, তাহা বিক্ষেপণ বা গতি বা প্রসারে বাধা জন্মায়। যে সমুদায় জব্যে আকর্ষণ অধিক থাকে তাহাদের আদৌ পাত হয় না। এসমুদায় স্থলে বিকর্ষণ আছে, কিন্তু আকর্ষণ তদপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব আকর্ষণ যেকপ বিক্ষেপণের কারণ, তদ্রূপ আকর্ষণ বিক্ষেপণের বিরোধী। ইহাও দেখা যায় যে একটা গতি-দ্বারা অত্র একটা গতির হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্তন ও ইতরবিশেষ সর্বদাই হইতেছে। সৃষ্ট প্রাণী-সমূহের মধ্যে মানব সর্বশ্রেষ্ঠ। মানব স্বীয় বুদ্ধিবলে গতিব সংযোগে গতির হ্রাসবৃদ্ধি পরি-বর্তন ও ইতরবিশেষ সংঘটন করিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুতকরণে সক্ষম।

মনুষ্য বাষ্পের গতি নিজের ইচ্ছা ও আগন্তা-ধীন করিয়া কলের আহাজ ও রেলপাড়ী চালাই-তেছে, ধূমের গতি রোধ করিয়া বেলুন উড়াইতেছে, বিদ্যুতের গতিকে স্বেচ্ছাধীন রাখিয়া তারের সংবাদ দিতেছে ও তড়িতালোক আলি-তেছে সেইরূপ মানব একটা গতিদ্বারা আর পাঁচটা গতি জন্মাইয়া ব্যবহার্য থালা, ঘটি, বাটী, ঘর, দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে; সূত্রাং আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহার মধ্যে কতকগুলি স্বভাবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক ও

করা হইয়াছে যে যেখানে গতি সেইখানেই শব্দ এবং গতি ও শব্দ অভেদ এবং ঐ গতির মূলে আবার অগতি রহিয়াছে। স্বাভাবিক গতি ও অগতির মূলে কতকগুলি স্বাভাবিক শব্দ আছে, সেই সকল স্বাভাবিক শব্দের ভিন্ন ভিন্নরূপ চালনাধারা মনুষ্য কতকগুলি কৃত্রিম শব্দ প্রস্তুত করিয়া জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সৃষ্টি করিয়াছে। এস্থলে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মহাত্মাদিগের এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে মনুষ্য ভিন্ন অপরাপর প্রাণীরা ভাষা জানে না অথচ প্রাণী-ভেদে শব্দগত পার্থক্য দেখা যায় কেন? তদু-ত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে গতি ও অগতি এই দুইটা ক্রিয়াই জগতের সমষ্টি হইলেও মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, নদী ও পর্বতাদি যেমন এই দুইটা ক্রিয়ার পার্থক্য পৃথক্ পৃথক্ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন এই দুইটা ক্রিয়ার পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্ব-যন্ত্রেব পার্থক্য হওয়ায় প্রাণীভেদে শব্দভেদ হইয়াছে। যেমন একজন মনুষ্য শব্দ, বাদি, শিল্পা, ফুট, ক্লারিয়নেট প্রভৃতিতে একপ্রকার গতিবিশিষ্ট একই প্রকার কুংকার দিলেও উক্ত বাদ্যযন্ত্র সকলের গঠনের তারতম্য ও স্থল স্থানতালুসারে বিভিন্নরূপ শব্দ হয়, তেমন মানব ব্যতীত অপরাপর প্রাণীবর্গের স্ব-যন্ত্রের পার্থক্য বশতঃ বিভিন্নপ্রকার শব্দ নিঃসৃত হয়। মানব-মণ্ডলীর মধ্যেও দেশকাল ও ব্যক্তিগত পার্থক্য বশত স্ব-যন্ত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্যে শব্দে কিছু কিছু উচ্চারণগত পার্থক্য দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত মনুষ্য কল্পনাবলে স্বাভাবিক শব্দে সংযোগ বিয়োজে অনন্তভাষা সৃষ্টি করিয়াছে সূত্রাং ভাষা সকল কৃত্রিম বই স্বাভাবিক হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানক্রিয় প্রত্যেক ক্রিয়াই মস্তিষ্কে উপলব্ধি হয়। দর্শনে

প্রাণেন্দ্রিয়ের যোগে আত্মাণ, রসনেন্দ্রিয়ের যোগে আশ্বাদন এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের যোগে শীতোষ্ণাদি অনুভব হয়। মানব কৃত্রিম সভ্যতাদ্বারা বিকৃত না হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুহদ্বারা একজনের মনে যেক্রপ ভাবের উদয় হইবে, অপরের মনেও তক্রপ হইবে।

ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন, জার্মান ও যিহুদি সর্বপ্রকার জাতীর মনেই একরূপ ভাবের উদয় হইবে,—যেমন রক্তের বর্ণ, বজ্রের শব্দ, পুষ্পের গন্ধ, মধুর স্বাদ ও অগ্নির উত্তাপ আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা প্রাণে যেক্রপ উপলব্ধি ও মনে যেক্রপ ভাব হইবে সকল দেশীয় সকল জাতীয় মানবের প্রাণে ঠিক সেইরূপই উপলব্ধি ও মনে সেইরূপই ভাব হইবে। কিন্তু কৃত্রিম কোন বস্তুই সকলের প্রাণে একরূপ ভাব উদয় করিতে পারে না। মধুর স্বাদ বাঙ্গালীরা যে শব্দদ্বারা প্রাণে উপলব্ধি কবে ও উহাদ্বারা বাঙ্গালীর মনে যেক্রপ ভাব হয়, বাঙ্গলাভাষা অনভিজ্ঞ একজন ইংবাজের কাছে সেই শব্দটি কবিলে তাহা প্রাণে সেইরূপ উপলব্ধি হইবে না এবং মনেও সেইরূপ ভাবের উদয় হইবে না। Wife শব্দ শুনিলে একজন ইংবাজের প্রাণে যাহা উপলব্ধি ও মনের যেক্রপ ভাব হইবে একজন ইংবাজীভাষা অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর প্রাণে তাহা কখনই উপলব্ধি হইবে না ও মনেও যেক্রপ ভাব হইতে পারে না। মনুষ্যেরা নিজ ব্যবহারের জ্ঞ বা অপরের নিকট পরিচয়ের জ্ঞ যে সকল নাম বা সংজ্ঞা দিয়াছে ঐ সকল নাম বা সংজ্ঞাই স্বাভাবিক নহে। প্রকৃত স্বাভাবিক ক্রিয়াতে কাহারও কোন ভেদ থাকে না, যথা—ক্ষুধা হইলে আহার করা, পিপাসা হইলে জলীয়জব্য পান করা, ক্লান্ত হইলে নিদ্রা যাওয়া, মলমূত্রাদি ত্যাগের ঐবল বেগ হইলে মলমূত্রাদি ত্যাগ প্রভৃতি সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় সকল লোকের

একসমান কার্য্য হইয়া থাকে। আবার ইংরাজ ইহুদী, বাঙ্গালী প্রভৃতি সকল জাতিই কাশিতে বা হাঁচিতে একই রূপ শব্দ করে, মলমূত্রত্যাগ ও সন্তান প্রসব করিতে বেগ দিবার কালে যে যে প্রকার শব্দ হয় তাহাও সকল জাতির এক-প্রকার, করনা করিয়া কেহ তাহা অপ্রকার করিতে পারে না। শব্দের যদিও কিছু কিছু পার্থক্য ক্রত হয় তাহা কেবল স্বাভাবিক যন্ত্রগত কিছু কিছু পার্থক্যবশতঃই হইয়া থাকে। স্বাভাবিক শব্দ মনুষ্যসমাজকেই একরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে, আবার যে ক্রিয়ামূলে যে শব্দটি উৎপন্ন হয় ঠিক সেই শব্দটি না করিলে সেইরূপ ক্রিয়া হইবে না। পূর্বাপরই বলা গিয়াছে যে যন্ত্রগত পার্থক্যে শব্দের পার্থক্য হয়, আর সে পার্থক্য হওয়াও উচিত, কারণ যেক্রপ যন্ত্র হইতে যেক্রপ শব্দ হয় সেইরূপ যন্ত্র না হইলে যেক্রপ শব্দ হইতে পারে না। প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্বর-যন্ত্রের কিছু কিছু পার্থক্য আছে, যদি সেই পৃথক্ পৃথক্ স্বরযন্ত্রে একরূপ ক্রিয়া করান যায়, তাহাইহইলে শব্দের কিছু কিছু পার্থক্য হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইল যে মনুষ্যের স্বাভাবিক গতি ক্রিয়া শব্দ ও ভাব এক বই ছই হইতে পারে না এবং মনুষ্যের স্বভাব না প্রকৃতি এক, স্তত্রাং মনুষ্যের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ধর্ম ও ভগবৎ সাধন এক বই ছই কখনই হইতে পারে না। শীত, গ্রীষ্মাদিঋতু ভেদে এবং রোদ্র, জল, বায়ু আদি ভেদে পৃথিবীর সকলস্থানে একরূপ ফল শস্তাদি উৎপন্ন হয় না বলিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোকের খাদ্যাগত ও ব্যবহারগত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, স্তত্রাং সেদেশে যেক্রপ আহার বা যেক্রপ ব্যবহার না করিলে প্রাণহানি বা স্বাস্থ্য নষ্ট হয় সেই দেশে সেইরূপ আহার ও ব্যবহারই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া সুখপূহায় বা বিলাসিতার জ্ঞ যে সকল আচার

ব্যবহার করা যায় তাহা কখনই স্বাভাবিক নহে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিকে স্থখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রাখা আবশ্যক—মৎস্যকে জলে, ভূচর প্রাণিকে স্থলে ও মৃগ্যাকে শুষ্ক পরিদ্রাব স্থানে রাখা আবশ্যক—তেমন নানাদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন লোককে হিংস্রাচারে কোন এক প্রদেশে এক অবস্থায় রাখিলে সকলে স্থখে ও শান্তিতে কখনই থাকিতে পারে না। শীতপ্রধানদেশের শীতসহিষ্ণু লোকের সেক্ষেপ বস্ত্রে চণিবে গ্রীষ্মপ্রধানদেশের লোকের সেইরূপ বস্ত্রে কখনই চলিবে না। যদি একজন মৎসারভোজী পেটুক বাঙ্গালি, একজন দাল-কটীভোজী হিন্দুস্থানী, একজন ফলমূলভোজী যোগী এবং একজন বিলাত ফেরত মাংসাসী বাঙ্গালি সাহেবকে একটা আশ্রমে রাখিয়া হঠাৎ তাহাদিগকে সামান্য ফলমূলভোজের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাই হইলে কি তাহাদের সকলের প্রাণে সমান সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে? ভগবৎ সাধনের জন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানসিক সুখ ও শান্তি থাকা আবশ্যক। কোন ব্যক্তির কোন চির অভ্যাস খাদ্য বা পরিদ্রব্য বিশেষ হঠাৎ পরিবর্তন করিতে হইলে যদি তাহার মানসিক সুখ ও শান্তি নষ্ট হয় ও ভগবৎ সাধনের বাধা জন্মায় তাহাই হইলে তাহাব সেক্ষেপ খাদ্য ও বস্ত্র হঠাৎ ত্যাগ না করিয়া ক্রমশঃ ত্যাগ করা শ্রেয়। যৈহেতু কোন এক ব্যক্তির চির অভ্যাস কোন বিষয় স্বাভাবিক না হইলেও তাহার পক্ষে অভ্যাসজনিত স্বভাব বটে, অতএব দেশকাল ও প্রাজ্ঞভেদে চির অভ্যাস কৃত্রিম ব্যবহারও স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত হইলেও গতির মূলে যে শব্দ এবং অগতি অবস্থা প্রাপ্ত হইবাব জন্ত যে শব্দ তাহা যন্ত্রগত পার্থক্যবশতঃ কিছু কিছু প্রভেদ হইলেও গতির শব্দদ্বারা অগতির ক্রিয়া বা অগতির শব্দদ্বারা গতির

ক্রিয়া কখনই হইবে না। যেমন তাপের দ্বারা যে বস্তু ক্ষীত হয়, তাহা শৈত্যের দ্বারা কখনই ক্ষীত হইবে না এবং শৈত্যের দ্বারা যে বস্তু সংকোচিত হয় তাহা তাপের দ্বারা কখনই সংকোচিত হইবে না, তেমনই আকর্ষণদ্বারা একত্রিত ও বিক্ষেপণদ্বারা বিস্তৃত হইবেই হইবে। আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ বা অগতি ও গতি এই দুইটা ক্রিয়া সমস্ত জড় জগৎহেতু দেহীমাত্রের সাধারণ স্বভাব, কিন্তু গতি অগতিক দূরে নিক্ষেপ করে, অতঃপর অগতিতে বাইতে হইলে অর্থাৎ যে অগতি বা আকর্ষণ বা স্থিতির মূলকারণের কাবণ, সুখ দুঃখ শোক তাপাদি অবস্থাবিজ্ঞিত তবঙ্গবহিত মহানন্দ প্রাপ্য অগতি, তাহাতে বাইতে হইলে মহানন্দ মাত্রকেই গতির সংকোচ করিতে হইবে, অতঃপর মহানন্দেবই ধর্ম এক। মানুষ কেবল কর নার দায় হইয়া উত্তরোত্তর কল্পনাই বৃদ্ধি করিতেছে এবং কল্পনাদ্বারা গতি বৃদ্ধি করিয়া অগতি হইতে দূরে নিক্ষেপ হইতেছে, সুতরাং কল্পনাভিত প্রকৃত সত্য তাহাদের পক্ষেই বর্ত্তী। একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে গর্ভস্থ অবস্থায় দাঁদি ছিলাম বটে, কিন্তু আমার আমি জ্ঞান ছিল না আমার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সকল ছিল নো, কিন্তু তাহাতে কোন কার্য ছিল না। এবং দেখা যাউক ইন্দ্রিয় সকলের কার্য ছিল না বা কেন এবং কার্য হইলই বা কিরূপে? মৃত্যুর পরেও ত হস্তপদ এবং ইন্দ্রিয় সকল থাকে তবে তাহাদের কর্ম হয় না কেন? যেমন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সকল কর্মী নহে, কর্মী আমি, আমি না থাকিলে আমার যন্ত্র আপন আপন কার্য করিতে পারে না সুতরাং মৃত্যুর পরে আমি আর সেই মৃতদেহে থাকি না বলিয়া আমার সে দেহস্থ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সকল

কার্য হয় না, তেমনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে আমাব যন্ত্র সকল প্রস্তুত হইলেও তখন পর্যন্ত আমার আমি জ্ঞান হয় নাই বলিয়া আমার কোন যন্ত্রও কার্যক্ষম হয় নাই। তবে ত আমি-জ্ঞানই আমাব সর্বনাশের মূল ও হুঃখের সৃষ্টি-কর্তা। আমি জ্ঞান যদি আমার এত বিপদ ও দশনাশের মূল হইল তাহা হইলে সেই আমি-জ্ঞানকে আমাব হৃদয় হইতে দূর করা আবশ্যিক। এইভাবে দেখা যাউক আমার সেই আমি জ্ঞান কখনও কিরূপে হইল। গর্ভস্থ যাতায় সুখ, হুঃখাদি দন্দবোধ থাকে না এবং শ্বাস, প্রশ্বাসও থাকে না কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে শ্বাস, প্রশ্বাস আবশ্য হইলেই সুখহুঃখাদি দন্দবোধ আবশ্য হয়; তখন স্বীকার্য যে শ্বাস প্রশ্বাসই অহংজ্ঞানের কারণ, যেহেতু শ্বাস প্রশ্বাসের পূর্বেই শিশুর অহংজ্ঞান ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শীতলাকাদি দন্দবোধ হওয়াতেই কাঁদিয়া উঠে। এখন দেখা যাইতেছে যে অহংজ্ঞান না আমি জ্ঞান শ্বাস প্রশ্বাসমূলক, সুতরাং সেই শ্বাস প্রশ্বাসই যত অনর্থের মূল। তবে ত শ্বাস প্রশ্বাসবোধ করিয়া বলিয়া গেলেই সকল লেঠা নিটো যায়, স্থূলবুদ্ধিরা তাহাই মনে করিতে পান, কাঁচা অণ্ডে পবে কাঁ কথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকের এই-রকম সংস্কার আছে যে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস না বলিয়াই আমাদের কুসকল বয় ও বক্ষ প্রসারিত ও সংকোচিত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা আমরা নিশ্বাসের মধ্য হইতে প্রাণ-বায়ু (Oxygen) গ্রহণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের রক্তে অপ্রাণিকতা হইয়া আমাদের মৃত্যু হয় কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাস যে প্রসারণ ও সংকোচনের বা বিক্ষেপণের কারণ নহে বরং কার্য এবং আমাদের শরীরে বিক্ষেপণ আছে বলিয়াই প্রাণবায়ুর

প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহারা জানেন না। গতি বা বিক্ষেপণ যাহা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে আমাদের স্বতন্ত্ররূপে ছিল না, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই হইয়াছে সেই গতি বা বিক্ষেপণই আমার সকল কষ্টের মূল কারণ। আমার মধ্যে সেই বিক্ষেপণ কি, কোথা হইতে কিরূপে কোথায় আসে কোথায় যায় কিরূপে আমার উপর ক্রিয়া কবে কিরূপেই বা আমাকে ভগবান হইতে দূরে নিক্ষেপ কবে, কেমন করিয়াই বা আমাকে ভবসাগরে ডুবায়, আর কি উপায়েই বা আমি সেই পরম শক্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে ও ভগবানের সচিৎ পুনর্জন্মিত হইতে পারি তাহাই অর্থাৎ ঋষিদিগের গুহাদপি গুহ্যবিষয়, জ্ঞানাতীত জ্ঞানযোগের শিক্ষার বিষয়। সাধারণের জ্ঞাতার্থে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি যখন মাতগর্ভে ছিলাম তখন আমার অহংজ্ঞান ছিল না কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে আমার অহংজ্ঞান হইয়া আমি আমার অতীত যে জ্ঞানকে ভুলিয়াছি সেই ভুলজনক জ্ঞান যে গতির মূলে উৎপন্ন হইয়াছে সেই গতি হৃদয় বা অগতির অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে আমি আমার অতীত জ্ঞান কোনমতেই লাভ করিতে পারি না সুতরাং অগতির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে গতিবোধ করিতেই হইবে। এখন বল দেখি ধর্ম এক কি অনেক, মানবমানবকেই স্বীকার করিতে হইবে যে মানবমানবকেই নির্দিষ্ট নিয়মে জী পুরুষের যোগে প্রধান উৎপত্তি হইতেছে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই নির্দিষ্ট স্থানে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল আছে সকলেই চক্ষু দিয়া দেখে, কর্ণ দিয়া শুনে, হাত দিয়া ধরে, পা দিয়া চলে। চক্ষু দিয়া শ্রবণ, কর্ণ দিয়া দর্শন বা হস্ত দিয়া গমন, পাদদ্বারা যাবণ প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

কখনই হয় না। দেশকাল ও পাত্রভেদে ইন্দ্রিয় সকলের কিছু কিছু আকারগত ও বর্ণগত পার্থক্য থাকিলেও স্বাভাবিক ক্রিয়াগত পার্থক্য কাহারও দৃষ্ট হয় না। তবে এখানে ধর্মগত পার্থক্য কোন্ জ্ঞানে সপ্রমাণ হইতে পারে। কেবল কল্পনার দাস হইয়াই মানব শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে ধর্ম লইয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া দিন দিন ধর্মগত পার্থক্য বৃদ্ধি করিতেছে ও সংসারে বহুধর্মের সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্মপিপাসু মহাপুরুষগণ যিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন উচ্চতম সীমায় সকলেরই মত এক। কেবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী ভ্রমবুদ্ধিসম্পন্ন সামাজিক লোকেরা স্ব স্ব মতানুসারে ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া ধর্মবিপ্লব ঘটাইতেছে। বঙ্গদেশে আনিয়া আমার আরও একটা নূতন জ্ঞান জন্মিয়াছে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যত দ্রব্য দেখিতেছি সমস্তই অগ্রে মনুষ্যের মনে ভাব হইয়া পরে নির্মিত হইয়াছে। বল দেখি দালান, কোঠা, পীরন, চাপকান, থালা, ঘটা ইহার মধ্যে কোন্টা অগ্রে ভাব না হইয়া নির্মিত হইয়াছে? সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে অগ্রে মনে ভাব না হইয়া কোন বস্তুই হয় নাই। যাহারা কলিকাতার প্রধান প্রধান বাজার সকল দেখিয়াছেন তাহারা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে মানব-হৃদয়ে প্রতিনিয়ত কত ভাব খেলিতেছে এবং কত ভাবে কত অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি হইতেছে। কেবল যে বহুবস্তু সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, এক এক বস্তুর আবার কতপ্রকার নকল হইয়াছে। বল দেখি ভিতরে গিন্টি না হইয়া বাহিরে এক গিন্টিবস্তু কোথা হইতে আসিল? এক গিন্টির ভিতরে যথার্থ ভাব বাছিয়া লওয়া কি সহজ? মানুষের এরূপ শক্তি কখনও নাই এবং হইতেও পারে না যাহাতে মানুষ এত

ভাবসমূহে অপরভাব ধারণা করিতে পারে বা ভেদজ্ঞানসমূহে অভেদজ্ঞান লাভ করিতে পারে। এখন বল দেখি ভেদজ্ঞানশূন্য কলমূলাহারী অর্থাৎ ঋষিরাই ভগবৎ জ্ঞানের জ্ঞানী ছিলেন না এখনকার গিন্টিবিলাসি মৎস্ত-মাংসাশী সভ্য সমাজের নব্যসম্প্রদায়ীরা ভগবৎ জ্ঞানের জ্ঞানী? বর্তমান কোন কোন ধর্মপ্রচারকদের মনে কিন্তু একটা বড় মজার নূতন মত দেখানাম। জগতের যাঁহা কিছু সকলই ভগবান স্মরণঃ ধর্ম্যধর্ম্য পাপপুণ্য নরক স্বর্গ কিছুরই ভেদ নাই—সবই একাকার, ঈশ্বর ঈশ্বরই আছেন ছিলেন ও চিরকাল থাকিবেন, স্মরণঃ খাও দাও মজা কর, চুরি কর, ডাকাতি কর তাতে তোমার ভয় কি? তুমি ত ভগবান, তোমাকে নরকে দেয় কে? তোমাকে নরকে নিতে গেল ভগবানেরই স্বয়ং নরকে যাইতে হইবে। ভগবানের কি বুদ্ধি নাই না ভয় নাই!!! দেখি দেখি সংসারী জীবের জ্ঞান কেমন স্তূনবৎ ধম! এক কথায় সকল পরিকার, সকল লেঠা মিটিয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে জগৎময় ভগবান এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া ভগবানদিগকে ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জ্ঞান থাকে কিপ্রকারে? বিশ্বময় ভগবান জ্ঞান হইলে কি আর অত্কে কোন শিক্ষা দিবার জ্ঞান থাকিতে পাবে? এ সকল কথা বলিবার একান্তই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঋষিগুণিকের লইয়া টানাটানি করায় মনে বড় বেদনা পাইয়াই ছই একটা কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ শিক্ষায় আমাদের প্রাণ কিছুতেই স্থির থাকে না, বিষম আপত্তি উপস্থিত হয়, এক বস্তুতে ভিন্ন জ্ঞান কেন? বলাবলি দেখাদেখি, কাটাকাটি, মারামারি, উপাস উপাসক এসব ভেদজ্ঞান কেন? আমিও বলি যাঁহি আঁতি ভিন্ন গতি নাই, স্মরণঃ গতিঃ

অগতি অবস্থা চাই। অগতিরও গতি অবস্থা নাহি, সম্পূর্ণ অগতিতে না যাওয়া পর্য্যন্ত দুইবে এক ও একে দুই পর্য্যবসিত হইবে না। যে পর্য্যন্ত গতি সেই পর্য্যন্ত পার্থক্য, কারণ গতির মূলে গতির সামঞ্জস্য হইতে পারে না, অগতি এই গতির সামঞ্জস্যের উপায় নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সৃষ্টিজ্ঞান সে পর্য্যন্ত স্রষ্টাজ্ঞান ভুল।

সর্বদেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এবং ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানাদিগের নিকট আমার আর একটা প্রার্থনা এই যে দেশকাল ও অস্থান ব্যবহারাদি পার্থক্যবশত বর্ণগত ও গঠনগত কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মনুষ্যের হস্তপদ ও চক্ষুর্কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল ঈর্ষ্য ও হৃৎস্রুনা ইত্যাদি সকল যেখানে যেখানে থাকা উচিত সকলেরই ঠিক সেই সেই স্থানে আছে এবং যে যে ইন্দ্রিয়ের ও যন্ত্রের যে যে কার্য্য সকল মনুষ্যেরই সেই সেই ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র সেই সেই কার্য্য করিতেছে, সুতরাং এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র একরূপ ক্রিয়া ব্যতীত বিভিন্নরূপ ক্রিয়ায় সকলের কি একরূপ হওয়া সম্ভব। কুন্তকাবের চক্রে কাটা মাটি দিয়া চক্র ঘুবাইবার সময়ে কুন্তকার যদি হাতের ভিন্ন ভিন্নপ্রকার ভাব করে তাহা হইলে কি একপ্রকারের মুংপাত্র সকল গঠিত হইতে পারে? কখনই নহে। সুতরাং যে পাত্র যেরূপ ক্রিয়ায় উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রিয়া ভিন্ন তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় কখনই আনা যায় না।

মানবমাত্রেরই একপ্রকার গতিতে মনের গঠন ও প্রবৃত্তি সকল হইয়াছে, সুতরাং সেই গঠন ও প্রবৃত্তি সকলকে বিপরীতদিকে গতি করাইতে হইলে অর্থাৎ নিরোধ অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে ক্রিয়ার আবশ্যক সে ক্রিয়াও সকলের একরূপ হওয়া উচিত। কাম, ক্রোধ, মোহ

মানবের একপ্রকার অবস্থাতেই উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং মোহের বিষয় দেখিয়া কাহারও ক্রোধ বা ক্রোধের বিষয় দেখিয়া কাহারও কামের উদ্বেক হয় না। স্বাভাবিক মানবদেহ বা মনে যখন কোন সময়ে কোনরূপ বিপরীত অবস্থা লক্ষিত হয় না, তখন কেবল ধর্ম্মের বেলায় কি বিপরীতভাব সম্ভবে? মানুষ কেবল কল্পনারা স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের বেলায় ক্রিয়াগত পার্থক্য ঘটাইয়াছে। তবে ধর্ম্ম কি কল্পনার সামগ্রী? ধর্ম্ম যদি কল্পনার সামগ্রী না হয় তাহাহইলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্ত কি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্ভব? আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে গতির মূলেই অনন্তসৃষ্টি অনন্তপথ ও অনন্তকল্পনা। অগতির অবস্থায় যাইতে না পারিলে সৃষ্টাভীত অবস্থা পাওয়া যাইবে না। যদি বল সৃষ্টিই ঈশ্বর, তবে ঈশ্বর অনিত্য ঈশ্বরের রূপান্তর আছে, ঈশ্বর জড়, ঈশ্বর চৈতন্য সুতরাং সকলই ঈশ্বর, অতএব উপাসককে উপাসনা এবং কেনই বা উপাসনা যদি সকলই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করি তবে দেবা যায় ঈশ্বর-গণের মধ্যে ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে এবং তদনুসারে কোনটা দীর্ঘকাল স্থায়ী, কোনটা অল্পকাল স্থায়ী, কোনটা স্থায়ী কোনটা দ্রুতী। তাহাহইলেও আমাদের ক্রিয়াগত পার্থক্যারা আমাদের স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব ও সুখদুঃখের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারি। সেই ক্রিয়াগত পার্থক্যই হইতেছে গতি, সুতরাং মনুষ্যকে সর্বাবস্থাতে এক অবস্থায় আনিতে হইবে, অতএব সকলের জন্তই একপ্রকার ক্রিয়া আবশ্যক। মানুষ কেবল কল্পনায় বিভিন্ন হইয়াছে, সুতরাং যেখানে কল্পনা সেইখানেই বিভিন্নতা, কিন্তু ধর্ম্ম কল্পনার সামগ্রী নহে এবং মানুষের ভিন্ন ভিন্ন

মানবদ্বয়ে প্রতিনিয়তই ভাবের উদয় হইতেছে এবং সেই ভাবের মূলেই ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার মূলে আবার ভাবের বৃদ্ধি হইতেছে। মানুষ ভাবের দ্বারা বস্তুর বিদ্যামানে অবিদ্যামানতা এবং অবিদ্যামানে বিদ্যামানতা ঘটাইতে পারে এবং তাহাতেই শরীরে ও মনে তদনুরূপ ক্রিয়া হয়, কিন্তু সেই ভাবের অভাব করিতে পারিলে স্বভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়াই স্বতঃ হইয়া থাকে। অন্ধকার রজনীতে মানুষ মনের ভাবের দ্বারা বজ্র বা গাছের শাখাকে ভূত কল্পনা করিয়া তাহাতে ভূতের মাথা, হাত, পা, নাক, মুখ সমস্তই দেখিতে পায় এবং একটা রজ্জু দেখিয়া কল্পনাতে তাহাকে সর্পদ্বয় করিয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে বা নিজের দিকে আগ্রসর হইতে দেখে এবং তাহাতেই ভয় পাইয়া কাহারও কাঠারও মুচ্ছা সঙ্কটাপন্ন রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে শুনা গিয়াছে। আবার ব্যাঘ্রকে কাঠের গুঁড়ি বা বন্ধীকৃত স্তূপ ও প্রকৃত সর্পকে রজ্জু জ্ঞান করিয়াও নির্ভয়ে চলিয়া যাইতে পারে, মনে অথ কোন ভাবের প্রাবল্যবশতঃ রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন স্থান কাটীয়া বা পুড়িয়া গিয়াছে অথচ তখন কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই একরূপ দৃষ্টান্তও অনেক দেখা যায়, কিন্তু কল্পিত-ভাব অতিক্রম করিতে না পারিলে ও স্বাভাবিক ক্রিয়া না হইলে স্বভাবের অতীত ক্রিয়া সম্ভবে

না। অতএব স্বাভাবিক গতিব্যতিরেকে মস্তক কল্পনাদ্বারা কখনই গতির অতীত অবস্থায় অর্থাৎ অগতির অবস্থায় যাইতে পারে না। এবং অগতির অবস্থায় আসিতে না পারিলে সেই গতির অতীত ভগবানের সহিত নিম্ন অসম্ভব, মানুষ যে পর্য্যন্ত গতিব অতীত অবস্থায় আসিয়া স্বাভাবিক ধর্মের অনুসরণপূর্বক গতিনিরোধ করিতে পারিবে না ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল কল্পনাদ্বারা কাল্পনিক ধর্ম কর্ম করিয়া প্রকৃত সত্যধর্ম অগত হইতে ও ভগবানকে পাইতে কোনমতেই পারিবে না। এই গতি নিরোধ করিয়া কিরূপে অগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পুস্তকে শিখিবাব জিনিষ নহে। রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িয়া কেহ রাসায়নিক হইতে পারে না, এক দ্রব্য অথ দ্রব্য সংযোগে স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়, ইহা বলিয়া দিলেই তৃতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় না, উহার প্রণালী দেখান চাই, তাহা না হইলে হয় না। অগতিরোধে ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঐরূপ। সাধারণতঃ অগতি-রোধে যে ক্রিয়া প্রচলিত, উহা অসম্পূর্ণ। উহাতে প্রকৃত অগতি হয় না। পুংক, কুণ্ডল, বেচকদ্বারা স্বাস রোধ করিলে অগতি হয় না। অগতির মধ্যে যে নিহিত গতি আছে, উহা রোধ করিয়াই অগতিতে যাওয়া চাই, ইহা অনেকেই জানেন না।

ক্রমশঃ—

সিদ্ধান্তমী শ্রীপূর্ণানন্দস্বামী।

শাণ্ডিল্যশতসূত্র (১) বা ভক্তিজিগ্মাসা।

ওঁ অথাতো ভক্তিজিগ্মাসা ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। অথ। অতঃ। ভক্তিজিগ্মাসা।

ব্যাখ্যা। অথ—অনন্তর, কিন্তু এস্থলে

(১) শাণ্ডিল্যশতসূত্র ভক্তিমার্গের একখানি অপূর্ণ গ্রন্থ।

ঈশ্বরর ভক্তি যে কি তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে শাণ্ডিল্যশত

অথ শব্দ অনন্তরার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অথ শব্দ এস্থলে অধিকারার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথোক্ত্যধিকারার্থঃ (স্বপ্নেশ্বর) মুমুক্শু ব্যক্তি-পাঠ করা উচিত। শাণ্ডিল্যহৃত শেষ হইলে ভক্তিমার্গের অপর প্রধানগণ্য নারদসূত্র তিনপত্রিকার প্রকাশ হইবে।

পেই ভক্তিবিশয়ক বিচার করা কর্তব্য। অথ
শব্দ মঙ্গলচরণার্থেও ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ
হাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রেই মঙ্গল হইয়া থাকে।

অতঃ—ভক্তিবিশয়ে নানাবিধ কুতর্ক উপ-
স্থিত হইয়া থাকে, ঐ কুতর্ক নিরাস করা আব-
শ্যক।

বঙ্গার্থ। শাণ্ডিল্য ঋষি জীবের উপকারার্থে
ভক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ কুতর্ক নিরাস করিয়া
মুগ্ধ ব্যক্তিগণের জন্য ভক্তি মীমাংসাব বিষয়
বর্ণিতে আরম্ভ করিলেন।

বিশদব্যাখ্যা। সাধনাস্ত্রে কর্ম কিম্বা
জানযোগদ্বারাও ভগবানের সন্নিধানে উপনীত
হওয়া যায়, কিন্তু ঐ উভয়বিধ পথেই সাধাবণ
কালের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। উহাতে শারীরিক ও
মনসিক যে সমুদায় কষ্ট সাধন কবিত্তে হয় তাহা
হাল করিয়া উঠিতে পাবে না, কিন্তু ভক্তিমার্গ
তীব্র সুখ ও সুখকর। এইজন্য মহর্ষি
শাণ্ডিল্য এই স্থলে ভক্তিমার্গ বিষয়ে উপদেশ
দেছেন। বিষ্ণুপূরণে ভক্তির মাহাত্ম্য এই-
রূপে বলা হইয়াছে;—“নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু
ন বজ্রমাহম্। তেষু তেষু চলাভক্তিরচ্যুতাস্ত
ন হরিতি ॥ অর্থাৎ সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে
যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না, হে নাথ!
যাহাতে যেন অচলা ভক্তি থাকে। এইরূপ
ভক্তি কি তাহা বলা হইতেছে।

“সাপরানুরক্তিরীশ্বরে” ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। সা। পরা। অনুরক্তিঃ। ঈশ্বরে।
ব্যাখ্যা। ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের
নাম ভক্তি।

বিশদব্যাখ্যা। বিষয়াদিতে অবिवেকীদিগের
যে প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি ভগবদ্ ভক্তদিগের
সদৃশরূপ প্রীতি। বিষয়ী ব্যক্তি যেকোন
কোন বস্তুর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা দেখাইয়া
দেখেন এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য অজ্ঞাত ভাব

বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্ত্যভাব ধারণ করেন
তদ্রূপ ঐ ভালবাসা যদি বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত
হইয়া ঈশ্বরের দিকে ধাবমান হয় তাহাহইলে
সেই ভালবাসাকে ভক্তি বলা যায়। গীতায়
আছে :—“যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষন
পায়িনী। হামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥

তৎসংস্থ্যামৃতত্বোপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। তৎসংস্থ্য। অমৃতত্ব। উপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা। তন্মিন্ ঈশ্বরে সংস্থা ভক্তির্যন্ত তন্ত
অমৃতত্বং ফলং উপদিশ্যতে, যথা ছান্দোগ্যে তন্তা-
মৃতত্বং ফলমুপদিশ্যতে।

বঙ্গার্থ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলে জীব
অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। মহর্ষিগণ এইরূপ উপদেশ
দিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানমিতি চেম্ম দ্বিমতোহপি জ্ঞানম্

তদসংস্থিতেঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। জ্ঞানম্। ইতি। চেৎ। ন।

দ্বিমতঃ। অপি। জ্ঞানম্। তৎ। অসংস্থিতেঃ।

ব্যাখ্যা। পূর্বে যে সংস্থা শব্দ ব্যবহার করা
গিয়াছে, তাহাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায় না, কিন্তু
ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি বুঝায়। সংস্থা ভক্তিরেব ন
জ্ঞানং। দ্বিমতস্তজ্ঞানবতোহপি তৎসংস্থ্য-
ব্যবহারাতাবাৎ ॥ শত্রু কিংবা দ্বেষী ব্যক্তিও
একজনকে জানিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই সে
তাহাকে ভালবাসে না, সুতরাং ঈশ্বরকে জানি-
লেই অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞান হইলেই যে তাহার প্রতি
ভক্তি হইবে তাহা নহে।

বঙ্গার্থ। এই সংস্থা জ্ঞান নহে, যেহেতু
দ্বেষী ব্যক্তিরও জ্ঞান হয়, কিন্তু প্রীতি হয় না।

বিশদব্যাখ্যা। অনেকে জ্ঞানদ্বারা ঈশ্বর অগ-
ন্তের সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কাণ্ড, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব-
শক্তিমান ইত্যাদি নানাবিধভাবে জানেন কিন্তু
তাহাহইলেই ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রীতিসঞ্চার

হইবে তাহা বলা যায় না, যেমন একজন লোক নিজ শত্রুর সর্ববিষয়ক অবস্থা জানিতে পারে কিন্তু সে তাহাকে যে ভালবাসিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

তয়োপক্ষয়াচ্চ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। তয়া। উপক্ষয়াৎ। চ।

ব্যাখ্যা। তয়া ভক্ত্যা মূক্তিং প্রতিজ্ঞানমুপক্ষয়ং ভবতি।

বঙ্গার্থ। ভক্তির দ্বারা জ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে।

বিশদব্যাখ্যা। ভক্তির আদিক্য হইলে জ্ঞান থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ। ভালবাসার আদিক্য হইলে ভালবাসার বস্তুর সহিত তন্ময়ত্ব হয়, পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। গোপীগণ ও কৃষ্ণের যে প্রেম তাহাতে পবম্পরের পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। তোমাকে যদি আমি স্বতন্ত্র ভাবে না জানিলাম, তাহাই হইলে তোমার সম্বন্ধে আমার আমার জ্ঞান থাকিল কোথায়? বিষ্ণু পূরণে ভগবান প্রহ্লাদকে বলিতেছেন;—যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমম্বিতম্। তৎসং মৎপ্রসাদেন নির্ধারণমপি বাস্তুমি ॥

দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্রমশশব্দাচ্চ রাগঃ ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাৎ। রমশব্দাৎ। চ। রাগঃ।

ব্যাখ্যা। ভক্তিঃ খলু রাগএব ভবিতুমর্হতি কৃতঃ দ্বেষবিরোধিত্বাৎ। লোকে হি দ্বেষ্টায়ং ভক্তোয়মিতি মিথো বিরুদ্ধধর্মবতি ব্যবহ্রিয়তে তত্র দ্বেষবিরোধী চ রাগএব প্রসিক্তো ন জ্ঞানাদিঃ।

বঙ্গার্থ। দ্বেষের প্রতিপক্ষ এবং রস শব্দের প্রতিপাদ্য হওয়ায় ভক্তির নামই রাগ বা অমুরাগ।

বিশদব্যাখ্যা। ভক্তি দ্বেষের প্রতিকূল।

যেখানে দ্বেষ সেখানে অমুরাগ নাই, দ্বেষী পুরষেরও জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু অমুরাগ হইতে পারে না। অমুরাগ দ্বেষের বিরোধী। “বস হেবায়াং লবুবান্ আনন্দী ভবতি” তৈত্তিরি়্য শ্রুতি। ঈশ্বরে যে অমুরাগ তাহাকেই ভবি বলে।

ন ক্রিয়াকৃত্যনপেক্ষণাজ্জ্ঞানবৎ ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। ন। ক্রিয়াকৃতি অনপেক্ষণং জ্ঞানবৎ।

ব্যাখ্যা। সা ভক্তিন্ ক্রিয়াম্মিকা ভবতি যথা জ্ঞানং।

বঙ্গার্থ। ভক্তি জ্ঞানের স্থায় ক্রিয়াম্মিক নহে।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি অচায়ায়ত্ত কিন্তু ভক্তি তাহা নহে, জীবের যুক্ত থাকিলেই ভগবানের অল্পগ্রহে ভক্তিই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতএব ফলানন্ত্যম্ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। অতএব। ফলানন্ত্যম্।

ব্যাখ্যা। যতঃ সা না ক্রিয়াম্মিকা অতঃ তৎফলন্ত নিঃশ্রেয়সস্থানন্ত্যমুপপদ্যতে।

বঙ্গার্থ। যেহেতু ভক্তি ক্রিয়াম্মিকা নহে তদ্বৎ উহার ফল অনন্ত।

বিশদব্যাখ্যা। মানুষ নিজে যাহা করে তাহা অনন্ত হইতে পারে না। উহা সীমাবদ্ধ হইবেই হইবে, কিন্তু ভক্তি ভগবানের রূপাবশত হওয়ায় উহার সীমা নাই। যতই পুণ্যার্জন করা না, উহার ক্ষয় আছে, কিন্তু ভক্তির ক্ষয় নাই ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে:—তদাথেহ কথং ব্রিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এব মেবামৃতপুণ্যব্রিতে লোকঃ ক্ষীয়তে।

তদ্বতঃ প্রপত্তিশব্দোচ্চ ন জ্ঞান

মিতরপ্রপত্তিবৎ ॥ ৯ ॥

পদপাঠ্যঃ। তদ্বতঃ। প্রপত্তিশকাৎ। চ। ন।
জ্ঞানম্।

ব্যাখ্যা। তদ্বতঃ—জ্ঞানবতঃ। প্রপত্তিঃ—
শরণঃ, ভক্তিরিত্যর্থ। ভক্তেজ্ঞানহেতুত্বেনেদ-
মুপপদ্যতে ইতর প্রপত্তিবাদিত।

বঙ্গার্থ। স্থলবিশেষে জ্ঞান হইতে ভক্তি
উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া জ্ঞান
ভক্তির কারণ নহে, কারণ যে স্থলে জ্ঞান নাই,
সে স্থলেও ভক্তি দেখা যায়, অর্থাৎ অজ্ঞানীকেও
ভক্তিমান দেখা যায়।

বিশদব্যাখ্যা। কোন বস্তুকে অত্র বস্তু
কারণ নির্দেশ করিতে হইলে, দেখিতে হইবে
যে স্থলে কারণ সে স্থলে কার্য আছে কি না,

এবং কারণের অভাব হইলে কার্যের অভাব
হয় কি না? যে স্থলে কারণ সেই স্থলেই কার্য
পরিণামিত হইলে, এবং কারণভাবে কার্যের
অভাব দৃষ্ট হইলে, এককে অত্রের কারণ বলিয়া
নির্দেশ করা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন
যেহেতু জ্ঞান স্থলে ভক্তিও দৃষ্ট হয়, তবে জ্ঞানই
ভক্তির কারণ, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে,
এ যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ কাবণরূপ জ্ঞানের
অভাবেও ভক্তি দৃষ্ট হয়, অতএব জ্ঞান
ভক্তির কারণ হইতে পারে না। জায়শাস্ত্রে
ইহাকে ব্যতিরেকাবয়বী জ্ঞান বলে।

ইংরাজি logic এ ইহাকে agreement
and difference বলে।

দ্বিতীয় আক্ষিপ ।

সা মুখ্যোত্তরা পেক্ষিতত্বাৎ ॥১০॥

পদপাঠ্যঃ। সা। মুখ্যা। ইতব। অপেক্ষি-
তত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। সা। পৰ্য্যভক্তিমুখ্যা। প্রধানম্
ইত্যৈঃ জ্ঞানযোগাদিভিশ্চোপকার্য্যতয়া অপেক্ষি-
তত্বাৎ।

বঙ্গার্থ। এই ভক্তি অজ্ঞান সাধনমার্গ
হইতে মুখ্য, কেননা জ্ঞানযোগাদিরও ইহা
অপেক্ষা করিতে হয় অর্থাৎ সাহায্য লইতে হয়।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞান ও যোগমার্গে ভক্তির
সাহায্য লওয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য
উপনিষদে আছে “যো বৈ ভূমা তং সূখম্
নাম্নে সূখমাস্তি” ইত্যাদি স্থলে পরাভক্তিরই
কথা বলা হইয়াছে। “স বা এষ এবং পশুদেবং
নবান এবং বিজ্ঞানম্মাত্তিরতিবাঙ্গকীড় আঙ্গমিগুন”
ইত্যাদি স্থলেও পরাভক্তির কথা বলা হইয়াছে।
বস্তুতঃ ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে শুদ্ধজ্ঞানে

ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় না। ভক্তি সর্বপ্রকার
সাধনের প্রাণস্বরূপ।

প্রকরণাচ্চ ॥ ১১ ॥

পদপাঠ্যঃ। প্রকরণাৎ। চ।

বঙ্গার্থ। এই ভক্তিপ্রকরণ হইতেও ভক্তির
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, যেহেতু জ্ঞানাদি
এই প্রকরণে ভক্তির অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে।

দর্শন ফলমিতি চেম্ম তেন ব্যব-
ধানাৎ ॥ ১২ ॥

পদপাঠ্যঃ। দর্শন ফলম্। ইতি। চেৎ। ন।
তেন। ব্যবধানাৎ।

ব্যাখ্যা। ভক্তিদর্শনস্ত ফলমিতি ন তেন
দর্শনেন ভক্ত্যাঃ ব্যবধান বিদ্যমানাৎ।

বঙ্গার্থ। ভক্তি দর্শনের ফল নহে, কেননা
তাহাদের মধ্যে ব্যবধান আছে।

বিশদব্যাখ্যা। শাস্ত্রে একুপ দৃষ্ট হয় যে

জ্ঞানের দ্বারাও ব্রহ্ম দর্শন হয়, কিন্তু আনন্দভোগ ভক্তি ভিন্ন হয় না ।

দৃষ্টান্ত ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ । দৃষ্টান্তঃ । চ ।

ব্যাখ্যা । এতৎ দৃষ্টঃ তি লোকে চ ।

বঙ্গার্থ । একপ দেখা গিয়াও থাকে ।

বিশদব্যাখ্যা । কোন সুন্দর বস্তু দেখিলে প্রথমে ঐ সৌন্দর্য্যবোধক জ্ঞান হইল, এবং তৎপরে তাহার প্রতি প্রীতি জন্মে ততএব জ্ঞানের ফলই প্রীতি, প্রীতির ফল জ্ঞান নহে ।

অতএব তদভাবাবল্লবীনাং ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ । অতএব । তৎ । অভাবাং ।

বল্লবীনাং ।

ব্যাখ্যা । জ্ঞানভাবাদপি বল্লবীনাং মুক্তিঃ স্মর্য্যতে ।

বঙ্গার্থ । বল্লবী অর্থাৎ ব্রহ্মগোপীগণের জ্ঞান ছিল না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমহেতু মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন ।

ভক্ত্যাজানাতিতি চেমাভিজ্ঞপ্তয়া সাহায্যাৎ ॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ । ভক্ত্যা । জানাতি । ইতি । চেৎ ।

ন । অভিজ্ঞপ্তয়া । সাহায্যাৎ ।

ব্যাখ্যা । ভক্ত্যাজানাতিতি ন পরন্তু অভিজ্ঞপ্তয়া জানাতি জ্ঞান সাহচর্য্যেণ ভক্তিস্ত পরিবর্ততে ।

বঙ্গার্থ । ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয় না, কিন্তু জ্ঞান ভক্তির সহায়তা করিয়া থাকে ।

বিশদব্যাখ্যা । কেবল ভক্তিদ্বারাও মুক্তিলাভ করা যায়, ভক্তের জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক,—যেমন ব্রহ্মগোপীগণের হইয়াছিল । কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, উহার মাঝে ভক্তি চাই, কিন্তু কেবল ভক্তিদ্বারা মুক্তিলাভ হইলেও ভক্তিজ্ঞানের প্রতি কারণ নহে ।

জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি হইতে পারে, কিন্তু স্থলবিশেষে জ্ঞান ভক্তিরও সাহায্য করিয়া থাকে ।

এস্থলে কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন যে যদি ভক্তিদ্বারা জ্ঞান না হয় তাহাহইলে “ভক্ত্যামাভিজানাতি” গীতায় এরূপ কেন উক্ত হইল, কিন্তু এস্থলে দৃষ্টান্ত রাখা উচিত যে “অভিজানাতি” পদ অর্থে “জানাতি” পদ নাই । এইক্ষণ দেখুন “অভিজ্ঞ” শব্দে অর্থ কি ? অভিজ্ঞা শব্দের অর্থ পূর্বজ্ঞান বস্তু পুনর্জ্ঞান । “অভিজ্ঞা পূর্বজ্ঞাত জ্ঞান-মুচ্যতে” সুতরাং ভক্তি-সাহায্যকারী জ্ঞানের ফলস্বরূপ ভক্তির কথা এস্থলে বলা হইতেছে । জ্ঞানের দ্বারা ভগবন্তের অবগত হইয়া ভক্তিদ্বারা উহার দৃঢ়তা সম্পাদন কবিত্তে হয় । ইতি আদি যেকোন সুন্দরকণ চূর্ণ কবিত্তে হইলে তাহার প্রতি প্রথমে একবার অবগত করিয়া হয় এবং পুনর্বার অবগত প্রয়োগে সুন্দরকণ চূর্ণ করিতে হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের অভিজ্ঞান চূর্ণ করিতে হইলে তাহাকে প্রথমে মোটামুটি জ্ঞানের দ্বারা তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে হয় এবং তৎপরে ভক্তিদ্বারা তাহাকে বিশেষতঃ অবগত হইতে হয় ।

প্রাপ্তত্তং চ ॥ ১৬ ॥

পদপাঠঃ । প্রাক্ । উক্তং । চ ।

বঙ্গার্থ । এস্থলে বাহা বলা হইল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

বিশদব্যাখ্যা । ভগবদগীতায় ভগবৎ বলিয়াছেন ।

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কান্দতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তস্তি লভতে পরাম্” । ইতি

অর্থাৎ ব্রহ্মভাবলাভ করিয়া যিনি প্রসন্ন হয়, তিনি শোকও করেন না কামনাও করে না এবং সর্বত্র সমদর্শী হইয়া আমার প্রতি পরাভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

এতেন বিকল্পোহপি প্রত্যুক্তঃ ॥১৭॥

পদপাঠঃ। এতেন। বিকল্পঃ। অপি।
প্রত্যুক্তঃ।

ব্যাখ্যা। এতেন জ্ঞানভাস্ত্র নির্ণয়েন জ্ঞান
ভক্ত্যাবত্ৰ বিকল্প পক্ষোহপি প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃত
ইতি মন্তব্যম্।

বঙ্গার্থ। জ্ঞান ভক্তির অঙ্গমাত্র সাব্যস্ত
হওয়ার জ্ঞানও ভক্তির মধ্যে যে বিকল্প বা
নাস্তি করনা তাহা নিরাকৃত হইল।

দেবভক্তিরিতরস্মিন্ সাহচর্যাৎ ॥১৮॥

পদপাঠঃ। দেবভক্তিঃ। ইতরস্মিন্। সাহ-
চর্যাৎ।

ব্যাখ্যা। শ্রয়তে (খেতাস্থতব) যন্ত দেবে
পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুবো। অত্র দেব
ভক্তিবীথেরতবস্মিন্দেবে মন্তব্যো, কুতঃ, গুরু-
ভক্তিসাহচর্যাৎ।

বঙ্গার্থ। খেতাস্থতরশ্রুতিতে যে দেবভক্তি
বলা হইয়াছে, উহা ঈশ্বর ভক্তি নহে, কারণ
উহা গুরু ভক্তির সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা
ঈশ্বর ভক্তির সমান নহে।

বিশদব্যাখ্যা। পিতৃনাতৃভক্তি গুরুভক্তি
দেবভক্তি চিবপ্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু উহারা কেহই
পরাভক্তির তুল্য নয়।

যোগস্তু ভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। যোগঃ পুনর্জানার্থং ভক্ত্যর্থঞ্চ
ভবতি। সমাহিতমনস্তথা উভাত্যামপেক্ষণাৎ,
যথা প্রযাজবাজপেয়াদ্যঙ্গং তদৌ দীক্ষণীয়াদে-
বপাঙ্গং তদ্বৎ। কেবলং জ্ঞানার্থং যোগাত্মধীন-
প্রসঙ্গেন ভক্তিমুপকরোতীতি।

বঙ্গার্থ। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই উন্নয়ের
সাধ্যাকারী। কেবল জ্ঞানের জন্য যোগাত্ম-
ধীন করিলে, উহাতেও ভক্তির বিকাশ হয়।
প্রযাজ বাজপেয়ের আদি অঙ্গ হইলেও দীক্ষ-

ণীয়াদি উহার বেকপ অঙ্গ, তদ্রূপ জ্ঞানার্থে যোগ
হইলেও, উহাতে ভক্তির উদ্বেক হয়। গুণানাক
পরার্থবাদসম্বন্ধঃ সমস্তাং স্থাৎ। পূর্বসীমাংসা

গৌণ্যা তু সমাধিসিদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥

পদপাঠঃ। গৌণ্যা। তু। সমাধিসিদ্ধিঃ।

ব্যাখ্যা। “ঈশ্বরপ্রণিধানাদিতি” পতঞ্জল
স্বরণাৎ তত্র প্রণিধানং গৌণভক্তিরেব ন প্রধানং,
তথা সমাধিসিদ্ধিবিতি ন বিরোধঃ। ভবতি চ
বাক্যশেষত্বৈব। তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপ-
স্তদর্থভাবনমিতি।

বঙ্গার্থ। পাতঞ্জলে যে ঈশ্বর প্রণিধান হইতে
সমাধি হয় উক্ত আছে, ঐ প্রণিধান গৌণ্যা-
ভক্তি, উহা পরাভক্তি নহে, কারণ ঐ পাত-
ঞ্জলেই দৃষ্ট হয় যে ঈশ্বর প্রণিধানের উপায় কি
তাহা বলিবার সময় বলা হইতেছে যে প্রণবই
ঐ ঈশ্বরের বাচক, ঐ প্রণবের জপাদিই ঈশ্বর
প্রণিধান। সুতরাং ইহা পরাভক্তি হইতে
পারে না।

হেয়া রাগত্বাদিতি চেম্মোত্তমা-

স্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ ॥ ২১ ॥

পদপাঠঃ। হেয়া। রাগত্বাৎ। ইতি। চেৎ
ন। উত্তমাস্পদত্বাৎ। সঙ্গবৎ।

ব্যাখ্যা। যোগশাস্ত্রোক্তরাগত্বাবিশেষাদ্বি-
বপি মুমুক্শুণা হেতৈব। তথাচ সূত্রম্ (পাতঞ্জ-
রাগদেবাভিনিবেশাঃ ক্লেশা। নৈবঃ বাচ্যম্
উত্তমাস্পদত্বাৎ ভক্তেঃ পরমেশ্বরবিষয়াদি-
ন্যাবৎ। ন হি রাগত্বমাত্রেণ হেয়ত্বং কি-
মংসারাহবন্ধিরাগত্বেনৈব। যথা সঙ্গত্বমাত্রে
ন ত্যাজ্যতা কিন্তু অসংসঙ্গত্বেন তদ্বৎ।

বঙ্গার্থ। যোগশাস্ত্রে রাগ অর্থাৎ অমুরাগ
দিকে হেয় বলা হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ে
অমুরাগ হেয় হইতে পারে না। কারণ ইহা
আশ্রয় উত্তম এবং ইহা সঙ্গের স্থায়। সঙ্গ বেক

সমং হইলে হয় হয়, কিন্তু সৎ হইলে বাঞ্ছনীয়,
হ্রস্বপ অমুরাগ সংসারিকবিষয়ে হইলে উহা
হয়, কিন্তু দৈশ্বরবিষয়ে বাঞ্ছনীয়।

বিশদব্যাখ্যা। যে অমুরাগে বিরোগ আছে,
সেই অমুরাগই হয়। জাগতিক সুখ হইলেই
হুং হইবে, অমুরাগ হইলেই বিরোগ হইবে।
কিন্তু ভগবানে একান্ত অমুরক্তি হইলে হুংখের
আশঙ্কা নাই।

তদেব কর্মিজ্ঞানি যোগিভ্য
আধিক্যশব্দাং ॥ ২২ ॥

পদপাঠঃ। তৎ। এব। কর্মিজ্ঞানি যোগিভ্য।
আধিক্যশব্দাং।

ব্যাখ্যা। তদেব ভজনং মুখ্যং তস্তা ভক্তেরা
মুখ্যত্বম্। এতৎ সর্কথৈব নিশ্চিতং যস্যাদেবঃ
শব্দতে।

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি
মতোহধিকঃ। কর্মিভ্যশ্চাধিকং যোগী তস্মা-
দ্যোগী ভবাজ্জুনঃ। যোগিনামপি সর্কেষাং
মদগতেনাস্তবাস্তবান্। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং
স মে যুক্ত তমোমতঃ ॥ গীতা ৬। ৪৬। ৩৭।

বঙ্গার্থ। শাস্ত্রেও যথা গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে
কর্মজ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা
উক্ত হইয়াছে।

প্রশ্ননিরূপণাভ্যামাধিক্যসিদ্ধেঃ ॥ ২৩
পদপাঠঃ। প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্। আধিক্যসিদ্ধেঃ।

ব্যাখ্যা। অত্র গীতায়াঃ দ্বাদশাধ্যায় উদা-
হরণম্।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাভ্যাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্ধমাঃ ॥
ইতি প্রশ্নঃ।

মধ্যাবেশ মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাতে যে যুক্ততমাঃ মতাঃ ॥
যে অক্ষরমনির্দেশমব্যক্তং পর্যুপাসতে।

সর্কত্রমগচিস্ত্যক্ কূটস্থমচলং প্রবম্ ॥

সন্নিয়মোন্নিয়গ্রামং সর্কত্র সমবুদ্ধয়ঃ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মাসেব সর্কভূতহিতেরতাঃ ॥

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্জুঃখং দেহবদ্বিরবাপ্যতে ॥

যে তু সর্কণি কর্মণি ময়ি সৎনস্ত মৎপর্যঃ।

অনন্তো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাং।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মন্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

ইতি নিকপণম্ গীতা ১২শ অধ্যায়।

বঙ্গার্থ। অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন ও

উত্তর (গীতা ১২শ অধ্যায়) দ্বারা ভক্তিব

শ্রেষ্ঠতা সাব্যস্ত হইয়াছে।

নৈব শ্রদ্ধা সাধারণ্যাং ॥ ২৪ ॥

পদপাঠঃ। ন। এব। শ্রদ্ধা। সাধারণ্যাং।

ব্যাখ্যা। ভক্তির সর্কথা শ্রদ্ধাভেদে শঙ্কনীয়।

শ্রদ্ধায়াঃ কর্মমাত্রাস্বত্বং।

বঙ্গার্থ। শ্রদ্ধাব সাধারণত্ব (যথা কর্মে
শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ইত্যাদি) আছে বলিয়া শ্রদ্ধা
ভক্তি নহে, ভক্তি কেবল ভগবানের সম্বন্ধেই
কথিত হইয়া থাকে।

তস্ত্যাং তত্ত্বৈ চানবস্থানাং ॥ ২৫ ॥

পদপাঠঃ। তস্ত্যাং। তত্ত্বৈ। চ। অনবস্থানাং।

বঙ্গার্থ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক হইতে পারে না,
উহাদের একতা সম্পাদন করিতে গেলে অন-
বস্থাদোষ ঘটে। গীতায় আছে—শ্রদ্ধাবান্
ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ। ইহা-
দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে শ্রদ্ধা ভজনার একটি
অঙ্গমাত্র, কিন্তু ভক্তিসাধনের শেষ ফল।

ব্রহ্মকাণ্ডন্ত ভক্তৌ তস্তানুজ্ঞানায়

সামান্যেং ॥ ২৬ ॥

পদপাঠঃ। ব্রহ্মকাণ্ডং। তু। ভক্তৌ। তন্ত

অনুজ্ঞানায়। সামান্যেং।

বঙ্গার্থ। জ্ঞানকাণ্ডবিবৃতির পর ব্রহ্মকাণ্ডের বিবৃতি হইয়া থাকে। ব্রহ্মহুত্রে দেখা যায় “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এখানে জ্ঞানকাণ্ডবিবৃতির পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছে। এই

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভক্তিমূলক। সূত্ররাং ভক্তি প্রতিপাদনার্থে ব্রহ্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের সামান্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

প্রথম আঙ্কিক ।

বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধের ব-
ঘাতবৎ ॥ ২৭ ॥

পদপাঠঃ। বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিঃ। অবিশুদ্ধেঃ।
অবঘাতবৎ ।

ব্যাখ্যা। ভক্তিপবিশুদ্ধিপূর্ণাঙ্কং তৎ প্রবৃত্তি
বাবশ্বকী যথা লোহিনবহস্তাত্যনেন বিহিত
ত্রীহবঘাতস্ত যাবদৈ তু্যামরুঠানং । বুদ্ধিব্র-
হ্মমিতিঃ ।

বঙ্গার্থ। যে পর্য্যন্ত ধাতু হইতে তুব নির্গত
হইয়া তগুল বাহিব না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ ধাতুর
প্রতি পুনঃ পুনঃ অবঘাতের আবশ্বক, সেইরূপ
চিন্তাশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্বিষয়িনী বুদ্ধিতে
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান
আবশ্বক, কিন্তু চিন্তাশুদ্ধি হইলে আবশ্বক নাই।

তদঙ্গানাং ॥ ২৮ ॥

পদপাঠঃ। তদঙ্গানাং । চ।

বঙ্গার্থ। যে পর্য্যন্ত চিন্তাশুদ্ধি না হয় ব্রহ্মবিষ-
য়িনী বুদ্ধির অঙ্গসমূহের ও (যেমন গুরুসেবা
শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ইত্যাদি) অল্পাঙ্গান আবশ্বক।

তামৈশ্বর্য্য পরাং কাশ্পং পরত্বাং ॥ ২৯

পদপাঠঃ। তাম্। ঐশ্বর্য্যপরাং। কাশ্পং।
পরত্বাং ।

ব্যাখ্যা। জীবাত্ম্যত্বঃ পরত্বাং কাশ্পা-
চার্য্যত্বাং বুদ্ধিং পরমৈশ্বর্য্যপরাং মন্ততে।

বঙ্গার্থ। জীবাত্ম্যত্বঃ পরত্বাং কাশ্পা-
চার্য্যত্বাং বুদ্ধিং পরমৈশ্বর্য্যপরাং মন্ততে।

শুদ্ধ কবিত্তে হয় এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে।
জীব এবং ব্রহ্মের ভিন্নতা স্বীকার করিয়া কাশ্প-
পাচার্য্য ঈশ্বরের সেবাব্যবস্থা বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ
করিতে উপদেশ দেন।

আত্মৈক্যপরাং বাদরায়ণঃ ॥ ৩০ ॥

পদপাঠঃ। আত্মৈক্যপরাং। বাদরায়ণঃ।

ব্যাখ্যা। জীবব্রহ্ম কল্পনায় মিথ্যা-
চ্ছন্দচিদাস্মদাত্মবুদ্ধেস্তত্ত্বজ্ঞানত্বাং তদেব মুক্তি-
ফলায়েতি ।

বঙ্গার্থ। বাদরায়ণাচার্য্যের মতে জীব ও
ব্রহ্মের অভেদহেতু আত্মজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধি পরিশুদ্ধ
হয়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান কল্পনামাত্র, এই
মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া যখন বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান
লাভ হয় তখনই মুক্তি হয়।

উভয় পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপ-
পত্তিভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

পদপাঠঃ। উভয়পরাং। শাণ্ডিল্যঃ। শব্দোপ-
পত্তিভ্যাম্।

বঙ্গার্থ। শব্দ অর্থাৎ বেদ এবং উপপত্তি
অর্থাৎ মুক্তিদ্বারা শাণ্ডিল্যাচার্য্য এই বুদ্ধিকে
উভয় পরাং বলিতেছেন, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি সম্পা-
দন করিতে হইলে যেমন আত্মজ্ঞান আবশ্বক
সেইরূপ ঈশ্বরের উপাসনাও আবশ্বক।

হিন্দু-পত্রিকার দ্বিতীয়বর্ষ ১৪৮ পৃষ্ঠা শাণ্ডিল্য-

সর্বঃ পবিত্রং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শাস্ত্র উপাসীৎ । অর্থাৎ এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা পালিত হয় এবং তাহাতেই লীন হয় । রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া সংযত হইয়া তাহার উপাসনা করিতে হয় ।

তৎপরে ঐ প্রবন্ধে ইহাও বলা হইতেছে যে “এব স আত্মাস্তু হৃদয়ঃ,” অর্থাৎ তিনি হৃদয়ের অন্তরে বাস করিতেছেন, “প্রোত্যাভিসম্ভবিতাস্মি” দেহাবসানের পর ব্রহ্মস্থ প্রাপ্ত হইব । ইহাদ্বারা কাণ্ডপ ও বাদরায়ণ এই উভয়ের মতের সম্মিলন করা হইল । ক্রমশঃ—

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১২৫ সূক্ত ।

পরমাত্মা দেবতা—অংভূগ ঋষির কন্ঠা বাক্‌নাম্নী ঋষি (১) ।

অহং কদ্ভেভির্করুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যরুত বিশ্বদেবৈঃ । অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্শ্মিহ-মিত্রায়ী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ । অহম্ । কদ্ভেভিঃ । বহুভিঃ । চরামি । অহম্ । আদিত্যোঃ । উত । বিশ্বদেবৈঃ । অহম্ । মিত্রাবরুণা । উভা । বিভর্শ্মি । অহম্ । ইন্দ্রায়ী । অহম্ । অশ্বিনা । উভা ।

ব্যাখ্যা । অহং আমি অর্থাৎ অংভূগ ঋষির কন্ঠা বাক্‌নাম্নী ঋষি । কদ্ভেভিঃ কদ্ভৈঃ কদ্ভ-গণের সহিত । (কদ্ভশব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা হিন্দু-পত্রিকার দ্বিতীয়বর্ষ ১৬৩ ও ১৭ পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য) । বহুভিঃ—বহুগণের সহিত । (হিন্দু-পত্রিকার ২য় বর্ষ ১৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য) । চরামি—বিচরণ করি । আদিত্যৈঃ—আদিত্য-গণের সহিত (পূর্বোক্ত টীকায় দ্রষ্টব্য) ।

(২) পুরাকালে ললনাগণের যে কেবল বেদে অধিকার ছিল এমন নহে, তাহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও ছিলেন । বাক্‌শব্দটি অর্থাৎ মহিলাগণের আর্শ নবা ও আটান উভয় সম্প্রদায়ের মানসপটে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক । বেদ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবনা হইলে ইহা বুঝা যায় না । যেভাবে বান্দেবী আমি ব্রহ্ম এই উক্তি করিতেছেন, ঐ ভাবেই রাখা আমি কৃষ্ণ এইরূপ উক্তি করিতেন “মূহুরবলোকিত মণ্ডনশীলা, নধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ।

বিশ্বদেবৈঃ—সর্বের দেবা ইতি নিকৃন্তম্ । সকল দেবতা । বিশ্বার দশপুত্রকে, বুঝায় যথা বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরু-রবা ও মারুবা । অহং—আমি । মিত্রাবরুণা—মিত্র ও বরুণকে । (মিত্র ও বরুণশব্দের অর্থ গত দুই বর্ষের হিন্দু পত্রিকার বহুতান ব্যক্ত হইয়াছে) । উভা—উভয়কে । বিভর্শ্মি—ধারণ করি । অহং—আমি । ইন্দ্রায়ী—ইন্দ্র ও অগ্নিকে । অশ্বিনা—অশ্বিনীদ্বয়কে । উভা—উভকে ।

বঙ্গার্থ । আমি ক্রতু ও বহুগণের সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকি, আমি বিশ্বদেব ও আদিত্য-গণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকি, আমি মিত্র বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করিয়া থাকি ।

বিশদব্যাখ্যা । অংভূগ ঋষির কন্ঠা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া “সোহং” জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তিনি স্বীয় আত্মার ও পরমাত্মার একত্ব অল্পতর করিয়া আপনাকেই পরব্রহ্ম জ্ঞান করিতেছেন । ক্রতু, আদিত্য, বহু আদি কারণাত্মক পরব্রহ্মের কার্যাত্মক বিভিন্ন শক্তি । পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিই হিন্দুশাস্ত্রোপলিখিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতা । (হিন্দু-পত্রিকার ২য় বর্ষ অগ্নিশব্দের প্রসার ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ,

অনল, অনিল, সলিল ইত্যাদি বস্তু আদি নামে
পাতি। উহার। সকলেই ঐশীশক্তি। যে ব্যক্তি
যে শক্তির কামনা করে সে সেই শক্তি প্রাপ্ত
হয়। যে ব্যক্তি সর্বশক্তির আধার পরমাত্মাকে
প্রাপ্ত হয় সে নিজেও সর্বশক্তিমান হয়।

অহং সোমসাহনসং বিভর্ম্যহং দঠাবমত-
পূরণং ভগং। অহং দধামি ত্রিণম্ হবিষতে
সুপ্রাভ্যো যজমানায় স্মরতে ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। অহম্। সোমসম্। আহনসম্।
বিভর্মি। অহম্। দঠাবম্। উত। পূরণম্। ভগম্।
অহম্। দধামি। ত্রিণম্। হবিষতে। সুপ্রাভ্যো।
যজমানায়। স্মরতে।

ব্যাখ্যা। অহং—আমি। সোমসম্—সোম-
বস। আহনসম্—আহস্তবস, নিপীড়িত।
বিভর্মি—ধারণ করি। দঠাবম্—বিশ্বকর্ম্ম।
উত—ও। পূরণম্—পূর্ণিবা। ভগং—ভগদেবতা,
আদিত্যের রূপবিশেষ। দধামি—ধারণ করি।
ত্রিণম্—ধন। হবিষত—হবিষ্কৃত। সুপ্রাভ্যো—
উত্তম হবি প্রাপ্ত করার যে তাহাকে। যজ-
মানায়—যজমানের জন্ত। স্মরতে—সোমপ্রস্তুত-
কানো।

বঙ্গার্থ। আমি নিপীড়িত সোমবস, তৃপ্ত, পুষা
ও ভগদেবতাকে ধারণ করিয়া থাকি, আমি
হবিষ্কৃত, দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে উত্তম হবিদাতা
সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানের জন্ত ধন ধারণ
করিয়া থাকি।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বহুনাং চিকিতুযী
প্রথমা যজ্ঞানানাং। তাং মা দেবা বাদধুঃ পুরুত্রা
তুরিত্রাজাঃ ভূর্ষাবেশযন্তীঃ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। অহং। রাষ্ট্রী। সংগমনী।
বহুনাং। চিকিতুযী। প্রথমা। যজ্ঞানানাং। তাং।
মা। দেবা। বি। আদধুঃ। পুরুত্রা। তুরিত্রাজাঃ।
ভূরি। আবেশযন্তীঃ।

ব্যাখ্যা। রাষ্ট্রী—ঈশ্বরী। বহুনাং সংগমনী—

ধনেন প্রাপয়িত্রী। চিকিতুযী—পবত্রক্ষসাক্ষাৎ
রুতবতী। প্রথমা—মুখ্যা। যজ্ঞানানাং—যজ্ঞে
অর্চিতদিগের। তাং মা—তদ্রূপ বা সেই
আমাকে। দেবা—দেবতারা। বাদধুঃ—সন্নি-
বেশিত করিয়াছেন। পুরুত্রা—বহুস্তানে। তুরি-
ত্রাজাঃ—বহুভাবে অবস্থিত। ভূরি—বহুপাণির
মধ্যে। আবেশযন্তীঃ—প্রবিষ্ট।

বঙ্গার্থ। আমি জগতের অধীশ্বরী, আমি
ধনেন প্রাপয়িত্রী, আমি ব্রহ্ম সাক্ষাৎরুতবতী
অতএব যজ্ঞাই দেবতাদিগের মধ্যে মুখ্যা, আমি
বিশ্বে বহুভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, আমি
প্রাণীদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকি, দেবতারা
আমাকে নানাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ময়া সো অন্নমন্তি যো বিপশুতি যঃ প্রাণিতি
য ঙ্গে শৃণোতিজ্ঞঃ। অন্নস্তবো মাং ত উপ-
ক্ষিয়ন্তি এপি এতশ্চন্দ্রবস্ত্রে বদামি ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। ময়া। সঃ। অন্নম্। অস্তি। যঃ।
বিপশুতি। যঃ। প্রাণিতি। যঃ ঙ্গে। শৃণোতি।
উক্তম্। অন্নস্তবো। মাং। তে। উপক্ষিয়ন্তি।
এপি। এত। শ্চন্দ্রবস্। তে বদামি।

ব্যাখ্যা। ময়া—আমাদারা। সঃ—সেই।
অন্নমন্তি—অন্নভোজন করা। যঃ—যে। বিপ-
শুতি—দেখে। যঃ প্রাণিতি—যে নিশ্বাস গ্রহণ
করে। যঃ—যে। ঙ্গে—ঈদৃশীম্, ঈদৃক্।
শৃণোতি উক্তম্—বাক্যশোনা। অন্নস্তবো—জাত
না হয়। মাং—আমাকে। তে উপক্ষিয়ন্তি—
তাহারা ক্ষুদ্রপ্রাপ্ত হয়। এপি—এখন কর।
এত—হে বিদ্বান্। শ্চন্দ্রবস্—শ্রদ্ধার উপযুক্ত
বাহা তাহা। তে—তোমাকে। বদামি—
বলিব।

বঙ্গার্থ। যিনি ভোজন করেন, দর্শন করেন,
নিশ্বাসগ্রহণ করেন কিম্বা বাক্য শ্রবণ করেন,
তিনি আমার সাহায্যেই করিয়া থাকেন অর্থাৎ
আমি সকলের মধ্যেই অন্তর্গামীরূপে অবস্থান

কবি। যাহারা আমাকে এক্রপ ভাবে না জানে
তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হে বিদ্বান! আমি
যাহা বলি শ্রবণ কর, উহা শ্রদ্ধার যোগ্য কথা।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিকত
মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমিতং
ব্রহ্মাণং তমুগিঃ তং স্তমেধাং ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। অহং। এব। স্বয়ম্। ইদং।
বদামি। জুষ্টং। দেবেভিঃ। উত। মানুষেভিঃ।
যং। কাময়ে। তং তং। উগ্রং। কৃণোমি। তং।
ব্রহ্মাণম্। তং। ঋষিঃ। তং। স্তমেধাং।

ব্যাখ্যা। অহমেব স্বয়মিদং বদামি—আমিই
স্বয়ং সেই পরব্রহ্মেব কথা বলিতেছি। জুষ্টং
দেবেভিঃ উত মানুষেভিঃ—যিনি দেবতা ও মানু-
ষেব দ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন। যং কাময়ে
তং তং উগ্রং কৃণোমি—আমি যাহাকে ইচ্ছা
করি তাহাকে বলবান করিয়া থাকি। তং
ব্রহ্মাণং—তাহাকে স্তম্ভদ্রষ্টা ঋষি। তং ঋষিঃ—
তাহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তং স্তমেধাং—শোভন-
প্রজ্ঞ।

বঙ্গার্থ। দেবতা ও মানুষেরা যে ব্রহ্মের
সেবা করিয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মের কথা
বলিতেছি, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে
স্তম্ভিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তাহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও স্তমেধা
করিয়া থাকি।

অহং ব্রহ্মণ ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শববে
হস্তবা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাৱা পৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। অহং। ব্রহ্মণ। ধনুঃ। আত-
নোমি। ব্রহ্মদ্বিষে। শববে। হস্তবৈ। উ। অহং।
জনায়। সমদং। কৃণোমি। অহং। দ্যাৱা পৃথিবী।
আবিবেশ।

ব্যাখ্যা। অহং—আমি। ব্রহ্মণ—ব্রহ্মের
অস্ত্রে। ধনুঃ আতনোমি—ধনু বিস্তার করি।
ব্রহ্মদ্বিষে—ব্রহ্মদেবী। শববে—শত্রুকে। হস্তবৈ—

হননকারী। উ—(পাদপূরণে)। অহং—
আমি। জনায়—লোকের জন্ম। সমদং কৃণোমি—
সংগ্রাম করি। অহং—আমি। দ্যাৱা পৃথিবী—
দ্যুলোক ও ভুলোকে। আবিবেশ—প্রবিষ্ট
পাকি।

বঙ্গার্থ। আমি ব্রহ্মদেবী-শত্রুহননকারী
ব্রহ্মের ধনু বিস্তার করি, আমি লোকের জন্ম
স্বত্ব করি, আমি দ্যুলোক ও ভুলোকে অন্তর্ধানী-
রূপে প্রবিষ্ট আছি।

অহং স্তবে পিতরমশ্রু মূর্ধন্যম যোনিরপস্রহঃ
সমুদ্রে। ততো বিতিষ্ঠে ভুবনাম্বি বিশ্বোত্যম্
দ্যাং বঙ্গপোশ্পশামি ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। অহং। স্তবে। পিতরম্। অশ্রু।
মূর্ধন্। মম। যোনি। অপ্স্র। অন্তঃ। সমুদ্রে।
ততঃ। বিতিষ্ঠে। ভুবনা। অম্ব। বিশ্ব। উত।
অমুম্। দ্যাং। বঙ্গপ। উপশ্পশামি।

ব্যাখ্যা। দ্যৌঃ পিতৃভিঃ প্রতেঃ। পিতৃ-
দিবং অহং স্তবে, জনয়ামি আয়ন আকাশঃ
সমুত ইতি প্রতেঃ। কুত্রোতি তদাহ অশ্রু পব-
মায়নঃ মূর্ধন মূর্ধনি উপরিকারণভূতে তস্মিন্ যি
বিষদাদিকার্য্যজাতং সর্বং বর্ত্ততে। তদমুম্
ইব। মম চ যোনিঃ কারণং সমুদ্রে, সমুদ্রবি-
অস্রাং ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রেঃ পরমায়-
তস্মিন্ অপ্স্র ব্যাপনশীলম্ ধীবৃন্তিষু অন্তর্গত-
যং ব্রহ্মচৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ। য-
ইদৃগ্ভূতাহমস্মি ততো হেতোর্কিঞ্চানি সর্বানি
ভুবনানি ভূতজাতানি অম্বপ্রবিষ্টা বিতি-
বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। উতাপি চ অমুম্ দ্যা-
এতদুপলক্ষিতং ক্রমং বিকারজাতং বঙ্গপ-
কারণভূতেন মায়াম্ব্যকেন মদীয়েন দেহেন উপ-
শ্পশামি। যদা অশ্রু ভুলোককশ্রু মূর্ধন মূর্ধা
উপরি অহং পিতরমাকশং স্তবে। সমু-
জলধৌ অপ্স্র উদকেষু অন্তর্গতঃ মম যোনি-
কারণভূতে বর্ত্ততে যদা সমুদ্রে অন্তরিক্ষে অ-

দেবশরীরের মম কারণভূতঃ ব্রহ্মচৈতন্যঃ বর্ততে।
ততোহহং কারণাশ্রিত্য সতী সর্বাণি ভুবনানি
ব্যাপোমি।

বঙ্গার্থ। আমি পিতৃরূপ আকাশকে প্রেম
বা সৃষ্টি করিয়াছি, কোথায়? না—পরমাশ্রয়
মর্দাপ্রদেশে আমি আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছি।
অর্থাৎ আকাশ বিরাটপুরুষের মূর্ত্তা বা মস্তক-
রূপ। আমার যোনি বা কারণ সমুদ্রের মধ্য-
স্থিত দীর্ঘন্তির অন্তর্গত চৈতন্যশক্তি। যাহা
হঠাৎ সমস্ত ভূতজাত দ্রবভাবে উৎপন্ন হয়,
তাহাকে সমুদ্র বলেন। সমুদ্র অর্থে এখানে পরি-
দৃশ্যমান সমুদ্র বুঝায় না। সমুদ্র অর্থে জগতের
কারণবারি, সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থান মহাভূত
দ্রবত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে একাকর্ণ বা Homo-
genious matter হয়, এ সমুদ্র তাহাই। অপ-
শব্দে এখানে দীর্ঘন্তি, ঐ দীর্ঘন্তির মধ্যে যে ব্রহ্ম-
চৈতন্যশক্তি আছে, উহাই আমার কারণ। এই-
রূপ আমি বিশ্বভুবনে প্রবেশ করিয়া বিবিধভাবে
অবস্থান করি। আমি আমার মাতাম্বরকদেহ-
দ্বারা স্বর্গলোক ও স্পর্শ করিয়া থাকি।

২য় অর্থ। পৃথিবীর উল্কে আমি আকাশ
সৃষ্টি করিয়াছি। কারণবাবিষ্টত দীর্ঘন্তির মধ্য-
স্থিত চৈতন্যশক্তিই আমার যোনি, তৎপরে
পর্জনব।

৩য় অর্থ। সমুদ্রে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে অগ্নি

জলে অর্থাৎ দেবশরীরে আমার কারণ।
চৈতন্য বর্তমান আছে, অল্প অংশ পূর্ববৎ।

এখানে বাক্শ্যবিব অভেদজ্ঞানহেতু ও
এবং ওঁ বা পরমাশ্রয় কোন ভেদ দেখিতে
না, এইজন্ম কোন স্থানে অহং কোন স্থানে
মায়া প্রয়োগ হইয়াছে।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবন
বিশ্বা। পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যাতান
মহিনা সংবভূব ॥ ৮ ॥

পদপাঠ্য। অহম্। এব। বাতঃ ইব।
বামি। আরভমাণা। ভুবনানি। বিশ্বা। পরঃ
দিবা। পরঃ। এনা। পৃথিব্যা। এতাব্র
মহিনা। সম্। বভূব।

ব্যাখ্যা। অহং—আমি। বাত ইব—বাত
হয়। প্রবামি—প্রবাহিত হই। আরভম
ভুবনানি বিশ্বা—এই বিশ্বভুবন উৎপাদন করি
করিতে। পরো দিবা—জালোকের বাহিঃ
এনা পৃথিব্যা পরঃ—এই পৃথিবীর বাহিঃ
মহিনা—মহিমা। এতাব্রী সংবভূব—এ
অধিক হইয়াছে।

বঙ্গার্থ। আমি এই বিশ্বভুবন উৎপাদ
করিতে করিতে বায়ু হয় প্রবাহিত হই
আমার মহিমা এত অধিক যে উহা জালোকে
ও ভুলোক অতিক্রম করিয়াছে।

সমাপ্ত।

ধর্ম্মরাজ্যে সাবধানতা।

সংসারে ধর্ম্মরাজ্যে যত প্রতারণা, এত বুদ্ধি
অপত্তে আর কোথায়ও নাই। কি ভারতবর্ষে,
কি ভারতবর্ষের দেশসমূহে, সর্বত্রই ধর্ম্মরাজ্যে
যে প্রতারণা দৃষ্ট হয়। এই প্রতারণার মূলে
দন, ধন বা আদিপত্যাতির প্রবল লিপ্সা। ধর্ম্মে
পান বিশ্বাস থাকাতো হুই সহজে লোকে ধর্ম্ম-

বেশদানীদিগের দ্বারা প্রতারণিত হইয়া থাকে।
যাহারা প্রতারণিত হয়েন, তাহারা অনেক
শেষে উপজাতির লাভুলশয় শৃগালের জায়
প্রতারণার দলে নিশিয়া অন্ধকেও প্রতারণা
করিতে চেষ্টা করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকের
আবার অন্ধবিশ্বাস প্রবল থাকিতে প্রতারণা

হইয়াও প্রত্যাহিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং স্বীয় স্বীয় অন্ধবিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া অন্ধকেও প্রভাবিত করেন। অনেকে আবার প্রভাবিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া পরিশেষে পরিতাপানলে দক্ষ হইয়া থাকেন। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য স্থান অপেক্ষা ভাবতবাসীদিগের ধর্ম-পিপাসা অত্যন্ত বলবতী, কিন্তু ভূভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষেই ধর্মব্রাজ্যে অধিক প্রভাবনা দৃষ্ট হয়। পরিব্রাজক ভারতবর্ষের বহুস্থানে পর্যটন করিয়া ধর্মপিপাসু মহাত্মাদিগকে সন্তোষিত করিতেছেন যে তাহারা যেন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক ইত্যাদি কোন শ্রেণীর লোকের উপবসেই সহসা বিশ্বাস স্থাপন না করেন। প্রথমে বিশ্বাস করিয়া পশ্চাতে পরিতাপ কবা অপেক্ষা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বিশ্বাসস্থাপন কবাষ্ট কৰ্ত্তব্য। সাংসারিক কার্যাদিতেও লোকে সহসা অপবিত্রিত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত হয় না, সুতরাং যে বস্তু সাংসারিক ভাবঃ বস্তু হইতে মূল্যবান সেই অমূল্য বস্তু সম্বন্ধে হঠাৎ কাহারও কথায় বিশ্বাসস্থাপন কতদূর সম্ভব তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কৰ্ত্তব্য। ভারতবর্ষের এমনি দুর্দশা হইয়াছে যে কতশত পাপাত্মা ধর্মের বেশ ধারণ করিয়া বশীকরণাদি কতকগুলি জব্ব্ব উপায়ের সাহায্যে স্বীয় স্বীয় পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কোন ব্যক্তিকেই বৎসরাবধিকাল পরীক্ষা না করিয়া তাহাঁর নিকট কোন নিকট সমসদ্বারা আবদ্ধ হওয়া অকৰ্ত্তব্য এবং একরূপ যাহারাই করিয়াছেন তাহারাই পশ্চাতে বিশেষ পরিতাপ করিয়াছেন, ইহা পরিব্রাজক বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাহারা জীপু-বাদি লইয়া নির্দোষ ভাবে কোন একস্থানে বাস করেন, অর্থাৎ যাহারা গৃহস্থ তাহারা তত প্রভাবিত কবিতে পারেন না, যত না কি দণ্ডী, সন্ন্যাসী নামধারী আদি গৃহ-

স্থত ব্যক্তিগণ। অমুপাত ধরিতে গেলে শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা গৃহস্থেরা সহস্রাংশে অকপট ও সাধু। পরিব্রাজক বিবিধ শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই জ্ঞান-লাভ করিয়াছেন, যে যদি ভারতবর্ষ কোন দিন সম্পূর্ণ অব্যাপাতে যাব তাহাই হইলে এই শ্রেণীর লোকের পাপাচরণ এবং কৰ্ত্তব্যবহেলভায়ই ঘাইবে এবং এই শ্রেণীর লোকে যথার্থ ধার্মিক না হইলে ভারতবর্ষ কোন দিন উন্নতিসোপানে আবোহন কবিতে পারিবে না। সাধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতি ভারতবাসীর বিশ্বাস অটল। গৈরিক-বসন পরিধান করিয়া, 'ওং ব্রহ্ম, নাবায়ণাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া বাহির হইলেই একজন ভ্রমত পায়ণ্ডও ভাবতবর্ষের সর্বত্রই পূজিত হইতে পারে। অর্থোপার্জন, ক্ষমতা বিস্তার বা পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার এ যেমন সহজ উপায়, এমন আব ছুটি নাই। অনেকে শারীরিক কঠোরতা বা কোনরূপ ভেলুকি আদি দেখিয়াই একেবাবে আশ্বহারা করেন, কিন্তু তাহাঁরা যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন ব্যক্তিকে পবিত্র করেন, তাহাঁহইলে অন্তর উপদেশ ব্যতীতও কপটতা অকপটতা পৃথক কবিয়া লইতে পারিবেন। ধর্মব্রাজ্যে পরের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন ভয়ানক বিপদজনক। জগতে সকল লোকের নিকট হইতেই জানীলোক যে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন সে কথায় ভুল নাই, কিন্তু একজনের নিকট হইতে কোন শিক্ষা লাভ করা এবং তাহাকে গুরুরূপে স্বীকার কবিয়া আশ্রয়সমর্পণ করা এই দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক কথা। কোন ব্যক্তির প্রতিই তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের আবশ্যক নাই, যাহার নিকট যে ভাল জিনিষটুকু প্রাপ্ত হইয়া, গ্রহণ করুন, কিং বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কাহার সহিত গুরু শিষ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না, করিলেই বিপদ-

পড়িবেন এবং শত শত ধার্মিক সরলচিত্ত লোকে এইরূপ বিপদে পড়িয়াছে। কাহারও কোন অমাহুষিকী ক্ষমতার কথা ভনিয়া বা দেখিয়াও ফাঁদে পড়িবেন না, কারণ যে সমুদায় ব্যাপারকে সাধারণতঃ অমাহুষিকী ব্যাপার বলা হয়, তাহা হঠাৎগের কতকগুলি ক্রিয়া করিলেই যে সে করিতে পারে, এবং উহার সহিত নির্মলচরিত্র বা ব্রহ্মজ্ঞানেব কোন সম্বন্ধ নাই। যে ব্যক্তিতেই কাম, ক্রোধ, লোভাদির বিশেষ বিকাশ দেখিবেন, তিনি গৃহীই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, তিনি মর্ত্যবাসী হউন বা স্বর্গবাসীই হউন, তাহাকে ধর্মরাজ্যবাসী বলিয়া কখন গ্রহণ করিবেন না। যে স্থানে চিত্তের অস্থিরতা, যে স্থানে থাকার প্রবলতা, যে স্থানে তর্কের ঝটিকা, সে স্থান নিশ্চয়ই ধর্মবাজ্যের বহির্ভাগে। যে স্থানে প্রত্যেক কথায় অর্দ্ধগোপন অর্দ্ধপ্রকাশভাব, যে স্থানে অজস্র আশ্বপ্রশংসা বা যে স্থানে অজস্র আশ্ব-প্রশংসাবাচী আশ্বনিন্দা, যে স্থানে বহু ঈর্ষিত, বহু সংকট, যে স্থানে অধ্যর্ষেব বহুনিন্দা, যে স্থানে পবিত্রার বহু স্তুতি, সে স্থান ধর্মবাজ্যের বহির্ভাগে। ধর্মবাজ্যের ভাব ভাষা সবল, সে স্থানে বাগবিতণ্ডা নাই, সে স্থানে মতলবি কথা নাই, সে স্থানে কিছুই গোপনীয় নাই। সাধারণতঃ শুনা যায়, যে ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে ধর্মভাব অতি কম, কিন্তু পরিব্রাজক যতদূর দেখিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গদেশে অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা ধর্মভাব অধিক। কিন্তু হে বঙ্গবাসি! তোমরা সাবধান, যেন ধর্মপিপাসায় অমৃতবোধে গরল সেবন করিও না। নির্দোষমুক্তি নইতে যাইয়া যেন সংসারবন্ধন দৃঢ় করিও না। অসদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় শরীর ও মন সংযত রাখি। স্বী পুত্র আত্মীয় স্বজন দীন দুঃখী প্রতি-

পালন করিয়া, সাধায়াসারে স্বদেশের মঙ্গলময় কার্যে ব্রতী থাকিয়া, ভগবানে দৃঢ়ভক্তি স্থাপন করিয়া সাধাবর্ণভাবে জীবন যাপন করিও ভাল, এবং তাহাতে যদি পুনঃ পুনঃ ইহসংসারে আসিতে হয় সেও ভাল, তথাপি মহা নির্দোষ-মুক্তির লালসায় অজ্ঞাত কুলশীল কোন ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যেন ইহকাল পরকাল হইকালই হারাইও না। ধর্মপিপাসা হয় বেদ উপনিষদদর্শনাদি ঋষিগণের অক্ষয়ভাণ্ডার রহিয়াছে, যত ইচ্ছা তত পান কর, কেহ তোমাকে নিষেধ করিবে না। সে স্থানে প্রতরণার কোন আশঙ্কা নাই, সে স্থানে পবিণামে পরিতাপানলে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, ঋষিবা তাহাদের অক্ষয় অমৃতভাণ্ডার সকলেব জগুই উদ্ধৃত্ত রাখিয়াছেন, সে স্থানে কোন “প্রবেশ নিষেধ” নাই, যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনিই সেই অমৃত অজস্র পান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, জী, শূদ্র, চণ্ডাল কেহই সেই অমৃতভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই, এ দেখ আর্ধ্য-ঋষি অমৃত হস্তে লইয়া সকলেব নিকটই যাচমান হইতেছেন।

যথেষ্ট বাচং কল্যাণীমবদানি
জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজ্ঞাভ্যাম্ শূদ্রায়
চার্যায় চ স্বায়চরণায়। প্রিয়ো
দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়া
সময়ং মে কামং সমুদ্যতা মুখমাদো।
নম তু। বজ্রূর্বেদ ২৬শ অধ্যায়। ২৮

আমি তোমাদিগকে যেকণ বেদরূপ কল্যাণী বাক্যের উপদেশ করিতেছি, তদ্রূপ তোমারও মনুষ্যমাত্রকেই এই বেদরূপ কল্যাণী বাক্যের উপদেশ করিবে। এই বেদরূপ কল্যাণীবাক্য তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্ধ্য অর্থাৎ ক্রুদি-ব্যবসায়ী বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ড ও চণ্ডানাদিকেও

প্রদান করিবে। আমি যেরূপ বেদের উদ্দেশ্য করিয়া বিদ্বান, দাতা ও চরিত্রবান পুরুষের প্রিয় হইয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও নিরপেক্ষভাবে বেদ শ্রবণ করিয়া সকলের প্রিয় হইবে।

যাহার পিপাসা নাই সে অবশ্য পান করিবে না, কিন্তু ঋষিগণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাহাদের কোন বিষয়েই গোপন বা আড়ম্বর ছিল না। যাহা সত্য তাহা সর্বত্রই প্রচারিত হউক, তাহা হইতে কেহই যেন বঞ্চিত হয় না,—যথার্থ ধার্মিক ও হৃদয়বান ব্যক্তির জীবনের এই মূলমন্ত্র। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সমভাবে সকলেরই সেবা করিতেছে, ভগবানের রাজ্যে পক্ষপাতীত্ব নাই, তবে মানব সত্য হইতে কেন বঞ্চিত রহিবে? ঋষিদিগের অক্ষয়ভাণ্ডারে স্বীয় স্বীয় অবস্থানসারে যাহার যাহা আবশ্যিক, সে তাহা পাইবে, কেহই বঞ্চিত হইবে না। মন্দাকিনীর পবিত্র সলিল থাকিতে কে কুপজল পান করে? তবে ঋষিদিগের এই অমৃতভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া কেন বিষভাণ্ড পান করিবে?

মাম্বসের কথায় ভুলিও না, মাম্বসের কার্য্য

দেখিয়া বিচার কর। ফলের দ্বারাই বৃক্ষ পরিচিত হয়, কার্য্যদ্বারাই মানব পরিচিত হয় আমি অমৃতবৃক্ষ, আমি অমৃতবৃক্ষ, ইত্যাদি বলিলেই কি তুমি আমাকে অমৃতবৃক্ষ বলিয় গ্রহণ করিবে না, না অমৃতফল দেখিবে চাহিবে?

কাহারও কথায় ভুলিও না। কেহ যদি আকাশের চাঁদও তোমার হাতে ধরিয়া দিতে চাহে, তাহাতেও মুগ্ধ হইও না। অনেক সমা বালকদিগকে যেরূপ মুকুরাদি দিয়া আকাশে চাঁদ দেওয়া হয় এবং বালকেরা ঐ মুকুরাস্তর্গত চাঁদকেই আকাশের চাঁদ বলিয়া মনে করে সাধনরাজ্যেও একপ বালকভুলান অনেক কাহ আছে, স্মরণ্য সে বিষয়েও সকলের সাবধান হওয়া উচিত। মধুকর যেরূপ পুষ্পাদির বিচার না করিয়া মধু গ্রহণ করে, জ্ঞানীব্যক্তিও তদ্রূপ সর্বসাধার হইতে জ্ঞান গ্রহণ করিবে সত্য, কি সাবধান কেহ যেন সঙ্কল্পে বিষপান না করেন।

কশ্চিদ্ পরিব্রাজকশ্চ।

হিন্দু-পত্রিকা ও ব্রহ্মচারী আশ্রমসম্বন্ধে সাধারণের মত ।

স্বসং ছুর্গাপুরের মহারাজা শ্রীল-
শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর গত
২০শে মে তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন :—

আপনার পত্রিকা রীতিমত পরিচালিত
হইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট-হিন্দুসমাজের প্রকৃত কল্যাণ
সাধিত হইবে ।

স্বাধীন ত্রিপুরার ভূতপূর্ব রাজমন্ত্রী বৃহৎ সার-
স্বতীয় স্বত্ৰাবলীর সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত
ধনঞ্জয় দেববর্ম্মা গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে
লিখিয়াছেন :—

আপনার সাতিশয় চেষ্টা ও যত্নের হিন্দু-পত্রিকা
পাঠ করিয়া পরমপ্রীতি ও তৃপ্তিলাভ কবিলাম ।
হিন্দুপ্রাণ হিন্দু-পত্রিকা হিন্দু পুর্নজন্মিত হৃদয়ে
লইয়া হিন্দুসমাজে উপস্থিত হইয়াছে স্ততরাং
এই হিন্দু আশাস্তল । ইহাতে সময়ের উপযুক্ত
আবশ্যক বিষয়সমূহ অতি প্রাজ্ঞ ও বিশদভাবে
বিবৃত ও সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা বড়ই হৃদযা-
প্রাপ্তি ও হিন্দু আশার জিনিষ হইয়াছে ।
ইহাদ্বারা ত্যাগী ও ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষিদিগের চিন্তা-
প্রসূত বিনুগুপ্রায় সনাতন আর্ধ্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধা-
পন এবং তদ্বারা তমোময় অন্তরের অন্তর্নিহিত
তমোভাব নষ্ট হইবে বলিয়া আমার ধারণা ও
ঐক্যবিশ্বাস । ভগবান্ সাধুসকলের কাণ্ডারী, “সাধু
ইচ্ছা যার, জৈশ্বর সহায়তার।” রূপাময় ভগবান্
অবশ্যই আপনার সাধুসকল পূর্ণ করিবেন ।

হিন্দু-পত্রিকার উপর যেরূপ মেহপ্রকাশ করি-

ন্মায়পঞ্চানন গত ৪ঠা বৈশাখ তারিখে
লিখিয়াছেন :—

আমি যে কয়েকটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি,
তাহা অতীব মনোরম । আশা করি মহাশয়ের
বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমবলে পত্রিকার
বিশেষ উন্নতি হইবে ।

বৃন্দাবন হইতে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-
চৈতন্য গত ১০ই তারিখে লিখিয়াছেন :—

বিগত ১৩০২ সালের ৯ম, ১০ম, ১১শ ও
১২শ সংখ্যা—হিন্দু-পত্রিকায় ভারতবর্ষের উন্নতি-
কল্প ও ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ যে ব্রহ্মচারী আশ্রমেব
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অতি
মহৎ ও শুভকর । ইহা সর্বজন অনুমোদিত
হইবে এমনত ভরসা হয় ।

মহাশয়েব এই সহৃদেয় ভগবৎরূপায় কার্যো-
পরিণত হইলে আবার ঠিক সেই সত্যযুগের
আবির্ভাব হইবে । পরজন্মকালবর্ষিণী হইয়া
পৃথিবীকে উর্ব্বার করিবে, ভারতবর্ষ আবার
প্রচুর ধনদাতা ফলপুষ্প সুস্বাদু পরিপূর্ণ হইবে ।
ক্রমেই হুংখ, দরিদ্র্য, বোগ, শোক, পাপ, তাপ
দূরে পলায়ন করিবে । ভারতবাসী তখন প্রকৃত
আর্ধ্য-সম্পত্তানের স্রায় সুস্থদেহে পবিত্রমনে
নিশ্চিন্ত হইয়া স্বধর্ম্ম পালনকরতঃ ঐহিক
পারত্রিক উভয়ত্র অসীম সুখশান্তি উপভোগ
করিবে । এমন সুদিন কি আবার ফিরিয়া
আসিবে ! অভ্যুদয় ভগবান্ আপনার সদিচ্ছা
পূর্ণ করিয়া আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন আমার
একান্ত প্রার্থনা । আমি দিনহীন বিষয় সম্পত্তি-
বিহীন পাপিষ্ঠ জীব তবুও এই শুভাহুতানে
কিছু দিতে ইচ্ছা হয় যদি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া

ভ্রম, তাহাইহলে হর্ষোৎফুল-

প্রবণ লাভিহী দিব ।”

ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপনের সমুদায় বন্দোবস্ত পাকা না হইলে কাহার নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করা হইবে না। যখন সমুদায় বন্দোবস্ত ঠিক হইবে, তখন মহাশয়ের দান অতীব আদরের সহিত গৃহীত হইবে। সম্পাদক।

আলিপুত্রের সবর্ডিনেটজ্ঞ বাবু বলরাম মল্লিক লিখিয়াছেন :—

I have read your article. It is a facsimile of what you said at my place the otherday and the matter has been nicely put. The idea is as I have already said very grand, but the *modus operandi* requires to be thought out with particular care. It will not be difficult to collect the amount for founding the Asram. The real difficulty would be to procure students and professors of the sort you want.

স্বাধীন ত্রিপুরার রাজসাম্রাজ্য এবং তত্রস্থ যুবরাজ বাহাদুরের সহকারী রাজকর্মচারী শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ দেববর্মা এই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিয়াছেন :—

হিন্দু-পত্রিকার আবির্ভাব হিন্দুসমাজের মঙ্গলকারণ। এতদ্বারা লুপ্তপ্রায় হিন্দুগৌরব পুনঃ উদ্ধীপিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভগবান্ হিন্দু-পত্রিকার উদ্দেশ্য সাধন করুন।

বেদান্তভূষণ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা এপ্রেল তারিখে লিখিয়াছেন :—

হিন্দু-পত্রিকায় “উপায় কি নাই? আছে—”

প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কিরূপ আনন্দিত হইলাম তাহা বর্ণনীয়। বর্ণন অসম্ভব। আপনার

প্রবন্ধোক্ত আশ্রমস্থাপন ও হিন্দুধর্ম প্রচার সম্বন্ধে আমি অনেক সময় অনেক চিন্তা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা কেবল চিন্তারই পর্য্যবসিত হয়। অদ্য আপনার এ প্রস্তাবটি দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া আপনাকে লিখিতেছি যে এই প্রস্তাবটি যদি কোনরূপ কিয়ৎপরিমাণ কার্যোপ পরিত করিতে পারেন, তবে আপনিই ভারতে কল্লবৃক্ষ বীজবপন করিলেন, অবশ্য ঐ বীজ অদ্বিত ও কালে কাণ্ডপ্রকাণ্ড শাখাপল্লব ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হওয়া সর্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কখনই হইতে পারে না। যাহা হউক আমাব যতদূর সাধ্য এই প্রস্তাব লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলাম।

দেবগ্রহ হইতে পরমভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় গত এই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিয়াছেন “আপনার ব্রহ্মচারী আশ্রম সংস্থাপনের প্রস্তাব আমি হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করি।”

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাকে স্নেহভাবে অজ্ঞাত যে সমুদায় কথা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহার প্রেরিত নিয়মগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি এবং ব্রহ্মচারী আশ্রমের নিয়মাবলী স্থির করিবার সময় উহার সাহায্য গ্রহণ করিব। সম্পাদক কাশীধাম হইতে ধর্মবৎসল শ্রীযুক্ত বাদবচন্দ্র মিত্র গত ২৯শে এপ্রেল লিখিয়াছেন :—

I can assure you that you can always count upon my unworthy self for any and every cooperation that I might be called upon to render in the project.

ব্রহ্মচারী আশ্রম সম্বন্ধে এইরূপ অনেক পত্রাদি পাইয়াছি, স্থানান্তরে তাহা দিতে পারিলাম না।

হিন্দু-পত্রিকা ।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, } ১৩০৩ সাল, } কার্তিক ৩
৮ম ও ৯ম সংখ্যা, } ১৮১৮ শকাব্দা, } অগ্রহায়ণ ।

চণ্ডী বা ত্রিগুণময়ী ত্রিশক্তি ।

বিশাল বিশ্বজগতের অন্তর্কীর্ষব্যাপিনী নিত্য-
বিরাজমানা মহাশক্তির ক্রিয়া অর্ডেচৈতন্যরূপে
নিয়ত দেদীপ্যমান । বিভিন্নকালে, স্বতন্ত্রভাবে
ও বিবিধপ্রদেশে একই মূর্তির অনন্তলীলা পূর্ণক-
ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে । সাধনাপ্রাণ
সাধকগণ, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীবর্গ এবং ভক্তিপ্লুত-
জদয় ভক্তবৃন্দ সেই মহামোহকারী বিশ্ববিমো-
হিনীমায়ার অপকণ্ঠ মূর্তির ধ্যানে বিমোহিত
হইয়া আপামর সাধারণকে স্বীয় স্বীয় অহুভূত
ও পরিস্রুত ভাবসকলের মহিমাসুধা বিতরণ
করিয়া তৃপ্ত, শান্ত, শিষ্ট ও প্রবুদ্ধ করিতেছেন ।
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই সেবকরূপে
এই মহাশক্তির নিত্যসত্তা অহুভব করিতেছেন ।
গীর শক্তিবলে দেবদেব সদাশিব শক্তিমান,
সেই মহাশক্তিকে সন্মোহন করিয়া বিশ্ববীজ
হুতভাবন মহাদেব বলিয়াছেন ;—
“মহত্ত্বাদিভূতাত্ত্বং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ ।
নিমিত্তমাত্ত্বং তত্ত্বক্ক সর্ককারণকারণম্ ॥

* * *

সর্কশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্কদেবময়ী তত্ত্বঃ ॥
তমেব স্মৃতা স্মৃতা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী ।
নিরাকারাপি সাকারা কস্বং বেদিতুমর্হতি ॥
উপাসকানাং কাৰ্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি ।
দানবানাং বিনাশায় ধংসে নানাবিধাত্ত্বম্ ॥

তমেব বিশ্বকর্কার্থং নানামাস্ত্রাস্ত্রধারিনী ।

* * *

ত্বং সর্ককপিনী দেবী সর্কর্কোং জননী পরা ।
তুষ্ঠীয়াং ত্বয় দেবেশি সর্কর্কোং তোষণং ভবেং ॥
মহাকালস্ত্র কলনাং ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ।
কালসংগ্রাসনাং কালী সর্কর্কোমাদিকপিনী ॥

মহানির্কর্ণগতস্ত্র ।

দ্বন্দ্বভাবাত্মক সংসারে সূত্র, ছঃথ এবং সম্পদ
বিপদ নিত্য সহচররূপে বিরাজমান । জীব-
সমূহ, এমন কি ভূতসকল, যে অবস্থায় অবস্থিত
হউক না কেন, সেই অবস্থাতেই এই অদৃশ্য-
কণা প্রত্যক্ষীভূতা চিন্ময়ীর মোহিনীমায়ায়
সমাজ্জর । বিশেষতঃ সংসারে সূত্র অপেক্ষা ছঃথ
যেন প্রবলপ্রতাপে বিদ্যমান । পুণ্য অপেক্ষা
পাপ যেন সমধিক শক্তিতে বিরাজমান । শান্তি-
সুখ অপেক্ষা অশান্তিগরল যেন বিশ্ববাসী শ্রাণী-
গণের জীবনগ্রহণে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে ।
এজন্ত মনে হয় ত্রিতাপজনিত ছঃথ দূর করিবার
জন্ত, সর্কসম্প্রাপ হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত
সকলে বেক্রপ ব্যস্ত, ব্যগ্র, উদ্যোগী ও সমু-
হক, সূত্রসম্পদলাভের জন্ত, শান্তিসুখ পানের
নিমিত্ত কেহই সেক্রপ অবস্থিত বা বস্তুশীল নহে ।
যখন সূত্র দেখিতে পাই, যখন সম্পদের মোহে
বাহজগতের সত্তা ভুলিয়া যাঠ, যখন শান্তি

শীতল সন্ধ্যায় ডুবিয়া বাই, যখন কেবল সর্কো-
জ্জিয়-তৃপ্তিকর সুখসমৃদ্ধিপোষক ভোগবিলাসের
দ্রব্যচয়, সর্বদা, সর্ববিষয়ে, সর্বতোভাবে আশা-
দেব তুষ্টিবিধানের ও তৃপ্তিপ্রদানের অব্যাহত ও
নিয়োজিত বলিয়া বোধ হয় ; তখন আমরা
পবনশাস্তিদায়িনী, সর্বদা সন্তোষদায়িনী মাতৃদেবীকে
হয় ত ভুলিতে পারি, অথবা মনের বাহিরে
রাখিতে সমর্থ হই ; কিন্তু যখন কালচক্রের
আবর্তনে, অবস্থার পরিবর্তনে এবং ঘটনাব-
লিবিপ্লবে আমাদের সম্পদের স্থলে বিপদ, দুঃখের
বদলে হুঃখ, স্বাস্থ্যের পরিবর্তে পীড়া আসিয়া
উপস্থিত হয় এবং আমাদেরকে হুঃখ কষ্টের
তাড়না ও যন্ত্রণায় তীব্রতাপ জ্বালাইয়া দেয় ;
যখন স্ত্রীদীনহনে ও কাতবর্কে ‘না’ বলিয়া
ডাকিতে নিতান্ত বাসনা হয় ; তখন রোগ-
শোকগুস্ত হুঃখদাবিত্তভাবব্যাপিত মনঃপ্রাণ,
সেই প্রাণবায়ু মাতৃনাম স্ত্রী ব্যতীত আর
কিসে তৃপ্ত হইতে পারে ? এই জন্তই আপদ
বিপদসঙ্কুল-সংসারে সংসারী মানবের পক্ষে
মাতৃস্মরণকপ মহাশক্তির মহাস্তোত্র পাঠ ও
মাহাত্ম্য শ্রবণ মহাফলপ্রদ ও মহোপকারী ।

মহামায়ার এই মাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় পুরাণাস্ত-
গত ‘দৈবীমাহাত্ম্য’, ‘চণ্ডী’ অথবা ‘হুর্গাপাঠ’
নামে সুপরিচিত । রোগ শোকের তাড়নায়,
হুঃখদারিদ্র্যের প্রপীড়নে বা আধিব্যাধির অত্যা-
চারে মাতৃনাম স্মরণে “মধুময়ী মা” সন্মোদনে
যেমন সর্বসুখশাস্তি ও অভূতপূর্ব তৃপ্তিলাভ
হয় এবং তীব্রতাপ ও জ্বালা যন্ত্রণা যেন কিয়ৎ-
পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যায়, তেমনই জীব-
গণের আপদ বিপদকালে দেবীমাহাত্ম্য স্মরণ,
পঠন ও শ্রবণ সমুদায় উৎপাতের বিজ্ঞাবগমস্ত
ও সকলপ্রকার অসাধ্য ব্যাধির একমাত্র
মহৌষধ ।

আমরা এই দেবীমাহাত্ম্যের সমালোচনায়

যথাশক্তি মহাশক্তির বিকাশ দেখাইবার চেষ্টা
করিব । এখন চণ্ডীর আদর ততদূর না থাকি-
লেও পূর্বকালে লোকের বিশ্ববিপত্তি ঘটিলে
বা সাংসারিক হুঃখ ও দৈহিকপীড়া জন্মিলে
মহামায়ার শরণাগত হইয়া চণ্ডীর আশ্রয় গ্রহণ
করিত । এবং গৃহে গৃহে শান্তিস্বস্ত্যয়নের
অঙ্গীভূত চণ্ডীপাঠ হইত । আমাদের দেশে
শ্রদ্ধাদি উপলক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্য পাঠ ও আপদ
বিপদে চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা স্ত্রীদীর্ঘকাল হইতে
প্রচলিত । তব্ধাস্থ্যসন্ধান বুঝা যায় সাধারণতঃ
মানবগণের পক্ষে গীতা ও চণ্ডীর তুল্য নিত্য-
পাঠ্য ও নিত্যলোচ্য গ্রন্থ আর নাই । পিতৃ-
মাতৃবিবোগজনিত গুরুতর শোকে যখন সংসার
সহায়সম্মলবিহীন বলিয়া বোধ হয়, স্ত্রীপুত্রাদির
প্রথম বিরহে মনঃপ্রাণ যখন অধীর হইয়া
সংসারকে শূন্য ও তমোময় দেখিতে পার, সেই
অশোচনীয়সময়ে গীতার ত্রায় তত্ত্বকথার তত্ত্ব-
জ্ঞানের পূর্ণ উপদেশ ও সংসারের নিত্যনিত্য
জ্ঞান অথবা প্রকৃত প্রবোধ আর কে দিতে
পারে, এইজন্ত শোকহুঃখবিমুক্ত সংসারবিরাগী
লোকের পক্ষে শান্তনাশান্তি প্রদান জন্ত শ্রদ্ধা-
কালে গীতাপাঠ ও গীতা শ্রবণের ব্যবস্থা প্রচ-
লিত আছে । পূর্বকালের লোকসকল এখনকার
লোকের ত্রায় সংস্কৃতিভিত্তিক না থাকায় তাহার
পাঠকালে আনুভূতিমাত্রই গ্রন্থের অর্থবোধ করিতে
পারিত । চণ্ডীপাঠসম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম ও
ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় লোকে আপদ বিপদে
অভিভূত হইয়া হতাশ বা হীনসাহস হইত না
এবং শান্তিময়ীর বরাভয়প্রদ অদ্ভুত হস্তপানে
চাহিয়া বরাভয় প্রাপ্তির আশায় আশ্রয় হইত ।

ত্রিগুণের ত্রিশক্তির এবং ত্রিমূর্তির নিত্য-
বিকাশ ও কার্য আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ ।
তমোক্রপিলী, রজোক্রপিলী অথবা সত্ত্বক্রপিলী
দেবীর মূর্তি সময়ভেদে অবস্থাভেদে এবং অধি-

কারভেদে আমাদের সর্বদাই সকল স্থানেই উপাস্ত। প্রথরকর দিবাকরের কিরণবাজী যেমন প্রয়োজনীয়, শীতলকর স্নানকরের স্নোৎসারশিও তেমনি স্পৃহনীয়।

চণ্ডীতে বর্ণিত এই ত্রিমূর্তি ত্রিভাবে বিভক্ত রহিয়াছে। প্রথমতঃ—মধুকৈটভ বধোপাখ্যানে তামসীমূর্তি। দ্বিতীয়তঃ—মহিষাসুর বধোপাখ্যানে রাজসীমূর্তি। তৃতীয়তঃ—শম্ভুবধো-দেখে সার্বিকীমূর্তি ॥ আমরা ক্রমশঃ এই মূর্তি-ত্রয়ের কার্য্য ও বিকাশ চণ্ডীর মতামুসারে দেখিব। সংক্ষেপতঃ চণ্ডীর গল্পের সাবমর্শ এখানে বলা আবশ্যক। কিরূপে গল্পস্থলে মহামায়ার মাহাত্ম্য আলোচনায় তত্ত্বময়ীর তত্ত্ব-বিকাশ হইয়াছে, তাহা এই গল্পের গোঁড়মুখে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা সংক্ষেপে এখানে তাহা বলা উল্লেখ কবিলাম।

পূবাকালে চৈত্রবংশসমুদ্র স্বরথ নামে এক প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। তিনি অপত্য-নির্কিশেষে প্রজাপালন কবিতেন। দুর্দান্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম ঘটনায় তিনি পরাজিত ও সর্বস্বান্ত হইয়া একাকী অশ্রাবোহণে বনগমন করেন। তথায় মেধামুনিব প্রশান্ত আশ্রম দর্শনে, ততোধিক মুনির সংকারে, পরিতপ্ত হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। গৃহভাগী রাজা আশ্রমবাসী হইয়াও নিজ গৃহপরিবার, লোকজন ও ধনদৌলতের ভাবনায় সর্বদাই ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। একদা আশ্রমের নিকটে জনৈক বৈষ্ণব দর্শন পাইয়া ও তাহার বিষয়বস্তু দেখিয়া রাজা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ণব নাম সমাধি তিনিও রাজার নত বহুজনবিরহিত ও ধনলোভী জ্ঞী পুত্রকর্তৃক গৃহবিতাড়িত। বৈষ্ণব পরিচয়ে রাজার আশ্র-ভাব মিলিয়া গেল। বৈষ্ণব স্ত্রী পুত্রাদির জন্ত নিরন্তর ব্যাকুল, তাহাদের স্বগৃহস্থ চিন্তায় ও

গৃহসামগ্রীর ভাবনায় উৎকণ্ঠিত ও ক্লিষ্ট। সম-বেদনায় রাজার হৃদয় বৈষ্ণবঃস্থে দুঃখিত হইল। তিনিও বৈষ্ণব জায় নিজজনবিরহিত অথচ তদ্বাবনায় কাতর, কিন্তু আশ্রমভাব গোপন কবিয়া বৈষ্ণবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। “যাহাও ধনলোভে তোমার সর্বস্ব হরণ করিয়া তোমাকে গৃহবহিষ্কৃত কবিয়াছে, সেই সকল নির্দয় হৃদয় স্ত্রী পুত্রাদির জন্ত তোমার মন কেন স্নেহাকুল ও চিন্তাপূর্ণ?” বৈষ্ণব বলিলেন, “আপনি আমাব মনের কথাই বলিলেন, কিন্তু কি জানি আমার মন কেন নিষ্ঠুর হয় না? আমার বিগুণ বহুগুণের প্রতিও চিন্তা প্রেমপ্রবণ রহিয়াছে। মন ত নিষ্ঠুর হইতেছে না। আমি কি করিব!” এইস্থলে অব্যক্তভাবে মহামায়ার মায়াবিকাশ বৃত্তিতে পাবা যায়। স্বরথরাজা ও সমাধি-বৈষ্ণব জায় অনেক সময়ই আমরা আশ্র-কার্য্যের ও আশ্রমভাবনার মূলকারণ জানিতে পাবি না। কার্য্যঘটনা ও ভাববিকাশ হইতেছে। কিন্তু কেন হইতেছে তাহা বৃত্তিতে আমরা অক্ষম। স্বরথরাজাব বাক্যে তাহা পলে আরও স্পষ্ট। অনন্তর উভয়ে মেধামুনির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম বন্দনার পর কথাপ্রসঙ্গে রাজা জিজ্ঞাসা কবিলেন, হে ভগবন্! এই বৈষ্ণব ও আমি উভয়েই সমাবস্থ। আমরা স্ব স্ব বিষয়সম্পত্তি হইতে আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। আত্মীয়বন্ধুগণ আমা দিগকে গৃহবহিষ্কৃত কবিয়া দিয়া স্ত্রে গৃহবাস ও ভোগবিলাসে রত। আমরা বনবাসী ও আপনাদের আশ্রমচারী কিন্তু গৃহের পরিবার বর্গের ও ধনসম্পত্তির ভাবনায় নিরন্তর ব্যাকুল বিষয়ের দোষ দেখিয়াও মন কেন সমস্বাক্ষ হইতেছে? জ্ঞানীরও কেন নোহ জন্মিতেছে! এই বৈষ্ণব ও আমাব বিন্দুভাবের কারণ কি?”

মূনির উত্তরে জ্ঞানের, বিষয়ভোগের ও পশুপক্ষী প্রাণীবর্গের জ্ঞানভেদের যে সূক্ষ্মত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সুবিজ্ঞ দার্শনিক ও সুপটু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরও আলোচ্য ও চিন্তনীয়। বাহ্য্যবোধে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। পার্থক্য মূলগ্রন্থে পাঠ করিয়া মৰ্ম্মাভিধারণ করিবেন। সংসার স্থিতির কারণ মায়ার উল্লেখ করিয়া মহর্ষি বলিলেন ;—

তথাপি মমতাবশ্তে মোহবশ্তে নিপাতিতাঃ।

মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারণঃ ॥

তন্মাত্র বিশ্বয়ঃ কার্য্যোযোগ নিদ্রা জগৎপতেঃ।

মহামায়া হরশৈশবং তয়া সংমোহতে জগৎ ॥

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।

বলদাক্ষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

তয়া বিশ্বজ্যাতে বিশ্বং জগদেতচ্চবাচরম্।

সৈবা প্রসঙ্গা বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে ॥

সাবিদ্যা পরমা মুক্ত্যেহেতুভূতা সনাতনী।

সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সৰ্ব্বেষবেশ্বরী ॥ *

রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন:—ভগবন!

আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? তাঁহার স্বভাব, স্বরূপ, উদ্ভব ও কার্য্য জানিতে আমি উৎসুক। আপনি বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আমাকে এই মহত্ত্ব বুঝাইয়া কৃতার্থ করুন।

মুনি বলিলেন :—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সৰ্ম্মমিদং ততম্।

তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্ব্ৰহ্মা শ্রীযতাং মম ॥

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থমবিভবতি সা বদা।

উৎপন্নন্তি তদালোকে সানিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥

এইখানে চণ্ডীর মূল কথার আরম্ভ আমরা সেই জ্ঞা উপরে গ্রন্থের আভাসমাত্র প্রদান করিলাম।

* উক্তাংশের সংস্কৃত সরল বলিয়া অনুবাদ এদণ্ড হইল না। অর্থাৎ সে পার্থক্য বুঝিতে পাবিবেন।

প্রথমতঃ। তামসী মূর্ত্তি।

সৃষ্টির পূর্বে জগদ্বিকাশের প্রাক্কালে কি অপরূপ অবস্থা পাঠক তাহা চিন্তা করুন। মধু এই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন :—

“আসীদদণ্ডমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয় প্রসুপ্তমিব সৰ্ব্বতঃ ॥”

এই জগৎ এপ্রকারে প্রকৃতিতে লীন ছিল যে উহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণ সকলের বিষয় ছিল না, যেন সমস্ত জগৎ নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। সেই সময় কলান্তকালী বিষ্ণু যোগনিদ্রায় অভিভূত। বিষ্ণুর নাভি-কমলস্থ প্রজাপতি ব্রহ্মা তামসীদেবীর তবে নিযুক্ত। এইখানি বড়ই আশ্চর্য্য রহস্যময় ভাব আছে। বিষ্ণুসজ্জাত দুই অম্লব (মধু ও কৈটভ) ব্রহ্মাকে ভক্ষণোদ্যত। ব্রহ্মা তদ্ব্যতীত। ব্যাপার ত এই। ব্রহ্মা একমাত্র বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে দেখিতেছেন, তাঁহাকে বন্ধ-কর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা জানিয়া তাঁহারই জগ-রণের জ্ঞা ব্যস্ত, কিন্তু বিশ্বয়ের বিষয় এই যে নিদ্রাতুব বিষ্ণুকে না জাগাইয়া না স্তব কথিয়া তন্নয়নবাদিনী যোগনিদ্রাব স্তব করিতে লাগিলেন। এই মূর্ত্তি তামসী। অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট এই মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না। এই মূর্ত্তির বিকাশ বা প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু ইহার কার্য্যব্যাপার সন্দর্শনে নিত্য-বিমোহিত, উৎপীড়িত এবং প্রবোধিত। অলক্ষ্যভাবে, অদৃশ্যরূপে বাক্যমনের অনুসন্ধেয়া অনির্লচনীয়া মহামায়া যেরূপে আমাদেরকে উত্তেজিত, উৎসাহিত বিমোহিত করিয়া আশা-শান্তি প্রদান করিতেছেন, তাহাই মধুকৈটভে, বিষ্ণুতে ও ব্রহ্মাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সম্মোহিনীশক্তিবলে বিষ্ণু উদ্বোধিত ও উত্তেজিত এবং যে শক্তিপ্রভাবে অম্লরহস্য বিমোহিত, সেই শক্তির মহিমাশ্রুণে ব্রহ্মা আশ্রুত সংরক্ষিত

ও প্রবোধপ্রাপ্ত। সর্বশক্তিঃস্বরূপিনী তামসী-
দেবীকে ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছেন তাহা অতি
সরল ও মধুর। পাঠকের তৃপ্তিজন্য নিম্নে
আরওমাত্র উদ্ধৃত হইল।

ঐং স্বাহা ঐং স্বাহা ঐং হি বশটকার স্বরা-
শ্রিকা । স্বধা স্বমকরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাশ্রিকা
স্থিতা ॥ অর্কমাত্রাশ্রিতা নিত্যে যামুচ্চাধ্যা বিশে
বতঃ । তমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী
পরা ॥ ইত্যাদি

পাঠক সমস্ত স্তবটি পাঠ করিয়া মর্ম্মগ্রহণে
দেখিবেন, ব্রহ্মা সর্বশক্তিঃস্বরূপিনী 'সদসদাখিলা-

শ্রিকা' শক্তির অনন্তমহিমা চিন্তায় নিমগ্ন ও
বিষ্ণু মহেশ্বরের অক্ষমতা জানাইয়া দেবীর নিকট
বিষ্ণুর উদ্বোধন ও দৈত্যদ্বয়ের সম্বোধন ও বিষ্ণু-
হস্তে নিধন প্রার্থনা করিলেন। ধ্যানগম্যা
তামসীদেবী স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রার্থনা সকল
সফল করিয়া দিলেন। জাগরিত বিষ্ণুর প্রভাবে
দৈত্যদ্বয় নিহত হইল। এই মূর্ত্তির সঙ্গে
পরালোচ্য রাজসীমূর্ত্তি ও সাত্বিকীমূর্ত্তির তুলনায়
আমরা ত্রিমূর্ত্তিব রহস্য বুঝিবার ও বুঝাইবার
চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীচূর্ণদাস রায়।

পঞ্চদশী ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

ঐং বাট্যাস্তদধীমুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ ।
জ্যো সন্তাবিতত্বামুসন্ধানং মননস্ত উৎ ॥ ৫৩ ॥
তাভ্যাংনির্লিচিকিংসেহর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্ত যৎ ।
একতানস্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গার্থ। পূর্বোক্তপ্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের সমু-
ক্তিক বিচারদ্বারা তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যের
মুসন্ধানবে পরব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ বলে এবং
ঐকরূপ বেদান্তের সমুক্তিক বিচারদ্বারা পরাৎ-
ব পরব্রহ্মে সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্ণীত হইলে,
পূর্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সর্বদা সেই পরম পিতা
রম্যব্রহ্মের তত্ত্বামুসন্ধানে চিন্তের নিরোগকে
রম ব্রহ্মবিষয়ক মনন বলা যায়। এইরূপ
বর্ণ ও মননদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণপূর্বক জীব
ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করাই এই
ব্রহ্মের উদ্দেশ্য ॥ ৫০ ॥

পূর্বকথিত শ্রবণ ও মননদ্বারা নিশ্চয়রূপে
রমপুরুষ পরব্রহ্মকে জানিয়া সেই নিত্যানন্দ
নিভ্যজ্ঞানময় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণ স্থাপিত
করিলে অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল কেবল সেই

ব্রহ্মবিষয়ে একান্ত অম্লবস্ত হইয়া থাকে। অস্ত
কোন বিষয়ে মনের প্রবেশ হয় না। ঐরূপ
চিন্তবৃত্তির একাগ্রতাকে নিদিধ্যাসন কহে ॥ ৫৪ ॥
ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্যক্রমাঙ্কোদ্যৈকগোচরম্ ।
নির্লীতদীপবচ্ছিতং সমাধিরভিবীয়তে ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গার্থ। ইতিপূর্বে শ্রবণ, মনন ও নিদি-
ধ্যাসন সবিস্তাররূপে বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ
সমাধিকালীন চিন্তবৃত্তির সবিশেষ লক্ষণ নির্ণয়-
দ্বারা সমাধি বিবৃত হইতেছে। নিদিধ্যাসন-
কালে এইরূপ জ্ঞান থাকে যে, আমি ধ্যান করি-
তেছি এবং পরব্রহ্ম আমার ধ্যেয়; কিন্তু সে
সময় ধ্যানকর্তা ও ধ্যেয়বস্ত এই উভয়ের
পৃথক পৃথক জ্ঞান থাকে না, কেবল সেই পরম
চিন্তনীয় পরম ব্রহ্মতে মনোবৃত্তি সকল একাধ
হইয়া নির্লীতপ্রদীপের হিরণিখার জায় হির-
ভাব অবলম্বন করে, অস্ত কোন বিষয়ে ভাবনা
বা চিন্তবৃত্তির আসক্তি থাকে না; কেবল সর্বদা
সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দময় পরমপুরুষ পরম-
ব্রহ্মে নিযুক্ত। এইরূপ অবস্থাকে নির্লিঞ্চ-

সমাধি বলে । এই প্রকার সমাধিকালে অন্তঃ-
করণের কক্ষিমাত্রও চাক্ষু্য থাকে না ॥ ৫৫ ॥

বৃত্তযন্ত তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাস্মাগোচরাঃ ।

স্রবণাদমুখীয়ন্তে ব্যুখিতস্ত সমুখিতাং ॥ ৫৬ ॥

বৃত্তানামমুখবৃত্তিস্ত প্রযত্নাং প্রথমাদপি ।

অদৃষ্টা সৰুদভ্যাসসংস্কারঃ স চিবাস্তবেৎ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ । যে সময় সমাধি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে 'চিত্তবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান থাকে না ; কিন্তু চিত্তবৃত্তির অভাবও হয় না এবং মনোবৃত্তি সকলও বিদ্যমান থাকে । যেকালে পূর্বোক্ত-প্রকার সমাধি হয়, সেই কালে চিত্তবৃত্তি সকল পরমব্রহ্মতে নিমগ্ন থাকে, কিন্তু পরমাত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি অমুভব হয় না । পবন যখন কোন ব্যক্তি সমাধি ভঙ্গ করিয়া গাত্ৰোত্থান করেন, তখন তাঁহার সেই সমাধি সময়ের মনো-বৃত্তির স্রবণ হইয়া থাকে । ইহাতে অমুমান করা যায় যে, সমাধিকালে অন্তঃকরণের বৃত্তি-সকল পরমাত্মচিন্তায় তৎপর থাকিয়া গূঢ়ভাবে (অজ্ঞাতসারে) অবস্থিতি করে, একেবারে ঐ সকল বৃত্তির অভাব হয় না । কারণ যদি সমাধিকালে মনোবৃত্তি সকল না থাকিত, তাহা-হইলে সমাধি ভঙ্গকালে ঐ সকল বৃত্তির স্রবণ হইতে পারে না ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গার্থ । সবিশেষ প্রযত্নই অন্তঃকরণের বৃত্তিসকলের উপস্থিতির কারণ । নির্বিকল্প সমাধিকালে সেই প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে না, তবে কিরূপে সেই সকল বৃত্তির সম্বন্ধ বা কাণ নিরূপিত হইতে পারে ? এই বিষয়েই অদৃষ্টই কারণ, অদৃষ্টবশতঃ সংস্কারদ্বারা পূর্বকালীন প্রযত্নবলে নির্বিকল্প সমাধিকালেও অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে । সমাধির প্রারম্ভকালে যে প্রযত্ন থাকে সেই প্রযত্নই মনোবৃত্তি নিচয়কে ব্রহ্মচিন্তননে নিয়োজিত করে, অনন্তর যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখনও

সেই পূর্বপ্রযত্নই মনোবৃত্তিগণকে তদবস্থায় নিযুক্ত রাখে । কিন্তু সেই সময় প্রযত্ন না থাকিলেও মনোবৃত্তির ব্যাঘাত হয় না ॥ ৫৭ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরণেকথা ।

ভগবানিমমেবার্থ মজ্জুণীয় ব্রহ্মপয়ং ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ । ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের উন-বিংশতি শ্লোকে ধ্যানযোগের উপদেশ প্রদে-ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ পরমহংস অর্জুনকে নির্বিকল্প সমাধির লক্ষণের উপদেশ প্রদানকালে বলি-ছেন যে যেমন একটি প্রদীপ কোন নির্ভা-স্থানে স্থাপিত করিলে সেই প্রদীপের শিখা স্থি-ভাবে থাকে, তাহার কক্ষিমাত্রও চাক্ষু্যভাবে লক্ষিত হয় না, সেই প্রকার যখন কোন ব্যক্তি নির্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল একাগ্রভাবে নিশ্চল হইয়া থাকে । তখন আর তাহার মনোবৃত্তি ব্রহ্মচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষয়াস্তরে প্রবে-কবিত্তে পারে না । ভগবান বাহুদেব উক্ত প্রকার বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পরমহংস অর্জুনকে সমাধিলক্ষণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অনন্দাবিহ সংসারে সন্ধিতাঃ কৰ্ম্মকৌটয় ।

অনেন বিলয়ং যাস্তি শুদ্ধো ধর্মো বিবদ্ধতে ॥ ৫৯ ॥

ধর্মমেষমিমং প্রাহঃ সমাধিং যোগবিন্দমাঃ ।

বর্ষভেষ যতো ধর্মামৃতশারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ । ইতিপূর্বে সমাধিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই সমাধির ফল বর্ণিত হই-তেছে । যে ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন দ্বারা নির্বিকল্পসমাধি আশ্রয় কারতে পারে, অনাদি অনির্বচনীয় জন্মমরণপ্রবাহরূপ ঐ সংসারে তাহার পূর্ব পূর্বজন্মার্জিত পাপ ও পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় । তাহার আর পাপ কর্মের পরিণামফলস্বরূপ নরকভোগাদি নান-প্রকার যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না । এ

পূণ্যকর্মজনিত স্বর্গাদিভোগও হয় না। সেই নির্দিকল্পসমাধিধারা ব্রহ্মবিজ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ ধর্ম বুদ্ধি হইতে থাকে, সেই ধর্মবলে তাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া সচ্চিদানন্দ পবন-রূপে সহিত ঐক্যভাবে সর্বদা পরমানন্দ-ভোগ হয় ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গার্থ। যাহা বা নিযত যোগসমাধি আশ্রয় হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম যোগী বর পূর্বোক্ত নির্দিকল্পসমাধিকে ধর্মমেষ বলিয়া থাকেন কারণ ঐ সমাধিরূপ ধর্মমেষ সহস্র সহস্র ধর্মস্বরূপ ভ্রমতারা বর্ষণ করে। পরন্তু যোগাবলম্বনদ্বারা নির্দিকল্প-সমাধি হইলে পবনরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া অনন্তকাল পরম সুখভোগ হইতে থাকে ॥ ৬০ ॥

ইহা বাসনাজালে নিঃশেষে প্রবিলাপিতে।
মলোন্মূলিতে পূণ্য পাপাণ্যে কর্মসঙ্করে।
মাকামপ্রতিবন্ধং সং প্রাক পবোক্ষাবভাসিতে।
হাসনলব্ধ বোধনপরোক্ষং প্রস্বয়তে ॥ ৬১ ॥

বঙ্গার্থ। পূর্বোক্ত নির্দিকল্পসমাধি হইলে ভ্রান্ত ভাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন মনোবাস আর সংকর্ষেও ছিঁড়া হয় না এবং অসং-
কর্ষেও প্রবর্তি জন্মে না। সমাধিবলে পূর্ব-
কর্মমুক্তকৃত পাপপুণ্য সকল সমূলে ধ্বংস
হইয়া যায়; সুতরাং পূর্বার্জিত সুকৃতিবলে
গর্গদিসুখভোগ ও চকুতিফলে নরকাদি ক্লেশ-
ভাগও হয় না। পরন্তু প্রথমতঃ অপ্রত্যাক-
্ষে পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অনন্তর সেই
পরমতত্ত্ববিষয়ে “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য
তিবন্ধকশূন্য হইয়া করত্ব বস্তুর জায় প্রত্যাক-
্ষে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করে ॥ ৬১ ॥ *

বোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাস্তং দেশিকপূর্বকম্।

বিপূর্বকৃতং পাপং ক্লেশং দহতি বহুবৎ ॥ ৬২ ॥

* আমরা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগী দেখিতে না

অপরোক্ষাভিজ্ঞানং শাস্তং দেশিকপূর্বকম্।

সংসার কারণজ্ঞান তমশচণ্ডভাস্কর ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ। পূর্ব পূর্ব শ্লোকে ক্লেশপূর্ণ সমাধি-
ধারা পরমতত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা বর্ণিত
হইয়াছে, এইক্ষেণে সেই পরমতত্ত্বজ্ঞান সমুদিত
হইলে কি ফল হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে।
যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তৃণকাষ্ঠাদি
নিখিলবস্তু ক্ষণকালমধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে,
সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশ-
ধারা প্রাপ্ত এবং “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য-
ধারা অপ্রত্যক্ষ পরমতত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানরূপ পাপ-
রাশি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে। যৎকালে মানবের
হৃদয়াকাশে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইতে
থাকে। তখন তাহার কোনপ্রকার পাপকর্মো
আশ্রয় ও ভয় কিম্বা পূর্বসঞ্চিত পাপপরিণামও
থাকে না। তখন তাহার সর্বদা পরমানন্দভোগ
হইতে থাকে ॥ ৬২ ॥

পূর্বশ্লোকে অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের
ফল কীর্তিত হইয়াছে, এই শ্লোকে প্রত্যক্ষ
ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের ফল বিবৃত হইতেছে। যেমন

তাঁহাদের কাণ্যকলাপ জানিতে পারি না, সুতরাং উহা
ধারণা করিতেও পারি না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই
কালমুখে ভারতবর্ষে দুইজন মহাত্মার বিষয় প্রামাণিক
গ্রন্থে অবগত হই। উহার মধ্যে একজন জানযোগী
(বুদ্ধ) ও একজন পরমভক্ত (চৈতন্য) (যাহারা অব-
তার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন) তাঁহাদের কাণ্যকলাপ
পর্যালোচনা করিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগী যে কি
বস্তু তাহার আভাস কতকটা বুঝিতে পারি। যদি কখন
পারি তবে বুদ্ধ এবং চৈতন্যচরিত সমালোচনা করিয়া
দেখিব যে বুদ্ধ এবং চৈতন্য কি বস্তু ছিলেন তদ্বারা
অবতারের গুণরহিতও প্রকাশিত এবং আমার রচিত কৃষ্ণ-
চরিত সমালোচনার (যাহা কল্যাণকর মাসিকপত্রিকার
কভকাল প্রকাশিত হইয়াছে ও অবশিষ্টাংশ সময়
বাহির হইবে) অধিকতর স্পষ্টীকৃত হইবে।

জগৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব উদিত হইয়া অখিল-
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার রাশি বিকাশ করিয়া, এই
পরিদৃশ্যমান জগৎ আলোকিত করেন, সেইরূপ
ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের উপদেশদ্বারা লব্ধ ও
“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরমতত্ত্ব-
জ্ঞান অনাদি অপরিদীপ্য হৃৎখের আকরস্বরূপ
সংসারের কারণীভূত অবিদ্যাকে নিবারিত করে,
তখন আর সেই মানবের দেহে অবিদ্যার অধি-
কার থাকে না, সর্বদা সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ
পরমব্রহ্ম হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ
পুঞ্জময় আত্মস্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমানন্দ
প্রদান করিতে থাকেন, তখন আর কদাচ সেই
পরমানন্দভোগের ভ্রাস হয় না ॥ ৬৩ ॥

ইথাং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিশ্বিব্রহ্মনঃ সমা-
ধার। বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদঃ
নরো ন চিরং ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ। সংসারাসক্ত মানবগণ পূর্ব্বোক্ত
নিয়মানুসারে তত্ত্ববিচার করিয়া অর্থাৎ জীব
ব্রহ্মের ঐক্য নির্ণয়পূর্ব্বক পঞ্চকোষময় শরীর
হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা
স্বীয় মনকে নিশ্চয় করিতে পারিলেই সংসার-
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অচিরে নিত্যানন্দময়
সেই পরমপদ লাভ করিতে পারে। পন্থ্য
তাৎপরিগকে আর সংসারমায়ার আবদ্ধ করিয়া
হৃৎখাকর অপার সংসারে নিপতিত কবিত্তে
পারে না ॥ ৬৪ ॥

ক্রমশঃ—

পঞ্চদশী-সরলব্যাখ্যা ও সমালোচনা ।

উপরোক্ত ৫৩ শ্লোক হইতে ৫৮ শ্লোক
পর্য্যন্ত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও সমাধির প্রকৃত
অর্থ ও তাহার লক্ষণ বর্ণিত আছে এবং ঐ
সমাধিকালে মনোবৃত্তি সকল কিরূপ অবস্থায়
থাকে তাহাও বর্ণিত আছে। তৎপরে ৫৯
শ্লোক হইতে ৬৩ শ্লোক পর্য্যন্ত উক্ত সমাধিদ্বারা
কিরূপ শুভফল লাভ হইতে পারে তাহা প্রদ-
র্শিত হইয়াছে এই গ্রন্থের তত্ত্ববিবেক নামক প্রথম
অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমরা প্রথমে
উপরোক্ত ৫৩ হইতে ৫৮ শ্লোকের অর্থাৎ শ্রবণ,
মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি ও তদনুসঙ্গিক
যোগসম্বন্ধীয় ব্যাপার এবং তাহার প্রকৃত সরল
তাৎপর্য্য যতদূর সম্ভব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া
তদনন্তর ৫৯ শ্লোক হইতে ৬৪ শ্লোকোক্ত সমা-
ধির ফল এবং তাহার বৈজ্ঞানিকহেতু সকলের
সরল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিব।

প্রথমতঃ উপরোক্ত ৫৩ শ্লোকে “ইথাং

বাক্যোক্তদার্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।” ইথাং
অনেন প্রকারেণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্য
দ্বারা (তৎ) অর্থাৎ তাহার অর্থানুসন্ধানে
শ্রবণ বলে। এস্থলে পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্য অর্থে
তত্ত্বমস্তাদিবাক্যের (অর্থাৎ জগতো যদুপাদানঃ
ইত্যাদি ৪৪ শ্লোক হইতে ৫২ শ্লোক পর্য্যন্ত) যে
ব্যাখ্যা আছে ঐ ব্যাখ্যার সহিত ঐক্যতার
তৎ (অর্থাৎ ঐ মহাবাক্যের) প্রকৃত অর্থানু-
সন্ধান করিতে হইবে। ঐ অর্থানুসন্ধানে
নামই শ্রবণ। ঐ মহাবাক্যের অর্থানুসন্ধান
কিপ্রকারে এবং কতদূর করিলে ঐ অর্থানু-
সন্ধান শেষ হইয়া অনুসন্ধানকারী ঐ অর্থানু-
সন্ধান মনন করিতে শক্তি হইতে পারে। তাহা
মননের সংজ্ঞা ও লক্ষণদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়।
যেহেতু যুক্তিদ্বারা ঐ মহাবাক্যের তথ্যানুসন্ধানে
চিন্তের নিয়োগকে মনন কহে। ইহাযায়
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক মূলতঃ

পঞ্চভূত যথা ক্রিত্যপ্তেজমকদ্যোম্ । পঞ্চ-
তন্মাত্র, যথা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়,
প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তপ্রভৃতির
অর্থাহুসন্ধানে বাতীত তদতিরিক্ত তত্ত্বমসি মহা-
বাক্যের প্রকৃত অর্থাহুসন্ধান এবং ঐ মহা-
বাক্যের তত্ত্বাহুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগ অস-
ম্ভব । যেহেতু প্রথমতঃ ঐ মহাবাক্যের অর্থাহু-
সন্ধান করিতে হইবে । তদনন্তর ঐ অর্থাহু-
সন্ধান শেষ হইলে উহার তত্ত্বাহুসন্ধানে চিত্তেব
নিয়োগ করিতে হইবে । এক্ষণে তত্ত্বমসি
অর্থাৎ এই জীবাত্মাই সেই পরমাশ্রা ইহার
অর্থাহুসন্ধান করিতে হইলে আশ্রয় বিশে-
ষণই যে জীব ইহার তাৎপর্যাহুসন্ধান আব-
শ্যক । ঐ বিশেষণ গুণবাচক যেহেতু জীব
দৃশ্য, রজ, তম এই ত্রিগুণাত্মক । আশ্রা গুণা-
তীত, অতএব জীব আশ্রয় গুণপ্রকাশক । ঐ
জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র,
শূকর, কুকুর, মেঘ প্রভৃতি পশু, পক্ষী, কীট,
পতঙ্গ ইত্যাদি বহু নামে বিভক্ত, ঐ সকল
উপাধি জীবের জাতিবাচক বিশেষণ, অতএব
ঐ জাতিবাচক ও গুণবাচক বিশেষণ গুণীর
প্রকৃত অর্থ না বুঝিলে জীবের প্রকৃত অর্থ
বোধগম্য হইতে পারে না । এবং জীবের প্রকৃত
তাৎপর্য বোধগম্য না হইলে গুণাতিরিক্ত
আশ্রয় অর্থ কখনই ধারণা হইতে পারে না ।
এইজন্ত ঐ জাতি এবং গুণের অর্থ অর্থাৎ
তাৎপর্য কি, ঐ সকল মনুষ্য গো প্রভৃতি জাতি
এবং তাহার গুণ কিপ্রকারে সৃষ্ট ও উৎপন্ন হইল
ব্রূতি হইলে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবের পঞ্চ-
কায়ের প্রকৃত তাৎপর্যার্থ বোধ এবং তাহার
বিচার আবশ্যক, ঐ সৃষ্টিক্রম ও পঞ্চকায়ের
প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে ক্রিতি, জল, তেজ,
ায়, আকাশ এই পঞ্চভূত এবং গন্ধ, রস, রূপ,
স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃত অর্থাহুসন্ধান

আবশ্যক । যেহেতু ঐ পঞ্চভূত এবং তাহার
সব রজ ও তমগুণ হইতে ক্রমাগত জড়, উদ্ভিদ,
কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে
এবং ক্রমিক পঞ্চকায়ের বিকাশ হইয়াছে ;
অতএব কি প্রাণীতে জড়, উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টি
হইয়াছে এবং ঐ পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে
কিপ্রকারে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞান-
ময় ও আনন্দময়কোষ অর্থাৎ স্থলদেহ, ইন্দ্রিয়,
প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত প্রভৃতি উৎপন্ন হই-
য়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থাহুসন্ধান আবশ্যক ।
এবং উহার এক একটা কোষের অর্থাহুসন্ধান
করিতে হইলে তদন্তর্গত প্রত্যেক তত্ত্ব যথা
অন্নময়কোষস্থ চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি,
মজ্জা, শুক্র, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, শিরা, ধমনি, অঙ্গ,
নাড়ি, রক্তাশয়, পাকাশয় প্রভৃতি দ্রব্যগুলি
কি কি পদার্থে ও কি কিপ্রকারে নির্মিত বা
উৎপন্ন হইল, এবং পঞ্চপ্রাণ নিশ্বাস, প্রেত্বাস,
পাকক্রিয়া, মলমূত্রাদিনির্গমক্রিয়া, উদগারক্রিয়া,
সর্কশরীরে রক্তসঞ্চালনক্রিয়া, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়,
বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু, জননেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানে-
ন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, স্পর্শ, স্বক, একাদশ
ইন্দ্রিয় মন এবং মনোবল সদসদব্রতি অর্থাৎ
১। জ্ঞানাকীর্তি, যথা ভাবগ্রহণ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি,
মানসানুভূতি, স্মৃতি, ধৃতি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি,
২। কামাকীর্তি যথা কাম, ক্রোধ, লোভ,
মদ, দ্বন্দ্ব, হিংসা প্রভৃতি, ৩। মোহাকীর্তি—
যথা ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি, ৪। বেদনাকীর্তি—
যথা ব্যথা, দুঃখ, শোক, হর্ষ, বিবাহ প্রভৃতি,
৫। মহানুভূতিকীর্তি—দয়া, প্রেম, মেহ,
ভক্তি প্রভৃতি, ৬। নিমোহকীর্তি—যথা সম, দম,
তিতীক্ষা, উপরতি প্রভৃতি, ৭। বুদ্ধি—যথা
যুক্তি, বিবেক, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি, প্রত্যেক
কোর কার্য কি তদ্বারা কি ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয়
এবং উহা কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল তাহার

অর্থানুসন্ধান আবশ্যক। ঐ সকল গুরুতর বিষয়ের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে সব, রজ, তম ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে কি প্রকারে সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল এবং কারণ স্বপ্ন, স্মৃতি, ত্রিবিধ সৃষ্টির পর্যায়ক্রম এবং তাহার কার্যপদ্ধতি জানা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ ঐ মহাবাক্যের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে সমগ্র তত্ত্বশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি ষড়দর্শন স্মৃতি, জ্যোতিষ, গণিত, ভূতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমগ্রতন্ত্র, পুণ্য, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা এবং তাহার সম্যকরূপে অর্থগ্রহণ ও তাৎপর্য্য বোধ আবশ্যক। উপরোক্ত সমগ্র বিষয় সম্যকরূপে ধ্রুতদৃষ্টি হইলে তদতিরিক্ত সংপদার্থ উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু আত্মসংযমব্যতীত কোন ব্যক্তি কখনই উপরোক্ত মত জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। ঐ আত্মসংযমের নাম সম, দম, তিতীক্ষা উপরতি বিবিধ বৈরাগ্য। সম অর্থে মনোবৃত্তি সংযম বা মনোবশাস্তি, দম অর্থে ইঞ্জিয়বৃত্তি সংযম, তিতীক্ষা অর্থে শীত, উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসংযুক্ততা উপবতি অর্থে ইঞ্জিয়ার স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্তি বা বৃত্তিনিরোধ। বিবেক অর্থে জ্ঞানের সহিত সদসদ্বিবেচনা, বৈরাগ্য অর্থে ত্যাগ স্বীকার। বেদান্তদর্শন শারীরিক ভাবের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্র। “অথাথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই সূত্রের ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করস্বামী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অথ অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাস্ত এই অনন্তরার্থে অগ্রে সম, দম, তিতীক্ষা, উপরতি, বিবেক, বৈরাগ্যসাধনান্তে, ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে হইবে। অর্থাৎ উপরোক্ত সম দম ইত্যাদি সাধনাব্যতীত কেহই ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানের যোগ্য হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আত্মসংযমব্যতীত পূর্বে

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, তদনন্তর সমাধির অধিকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে চিত্তসংযমব্যতীত একাগ্রতা কখনই হইতে পারে না। একাগ্রতাব্যতীত পূর্বে কঠিনতত্ত্ব মনোনিবেশ কখনই সম্ভবপর নহে। একদিকে কামনার অধীন থাকিয়া বিষয়ানুসন্ধান, অত্রদিকে নিকামভাবে ব্রহ্মানুসন্ধান, কখনই হইতে পারে না। একজন ইংরাজকবি কহিয়াছেন The mirror of the soul cannot reflect both earth and heaven, and the one vanishes from the surface as the other is glassed upon its deep * মানবের অন্তঃকরণের পবিত্রতা মনের বল ও আত্মসংযমব্যতীত, তত্ত্বজ্ঞান কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। পাতঞ্জলযোগ দর্শনানুসারে ধ্যান, ধারণা, সমাধির পূর্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার আবশ্যক এই পঞ্চাঙ্গযোগব্যতীত ধ্যানের অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তার অধিকার জন্মে না। এবং ধ্যানব্যতীত ধারণা হইতে পারে না। ধারণা না হইলে সমাধি হয় না। পাতঞ্জলোক্ত ধ্যান, ধারণা ও আমাদিগের বর্ণিত মনন ও নিদিধ্যাসন উভয় একই পদার্থ। পাতঞ্জলোক্ত যমনিয়ম আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের সহিত বেদান্তোক্ত সম দম তিতীক্ষা উপরতি বিবেকবৈরাগ্যের অনেকাংশ সাদৃশ্য আছে, যদিও পাতঞ্জলযোগে স্পষ্টভাবে শ্রবণের কোন প্রসঙ্গ নাই এবং আমাদিগের উল্লিখিত সম দমপ্রভৃতি আত্মসংযমে ও শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতির মধ্যে আসন ও প্রাণায়ামের স্পষ্ট উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ যোগের দ্বিতীয়ঙ্গ নিয়মের মধ্যে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যায়নের

* সংকৃত দার্শনিক শীমাংসা শিক্ষাতত্ত্ব ৪২ পৃষ্ঠা
প্রস্তাব্য।

ব্যবস্থা আছে ঐ বেদাধ্যয়ন অর্থে বেদ উপ-
নিষদ দর্শন সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্র বুঝাইবে। * আসন
এবং প্রাণায়ামের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে
নিববচ্ছিন্ন একতানমানে তত্ত্বচিন্তা করিতে
হইলে স্থিতিবাসনে বসিয়া ক্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাস-
রোধ আবদ্ধক। বায়ু-কর্কট মনের চঞ্চলতা
জন্মে বায়ুর নিরোধবাতীত মনোরতির নিবোধ
অসম্ভব। গতি (motion) হইতেই বায়ব
উৎপত্তি + মনের নানাপ্রকার ক্রিয়া ঐ
বায়ব ভিন্ন ভিন্ন গতি হইতে উৎপন্ন হয়।
বায়ব গতিবোধবাতীত মনের গতি বা মন-
প্রবাহ কখনই নিকট হইতে পাবে না, মনের
প্রবাহ ও নানাপ্রকার গতি নিকট না হইলে এক
বিষয়ে মন কখনই অবস্থান করিতে পারে
না। স্তববাং নিদিধাসন ও সমাদিব নিমিত্ত
আসন ও প্রাণায়াম আবশ্যক। ভগবদ্গীতায়
ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তার নিমিত্ত আসন ও প্রাণায়ামের
ব্যবস্থা আছে।

বর্ণা—

সুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিতিমাননাশ্রয়ন।
নাভাচ্ছিতং নাতি নীচং চৈলাজিন কুশোদ্ভবম্।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কুত্ৰা যত চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্রাম্যেনে বৃজ্জাদ যোগমাস্থ্যবিশুদ্ধয়ে ॥

ভগবদ্গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১১।১২ শ্লোক।

সর্বদ্বারানি সংযমা মনোভূদি নিকৃদা চ।
মূর্দ্ধাধারীশ্রবণঃ প্রাণ মা স্থিত যোগধাবণাম্।
প্রাণাপানসমাক্রান্তা প্রাণায়ামপরাগম।

ভগবদ্গীতা ৮ম অধ্যায় ১২ শ্লোক।

ললিত বিস্তরগ্রন্থেও প্রকাশ আছে যে

* মৎসরীত দার্শনিক সীমানা শিক্ষাতত্ত্ব ১৮০ পৃষ্ঠা
৫৪৭।

† বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের হিন্দুপত্রিকার
২৪তম বাখ্যা ২৫।৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গৌতমবুদ্ধ বোধিবৃক্ষতলে যখন তত্ত্বজ্ঞানলাভের
নিমিত্ত ধ্যানপরাগম বা চিন্তাগম ছিলেন তখন
তাঁহার আসন স্থিতি ও বায়ব গতি নিকট হইয়া-
ছিল। ঐ বোধিবৃক্ষতলে তত্ত্বচিন্তার পূর্বে
তিনি পিতৃগৃহে তত্ত্বশাস্ত্রাদি অনেক পাঠ
করিয়াছিলেন। পবে সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ করিয়াও
বৈশমিনগরে আবাসিকালগ্ন শাশ্বির শিষ্যত্ব
স্বীকার করিয়া বেদবেদান্ত মতদর্শনাদিপাঠ
করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ দর্শনাদিপাঠের
পূর্বে যে তিনি সমদম প্রভৃতি সম্পন্ন ছিলেন,
তাহা তাঁহার বালাকালে কৃষিগ্রামের জম্বুতক্ষ-
তলে একদিবস অনাহারে তত্ত্বচিন্তাই তাঁহার
উৎকৃষ্ট প্রমাণ। * বাহা হউক সমদম প্রভৃতি
বা যমনিয়ম প্রভৃতি সাধন ও সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান-
লাভ ব্যতীত ব্রহ্মতত্ত্বচিন্তা ও সমাদিব অধিকার
হয় না পাঠপ্রণীতদর্শনোক্ত যম বা সংযমার্ধে
অস্থিরতা, সত্য, অস্তেয়, (পরমজাগ্রতগানিচ্ছা)
ব্রহ্মচর্যা ও অপরিগ্রহ (অর্থ্যাৎ বাসনাত্যাগ)।
নিয়মার্ধে, শৌচ সম্ভোজতপস্তা। অধ্যয়ন ও প্রাণ-
ধান উভার মধ্যে তপস্তা তিনপ্রকার—শাখী-

* চৈতন্য ও বেদবেদান্তাদি সর্বদ্বার শিক্ষা করিয়া
মহাতে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া প্রথম মৌনে ধ্যান
আচাধ্যক্ষপ অধ্যাপনাব কায্য করিতেন এবং সন্ন্যাস
মাসনে প্রতিষ্ঠ হইয়া নীলাচলে মহামহোপাধ্যায় সার্ব
ভৌমিককে বেদান্তবিচারে ও বারাগণীতে সুবোধানন্দ
সংসক্তিকেও বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি
যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযমী ছিলেন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ
আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে চৈতন্যদেব
কখন যোগ অভ্যাস করেন নাই তবে কিপ্রকারে তিনি
যোগসিদ্ধ হইলেন ইহার উত্তর মৎসরীত কৃষ্ণচরিত সমা-
লোচনাৎ আছে যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে
১৯০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় শ্রাবণ মাসের বঙ্গপত্রিকার কৃষ্ণ-
চরিত সমালোচনা দেখিবেন। আর যদি ইন্দ্ৰিয় ইচ্ছার
চৈতন্যচরিত সমালোচনা করিতে পারি তবে উভার উত্তর
বিশদভাবে দিব।

রিক, বাচিক, মানসিক তপ। শারীরিক তপার্ধে দেবদ্বিজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মাননা। শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা। বাচিক তপার্ধে সত্য, প্রিয়, হিতকর ও উদ্বেগরহিত বাক্য প্রয়োগ ও বেদাদি অধ্যয়ন অভ্যাস ও আলোচনা। মানসিক তপার্ধে মনের প্রসন্নতা, সৌম্য ভাব, বাক্যাদিবৃত্তিসংযম, মনোভাব সংযুক্তিকে বৃদ্ধি। আসন অর্থে স্থিতিভাবে অবস্থান। আসন অনেকপ্রকার আছে, প্রাণায়াম অর্থে বায়ুর রেচক, পুরক, কুস্তক, অর্থাৎ বায়ু ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা এবং শরীর মধ্যে বায়ুস্তম্ভন, উহার প্রকৃত তাৎপর্য শরীরস্থ বায়ু গতিক্রিয়ার রোধকরণ। প্রত্যাহার অর্থে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ প্রভৃতি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, অর্থাৎ রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত না হওয়া। ইহা দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভাদি ষড়-রিপু পরিত্যক্ত হয়। এইক্ষণ পাঠকগণ! বুঝিলেন যে বেদান্তোক্ত সমদম তিতীক্ষা উপরতি ও পাতঞ্জলোক্ত ধমনিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতির একই উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে গুরুর আলয়ে পূর্বোক্ত শ্রবণ অর্থাৎ বেদবেদান্তাদি বিদ্যাশিক্ষার সহিত সম, দম, তিতীক্ষা, উপরতি বিবেকবৈরাগ্য বা ধমনিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতি শিক্ষা ও তাহার অভ্যাস আবশ্যক। ঐরূপ সমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া পূর্বোক্ত বেদ-বেদান্তদর্শনাদি তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষাদ্বারা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থানুসন্ধান হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন কিস্তা ধ্যানধারণার অধিকার জন্মে। অতি পূর্বকালে মানবের আধ্যাত্মিকশক্তি প্রবল ছিল। ক্রমে বিষয়ের নানাপ্রকার জটিলতা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিষয়সংঘর্ষণে আধ্যাত্মিক

শক্তির হ্রাস হইয়া গিয়াছে। তৎকালে মানবের আধ্যাত্মিকশক্তি প্রবল থাকায় স্মৃতিশক্তিও অধিকতর তীক্ষ্ণ ছিল। এইজন্য তৎকালে লিপির অধিক প্রয়োজন ছিল না। মানবের যতই স্বভাবিক শক্তির হ্রাস হয়, ততই অভাব পূরণের নিমিত্ত কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হয়। যদি মানসশক্তিদ্বারা অন্তরে অন্তরে সমস্ত মনোভাব বোধগম্য হইতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষে সমস্তই দৃষ্ট হইতে পারে, তবে বাক্য ও ভাষার প্রয়োজনভাব হয়। পরস্পরের মনোভাব বিনিময়ের নিমিত্তই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ ভাষা এক একটা মনোভাব প্রকাশের সাক্ষ্য-তিক শব্দমাত্র। যোগীদিগের আধ্যাত্মিকশক্তি অতীব প্রবলবিদ্যায় অন্তরে অন্তরে ভাব তাঁহা-দিগের নিকট অব্যবহৃত নহে। অর্থাৎ অন্তরস্থ শক্তিসাধন হইতে অন্তরে মনোভাব বিশ্বব্যাপী অদৃশ্য তাড়িৎশক্তিদ্বারা তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে প্রতিভাত ও স্পষ্টীকৃত হইয়া তাঁহাদের জ্ঞান-ক্ষেত্রে প্রতিভাসিত হয়। এইজন্য তাঁহারা প্রায় মৌনব্রতাবলম্বী। অতএব মানসক্ষেত্রে পূর্বোক্ত-ভাব বিনিময়সূচক স্বল্প আধ্যাত্মিকশক্তির হ্রাস হইলেই ভাষার প্রয়োজন হয় ও তৎসহ লিপিবও প্রয়োজন হয় বটে। কিন্তু স্মৃতিশক্তির হ্রাস না হইলে বেদাদিশিক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থ বা পুস্তকাদি-লিপির প্রয়োজন হয় না। যদি বালকেবা গুরুমুখলভ্যবিষয় শ্রবণমাত্রই স্মৃতিগটে চির-অঙ্কিত বাধিতে পারে, তবে লিপিপাঠ বা আবৃত্তির আবশ্যক হয় না। এইজন্যই পূর্বকালে লিপির অধিকতর প্রচলন না থাকায় শিষ্য গুরুর নিকট বেদাদিশ্রুত হইয়া শিক্ষিত হইত। তদ্বৎ বেদকে শ্রুতি বলে এবং উহার শিক্ষা ও অর্থানুসন্ধানকে শ্রবণ বলে। স্বভাবশক্তিব হ্রাসহেতু কৃত্রিম উপায় অবলম্বন আবশ্যক বটে, কিন্তু স্বভাবশক্তির সাহায্যার্থে অল্প আশ্রয়,

র যত্ন, সহজ ও স্বগম্যতার নিমিত্ত কৃত্রিম পায় অবলম্বিত হইলে ঐ কৃত্রিম উপায়হেতু ভাবশক্তির হ্রাস হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ইতি-
শ্রের ও এইক্ষণকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-
পত্র। যেমন এইক্ষণ পাঠ্যপুস্তকের বহুল
পাঠ্য এবং অর্থপুস্তক প্রণীত হওয়ায় বালক-
দের আয়াস শ্রম ও যত্নব্যতীত উহার অর্থ-
পুস্তকের সাহায্যে সহজেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে
বে; কিন্তু স্বভাবশক্তির অল্পশীলনভাবে
সকল পুস্তকের প্রকৃত মর্মগ্রহণ ও সমাক-
শ অর্থবোধ হয় না, বাহ্যবিষয় মানসক্ষেত্রে
বিষ্ট হইয়া জ্ঞানাত্মশীলনরূপ রূপে রঞ্জিত না
লে বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হয় না এবং তাহা
তপটে অধিককাল অক্লিত থাকে না। তদ্রূপ
পিকালে গুরুর আশ্রমে থাকিয়া গুরুমুখে
ব্রাহ্মশ্রবণদ্বারা তাহার প্রকৃতভাব অন্তরে
স্বাক্ষর গ্রহণ ও তাহার অর্থাত্মসন্ধান হইত।
অনন্তর ঋষিদিগের পুণ্ড্রীক আশ্রমের অভাব
বং তৎস্থানে অধ্যাপকদিগের চতুষ্পাটী স্থাপন
চতুষ্পাটীতে ছাত্রদিগের অবস্থান এবং
স্বাক্ষর শ্রবণের পরিবর্তে এতাদৃশিপাঠদ্বারা
রূপ চরিত্রগঠন শিক্ষা ও তাহার ফল হয়
ই। তদনন্তর ঐ চতুষ্পাটীতেও অধ্যাপকের
সংসর্গ ও শিক্ষাদ্বারা যেরূপ চরিত্র গঠন
কা ও জ্ঞানলাভ হইত, বর্তমানকালে বিজ্ঞা-
র সংসর্গ শিক্ষা ও অর্থপুস্তকাদির সাহায্যে
রূপ চরিত্র গঠন ও জ্ঞানলাভ কদাচ হইতে
বে না। * বাহা ইউক আমরা শ্রবণ মনন

* কেহ আধুনিক টোলের ভট্টাচাৰ্য্যদিগের সহিত
মস্তক অধ্যাপকের তুলনা দিয়া উপরোক্ত মত খণ্ড-
ন চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বর্তমান সভ্যতার পূর্বের
মনন, রূপাণ, অগ্ৰাণ শ্রুতি এবং তৎপূর্বের কালি-
ন, তত্ত্ব, শ্রীর্ষ প্রভৃতি একবার স্মরণ করিবেন
হাইলে উক্ত মস্তক সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

ইত্যাদির বাধ্যপ্রসঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের অনেক
দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে পুনর্বার
বক্তব্য বিষয় আরম্ভ আবশ্যক।

পুণ্ড্রীকমত শ্রবণ অর্থ্য বেদদর্শনাদি
শিক্ষাদ্বারা উপরোক্ত জাগতিকতত্ত্ব এবং তদন্তি-
রিত আত্মতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্যাত্মসন্ধানদ্বারা
উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে ঐ শ্রবণ বা পাঠ
সমাপ্ত হয় এবং ঐ অধীতবিষয়ের সমগ্র অর্থ
হৃদয়ঙ্গম হইলে যুক্তিদ্বারা উহার প্রকৃত তত্ত্বাত্ম-
সন্ধান অন্তবেব নিয়োগ আবশ্যক হয়। তৎ-
কালে আর পাঠের বা গুরুমুখে শ্রবণের কিছা
তাহার অর্থাত্মসন্ধানের আবশ্যক থাকে না।
কেবল ঐ মৌলিকতত্ত্ব হইতে এই মানসময়
জগতের বিস্তৃতি এবং পুনর্বার তাহাতে লভোচ
ও সম্মিলন যে প্রকারে হইতে পারে তাহার
কার্য্যপ্রণালী প্রথম বুদ্ধি বা যুক্তিদ্বারা স্বীক-
জ্ঞানের আরম্ভাধীন করিয়া জীবতত্ত্বের এক্য-
শাধন করিবার নিমিত্ত প্রকৃততত্ত্বাত্মসন্ধানের
আবশ্যক হয়; প্রকৃতপক্ষে কারণ হইতে ফল
এবং ফল হইতে কারণ হইতে কারণ পুনঃ
ফল হইতে ফল ও ফল হইতে কারণ পুনঃ
সম্মিলনের শক্তি এবং জ্ঞান আরম্ভাধীনের
নিমিত্ত যে প্রকার চিন্তা তাহাকেই মনন বা
ধ্যান ও নির্দিধ্যাসন বলে। শ্রবণদ্বারা যে
বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়;
তাহাই যুক্তিদ্বারা কার্য্যে খাটাইবার নিমিত্ত
তত্ত্বাত্মসন্ধান অন্তঃকরণের নিয়োগই ঐ মনন।
ইহার দৃষ্টান্ত এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে
যেমন তুমি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া
গতি (motion) তড়িৎ, তাপ, জ্যোতি, আক-
র্ষণ, বিক্ষেপণ, রাসায়নিক, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ,
বিস্তৃতি, সংকোচন প্রভৃতির অর্থাত্মসন্ধান করণা-
ন্তর ঐ অর্থ তোমার বোধগম্য, হইলে তুমি
পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পাঠ সমাপ্ত করিলে। উহাই

তোমার শ্রবণের কার্য শেষ হইল। তদনন্তর তুমি ঐ সকল তত্ত্বচিন্তনদ্বারা উহা কার্যে খাটাবার অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ, টেলিগ্রাফ, ফনগ্রাফ প্রভৃতির জায় নূতন নূতন কঠিন সূক্ষ্ণভৌতিক তত্ত্বাবিকার করিবার নিমিত্ত অন্তর নিয়োগ করিলে ঐ নিয়োগকে ঐ সকল পার্থিবতত্ত্বের মনন বলা ঘাইতে পারে। ঐ অন্তঃকরণ ঐ গুরুতর তত্ত্বানুসন্ধান নিয়োগ করিয়া তৎবিষয় বিগতসন্দেহ (অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্বদ্বারা টেলিগ্রাফ, ফনগ্রাফ প্রভৃতির সূক্ষ্মতর সকল আবিষ্কার হইতে পারে, তৎবিষয় স্থির নিশ্চয়) হইয়া মনের অন্ত বৃত্তি ও ক্রিয়ার নিবোধপূর্বক অবিচ্ছিন্ন একতানমানে স্বীয় অন্তঃকরণ অবিশ্রান্ত ঐ তত্ত্বচিন্তায় নিয়োগ করিলে অতএব ঐ প্রকার অবিচ্ছিন্নভাবে অনন্তমুখ হইয়া একান্ত মনন বা ধ্যান করাকে নির্দিধ্যাসন কহে। প্রকৃতপক্ষে আত্মব্রহ্মতত্ত্ব ঐ প্রকার অবিশ্রান্ত চিন্তাকে মনন ও নির্দিধ্যাসন বলে। ঐ নির্দিধ্যাসনদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অন্তর অবিশ্রান্ত হইয়া বায়ুশূন্যদীপ বৎনিশ্চল হইলে তখন স্বীয় অন্তরাত্মা মন ও বুদ্ধিসহ ধ্যেয়ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া যায়। তখন ধ্যানকর্তা এবং ধ্যানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া কেবল ধ্যেয়ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ আমি ধ্যানকর্তা এবং বা চিন্তা করিতেছি এই বোধ রহিত হইয়া কেবল ধ্যেয় অর্থাৎ চিন্তনীয় বস্তুতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থাকে সমাধি কহে। সমাধি মূলতঃ দুই প্রকার সবিবর্তন-সমাধি, নির্বিকল্পসমাধি। কোন নির্দিষ্ট বস্তু অবলম্বনে যে সমাধি হয় তাহাকে সবিবর্তনসমাধি কহে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে ঐ সবিবর্তনসমাধির মধ্যে কয়েকটি অবাস্তর ভাগ আছে। যথা সবিবর্তক ও নির্বিকর্তক, সবিচার, নির্বিকার সানন্দ ও সম্মিত সমাধি, ঐ সমাধির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যোগদর্শনে বিশদরূপে আছে। তাহার সংক্ষেপ

মর্ম্ম এই, যথা; যে সমাধিদ্বারা ধ্যেয়বিষয়ে সম্যকরূপে পরিজ্ঞান হয়, কোনরূপ সংশয় বিপর্য্যয় থাকে না তাহার নাম সমজ্ঞাতসমাধি চিত্ত হইতে বিষয়ান্তরের সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক চিত্তে পুনঃ পুনঃ ধ্যেয়বস্তুর অভিনিবেশ নাম ভাবনা। সেই ধ্যেয়বস্তু আবার দ্বিবিধ ঈশ্বর ও তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব আবার দ্বিবিধ দৃষ্ট হয় জড় ও অজড়। স্থূল মহাভূত (অর্থাৎ ক্ষিপ্তাপুতেজমরুদ্রোদ্ভূত) সকলকে ইন্দ্রিয় বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া তত্ত্বসকলের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানপূর্বক শব্দ ও অর্থের উল্লেখ সম্ভাবনা সংকারে যে ভাবনা তাহার নাম সবিবর্তক, উহার নাম শব্দসংকীর্ণ অর্থাৎ প্রথমতঃ কোন একই শব্দের উগর লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দে বর্ণা গোত্র প্রভৃতি শব্দেতে একাত্মতা হয়। দ্বিতীয় অস্থাতে ঐ ধ্যেয়পদার্থের জ্ঞাতিবিষয়ে চিত্ত একত্র অনুরক্ত থাকে, তৃতীয় অবস্থাতে ধ্যেয়বিষয়ের অর্থে অনুরাগ অচলভাবে থাকে চতুর্থাবস্থায় ঐ অবস্থাত্তর পরস্পর অধ্যাসরূপে প্রকাশিত হয়। এই সমাধিতে পূর্ণাঙ্গের অনুসন্ধান ও শব্দার্থ উল্লেখ ব্যতিরেকে ধ্যেয় বিষয়ে যে ভাবনা প্রবৃত্ত হয় তাহাকে নির্বিকর্তকসমাধি বলে। প্রকৃতপক্ষে সবিবর্তকসমাধির বিপরীত লক্ষণ ক্রান্ত চিত্তসমাপত্তিকে নির্বিকর্তকসমাপত্তি বলা যায় অর্থাৎ যখন ধ্যেয়বস্তুর শব্দ ও অর্থের ভিত্তি মাত্র থাকে না অর্থাৎ উহার পূর্ণাঙ্গের সংস্পর্শ তাহার ভবিত্তক বিনা কেবল সুষ্পষ্টরূপে সেই ধ্যেয়বস্তুমাত্র চিত্তক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়, তখন নির্বিকর্তকসমাপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত সবিবর্তন সমাপত্তিদ্বারা সবিচার ও নির্বিকারসমাধি নির্ণীত হয়। সবিচার ও নির্বিকার উক্ত সমাধিসূক্ষ্মবিষয়। এই সমাধির মধ্যে বাহ্যে দেশ কাল ও ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম অর্থ প্রতিভা হয়; তাহাকে সবিচার এবং বাহ্যেতে

পল ও ধর্মাদিরহিত কেবল হুঙ্গ তন্মাত্র-
পে প্রতিভাত হয় তাহাকে নির্দিষ্টার বলে।
হুঙ্গ তন্মাত্র অর্থে রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ
ব্যয়। একটি হুঙ্গরূপ তন্মাত্র যথা হুঙ্গ
গাহিতবর্ণমাত্র, ভাবনার সময় ঐ হুঙ্গ লোহিত-
বর্ণ স্থান কাল যথা—ঐ বর্ণ স্বীয় হৃদয়মধ্যে বা
দান একটি নির্দিষ্ট স্থানে আছে এবং ভাবনা
ময়টীও তাহার সহিত সংসৃষ্ট আছে। ঐ স্থান
সংসৃষ্ট হুঙ্গ লোহিতবর্ণের উপরই নিরন্তর
তৎসংযোগই সবিচার সমাধি এবং উহার স্থান
লোহিতবর্ণকে কেবল ঐ হুঙ্গরূপ তন্মাত্রেরই
কান্ত ভাবনাই নির্দিষ্টার সমাধি। সবিতর্ক ও
বচনের মধ্যে প্রভেদ এই যে সবিতর্ককালে
দান একটি স্থলবিষয় অবলম্বনে যথা গো, অশ্ব,
মহা, দেব প্রভৃতি স্থলপদার্থ এবং সবিচার-
কালে কোন একটি স্থলভূত বা ভৌতিক স্থল-
পদার্থ অবলম্বন বিনা কেবলমাত্র হুঙ্গরূপ রস,
গন্ধ, স্পর্শ, গন্ধ, তন্মাত্র ভাবনা ব্যয়। সবিচার
নির্দিষ্টার সমাধি কেবল স্থান কালের অব-
লম্বন ও নিরবলম্বনের উপর নির্ভর করে।
সমাধিকালে সত্ত্বগুণের অত্যন্ত আধিকা-
র্যতা অন্তঃকরণ আনন্দময় হইয়া উঠে। উহা-
ই সানন্দসমাধি। ঐ সানন্দসমাধিকালে
কবলমাত্র তব ভিন্ন কোন মূর্তি ভাবনা না
কে তাহাকে বিদেহ বলা যায়। ঐ সানন্দ-
সমাধিতে নিজের অস্তিত্ব অর্থাৎ আমিষ এক-
কালে বিলুপ্ত ও প্রকৃতিতে লীন হইয়া কেবল
বৈক সত্ত্বমাত্র প্রকাশ পায়, তাহাকে সন্মিত-
ধি কহে।

যখন কোন তত্ত্ব বা অস্ত্র কোন সত্ত্বা চিত্ত
তে বিদূরিত হইয়া চিত্তের ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত
হইয়া কেবল অবিদিত ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তখন
স্নিকরসমাধির উদয় হয়, নির্দিকরসমাধি-
নে মনে কোন বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়

না। মন সম্যক্রূপে নিবৃত্ত হইয়া একাকার
ব্রহ্মময় হইয়া যায়। ঐ অবস্থাটী ভাবনার
বর্ণনা করা যাইতে পারে না। যেহেতু অবাঙ-
মনসগোচর অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত।
যে মহাত্মার নির্দিকরসমাধি হইয়াছে, তিনি
ভিন্ন অস্ত্র কেহই ঐ অবস্থা অনুভব করিতে
পারেন না এবং ঐ সমাধিবান মহাপুরুষ স্বয়ং
বৃত্তিতে পারেন ভিন্ন ভাবাদ্বারাও উহার চিত্ত
অবস্থাও প্রকাশ করিতে পারেন না *।
ইহার কারণ, জগতে এইরূপ ভাবা নাই,
যদ্বা বা উহা যাইতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ও
সবিতর্ক সবিচার প্রীতিসুখ ও বিবেক এই
চারিপ্রকার সমাধির উল্লেখ আছে। তবে
শেবোক্ত দুই প্রকার সমাধি ভিন্ন নামে অভিহিত
বটে; ঐ প্রীতিসুখ ও বিবেকসমাধিই পাত-
ঞ্জলোক্ত সানন্দ ও সন্মিতসমাধির নামান্তর মাত্র।
ঐ সবিতর্ক ও সবিচার সমাধি অবস্থায় গোতম
বুদ্ধের নির্দিকর্ক ও নির্দিকার সমাধি হইয়া-
ছিল †। পাতঞ্জলী বলিয়াছেন “তাএব
সবীজ সমাধিঃ নির্দিকার বৈশারদ্যোহধ্যায়-

* গৌরান্দেব সপ্তগ্রহরি মহামাশের পর যখন
উহার শুভগুণ উহা বৃন্দাবনকালে লিঙ্গাঙ্গা করিচা-
ছিলেন, তখন গৌরান্দ বলিয়াছিলেন যে উহার কারণ
আমি বাক্যাদ্বারা বলিতে অক্ষম। বুদ্ধের নিকট শিষ্য
কর্তৃক ঐ বরতত্ত্ব লিঙ্গাঙ্গিত হইলে তিনিও উহার উত্তর
দেন নাই।

† স্মৃতিপরিভ্রমো বরুণ শূন্তেচার্ণমস্ত নির্ভাসা
নির্দিকর্ক। অতএব নির্দিকার হুঙ্গবিষয়াধ্যায়াত।
সবিতর্কঃ সবিচারঃ প্রীতিসুখং তু বিবেকঃ প্রথমধ্যানং
উপসম্পাদ্য বিহরতি। আত্মসম্যাব চেতসঃ কেতি
ভাব্যং। সবিতর্কঃ সবিচারঃ সমাধিঃ প্রীতিসুখং
দ্বিতীয়ধ্যানমিত্যাদি। উপেক্ষকস্মৃতিমানসবিহারী।
নিশ্চলীকঃ তৃতীয়ঃ ধ্যানরূপসম্যাব্যবিহরতি। লগিত-
বিত্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থ স্তম্ভা।

ঋতন্তরা তত্র প্রজ্ঞা” অর্থাৎ ঐ সকল সমাধি সর্বাঙ্গ ও নির্বিকার সমাধি হইলে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়। তন্মাত্র নিরোধে সর্ববৃত্তি-নিরোধঃ নির্বীজ সমাধি” তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতাঙ্গ সে বৃত্তিটীও লুপ্ত হয় সুতরাং তখন সর্ববৃত্তিনিরোধহেতু প্রকৃত নির্বীজ বা নিশ্চরীক সমাধি জন্মে। চিত্ত তখন নিরাবলম্ব, স্বরূপ শূন্যের জায় (না থাকার মত) হয়, তৎকারণে তখন অগ্নিঃখ উপেক্ষা স্থিতি প্রভৃতি মনোবৃত্তি আদৌ অনুভূত হয় না। ইহাই সর্বযোগেয় শেষপ্রাপ্তি, ইহারই নাম নির্বিকল্পসমাধি *।

প্রকৃতপক্ষে এ সমাধিকালেও মনোবৃত্তি একেবারে ধ্বংস হয় না। তবে তৎকালে চিত্ত-বৃত্তি বিষয়ক জ্ঞান থাকে না। তাহার কারণ চিত্তবৃত্তি সকল পরব্রহ্মে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পরমাশ্রবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি অনুভব হয় না। কিন্তু যখন সমাধিভঙ্গ হয়, তখন সমাধিকালে মনোবৃত্তি যে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ছিল ইহা স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়।† ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি সমাধিকালে মনোবৃত্তি না থাকিত তাহাই হইলে সমাধিভঙ্গকালে ঐ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ অরণ হইত না।

* প্রেমভক্তিবারা ও সমাধি হইতে পারে বৈকল্যগণ উহাকে দশা কহেন কিন্তু পৌরাণিক শিষ্যগণকে সর্বি-কল্পযাতী নির্বিকল্পসমাধি শিক্ষা দেন নাই। যেহেতু ভক্তিবোধের উদ্দেশ্য জীব ব্রহ্মে পৃথকজ্ঞান, তাহা না হইলে উপাত্তের উপাসনা হয় না। তাহার ভক্তিবোধের দশা আমাদের উল্লিখিত সানন্দসমাধির তুল্য। ইহা ক্রমে ব্যাখ্যাত হইবে।

† বিংশত বর্ষের হিন্দু-পত্রিকার ৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে দ্বিত্যকালে মনোবৃত্তি অজ্ঞান ভোমসরে আচ্ছন্ন থাকে অর্থাৎ অচেতন থাকে এবং সমাধিকালে জ্ঞানময় ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকে উভয়ই জাগরণকালে অরণ হয়, ইহা দ্বারা হৃদয় ও জরীর অবস্থার পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম এবং প্রযত্নদ্বারা ই মনোবৃত্তির উৎপত্তি হয়। কর্ম এবং যত্ন না থাকিলে মনোবৃত্তি থাকে না। সুস্থপ্রিকালে কর্ম প্রকৃতিতে (অবিদ্যায়) মগ্ন হওয়ায় ও তৎকালে যত্ন না থাকায় মনোবৃত্তিও অবিকাশিত হয় নির্বিকল্পসমাধিদ্বারা সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় হওয়া এবং তৎকালে প্রযত্ন না থাকায় মনোবৃত্তির ক্রিয়া থাকে না বটে; কিন্তু সমাধির প্রারম্ভে অন্তঃকরণের যে যত্ন থাকে, সেই যত্নই মনোবৃত্তিসমূহকে পরব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া দেয়। তৎকালে প্রযত্ন না থাকিলেও মনোবৃত্তি ব্যাঘাত হয় না।

সমাধি প্রারম্ভে বারম্বার প্রযত্নহেতু অত্যন্ত পটুতাজনিত একটা সংস্কার উৎপন্ন হয় ঐ সংস্কার সমাধিকালেও বিলুপ্ত হয় না। এইরূপ সমাধিকালে মন যে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়, তাহা ব্যাধিত অর্থাৎ সমাধিভঙ্গকালে অরণপুণ্যে উদ্ভূত হয়। সুস্থির জায় সমাধিকালে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকে না। তবে বিষয়জ্ঞানের ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন থাকায় ব্যাধানকালে ঐ জ্ঞান মূর্তের আশ্রয় স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে পূর্বোক্ত সংস্কারই সমাধি ও ব্যাধানে মধ্যে সংজ্ঞবহুত্বরূপ থাকে।

দর্শনাদি সম্যাকরূপে পাঠ এবং অর্থের বোঝাই হইলেও পরমাত্মার ও জীবাত্মার একত্ব ও পৃথকত্ব-সম্বন্ধে যে একটা আশ্চর্যজনক সংস্কার আছে তাহা হঠাৎ ধারণা হয় না “দ্বৌ স্বপণা ভবতো ভ্রাক্ষণোহংশভূতন্তথৈতর ভোক্তা ভবতি অস্তো হি দাকী ভবতীতি” “বৃক্ষধর্মে তৌ তিষ্ঠা অতো ভোক্তাহভোক্তারৌ” “দ্বা স্বপণা দ্বা সখরা সমানঃ বৃক্ষঃ পরিব স্বজাতো। তয়োরাণা পিঙ্গলং স্বাঘন্তানম্নতোহি ভিত্তিকীর্ণীতি।”

অর্থাৎ জীব ও জীবর এই উভয়ই ব্রহ্ম

অংশ উঠার মধ্যে ইতর জীবভোক্তা হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বর অভোক্তা এবং সাক্ষীমাত্র থাকেন। এই বিনাশ ধর্মশীল দেহরূপ বৃক্ষে টাহাবা দুইটা পক্ষীস্বরূপে অবস্থান করেন এবং ভোক্তা এবং অভোক্তা হইবেন। এই দোঁচে জীবাশ্ম ও পরমাশ্মা উভয়ই ব্রহ্মাংশ। অগচ জীবাশ্মা ভোক্তা পরমাশ্মা সাক্ষীস্বরূপ। এই স্বরূপের বেদবেদান্তাদিশ্রবণান্তেও হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতীত কঠিন, তাহা ভগবদগীতাকার গীতায় স্পষ্টাক্ষেপে স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

আশ্চর্য্যাবৎ পশুতি কশিচিদেনং আশ্চর্য্যাবদ-
নদতি ততৈব চাভ্যং । আশ্চর্য্যাবতেন-মতঃ
শৃণোতি শ্রদ্ধাপোনং বেদন চৈব কশিচৎ ॥

বঙ্গার্ণ। কেহ আশ্মাকে আশ্চর্য্যাবৎ দেখেন,
সেইরূপ কেহ ইতাকে আশ্চর্য্যাবৎ বলেন। অতঃ
কেহ ইতাকে আশ্চর্য্যাবৎ শুনেন। কেহ ইতাকে
শ্রবণ করিয়াও জানেন না।

গীতা ২য় অধ্যায় ২৯ শ্লোক ।

উপলোক্ত দুইটা পক্ষীই ঈশ্বর এবং জীব
ইহাই ব্রহ্মাংশ এবং এক অদ্বিতীয়। ঐ ভাবটা
হৃদয়ঙ্গম হইলে তত্ত্বমস্তাদিবাচ্যও হৃদয়ঙ্গম
হয়। কিন্তু পূর্বোক্তমত বেদবেদান্তাদি সমস্ত
দর্শন, স্মৃতি, পুর্বাণ, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি পাঠ-
দ্বারা হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তবে পাতঞ্জলোক্ত
চারিপ্রকার সবিবর্তন ও নির্বিকল্পসমাধির
প্রকৃত ধর্ম ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে বেদোক্ত
তত্ত্বমস্তাদিবাচ্যের অর্থ্য জীবাশ্মা পরমাশ্মার
স্বভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ঐ
হৃদয়ঙ্গমের নিমিত্ত চিন্তার নামই মনন। ঐ মনন
নিদিধ্যাসন এবং সমাধিধারা পূর্বসংকীর্ণিত কর্ম-
কীটের ধ্বংস হয় ও শুদ্ধ ধর্মপরিবর্তিত হয়
বলিয়া বর্ণিত আছে। তাহারও প্রকৃত তাৎপর্য্য
নিম্নোক্ত বর্ণনারা বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে।

উক্ত তত্ত্বমস্তাদিবাচ্যের বা জীবাশ্মা পরমাশ্মা-

স্বকীয় বিচারের পূর্বে ভগবৎগীতার কয়েকটা
শ্লোকের উপর লক্ষ্য করা আবশ্যক। ঐ গীতার
দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্মা, অক্ষয়,
অনধ্বং, অপরিবর্তনীয়, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত
শাস্ত্রতঃ ইত্যাদি উপদেশ দিয়া, আবার সেই
মুহূর্ত্তেই তাহার নিজের আশ্মা ও অর্জুনের
আশ্মার জ্ঞানসম্বন্ধে পার্থক্য দেখাইয়াছেন ও
আশ্মার জন্ম স্বীকার করিয়াছেন। যথা “হে
অর্জুন! তোমার এবং আমার অনেক জন্ম
হইয়াছে; কিন্তু তুমি তোমার পূর্বজন্মের বিষয়
কিছুই জান না। আমার পূর্বজন্মের বিষয়
আমি সমস্তই অবগত আছি” এস্থলে যেহেতু
পুনঃজন্ম কখনই হয় না। কৃষ্ণ এবং অর্জুনের
আশ্মার পুনঃজন্মের কথাই হইতেছে। আর
কৃষ্ণের আশ্মা যে অর্জুনের আশ্মাপেক্ষা উন্নত
তাহাও প্রকাশ হইতেছে। আশ্মার উন্নতি
স্বীকৃত হওয়ায় পরিবর্তনও স্বীকৃত হইতেছে।
এই দুইটা বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে হইলে,
দেহরূপ বৃক্ষের দুইটা পক্ষীর মধ্যে একটি ভোক্তা
অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করেন অতটা সাক্ষীদর্শক-
মাত্র, কিছুই ভোগ করেন না। এই দুইটা
পক্ষীর প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।
শ্রীকৃষ্ণের প্রণমোক্ত অক্ষর অনধ্বং, অপরিবর্ত-
নীয়, অজ, শাস্ত্রতঃ, আশ্মাই অভোক্তাদর্শক।
আর শেযোক্ত আশ্মাই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও
অর্জুনের পৃথক পরিবর্তনশীল আশ্মা) ভোক্তা
জীবাশ্মা।

এইক্ষণে এই তর্ক উখিত হইতে পারে যখন
উভয়ই ব্রহ্মাংশ এবং তৎ+তৎ+অসি=সেইই
তুগি অর্থাৎ উভয়ই এক। তখন পরমাশ্মা
অজ শাস্ত্রতঃ, অপরিবর্তনীয়দর্শক কেন? এবং
জীবাশ্মাই বা জন্মশীল ও অপরিবর্তনশীলও
ভোক্তা কেন? এবং উভয় এক হইয়াই বা
পৃথকের জ্ঞায় কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা

যদিও বিগত বর্ষের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র-মাসের হিন্দু পত্রিকায় আমার কৃত এই গ্রন্থের কারণ স্বপ্ন ও স্থলদেহ ব্যাখ্যা ও অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিচারের মধ্যেই বিশদভাবে আছে তথাচ পাঠকগণের বৃদ্ধিাব অগণ্যাকৃত সহ-জ্যোপায়ের নিমিত্ত সংক্ষেপে ও সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। বর্তমান বর্ষের বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসের হিন্দু পত্রিকায় আমার রচিত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে আভ্যন্তরীণ তেজ হইতে বস্তুদ্রবকারী বা দ্রাবক-শক্তির বিকাশ হইয়া জলেব সৃষ্টি হয় এবং জল ঘনীভূত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়; তেজ, জল ও মৃত্তিকা হইতে জড়, উদ্ভিদ, জীব, জন্তু সমস্তই উৎপন্ন হয়, এবং ঐ তেজের জ্যোতি (আলো) হইতে সমস্ত পদার্থ বিকাশিত হয়। তেজই জগতের মৌলিক পদার্থ। তেজই সর্বত্র বিরাজমান উহা তাপ ও জ্যোতি হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন ও বিকাশিত হয়। মনে কবন্ যেন তেজই ব্রহ্ম জলই তাড়াব প্রকৃতি এবং পৃথিবীই যেন মহত্ত্ব বা মহৎব্রহ্ম যথা—

মমযোনী মহদ্রুদ্র তস্মিন্ গর্ভং দদামাহং ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারতঃ ॥

পৃথিবী মাতার গর্ভে জলরূপ শোণিতে ও তেজরূপ শুক্রদ্বারা সমস্ত জড় ও চেতনপদার্থ উৎপন্ন হয় এবং আলোকদ্বারা বিকাশিত হই-তেছে। ঐ তাপ এবং জ্যোতিই ব্রহ্মাংশ। উহাই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তি। মৌলিক আধ্যাত্মিক তেজের হ্রাসবদ্ধি বা ক্ষয় নাই সমুদ্ভূত। ঐ সর্বব্যাপী তেজই যেন পরমাত্মা। ঐ তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় অতএব ঐ জল পৃথিবী এবং পার্থিব সমস্ত পদার্থই তেজের বিকাশ। পূর্বোক্ত জলীয় ও পার্থিব অণুস্থিত যে অস্তুনিহিত গুহ্যতেজ আছে ঐ তেজের প্রতিবিম্বনে ঐ জল ও মৃত্তিকা

পার্থিব পদার্থে পরিণত হয়। জ্যোতিও ঐ পদার্থাকারে বিকাশিত হয় এবং ঐ পদার্থে যে সকল গুণ আছে সেই সকল গুণাক্রান্তও হয়। বিশ্বস্থ যে প্রত্যেক পদার্থ দৃষ্ট হয় ঐ দৃষ্টিব কারণ এই যে ঐ পদার্থাস্থত জ্যোতি বা আলোক ঐ পদার্থাকাষে প্রতিবিম্বিত হইয়া চক্ষে প্রতিভাত হওয়ায় ঐ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঐ পদার্থমিশ্রিত আনবিককিরণ ঐ পদার্থময় হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক-তেজ বা জ্যোতি বিরূত হয় না। ঐ পদার্থে তাহার প্রতিবিম্বনই বিরূত হয়। ঐ তেজের প্রতিবিম্ব তাপের আনবিক অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব আছে বলিয়াই চক্ষে প্রতিভাত হয়। ঐ মৌলিক অবিরূতজ্যোতিই যেন পরমাত্মা এবং উহার পদার্থাকারে প্রতিবিম্বনই যেন জীবাশ্ম। পাশ্চাত্য কোন কোন প্রধানবৈজ্ঞানিক স্বীকার করেন যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে (অতি স্বল্প ক্রিয়াপ্রবাহরূপ) আভ্যন্তরিক একটা স্বল্প আদর্শ আছে তাহাই প্রকৃতমূর্তি, বাহ্যমূর্তি বা আকাব তাহাব স্থলাবরণমাত্র * ঐ বাহ্যবস্তুর ক্রিয়াব বোধ হইলে (অর্থাৎ মৃত্যু হইলে) ঐ আভ্যন্তরীণ আদর্শ অর্থাৎ স্বল্প (ছায়াব চায়) মূর্তির ধ্বংস হয় না উহা ইথারে থাকে +। যদি শুদ্ধতৈজস-অবিরূত জ্যোতির সহিত পবমাআর তুলনা হয় তবে বস্তুবিশেষের স্বল্প আদর্শ জ্যোতি বা স্বল্পপদার্থাকারে জ্যোতির প্রতি-বিশ্বকে জীবাআর সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে

* বিগত বর্ষের পৌষ হইতে চৈত্রমাসের হিন্দু-পত্রিকায় (আমার কৃত পঞ্চদশী ব্যাখ্যায়) ২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উহাতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত আদর্শ স্বল্পমূর্তি অবৈজ্ঞানিক নহে। উহাই বেদান্তোক্ত লিঙ্গদেহ ও মহামূর্তির মহৎ সজ্জ (আত্মার) সহকারী জীব।

। ইহার, আকাশের একটী অবস্থানান্তর আকাশস্থ কিন্তু ইহার দৃষ্টির অতীত স্বল্প হইলেও শূন্য নহে।

পাবে। ঐ পদার্থের গুণ ও ধর্মাদ্বয়সারে জ্যোতিষ বিকাশ অবিকাশ (উন্নতি অবনতি) নির্ভব করে। ঐ জ্যোতিষ যখন চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ তখন পার্থিব পদার্থে (জীবে) উহার যতই বিকাশ হইবে ঐ পদার্থের অর্থাৎ জীবের ততই উন্নতি বলা যাইতে পারে। অতএব গীতার ত্রীকুণ্ণের উভয় উক্তির সামঞ্জস্য ও তত্ত্বমসি মহাবাক্যের কথঞ্চিৎভাবে প্রদর্শিত হইল। এইক্ষণ উদাহরণ ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। ইতিপূর্বে কাবল স্বপ্ন ও স্বপ্নদেহ এবং পঞ্চকোষ বিচারকালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মা যখন কেবল আনন্দময়কোষ সংস্পৃষ্ট থাকেন তখন আত্মা কেবল আনন্দময়, যখন আত্মা কেবল বিজ্ঞানময়কোষ সংস্পৃষ্ট থাকেন, তখন আত্মা বিজ্ঞানময় (বুদ্ধিময়), যখন মনোময়সংস্পৃষ্ট থাকেন তখন মনোময়, প্রাণময়কোষ সংস্পৃষ্টকালে প্রাণময়, যখন অন্নময়দেহের সংস্পৃষ্ট হন, তখন এই শরীরময় হন। এই জাগরণকালে আত্মা যখন শরীরময় থাকেন, অর্থাৎ এই শরীরই আমি বা আত্মা, এই শরীরের সুখ দুঃখ আমার সুখ দুঃখ এইরূপ বোধ থাকে, তখন পরম্পর আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, (বুদ্ধি) মননময়, প্রাণময়কোষের দ্বারা ঐ অন্নময়কোষে অর্থাৎ শরীরে পতিত হওয়ায় যথাক্রমে সুখ, বুদ্ধি, চিন্তা ও কামক্রোধাদি * মনোবৃত্তি সমস্তই এই শরীরের ধর্ম প্রতীয়মান হয়। এই পঞ্চকোষের অভিমাত্র্যগত অর্থাৎ পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্নতাই

* প্রকৃতপক্ষে স্বপ্ন আনন্দময়কোষের, বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কোষের, চিন্তা ও কামক্রোধাদিময়কোষের, কুৎসিপাপা প্রভৃতি প্রাণময় ও অন্নময়কোষের ধর্ম। স্বপ্নদেহাভিমান বা দেহের আকর্ষণ ব্যতীত পার্থিব বিষয় বুদ্ধি চিন্তা কামক্রোধাদির বাহ্যবিকাশ হইতে পাবে না।

আত্মার মুক্তি। উহাই আত্মার মুক্ত ধর্ম, যেহেতু তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্মই তাঁহার স্বীয় স্বভাব। আর দেহাভিমানই তাঁহার বিকৃত স্বভাব। এইস্থানে একটা তর্ক উদ্ভূত পারে যে পঞ্চকোষ মুক্ত হইলে আর জীবভাব থাকে না। তখন ঈশ্বর ও জীব পার্থক্য থাকে না, তখন একই ব্রহ্মমাত্রী অবশিষ্ট থাকে, পাপপুণ্য কিছুই থাকে না, তবে আত্মার আবার বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ ধর্ম কি? ইহার উত্তর আমায় কৃত মুক্তি বা অমরত্ব নামক (বিগতমাসেব) প্রবন্ধে বিশদরূপে আছে এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দে হিন্দু-পত্রিকায় ঈশ্বরে সর্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতাপ্রবন্ধেও আলোচিত হইয়াছে। জীবের অহংভাব বিনষ্ট ও জীব পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মময় হইলেও সেই অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞানের স্থিতি বিলুপ্ত হয় না। নিশ্চল জলবিন্দুসমুদ্র প্রাপ্ত হইলেও সেই নিশ্চল জলবিন্দু বা ঐ জলবিন্দু সেই নিশ্চল জলবিন্দু হয় না। ঐ নিশ্চলতাই স্বভাব ও মুক্ত ধর্ম। ঐ পঞ্চকোষ হইতে মুক্তির নিমিত্ত দেহের অভিমাত্র্যগত কার্যপ্রণালীই পূর্বোক্তযোগ। অর্থাৎ যোগদ্বারা দেহাভিমান প্রভৃতি দূরীভূত হয় এইজন্ত যোগই মুক্তির কার্যপদ্ধতিস্বরূপ। প্রথমতঃ স্তব্ধ নিকট উপদেশ বা গ্রন্থাদি পাঠদ্বারা শ্রবণ বা পাঠ শেষ হইলে তত্ত্বমাত্রাদিবাক্যের অর্থ বোধগম্য হয়। উহার নাম পরোক্ষজ্ঞান। ইহা দ্বারা সমস্তই পরোক্ষভাবে বোধগম্য হয় বটে, কিন্তু স্বাভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভূত হয় না। তবে প্রবৃত্তি তদভিমুখী হয় তদনন্তর মনন ও নির্দিধ্যাসনদ্বারা মনন অধিকতর ব্রহ্মভিমুখী হইতে থাকে। যখন উহার প্রতিবন্ধকস্বরূপ অজ্ঞানতা ক্রমে দূরীভূত ও পূর্ণকৃত পাপ সকল জ্ঞানায়িত হইয়া

হইতে থাকে তখন আত্ম সমাধি দ্বারা পঞ্চকোষ হইতে বিমুক্ত হন ও আত্ম ব্রহ্ম জ্ঞানকরা মলক-বৎ প্রত্যক্ষ হয়। পূর্বোক্ত সবিতর্ক, সবিচার, নানন্দ বা প্রীতিস্বথ স্মৃতি বা বিবেকজসমাধি দ্বারা কোষচতুষ্টয় হইতে আত্মা বিমুক্ত হইয়া নির্মূল সত্ত্বগুণজনিত প্রীতিস্বথ অমৃতত্ব কবেন (ইহাই বুদ্ধিগাহ মতীন্দ্রিয় স্বথ) তদন্তর নির্বিকল্পসমাধি দ্বারা শেষ আনন্দময়কোষ হইতেও বিচ্ছিন্ন হন ও স্বয়ং ব্রহ্মময় হইয়া যান। ঐ ব্রহ্মানন্দবাক্যও মনবুদ্ধি অতীত। প্রথমতঃ সবিতর্ক ও নির্বিকর্তক সমাধি দ্বারা (অর্থাৎ স্থল-ভূতের চিন্তনদ্বারা) স্থূলভৌতিকদেহের স্থূল-জগতের উপর যখন আধিপত্য জন্মে তখন দেহাত্মজ্ঞানব হিত হয় অর্থাৎ অন্নময়দেহের উপর এবং স্নোপুত্রাদি ও ধনসম্পত্তির উপর অহং মমত্ব জ্ঞান থাকে না। তদনন্তর সবিচার ও নির্বিকর্তক সমাধি দ্বারা যখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দে উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মে তখন ইন্দ্রিয়াত্ম জ্ঞান তিবোধিত হয়। এই সমাধির সময়ই বড়ই ভয়ঙ্কর সময়, যখন সূক্ষ্মজগতের রূপবসাদি তন্মাত্রের সহিত সংঘর্ষণ হয়। তখন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিদ্বারা সৃষ্ট রূপবতী কামিনী উৎকৃষ্ট সূত্রাদি ও গন্ধদ্রব্য স্পর্শ ও স্বর্গীয় সঙ্গীত অমৃতভূত, দৃষ্ট বা অন্তরে উপভোগ করা যাইতে পারে। এই সময় ইচ্ছার গতি ভিন্ন পথা-বলম্বী হইতে পারে অর্থাৎ অনেক যোগিগণ সমাধির এই পর্য্যন্ত উঠিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। ষোড়শা যোগের এই পর্য্যন্ত উঠিয়া পূর্বোক্ত প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন সেই সকল যোগিগণও অনেক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শাইতে এবং সূক্ষ্মজগতের উপর আধিপত্য করিতে ও মন্যবাদিত রসসকল উপভোগ

করিতে পারেন। বুদ্ধদেবের সমাধিকালে যে মানবিজয়ের (অর্থাৎ কামনা জয়ের) প্রসঙ্গ এবং নাবের (মদনের) সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের যে প্রসঙ্গ আছে। তাহা তাঁহার এই সবিচার সমাধিকালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের বিষয় এবং মানবিজয় সম্বন্ধে ললিতবিস্তরগ্রন্থে বহুল বর্ণনা আছে। মহাদেবের মদনভঙ্গ ও ঐ মানবিজয় ভিন্ন কিছুই নহে। এই সবিচার ও নির্বিকর্তক সমাধি সমাপ্ত ও ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান তিরো-হিত হইলে, বিজ্ঞানময় আত্মার প্রীতিস্বথ অনু-ভব হয় ও বুদ্ধি তখন আত্মার সম্পূর্ণ বশীভূত হয় এবং পার্থিব আশিষ্টজ্ঞান তিবোধিত হইয়া প্রকৃত বিবেকের উদয় হয়, তখন স্বতন্ত্রতানামক প্রজ্ঞালোকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নন্দদর্পণের স্থায় হয়। বুদ্ধদেবের তাহাই হইয়াছিল, ইহাবই নাম বখা-ক্রমে পাতঞ্জলোক্ত মানন্দ ও স্মৃতিসমাধিও বুদ্ধিশাস্ত্রোক্ত প্রীতিস্বথ ও বিবেকজসমাধি। এই সমাধি শেষ হইলে পূর্বোক্ত প্রজ্ঞা বা বিবেক পরব্রহ্মে মিশিয়া, সেই পরব্রহ্ম জ্ঞান বিকাশিত হয়। প্রজ্ঞারূপ দীপালোক উজ্জ্বল না হইলে অজ্ঞানরূপ অন্ধকাব পণ অতিক্রম করা যায় না অর্থাৎ অন্ধকাবে দীপালোকের প্রয়োজন বটে, কিন্তু স্বয়ং সূর্যের প্রথর কিরণে উজ্জ্বল দীপা-লোক মন্দীভূত হইয়া সেই সৌরকরে মিশিয়া যায় ও সমস্ত তম বিদূরিত হয় এবং জীব পদ-পদ প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম নির্বিকল্পসমাধি। পঞ্চদশীগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তত্ত্ববিবেক বর্ষা-ধিক পরে সমাপ্ত হইল। আগামী পত্রিকা ২য় অধ্যায়ের ভূতবিবেক ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল। অলমতিবিস্তরণ।

ক্রমঃ—

ত্রিশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মনাত্মবিবেক ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

তত্ত্বাত্মনাত্মবিবেকবিচারেইদিকানো নাহুত্ ।

তাহারই আত্মনাত্মবিবেকবিচারে অধিকার
পাছে, অস্ত্রের নাই । (১)

তত্ত্বাত্মনাত্মবিচারঃ কৰ্ত্তব্যোহস্তু ।

তাহারই কেবল আত্মনাত্মবিচার কৰ্ত্তব্য ।

গণা ব্রহ্মচারিণঃ কৰ্ত্তব্যাস্তবং নাস্তি তথাভ্যং
ত্ৰিবাং নাস্তি ।

সেবক ব্রহ্মচারীর কৰ্ত্তব্যাস্তব নাই সেইরূপ
ধন-চতুর্ধয়সম্পন্ন ব্যক্তির কৰ্ত্তব্যাস্তব নাই ।

সাধনচতুর্ধয়সম্পত্ত্যভাবেওপি গৃহস্থানামাত্ম
বিচারে কিয়মানে সতি তেন প্রত্যাবাস্য
স্তি কিস্ত্যত্র শ্রেণো ভবতি ।

সাধন-চতুর্ধয়সম্পত্তি অভাবেও গৃহস্থদিগের
আত্মনাত্মবিচার রূত হইলেও তাহাদ্বারা প্রত্য-
াবাস্য নাই, কিন্তু অতিশয় সঙ্গল হয় । (২)

(১) সমনম সাধনাত্মর ব্রহ্মবিচার কবা কৰ্ত্তব্য
বিষয়ে ভগবান্ বাদব্যবধি ও বেদান্তদর্শনে প্রথম-
ায়ে প্রথমপাদে প্রথমতঃ “অপাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”
ই “অথ” শব্দদ্বারা অবতারণা কবিয়াছেন এবং ঐ শূত্র
ায়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও “অথ” শব্দের বহুব্যাবৃতি
বিধায়েছেন । বিস্তৃতবশতঃ আর পুনরুক্তি করিলাম না ।
পসংহারকালে শারীরকভাষা লিখিয়াছেন যে—

“তদাৰম্ভণমেন যথোক্তসাধনসম্পত্তানন্তর্য্যমুপদিগতে ।”
এবিষয়ে বেদান্তসারের স্মৃতি প্রবণ বচনোক্ত
বিধায়েছেন যে ;

“প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায প্রক্ষিপ্যদোষায় যথোক্ত
ধাৰিণে । গুণাবিত্যায়ুগত্যয় সৰ্পা প্রদেয়মেতৎ সকলঃ
মুক্বে ।

অর্থাৎ শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, দোষবরহিত, আজ্ঞাবহ,
গুণবিত ও সৰ্পদ্বারা অগুণতঃ একরূপ শিবাকে এই সকল
প্রদেয় দিবে ।

(২) এবিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮ প্রপাঠকে ৭

দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারং ভক্তিসংযু-
তাদ্ গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ ক্লৃষ্ণশ্রুতিফলং লভে-
দিত্যুক্তং ।

প্রতিদিন গুরুসেবাস্বারা লব্ধ (১) ভক্তি-
পণ্ডে ১ মস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে “সমস্পাদ্য লোকানাপ্রোতি
সর্পাণ্ড কামান ।” সেই আজ্ঞা অতঃ হইলে সর্পলোক
ও সর্পকাম প্রাপ্তি হয় ।

(১) গুরুসেবা ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না এবিষয়ে
ছান্দোগ্যোপনিষদে ৭ প্রপাঠকে একটি আখ্যায়িকা আছে
যে নারদমনি সমুদ্রায় বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াও
মনঃকুমাৰ স্বর্গের নিকট গিয়া কহিতেছেন ;—

“সৌচঃ ভগবোমহমবিদেবামি নাত্মবিৎ প্রতং জ্বেষ
মে ভগবদুপশেষাত্তব শৌকমাত্মবিদিতি সৌচঃ ভগবঃ
শোচামি তং যা ভগবাক্তো কল্প পাতং তারয়তি ।”

অর্থ । ভগবন্ । আমি নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া
মহর্ষি হইয়াছি কিন্তু আত্মবিৎ হইতে পারি নাই ।
আমি ভগবান্ আচার্য্যের নিকট গুনিয়াছি যাহারা
আত্মজ্ঞানী তাহারা শৌক হইতে পরিচাল পাইতে
পারে । ভগবন্ । আমি আত্মতত্ত্ব না জানিয়া শৌকে সন্তুষ্ট
হইতেছি । ভগবন্ । আমাকে শৌকসাগর হইতে পার
করন্ ।

এবিষয়ে ঐ উপনিষদে ৮ প্রপাঠকে ৭ পণ্ডে ৩ মস্ত্রে
আরও একটি আখ্যান আছে যে “তৌহদাত্মিংশতং
বর্ধানি ব্রহ্মচর্য্যমুত্তমতঃ” — ইহার ভাষ্যে ঐশ্বর্য্যচার্য্য
লিখিয়াছেন “তো ইন্দ্রবিরোচনো” ই গদ্য ভাষ্যিংশতং
বর্ধানি শুদ্ধা পুরো ভূষা ব্রহ্মচর্য্যমুত্তমতঃ বক্তো ।
অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ই শুদ্ধসমীপে গমনপূর্ব্বক
স্বাত্মিংশব্দ গুরুশ্রুত্যা তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান
কবিয়াছিলেন ।

এবিষয়ে বেদান্তসারের লিখিত আছে যে বধা ;—
প্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গুরুমুপস্থত্যতমমুদয়তি” । অর্থাৎ
বেদাধারী একনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহার
সেবা করিবেন । এই বিষয়ে বেদান্তসারের স্মৃতিপ্রমাণ
দিয়াছেন যে “তত্ত্বজ্ঞানার্থঃ সত্ত্বগুণেব্যতি পছেৎ সমিৎ-

মুক্ত বেদান্তবিচার করিলে অশীতিরূপ ত্রয়ের ফললাভ হয়। (অতএব পূর্বোক্ত বচনদ্বারা প্রমাণিত হইল যে আত্মনামানুবিচার করিবে।)

আত্মনামানুসঙ্গিকারণ শরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষ (১) বিলক্ষণোহবস্থাত্রয় সাক্ষীসিদ্ধি দানন্দস্বরূপঃ ।

পাণিঃ প্রোক্তিঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ" । সমিং গ্রহণপূর্বক ব্রহ্ম-জ্ঞানের নিমিত্ত শিষ্য বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন ।

পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেকেও এইরূপ দেখা যায় যে ;

উপদেশমবাপ্যৈব মাচাৰ্য্যাং তত্ত্বদর্শনঃ ।

পঞ্চকোষবিবেকেন লভ্যন্তে নিবৃত্তিং পরাম্ ॥ ৩২ ॥

অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া পঞ্চকোষবিবেকদ্বারা মোক্ষস্থ লাভ করে ।

(১) স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের লক্ষণ পরে বিবৃত হইবে এক্ষণ পঞ্চকোষের লক্ষণ কথিত হইতেছে ।

অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চকঃ ।

কোষান্তৈরাবৃত্তঃ স্বাত্মা বিশুদ্ধতা সংস্থতিং ব্রজেৎ ॥

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ৩৩ ॥

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বুদ্ধিময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ আত্মার আবরণস্বরূপ । আত্মা পঞ্চকোষে আবৃত হইয়া স্ব স্ব রূপতত্ত্ব পরতত্ত্ব বিষয়গণপূর্বক সংসারে অশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে ।

হ্রাৎ পঞ্চীকৃত ভূতেষোদেহঃ সুলোমসস্রকঃ ।

লিসেতু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ॥ ৩৪ ॥

দান্তিকৈর্ধৌল্লিহৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ ।

তৈরেষু সাকং বিজ্ঞানমরোধীনিশ্চয়াস্মিকা ॥ ৩৫ ॥

কারণে সন্মানন্দমরোমোদাদিবৃত্তিভিঃ ॥ ৩৬ ॥ ঐ ঐ

পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে পঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হয় তাহাকে অন্নময়কোষ বলে ।

লিঙ্গশরীরস্থিত রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বায়ু, পাণি, পান, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়সমবিত্ত যে পঞ্চ প্রাণ আছে তাহাকে প্রাণময়কোষ বলে ।

অত্যেক পঞ্চভূতের সঙ্কণ্ডের কার্য্যস্বরূপ চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সমবিত্ত যে সংস্পর্শক মনঃ তাহাকে মনোময়কোষ বলে ।

স্থূল সূক্ষ্মকারণরূপ যে শরীরত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন এবং অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক জাগ্রত স্বপ্ন ও সুশুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপকে আত্মা কহে । (১)

অন্যান্যনামানিত্যজড়ত্বাশ্মকঃ সমষ্টিব্যাপ্তি-
শ্মকঃ (২) শরীরত্রয়মনাত্মা ।

অনিত্য জড়ত্বাশ্মক এবং সমষ্টিব্যাপ্তিরূপ যে শরীরত্রয় তাহার নাম অনাত্মা ।

শরীরত্রয়ং নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণ শরীরত্রয়ং । (১)

পূর্বোক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ার সহিত বর্তমান যে নিশ্চয়া-
স্মিকা বুদ্ধি তাহাকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে ।

কারণ শরীরভূতা অবিদ্যাতে যে মলিন সঙ্কণ্ড ঋতে তাহার অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ অমোদাদিবৃত্তির সহিত সম্মিলনকে আনন্দময়কোষ বলে ।

(১) কোষানু পঞ্চ বিরচ্যাত্তরুণ্ডদৃষ্টিক্ষিচারণা ॥ ৩৭ ॥

জাগ্রতস্বপ্নশুণীনাগম্যাপায়ভাসনম্ ।

যতো ভবত্যসাব্যায়্য স্বপ্রকাশবিদ্যাস্মিকা ॥ ৩৮ ॥

পঞ্চদশী—ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিবেচনা করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে পৃথকভাবে অশুদ্ধকল্প দৃষ্টি অর্থাৎ আত্মার অন্তত্ব তাহাকে বিচার বলে ।

যাহা হইতে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুশুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা সকল পূর্ণপূর্নাবস্থার নিবৃত্তির পর অবস্থার প্রকাশ হয় তিনি আত্মা । ঐ আত্মা স্বপ্রকাশমান, চৈতন্যস্বরূপ ও নর সাক্ষী ।

এতত্ত্বির তৈত্তিরোরোপনিবদে ও পঞ্চদশী চিত্রণী
৭২ হইতে ১০১ শ্লোক পর্যন্ত আত্মার বিবৃতি আছে ।

(২) একবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবজ্জলাশয়বৎ বা সমর
অনেক বুদ্ধিবিষয়তয়া বৃক্ষবৎ জলবদ্বাব্যাপ্তক ভবতি ।

বেদান্তদর্শনঃ

একরূপে বন বা জলাশয়ের স্থায় সমষ্টি ও অনেক
রূপে বৃক্ষ বা জলের ব্যাপ্তি হয় ।

(১) স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্তূতম্ ॥

পঞ্চদশী তৃত্বণী

স্থূলশরীরং সূক্ষ্মশরীরং ও কারণশরীরং এই তিনপ্রকার
শরীর ।

হূল, হৃদয় ও কারণ নামে তিন শবীর ।

হূলশবীরঃ নাম পক্ষীকৃত মহাত্মকার্যঃ

কর্মজ্ঞঃ জ্ঞানাদিষড়্ ভাববিকারঃ ।

পক্ষীকৃত (২) পক্ষমহাত্মতের কার্য্য শুভা-

শুভ কর্মজ্ঞ (৩) জ্ঞানাদিষড়্ বিকাব (৪)

বিশিষ্ট তাহার নাম হূলশবীর। (৫)

(২) পক্ষীকরণের লক্ষণ কথিত হইতেছে । যথা—

বিধা বিধায় চৈকৈকঃ চতুর্ধী প্রথমঃ পুনঃ ।

যদন্তর দ্বিতীয়ঃ ত্রৈগৌজন্যং পক্ষ পক্ষ তে ॥

ঐ তত্ত্ববিবেক ২৭

প্রথমতঃ আকাশাদি পক্ষভূতের প্রত্যেককে দুই ভাগে সমান বিভক্ত করিয়া পরে ঐ প্রত্যেক অংশকে বিভাগে বিভক্ত করিয়া সেই চারি অংশের প্রত্যেক অংশ আশ পবিত্রাণ করিয়া অন্য চারি ভূতের প্রত্যেক অংশ অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশের সহিত এই চারিভাগের ক এক অংশ যোগ করিলে আকাশাদি পক্ষভূত প্রত্যেক পক্ষ পক্ষ অংশ বিভক্ত করা হইল ।

উহাই বেনাদিসারে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে—
আকাশাদি পক্ষভূতকে বিধা সমঃ বিভক্ত্য তেহু দশমঃ
পক্ষ মধ্যে প্রথমিকান্ পক্ষভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্ধী
বিভক্ত্য তেষাং চতুর্ধী ভাগান্ ১৭ পদ্বিতীয়াদিভাগঃ
বক্তব্য ভাগান্তরেযু সংযোজনঃ ॥

(৩) কর্মজ্ঞা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ
রিতে হয় এ বিষয়ে পক্ষদশী তত্ত্ববিবেক ৩০ শ্লোকে
মাণ যথা—

যাঃ কীট ইবাণ্ডীদাবণ্ডীতরমাত্ততে ।

জন্তো জন্মো জন্ম লভন্তে নৈব নিবৃত্তিঃ ॥

যেহু কীট সকল নদীতে এক আবর্ত্ত হইতে অন্য
আবর্ত্তে পতিত হয় ও কখন নিবৃত্তিরূপ স্থলাভ করিতে
পারে না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানবর্জিত জীবগণ কর্ম অন্তিম
মিথ্যা সংসার হইতে নিবৃত্তিলাভ করিতে পারে না ।

(৪) যড়বিকারলক্ষণ যথা—

গৌকমোহজরামৃত্তা কুংপিপাসা যড়ধ্বংসঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ।

শ্রীবিখনাথ চক্রবর্তী ।

(৫) ত্রৈলোক্য ভূবন ভোগ্য ভোগ্যসম্বোধনঃ ।

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকঃ ২৮ ॥

তথাচোক্তঃ পক্ষীকৃতমহাত্মতসম্ভবঃ কর্ম-
সম্বিতঃ ।

শবীরঃ স্বধঃখানান্ ভোগায়তনমুচ্যতে ॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে পক্ষীকৃত পক্ষ-
মহাত্মতসম্ভব শুভাশুভ কর্ম্যধীন স্বধঃখভোগের
স্থানকে শবীর কহে । (৬)

সেই পক্ষীকৃত পক্ষভূত চইতে এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড উৎ-
পন্ন হইয়াছিল ও সেই ব্রহ্মাণ্ডে তুলোকাদি সপ্তলোক
ও পাতাললোকাদি সপ্তলোক এই চতুর্দশ ভূবন উৎ-
পন্ন হইয়াছিল সেই সকল ভূবনে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্য-
পদার্থ সমুদায় সেই সেই ভোগ্যবস্ত্র উপভোগের উপ-
যোগী জবাযুজাদি শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল ।

“মাতাপিতৃজঃ হূলঃ প্রায়শ্চিত্তরম তথা ॥ সাংখ্যদর্শনে
৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকঃ । প্রিয় মাতা ও পিতার সংযোগে
যে শরীর উৎপন্ন হয় তাহাকে হূলশরীর কহে (যেহেতু
হূলশরীর যোনিজ) অল্প হূলশরীর অথবা লিঙ্গশরীর
সেইরূপ নহে ।

(৬) যদ যচ্ছরীরেণ করোতি কর্ম শরীরঃ যুক্তঃ
সমুপাগুতে তৎ ॥ শরীরমেবায়তং স্বতন্ত্র দুঃখত বালায়-
তনঃ শরীরম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বাধ্যায়োক্তধর্ম্মে—২০১ অধ্যায়ঃ ।

জীব শরীরদ্বারা যে যে কর্ম করে শরীরযুক্ত হইয়া
সেই কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে যেহেতু একমাত্র
শরীরই স্বর্ষের আয়তন ও একমাত্র শরীরই দুঃখের
আয়তন ।

যেন যেন শরীরেণ যৎ যদকর্ম করোতি যঃ ।

তেন তেন শরীরেণ তৎ তৎ ফলমুপাগুতে ॥ ২ ॥

ঐ অমূল্যনন্দপর্ব্বাধ্যায়ঃ ১ অধ্যায়ে ৭

যে ব্যক্তি যে যে শরীরে যে কর্ম করে সেই সেই
শরীরে তৎকর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে । অর্থাৎ
যনের দ্বারা কৃতকর্মের ফল ফলকালে মনেই ভোগ হয়
ও শরীর দ্বারা কৃতকর্মের ফল জন্মদবহার শরীরেই
ভোগ হইয়া থাকে ।

যন্তাঃ যন্তামবহারায়ঃ যৎ করোতি শুভাশুভম্ ।

তন্তাঃ তন্তামবহারায়ঃ ভুক্তো জন্মসি জন্মসি ॥ ১ ॥

নুনভূতি কৃতঃ কর্ম সবা পক্ষোন্নয়ৈরিহ ।

তেহন্ত সাক্ষিণো বিত্যাঃ বট আত্মা তথৈব চ ॥ ১ ॥

শীর্ণ্যতে বয়োভিক্ষাল্যকৌমারযৌবনবান্ধব্যা-
দিভিষেতি শরীরং।

বাণ্য কৌমার যৌবন বান্ধব্যাদিবয়োদ্বাবা
শীর্ণ হয়, এই ব্যুৎপত্তি দ্বাবা শবীৰ শব্দ দ্বারা হইয়া
থাকে।

দহভক্ষীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভক্ষী-
ভাবঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

দহ ধাতুর অর্থ ভক্ষীকরণ এই ব্যুৎপত্তি-
দ্বারাও দেহ ভক্ষীভাব প্রাপ্ত হয়।

নমু কেচিদেহভক্ষীভাবঃ প্রাপ্নুবন্তি কেচি-
দেহা খননাদি প্রাপ্নুবন্তি কথমুচ্যতে সৰ্গঃ
স্থলাদিকং স্থলদেহজাতং ভক্ষীভাবঃ প্রাপ্নোতি(৭)

কি যে যে অবস্থাতে অর্থাৎ বালাযৌবনাদি আপদ
বা অনাপদ অবস্থায় যে শুভাশুভ কর্ম করা যায় সেই সেই
অবস্থাতে গম্ভ গম্ভ সেই কর্মের ফলভোগ করে। ৪।

ইহজন্মে পঞ্চোদ্রিঘদ্বারা সত্ত কৃতকর্মের ফল কখন
বিফল হয় না। সেই পঞ্চোদ্রিঘ এবং ষষ্ঠ আত্মা সর্বদা
সেই কর্মকর্তার সাক্ষী হইয়া থাকেন।

(৭) কোন কোন দেহ মৃত্যুকাশ্রয়িত হয় ও
কোন দেহকে অগ্নি দ্বারা করা হয় এত বিষয়ে ভগবান
সমু কহিয়াছেন।

উনবিধবার্ষিকং শ্রেতং নিধুর্ধার্ষিক্যবাহিঃ।

অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূম্য বহিস্কর্যনানুতে ॥ ৫ অধ্যায়ে ১০

দুই বৎসর পূর্ণ না হইয়া বালক মৃত হইলে বহু-
বাক্সবেরা মৃতশব গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া মালা-
চন্দনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া বহিস্কর্যন ব্যতিরেকে
পরিকৃত ভূমিতে পুতিয়া রাখিবে।

উনবিধবর্ষঃ নিধনের কুখ্যাদ্রবকং ততঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যমতে ৩ অধ্যায়ে ১।

এ বিষয়ে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও ঐরূপ লিখিয়াছেন যে
দুইবর্ষের নূন বয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে তাহাকে
মৃত্তিকায় শ্রেণিত করিবে। তাহার উদ্দেশে উরুকাঞ্জলি
প্রদান করিতে হইবে না।

মহর্ষি পরাশরও কহিয়াছেন যে—

অজাতদগ্ধা যে বালা যে গর্ভাধিনিঃসৃত্যঃ।

ন তে বামদ্বি সংস্করো ন শেতি নোদকক্রিয়া ॥ ৩ অধ্যায়ে

এস্থলে পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে
কতকগুলি দেহ ভক্ষীভাব প্রাপ্ত হয় ও কতক
গুলি খননাদি প্রাপ্ত হয় তাহাই হইলে কি প্রকারে
কহিতেছে যে সকল স্থলদেহ ভক্ষীভাব প্রাপ্ত
হয় ?

যদ্যপ্যেবং তথাপি কৈনাগ্নিনাদাহত্বং মৃত্যু-
তীত্যত আহ।

যদিও সকল দেহ ভক্ষীভাব প্রাপ্ত হয় না
তথাপি কোনও অগ্নিদ্বারা দাহিত্ব সম্ভাবিত হয়
তজ্জন্ম কহিতেছেন।

সর্কেষাং স্থলাদিদেহানমাধ্যাত্মিকাদিভিঃ
তিকাষিদৈবিকতাপত্রয়া (৮) গ্নিনাদাহত্বং সম্ভ-
তীত্যর্থঃ।

এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় স্মার্তরত্নদলনও বলিয়াছেন—

অজাতদগ্ধো মাসৈকস্মৃতঃ যজ্ঞভির্গতৈকবাহিঃ।

বয়স্কোদ্রিঘবৎ কৃষা নিঃশ্লিষ্টপেং তত্ কঠিবৎ।

ধনিদ্বা শনৈককৃৎমৌ সত্যঃ শৌচঃ বিধীয়তে ॥

শুদ্ধিতত্ত্বত ব্রহ্মপুত্রাণ্যম বচন।

পতিত ও মহাপাতক ব্যক্তির দেহও অগ্নিদগ্ধ
হয় না,—

পতিতানদাহঃ স্মারতেষ্টির্বার্ষিক্যমধরঃ।

*

*

*

ব্যাপ্যাদয়েৎ তথ্যজ্ঞানং স্বয়ং যোগিবিধিগণিতিঃ।

বিহিতঃ তজ্জ না শেতি ন্যাধির্গাণ্ড্যদিকারিকঃ ॥

কুর্দ্বপুত্রাণে ২০ অধ্যায়ে।

পতিত ব্যক্তির দাহ হয় না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় না ও
অহিস্কর্যও হয় না। যে ব্যক্তি আপনাকে অগ্নি ও বি-
পানাদি দ্বারা নষ্ট করে তাহার অশৌচ নাই অগ্নিদগ্ধ
ও উদকক্রিয়াও নাই। এ বিষয়ে স্মার্তরত্নদলন
গোখামাও শুদ্ধিতত্ত্বপ্রবন্ধে অনেক বিস্তারিত বর্ণ-
ন করিয়াছেন।

(৮) তাপত্রয়ে প্রমাণ যথা—

অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবক ॥ কাশিলমুদ্রম্ ৭।

ইহার ভাষ্য এইরূপ—

আত্মনি শরীরচিন্তে বা অবিব্যাপ্য বর্ততে ইতি
অধ্যাত্মং তজ্জ শরীরঃ মানসকৃতি বিবিধঃ বাহ্যঃ

সকল স্থানাদিদেহসম্বন্ধে আধ্যাত্মিক আধি-
ভৌতিক আধিদৈবিকরূপ যে তাপত্রয় সেই
অগ্নিবারা দাহত্ব সম্ভব হয় ।

আধ্যাত্মিক নাম আত্মানং দেহমধিকৃত্য
বর্ততে ইতি তদুৎপত্তং আধ্যাত্মিকং শিরো-
রোগাদি ।

আত্মশব্দবাচ্য দেহকে আশ্রয় করিয়া যে
শিরোরোগাদি দুঃখ হয় তাহার নাম আধ্যাত্মিক
দুঃখ ।

আধিভৌতিকং নাম ভূতমধিকৃত্য বর্তত
ইত্যধিভৌতিকং ব্যাপ্ততত্ত্বরাদিজ্ঞাং দুঃখং ।

ককনাঃ বৈষম্যং শরীরং কামকোষলোভমোহভৌতি
বিষাধৈর্দ্বন্দ্বেরাধা নাম প্রাপ্তি নিমিত্তং মানসঃ । এতৎ
সর্বমেবাধ্যাত্মদুঃখং জাতবাঃ আধারিকত্বাৎ । ভূত-
মধিকৃত্য বর্তমানঃ বর্তমধিকৃত্য ওজঃ পতপন্নিদপাদি
হাবরনিমিত্তঃ ।

দৈবং লক্ষ্যাকৃত্য আধিদৈবং তদেব বিনায়ক গ্রহরাক্ষস
বদ্যাদ্যবেশনিমিত্তঃ এবাধৈর্দ্বন্দ্বিবিধৈর্দ্রুঃপৈঃ একত্বে
লিঙ্গকার্যাকৃত্য তদাধ্যাত্মমিতি ভাবঃ ।

শরীর অথবা চিত্ত অধিকার করিয়া যে দুঃখ হও
তাহার নাম আধ্যাত্ম । এই আধ্যাত্মদুঃখ দ্বিবিধ, শারি-
রিক ও মানসিক । বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যাহেতু
শারিরীক দুঃখ জন্মে ও কাম, কোষ, লোভ, মোহ,
ভীতি ও বিবাদবশতঃ মনোরথসিদ্ধির অপ্রাপ্তিনিমিত্ত
মানসদুঃখ হইয়া থাকে । এই সমুদায়কে আধ্যাত্মদুঃখ
জানিবে কারণ উহার অন্তর হইতে উৎপন্ন হয় । ভূত
সমুদায়কে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ হয় তাহাকে আধিভূত
দুঃখ বলা যায় । তাহা পতু পঙ্কি সর্পাদি হাবর নিমিত্ত
দুঃখ হইয়া থাকে । আর বৈদ্যনবাক্যের দুঃখের নাম আধি-
দৈব দুঃখ । তাহা বিনায়ক, গ্রহ, রাক্ষস, যক্ষাদি-
আবেশ নিমিত্ত হয় এবিধ দ্বিবিধ দুঃখে প্রাণিমাজেই
অভিজুত থাকে ।

মহর্ষি ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে
২ শ্লোকে এই ত্রিতাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—

“তাপত্রয়োহনুলনম্ ।”

ব্যাপ্ততত্ত্বরাদিতত্ত্বর প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া
বর্তমান যে দুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক ।

আধিদৈবিকং নাম দেবমধিকৃত্য বর্তত ইত্য-
ধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদিজ্ঞাং ।

দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান যে বজ্র-
পাতাদিজনিত দুঃখ তাহার নাম আধিদৈবিক ।

স্বক্ষশরীরং নাম অপকীর্তিত ভূতকার্যঃ সপ্ত-
দশকং লিঙ্গং ।

অপকৃত ভূতের কার্য সপ্তদশবিধিষ্ট যে
লিঙ্গ দেহ তাহার নাম স্বক্ষশরীর । (২)

পূজাপাদ শ্রীধরধামীও টীকাতে লিখিয়াছেন যে—
কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়োহনুলনক ।

শ্রীমদ্ভাগবতীয়ার ৮ অধ্যায়ে ১ শ্লোকের টীকাতে
আধ্যাত্মাদি শব্দে আনন্দগিরি এইরূপ লিখিয়াছেন—

অধ্যাত্মমিতি তদাধ্যাত্মং দেহমধিকৃত্য তদ্বিস্তৃতিতানে
তিষ্ঠতাতাত্মজ্ঞানেন হোত্রাদিকরণ গ্রামো বা ।

আধিভূতজন্যে পৃথিব্যাদিষু ভূতেষু বর্তমানং ।

আধিদৈবমিতি চ দৈবতবিশ্বয়মুদ্যানং বা দৈবভে-
দাদিতামণ্ডলাদিষু বর্তমানং । এতদ্বিস্তৃতি সাংখ্যকারিকাতেও
ত্রিতাপলক্ষণ বর্ণিত আছে ।

(২) স্বক্ষশরীরের লক্ষণ যথা—

শরীরঃ সপ্তবশতঃ হৃদ্যং তরিকমুচ্যতে । ২৩ ।

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ।

সপ্তদশ অবয়বে স্বক্ষশরীর হয় বাহ্যকে বেশভূষে
লিঙ্গশরীর বলে ।

এ বিষয়ে সাংখ্যধর্ম্মনে ৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে অগ্রাণ সপ্ত-
দশৈকং লিঙ্গম্ ।

শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্তু উহার এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন ।

একাদশেন্দ্রিয়নিপ পঞ্চতত্ত্বাত্মনি বুদ্ধিকোটি সপ্তদশ ।

একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন)
পঞ্চতত্ত্বাত্ম ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব মিলিত হইয়া
লিঙ্গশরীর হইয়াছে ।

কন্দায়া পুরুষো বোহংসী বজ্রমেধৈঃ প্রকৃতে ।

স সপ্তদশকেনাপি বাশিনা যজ্ঞাতে চ সঃ ১ ”

শ্রীবহাগবতে বাহিনীয়া মোক্ষধর্মে অধ্যায়ে ।

সপ্তদশকং নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্ণে-
ন্দ্রিয়াণি পঞ্চপ্রাণাদি পঞ্চবায়বো বুদ্ধিমনশ্চেতি ।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ণেন্দ্রিয়প্রাণাদি পঞ্চ-
বায়ু বুদ্ধি মন এই সপ্তদশ । ক্রমশঃ—

শ্রীবিষ্ণুভূষণ দেব ।

যিনি কর্ণায়া পুরুষ তাঁহারই বহুমোক হইয়া থাকে
ও ঐ কর্ণায়া পুরুষই সপ্তদশ অবয়বের সহিত যুক্ত

হইয়া আছেন ইহাতেও লিঙ্গশরীরের সপ্তদশ অবয়ব
প্রমাণিত আছে ।

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ ।

“স্বারাজ্যসিদ্ধি” একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ,
ইহা, বেদান্তরসসোল্পমনা মহাশ্বরূপের নির-
তিশয় প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া, আমি ইহার
অনুবাদ ক্রটিতে নসিয়াছি কিন্তু এতাদৃশ ছরধি-
গম দর্শনের অনুবাদ মাদৃশ অজ্ঞলোকের অসাধ্য ।

তবে পূজ্যপাদ জীবমুক্ত স্বামীজী শ্রীভাস্করানন্দ
সরস্বতী ইহার একখানি সারগর্ভ টীকা করিয়া-
ছেন। আমি অনেক স্থলে সেই টীকার অনুসরণ
করিয়া অনুবাদ সম্পাদিত করিয়াছি। টীকা
খানির নাম “কৈবল্য কল্পদ্রুম” ।

প্রথম প্রকরণম্ ।

ব্যুৎপত্তিঃ । স্বেন স্বয়মেব রাজতে প্রকাশতে
ইতি স্বরাট্ । স্বপ্রকাশস্বরূপ, পরমাত্মা ইত্যর্থঃ ।
(যিনি নিজেরই সর্বতোভাবে প্রকাশ পান
অর্থাৎ পরমাত্মা) । তস্ম ভাবঃ স্বরূপং স্বারাজ্যং
পরমাত্মত্বং । (পরমাত্মার তত্ত্ব) তস্ম সিদ্ধিঃ
সাধনং স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ । (পরমাত্মতত্ত্ব সাধন)
(এই গ্রন্থে পরমাত্ম-তত্ত্ব-সাধন বর্ণিত হইতেছে)
অথবা স্বব ত্রিবিধঃ । তদ্রূপং রাজ্যং স্বারাজ্যং,
(স্বরূপ রাজ্য) তস্ম সিদ্ধিঃ (তাহার সাধন)
(স্বরূপরাজ্য পাইবার উপায়) (যে উপায়ে
স্বরূপের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই এই
পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে) ।

গঙ্গাপূর্ব-প্রচলিত-জটাস্রস্ত-ভোগীন্দ্রভীতা
মালিন্দ্রস্তীমচলনয়াং সন্নিহিতং বীক্ষমাণঃ ।
লীলাপাটৈঃ প্রণত-জনতাং নন্দয়াং চন্দ্রমৌলি-
মোহধ্বাস্তং হরতু পরমানন্দমূর্ত্তিঃ শিবো নঃ ।

অর্থঃ । পরমানন্দমূর্ত্তিঃ, চন্দ্রমৌলিঃ গঙ্গা-

পূর্বপ্রচলিত জটাস্রস্ত ভোগীন্দ্রভীতাং (অ-
এব) আলিঙ্গস্তীং অচলনয়াং সন্নিহিতং বীক-
মাণঃ । প্রণতজনতাং লীলাপাটৈঃ নন্দয়-
(স্থিতঃ) শিবঃ নঃ মোহধ্বাস্তং হরতু ।

পদপরিবর্তনং । নিরতিশয়ানন্দস্বরূপঃ ।
শশীশেখরঃ, জাহ্নবীপ্রবাহ প্রকম্পিত জট
নিপতিত ফণীন্দ্র চকিতাম্ আলিঙ্গ্যস্তীং নগেন্দ্র-
নন্দিনীং সমুদ্রহাসং অবলোকমানঃ । প্রণতী
ভূতজনসমূহং অকৃত্রিম প্রেমাস্পদকটাক্ষৈ
প্রমোদয়ন্ স্থিতঃ শঙ্করঃ অস্বাক্ষম্ অজ্ঞানতিমির
দূরীকরোতু ।

বিষমপদব্যাখ্যা । “গঙ্গায়াঃ” “পূরণে” প্রবা-
হেন “প্রচলিতাভ্যঃ” প্রকম্পিতাভ্যঃ জটাস্র-
“স্রস্তাং” বিগলিতাং “ভোগীন্দ্রাং” শেখঃ
“ভীতাম্” ভয় চকিতাম্ ॥

বঙ্গানুবাদঃ । বাঁহার মূর্ত্তি নিয়ত আনন্দদায়ী
অর্থাৎ যিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি শিরঃধিঃ

ভাগীরথীর জলধারা বিকম্পিত জটানিকর
হইতে বিগলিত শেষনাগ দর্শনে সভয়চিত্তে
আশ্রয়-কারিণী নগেন্দ্র-ভনয়াকে সহাস্রবদনে
অবলোকন করিতেছেন এবং যিনি প্রণতজন-
সমূহকে প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ-বীক্ষণে পুলকিত
করিতেছেন। সেই নিয়ত মঙ্গলময় চন্দ্রশেখর
শরর আমাদের অজ্ঞানরূপ তিমির অপনয়ন
করুন ।

২

স্মারং স্মারং জনিস্মৃতিভয়ং জ্ঞাতনির্বেদবৃত্তি-
ধাযং ধ্যায়ং পশুপতিমুমাকাস্তমস্তনিষয়ম্ ।
পায়ং পায়ং সপদি পরমানন্দ পীযুষধারং
ভূয়ো ভূয়ো নিজ-গুরুপদাশ্রোজ-গৃগ্মং নমামি ।

অর্থঃ । জনিস্মৃতিভয়ং স্মারং স্মারং জ্ঞাত-
নির্বেদবৃত্তিঃ (সন্) অন্ত নিষয়ম্ উমাকাস্তং
পশুপতিং ধ্যায়ং ধ্যায়ং সপদি পবনানন্দ পীযুষ-
ধারং পায়ং পায়ং নিজ-গুরুপদাশ্রোজ-গৃগ্মং ভূয়ো
ভূয়ো নমামি । (অহমিতি শেষঃ)

পদপরিবর্তনং । উৎপত্তি-বিনাশভীতিং পুনঃ
পুনঃ স্মৃতি-সমুৎ-বিষয়বৈরাগ্যং সন্, মনসি বিবর্তং
মানং তাবা মনোরমং হবম্ পুনঃ পুনঃ ধ্যায়
(পশ্চাৎ) প্রাক্ অমৃতধাবং ভূয়ো ভূয়ো পীত্বা
স্বীয় গুরুপদ-কোকিলদগুণলং বারম্ বারম্-
প্রণমামি ।

বিষমপদব্যাখ্যা । “স্মারং স্মারং” পুনঃ পুনঃ
স্মরণ করিয়া, এইরূপ “ধ্যায়ং ধ্যায়ং” “পায়ং
পায়ং” ।

বঙ্গাধিবাদ । আমি নিয়ত হৃৎপাশ্রক জন্ম
এবং মৃত্যুর চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ভোগ
হুখে বীতস্পৃহ হইয়াছি, তাই অন্তরের অন্ততলে
সতত বিরাজমান পার্শ্বর্তীরমণ আন্ততোষকে
ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ পুনঃ পুনঃ স্বর্গীয়
অমৃতধারা পান করিয়া আমার গুরুদেবের পাদ-
পদ্মগুণে বার বার নমস্কার করিতেছি । অধুনা

গ্রন্থকার প্রণতিচ্ছলে বস্তুনির্দেশাত্মক মঙ্গল-
চরণ করিতেছেন ।

৩

যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র নিবসত্যন্তে যদপোতি
যং সত্যজ্ঞান-স্বপ্ন-স্বরূপ মবদ্বিষ্টত-প্রণাশোজ-
স্মিতং । যজ্ঞাগ্রংস্বপ্নপ্রস্তুতিম্ বিভাত্যেক
বিশোকং পরং প্রত্যগুৎস্র তদস্মি যত্র রূপয়া,
তং দেশিকেন্দ্রং ভজে ॥

অর্থঃ । যস্মাদ্ বিশ্বমুদেতি, যত্র নিবসতি,
অন্তে (অপি) যৎ অপোতি, যং সত্যজ্ঞানস্বপ্ন-
স্বরূপং । অবদ্বিষ্টত-প্রণাশোজ-স্মিতং, যং জাগ্রৎ-
স্বপ্নপ্রস্তুতিম্ বিভাতি, যত্র রূপয়া তং প্রত্যগু-
ৎস্র (অহম্) অস্মি, তম্ একং বিশোকং পরং
দেশিকেন্দ্রং ভজে (অহমিতি শেষঃ)

পদপরিবর্তনং । যস্মাদ্ জগৎ উৎপদ্যতে,
যস্মিন্ নিবীদতি, প্রলয়কালে চ যং স্বাক্ষর্যং
অধিগচ্ছতি, (অপিচ) যং সচ্চিদানন্দস্বরূপং
অসীমাত্মৈক্যপ্রণাশং । যং নিদ্রা বিবহ স্বপ্ন-
প্রস্তুতিম্ এবিধাস্ব অস্বাস্ব বিভাতো ভবতি ।
যত্র রূপয়া (অহং) সর্বব্যাপ্তং ব্রহ্ম অস্মি ।
তম্ অদ্বিতীয়ং শোকবিরহিতং পরমোৎকর্ষভাজং
সর্বোপদেষ্টপ্রবণং মেদে (অহমিতি শেষঃ)

বিষমপদব্যাখ্যা । “অবদ্বিষ্টত-প্রণাশোজ-
স্মিতং”—অবধিঃ সীমা । দ্বৈতং দ্বিপ্রকারতা ।
প্রণাশঃ বিনাশঃ । তৈরুজ্জ্বলিতং পবিত্রত্বং ।
(অর্থাৎ অসীম, অদ্বিতীয়, এবং অবিনশ্বর) ।

বঙ্গাধিবাদ । বাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়
এবং বাহাতে নিয়ম থাকে ও প্রলয়কালেও
বাহার সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়, যিনি সত্যস্বরূপ,
জ্ঞানময় এবং অদ্বিতীয় আনন্দ, বাহার অবধি
নাই, যিনি দ্বৈত-বিহীন এবং অবিনশ্বর, কি
জাগ্রতে কি স্বপ্নে, কি স্নপ্তিতে, সর্বদাই যিনি
সর্বত্র সমভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ভব-
ন-স্বকলনিত শোকাদিত্তে বাহাকে স্পর্শ করিতে

অক্ষম, যাঁহার করুণায় আমি সর্বব্যাপি ব্রহ্মরূপ হইয়াছি, (অর্থাৎ সর্বভূতে ব্রহ্ম-বিস্তৃতি দেখিতে পাইতেছি।) (এহলে “আমি” পদে গ্রন্থকারকে বুঝিতে হইবে।) সেই পরমানন্দময় পরাৎপর গুরুশ্রেষ্ঠকে সর্বাঙ্কুরণের সহিত ভজনা করি।

৪

অধীতেজ্যাদান-ব্রত-জপ সমাধান-নিয়মৈ-
র্দিশুক্রসান্তানাং জগদিদমসারং বিমুশতাম্।
অরাগদেষাণামভয়চরিতানাং তিতমিদম্ মুমু-
ক্ষুণাং হৃদ্যাং কিমপি নিগদামঃ স্মমধুবম্ ॥

অম্বয়ঃ। অধীতেজ্যাদানব্রতজপ-সমাধান-
নিয়মৈঃ বিশুক্রসান্তানাং (অতএব) ইদং জগৎ
অসারং বিমুশতাম্ অরাগদেষাণাম্ অভয়চরি-
তানাং মুমুক্ষুণাম্ হিতং হৃদ্যাং (চ) তথা
স্মমধুবং কিমপি ইদং নিগদামঃ (বসমিতি শেষঃ)

পদপরিবর্তনং। অধ্যয়ন-যজ্ঞ দান-ব্রত-
জপোপাসনাকরণনিয়মমতৈঃ বিমল-চৈতন্যং (অত-
এব) ইদং (নিমিত্ত নশ্ববত্যা-প্রতীয়মানং) জগৎ
অসত্যভয়া অবদমতাং স্থিরীকৃত্তাম্ বা, বিষ-
য়াহুবক্তি পরানিষ্টচিকীর্ষা বিরহবতাম্, ত্রিংশা-
দেষবিরহিতয়া পবেষাং ভীতিম্ অমুংপাদয়তাম্
মৌক্সিচ্ছনাং সুপথ্যাং হৃদয়পরিভূপ্তজনকঞ্চ,
নিরতিশয়মাধুর্ঘ্যময়ং অদৃষ্টবৎ অশ্রুতপূর্বঞ্চ
যদা নির্দীপ্যমানং, ইদং গুহ্যাদ্গুহ্যতমত্রয়ী
পর্যালোচনা-ফলসমম্বিতং প্রাকরণম্ কণ্যামঃ।

বিষয়পদব্যাখ্যা। “অধীতঃ” অধ্যয়নং
“দানং” সংপাত্রে বিনিয়োগঃ। “ব্রতঃ” বিধি-
বহিত সংকর্ম পুরাক সান্তপনাদি, “জপঃ”
স্বাভীষ্টমন্ত্রাঙ্কুরণাণাং, “সমাধানং” উপাসনা,
“নিয়মঃ” ইঞ্জিয়নিগ্রহঃ। এতৈঃ (এই সকলের
দ্বারা) “বিশুক্রঃ” (বিমল) “সান্তঃ” (অস্তঃ-
করণ) যেযাং (যাহাদেব) তেষাং (তাহাদেব,
বিমলচিত্ত ব্যক্তিসমূহের) “জগৎ” গচ্ছতীতি

জগৎ (যাহা প্রতিনিয়ত গমন করে, অর্থাৎ
অনিত্য (সুচতুর্দশ দার্শনিক গ্রন্থকার এহলে
ভুবন প্রভৃতি পৃথিবীপর্যায়ক শব্দান্তরের ব্যব-
হার না করিয়া, “জগৎ” এই জ্ঞান্যমান
নশ্বরতা প্রতিপাদক শব্দটির প্রয়োগ করতঃ,
ইন্দ্রজালবৎ ভ্রান্তি-বিধায়ক ভঙ্গুর “জগতঃ”
স্থায়িত্ব-বিরহ দৃঢ়রূপে প্রতিপাদন করিতেছেন।

বঙ্গাহুবাদ। অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, জপ,
উপাসনা এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহের নিগ্রহের দ্বারা
যাহারা হৃদয়ের বিমলতা-বিধান করিয়াছেন,
অতএব এই বিনশ্বর জগৎ “অসত্যাত্মময়” স্থির
করতঃ ভোগ-স্থখে অহুরাগ বিধুব, এবং অপবের
অনিষ্ট চিকীর্ষা হইতে বিরত হইয়াছেন, যাহা-
দের চরিত্র কোন প্রাণিবিশেষের ভীতির দগ্ধাব
করে না, অর্থাৎ যাহারা ত্রিংশা দেষপ্রভৃতি
কলুষিত প্রবৃত্তি নিকরের পরিহার-বিধান
করিয়া সকল জীবেরই অভয় সম্পাদন করেন,
এই মুক্তিলাভু মহাত্ম্যাবল্লভের পরমোপকারক
হৃদয়ের পরিভূপ্তি বিধায়ক এবং নিরতিশয় মাধু-
র্যাত্মক ও গুপ্ততম-বেদাহুশীলনাফলসমবিত
এই বঙ্গমাণ বিষয়-নিচয় ক্রমশঃ কথিত
হইতেছে।

৫

“জাহ্না দেবং সর্বপাশাপহানি
নাথঃ পশ্যশ্চেতি ভূয়ো বচোভিঃ
জপ্তেঃ সাক্ষাৎ মুক্তিহেতুত্বসিদ্ধৌ
অধ্যাসত্বং বন্ধনবার্হসিদ্ধম্।

অম্বয়ঃ। “দেবং জাহ্না সর্বপাশাপহানি
(ভবতি), অথঃ পশ্যশ্চ ন (বিদ্যাতে)” ইতি
ভূয়ো বচোভিঃ জপ্তেঃ সাক্ষাৎ মুক্তি-হেতুত্ব-
সিদ্ধৌ (সত্যাম্) বন্ধনশ্চ অধ্যাসত্বং অর্থসিদ্ধম্।

পদপরিবর্তনং। “দেবং প্রকাশঃ চৈতন্তঃ
জাহ্না-অপৃথকতয়া জ্ঞানদৃষ্টিবিশয়ীভূতং ক্রবেতি
যাবৎ, সর্বেষাং বন্ধনানাং নিরাসনং ভবতি।

তথা জ্ঞানাদয়ঃ মোক্ষাধিগতিপ্রদায়কো মার্গঃ
ন বিদ্যতে” ইত্যর্থকলক-“জ্ঞান্দেবং সর্ব-
পাশাপহানিনিষ্ঠঃ পশ্চাশ্চৈতি ভূয়ো বচোভিঃ
উক্তশ্লোকোদ্ধৃতি বহুভিঃ বাটকৈঃ (হেতুভূতৈ-
বিত্তি জ্ঞেয়ং) “জ্ঞেপ্তে” রাশ্বজ্ঞানন্ত অব্যবধানেন
বন্ধ নিরসন হেতুতা সিদ্ধৌ সত্যাম্ হুঃধৈককাবণ
তথা বন্ধনকল্পন্ত অর্থাৎ বন্ধনবৎ যজ্ঞগা-প্রদন্ত
সংবাদন্ত। শুক্রিবজ্জাদিহু রজত-সর্পাদিকয়ো-
র্ভাস্ত্রিবৎ আবোপিতত্বং (অলীকিত্বমিত্যাবঃ)
“অর্থসিদ্ধম্” পূর্কোক্ত “জ্ঞান্দেবং” আদি শান্তি-
মূলক বাক্যার্থপর্যাণোচনাবসাদ আগতং নিশ্চি-
তয়া প্রতীতং ইতি তাৎপর্যম্।

বিষমপদব্যাখ্যা। “জ্ঞেপ্তে সাংক্যং মুক্তি
হেতুত্ব সিদ্ধৌ” “জ্ঞেপ্তেঃ” আশ্বজ্ঞানন্ত “সাংক্যং”
অব্যবধানেন “মুক্তেঃ” মোক্ষস্য যৎ হেতুত্বং”
কারণত্বম্, তন্ত “সিদ্ধৌ” সম্পাদনে সতি, (আশ্ব
জ্ঞানের অব্যবধানরূপে মোক্ষের কারণতা সিদ্ধ
হইতেছে বলিয়া) “অধ্যাসত্বং” আবোপিতত্বং,
“অতথাকৃত্তে তথাভূত প্রকল্পনম্ অধ্যাস্তঃ”

ইতি শ্রীঃ। (যে বস্ত্র বাহা ময় তাহাতে
তাহার বা তৎসদৃশ পদার্থান্তরের আরোপণকে
“অধ্যাস” কহে, যেমন রজ্জুতে সর্পের আরোপ,
ভুক্তিতে রজ্জতারোপ, সেই প্রকার জগতের
আরোপ)

বঙ্গানুবাদ। “স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় পরাৎ-
পবকে অভিন্ন রূপে জানিতে পারিলে, অর্থাৎ
তাঁহাব সতি একাত্মক হইয়া মিসিতে পারিলে
সমস্ত বন্ধনাব বিনাশ হয়, নিগিলমোহশৃঙ্খল
কাটিয়া যায়। তাঁহাব জ্ঞান বাতীত মোক্ষাধি-
গমেব আব দ্বিতীয় পদ্য নাই” এই অর্থবিশিষ্ট
শ্লোকের পূর্কোদ্ধৃতি “জ্ঞান্দেবং সর্বপাশাপ-
হানিঃ, নান্তঃ পশ্চাশ্চ” এই শ্রুতিমূলক বাক্য-
নিচয়ের দ্বাবাই যখন আশ্বার অব্যবধানে মুক্তির
কারণতা সিদ্ধ হইতেছে, তখন এই বাক্যানিব-
হেব অর্থদ্বাবাই বন্ধনস্বরূপ ভগ্নাত্মক হুঃপহেতু
ভূতজগতের আবোপিতত্ব স্পষ্টই প্রমাণিত হইল
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমশঃ।

সন্ধ্যামন্ত্র ব্যাখ্যা ।

প্রাতঃস্নানকালে “আপোহিষ্ঠা” মন্ত্রের দ্বারা
মার্জিন অর্থাৎ কুশাগ্রদ্বাবা মন্তকে জল প্রক্ষেপ
করিতে হয়। যোগী যাজ্ঞবল্ক বলেন “আপো-
হিষ্ঠেতিমার্জয়েৎ”। স্নানদ্বারা যেমন বাহুভুক্তি
সম্পাদিত হয়, তজ্জপ মার্জিনদ্বারা আভ্যন্তরিক
ভুক্তি সম্পাদিত হয়। আপোহিষ্ঠামন্ত্র তিনটির
অর্থ ১ম বর্ষ হিন্দুগত্রিকার শাস্তিপ্রকরণ প্রবন্ধে
দেওয়া হইয়াছে। পাঠকের পাঠ দৌর্ধ্যার্থ
মাত্র তিনটি এবং উহার অর্থ পুনর্বার এখানে
দেওয়া গেল। যাহারা সংস্কৃত ব্যাখ্যা দেখিতে
চাহেন, তাহারা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এই

তিনটি মন্ত্রের স্ববি সিদ্ধবীপ, ছন্দগায়ত্রী, আপ-
দেবতা, মন্ত্র তিনটি এই :—

(১) আপোহিষ্ঠা ময়োভুবন্তান উর্জেন-
ধাতন। মহেরগায় চক্ষসে।

(২) যো বঃ শিবতমোরসস্তন্ত ভাঃজয়তে-
হনঃ। উশতীরিব মাতরঃ।

(৩) তস্মা অরং গমাবো যন্তক্ষ্যায় বিষধ।
আপো জনয়ধা চনঃ॥

(১) হে জলসমূহ, তোমরা যেরূপ স্নান
পানাদি বিষয়ে আমাদের কল্যাণকারিণী হইয়া
থাক, সেইরূপ রস জ্ঞানদানের জন্ত আমা-

দিগকে সমর্থ করিয়া থাক। (তোমাদের রূপায় আমরা যে কেবল ঐহিক সুখভোগ করি এমন নহে) তোমরা রমণীয় দর্শনবিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন বিষয়ও সাহায্য করিয়া থাক।

(২) হে জলসমূহ, প্রীতিয়ুক্তা মাতা যেরূপ সন্তানকে স্তন্যরস পান করাইয়া থাকেন, সেইরূপ তোমরা আমাদের দিগকে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর রস পান কর।

(৩) হে জলসমূহ, যে রসেব নিবাসহেতু তোমরা প্রীতিপ্রদ হইয়া থাক, সেই রসপ্রাপ্তির জন্য যেন আমরা তোমাদিগকে অধিক সেবা করি তোমরা আমাদের দিগকে সেই রস ভোগের জন্য সমর্থ কর।

যে শব্দ যেরূপ উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা না করিলে অন্তঃকরণের উপর উহার ক্রিয়া হয় না। আপনি যদি একজনকে হাসাইতে চাহেন, তাহা হইলে একভাবে কথা বলিবেন, কাঁদাইতে চাহিলে অন্যভাবে বলিবেন। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা চিত্তবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইয়া থাকে। উদাত্ত, অমৃদাত্ত, স্বরিত, এবং ছন্দাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং উহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া বেদ উপনিষদাদি পাঠ করিলে যে ফল হয়, কেবল অর্থ বুঝিয়া পাঠ করিলে সে ফল হয় না। আমাদের দেশে সঙ্কামন্ত্রের যথাযথ পাঠও হয় না এবং অর্থও অতি অল্প লোকে জানেন।

মার্জনের পরে আচমন করিতে হয়।

আচমনের মন্ত্র:—

(১) সমুদ্রেতে হৃদয়ম্প্রসূতঃ সঙ্গাবিশোধো-
যদীকৃতপাণঃ। যজ্ঞস্তত্বা যজ্ঞপতে হৃক্তোক্তো
নমবাক্যবিধেম স্বাহা ॥

অর্থাৎ হে যজ্ঞপতি সোম তোমার হৃদয়-
সমুদ্র জলমধ্যে অবস্থিত, ওষধি এবং জলসমূহ
তোমাতে প্রবেশ করুক। যজ্ঞের হৃক্তোক্ত

নমস্কার বাক্যের দ্বারা তোমার স্তুতি করিব।

এইমাত্র পাঠ করিয়া জলপানান্তর স্বাহা
শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়।

পদপাঠঃ। সমুদ্রে। তে। হৃদয়ম্। অপসু।
অন্তঃ। সং। স্বা। বিশস্ত। ওষধিঃ। উত। আপঃ।
যজ্ঞস্ত। স্বা। যজ্ঞপতে। হৃক্তোক্তো। নমোবাক্যে।
বিধেম।

বাখ্য। সমুদ্রে তে হৃদয়ম্ অপসু অন্তঃ—
তোমার হৃদয় সমুদ্র জলমধ্যে অবস্থিত। সং-
শব্দ—প্রবেশ করুক। স্বা—তোমাকে। ওষধিঃ
উত আপঃ—ওষধি এবং জল। যজ্ঞস্ত—যজ্ঞেব।
স্বা—তোমাকে। যজ্ঞপতে—হে যজ্ঞপতে।
হৃক্তোক্ত নমোবাক্যে—হৃক্তোক্ত নমস্কার বাক্যের
দ্বারা। (তৃতীয়ার স্থানে সপ্তমী) বিধেম—
স্তুতি করিবে। তৎপরে জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া
অঘর্ষণহৃত্ত তিনবার পাঠ করিয়া স্নান করিতে
হইবে।

অঘর্ষণমন্ত্র এই;—

ও ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাজীহ্যৎ

তপসোহধ্যাজায়ত

ততো রাত্তিরজায়ত

ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ

সমুদ্রাদর্গবাদধি

সম্বৎসরোহজায়ত

অহোরাত্রাণিবিদধৎ

বিশ্বস্ত্র মিষতো বীণী

স্বর্ঘ্যচক্রমসৌ ধাতা

যথা পূর্বেমকল্পয়ৎ

দিবঞ্চ পৃথিবীকান্

তরীকমধো অঃ ॥

পদপাঠঃ। ঋতং। চ। সত্যং। চ। অজী-
হ্যৎ। তপসঃ। অধি। অজায়ত। ততঃ। রাত্রি।
অজায়ত। ততঃ। সমুদ্রঃ। অর্ণবঃ। সমুদ্রাৎ।
অর্ণবাৎ। অধি। সম্বৎসরঃ। অজায়ত। অর্ঘ্যে

রাত্রাদি। বিবধং। বিবস্ত্র। মিবতঃ। বশী।
স্বর্ঘ্যচক্সমসৌ। ধাতা। বধা। পূর্ষম্। অকল্পয়ং।
দিবং। চ। পৃথিবীং। চ। অন্তরীক্ষং। অথো।
স্বঃ।

ব্যাখ্যা। (১) ঋতং ঋতমেকাঙ্করং ব্রহ্ম
সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মেতি।

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ পরং ব্রহ্ম আসীৎ। এতেন
মহাপ্রলয়াবস্থা প্রতিপাদিতা। মহাপ্রলয়সময়ে
কেবলং পরং ব্রহ্মমাত্রমাসীৎ ইত্যর্থঃ।

ঋতং সত্যং শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে
মহাপ্রলয় অবস্থায় পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন। ওঙ্কার-
স্বরূপ জ্ঞানমনস্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই
ছিল না।

(২) ততঃ রাত্রিঃ অজায়ত—রাত্রিশ্চ
সমুৎপন্না, সকল অন্ধকারময়মাসীৎ ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ সেই সময় কেবল অন্ধকার ছিল,

(৩) অতীত্বাং তপসো সমুদ্রো অধ্যাজায়ত—
স্রষ্টারস্তে তপসো অদৃষ্টবলাৎ অর্ণবঃ পানীয়যুক্ত
সমুদ্রঃ সমজায়ত।

অর্থাৎ পূর্বকল্পের কৰ্ম্ম যাহাকে অদৃষ্ট বলা
যায় তাহাইহইতে তপ, তপ হইতে সমুদ্র
মধ্যং কারণবারি উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৪) তদন্তবং সমুদ্রাং অর্ণবাং ধাতা স্রষ্টা
মজায়ত কিম্বুতধাতা—মিবতঃ অগ্রকটীভূত
বিস্ত্র বশী প্রভুঃ মহাপ্রলয়েন বিলুপ্ত ত্রৈলো-
ক্যস্ত নিৰ্ম্মাণে প্রভুঃ অর্থাৎ সেই কাবণবারি
হইতে ধাতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি অগ্র-
কটীভূত বিষ্ণের প্রভু অর্থাৎ মহাপ্রলয়বিলুপ্ত
বিশ্বজনে সমর্থ।

(৫) স ধাতা স্বর্ঘ্য্য চক্সমসৌ অকল্পয়ং
কল্পিতবান্ অর্থাৎ ঐ ধাতা চক্স, স্বর্ঘ্য্য সৃষ্টি
করিয়াছিলেন।

(৬) বধা পূর্ষম্—পূর্ষ পূর্ষ করে যেরূপ
সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(৭) অহোরাত্রাণি বিবধং—কিরূপ চক্স
স্বর্ঘ্য্য না বাহারা দিবা এবং রাত্রি বিধান করি-
য়াছেন।

(৮) ততো সন্ধ্যংসরোহজায়ত—স্বর্ঘ্য্যচক্সের
সৃষ্টির পর রাত্রিদিবার বিভাগ হইল এবং তৎ-
পরে বৎসরের ব্যবস্থা হইল।

(৯) দিবঞ্চ পৃথিবীকাস্তরীক্ষমথোষঃ—
তৎপরে দিব পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং স্বঃ সৃষ্টি
করিয়াছিলেন স্বঃ শব্দে নক্ষত্রলোকোপরিস্থিত
স্বর্গলোক বুঝায় এবং দিব শব্দে মহ, জন, তপ,
সত্য এই চারি লোক বুঝায়। এতদ্বারা সৃষ্টি-
স্থিতি প্রলয়ের কথা বলা হইল। এই অবমর্ষণ
মন্ত্র পাঠ মার্জ্জনার অঙ্গমাত্র। অবমর্ষণ পুনর্কায়
করিতে হয়, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

অবমর্ষণমন্ত্র পাঠের পর প্রাণায়াম করিতে হয়।

প্রাণায়াম।

বোধায়ন, বশিষ্ঠ, যোগি যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি
প্রভৃতি বলেন;—

সব্যাকৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সচ,
ত্রিঃ পঠেদ্যতপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।

অর্থাৎ ব্যাকৃতি প্রণব এবং শিবযুক্ত গায়ত্রী
আয়তপ্রাণ হইয়া তিনবার পাঠ করিলে প্রাণা-
য়াম হয়। সব্যাকৃতি এবং শশির গায়ত্রী
নিম্নে দেওয়া গেল।

ও ভূঃ ও ভূবঃ ও স্বঃ ও মহ ও জনঃ ও তপঃ
ও সত্যং ও তৎসবিতুর্ভরগো ভর্গো দেবস্ত
ধীমহি ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ও আপো
জ্যোতীরসংমৃতং ব্রহ্ম ভূত্বঃ স্বরোম্।

উপরোক্ত মন্ত্রের ও ভূঃ হইতে ও সত্যং
পর্য্যন্ত ব্যাকৃতি এবং তৎসবিতুঃ হইতে প্রচো-
দয়াংপর্য্যন্ত গায়ত্রী, অবশিষ্টাংশ গায়ত্রী শিরঃ,

ব্যাকৃতি গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশিরের ব্যাখ্যা
করিবার পূর্বে প্রাণায়াম কি এবং তদ্বারা কি
উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা এতদ্বারা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা

করা যাইবে, এবং সুবিধামত ভবিষ্যতে বিশেষ ব্যাখ্যা করা যাইবে।

প্রাণের সংযমকে প্রাণায়াম বলে, এই প্রাণায়াম সাধারণত দ্বিবিধ বৈদিক এবং তান্ত্রিক। বৈদিকপ্রাণায়ামে প্রথমে পূরক, তৎপরে কুন্তক, তৎপরে রেচক করিতে হয়। এখানে বৈদিকপ্রাণায়ামের কথা বলা হইতেছে।

দক্ষিণ নাসিকা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা বোধ করিয়া বামনাসিকাদ্বারা বায়ু গ্রহণকে পূরক বলে, তৎপরে দক্ষিণনাসিকা ঐরূপ বদ্ধ রাখিয়া দক্ষিণহস্তের অনামিকা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা বামনাসিকা রোধ করিয়া শ্বাসধারণকে কুন্তক বলে। তৎপরে বামনাসিকা ঐরূপ বদ্ধ রাখিয়া দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি উঠাইয়া লইয়া দক্ষিণনাসিকাদ্বারা শ্বাস পরিত্যাগকে রেচক বলে। এই রেচক, কুন্তক এবং পূরকের সময় পূর্বোক্ত গায়ত্রীমন্ত্র এক একবার জপ কবিত্তে হয়, অর্থাৎ রেচকে একবার, কুন্তকে একবার ও পূরকে একবার। রেচকের সময় নাভীমূলে হংসাসন রক্তবর্ণ ব্রহ্মার মূর্তি ধ্যান করিতে হইবে। কুন্তকের সময় হৃদয়ে গুরুডাসন নীলোৎপলবর্ণ বিষ্ণুব মূর্তি চিন্তা করিতে হয়। রেচকের সময় অজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ ক্রদেশের মধ্যবর্তি স্থানে বৃষাসন খেতবর্ণ শঙ্করমূর্তি চিন্তা করিতে হয়।

“আদানং রোধমুৎসর্গং বয়োজিহ্বিঃ সম-
ভ্যাসেৎ। ব্রহ্মাণং কেশবং শব্দং ধ্যায়েদেতা-
নমুক্তমাং ॥ রক্তং প্রহাপতিং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং
নীলোৎপলপ্রভম্। শঙ্করং ত্র্যম্বকং খেতং
ধ্যায়মুচ্যতে বজ্রমাং ॥” শব্দঃ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রেচক, পূরক এবং কুন্তক এই তিন ক্রিয়ার প্রত্যেক ক্রিয়ার সময় এক একবার গায়ত্রী পাঠ করিতে হয়। শ্বাসরোধ ক্রিয়া নিয়মিত করিবার জন্ত অর্থাৎ

শ্বাসরোধ অতিরিক্ত সময়ের জন্ত না হয়, তজ্জন্ত মন্ত্রপাঠকালই শ্বাসগ্রহণ ও ধারণকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাণায়ামদ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, প্রাণায়ামের সম্যক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে প্রাণায়ামের মন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ করা আবশ্যক, এই গায়ত্রীর অর্থ ১ম খণ্ড হিন্দু পত্রিকায় শাস্ত্রপ্রকরণ প্রবন্ধে সংক্ষেপত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এই স্থলে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া গেল।

এইস্থলে প্রথম গায়ত্রীর ব্যাখ্যা, তৎপরে সপ্তব্যবৃতি, তৎপরে গায়ত্রীশিরের ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে।

গায়ত্রীমন্ত্রঃ যথা—তৎসবিতুর্বরেন্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ব্যাখ্যা। তৎ শব্দ ষষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎ দেবস্ত অর্থাৎ তস্ত দেবস্ত অর্থাৎ সেই দেবতার। সবিতু শব্দের অর্থ সর্বাঙ্গার্থ্যায়ী বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্মের। দেবস্ত শব্দের অর্থে জ্যোতির্ম্ময়ের। তৎ সবিতুঃ দেবস্ত—সেই জ্যোতির্ম্ময় বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্মের। বরেন্যং—সর্বজনপূজনীয়, ভর্গো শব্দের অর্থ—পাপনাশকারী-তেজ। ধীমহি—ধ্যান করি। অর্থাৎ আমরা সেই বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব জ্যোতির্ম্ময়ব্রহ্মের সর্বজনপূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি।

অতরাং যখন তৎ বা তস্ত অর্থাৎ সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের কথা বলা হইল, তখন কোন জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, তখন বলা হইতেছে “যো নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ” যিনি আমাদের গুরুবৃত্তি প্রেরণ করেন। “প্রচোদয়াৎ” শব্দের অর্থ সংকল্পাচ্ছটানার প্রকর্ষণ প্রেরণ, সংকল্পাচ্ছটানের জন্ত প্রকর্ষণ প্রেরণ করেন। অতরাং সম্পূর্ণ গায়ত্রীর অর্থ

এইঃ—যিনি সংকার্ধ্যাছুষ্ঠানের জন্ত প্রকর্ষভাবে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই বিজ্ঞান-দ্বন্দ্বভাব জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের সর্বজনপূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি ।

(২) তৎপরে “তৎ” শব্দ “দেবন্ত” শব্দের সহিত অময় না করিয়া, “ভর্গো”—শব্দের সহিত অময় করা যায় ।

সবিতুঃ দেবন্ত তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি, যন্ত নো ধিয়ো প্রচোদয়াৎ, অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের সেই সর্বজন পূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি, যিনি আমাদের সংকার্ধ্যাছুষ্ঠানের জন্ত প্রকর্ষভাবে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন ।

(৩) তৎপরে মন্দের দ্বিতীয়ার্কে যে “যো” শব্দ আছে উহা গিন্দবাত্তরদ্বারা পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গ করিলে মন্ত এইরূপ হইবে ।

সবিতুঃ দেবন্ত তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি যো (যং) ভর্গো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ । অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের সেই সর্বজন পূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি, যে পাপনাশকারী তেজ আমাদের সংকার্ধ্যাছুষ্ঠানের জন্ত প্রকর্ষভাবে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করে ।

যং এবং যো শব্দের অময়ের প্রভেদেতু অর্থের বিশেষ পার্থক্য যে হয় নাই, পাঠক তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ।

এইক্ষেণে সপ্তব্যাহতির ব্যাখ্যা করা যাইবে । ব্যাহতি শব্দের অর্থ শব্দ বা বাক্য । সপ্তব্যাহতি অর্থে সপ্ত পবিত্র বাক্য । সপ্তব্যাহতি অর্থাৎ সপ্তলোক । ভূলোক, ভুবোলোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক বলায় । ধাত্ত্ব গ্রহণ করিলে ভূ শব্দে সং বা অস্তিত্ব বুঝায়, যাহা আছে, তাহাকেই ভূ বলা যায়, স্তত্রাং সর্বব্যাপী সংকে ভূ বলা যায় । ভূরিতি সম্মাত্রমুচ্যতে । ভূ বসিতে

ভূমিলোকও বুঝায় । এই পৃথিবীই আমাদের কর্মভূমি । এই ব্যাহতিদ্বারা আমাদের পার্থিব জীবন এবং জাগ্রত অবস্থা বুঝায় । প্রত্যেক ব্যাহতির অগ্রে ঐ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় । ঐ ই ব্রহ্মের মূর্তি, ঐ কিরূপে ব্রহ্মের মূর্তি তাহা পরে ব্যাখ্যা করা যাইবে । স্তত্রাং ঐ ভূঃ ইত্যাদি বলাতে সপ্তলোকের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রদর্শিত হইল ।

ভুবলোক বলিতে অন্তরীক্ষ বুঝায় । এই স্থানে মহামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণীরা বিচরণ করেন । ভুবঃ শব্দে দীপ্তিও বুঝায়, যাহার দীপ্তিতে সমস্তই দীপ্ত হয়, সর্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি । ঐ পূর্বে থাকায় বুঝাইল যে ভুবঃ এবং পরব্রহ্ম অন্তর্দেব । এতদ্বারা আমাদের স্বপ্নাবস্থা বুঝায় ।

স্বর্গলোক বলিতে স্বর্গলোক বুঝায়, এই স্থানে দেবতাদি বাস করেন । ইহাদ্বারা আমাদের অসুপ্তি অবস্থা বুঝায় । স্তত্রিযত ইতি স্বরিতি স্ত্রু সর্বে ত্রিযনাং সুখব্রহ্মমুচ্যতে ।

মহর্লোক । এই শব্দের ধাত্ত্ব পূজা বা অর্চনা, মহীয়তে পূজাতে ইতি । ইহার দ্বারা প্রাধাত্ত বুঝায় মহ, জন, তপ, সত্য, এই কয়েকটি অমৃতলোকের অন্তর্গত । স্বর্গলোক পর্যন্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তৎপরবর্তী লোকসমূহ বিনাশবাহিত ।

জনলোক । জন্মমৃত্যুতীতি জনঃ, যে লোক হইতে সকলই উৎপন্ন হয় ।

তপোলোক । তপ ইতি সর্গতেজোরূপতঃ যে স্থানে সকলই জ্যোতির্ময় ।

সত্যলোক । যে স্থানে পাপমাজ নাই । সত্যমিতি সর্বব্যাপ্যবাহিতঃ ।

নাদবিন্দু উপনিষদে দৃষ্ট হইবে যে ব্রহ্মকে “হংস” রূপ পক্ষী কল্পনা কবিয়া তাহার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে এক একটি লোক কল্পনা করা হইয়াছে । “হংস” শব্দে ব্রহ্মও বুঝায় ।

সোহং বা উহা উন্টাইয়া অহংসঃ এই ছই শব্দের প্রথম শব্দের “অ” পরিত্যাগ করিয়া “হংস” শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। “হ” উচ্চারণ করিবার সময় “অ” উচ্চারণ না করিলেও উহা উচ্চারিত হয়, এই জন্য “অ” রাখা হয় নাই। “হং” “সঃ” তে পরিণত হইলে ব্রহ্ম হয়, এইজন্য “হংস” ই ব্রহ্ম। নাদবিন্দু উপনিষদের বে অংশ আমরা এখানে উদ্ধার করিতেছি, ঐ অংশে “হংস” শব্দের প্রকৃত অর্থও রহিয়াছে, এবং ব্রহ্মকে “হংস” রূপ পক্ষীও কল্পনা করা হইয়াছে।

নাদবিন্দু উপনিষৎ যথা—

ভূলোক পাদয়োস্তত্ত্ব ভুবলোকস্ত জাহ্ননোঃ ।
 স্বলোক কটদেশে তু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ ॥
 জনোলোকস্ত হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ ।
 ঋবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ ॥

অর্থাৎ তাহার উভয়পদে ভূলোক, জাহ্ন-
 ঘয়ে ভুবলোক, কটদেশে স্বলোক, নাভিদেশে
 মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপলোক
 এবং ঋবয়ের মধ্যে সত্যলোক।

উপাসক সপ্তব্যাহতি চিন্তা করিতে করিতে
 স্বীয় পার্থিব জীবন সত্যলোকের অর্থাৎ ব্রহ্ম-
 সদনের আশ্রয় উন্নত করিবেন এই ব্যাহতিমন্ত্রের
 উদ্দেশ্য।

ভবন্তি চান্মিন্ ভূতানি স্থাবরানি চরাণি চ ।

তস্মাদ্ভূরিতি বিজ্ঞেয়া প্রথমা ব্যাহতি স্মৃতা ॥

ভবন্তি ভূয়ো লোকানি উপযোগক্কে পুনঃ ।
 কল্পান্তে উপভোগ্য ভুবন্ত্যন্ত প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 শীতোষ্ণবৃষ্টিতেজাংসি জায়ন্তে তানি বৈ সদা ।
 আলয়ঃ সূক্ষ্তানীঞ্চ স্বলোকঃ স উদাহৃতঃ ॥
 অধরোত্তরলোকেভ্যঃ মহাংশ পরিমাণতঃ ।
 হৃদয়ং সপ্তলোকানাং মহন্তেন নিগদ্যতে ॥
 কল্পদাহে প্রলীনাস্ত প্রাণিনস্ত পুনঃ পুনঃ ।
 জায়ন্তে চ পুনঃ স্বর্গে জনন্তেন প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 সনকাদ্যস্তপঃ সিন্ধা যে চাশ্তে ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ।
 অধিকারনিবৃত্তাস্ত তিষ্ঠন্ত্যশ্মিন্তপস্ততঃ ॥
 সত্যস্ত সপ্তলোকা বৈ ব্রহ্মণঃ সদনস্ততঃ ।
 সর্বেষাঞ্চৈব লোকানাং মুক্তি সন্তিষ্ঠতে সদা ॥

কর্ণাহুসারে যে যে লোকে জীবের আবির্ভাব
 হয়, তাহারাই সপ্তব্যাহতি বা সপ্তলোক।

তৎপরে গায়ত্রীশিরের ব্যাখ্যা করা যাইবে।

গায়ত্রীশির যথা—

আপো জ্যোতীরদোহমৃতং ব্রহ্ম ভূত্ব
 স্বরোম্।

আপঃ—জল, জ্যোতিঃ—অগ্নি, রস—
 প্রত্যেক পদার্থের সারাংশ, অমৃতম্—মৃত্যু-
 রাহিত্য, ব্রহ্ম, ভূ, ভুবঃ স্বঃ, ওঁ (১) ক্রমণঃ—
 কহ্যচিদ্পরিত্রাজকহ্য।

(১) এই প্রবন্ধট অসম্পূর্ণ রহিল আগামী সংখ্যায়
 ওকার ও গায়ত্রীর আরও বিশদ ব্যাখ্যা এবং প্রাণ-
 যানাদির বিশেষ বিবরণ এবং সন্ধ্যামন্ত্রের শেষ অংশ
 দেওয়া যাইবে।

পুরাণ প্রসঙ্গ ।

প্রথম প্রস্তাব ।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রিয়ন্তে সর্কদেবতাঃ ॥

লভেৎ সর্কজ্ঞতা যা তু সাধাতে ন তপস্বিভিঃ ।

তপসা দুর্লভা তস্মাদ্ ভক্তিমান্ মাতবিত্তব ॥

পুর্বা কালে তপদেবনামক কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কৃতবোধ; কৃতবোধ অতি তপোনিষ্ঠ। বাল্যকাল হইতে তপস্তায় নিয়ত অহুত ছিলেন। পরিবার বর্গের অন্ধের যষ্টি, কৃতবোধ পিতামাতার কাকুতি বিনতি, ভাষ্যার অহুত প্রণয় উপেক্ষা করিয়া তপস্তায় অগ্র গৃহত্যাগ করিলেন। প্রথমে গঙ্গাতটে গিয়া হবিষ্যাশী হইয়া তপশ্চর্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সে স্থান তত নির্জন না হওয়ায় বিজন সমুদ্রতীরে গিয়া আহার পরিহার করিয়া তপস্তায় মনোভিনিবেশ করিলেন। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইল। তাঁহার আশ্রমের হিংস্রক পশুরা হিংসা পরিহার করিল। কিছুকাল পরে তাঁহার আপাদমস্তক বস্ত্রক-পিণ্ডে আবৃত হইল। সর্পগণ তাঁহার শরীরে বাসভবন নির্মাণ করিল। তথাপি তাঁহার ক্রক্ষেপ নাই। বর্ষাগমে বস্ত্রক গলিত হইল। তখন পক্ষিগণ জটাজুটে নীড় নির্মাণ করিয়া নিরাপদে শাবক উৎপাদন করিতে লাগিল। অহঙ্কার শক্তির সহচর, তাঁহার যেমন তপোশক্তি বৃদ্ধি হইল, অহঙ্কার অন্তরাল হইতে অগ্রসর হইল। মনে করিলেন আমি সিদ্ধ হইয়াছি। সেই অভিমানে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা সমুদ্রতীরে স্নানপূত হইয়া প্রতি-নিবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে এক বক

তাঁহার শরীরে মলমুক্ত ত্যাগ করিয়া দিল। ক্রুদ্ধভাবে বকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বক ভয়শূন্য হইল। কাজেই তাঁহার অহঙ্কার ক্রমশ গাঢ় হইল। আরম্ভত জলে পুনঃ স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন।

অনন্তর মধ্যাহ্নকালে কোন গৃহস্থের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কোন ব্রাহ্মণকুমার উক্লিষ্ট পিতার পদসেবা করিতেছেন। তিনি অভ্যাগত অতিথি তাহাকে অভ্যর্থনা না করায় কৃতবোধ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—“তুমি আমাকে তোমার অতিথি জানিয়া আমার অভ্যর্থনা করিলে না; অতএব আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিব। আমার তপোবল দেখ।”

ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন—আপনি এত ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন? অতিথি বিমুখ হওয়া উচিত নয়, তা আমি জানি কিন্তু কাহার বাড়ী, কেই বা বিমুখ কবে? পুত্র পিতার অধীন, এ বাড়ী আমার নয়। আমার পিতা ইহার স্বামী। আমার ধন নাই যে তাহা দ্বারা আপনার সংকাপ করিব? আমি যাহা উপার্জন করি তাহা পিতার। আপনার বিমুখতায় আমার প্রত্যায় নাই। প্রত্যুত পিতার নিম্নাভঙ্গ করিয়া আপনার সেবা করিলে আমার ঘোর অধর্ম হইবে।

কৃতবোধ ব্রাহ্মণকুমারের বাক্য শুনিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন—“রাগের গাঁসাই, তুমি কেবল অতিথি নও, তুমি কাকী

বকী ভঙ্গ করিয়া মাৎসর্যপূর্ণ আনোয়ার হইয়াছে। আমি কিন্তু বক নই, যে ভঙ্গ হইয়া যাইব। আমি গার্হস্থধর্মনিরত পিতা মাতার সেবক, একটু অপেক্ষা কর, পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তোমার আতিথ্য করিব।

কৃতবোধ ব্রাহ্মণকুমারের বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া, বলিলেন “তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমি বক ভঙ্গ করিয়াছি, আমি তপোদানযজ্ঞ করিয়া বে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলাম না, তুমি কোথা হইতে সে জ্ঞান পাইলে? তুমি বালক হইয়াও আমার জ্ঞানদাতা গুরু।”

ব্রাহ্মণকুমার কলিলেন, বারাগসীক্ষেত্রে তুলাধার নামে কোন ব্যাধ আছে। তাঁহাব নিকট যাইলে সমস্ত অবগত হইতে পারিবে কিন্তু আজ এখানে অতিথ্যগ্রহণ করিতে হইবে।

কৃতবোধ পরদিন প্রভাতে বারাগসীক্ষেত্রে তুলাধারসমীপে সমাগত হইয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

তুলাধার বলিলেন—“মাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা, তুমি তাঁহাদের অসন্তোষ করিয়া তপস্রায় অতীষ্টলাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাঁহা-

দের তুষ্টি ব্যতীত ধর্মলাভের উপায় নাই। অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদের সেবা কর। তাহাতেই তোমার সর্গজ্ঞতা ও মুক্তিলাভ হইবে। ঐ যে বক তোমার গাজে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছিল, ও বক নয় তোমার নিজরক্ত পুণ্য বকরূপ ধারণ করিয়াছিল, তোমার দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় নাই। দৃষ্টি নিমিত্ত মাত্র। বকরূপী তোমার পুণ্য তোমার পিতার অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। যেই তোমার পুণ্য দগ্ধ হইয়া গেল, সেই অহঙ্কার আসিয়া তোমাকে আশ্রয় করিল। যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যবল ছিল, সেই পুণ্যবলে ধর্মের অবতার ব্রাহ্মণকুমারের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে। এক্ষণে গৃহে যাও, মাতা পিতার অনুমোদিত কার্য করিয়া অতীষ্টলাভ কর।” আমি সমাজে ঘৃণিত ব্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেবল মাতাপিতার সেবা করি। তাহাতেই আমি নিক্রান্তবান পূর্ণকাম হইয়াছি।

অনন্তর কৃতবোধ ব্যাধের ব্যাক্যে কৃতবোধ হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্তি হইলেন এবং মাতা পিতার সেবায় যথাসময়ে অতীষ্টলাভ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ত্যাগঃ সত্যঞ্চ সৌচঞ্চ যত্র এতে মহাশুভাঃ।
যঃ প্রোগোতি গুণানেনতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে
প্রিয়ঃ ॥ লক্ষ্মীচরিতম্।

একদা দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্যরাজ বলি সম্মুখীন হইয়া আসীন ছিলেন। হটাৎ দৈত্যরাজের শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জসমী দেবীমূর্তি নির্গত হইল দেখিয়া ইন্দ্র চমৎকৃত হইয়া বলিলেন—“বলি! ইনি কে? বলি বলিলেন—“দেবরাজ! আমি জানি না ইনি কে? আপনি

ইহঁকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তখন ইন্দ্র দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কেনই বা বলিকে ত্যাগ করিয়া আমার পানে আসিতেছেন?

দেবী বলিলেন—আমি লক্ষ্মী, সত্য, দান, সদাচার, তপ, ব্রত, পরাক্রম ও ধর্ম যেখানে থাকে, আমি তথায় অবস্থান করি। বলি এখন এই সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। তুমি এই সকল গুণে ভূষিত হইয়াছ, তাই এখন

বলকে ত্যাগ করিয়া তোমাকে আশ্রয় করি-
তেছি। তুমিও যদি সত্যপ্রভৃতি প্রতিপালন
না কর, তবে তোমাকেও বলির জ্বায় ত্যাগ
করিব।”

ইন্দ্র বলিলেন—“আপনি কিভাবে আমার
নিকট আবস্থান করিবেন বলুন।

লক্ষ্মী বলিলেন—“তুমি আমাকে চারিভাগে
বিশক্ত কর। এক এক ভাগ, আমার এক এক
চরণ। ইন্দ্র বলিলেন—“পৃথিবীতে এক চরণ
নিহিত হউক।

লক্ষ্মী বলিলেন—“এই আমি পৃথিবীতে এক
পদ নিহিত করিলাম। এই পদ পৃথিবীতে
নিহিত থাকিবে। এখন বল দ্বিতীয়াদি পদ
কাথায় রাখি।”

ইন্দ্র বলিলেন—“জল দ্বিতীয় পদ ধারণ
করুক অগ্নি তৃতীয় পদ ধারণ করুক এবং
বতাবাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু ব্রাহ্মণগণ চতুর্থ চরণ
ধারণ করুন।

লক্ষ্মী বলিলেন—“বেশ, তোমার কথিত
স্থানে পাদচতুষ্টয় স্থাপন করিলাম। কিন্তু রক্ষার
ভাব তোমার উপর।

ইন্দ্র বলিলেন—“আমি পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতে
আপনাকে স্থাপন করিলাম। অর্থ, তীর্থজ্ঞ,
পুণ্যযজ্ঞাদিজাত ধর্ম ও বিদ্যারূপ (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ)
চরণচতুষ্টয় যথাক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও
সামুদ্রে নিহিত রহিল অর্থাৎ আপনার (লক্ষ্মীর)
ধনরূপ চরণ পৃথিবীতে, তীর্থজ্ঞ পুণ্যরূপ চরণ
বানিতে যজ্ঞাদিজাত ধর্মরূপ চরণ অগ্নিতে ও
বিদ্যারূপ চরণ সামুদ্রে স্থাপিত রহিল। যাহারা
ত্যাগশূন্যতা, অসত্যতা, অসদাচরণপ্রভৃতি অপ-
কর্মের দ্বারা আপনাকে উতাক্ত করিবে,
আমি তাহাদিগকে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রকারান্তরে
প্রভূত যন্ত্রণা দিব।

ত্রিব্রহ্মজ্ঞানাৎ স্মৃতিতীর্থ।

মহেশপুত্র।

আর্য্যালয়ে রমার্কনা ।

অদ্য শরতের একশক্তিমুক্তি বিজয়ার অতল-
জলেব অন্তরালে নিহিত ; অন্তর্মুর্তি প্রকৃতির
পক্ষপাতিনী হইয়া শ্রামল শতকেসে, বিজন-
বিপিনে, বিহারোদ্যানে, জলে ও নভস্থলে
উদ্ভাসিত। প্রকৃতিদেবীই ঐশীশক্তির পরি-
চারিকা ; পরিচারিকাই প্রভু-প্রভাবের পরি-
চায়িকা। তাহাতে প্রকৃতি পর্যাবসিত বায়ু,
বৃষ্টি, নিছাৎ, গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতির শক্তিসম্বন্ধে
পূর্বকালে বেদ ব্যতিব্যস্ত। এক মমরে হোতৃ-
গণ গাথা গানে মত্ত হইয়াছিলেন “বামশ্রেব
বিজ্ঞান সিমামি বৎসং ন মাতা সিমক্তি। যদেবাং
বৃষ্টিবসজ্জি ॥”

“দিবা চিত্তসঃ কুণ্ঠতি পর্জনেনোদবাহেন।
যং পৃথিবীং ব্যাং দং তি ॥”

(ঋগবেদসংহিতা, ১ অষ্টক, ৩ অধ্যায়।

৩৮ হুক্ত ; উচ্যাব সারার্থ বিজ্ঞাৎ ও পর্জন
সহচারী এবং বৃষ্টিকারী সন্নদগণের মায়া
কীর্তন।)

এইক্ষণ সেই শক্তি নানাকারে বিকীর্ণ।
এখন কেবল দ্রব্যব জাতনীবার (উড়িধান)
ক্ষেত্রে নহে, কিন্তু কৃষক কৃষ্টশায়দ শতশ্রেণীতেও,
বৃষ্টিবর্ধিত হুদে নহে, কিন্তু কৃত্রিম খাতেও ; কৃষ্ণ-
কাননে নহে, কিন্তু উপবনেও এবং পর্ণশিখোনে
নহে, কিন্তু সুখাসিত সৌধনালায়ও প্রকৃতি

সুগমিনী ও সৌভাগ্যশক্তির পরিচারিণী ।
বেদ গানে মাতিয়া ছিলেন ; পুরাণ চীৎকার
করিবেন কেন ? ধ্যানে ধরিলেন ;—
“পাশাফমালিকাশ্চোজ্জ স্থপিত্তিৰ্যামা সৌম্যায়োঃ ।
পদ্মাসনস্থং ধ্যায়েক শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং ।
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সৰ্ব্বলঙ্কারভূষিতাম্ । রৌদ্র-
পদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥”

(আদিত্যপুবাণ ।)

পুরাণ বেদের ঐশীশক্তিকে প্রকৃতির বৈচিত্র্য-
বশতঃ নানাকারে বিভক্ত ও তদ্ব্যুৎপন্ন বহুরূপে
রঞ্জিত করিয়া সাধাবণের স্মৃতিদৃষ্টিপথে বসাইয়া
দিয়া মাদৃশ মন্দবুদ্ধির সুগম করিয়া দিলেন ।
“অণোরণীয়াংসম্” (পরমাণু হইতে স্বল্পতর)
বর্ত্তলুব্ধির গম্য নহে । পূবাণের এই কার-
কার্য্যে আমরা প্রীত । আমরা চাই—

“চিন্ময়ত্ৰাণমেয়ন্ত নিষ্কলস্তাশরীরিণঃ ।

উপাসকানাং কার্য্যার্থঃ ব্রহ্মণোরূপকল্পনাম্ ॥”

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, শক্তি সন্দর্শনে
ভগবানের অমুমান ; যুক্তিবাদীর এটমত ।
বিশালভাস্করের বিশ্ববিকাশিনী উত্থাপিকাশক্তি
প্রকৃতিগত ; সেই শক্তির ক্ষুণ্ণিত দিবাভাগে
পঞ্চভূতসমূহ সতেজস্ক ও পাক্‌ভৌতিক দেশ
সচেটে এবং রজনীতে সেই শক্তির অপগমে
ভূতবিকৃতি ও নিদ্রাগমে দৈহিক-নিশ্চেষ্টতা-
নিবন্ধন শরীর ক্রিয়ার বিপর্যায় ঘটে ; এইজন্ত
দিবাভাগে অধিক রোগের ভ্রাস ও রাত্রিতে
বিবুদ্ধি ; তাহাতে ভাস্করদেব (আলোক বাতাপ-
দায়ী) রোগের অধিদেব বা আরোগ্য
দাতা ; “আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছং” এই মন্ত-
পুরাণীয় উক্তি যুক্তির বিষয় বটে । জাঘবতীমুত
ও ময়ূরভট্ট এই বিখ্যাত ভগবান্‌ সূর্য্যের স্তব
করিয়া রোগনির্মুক্ত । আবার আন্তরিক জাড্যাক-
কারে মানবমণ্ডলী বস্ত্ততবোধে, উপযুক্ত বাক্-
প্রয়োগে ও কৰ্ম্মক্ষেত্রে অপটু ; সেই জাড্য

তমোশূণের পরিণাম ; (“শুক্লবরণকমেব তমঃ,
সাম্রাতস্তকৌমুদী ।) তাহার পরিহারক স্বহৃৎ
বা প্রকাশিকাশক্তি, (“স্বহৃৎ লবু প্রকাশকম্”
সাম্রাতস্তকৌমুদী ।) তাহা প্রকৃতিগত ও মানব
হৃদয়ক্ষেত্রে অমূল্য । যাহা প্রকাশক, তাহা
শুদ্ধবর্ণ হওয়া চাই । সেই হৃদয়স্থ বিকাশন শুভ
শক্তির অধিদেবী মা সরস্বতী তিনি শ্বেতবর্ণ,
শ্বেতপদ্মে বিরাজমানা ও জ্ঞানদায়িনী বাগ্‌দেবী ।
তাহার সৰ্ব্বত্র আধিপত্য ; তাহার রূপাকটাকে
মানব পদলাভ করিতে পারে ; এমন কি,
লৌকিকক্ষেত্রে চপলা মা কমলাকে চিববস্ত্র
রাখিতে পারে । এই জন্ত ধ্যানে “সকল বিভক-
সিন্দৌ পাছু বাগ্‌দেবতানঃ” এই উক্তি ।

এখন বহিঃসৌন্দর্য্যে দৃষ্টি দেওয়া নাউক ।
বহিঃরূপে নভস্থলে, জলে, বনে, শৃঙ্গক্ষেত্রে,
আকবে, কমলকাননে ও মানবমন্দিরে সৰ্ব্বত্র
শোভাবিধি প্রকৃতি দেবীকে দেখা যায় । এই
ভূবনবিনোদিনী শোভা, যাহার শক্তি ; তিনি
আমাদিগের মালিন্যহারিণী রমণীয়তাবিধায়িনী
ভূবনমনোরমা মা রমা ; তিনি পদ্মালবা বা
কমলা কেন না হইবেন ? আবার অতীত
গুরুত্বধর্ম্মের সৌন্দর্য্য সাধনপক্ষে ধাতাদি অর্থ-
সম্পত্তি আবশ্যকতা ; তাহার অভাবে দাণ্ডি
কালিমায় গৃহাশ্রম কলঙ্কিত হয় । তদনুসারে
সম্পত্তির অধিদেবী সেই মা রমা বা লক্ষ্মী ; তিনি
আবার শ্রী নাম ধারণ করিয়াছেন । এইজন্য
শাস্ত্রকারগণ বলেন,—“শোভা সম্পত্তি পদ্যায়
লক্ষ্মীঃ শ্রীরিতি কথ্যতে” । কিন্তু চল্লের হৃদয়
বিমোহন সৌন্দর্য্য যামিনীযোগেই, দিবসে নহে,
নলিনীর নয়ন বিমোহিনী রমণীয়তা দিবসেই,
নিশাতে নহে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে হরত কুহুমাস্তরের
সুসমার মানি হইয়া থাকে । গৃহিধর্ম্মের সৌন্দর্য্য
সাধক অর্থ ব্যক্তিগত স্বামী নহে, স্ত্রতঃ শোভা
ও সম্পত্তি চপলা, তাহার অধিদেবীও তদনুসারে

চকলা আখ্যা ধারণের অধিকারিণী। মাতার দক্ষিণে পাশ বা বন্ধনরজ্জু এবং অক্ষমালা; বন্ধনরজ্জু ভোগীর পক্ষে উপযোগী এবং অক্ষমালা জপের উপযুক্ত; তাহা বোগীর পক্ষে, বামে গম্ব ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; সম্প্রতিবক্ষার জন্ত তাহা কোমলতা ও কঠিনতাবল্বনের পরিচায়ক। কেবল গোবেচারি হইলে চলিবে না এবং একবারে গোঁয়ারের গোঁরব কোথায়? একাধারে উভয় শক্তির সামঞ্জস্য চাই। রাজ্যপালন পক্ষেও নীতিজ্ঞেরা এইরূপ প্রকৃতি ও সামদণ্ডাদির প্রয়োগের বিধান করিয়াছেন। রমা মাতার বাম করে স্ববর্ণগম্ব ও দক্ষিণহস্তে বর। মা শোভা, সম্প্রতি ও বর লইয়া বসিয়া আছেন, ভোগ ও যোগেব শিক্ষা দিতেছেন। তুমি পার্থিব বা অলৌকিক ঐশ্বর্য যাহা চাহিবে, সর্বশক্তি শালিনী মহালক্ষ্মী মা তাহাই দিতে প্রস্তুত।

অদ্য কোমুদী কোজাগর পৌর্ণমাসীর নিশিতে আখ্যায়িকায় উৎসব কেন? অদ্য ছাতল চন্দ্র ও নক্ষত্রমালায়, ভূতল কুসুম স্বমায় এবং শস্য শ্রেণিতে অলঙ্কৃত; বিশেষতঃ শারদ ধাতের এই কাল; যাহা গৃহিণীর জীবন; যাহারঃ—
“উৎপত্তির্কিরলা যন্ত, নিত্যং যন্ত ব্যাঘো ভবেৎ।
সর্বশস্ত প্রদানন্ত, ধাতন্ত কুশলং বদ ॥”

প্রয়োজন পদে পদে; যাহার অভাবে হাহাকার; সেই ধাতই ভগবতী মহালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। এখন শরদাগমে শস্যসম্প্রতি ও সৌন্দর্যের সর্বত্র পূর্ণবিকাশ; মহালক্ষ্মী মাতার শক্তি সকল স্থলে উদ্ভাসিত হইয়া তদীয় গোঁরব ঘোষণা ও আহ্বান করিতেছে। এদিকে দুর্গোৎসবে মহাশক্তির পূজাবসানে লক্ষবল হইয়াও বিজয়ার দিনে অরিবিজয়ের নিমিত্ত অস্ত্র সহিত যাত্রা করিয়া আখ্যায়িকাগণ সম্প্রশক্তি লাভ কামনায় কোজাগর রজনীতে মূর্তিমতী মহালক্ষ্মীর মন্ডে

দীক্ষিত এবং কৃত্রিম চতুর্দক্ষ ক্রীড়াচ্ছলে সমুদায় রজনী জাগরণ করিয়া রণকোণে শিক্ষিত হইতেন। অদ্য পর্য্যন্ত ক্রীড়া ও জাগরণপদ্ধতি প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীমাতার উক্তি—

“তস্মৈ বিত্তং প্রয়চ্ছামি কোজাগর্তি মহীতলে ॥”

যিনি জাগরণশীল বা অবহিতচিত্ত, তিনি বিত্তলাভের অধিকারী। কিন্তু চিরজাগরণদ্বারা যদি বিত্তভোগ করিতে হয়; তবে শাস্তি কোথায়? সেই শাস্তি শিক্ষা দিবার জন্ত কোমুদী পৌর্ণমাসীর পরবর্তিনী সুখসুশ্রুতিকা দীপায়িতা অমাবস্তার সুখশয়নের বিধান; ব্যাপারের অন্তে বিশ্রান্তি বা শাস্তিভোগ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে বলে :—

“অতোহত্র বিধিবৎ কার্য্যামমুদ্যোঃ সুখসুশ্রুতিকা।”

এই শাস্ত্রীয় শাসন বটে। সম্প্রতি ভারতবাসীর পক্ষে পৌর্ণমাসীর অবসান বটে; কিন্তু আমরা সুখপ্রভাত ত দেখি না। যখন আখ্যায়িকায় :—

“যত্র হ্রীঃ শ্রীঃ স্থিতা তত্র যত্র শ্রীশ্রুত সম্রতি।

সম্রতির্ভূতখা শ্রীশ্চ নিত্যং কৃষ্ণে মহাশ্বনি ॥”

“হিরোপায়ে হি পুরুষঃ স্থিরশ্রীরেব জায়তে।

রক্ষিতুং নৈব শক্যোতি চপলশৃগলাং শ্রিয়ম্ ॥

অবশ্যমুদযোগবতঃ শ্রীরপারা ভবেৎ সদা।

ব্রহ্মপ্রোৎসাহিতা দেবা অমমুঃ পুনরমুদয় ॥১৭”

এই মূলমন্ত্র জাগ্রৎ ছিল, তখন শতবর্তী এই ভারত বহুমতী (বহুরত্ন) রমার্কনার প্রকৃত অধিকারিণী ও সর্বসৌভাগ্যভাগিনী ছিলেন। মা সরস্বতী ও লক্ষ্মীমাতার সম্মিলনে পূর্ণ সর্বকার্য্য সংসাধিত হইত। এখন তাহা সাগরের পরপারে, এখানে নাই। অনধিকারী মূলমন্ত্রীয় লক্ষ্যভ্রষ্ট পাণীর পূজায় ফণ হইবে কেন? আজ কঠব্যবোধ এবং সম্প্রশক্তির প্রয়োগবিরহে আমরা দিগন্ত ও অরাজক হাহাকারে আকুল। তাহাতে বল মা রমে!—

‘‘হুর্দিনকৃত যে পাপের বর্তমান ভোগ, তাহা—

‘‘বর্ষাকালে মহাধোরে যন্মরা-হুতং কৃতম্।

সুখরাত্রি প্রতাতেইদা তমে লক্ষীর্ষ্যপোহতু ॥’’

আরও মা চাই :—

‘‘ভবন্ত্বং প্রসাদান্ মে ধনধানাদিসম্পদঃ।

ন হুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধিনাকালমরণং নৃণাম্।

নাধর্ম্যকচরে। লোকা নেতয়ঃ সন্ত ভারতে ॥’’

ভারতবর্ষে রমর্জিনা নাই বলিয়াই অন্য
ভারতবর্ষ হুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত। মাতঃ! সন্তানের
অপরাধ ক্ষমা তয়, হুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারত-
বানীকে রক্ষা কর।

শ্রীরামচরণ বিদ্যাভিনোদ।

উত্তরপাড়া কলেজ।

মণিরত্নমালা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

কো বা দরিদ্রো হি বিশালতৃক্ষঃ শ্রীমাঃশচ
কো যশ্চ সমস্ততোষঃ। জীবন্মৃতঃ কস্ত নিরু-
দ্যমো যঃ কা বা মৃতাত্মাং সুপদা নিরাশা ॥

১৪। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, এ সংসারে
দরিদ্র কে? গুরু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তির
বিষয়তৃষ্ণা অপরিমেয়া সেই ব্যক্তিই প্রকৃত
দরিদ্র। সচ্ছিত্র করণ্ডক যেমন জলদ্বারা পূর্ণ
হয় না, সেইরূপ যাহার বিষয়বাসনা প্রবল
ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য পাইলেও তাহার মন
কিছুতেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত বা পরিতৃপ্ত হয় না।
সুতরাং জীবনযাত্রানির্কীর্ষ্যোপযোগী অতি আব-
শ্যকীয় পদার্থসমূহের অসন্তোষনিবন্ধন চিরদুঃখী
দরিদ্র ব্যক্তির আয়-তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দীপ্তিতবস্তুর
অপ্রাপ্তি বা অভাবহেতু নিরন্তর অসন্তোষে ও
মহাদুঃখে কালহরণ করে।

‘‘নরসংসারদোষণাং তুষ্ণৈব দীর্ঘদুঃখদা।

অন্তঃপুংস্বমপি যা যোজয়ত্যতিসঙ্কটে ॥’’

এই সংসারের সকলপ্রকার দোষেব মধ্যে
তৃষ্ণাই সর্বাঙ্গপেক্ষা দুঃখদায়িনী ইহা অন্তঃপুর
স্থিত মনুষ্যগণকেও আকর্ষণ করিয়া বিষম
সঙ্কটে নিপাতিত করে। অতএব—

‘‘যা হুন্ত্যজা হুর্দ্রতিভিঃ বা ন জীর্ঘ্যতি

জীর্ঘ্যতঃ। তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ যুগে-
নৈবাতিপূর্য্যতে ॥’’

মৃত্যুব্যক্তির যে তৃষ্ণা কোনমতে পরিত্যাগ
করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা
জীর্ণ হয় না পণ্ডিত ব্যক্তির সেহী তৃষ্ণাকে
পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইলেন। যেমন রূক্ষ-
পক্ষীয় মেঘাচ্ছন্ন বোর তামসীনিশা ক্ষয় হইল
নিশাচরদিগের সঞ্চার নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ
জীবের বিষয়তৃষ্ণার উপশম হইলে কাশ্যপতি-
শ্রমাদি সকলপ্রকার দুঃখের শান্তি হয়। অতএব
জীবের জরামরণ আধিব্যাধি প্রভৃতির আধার-
ভূতা কালভুজঙ্গিনী তুল্য ভীষণা বিষয়তৃষ্ণাকে
পরিত্যাগ করা মুমুকু সাধকগণের অবশ্যকর্তব্য।

১৫। শ্রীমান্ কাহাকে বলা যায়? সমস্ত
বিষয়ে যাহার সন্তোষ অর্থাৎ যাহার অন্তঃকরণ
হইতে দুঃখজননী বিষয়বাসনা নির্কীর্ণিত হই-
য়াছে সেই ব্যক্তিই শ্রীমান্।

‘‘অপ্রাপ্তবাহ্লামুৎস্রজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতঃ।

অদৃষ্টদুঃখদোষা যঃ সন্তুঃ স ইহোচ্যতে ॥’’

যিনি অপ্রাপ্তবিষয়ের প্রতি অভিলাষ এবং
প্রাপ্তবিষয়ের প্রতি রাগদোষাদি প্রদর্শন না
করেন, সেই সৌম্যপুরুষকেই সন্তুঃ কথা যায়।
বাসনাশূন্য সন্তুঃ পুরুষের চিত্ত সর্বদা পূর্ণ থাকে
সুতরাং তাহাকে কোন বিষয়ের অভাব ঘোষ
করিয়া কদাচ দুঃখিত হইতে হয় না। ক্রমশঃ—

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনামুসারে রেজিস্ট্রিকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৯ম, }	১৩০৩ সাল, }	পৌষ, মাঘ,
১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, }	১৮১৮ শকাব্দা, }	ফাল্গুন ও চৈত্র ।

নগিরত্নমালা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

“সন্তোষামৃতপানেন যে শাস্ত্রাভিপ্রমাগতাঃ।

ভোগশ্রীরচনা তেষামেব প্রতি বিধীয়তে ॥”

সন্তোষরূপ স্তবাপানে যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্র হইয়া তৃপ্তিলাভ করেন তাঁহাদের ভোগশ্রী অচলভাবে বিবাজিত থাকে। (যোগবাশিষ্ঠ)

১৬। জীবমৃত কে? যে ব্যক্তি নিরুদ্যম অর্থাৎ স্বধর্মপালনে না অবজ্ঞ কর্তব্যকর্মে যে ব্যক্তি যত্নপ্রকাশ না কবে সেই আলস্যপ্রিয় ব্যক্তিই জীবমৃত। কর্মভূমি তুমণ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া যিনি পুরুষকার অবলম্বনদ্বারা ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ভুজ লাভ করিতে পারেন, তিনিই সার্থকজন্ম এবং তাহাকেই ঐকুতপ্রভাবে জীবিত বলা যায়। কিন্তু—

‘যে সমুদ্রযোগমুৎসৃজ্য স্থিতা দৈবপরায়ণাঃ।

ত ধর্মমর্থকামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাম্মবিবিধঃ ॥”

যাহারা উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বকে আশ্রয় করতঃ নিশ্চিন্ত থাকে সেই দায়বিশেষ ব্যক্তিগণের ধর্ম, অর্থ, কাম সকলই বিনষ্ট হয়। অলস উদ্যমহীন পুরুষ আত্মোচিত ও লোকহিত সাধন করিতে সক্ষম না হইয়া ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং সূহৃৎ মর্থপ্রদ মানবজন্ম বুঝা কাটাইয়া জীবিতাবধাতেই মৃতভুল্য হইয়া থাকে। অতএব পুরু

ষার্থলাভাভিলাষী পুরুষ শরীরস্থ মহারিপু আলস্যকে পরিত্যাগ করিয়া পরমহিতকারী উদ্যমকে আশ্রয় করিবেন।

(১৭) অমৃতবরূপ কি? স্তবদায়িনী নিরাশা। কারণ।

“আশা হি পরমঃ দুঃখঃ নৈরাশ্ত্যঃ পরমং সুখং।

(ভাগবৎ)

আশাই পরম দুঃখজনক এবং নিরাশা পরম সুখকর। অমৃত পান করিলে যেমন আর মৃত্যু হয় না তদ্রূপ নৈরাশ্র অবলম্বন করিলে মনুষ্য জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং জ্ঞানলাভ করিয়া “অমৃত” অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—

আশা যাবদশেষেণ ন লুপ্তিহিতসম্ভবাঃ।

বীক্ধো দাত্তকেণেব তাবদঃ কুশলং কৃতঃ ॥

“দাত্তদ্বারা লতাছেদের জ্ঞান যাবৎ পর্যন্ত মোক্ষোক্ত আশা সকল ছিন্ন না হয়, তাবৎ আমাদের কল্যাণ কোথায়? অতএব নিজ-হিতাভিলাষী ব্যক্তির ভ্রাশা পরিত্যাগ করাই উচিত। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন।

তেনাধীতঃ স্তবঃ তেন তেন সর্বমভ্যপিতং।

যে নাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্য নৈরাশ্তমবলম্বিতং ॥

সেই ব্যক্তিই সকলশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ

করিয়াছেন ও সেই ব্যক্তিই সকল কর্ম্মফল প্রাপ্তি করিয়াছেন যিনি আশাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া (পরিত্যাগ করিয়া) নৈরাশ্রকে অবলম্বন করিয়াছেন। যেরূপ মলিন দর্পণে মূর্খ প্রতিবিম্বিত হয় না সেইরূপ আশাবারা ধৈর্য্যাহীন ও সন্তোষ-বর্জিত পুরুষের সরলচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় না। “যেমন বসন্তকালে প্রফুল্লিত কুমুম-সমূহদ্বারা বসন্তরার শোভা মনোহারিণী হয় সেইরূপ ভ্রূবাশা পরিত্যাগরূপ ক্ষীরস্নানদ্বারা এই অশেষ দোষাকর সংসারও মনোরম হইয়া থাকে অর্থাৎ আশা পরিত্যাগী ব্যক্তির পক্ষে সকলই আনন্দজনক হয়।”

পাশোহি কো যো মমতাভিমানঃ সংমোহয়-
তেব সুরেব কাস্তী। কো বা মহাক্ষো মদনা-
তুরেবঃ মৃত্যুশ্চ কো বাপয়শঃ স্বকীয়ং ॥

(১৮) শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সংসারে পাশ কি ? অর্থাৎ জীব এ সংসারে কিগে আবদ্ধ রহিয়াছে ? গুরু কহিলেন—মমতারূপ অভিমানরজুতে।

“মমতি বধ্যতে অন্তর্নির্মমতি বিমুচ্যতে ।”

(কুলার্ণবভক্ত)

মম অর্থাৎ “আমি” “আমার” এইরূপ যে দৃঢ়জ্ঞান তাহাদ্বারা জীব বন্ধনপ্রাপ্ত হয় ; অবি-
নির্মম অর্থাৎ আমি, আমার, এইরূপ জ্ঞানরহিত হইয়া জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।

অহংকারাদিসম্বন্ধো যাবদেহেস্ত্রিণৈঃ সহ ।

সংসারস্তাবদেব স্তাদানন্দবিবেকিনঃ ॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ)

“যাবৎকাল জীবাত্মা অবিবেকবশতঃ দেহ ও
ইন্দ্রিয়াদিতে মমতাবুদ্ধি পরিত্যাগ না করেন
তাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়া
সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে থাকেন। যাবৎ
অহংকার বা অভিমান থাকে তাবৎ আশার
শান্তি হয় না। জীব আশাপাশে বদ্ধ হইয়া

পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাভোগ করে।”
অবিদ্যাবশবর্তী জীব বিকারী পরিণামী প্রাপ্ত
দেহে অহংবুদ্ধি হইয়া আমি কষ্টী, আমি
ভোক্তা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, এইরূপ যে
ভাবনা করে পরদেহগত অভিমানী মন, সেই
পূর্বসংস্কাররূপ কর্ম্মফল উৎপাদন করে এবং
সেই কর্ম্মফলদ্বারা জীবের পুনর্জন্ম হয়। অমল
সবগুণাশ্রয় নির্বিকার ভগবানের প্রতি “প্রেম-
সম্পত্তা অনন্ত মমতা” দ্বারা উক্ত মমতারূপ
অভিমানপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে।”

(১৯) কোন পদার্থ সুরার স্রাব মনুষ্যকে
বিমোহিত করে ? জী।

বিপুলোল্লাসদায়িত্বো মদমনাথপূর্ব্বকং ।

কো বিশেষো বিকারিণ্য মদিরাস্ত্রিরাস্ততঃ ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

সুরা এবং রমণীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ;
কারণ সুরা যেমন উন্নততা ও কামসন্তাপ উৎ-
পাদনপূর্ব্বক বিপুল উল্লাস প্রদান করে এবং
চিত্তকে বিকৃত করে, নারীও সেইরূপ করিয়া
থাকে। (১) অতএব নিঃশ্রেয়সলাভার্থী পূর্ব
প্রমদাসম্বন্ধে কদাচ অনবধান হইবেন না।

(২০) কোন ব্যক্তি মহাক্ষ ? যে ব্যক্তি
মদনাতুর।

মধুমতাং সুরামতাং কামমত্তো বিচেতনঃ ।

মৃত্যুং ন গণয়েৎ কামী কামেন হৃতমানসঃ ॥

(১) শান্তি শতককারও বলিরাছেন,

অলমতি চণলভ্যং স্বপ্নমারোগমহাৎ

পরিণতি বিরহভাং সঙ্গমে নান্দনয়াঃ ।

ইতি যদি শতকুণ্ডলম্বালাচর্য্যমঃ

তদপি ন হরিণাকীঃ বিষমত্যাগদাস্ত্রা ॥

অঙ্গনা সঙ্গস্ব স্বপ্নমারার নায় অলীক অতিশয় প্রেম
এবং পরিণামে বিরহ। অতএব তাহাতে প্রচোজন দি-
শতশতবার বদ্যাপি এ বিষয় আলোচনা করা যায় তথাপি
মন হ্রদময়না মননকে ভুলিতে পারে না।

কামমত পুরুষকে মধুমত ও সুরামত পুরুষ অপেক্ষাও বিচৈতন বলিতে হয়। কারণ কামাপ-
হৃতচিত্ত কামী পুরুষ আপনাত মৃত্যুপর্যন্তও
গণনা করে না। মোহিনী সন্দর্শনে মহেশের
মোহপ্রাপ্তি বৃত্তান্ত, রাবর্ষি পাণ্ডুর মৃত্যুবৃত্তান্ত
এবং ভক্তমাণের বিষয়গুলি উপাখ্যান প্রভৃতি
ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(২১) মৃত্যু কি? নিজের অপঘণই মৃত্যু।
কারণ।

“বশস্বী কীর্তিমান্ যো হি মৃতো জীবতি সন্ততঃ।
অঘশঃ কীর্তিসংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥”

যে ব্যক্তি বশস্বী ও কীর্তিমান হইয়া জীবন
যাপন করেন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ কবিলেও
চিরকাল জীবিত থাকেন। কিন্তু যিনি বশস্বী
ও কীর্তিমান নহেন তিনি জীবিত থাকিয়াও
জীবনহীন। যিনি লোকহিত ব্রত, ধার্মিক,
বিদ্বান্, জ্ঞানী, সচ্চরিত্র এবং সকলের আশ্রয়-
দাতা ও প্রতিপালক ‘এসংসাবে তাঁহারই যশঃ
ও কীর্তি অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈদৃশ
ব্যক্তির মৃত্যুর পবেও এই যশঃকীর্তি লোকের
হৃদয় চিরকাল অধিকার কবিতা থাকে এবং
তাঁহাকে জগতে অমরত্ব প্রদান করে। যশঃ
অর্জন করা যাহার জীবনের লক্ষ্য নহে সে
ব্যক্তি নিজের এবং জগতের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট-
সাধন করিতে পাবে না। এ নিমিত্ত তাঁহার
জীবিত থাকা না থাকা উভয়ই সমান। তাই
নহাজনো বলিয়াছেন।

“মাংসমূত্রপুৰীষাঙ্ঘ্রিনির্মিতে চ কলেবরে।
বিনশ্বরে বিহায়াস্থ্যং যশঃপালয় মিত্র মে॥”

(হিতোপদেশ)

হে মিত্র! মলমূত্র মাংসাদিবির্নির্মিত বিন-
শ্বর দেহের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া
যশঃ রক্ষা কর।

(২)

কো বা গুরুগোহি হিতোপদেশটা শিষ্যকে কো-
থো গুরুভক্ত্যেব। কো দীর্ঘরোগো ভব্যেব
সাধো কিমৌষধং তস্ত বিচার্যেব॥

(২২) শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, কাহাকে গুরু
কহা যায়। গুরু উত্তর করিলেন, যিনিই
হিতোপদেশ প্রদান করেন তিনিই গুরু।
হিতোপদেশ শ্রবণদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেক জন্মে
এবং অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। যাহার
নিকট হইতে কল্যাণকর সঙ্গুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া
যায় সেই হিতৈষী ব্যক্তিই পরম পুণ্যনীয় এবং
সম্মানার্থ।

(২৩) শিষ্য কে? যে গুরুভক্ত্য তাহাকেই
শিষ্য বলা যায়। শিষ্যত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিদ্যা-
লাভ করা। গুরুর প্রতি অচলাভক্তিযারা
এই উদ্দেশ্যে সফল হইয়া থাকে। সচ্য বলিয়াছেন,
যথা খনন্ খনিজেন নরো বার্থ্যধিগচ্ছতি।

তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুক্রবু বধিগচ্ছতি॥

যেমন কোন ব্যক্তি খনিজদ্বারা মৃত্তিকা
খনন করিতে করিতে জল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ
শিষ্য ভক্তিগোবারণ হইয়া নিয়ত সেবা শুশ্রূষাদি-
দ্বারা গুরু প্রীতিসাধন করিতে পারিলেই গুরু-
গত সমুদায় বিদ্যালাভ করিতে পারেন। অতএব
বিদ্যার্থী শিষ্য স্বীয় গুরুকে জগদগুরু ভগবান
বিষ্ণুব স্বরূপ জ্ঞান করত তাঁহার প্রতি ভক্তি
করিবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়া-
ছিলেন।

আচার্য্যঃ মাং বিজানীয়াৎ নাভয়ন্ততে কহি-
চিং। ন মর্ত্যাবুধ্যা হৃদয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥

(ভাগবৎ)

আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে
কখন তাঁহার অবমাননা করিবে না, এবং সমুদা-
বোধে তাঁহার অমরা করিবে না যেহেতু গুরু
সর্বদেবময়।

তরসারে গুরু শব্দেব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গুরুশব্দস্বককারঃ শ্রাং রুশব্দন্তনিরোধকঃ।

অন্ধকারনিরোধিতাং গুরুরিত্যতিথীরতে ॥

“গুরু শব্দে অন্ধকার এবং রু শব্দে অন্ধকার নিরোধক অতএব গুরু আন্তরিক অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।”

“গুরু গুরুশব্দাৎসেবং ব্রহ্মলোকঃ সমস্তুতে।

(বিষ্ণুস্মৃতি)

গুরুসেবাধারা লোকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

অতএব গুরুভক্ত শিষ্যই প্রশংসনীয়।

(২৪) দীর্ঘরোগ কি? ভব অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহরূপ এই সংসারই দীর্ঘরোগ। বহু-জন্মজন্মান্তর জীব এই ভবরোগ যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে।

(২৫) সেই ভবব্যাধির ঔষধ কি? বিচার। কোহং কথময়ং দোষঃ সংসারাত্মা উপাগত। জ্ঞানেনেতি পরামর্শঃ বিচারঃ ইতি কথ্যতে ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

“আমি কর্তা, আমি সৃষ্টা, আমি ভ্রুশী, ঈত্যাদিরূপে আমরা যে সর্বদা “আমি” “আমি”র ব্যবহার করিতেছি সেই আমি কে? অর্থাৎ আত্মা স্বরূপ কি? এবং জনন মরণ-রূপ সংসারদোষ কোথা হইতে সমাগত হইল? জ্ঞানীভূতসারে এবম্পকার অহুসঙ্কানের নাম বিচার। যে জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ সেই জ্ঞান এই আত্মবিচার হইতে উৎপন্ন হয়।

আত্মভাসস্ত জীবন্ত সংসারোহনাশ্বতস্তম্মা ইতি বোধো ভববিদ্যা লভতেহসৌ বিচারণাৎ ॥

(পঞ্চদশী)

“পরমাশ্রয় আভাসস্বরূপ জীবেরই এই সংসার ইহার সহিত পরমাশ্রয় সম্বন্ধ নাই, যদি পরমাশ্রয় সহিত সংসারের সম্বন্ধ থাকিত তবে ইহাও তাঁহার অঙ্গ নিত্যবস্থ হইত, এই প্রকার

বিবেচনাকেই জ্ঞান বলা যায়, আত্মবিচারদ্বারা এই জ্ঞানলব্ধ হইয়া থাকে। সম্যকরূপে আত্ম-বিচার অবলম্বনদ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া বিস্তর পরমপদ সন্দর্শন করে, ব্রহ্মপদ দর্শনদ্বারা জীবের ভবরোগ প্রশমিত হয়। অতএব বিচারই সংসাররূপ মহাব্যাধির মহৌষধ।

(১০)

কিং ভূষণাদ্ ভূষণমস্তিশীলং তীর্থং পরং কিং স্বমনো বিমুক্তং। কিমত্র হেয়ং কণকঞ্চ কাত্য শ্রাব্যং সদা কিং গুরুবেদবাক্যং ॥

(২৬) শিষ্য প্রশ্ন করিলেন মানবের সর্ব-শ্রেষ্ঠ ভূষণ কি? গুরু উত্তর করিলেন শীল (সংস্কার)

সতিশীলে গুণাভ্যুত্তি পুংসাং শৌর্যাদয়ো দধা। যৌবনে সদলঙ্কারাঃ শোভাং বিদ্রুতি সূক্ষ্মবঃ। (দৃষ্টান্ত শতক)

বরাজনাগণ যৌবনকালে মনোজ্ঞভূষণ বিভূষিত হইলে যেক্রমে সুন্দর শোভা ধারণ করে, সেইরূপ শীলবান পুরুষের শৌর্য, বীর্য, দয়্য, দাক্ষিণ্যাদি সঙ্গুণ সকল উদ্ভাসিত হয়। শীলই ধর্ম্মাদির আশ্রয়স্থান। দৈত্যকুলপতি প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণবেশ-ধারী দেবরাজ ইন্দ্রকে ধীর শীলরত্ন সমর্পণ করিলে পর ধর্ম্মাদি তাঁহারে পরিত্যাগ করিলেন অবশেষে “শ্রী” তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া বাইবাব সময় বলিয়া ছিলেন “হে ধর্ম্মবজ্র! তুমি শীলদ্বারা ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলে, সুররাজ তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তোমার সেই শীল হরণ করিয়াছেন ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, বল ও আমি, শীলই আমাদের সকলের মূল। (মহাভারত)

শীলবান ধার্ম্মিক পুরুষই প্রাতঃস্মরণীয় হইরা থাকেন।

(২৭) সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ কি? নিজের বিপদ মনই শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

“তীর্থ ত্রিবিধ স্থাবর, জঙ্গল ও মানস।
স্থাবর তীর্থ গঙ্গাদি এবং অৰোধ্যা, মথুরা, কাশী
প্রভৃতি মোক্ষদায়িকা পুৰী সমুদায়। জঙ্গমতীর্থ
ব্রাহ্মণগণ। মানসতীর্থ ক্ষমা, সত্য, দয়, দয়া,
দান, সরলতা, সন্তোষ প্রিয়বাদিতা, ব্রহ্মচর্য্য,
জ্ঞান ধৃতি, পুণ্যকর্ষ ও সর্লশ্রেষ্ঠ চিত্তশুদ্ধি।
চিত্তশুদ্ধিই সকল ধর্ম্মের মার। রজস্বয়ঃ শুণ-
প্রভব কামলোভাদি ও রাগাদিবাশনাচিন্তের
মলস্বরূপ। এই সকল অমঙ্গল ও উপদ্রব দূরী-
ভূত হইলে মন সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠানবশে প্রস-
ন্নতা লাভ কবে। মন শুদ্ধ না হইলে কোন
সাধনাই সিদ্ধ হয় না। ভাস্করাশিতে স্তুতার্পণের
ভায় সকলই পণ্ড হয়।

তন্ময়ঃ শোধনং কার্য্যং প্রযত্নেন মুমুকুতিঃ।

বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ কসফলায়তে ॥

(বিবেকচূড়ামণি)

অতএব মুমুকুব্যক্তি সর্লপ্রযত্নে মনকে নির্মল
করিবেন। মন বিশুদ্ধ হইলেই মুক্তি হস্তস্থিত
ফলের ভায় অনায়াস লাভ হয়। অন্তঃকরণ
নির্মল অর্থাৎ কামাদিবাশনা পরিশূন্য হইলে
অজ্ঞকোন পুণ্যতীর্থ নিসেবনের প্রয়োজন
থাকে না। যাহার মন বিশুদ্ধ হইয়াছে তিনি
গৃহে বসিয়াই তীর্থসেবার ফল প্রাপ্ত হন অর্থাৎ
ভগবন্ত্তি লাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন
ভগবান স্বয়ং চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়াছেন।

যঃ স্বধর্ম্মেণ মাং নিত্যং নিরাসীশ্রদ্ধয়ামিতঃ।

ভজতে শনকৈশ্চুত্ৰ মনো রাজন্ প্রসীদতি ॥

(ভাগবৎ)

হে রাজন্! যে ব্যক্তি নিরাস ও শ্রদ্ধাযিত
হইয়া স্বীয় বর্ণাশ্রম কর্ম্মদ্বারা আমার উপাসনা
করে তাহার মন ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন হয়।

(২৮) এ সংসারে হেরপদার্থ কি? কামিনী
কাঞ্চন। কেননা

“লৌহদ্বারমঠৈঃ পাশৈঃ দৃঢ়বজ্রোহপি যুচাতে।

জীধনাদিষু সংসক্তো যুচাতে ন কদাচন ॥”

লৌহশৃঙ্খলে ও দারুময়পাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ
হইলেও সমুদ্রা কোনরূপে মুক্তিলাভ করিতে
পারে কিন্তু জীধনাদিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি
কদাচ মুক্ত হইতে পারে না। অতএব যে বস্ত্ত
মুক্তিলাভের অন্ত্রবান তাহা অবশ্য পণ্ডিত্যায়।

(২৯) সর্লদা কি শ্রবণ করা কর্তব্য?
শুক্রবাক্য এবং বেদবাক্য।

(ক) শুক্রবাক্যসম্বন্ধে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে
বলিয়াছিলেন “হে তাত যুধিষ্ঠির অগুঞ্জিত
পিতামাতা ও শুক্রগণ যে কর্ম্ম করিতে অমুমতি
করিবেন তাহা ধর্ম্মই হউক বা ধর্ম্মবিরুদ্ধই
হউক অবিচলিতচিত্তে তাহাই কর্তব্য। ঔহা-
দিগের অনুমোদিত হইয়া অত্র ধর্ম্ম আচরণ
করিবেন না। ঔহারা যাহা অনুমোদিত করিবেন
তাহাই ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয় জানিবে।”

মহাভারত শান্তিপর্ক।

(খ) বেদসম্বন্ধে মহু বলিয়াছেন,—

বিভক্তি সর্লভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনং।

তস্মাদেতং পরং মন্তে যজ্ঞস্তোত্রস্ত সাধনং ॥

সনাতন বেদশাস্ত্র সর্লভূতকে ধারণ করেন,
তন্নিমিত্ত ইত্যাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। বেদই
পুরুষের পুরুষার্থসাধক। অতএব শুক্রবাক্য
এবং বেদবাক্য শ্রবণদ্বারা লোকে ধর্ম্ম অর্থ
কাম মোক্ষের যোগ্য হইতে পারে।

কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্ত সন্তি সংসর্লদ্বান্তি
বিচারতোষাঃ। কে সন্তি সন্তোহখিল বীত-
রাগাঃ অপান্তমোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ ॥

(৩০) শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি
উপারে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়? শুক্র
কহিলেন, সাধুসঙ্গতি, দান্তি, বিচার ও তোষ।

(ক) সাধুসঙ্গতি—

নিত্যঃ সজ্জনসম্পর্কঃ বিবেক উৎপাদয়তে।
বিবেকপাদপট্টেভ ভোগমোক্শৌ ফলে শ্রুতৌ ॥

নিত্য সাধুজনসংসর্গ হইতে বিবেক উৎপন্ন হয়। ভোগ এবং মোক্ষ এই বিবেক বিটপীর দুইটা ফল। আচার্য্য স্বরূপ মোহমুগেরে বলিয়াছিলেন “ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবাবগতরণে নৌকা।”

“বহুনাং জন্মানাগন্তে তীর্থক্ষেত্রাদিবোগতঃ।

দৈবাত্তবেং সাধুসঙ্গতস্যাদীশ্বরদর্শনং ॥”

তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যস্থান দর্শনফলে বহু জন্মের পর দৈবাত্তসম্পাদ সমুদ্রের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই ঈশ্বর সাংসারিক লাভ হইয়া থাকে। অতএব “সদ্বিঃ সঙ্গঃ প্রকুর্বীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ” সিদ্ধিকাম ব্যক্তি সর্বদা সাধুসংহাস করিবেন।

(খ) দান্তি—ইন্দ্রিয়দমন।

দান্ত্যায়ঃ লোকঃ পরশ্চ, নাদান্ত্যস্ত ক্রিয়া কাচিৎ সমুৎপাদি।

যে ব্যক্তি দান্ত ইহলোক ও পরলোক তাহার আয়ত্ত আর অদান্ত ব্যক্তির কোন ক্রিয়াই সিদ্ধ হয় না। (বিষ্ণুসংহিতা) ভীষ্ম-দেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন “নিশ্চয়-দর্শী বুদ্ধগণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহকেই নিঃশ্রেয়সের কারণ বলিয়া থাকেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইন্দ্রিয়নিগ্রহই সনাতন ধর্ম্ম।” তত্ত্বজ্ঞান অব্যা-হতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীব ব্রহ্মসাংসার লাভ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়গণ চপলতা পরি-ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে ধারণ না করিলে জ্ঞান মানবের চিত্তক্ষেত্রে অবির্গলিতরূপে অবস্থান করিতে পারে না।

“ইন্দ্রিয়ানান্ত সর্বেসাম্ বদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।

তে নান্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞা দূতে: পাত্ৰাদিবোদকং ॥

(মহু) ২। ৯৯

যেমন কোন চক্ষুনির্গমিত জলপাত্রের একটা-

মাত্র ছিছ্রদ্বারা পাত্রস্থ সমুদায় জলই নিঃসৃত হইয়া যায় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটা ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া দৃষ্ট হয় তবে সেই নিমিত্ত প্রজ্ঞা (তত্ত্ব-জ্ঞান) ক্ষরিত হয় অর্থাৎ কোন ক্রমে প্রতি-ষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু—

“বশেহিবস্তেন্দ্রিয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।”

(গীতা)

ইন্দ্রিয়গণ বাহার বশীভূত হয় তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থির থাকে। ইন্দ্রিয় দমন ব্যতিরেকে আদৌ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব—

ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিযয়েষপ হারিষু।

সংযমে যত্নমাত্তিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং ॥

(মহু ২। ৮৮

সারথি যেমন রথে নিয়োজিত অশ্বসমূহের নিয়মনে যত্নশীল হয়, তরূপ বিদ্বান্ মহুষোবা মনোহারী বিষয়সমূহে ভ্রাম্যমাণ ইন্দ্রিয়গণের সংযমন জন্ত বিশেষ যত্ন করিবেন।

(গ) বিচার ২৫ প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

(ঘ) তোষ—“পুংসো যঃ সংসৃতোহেতুবদ-স্তোষোহর্থকানয়োঃ। যদুচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষো-মুক্তয়ে শ্রুতঃ ॥

অর্থকামবিষয়ে অসন্তোষই পুরুষের সংসার-বন্ধনের কারণ। যদুচ্ছালক বিষয়ে সন্তো-ষই মুক্তির হেতু।” “সন্তোষাৎ অমৃতমঃ সুখ-লাভ” বিষয়বাসনার নিবৃত্তির নাম সন্তোষ, সন্তোষ হইতে সর্বোপেক্ষা উত্তম সুখলাভ হয় (পাতঞ্জলযোগসূত্র)। অতএব “সন্তোষঃ পর-মাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।” (মহু)

সুখার্থী মানব একান্ত সন্তোষরূপ মহারয় জদয়ে ধারণ করিয়া সংযতভাবে থাকিবেন।”

(৩১) কিপ্রকার ব্যক্তিগণকে সাধু কথা যাঁহ? সমস্ত বিষয়ে বাঁহাদের বৈরাগ্য জন্মি-রাছে, বাঁহাদের মোহ (অবিবেক) অপগত

হইরাছে এবং বাঁহারা ত্রুণনিষ্ঠ তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উক্তকে বলিয়াছিলেন—

“সন্তোহনপেক্ষা মচ্ছিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনাঃ ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিম্পরিগ্রহাঃ ॥”

(ভাগবৎ)

বাঁহারা নিরপেক্ষ, মচ্ছিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বরহিত, নিম্পরিগ্রহ, তাঁহারা সাধুলোক। সাধুগণের প্রশংসা করিয়া স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন “স্বর্গ্যাকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তদ্রূপ সাধুকে আশ্রয় করিলে

মহুযের কর্মজাভা, আগ্নেয় আগ্নেয়কর এবং সংসারের মূল বে অজ্ঞান সকলই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জন্মময় ব্যক্তির পক্ষে নৌ কার জ্ঞান শাস্ত্র সাধু ত্রুণজানীরা যের ভবসমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির পরমগতি করেন। যেমন অন্ন প্রাপ্তি দিগের প্রাপ্ত যেমন আমি আর্জিদিগের পরণ্য এবং যেমন ধর্ম মহুযাদিগের পরকালের দন, সেইরূপ সাধুবা সংসারপতনে ভীত লোক-দিগের শরণ্য।” ভাগবত ১১২৭৩১৩২৩৩।

(ক্রমশঃ)

ত্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

ভাবাপরিচ্ছেদ ।

মূল। সমবায়িকাবণঃ দ্রব্যান্ত্রৈবেতি বিজ্ঞেবম্।

অনুবাদ। দ্রব্যই কেবল সমবায়ি কারণ হয় জানিবে।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। সমবায়িকারণের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ফলকথা যে কারণ স্বয়ং কার্যরূপে পরিণত হয় তাহার নাম সমবায়িকাবণ। যেমন বস্ত্রের সূত্র এবং সূত্রের তুলা। সূত্র ও তুলা যথাক্রমে বস্ত্র ও সূত্ররূপে পরিণত হয়। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সপ্তপদার্থ, তাহার মধ্যে দ্রব্যপদার্থ কেবল সমবায়িকাবণ হয়। গুণ, কর্ম, সামান্য বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই ষটপদার্থ সমবায়িকারণ হয় না।

মূল। গুণকর্মমাত্রবৃত্তি জ্ঞেয়মর্থাপ্যসম-
বায়িহেতুত্বম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। অসমবায়িকারণতা কেবল গুণ ও কর্ম থাকে, জানিতে হইবে।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। গুণ ও কর্ম ব্যতীত অসম-

বায়িকারণ হইতে পারে না। সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন যে বস্ত্র, তাহার নাম অসমবায়িকারণ। যেমন কপালদ্বয়ের সংযোগ ও ক্রিয়া ঘটেব অসমবায়িকারণ; কেননা ঘটের সমবায়িকারণ কপালদ্বয়, তাহাতে সংযোগ গুণ ও তদগত ক্রিয়া সমবায়সম্বন্ধ থাকে, অতএব ঘটের প্রতি কপালদ্বয়ের সংযোগ ও ক্রিয়া অসমবায়িকারণ। ফলকথা, গুণ ও কর্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের সাধর্ম্যা অসমবায়িকারণ হয় না।

মূল। অজ্ঞান নিত্যব্রোভ্য আশ্রিতত্ব-
নিহোচ্যতে।

বিশমপদব্যাখ্যা ১। নিত্যব্রোভ্যঃ—পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা—এই পাঁচটা নিত্যদ্রব্য।

২। আশ্রিতত্বঃ—সমবায়াদিসম্বন্ধে বৃত্তি-
মত্বম্।

অর্থাৎ সমবায়াদিসম্বন্ধে অবস্থান করা। সমবায়সম্বন্ধের কথা মূল হিন্দুপঞ্জিকার দ্বারা পরি-
ভাষা কথিত হইয়াছে।

ইহ—সপ্তপদার্থের মধ্যে—

অম্ববাদ । ইহার মধ্যে নিত্যদ্রব্য ভিন্ন অল্প পদার্থের স্বাধর্ম্য আশ্রিতত্ব বলেন ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । নিত্যদ্রব্যের গুণ আশ্রিতত্ব হইতে পারে না, কেননা নিত্যদ্রব্য কাহারও আশ্রিত হয় না, পরন্তু আশ্রয় হইয়া থাকে । আকাশাদি নিত্যদ্রব্য সকলের আশ্রয় । আকাশাদির আশ্রয়ের উপযুক্ত বস্তু নাই । এই আশ্রিতত্ব ও আশ্রয়তাব সমবায়সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে । কালিকাদিসম্বন্ধে সকল বস্তুই সকল বস্তুতে আশ্রিতাশ্রয়তাব অবস্থান করিতে পারে । কালিকাদিসম্বন্ধের কথা হিন্দুপত্রিকার ত্রায় পরিভাষা প্রস্তাবে ব্যক্ত আছে ।

অভাব । একেণে বিশেষ করিয়া দ্রব্যের স্বাধর্ম্য বলিতেছেন ।

মূল । ক্ষিত্যাদীনাং নবানান্ত দ্রব্যস্ত গুণ যোগিতা ॥ ২৪

বিষমপদব্যাখ্যা ১ । ক্ষিত্যাদীনাং নবানাং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম, কাল দিক, দেহী (আত্মা) ও মন এই নয়টি দ্রব্যের ।

২ । গুণযোগিতা গুণাশ্রয়তা গুণবস্থা ইত্যর্থ ।

অম্ববাদ । ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের স্বাধর্ম্য দ্রব্যস্ত ও গুণবস্ত ।

মূল । ক্ষিতির্জলং তথা তেজঃ পবনো মন এব চ । পরাপরস্ত মূর্ত্ত্ব ক্রিয়াবেগাশ্রয়া অসী ॥ ২৫ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা । পরাপরত্বের কথা পরে ব্যক্ত হইবে । মূর্ত্ত্ব অপকৃষ্টপরিমাণবস্ত ।

অম্ববাদ । পরত্ব, অপরত্ব, মূর্ত্ত্ব, ক্রিয়াবস্ত ও বেগবস্ত এই পাঁচটি ক্ষিতি, জল, তেজ, পবন ও মনের স্বাধর্ম্য হয় ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । অপকৃষ্ট পরিমাণবস্তের নাম মূর্ত্ত্ব অর্থাৎ যে পদার্থের পরিমাণের সীমা হয়, তাহার নাম মূর্ত্ত্ব । আকাশাদি প্রকৃতি পদা-

র্থের পরিমাণের সীমা হয় না, কাজেই আকাশাদি মূর্ত্ত্বপদার্থের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না । আকাশাদির পরিমাণ পরমমহান বলিয়া কথিত হইয়াছে । সসীম পরিমাণই অপকৃষ্ট পরিমাণ, অসীম পরিমাণ উৎকৃষ্ট পরিমাণ, উৎকৃষ্ট পরিমাণকে পরমমহান বলা যাইতে পারে ।

মূল । কালখাদ্যাশিাং সর্কগতত্বং পরমং মহৎ ।

বিষমপদব্যাখ্যা । ১ সর্কগতত্ব সর্কব্যাপিত্ব ।

২ । পরমং মহৎ—সর্কোৎকৃষ্ট পরিমাণ-বিশিষ্ট । অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা মহৎ আর নাই ।

অম্ববাদ । কাল খ (আকাশ) আত্মা ও দিক্—এই চারি পদার্থের স্বাধর্ম্য সর্কগতত্ব ও পরম মহত্ব ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । সর্কগত বস্তুকে বিভূ বলে । বিভূর লক্ষণ যে বস্তু সর্বস্বমূর্ত্ত্বের সহিত সর্বদা সংযুক্ত থাকে এমন মূর্ত্ত্বপদার্থ নাই, কাল, আকাশ, আত্মা ও দিক্ যাহার সহিত সংযোগ রহিত মূর্ত্ত্বপদার্থ অপকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট কেননা তাহার পরিমাণের সীমা হয় । বিভূপদার্থ পরমমহান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট সেই কারণে উহার পরম মহত্ব । বিভূপদার্থ অসীম । উহার পরিমাণের সীমা হয় না বলিয়াই পদার্থান্তর হইতে উহার পরিমাণের উৎকৃষ্ট হইয়াছে ।

মূল । ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতানি চত্বারিঙ্গ্পর্শ-বস্ত্ত্বিহি । ২৬

অম্ববাদ । ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি ভূতপদার্থ, (অতএব ইহাদের স্বাধর্ম্য ভূতত্ব) তাহার মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ুর স্বাধর্ম্য স্পর্শবস্ত ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা । বহিরিঙ্গ্রিগ্রাহ্য বিশেষ-গুণবস্ত ভূতত্বং অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণপ্রভৃতি বহি-রিঙ্গ্রিগ্রের গ্রাহ্য (প্রত্যক্ষের যোগ্য) যে বিশেষ গুণ, সেই গুণবিশিষ্ট বস্তু ভূত । বিশেষ গুণ

আত্মার থাকিলেও সে বিশেষ বহিরিঙ্গির গ্রাহ্য না হওয়া লক্ষণ অতিব্যাপ্তি দোষে ভূই হইল না। অথবা আত্মাভিন্নত্বে সতিবিশেষ গুণবৎ ভূতত্বং। আত্মা ভিন্ন বিশেষ গুণশালী বস্তু ভূত।

স্পর্শবস্তা সমবায়সম্বন্ধে বুঝিতে হইল।

মূল।—দ্রব্যারম্ভচতুর্ভূত্যাং।

অনুবাদ। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু এই চারি পদার্থ দ্রব্যের আরম্ভ হয় (অর্থাৎ ক্ষিতি-প্রভৃতি চারি দ্রব্যের সাধার্ম্য দ্রব্যারম্ভকত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও বায়ু দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয়, আকাশ দ্রব্যের সমবায়িকারণ নয় নিমিত্ত কারণ মাত্র; অতএব দ্রব্য সকল (দ্রব্যসমবায়িকারণতা) ক্ষিতি প্রভৃতি চারিটী ভূতের সাধার্ম্য হয়।

মূল। অধাকাশ শরীরিণং অব্যাপ্যবৃত্তিঃ কণিকা বিশেষ গুণ ইষ্যতে ॥ ২৭ ॥

বিশম্পদব্যাখ্যা। ১। শরীরিণং—আত্মার।

২। অব্যাপ্যবৃত্তি। যাহার বৃত্তি ব্যাপিয়া হয় না। অর্থাৎ যাহাব একদশাবচ্ছেদে বৃত্তি অপর দেশের অবৃত্তি (অভাব) তাহার নাম অব্যাপ্য-বৃত্তি।

৩। কণিকত্বং তৃতীয়কণবৃত্তি ধ্বংস প্রতিষেপিত্ব। অর্থাৎ যাহার প্রথমকণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়কণে স্থিতি এবং তৃতীয়কণে ধ্বংস হয়, সেই প্রতিষেপী কণিক। যাহার ধ্বংস হয়, সেই প্রতিষেপী হইয়া থাকে।

৪। ইষ্যতে নৈ পণ্ডিতগণের অভিমত।

অনুবাদ। আকাশ ও আত্মার বিশেষ গুণ

অব্যাপ্যবৃত্তি ও কণিক বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। অর্থাৎ আকাশ ও আত্মার সাধার্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি কণিক বিশেষ গুণবৎ হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। অজ্যো নিত্যপ্রবাহিতঃ বিশেষ গুণ ইষ্যতে। এই কারিকায় বিশেষ গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, আর আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞানাদি। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ অব্যাপ্য-বৃত্তি ও কণিক; কেননা একটী শব্দ সকল আকাশ ব্যাপিয়া হয় না, আকাশের যে দেশে শব্দ করা যায়, অপর দেশে তাহার অভাব থাকে এবং শব্দ প্রথমকণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়কণে তাহার স্থিতি এবং তৃতীয়কণে ধ্বংস হয়। এই প্রকার আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিও অব্যাপ্য বৃত্তি, কেননা জ্ঞানাদি পরীক্ষ্যবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়, ঘটাদি অবচ্ছেদে তাহার অভাব থাকে, এবং প্রথমকণে জ্ঞানাদির উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয়কণে স্থিতি হয় এবং তৃতীয়কণে ধ্বংস হয় বলিয়া জ্ঞানাদিও কণিক, অতএব আত্মার সাধার্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষ গুণবৎ এবং কণিক-বিশেষ গুণবৎ হইয়া থাকে।

পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ; কিন্তু তাহার ব্যাপ্যবৃত্তি এবং স্থায়ীপ্রযুক্ত অকণিক অর্থাৎ যাবৎ পৃথিবীতে গন্ধ আছে এবং গন্ধ কণিক নয়। এই প্রকার জলাদির বিশেষ গুণরূপাদি অব্যাপ্য-বৃত্তিও কণিক হইতে পারে না।

ত্রিভুবেন্দ্রনাথ ব্রতিতীর্থ।

মহেন্দ্রপুর।

পঞ্চরত্নমালিকা ।

বেদো নিত্যমধীরতাং তদ্বিহিতং কৰ্ম্মবহুধীয়াতাং
তেনৈশতাবধীরতামগচিতিঃ কামো মতিস্ত্যজ্য-
তাম্ । পাপোষঃ পরিধূয়তাং ভবহুখে দোষোহু-
সন্ধীরতামায়েচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাং তুর্গা
বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১ ॥

নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কৰ্ম্মাশু-
ষ্ঠান কর, সেই সকল কৰ্ম্ম জীবনে অৰ্পণ কর,
কাম্যকৰ্ম্মে মতিত্যাগ কর, পাপ সকল ধোত
কর, সংসারহুত্থের দোষাহুসন্ধান কর, আপন
ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য কর ও নিজ গৃহ হইতে শীঘ্র
গমন কর ॥ ১ ॥

সঙ্গঃ সংস্রু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া
ধীরতাং শাস্ত্যাদিঃ পরিচরিতাং দৃঢ়তরং কৰ্ম্মাশু
সংজ্ঞস্যতাম্ । সধিষ্মাহুসর্পভাগহুদিনং তৎ-
পাহুকে সেব্যতাং ব্রহ্মেকাক্রমমৰ্থ্যতাং শ্রুতি-
শিরোব্যাক্যসমাকৰ্ম্ম্যতাম্ ॥ ২ ॥

সাধুলোকের সহিত সঙ্গ কর, পরমেশ্বরে
দৃঢ়ভক্তি রাখ, শমদমাদিগুণ লাভ করিবার
অন্ত যত্ন কর, শীঘ্র কৰ্ম্ম দৃঢ়রূপে সংজ্ঞাস কর,
সধিষ্মান্ লোকের নিকট গমন কর, প্রতিদিন
ঐহাদের পাহুকে সেবন কর, একমাত্র ব্রহ্ম এই
অক্ষরের অর্থাহুসন্ধান কর ও শ্রুতিমূলক ব্যাক্য
প্রবণ কর ॥ ২ ॥

ব্যাক্যার্থে বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমা-
শ্রীয়তাং হুত্বক্যাং সুবিরম্যতাং শ্রুতিবতন্তুর্কেহু-
সন্ধীয়তাম্ । ব্রহ্মান্বীতি বিভাব্যতামহরহো
গর্গঃ পরিত্যজ্যতাং দেহেহুৎ মতিব্রজ্যতাং
বুধজ্ঞনৈর্কাদঃ সমুৎস্রজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

বেদব্যাক্যের অর্থগ্রহণ কর, বেদের পক্ষ
আশ্রয়গ্রহণ কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও,
শ্রুতিবৃত্ত তর্কাহুসন্ধান কর, “আমি ব্রহ্ম” এই-
রূপ চিন্তা করিবে, সর্কদা গর্গ পরিত্যাগ কর,

দেহে অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, জ্ঞানীলোকের
সহিত বাদাহুবাদ পরিত্যাগ কর ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্রাধিষ্ট চিকিৎসতাং প্রতিদিনং ভিক্ষো-
বধং ভূজ্যতাং স্বাবরং ন চ যাচ্যতাং বিধিবশাং
প্রাপ্তেন সংতুষ্যতাম্ । ঔদাসীভ্যমভীপ্যতাং
জনকপাতৈনষ্ট্র্যামুৎস্রজ্যতাং শীতোক্ষাদিবিষহুতাং
ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্ ॥ ৪ ॥

ক্ষুদ্ররূপ বাধির চিকিৎসা কর, প্রতিদিন
ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, স্বাহু অন্ন কাহারও
নিকট ভিক্ষা করিবে না, দৈববশাং যাহা প্রাপ্ত
হইবে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, ঔদাসীভ ইচ্ছা
করিবে, লোকের প্রতি ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা পরি-
ত্যাগ করিবে, শীতোক্ষাদিবিষগুণ সহ্য করিবে,
বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিবে না ॥ ৪ ॥

একান্তে সুখমাত্মতাং পরতরে চেতঃ সমা-
ধীরতাং পূর্ণাঙ্ঘ্রা সুসমীকতাং অগদৌনং তদ্বাধিতং
দৃশ্যতাম্ । প্রাক্ককৰ্ম্মপ্রবিলাপ্যতাং চিতি বরা-
রাপ্পাতরৈঃ শ্লিষ্যতাং প্রারকঃ স্থিহ ভূজ্যতামধ
পরব্রহ্মান্বয়নীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

নির্জনে হুখে উপবেশন করিবে, পরব্রহ্মে
চিন্তা সমাধান করিবে, পূর্ণব্রহ্ম নিরীক্ষণ করিবে,
এই সংসার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক এইরূপ
চিন্তা করিবে, প্রাক্তনকৰ্ম্ম যাহাতে লোপ হয়
তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে, জ্ঞানবলে অস্ত্র বস্ত্রতে
আসক্তি পরিত্যাগ করিবে; প্রারক কৰ্ম্ম এই
কালেই ভোগ কর ও পরব্রহ্মে অবস্থান কর ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মহুষো
সন্ধিস্তরতাহুদিনং স্থিরতামুপেতা ।
তত্ত্বাণ্ড সংসৃতিদবানলভীত্রবোর-
তাপঃ প্রশান্তিসুপযাতি চিতি প্রশাদাং ॥ ৬ ॥
ইতি ত্রীভগবানশঙ্করাচাৰ্য্যবিরচিতা রত্ন-
মালিকা সমাপ্তা ॥ *

* ভগবান্ শঙ্করাচাৰ্য্যের রচিত এইরূপ জীবন

যে মনুষ্য এই শ্লোকপঞ্চক পাঠ করেন এবং
হিরচিত্তে ব্রহ্মচিন্তা করেন, চৈতন্যপ্রসাদে তাঁহার

মানসমোহন অনেক দূর দূর কথিত আছে তাহা
মাসে মাসে প্রকাশ করিব । ' বি, কৃ, বে ।

শ্রীমৎ সংসারনাশনেষু তীর্থ যোগতাপঃ শাস্তি
হইয়া যায় ।

ঐবিশুদ্ধবন দেব ।
দাঁড়ি ।

উপোদ্যাত ।

তক্ষপ্রিয়ং ৫ ।।মামস্তিঃ

বিষ্ণুপিয়ং কৌ নমু যুগ্মহীনং ।

তুষ্ঠং সদা স্তবমুপং পূৰ্বাণং

বন্দে নিবীণং ভবকর্ণধারং ॥ (১)

মনুষ্যমাত্রেবই গুরুদীক্ষা আবশ্যক । গুরু-
দীক্ষা না হইলে কোন ধর্মকার্য্যে অধিকারী
হইতে পারে না ও গুরুর উপদেশ ব্যতীত
শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব বুদ্ধিতে পারা যায় না । কি
বৈতবাদী, কি অবৈতবাদী, কি বিশিষ্টবৈতবাদী
সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরই গুরুর নিকট
হইতে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া ও গুরুতে
ভক্তি রাখা কর্তব্য । গুরুতে ভক্তি না থাকিলে
মনুষ্য কোনক্রমে মুক্তিলাভ কবিত্তে পারে না ।
তজ্জন্ম ত্রীকক্ষ গুরুকে সংসারসমুদ্রেণ “কর্ণধার”
বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন (২) । মচর্ষি মনুও
পিতামাতা অপেক্ষা গুরুদেবের প্রাধান্য দেখা-
ইয়াছেন (৩) । যোগমায় শৈলেশনন্দিনীও
হিমালয়কে কহিয়াছিলেন যে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত
এই যে ব্রহ্মপদদাতা গুরুই সকলের শ্রেষ্ঠ

(১) রেব ।

(২) হিন্দুপত্রিকা ৩য় বর্ষ ৩য় খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা ১ তম্ভ ।

(৩) ইয়ং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু যথাং ।

গুরুগুণবরাহেব ব্রহ্মলোকঃ সমনুভে ।

মনুসংহিতায়ঃ ২ অধ্যায়ে ২০০ ।

মনুষ্য মাতৃভক্তিব্যারা তুলোক, পিতৃভক্তিব্যারা বর্প-
লোক ও গুরুভক্তিব্যারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ।

তজ্জন্ম গুরুর প্রীতি ভক্তি রাখা কর্তব্য (৪) ।

অজ্ঞাত্ত গুরুরাও গুরুদেবে ভক্তি করা সম্বন্ধে
বর্ণন করিয়াছেন (৫) । বিবিধশাস্ত্র অধ্যয়ন
করিলে জ্ঞানলাভ করা যায় বটে, কিন্তু সেই
জ্ঞানে ব্রহ্মাসুখলাভ করা যুক্তিযুক্ত নহে । সেই

(৪) ওমাক্ষায়িত সিদ্ধান্তে ব্রহ্মদাতা গুরুঃ পরঃ ।

শিবে কঠে গুরুদ্ব্যাহা গুরো কঠে ন পছন্তঃ ৫

তন্মহাং সর্গপ্রবহুনে জীতুঃ তোষেরেণঃ ।

কাংধে মনসা বাতা সর্গনা তংপরে ভবেৎ ৬

অভ্যাং তু কৃতঃ তাং কৃতয়ে নাত্তি নিকৃতিঃ ৭

দেবীভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৩৬ অধ্যায়ে ।

ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যে ব্রহ্মদাতা একমাত্র গুরুই
সকলের শ্রেষ্ঠ । শিব কঠ হইলে গুরু ব্রাহ্মকরেন কিন্তু
গুরু কঠ হইলে মহাদেবও ব্রাহ্ম করিতে পারেন না ।
হে পিতাঃ ! তজ্জন্ম সর্গপ্রবহুনে কাহনমোক্ষার্থে গুরুকে
সন্তুষ্ট করা ও তাঁহার সেবা গুরু্য করা কর্তব্য । তাহা
না করিলে কৃতঃ হই, কৃতয়ের নিকৃতি নাই ।

(৫) অজানতমসাতীর্ণ চেতোঃপ্রভোঃ যঃ গুরুঃ ।

জানাত্তেনেব সম্যাক্ষাঃ কথোতি ব্রহ্মনির্ভলম্ ৮

বৃহদর্ষপুরাণে ৬ অধ্যায়ে ৩ ।

গুরু নিজে জন্মের অজানাত্তকার্য্যজ্ঞের ভিত্তিতে জ্ঞান-
প্রদয়ার মার্কিন্দা করিয়া ব্রহ্মের জ্ঞান নির্ভল করেন ।

গুরুপরিমার্গেণ ধারাম্ ব্রহ্মপদযায়ম্ ।

বৎসাহুযাঃ দ্বিধঃ সম্যং ভগ্নেভ্যনরকীটবৎ ৯

সৈব সাহুয্যবৃতিঃ তাৎ ব্রহ্মাবলম্বকী—শিবা ১০

মুক্তিকোপনিষৎ ১ অধ্যায়ে ৩০ ।

ঈরামজ্ঞ হনুমানকে কহিয়াছিলেন যে, গুরু উপ-
বিষ্টমার্গে যদি কোন ব্রাহ্মণ-অথবা কীটের ভাষা আদায়

জ্ঞানে কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক অনেকস্থলে অনেক বিষয়ে অপকার হইয়া থাকে । যোগমার্গে গুরুর উপদেশ ভিন্ন কোন শিক্ষাশিক্ষা করিতে পারা যায় না । পুস্তকপঠিত জ্ঞানে কোন যোগের কার্য্য করিলে তাহা সুসঙ্গত হয় না বরং শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি একপ নিতেজ হইয়া পড়ে যে চিরজীবনের মধ্যে আর পুনর্গঠিত হয় না স্মৃতির যখন একপ

‘অবারূপ’ ধ্যান করেন তাহা হইলে তিনি সম্যকপ্রকারে জ্ঞানস্বরূপ লাভ করেন তাহাকেই ব্রহ্মানন্দকরী অবারূপব্রহ্ম বলা যাইতে পারে ।

অব্যয়পূর্ণমনা যাবত্বা না জাত তৎপদঃ ।

গুরু শাস্ত্রপ্রমাণৈস্ত নিরীতং তাবদাচরঃ ।

ঐ ২ অধ্যায়ে ৩০ ।

হে হৃদয়! যাবৎ তোমার দিব্যজ্ঞানোৎপত্তি না হয় ও ভগবৎপদ জাত না হও তাবৎ গুরুপরিষে শাস্ত্র প্রমাণবাহ্যনিরীত কার্য্য আচরণ কর ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং লগুরুমেবাতিগচ্ছৎ ।

মুক্তকোপনিষৎ ১, ২, ১২ ।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ অধ্যায়কে ১ খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে নারদ ঋষি উপদেশ ও জ্ঞানলাভের অন্ত লবৎকুমারের নিকট গমন করিয়াছিলেন ।

ভক্তি পোষিত, আপত্তি, লাটীরানি গুরুহৃদেও গুরুর নিকট হইতে উপদেশ ও গুরুর প্রতি ভক্তির বিষয় স্পর্শিত আছে । বিমূর্তি বিষয় আর উল্লেখ করা গেল না । এতদ্বির তত্ত্বও বরং মহাদেবও গুরুর প্রতি ভক্তি করিতে আদেশ করিয়াছেন—

গুরোরাজ্য বশীভূত্বা বিহরেৎসেবকং ভূবি ।

মহানির্বাণতন্ত্রে ৩ উল্লাসে ১৩৯ ।

‘গুরুরাজ্য বশীভূত হইয়া দেবতার দ্বারা পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ।’

ধর্দার্ককামৈঃ কিং ভক্ত নোক্ত এব করে হিতঃ ।

লক্ষ্মীপাইর ভক্তোদেবি বক্ত ভক্তিঃ সখা হিরা ।

কুলার্চনে ১২ উল্লাসে ।

‘দেবীভ্যোহাং ধর্দার্ককামৈঃ প্রয়োজন কি? তাহার হস্তে নোক্ত বর্তমান প্রত্যেক ভক্তি সর্বেশ্বরকে সর্বাদি ভক্তিতে প্রত্যেক ভক্তির আশ্রয় করিতে হয় ।’

জ্ঞানে কোন পারমার্থিকফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ভখন এরূপ জ্ঞান নিষ্ফলোৎপন্ন । ব্রহ্মা ক্রীতকৃত্বকালীন ভক্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া এরূপ জ্ঞানকে ‘দোষ’ দিয়াছিলেন (৩) । কলি-পাবনাবতার চৈতন্যদেবও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন (৭) । বরং অন্ধ ভক্তি থাকা ভাল তথাপি গুরুজ্ঞান থাকা ভাল নহে । সেই অন্ধ ও অচলাভক্তি গুরুদেব থাকিলে মহুয্যের আর সংসারদুর্দাহনযন্ত্রণা

মহাচৈতন্যবিজ্ঞাতা গুরুভক্তঃ সয়তুবা ।

নমোস্ত গুরবে তস্মৈ শ্রুতাক্যার যদাজ্ঞয়া ।

গৌতমীয়তন্ত্রে ৫ অধ্যায়ে ।

আদৌ সর্বত্র দেবেশি মন্ত্রমঃ পরমো গুরুঃ ।

নীলতন্ত্রে ৫ ম পটলঃ ।

ব্রহ্মাওভাগ্যমধ্যে তু যানি তীব্রানি সন্তি বৈ ।

গুরো পাদোদকে তানি নিবসন্তি হি সন্ততঃ ।

গুপ্তসাধনতন্ত্রে ২৪ পটলঃ ।

এইকপ প্রায় সকল তন্ত্রে ও স্মৃতিতে গুরুভক্তির আদেশ আছে ।

(৬) শঙ্করাচার্য্য মুক্তকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের ২য় খণ্ডের ১২ মন্ত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন যে “শাস্ত্রজ্ঞাপি স্বাভিযোগে ব্রহ্মজ্ঞানার্থেবর্ণনং ন কুর্থাৎ”

শাস্ত্র হইলেও (গুরুব্যতীত) স্বতন্ত্রভাবে কেহ ব্রহ্মতত্ত্বাভ্যাস করিবে না ।

(৭) প্রায়ঃ সত্যং ভক্তিমুদ্রস্ত তে বিভো রিগ্ভির যে কেবল বোধগম্য । তেহামসৌ ক্রেশলএব শিব্যতে নাত্তদ্ব্যথা স্থলভূতাব্যবহিতানাঃ ।

ঐত্তীর্থাগবতে ১০ স্বল্পে ১৪ অধ্যায়ে ।

হে বিভো! তোমার মঙ্গলায় ভক্তিকে পরিচাল্য করিয়া বাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য র্ত্রণ করেন তাহাদের র্ত্রণমাত্র অবশিষ্ট থাকে আর কিছুই নহে বরং অল্পগ্রাম্য ধান্য পরিচাল্য করিয়া অন্তঃকর্য্যই স্থল ভূতকে আঘাত করিলে কোন ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না (সেইরূপ ভক্তি তুচ্ছ করিয়া বাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ইচ্ছা করেন তাহারা কোন বস পান না) ।

ভোগ করিতে হয় না । গুরুকে মনুষ্য বৃদ্ধি করিলেও মনুষ্যকে পাণ্ডাক হইতে হয় (৮) । গুরুতেও দেবতাকে কোন পার্থক্য নাই এই ভাবিয়া গুরুকে ঐশ্ব্যক দেবতার স্থায় দৃষ্টি করা কর্তব্য । (৯)

গুরুর এই প্রোখ্যাতনশতঃ অনেক মহাত্মাও গুরুর স্তব রচনা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে অষ্টোতাচার্য্য ভগবান শঙ্করাচার্য্যের রচিত গুরু-স্তব অন্য পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া গেল ।

গুরুবটকং ।

শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং
যশস্চারচিত্রং ধনং মেরুতুলাম্ ।

মনশ্চেন লগ্নং গুরোরজিৎ পদ্মে

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ॥১॥

যদি সুরূপ শরীর হয় কিম্বা সুলবী জী হয়, নির্মল যশ হয় ও মেরুতুলা ধন হয় কিন্তু যদি মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না থাকে তাহাইহলে তোমার কি হইবে ? কি করিবে ? কোথায় যাইবে ও কিসে মুক্তি হইবে ? ॥ ১ ॥

(৮) ধর্ম্মচারি মধ্যে বহুত কর্ণনিষ্ঠ ।

কোটি কর্ণনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ।

কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ ।

কোটি মুক্ত মধ্যে এক দুল্লভ কৃতজ্ঞক ।

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যাধ্য ১০ পরিচ্ছেদে ৩৩ ।

ভট্টের শ্রমাণঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।

স্বদুল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিবপি মহামুনে ।

শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪ ।

(৯) কুরুতে নরবৃদ্ধি কাতরঃ পিতরঃ গুরুঃ ।

অযশস্তত সর্বত্র বিদ্রবঃ পদে পদে ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণলগ্নবতে ৬০ অধ্যায়ে ৭ ।

মাতা পিতা ও গুরুকে নরবৃদ্ধি করিলে ভাইর সর্বত্র অযশ হয় ও পদে পদে বিদ্রব হয় ।

কলত্রং ধনং যজ্ঞশৌভাগ্যাদি সর্বত্র ১০০০ কুরু
গৃহং বান্ধবাঃ সর্বমেতচ্চ জাতম্ । ১০০০ ১০০০

গুরোরজিৎ পদ্মে মনশ্চেন লগ্নঃ ১০০০ ১০০০

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ১০০০

জী, ধন, পুত্র, গৌত্রাদি সমস্তাদি গৃহবন্ধু

বান্ধব লাভ করিয়াছ কিন্তু মন যদি গুরুপাদ-

পদ্মে লগ্ন না হইল তাহাইহলে (পূর্ববৎ) ॥ ২ ॥

বড়লাদিবেদোমুখে শাস্ত্রবিদ্যা

কবিষাদিগণ্যঃ স্পৃহয়াং করোতি ১০০০ ১০০০

গুরোরজিৎ পদ্মে মনশ্চেন লগ্নঃ ১০০০ ১০০০

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ১০০০

যদি বড়ল বেদ অধ্যয়ন কর মুখে শাস্ত্রবিদ্যা

কবিষাদি বর্তমান থাকে, গদ্য ও স্পৃহা রচনা

করিতে পার কিন্তু যদি গুরুপাদপদ্মে মন লগ্ন

না হয় তাহাইহলে ... ১০০০ ১০০০

বিশেষে মাত্তঃ বদেদেশে মতঃ

সদাচারবৃত্তেব মত্তো ন চাভ্যঃ ।

গুরোরজিৎ পদ্মে মনশ্চেন লগ্নঃ

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ১০০০

যদি তোমার বিশেষে মাত্ত থাকে, বদেদেশে

তুমি মত্ত হও, অনেক সংকার্য্য করিতেছ ও অন্ত

অসংকার্য্য কর নাহি, কিন্তু যদি তোমার মন

গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাইহলে ১০০০ ১০০০

কমামণ্ডলে ভূপ ভূপালবৈকঃ

সদা সেবিতঃ যত পদারবিন্দম্ ।

গুরোরজিৎ পদ্মে মনশ্চেন লগ্নঃ

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ১০০০

যদি পৃথিবীমণ্ডলে রাজা ও রাজচক্রবর্তী

সকল তোমার পদারবিন্দ সেবা করে, কিন্তু

তথোঃ পরতরঃ মাত্তি ত্রৈলোক্যে চ বিশেষতঃ ।

গুরুণ পূর্ববেশাদি দেহভিক্কাং বিভাবয়েৎ ।

বৃহদ্রতন্থে ৩৭ পটলে ।

ত্রিলোকের মধ্যে গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই । এই

পূর্ববেশাদি গুরুকে দেবতার ন্যায় চিত্ত করা কর্তব্য ।

যদি গুরুপাদপদ্মে তোমার মন লগ্ন না হয় তাহা
হইলে ॥ ৫ ॥

বশো মে গতং দিক্কুদানপ্রোতাপাং
অগমন্ত সর্বং করে বং প্রোতাপাং ।

গুরোরজিব্রুপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৬ ॥

যে গুরুর প্রোতাপে তোমার দান ও প্রোতাপ-
জনিত যশ দিক্ সকলে গির্যছে ও অগমন্তের
সমস্ত বস্তু তোমার করতলগত হইয়াছে যদি
সেই গুরুর পাদপদ্মে তোমার মন লগ্ন না হইল
তাহাহইলে ॥ ৬ ॥

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ
ন কান্তানুধে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্ ।

গুরোরজিব্রুপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৭ ॥

তোমার চিত্ত আর ভোগবিষয়ে ধাবিত হয়
না (কারণ তুমি অনেক বিষয়ভোগ করিয়াছ)
তোমার চিত্ত আর যোগীকাজ্ঞাও করে না
(কারণ যোগীভাষ্য করিয়াছ), হস্তী ও ঘোট-
কের উপভোগেও চিত্ত আর ধাবিত হয় না,
কান্দানুধে ও ধনোপার্জনেও চিত্ত আর ধাবিত
হয় না যদি এসময় তোমার মন গুরুপাদপদ্মে
লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৭ ॥

অরণ্যে ন বা বন্ত গেহে ন কার্ষ্যে

ন দেহে মনো বর্ততে যে অনর্থো ।

গুরোরজিব্রুপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৮ ॥

তোমার অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা হয় না,
নিজের গৃহেও বাসেচ্ছা নাই কোন কার্যে
মনযোগ নাই, নিজ অমূল্যদেহের প্রতিও মমতা
নাই যদি এসময় তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন
না হইল তাহাহইলে ॥ ৮ ॥

অনর্থ্যাণি রত্নানি ভূত্বানি সম্যক্
সমালিঞ্জিতা কামিনী যামিনীষু ।

গুরোরজিব্রুপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৯ ॥

অমূল্যবস্ত্র ভোগ করিয়াছ, রাতিতে সম্যক-
প্রকারে কামিনী আলিঙ্গন করিয়াছ যদি এই-
ক্ষণও তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল
তাহাহইলে ॥ ৯ ॥

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী
যতিভূঁপতিব্রহ্মচারী চ গেহী ।

লভেৎ বাহিত্তার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং

গুরোরুক্ত বাক্যে মনো যন্ত লগ্নম্ ॥ ১০ ॥

যদি কোন পুণ্যাত্মা লোক যতি, ভূপতি,
ব্রহ্মচারী কিবা গৃহী এই গুরুর অষ্টক পাঠ
করেন তাহাহইলে তিনি বাহিত্তার্থ লাভ করেন
ও গুরুর উক্ত বাক্যে মন যাহার লগ্ন তিনি
ব্রহ্মপদ লাভ করেন ॥ ১০ ॥

গুরুষ্টক সম্পূর্ণ ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

রাঁচি ।

অগ্নিপুরাণ ।

অগ্নিপুরাণ অষ্টাংশ মহাপুরাণের অন্তর্গত ।
ইহার বক্তা অগ্নি, ব্রোহ্মবা বশিষ্ঠর্ষি ।
একমাত্র নৈমিষারণ্যে বজ্রোৎসবে যজ্ঞরত

শৌনকপ্রভৃতি ঋষিবৃন্দ তীর্থলাত্রাপ্রসঙ্গে সমাগত
হৃতকে যাগত-প্রশ্নপূর্বক সারাসংসার কি
জিজ্ঞাসা করেন । একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু

সারসংসার বলিয়া স্তম্ভ অগ্নিবশিষ্ঠসংবাদে বিদ্যা-
সার বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই গ্রন্থের
মুখবন্ধ ।

অগ্নিপূরণ একখানি সংগ্রহ পুস্তক বলিলে
অযথা হয় না। ইহাতে অনন্তবেদ্য বস্তু বর্ণিত
। এই অখচ আছে সব। ব্যাকরণ, ছন্দ, শব্দ-
কার, অর্থালঙ্কার, অষ্টবর্ণ অভিধান, জ্যোতিষ
। দ্রুময়, ঐতিহ্য, স্থিতি ও দর্শনেরও আভাস আছে।
বই সংক্ষিপ্ত, সারসংগ্রহ। সংক্ষেপে সপ্তকাণ্ড-
। মায়ণ, মহাভারত এতদ্বিধ পৃথগ্ৰন্থে সূর্য্যবংশ,
ব্রহ্মবংশ ও যজুর্বংশ বর্ণিত আছে। মনুষ্য
। ঐকিংসা ব্যতীতও অখাদির চিকিৎসা প্রদর্শিত
ইয়াছে। ইহাতে আরও স্তম্ভ, প্রেলয়, রাজ-
ধর্ম, ষতিধর্ম, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, বিবিধপ্রকার
। ত, দানদান, অগ্নিকার্য্য, দীক্ষা, শির, পুষ্ক-
। ঐপ্রভৃতির প্রতিষ্ঠা, গঙ্গাদিতীর্থমাছায়া,
। াক, যোগশাস্ত্র বর্ণাপ্রমথর্ম, অশোচ, প্রায়শ্চিত্ত
। হোপাতকাদির লক্ষণ, মহাদানাদি সদ্ধাবিধি,
। ায়ত্রীর অর্থ, স্বপ্নাধ্যায়, শাকুনবিজ্ঞান, বাত্যা,
। াক্সোত্র, মন্ত্রাদি অষতার, ব্রহ্মাণ্ড-
। র্ণন, জ্যোতিষ, রামোক্তনীতি, স্তোত্রপুস্তকলক্ষণ,
। ায়ভাগ, ব্যবহার, গর্ভোৎপত্তি, শরীরায়বনরক
। ও ষণ্ডলাদির কথা আছে। অধ্যাত্মকথাও
। অপ্রতুল নাই। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার
। য়ান, ধারণা ও সমাধি বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের
। টপদেশ করিয়াছেন। অষ্টবস্ত্রবাদও বিবরণে
। বর্ণিত হইয়াছে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সার গীতা,
। সেই গীতার সারসঙ্কলন ইহাতে করা হইয়াছে।
। ষদিক্ত কঠবল্লীতে যম নাটিকেতাকে যে সকল
। তব বলিয়াছিলেন তাহার সার যমগীতা নাম
। দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্বিধ আরও অনেক
। তব আছে, নাই কেবল পৌরাণিক গল্প। সমগ্র
। পরিচয় দিতে হইলে স্তম্ভিগুণটী অবিকল
। স্থলিতে হয়। উপসংহারে অগ্নিপূরণের বাহ্যিক্য

কীর্তিত হইয়াছে। ৩৮৩ তিমশত তির্য্যাপি
অধ্যারে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার
অধ্যায় বড়ই সংক্ষিপ্ত। সংক্ষেপে যজুর্বাংক্যাপ
ইহার কারণ। এত সংক্ষেপে লেখা আছে যে
একটি অধ্যায় বড়পানে রচিত একটীমাত্র শ্লোক
বর্ণিত হইয়াছে। অনেক অধ্যায় ৫১৭ শ্লোকে
পরিসমাপ্ত। একটি অধ্যায়মাত্র ১২৪ শ্লোকে
রচিত। সমগ্র অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৮৭৭৪।
মন্ত্রময় করেকটি অধ্যায় গদ্যময়, তদ্বিধ সব
পদ্যময় অনেক মন্ত্র লিখিত আছে।

পাঠকের পরিচয়ের জন্য যমগীতা, গীতাসার
অষ্টবস্ত্রবাদ পদ্যো ব্যাকরণ, শব্দরূপ, সন্ধিপ্ৰভৃতি
কয়েক স্থান যথাক্রমে উদ্ধৃত করিব। আজ
যমগীতা উপহার দিলান।

যমগীতা ।

অগ্নিব্রহ্মত ।

যমগীতাঃ প্রবক্ষ্যামি উক্তা বা নাটিকেত মে ।
পঠতাং শৃণুতাং তু কৈত্যে মুকৈত্যে মোকার্ণিবাং সত্যং ॥
যম উবাচ ।

আসনং শরনং যান পরিধানগৃহাদিকম্ ।
বাহুতাঃ হোহতিমোহেন স্থহিরং স্ববমস্থিরঃ ॥ ১ ॥
ভোগেষু সক্তিঃ সত্যতং তথৈবান্যাবলোকনম্ ।
শ্রেয়ঃ পরং মহুবাণাং কপিলোক্তীতমেব হি ॥ ২ ॥
সর্বত্র সমদর্শিত্বঃ নির্দগ্ধব্রহ্মসদত ।
শ্রেয়ঃ পরং মহুবাণাং গীতাঃ পঞ্চশিখেন তু ॥ ৩ ॥
আগর্ভজম্বালাদি-বয়োবহাদিবেদনম্ ।
শ্রেয়ঃ পরং মহুবাণাং গঙ্গাবিকুপ্রগীতকম্ ॥ ৪ ॥
আধ্যাত্মিকাদিহঃ খানামাশাস্ত্রাদিপ্রতিক্রিয়া ।
শ্রেয়ঃ পরং মহুবাণাং জনকোক্তীতমেব চ ॥ ৫ ॥
অভিন্নরোভেদকরঃ প্রত্যাহারঃ বঃ পরাশ্রয়ঃ ।
তচ্ছান্তিঃ পরমং শ্রেয়ঃ ব্রহ্মোক্তীতমুদ্বাদিতম্ ॥ ৬ ॥
কর্তব্যমিতি বৎ কর্তব্যং বগবতুঃ নামদলীতম্ ।

কুদন্তে শ্রেয়সে সজান্ লৈগীব্যোম গীরতে ॥৭॥
 হামি: সর্করিধিংসানামান্ধন: সুখহৈতুকী।
 শ্রেয়: পরম মনুষ্যপাং দেবলোকীতমিরিতম্ ॥৮॥
 কামতপগাত্ব বিজ্ঞানং সুখং ব্রহ্মপরং পদম্।
 কামিনং ন হি বিজ্ঞানং সনকোদীতমেব তৎ ॥৯॥
 প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কাৰ্য্যং কৰ্ম্মপদোহব্রবীৎ।
 শ্রেয়সাং শ্রেয় এবতচ্চ নৈকৰ্ম্মং ব্রহ্মতক্ষরি: ॥ ১০ ॥
 পুমাংশাধিপতজ্ঞানো ভেদং নাপ্রোতি সত্তম:।
 ব্রহ্মণ্য বিষ্ণুসংজ্ঞেন পরমেণাব্যয়েন চ ॥ ১১ ॥
 জ্ঞানং বিজ্ঞানমাত্তিক্যং সৌভাগ্যরূপমূত্তমং।
 স্তপসা গভাতে সৰ্ব্বং মনসা যদগদিক্ছতি ॥ ১২ ॥
 নাস্তি বিষ্ণুসমং শ্রেয়সং তপো নানশনাং পরং।
 দাস্ত্যারোগ্যসমং ধৃত্যং নাস্তি গঙ্গাসমা সরিৎ ॥১৩॥
 ন সোহসি বান্ধবং কচিদিষ্ণুং মুক্তা জগদুষ্ণম্।
 অশ্বশেৰ্দ্ধং হরিশাগ্রে দেহেজ্জিয়মনোঅথে ॥১৪॥
 ইতোব সংযরন্ প্রাণান্ যত্নাজেং স হরিভবৎ।
 যতঃপ্রসূত: সৰ্ব্বং ধ্বং সৰ্ব্বং তদ্যং সংস্থিতং ॥ ১৫ ॥
 অগ্রাহমনির্দিশ্যং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ ধ্বং পরা।
 পরাধরম্বরূপেণ বিষ্ণু: সৰ্ব্বদ্বাদিস্থিত: ॥ ১৬ ॥
 যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষং কেচিদিচ্ছতি তৎপরং।
 কেচিদিষ্ণুং হরং কেচিদ ব্রহ্মণমীশ্বরং তথা ॥১৭॥
 ইন্দ্রাদিনাশ্চিভি: কেচিৎ সূৰ্য্যং সোমকং কালকং।
 ব্রহ্মাদিত্যবর্ষ্যজ্ঞং জগদিষ্ণুং বদন্তি চ ॥ ১৮ ॥
 স বিষ্ণু: পরমং ব্রহ্ম যতো নাবৰ্ণতে পুন:।
 স্তবর্ণাদিমহাদানপুণ্যতীৰ্থাবগাহনৈ: ॥ ১৯ ॥
 ধ্যানৈব ত্রৈতৈ: পূজ্যং চ ঋত্বজ্ঞত্যা তদাপুণ্যং।
 জ্ঞানং ব্রহ্মণং নিক্টি শরীর-রথমেব চ ॥ ২০ ॥
 বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মন: প্রগ্রহমেব চ।
 ইন্দ্রিয়ানি: হরানাহর্কিবরাংস্তেবু গোচরান্ ॥ ২১ ॥
 আত্মজিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহর্ষমীশ্বিগ:।
 যদ্বিজ্ঞানবান্ ভবত্যর্থবুজেন চৈতন্য ॥ ২২ ॥
 ন সংপদমবাপ্নোতি সংসারকাধিপক্ছতি।
 কতাবিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ॥২৩॥
 স তৎপদমবাপ্নোতি বদন্ত্যুপো-নাব্রতে ॥ ২৪ ॥

বিজ্ঞানসারবিশিষ্ট মন: প্রগ্রহবান্ মন: ॥ ২৩ ॥
 দোহধান: পরমাপ্রোক্তি-জ্বিধকো: পরমং পদং।
 ইন্দ্রিগোভ্য: পরাহর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মন: ॥ ২৪ ॥
 মনসন্ত পরা বুদ্ধি: বুদ্ধিরাত্মা মহান্ পির:।
 মহত: পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষ: পরং ॥ ২৫ ॥
 পুরুষান্ পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি।
 এষ সর্কেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ॥ ২৬ ॥
 দৃষ্টতে স্বগ্রা ব্রহ্মা হৃদয়া হৃদদর্শিত:।
 যচ্ছৈব বাধ্যনসৌ প্রাজ্ঞ স্তদ্বচ্ছৈবজ্ঞানমাস্বনি ॥২৭॥
 জ্ঞানমাস্বনি মহতি নিযচ্ছৈবজ্ঞানমাস্বনি।
 জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাণুনোর্যোগং যমাদৈব ব্রহ্মসত্তবেৎ ॥২৮॥
 অহিংসা সত্যমস্তেরং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ।
 যমাস্ত নিয়মা: পঞ্চ শৌচং সন্তোষ: সতপ: ॥২৯॥
 বাধ্যারেষবপূজা চ আসনং পদ্মকাদিকম্।
 প্রাণায়ামো বায়ুজপ: প্রত্যাহার: স্বনিগ্রহ: ॥৩০॥
 শুভেহৈকজ্ঞ বিষয়ে চৈতন্যো যৎ প্রধারণম্।
 নিশ্চলবাহু ধীমত্তিষ্ঠিরাণা দ্বিজ কথ্যতে ॥ ৩১ ॥
 পৌন: পুণ্যেন তত্রৈব বিষেষে ধারণা।
 ধ্যানং স্মৃতং সমাধিস্ত অহং ব্রহ্মাণুনস্মৃতি: ॥৩২॥
 ঘটকংসাদ যথাকালমভিন্নং নভসা ভবেৎ।
 যুক্তো জীবো ব্রহ্মণৈব সৎব্রহ্ম ব্রহ্ম বৈ ভবেৎ ॥৩৩॥
 আত্মানং মত্ততে ব্রহ্ম জীবো জ্ঞানেন নাশ্চা।
 জীবো হুজ্ঞানতৎকার্য্যমুক্ত: শ্রাদ্জরামর: ॥ ৩৪ ॥
 অগ্নির্বাচ।
 বশিষ্ঠ! যমগীতোক্তা পঠিতা ভুক্তিমুক্তি।
 আত্মন্তিকোলম: প্রোক্তো বেদান্তব্রহ্মবীমর: ॥৩৫॥
 ইত্যাদ্যে যমগীতা নাম দ্ব্যবীত্যাধিক
 ত্রিশততমোহধ্যায়: সমাপ্ত:।
 অথবাচ। অগ্নি বশিষ্ঠকে বলিলেন
 বশিষ্ঠ! তোমাকে যমগীতা বলিব; যম যাঁহা
 ভোগী পাঠকও শ্রোতার সুখভোগের জন্য
 মোক্ষার্থীর মোক্ষের জন্য নাটিকতাকে বলি-
 লেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। সহস্র যম
 অতিরিক্ত হইয়া অতি মোহবশত: চিরদ্বারী

মঞ্চাদি, আসন, খটাদি শয়ন, অখাদি যান, পরি-
ধের বস্ত্রাদি ও গৃহাদি বাহ্য করিয়া থাকে।
কপিলমুনি বলিয়াছেন, সতত ভোগে অনাসক্তি
এবং সর্বভূতে আত্মনির্বির্দেশেই সমদর্শিতা মনু-
ষ্যের পরম মঙ্গলসাধন। পঞ্চশিখ ঋষি বলিয়া-
ছেন, সর্বত্র সমদর্শিতা, নির্মমতা এবং আসক্তি-
শূন্যতা মনুষ্যের পরম মঙ্গলের কারণ। বিষ্ণু
বলিয়াছেন, গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া বালা,
কোমার ও যৌবনের অবস্থাদির অমুশীলন পরম
মঙ্গলের কারণ। জনক বলিয়াছেন, বালা,
যৌবন ও বার্কাকা অবস্থান আধ্যাত্মিক, আধি-
ভৌতিক ও আধিদৈবিক হুঃখের পরিহার পরম
মঙ্গলের কারণ। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, যে ভক্তি
অভিন্নভাবে অবরুদ্ধ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে
পবনাত্মকে ভেদ করে, তাহাই শান্তি ও পরম
মঙ্গলের সাধন। জৈগীষব্য ঋষি বলিয়াছেন।
ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে কথিত যে সকল কর্ম
কর্তব্য বুদ্ধিতে কামনাশূন্যভাবে অমুষ্ঠিত হয়,
তাহাই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সাধন। দেবল বলিয়া-
ছেন, আত্মতৃপ্ত ও জ্ঞান সমস্ত কর্মের পবিত্র
মনুষ্যের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সাধন। সনকমুনি বলিয়া-
ছেন, কামনাভ্যাগ করিলে জ্ঞান অনন্তর সূত্র
এবং অন্তে পরব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়; কিন্তু কামী-
দিগের জ্ঞান হয় না। কর্মতত্ত্ববিৎ হরিশ বলিয়া-
ছেন, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এই দুইপ্রকার কার্য।
প্রবৃত্তকর্ম প্রেয়াম্ (কামী) ব্যক্তির শ্রেয়ঃসাধন
এবং নিবৃত্তকর্ম শ্রেয়স্কাষের নৈকর্ম্য ব্রহ্মের
সাধন। যে সকল সাধুতম জ্ঞানী অব্যয়
বিষ্ণুসংজ্ঞিত পরমব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান লাভ
করেন, তাঁহারা তপোবলে জ্ঞান, বিজ্ঞান,
আত্মিক্য, সাতিশর সৌভাগ্য ও সমস্ত মনোভীট
লাভ করেন। বিষ্ণুসদৃশ ধ্যেয়বস্ত্র আর নাই।
উপবাস অপেক্ষা তপঃ আর নাই। আরোগ্য-
হৃদয় ধন নাই এবং গঙ্গাসমা নদী আর নাই।

জগতে অগদগুরু বিষ্ণুব্যতীত বস্তু নাই। হরি
অধঃ, উর্দ্ধ, অগ্রে, পশ্চিমে, ইন্দ্রিয় ও মন সর্বত্র
বিরাজ করিতেছেন। এই ধারণায় যে প্রাণ
পরিহার করে, পরকালে হরি হয়। কেননা
যিনি ব্রহ্ম, তিনিই সব, যেহেতু সমস্তই তাঁহার
অধিষ্ঠানে অবস্থান করিতেছে। বাহ্যকে হস্তের
দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, চক্ষুর দ্বারা দর্শন
করা যায় না; অথচ যিনি সর্বত্র অধিষ্ঠানরূপে
সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই বিষ্ণু পরাপররূপে সকলের
হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। কেহ তাঁহাকে
যজ্ঞেশ, কেহ পুরুষ বলিতে ইচ্ছা করে এবং
কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর বলে।
কেহ ঈশ্র, অগ্নি প্রভৃতি নামের দ্বারা তাঁহার
নির্দেশ করে। কেহ সূর্য্য, চন্দ্র অথবা কাল
বলে। তত্ত্ববিদেবা ব্রহ্মাদি স্তব্ধপর্যন্ত অগংকে
বিষ্ণু বলেন। সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। বাহ্যকে
পাইলে আর সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয়
না। স্বর্ণপ্রভৃতি মহাদান, পুণ্যার্থে অব-
গাহন, ধ্যান, ত্রুত, পূজা, ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ প্রভৃতি
কর্মে যে কল, এক বিষ্ণুপ্রাপ্তিতে সেই সকল
ফললাভ হয়। আত্মাকে রথস্বামী, শরীর রথ,
বুদ্ধি (নিশ্চরাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি) সারথি
মনঃ (সঙ্গবিবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি) প্রেগ্রহ
(লাগান) ইন্দ্রিয়সকল সেই রথের অশ্ব, বিষম
(রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) গোচর (পথ
জানিবে। মনীষীগণ বলেন, ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত
আত্মা (জীবাত্মা) তাহার লাভালাভ ফল-
ভোক্তা। যে ভোগাসক্তচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
করিতে পারে না, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না;
বরং সংসারে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যে সর্বদা
ভক্তিপূত মনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, সে সেই পদ
পায়, যে পদ পাইলে পুনর্জন্ম হয় না। বাহ্যের
বুদ্ধি সারথি, মনপ্রগ্রহ; সে গন্তব্যপথের পার-
স্বরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় হইতে

ইন্দ্রিয়ের অর্থ (রূপরসাদিবিষয়) (কেননা বিষয়ের অধীন ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য) বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ কেননা মনের অধীন বিষয়) মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। (যেহেতু বুদ্ধিবলে মন স্থির হয়) বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা অর্থাৎ মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। মহত্ত্ব হইতে (মূলকারণ) প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। তিনিই শেব এবং চরম আশ্রয়। অর্থাৎ অগ্রে ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ, চরমে পরম পুরুষের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরম-পুরুষ গুঢ়ভাবে সর্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। বাহিরে প্রকাশ হন না, স্বল্পদর্শীরা স্বল্পবুদ্ধি-দ্বারা ভক্তির একাগ্রতায় দর্শন করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে লীন করিবে। মনকে জ্ঞানাত্মক বুদ্ধিতে লয় করিবে। বুদ্ধি মহান্ আত্মায় অর্থাৎ জীবাত্মায় লয় করিবে। সেই জীবাত্মা কূটস্থ নির্বিকার পরমাত্মায় লয় করিবে। যমাদিদ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মায় পরস্পর সম্বন্ধ অবগত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ,

যম, নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, নিকাম তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপূজা, পদ্মকাদি আসন, প্রাণায়াম, বায়ুজপ, প্রত্যাহার, আত্মনিগ্রহ করিতে হয়। হে দ্বিজ! অনন্তচেতা হইয়া মঙ্গলময় বিষয়ে যে চিন্তের ধারাবাহিক অমুশীলন ধীমানেরা তাহার নাম ধারণা বলিয়াছেন। পুংঃ পুনঃ সেই বিষয়ের ধারণার নাম ধ্যান বলিয়াছেন। সোহং—এই জ্ঞানের নাম সমাধি। ঘট ভগ্ন করিলে যেমন তাহার মধ্যগত আকাশ মহাকাশের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ জীব আত্মজ্ঞানলাভে লিপ্সুদের সহিত বিযুক্ত হইলে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম হয়। জীব কেবল জ্ঞান-বলে আপনাকে (আত্মাকে) ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে। অল্পপ্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। জীব অজ্ঞান ও তাহার কার্য হইতে মুক্ত হইলে অজর এবং অমর হয়।

অগ্নি বলিলেন,—বশিষ্ঠ! যমগীতা বলিয়া। যাহারা ভক্তিপূর্বক পাঠ করে তাহাদের ভক্তি ও মুক্তি হয়। ইহাতে বেদান্তসিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানও আত্যন্তিক লয় হয় বলিয়াছেন।

শ্রীব্রহ্মজ্ঞানার্থ স্মৃতিতীর্থ।

ভাষাপরিচ্ছেদ ।

রূপদ্রব্যপ্রত্যক্ষযোগি স্তাৎ প্রথমং ত্রিকম্।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। রূপদ্রব্য প্রত্যক্ষ-যোগি, রূপযোগি, দ্রব্য যোগি এবং প্রত্যক্ষ যোগি। যোগিশব্দের অর্থ-বিশিষ্ট।

অমুবাদ। প্রথমোল্লিখিত পৃথিবী, জল ও শুষ্ক এই তিন দ্রব্য রূপবিশিষ্ট, দ্রব্যবিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষবিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ ইহাদের সাধার্ম্য রূপদ্রব্য ও প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব।

বিষদীকরণ। অত্রত্য প্রত্যাক্ষশব্দের অর্থ

চাক্ষুয প্রত্যাক্ষ বুঝিতে হইবে। বায়ুর ঘাট প্রত্যাক্ষ হইয়া থাকে।

শুক্লগী ঘে রসবতী।

অমুবাদ। পৃথিবী ও জল এই দুই দ্রব্য গুরুত্ববিশিষ্ট ও রসবিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ পৃথিবী ও জলের সাধার্ম্য গুরুত্ব ও রসবত্ত্ব।

... .. দ্বয়ো নৈমিত্তিকৌ দ্রব ॥ ২৮ ॥

অমুবাদ। পৃথিবী ও তেজ এই দুই দ্রব্যের সাধার্ম্য নৈমিত্তিকদ্রবত্ব।

বিষদীকরণ। যাহা নিমিত্তাধীন, তাহাই নৈমিত্তিক। অর্থাৎ অন্ত্যাবিক। অলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক। ক্ষিতি ও তেজের দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। এখানে নিমিত্ত অর্থে ইহা পরবর্তী গ্রন্থে সূচ্য হইবে।

আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ বিশেষগুণযোগিনঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। বিশেষগুণযোগিনঃ—বিশেষগুণের আশ্রয়। বিশেষগুণ যথা—বুদ্ধাদি-ষট্‌কং স্পর্শাস্তাঃ স্নেহঃ সংসিক্তিকো দ্রবঃ। অদৃষ্টভাবনা শকা অমৌ বৈশেষিকাগুণাঃ। পরে বিস্তৃত হইবে।

অনুবাদ। আত্মা ও পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ-ভূতের সাধর্ম্য বিশেষগুণ।

যজ্ঞং যন্ত সাধর্ম্যং বৈধর্ম্যান্নিতরন্ত চ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। যাহা যাহার সাধর্ম্য, তাহা তদিতর বস্তু বৈধর্ম্য।

বিষদীকরণ। সমবায়িকারগতা দ্রব্যের সাধর্ম্য; কিন্তু ঐ সমবায়িকারগতা গুণের বৈধর্ম্য বর্ণিতে হইবে। “সপ্তানানপি সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে।” এই প্রমাণবলে জ্ঞেয়ত্বাদি কোন পদার্থের বৈধর্ম্য হয় না; কেননা উহা পদার্থমাত্রের সাধর্ম্য। অতএব জ্ঞেয়ত্বাদি ভিন্ন বৈধর্ম্যান্নিরম বর্ণিতে হইবে।

স্পর্শাদয়োহষ্টৌ বেগাথ্য সংস্কারোমকতো গুণাঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। স্পর্শাদয়ঃ—অষ্টৌ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিত্তি, পৃথকত্বসংযোগ, বিভাগ, পরত্ব ও অপবত্ব, এই আট। ২। বেগাথ্য-সংস্কার—বেগনামক সংস্কার। অর্থাৎ বেগ।

অনুবাদ। স্পর্শ, সংখ্যা পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ পরত্ব, অপবত্ব ও বেগ—এই নয়টা বায়ুর গুণ।

অষ্টৌ স্পর্শাদয়ো রূপত্রয়ো বেগশ্চ তেজসি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব,

সংযোগ, বিভাগপরত্ব, অপবত্ব, রূপ, ত্রৈবত্ব ও বেগ—এই একাদশটি তেজের গুণ।

স্পর্শাদয়োহষ্টৌ বেগশ্চ গুরুত্বঞ্চ দ্রবত্বকম্।

রূপঃ রসস্তথা স্নেহো বারিণ্যেতে চতুর্দশ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপবত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও স্নেহ—এই চতুর্দশটি অলের গুণ।

স্নেহহীনো গন্ধযুতাঃ ক্ষিতাবেতে চতুর্দশ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। এতে পূর্বে ক্ত বায়ুর চতুর্দশটি গুণ।

অনুবাদ। পৃথিবী ও পূর্বে ক্ত চতুর্দশটি গুণ। কিন্তু উহার মধ্যে স্নেহবাদ, তাহার পরিবর্তে গন্ধের যোগ অর্থাৎ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপবত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও গন্ধ—এই চতুর্দশটি বায়ুর গুণ।

বুদ্ধাদি ষট্‌কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা।

ধর্ম্যধর্ম্যৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্ম্যচতুর্দশ ॥ ৩২ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। বুদ্ধাদি ষট্‌কং—বুদ্ধি, স্মৃতি, হংস, ইচ্ছা, দেহ ও যন্ত্র—এই ছয়টি। ২। সংখ্যাদিপঞ্চকং—সংখ্যা, পরিমিত্তি, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। ৩। আত্মনঃ—জীবাত্মার।

অনুবাদ। বুদ্ধি, স্মৃতি, হংস, ইচ্ছা, দেহ, যন্ত্র, সংখ্যা, পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম্য ও অধর্ম্য—এই চতুর্দশটি জীবাত্মার গুণ।

বিষদীকরণ। আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার বন্ধন ও মোচন হয়। পরমাত্মা বন্ধনমুক্তিরহিত—নির্লিপ্ত। জীবাত্মা ন্যাক্তিভেদে অনেক; কিন্তু পরমাত্মা প্রতিবস্তুতে অবস্থিত অথচ এক। এতদ্বিত্ত স্মৃতি করেকটি গুণ কেবল জীবাত্মার। পরমাত্মার স্মৃতি, হংস, দেহ, ভাবনা, ধর্ম্য ও অধর্ম্য নাই।

সংখ্যাদিপঞ্চকং কালদিশোঃ শব্দশ্চ তে চত্বে ॥৩৩
অথর। কালদিশোঃ সংখ্যাদিপঞ্চকং । তে
চ (সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চগুণাঃ) শব্দশ্চ ধে (আকাশে)
বর্তন্তে ইতি শেষঃ ।

অমুবাদ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ
ও বিভাগ—এই পাঁচটি কাল ও দিকের সাধারণ্য
এবং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ
ও শব্দ—এই ছয়টি আকাশের গুণ ।

সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চবুদ্ধিরিচ্ছা যন্তোহপি চেশ্বরে ।

অমুবাদ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ
বিভাগ, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও যত্ন—এই আটটি ঈশ্বরের
গুণ ।

পর্যাপরত্ব সংখ্যানাং পঞ্চবেগশ্চ মানসে ॥ ৩৪ ॥

অমুবাদ। পরত্ব, অপরত্ব, সংখ্যা, পরিমাণ,
পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও বেগ এই আটটি
মনের গুণ ।

তত্র ক্ষিত্তিগর্ভহেতুর্নানারূপবতী মতা ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১ । গর্ভহেতুঃ—গর্ভের সম-
বায়িকারণ । ২ । তত্র উক্ত দ্রব্যের মধ্যে ।

অমুবাদ। উক্ত দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী গর্ভের
সমবায়িকারণ এবং সিত, গীত, লোহিত প্রভৃতি
বিবিধরূপ-বিশিষ্ট বলিয়া অভিমত ।

বিষদীকরণ। পাষণ্ডও একপ্রকার পৃথিবী
(মাটি) পৃথিবী হইলে তাহাতে গন্ধ থাকা
আবশ্যক ; কেননা পৃথিবী গর্ভের সমবায়ি-
কারণ । কিন্তু পাষণ্ডে গন্ধ উপলব্ধি হয় না
বলিয়া পাষণ্ড পৃথিবী নহ—এরূপ ধারণা যুক্তি-
সঙ্গত নয় । পাষণ্ডে গন্ধ অতি মৃদুভাবে অব-
স্থান করে, তাই অমুমান ব্যতীত তাহার উপ-
লব্ধি হয় না । যদি পাষণ্ডে গন্ধ না থাকিত,
তবে পাষণ্ডভঙ্গেও গর্ভের অমুভব হইত না,
কিন্তু পাষণ্ডভঙ্গে গর্ভের অমুভব হয় । এখন
ভস্মবস্তুর ভিত্তরে প্রবেশ করা বাউক ।

ভস্মপাষণ্ডের ধ্বংসজন্য বিধায় পাষণ্ডের

সমবায়িকারণের জন্তও সিদ্ধ হইল । অর্থাৎ
পাষণ্ডেরও যাহা উপাদান ভঙ্গেও তাহাই উপা-
দান । “যদ্ভবং যদ্রূপং যদ্রূপং তৎ তদুপা-
দানো পাদেয়মিতি ব্যাপ্তিঃ । অর্থাৎ যে বস্তু
যে বস্তুর ধ্বংস হইলে জন্মে, সেই বস্তু সেই বস্তুর
উপাদানের (সমবায়িকারণের) উপাদেয় (জন্ম)
হয়—ইহা স্বতঃসিদ্ধ । ভস্মপাষণ্ডের ধ্বংস
জন্ম, পাষণ্ডের ধ্বংস না হইলে ভস্ম হয় না ।
অতএব ভস্মপাষণ্ডের সমবায়িকারণভূত প্যা-
ণ্ডের পরমাণুর জন্ম—ইহা যুক্তিভাষ্য হইল ।
যেমন খণ্ডপট মহাপটের ধ্বংস জন্ম—ইহা সন্-
লেই জানে । অতএব খণ্ডপট মহাপটের সম-
বায়িকারণ জন্ম অর্থাৎ যাহা মহাপটের সম-
বায়িকারণ, তাহাই খণ্ডপটের সমবায়িকারণ ।
মহাপটের সমবায়িকারণ সূত্র । সূত্রায়ং ধ্বং-
পটেরও সমবায়িকারণ সূত্র । বিনা সূত্রে ধ্বং-
পট বা মহাপট—কিছুই হইতে পারে না । ধ্বং-
পটে যে গুণ থাকে, মহাপটেও সেই গুণ থাকে ।
কেননা উভয়েরই একই সমবায়িকারণ । গৌ-
রূপ এখনও বৃদ্ধিতে হইবে । পাষণ্ডভঙ্গে যখন
গন্ধ আছে, তখন পাষণ্ডেও গন্ধ আছে, অমুমান
করিতে হইবে ; কেননা উভয়েরই কারণভূত
এক পরমাণু । এক সমবায়িকারণ জন্ম বস্তু
নিচয়ে একই গুণ থাকে এতাবতী পার্থক্য,
পাষণ্ডে গন্ধ সিদ্ধ হইল ।

সিত, গীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নান-
রূপ কেবল পৃথিবীতেই থাকে, ভলে থাকে না ।
জলে কেবল শুক্লবর্ণ থাকে । তবে যে জল নীল
বা অজবর্ণ বোধ হয়, তাহা জলের গুণ নহে
আশ্রয়গুণে এরূপ বোধ হয় । দৃষ্টিকারও
এরূপ বোধের কারণ ।

বদ্ভবন্ত রসস্তত্র গন্ধস্ত দ্বিবিধোমতঃ ॥ ৩৫ ॥

অমুবাদ। অন্ন, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত
ও কষায় এই ছয়প্রকার পৃথিবীর রস (আবাস)

পৃথিবীর গন্ধ দুইপ্রকার সুরতি এবং অসুরতি ।

বিষদীকরণ । ভলে কেবল মধুররস থাকে, ভলে কোন গন্ধ থাকে না । এই সকল প্রদর্শনে ভলের সহিত পৃথিবীর পার্থক্য দেখান হইতেছে ।
স্পর্শভুক্তান্ত বিজ্ঞেয়োহুক্ষাশীতপাকজঃ ॥

বিষমপদের অর্থ—১ । অহুক্ষাশীতপাকজ—
অহুক্ষ—উষ্ণ নয়, অশীত—শীত নয় পাকজজ্ঞ ।
অহুবাদ । পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অহুক্ষা-
শীত জানিতে হইবে ।

বিষদীকরণ । বায়ুর স্পর্শও অহুক্ষাশীত, কিন্তু অপাকজ । পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ ইহাই বিশেষ । পাকপ্রযুক্ত পৃথিবীর স্পর্শ কখন কঠিন কখন কোমল হয় । এতাবত পৃথিবীর এই লক্ষণ হিব করিতে হইল যে বস্তু নানাক্রমের আশ্রয় অথবা ষড়্ভিধ রসের আশ্রয় কিম্বা পাকজ স্পর্শের আশ্রয় তাহার নাম পৃথিবী ।
নিত্যানিত্যা চ সা দেখা নিত্যা স্তাদমূলকণা ।
অনিত্যা তু তদগ্ৰা স্তাং সৈবাবয়বযোগিনী ॥৩৬॥

বিষমপদের অর্থ—১ । অমূলকণা—পরমাণু-
স্বরূপা—২ । অবয়বযোগিনী—সাবয়ব ।

অহুবাদ । সেই পৃথিবী দ্বিবিধা, নিত্যা এবং অনিত্যা । পরমাণুস্বরূপা পৃথিবী নিত্যা, তদ্ভিন্না দ্বাণুকাদিস্বরূপা পৃথিবী অনিত্যা । সেই অনিত্যা পৃথিবী অবয়ববিশিষ্ট ।

বিষদীকরণ । পৃথিবীকে দুইপ্রকার বলা হইল । হ্রস্বপৃথিবীও স্থলপৃথিবী । হ্রস্বপৃথিবী পরমাণুস্বরূপা নিত্যা স্থলপৃথিবী ঘট, পট, প্রস্তর প্রভৃতি অনিত্যা—তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায় । দুইপ্রকার স্বীকারে গৌরব হয়, একপ্রকারে লাভবন হয় । অতএব প্রথমতঃ স্থলপৃথিবী স্বীকার না করিয়া কেবল হ্রস্বপৃথিবী স্বীকার করিলে কি দোষ হয়, দেখা যাক । কেবল হ্রস্বপৃথিবী স্বীকার করিলে

বুঝিতে হইবে—স্থলঘটাদিকে ঘটাদিরূপ গৃহক বস্তু না ভাবিয়া পুঞ্জীভূত পরমাণু ভাবিতে হয় । যদি বল এ ভাবনাতে হয় নাহবরং একটা ঘটকে একটা ঘট বলিয়াই বোধ হয় । অনেক পরমাণু বলিয়া বোধ হয় না । উহাতে একত্ব ও বস্তুস্তর বুদ্ধি আভাবিক ; কিন্তু অনেকত্ববুদ্ধি পরমাণু-পুঞ্জরূপ বুদ্ধি অস্বাবিক ; ফলতঃ ও ভাবনা ভুল । ভাবনা অভ্যাসের দাস । যেরূপ অভ্যাস, সেইরূপ বিশ্বাস যেমন অনেক থাকে একটা দ্বাত্তপুঞ্জ বোধ হয় সেখানে অনেকত্ব বোধ হয় না । যেমন পুঞ্জীভূত অনেক জলীয় পরমাণুতে স্থানবিশেষে একটা নদী, একটা সরোবর, একটা সাগর বোধ হয় । সেইরূপ অনেক পরমাণুতে একটা ঘট বোধ হয় ।

আবার একটা পরমাণু দৃষ্ট হয় না বলিয়া পরমাণুপুঞ্জ দৃষ্ট হইতে পারে না একপ আপত্তি করাও উচিত নয় । দ্রবস্ত একটা কেশ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু রাসীকৃত কেশ দেখা যায় । অতএব হ্রস্ব পৃথিবীও স্থলপৃথিবী দুই রকম স্বীকার না করিয়া কেবল হ্রস্বরূপ এক রকম পৃথিবী স্বীকার করিলেই হয়, এইরূপ পূরূপক করিলে বলা যাইতে পারে যে পুঞ্জীভূত পরমাণুস্বরূপ ঘটাদিকে পদার্থান্তর স্বীকার না করিয়া অনেক পরমাণুরূপে স্বীকার করিলে তর্কতলে ঘটও অদৃশ্য হইয়া পড়ে । একটা পরমাণু বখন দেখা যায় না, তখন অনেক পরমাণুর দর্শন তর্ক-বিরুদ্ধ । একটা পিশাচও দেখা যায় না, রাসীকৃত পিশাচও দেখা যায় না, পিশাচ স্বভাবতঃ অদৃশ্য । সেইরূপ যদি পরমাণু অদৃশ্য বল, তবে পরমাণুপুঞ্জও অদৃশ্য বলিতে হয় । তবে যে দ্রব্য বহু কেশ দেখা যায়, একটা কেশ দেখা যায় না, তাহার কারণ বলি । অদৃশ্যতা কেশের স্বভাব নয়, দ্রব্যতাই অদৃশ্যতার কারণ । সহৎ বস্তুই দেখা যায়, দ্রব্যতাপ্রযুক্ত একটা কেশের

মহৎ নষ্ট হয়। মহৎবস্ত্র ব্যতীত দৃশ্য হয় না। একথা গ্রহে অনন্তর স্বাক্ষর হইবে। যদি বল অদৃশ্য পরমাণুগুণ হইতে দৃশ্যপরমাণুগুণ উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, ইহাও যুক্তিযুক্ত নয়। অদৃশ্যবস্ত্র দৃশ্যবস্ত্রের উপাদান হইতে পারে না। অতি তপ্ত তৈলাদিতে অবস্থিত অদৃশ্য অগ্নি দৃশ্যদাহের উপাদান ভাবিও না; কারণ তথায় তদন্তর্গত দৃশ্য অগ্নির অবয়বনিচয় দৃশ্যদাহ করিয়া থাকে। ফলকথা সাবয়বা ঘটাদিকপা পৃথিবীর উৎপত্তি লয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধহেতু পৃথক বস্ত্র স্বীকার করা উচিত।

আর এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে নিত্য পৃথিবী অনিত্য পৃথিবীর কারণ। প্রথমে পরমাণু, পরে দ্ব্যণু, অনন্তর ত্রসরেণু এইরূপে ক্রমে মহৎ হইয়াছে। এখন দেখা যাক, অদৃশ্য দ্ব্যণু হইতে দৃশ্য ত্রসরেণু কিরূপে উৎপন্ন হয়? পূর্বে ব্যাপ্তি করা হইয়াছে অদৃশ্য বস্ত্র হইতে উৎপন্ন বস্ত্র দৃশ্য হয় না। বাস্তবিক এ ব্যাপ্তি ঠিক নাই। দৃশ্যতা ও অদৃশ্যতা কাহারও স্বাভাবিক ধর্ম নয়। দৃশ্যতার কারণ থাকিলেই বস্ত্র দৃশ্য হয়। দর্শনের কারণ মহৎ ও উদ্ভূতরূপাদি। তাহার সত্তাবে বস্ত্র প্রত্যক্ষ হয়, অসত্তাবে প্রত্যক্ষ হয় না। ত্রসরেণুতে মহৎ আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। দ্ব্যণুর কারণ মহৎ না থাকায় দৃশ্য হয় না।

যদি বল, তবে স্থূল পৃথিবীই কেবল স্বীকার করিব। পরমাণুরূপা পৃথিবী স্বীকার করিব না। বাস্তবিক পরমাণু স্বীকার না করিলে অবয়বের অনবস্থা হইয়া পড়ে। অবয়বের বিভাগেয় একটা সীমা নির্ধারণ করা উচিত অসীম অবয়ব স্বীকার করিলে মেরুসর্ষপ এক পক্ষে সমান হইয়া পড়ে; কেননা মেরুর অবয়বও অসীম এবং সর্ষপের অবয়বও অসীম। কোন স্থানে তাহার সীমা বলা উচিত। অব-

য়বের সেই সীমা অতি স্থূল। তাই তাহার নাম পরমাণু বলা হইয়াছে। যদি তাদৃশ্য পরমাণু অনিত্য বল, তাহাইহলে জগৎ কার্য্য সমবায়িকারণশূন্য হইয়া পড়ে। পরমাণু জগতের নিমিত্তকারণ। কেবল নিমিত্তকারণে কার্য্য ইহার পারে না। সমবায়িকারণ থাকা আবশ্যক। সৃষ্টির পূর্বে পরমাণু স্বীকার না করিলে একাকী পরমাণুর জগৎসৃষ্টি কবিত্তে পারেন না। কি উপাদান দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিবেন? বিনা মাটিতে শত চেঁচায়ও কুন্তকার ঘট গড়িতে পারে না। তাই জগতের সমবায়িকারণরূপ পরমাণু ঈশ্বরবৎ নিত্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব পরমাণুরূপ পৃথিবী নিত্য স্বীকৃত হইল।

সাঁচ ত্রিধা ভবেদেহমিস্ক্রিয়ং বিষয়াস্তথা ৷৩৭৷

অনুবাদ। সেই অবয়বযোগিনী অনিত্য পৃথিবী তিনপ্রকার—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিবর্ত অর্থাৎ দেহাত্মিকা ইন্দ্রিয়াত্মিকা ও বিষয়াত্মিকা। যোনিজাদর্ভবেদেহ ইন্দ্রিয়ং ত্রাণলক্ষণম্।

বিষয়ো দ্ব্যপুকা দিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ ৷৩৮৷

বিষয়পদের অর্থ—১। যোনিজাদিঃ—যোনিজ এবং অযোনিজ।

অনুবাদ। দেহ দুইপ্রকার—যোনিজ এবং অযোনিজ। ইন্দ্রিয় ত্রাণেজিয় এবং দ্ব্যপুকা দি ব্রহ্মাণ্ডপর্য্যন্ত পদার্থ নিচয় বিষয় বলিয়া অভিহিত।

ধিবদীকরণ। দেহ দ্বিবিধ যোনিজ এবং অযোনিজ। সেই যোনিজ আবার দুইপ্রকার—জরায়ুজ এবং অণুজ। মাছুবাদি শরীর জরায়ু সন্তুত আর সর্পাদি শরীর অণুসন্তুত। অযোনিজ বহুবিধ—ষেদজ উত্তিজাদি। যেদজ কুমিদংশপ্রভৃতি। উত্তিজ তরুণ্ডঅপ্রভৃতি। নারকীয় ও স্বর্গীয় শরীর ও অযোনিজ। ইহার বীজ পাণ ও পুণ্য। এতত্ত্বিগ মানসদেহও শরীর স্বীকৃত হইয়াছে।

মহুষের শরীর পার্শ্বব; কেননা উহাতে গন্ধাদি উপলব্ধি হয়। গন্ধাদিবিশিষ্ট বস্তুই পৃথিবী। উহাতে রুদ্র উদ্ভাদির প্রতীতি হয় বলিয়া জলীয় বা আয়ুর্গাদি স্বীকার করা উচিত নয়। মানুষের শরীরে রুদ্রাদি না থাকিলেও মানুষের শরীর বলিয়া চিনা যায় এবং সে শরীর কখন গন্ধশূন্য হয় না বিধায় পার্শ্বব বলাই উচিত। তবে জলাদি পার্শ্বব—শরীরের নিমিত্ত কারণ স্বীকার করিতে হইবে যেমন জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরে পার্শ্ববাংশের সম্বন্ধ অপ্রধানরূপে থাকে। কিন্তু জলাদির প্রাধান্য-প্রযুক্ত জলীয়ত্বাদিরূপে ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ মানুষাদির শরীরে জলীয়ভাগাদির সম্বন্ধপ্রযুক্ত রুদ্রাদি হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথিবীর প্রাধান্য-বশতঃ পার্শ্ববনাম হয়।

ইন্দ্রিয়েন মধ্যে কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় পার্শ্বব। জ্ঞানেন্দ্রিয়েন দ্বারা গন্ধ আঘাত হয়। গন্ধ পার্শ্বব, পার্শ্বব বলিয়াই পার্শ্বব বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হয় বিজাতীয় হইলে হইত না। এই কথাটী একটু বিস্তৃত করিয়া বলি।

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“বস্তু বস্তুয়মেনাবভাসকং তত্ত্বগুণবৎ প্রকৃতিকং বস্তুরূপাতিব্যক্তরূপবৎ প্রকৃতিকো দীপ ইতি অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকৃতির হয়, সেই বস্তু সেইরূপ বস্তুব প্রকাশক হয়; যেমন প্রদীপ। প্রদীপ রূপবান্ তেজঃপদার্থ, তাই প্রদীপ রূপবান্ বস্তুর প্রকাশ করে। তেজের গুণরূপ, চক্ষুতৈজসিক পদার্থ। তাই চক্ষু তেজঃপ্রধান বস্তু দেখিয়া থাকে, অন্ধকার বস্তু দেখিতে পায় না। অন্ধকারে বাচস্পত্যক্ষাদির কোন বাধা নাই। এইরূপ গন্ধ পৃথিবীর গুণ, অতএব পার্শ্বব পদার্থেই তাহা আকৃষ্ট হইতে পারে। বিজাতীয়ের সহিত জড়পদার্থেরও ভাব নাই, ইত্যাদি যুক্তি বলে জ্ঞানেন্দ্রিয় পার্শ্বব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

উপভোগসাধনঃ বিষয়ঃ। যে বস্তু উপভোগের কারণ হয় তাহার নাম বিষয়। দ্ব্যমু-কাদি বস্তুত্বপর্যন্ত যাবতীয় বস্তু আমাদের উপভোগের মধ্যে বিধায় বিষয়।

শ্রীব্রহ্মেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

শাণ্ডিল্যসূত্র ।

(পূর্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষের ১০৮ পৃষ্ঠার পর ।)

২য় অধ্যায় ।

২৭। বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরব-
ঘাতবৎ ।

পদপাঠঃ। বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিঃ। আবিশুদ্ধেঃ।
অবঘাতবৎ ।

ব্যাখ্যা। বুদ্ধিব্রহ্মপ্রমিতিঃ, ব্রহ্মপ্রমিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানকে বুদ্ধি বলা হইয়াছে। বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিঃ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তির প্রয়ো-

জন অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নির্দিষ্টাঙ্গনদ্বারা তত্ত্বের দার্ঢ্যসম্পাদন আবশ্যক। আবিশুদ্ধেঃ, তত্ত্ব-পরিভ্রমপর্যন্ত, ঘেপপর্যন্ত তত্ত্বের পরিভ্রম বা দাঢ্য না হয়, সেইপর্যন্তই শ্রবণ, মনন, নির্দি-
ষ্টাঙ্গন আবশ্যক, তৎপরে না। সে কিরূপ ? না
অবঘাতবৎ অর্থাৎ বাস্তব আঘাত করিলে ঘেপপ
তৎপূর্ণ ভূতের পরিভ্রম হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে

পরিষ্কৃত হয় না এবং সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত করিতে হইলে, ঐ ততুলকে বারবার আখাত করিতে হয়, তদ্রূপ ভক্তির পরিভূক্তিপর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভগবানের বিষয় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক ।

অমুবাদ। ভক্তির পরিশুদ্ধি না হওয়াপর্যন্ত বিহিতব্রীহি অবধাতের দ্বায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি আবশ্যক ।

২৮। তদঙ্গনাঞ্চ ।

পদপাঠঃ। তৎ। অঙ্গনাম্। ৮।

ব্যাখ্যা। ভক্তির অঙ্গাদির অমুষ্ঠানও আবশ্যক । বেদ, গুরু, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, শ্রমদমাদি অমুষ্ঠাদিরও প্রয়োজন । এই সমুদায় কার্যদ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তি ঘনীভূত হয় ।

২৯। তামৈশ্বর্যপরাং কাশ্যপঃ পর-
ত্বাৎ ।

৩০। আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ ॥

৩১। উভয়পরাং শাণ্ডিল্যশঙ্কোপ-
পত্তিভ্যাম্ ॥

পদপাঠঃ। তাং। ঐশ্বর্যপরাং। কাশ্যপঃ।
পরত্বাৎ। আত্মৈকপরাং। বাদরায়ণঃ। উভয়
পরাং। শাণ্ডিল্যঃ। শঙ্কোপপত্তিভ্যাম্।

তাং বুদ্ধিং পরমেশ্বরৈশ্বর্যাদিমধিষয়িণীং
নিঃশ্রেয়সফলাং কাশ্যপ আচার্য্যমমুত্তে কুতঃ
জীবাস্বভ্যঃ পরত্বাৎ। এতস্মতে জীব ব্রহ্মণো-
রত্যন্তং ভেদঃ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রভেদ-
হেতু কাশ্যপ আচার্য্য ঐ বুদ্ধিকে ঐশ্বর্য্যপরা
করিবার জন্ত উপদেশ দিয়াছেন ।

বাদরায়ণ আচার্য্য পুনঃ শুদ্ধাত্মবিষয়িনীম্বেব
মমুত্তে। এতস্মত জীবব্রহ্মণোরভেদঃ। বাদ-
রায়ণ আচার্য্য উহাকে আত্মপরা করিতে উপ-

দেশ দিয়াছেন, কারণ তাহার মতে জীব ও
ব্রহ্মে ভেদ নাই ।

শাণ্ডিল্য আচার্য্য উভয়পরামেব মমুত্তে
কুতঃ শঙ্কোপপত্তিভ্যাম্। বেদ ও যুক্তি অমু-
সারে শাণ্ডিল্য আচার্য্য উহাকে ঐশ্বর্য্যপরা
এবং আত্মপরা অর্থ্যাৎ উভয়পরা করিতে উপ-
দেশ দিয়াছেন ।

বিশদব্যাখ্যা। ২৯, ৩০, ৩১—কাশ্যপাচার্য্য
দ্বৈতবাদী, তাহার মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র।
বাদরায়ণাচার্য্য অদ্বৈতবাদী, তাহার মতে জীব
ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, ব্যবহারিক জগতে যে
ভেদ দৃষ্ট হয় সে কেবল অবিদ্যাবশতঃ স্মৃত্যৎ
কাশ্যপাচার্য্য মুক্তিলাভার্থ ঈশ্বরের প্রতি অচলা-
ভক্তি স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বরের
রূপা ব্যতীত দুর্লভ জীব এই জগৎমুখাবপ-
সংসারসাগরের কাণ্ডারীবিহীন তরলীর সমান।
তাঁহার উপাসনা কর, তাঁহাকে ভক্তি কর,
তদ্বয় হও, তবেই তুমি পবিত্রতালভ করিতে
পারিবে, তবেই তুমি তাহার রূপাবলে মুক্তিলাভ
লাভ করিতে পারিবে। বাদরায়ণ বলেন জীব
ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ হইয়া
থাকে। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান মন হইতে
অপনয়ন কর। আমাতে ও ব্রহ্মেতে যদি কোন
পার্থক্য না থাকিল, তাহাইহলে মুক্তির ভর
আমি আমার বহির্ভাগে কেন চেষ্টা করিব?
আমার আত্মা ও ব্রহ্মে যখন ভেদ নাই, তখন
আত্মাত্মকর্ষসাধন করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ
হইবে। আমি আমাকে অবিদ্যাশূন্য হইতে
মুক্ত করিতে পারিলেই আমি স্বরাক্ষরূপে বিরাট
করিব, তখন শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্তাবস্থায় আমিই
সচ্চিদানন্দরূপ ধারণ করিব।

মুক্তিই আচার্য্যদ্বয়ের লক্ষ্য, কেবল পথ
ভেদমাত্র; একজন ভগবানের করুণা, আর
একজন আত্মবলের উপর নির্ভর করেন। একই

চিন্তা করিয়া দেখিলে বৈত ও অবৈতবাদী-দিগের মধ্যে যে ভেদ সে দৃষ্টতঃ, প্রকৃত নহে। ভগবানকে মানসপটের সম্মুখে সর্বদা রাখিয়া, তাঁহাকে তোমার জীবনের আদর্শ করিয়া একপাদে দুইপাদে তাঁহার সন্নিধানে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে, এমন, একটি সময় উপস্থিত হয় যে সময় তোমার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না; যে সময় তুমি তাঁহাতে নিশিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় উপাশ্রু ও উপাসকের ভেদ কোথায়? প্রেমিকা যখন প্রেমে বিহ্বলা হন, তখন প্রিয়তমের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান তাঁহার থাকে না। রাধা কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া আপনাকেই কৃষ্ণ মনে করিতেন এবং কৃষ্ণের কার্য্যে অমুকরণ করিতেন। ভক্তিব প্রগাঢ় অবস্থায় জ্ঞানের বিনাশ হয়, এই অবস্থায় জ্ঞানের থাকার স্থান নাট। যে অবস্থায় জ্ঞানের প্রবল, সেই অবস্থাতেই ভক্তিব উদয়। সম্পূর্ণরূপে একীভাব করিতে পারিলেই ভক্তিব উদয় হয় এবং সে অবস্থায় পার্থক্যজ্ঞান থাকে না। কাশ্যপাচার্য্য বাহা ভক্তির বলে বাদবায়পাচার্য্য তাহা আত্মার বলে সম্পন্ন করিব উপদেশ দেন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যানাশ করিয়া আত্মাকে বিতৃষ্ণ কর। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি পক্ষে যে সমুদায় বাধা বিয় আছে, তাহা দূরীকৃত কর, তাহা হইলে “অস্মদ্” “নৃস্মদ্” এবং “স্বথ,” “দুঃখ,” “শীত” উষ্ম প্রভৃতি বন্ধজনিত ভেদ অস্তিত্ব হইবে এবং তোমার আত্মা সচ্চিদানন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। শাণ্ডিল্যঋষি উভয় মতের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যেমন ঈশ্বরের দিক লক্ষ্য চাই, সেইরূপ আত্মার দিকেও লক্ষ্য চাই। তাহার মতে জীব ব্রহ্মের ভেদ ও সত্য, তাহা-দিগের অভেদ ও সত্য। তিনি বলেন যতক্ষণ জীব মুক্ত না হয়, ততক্ষণ জীব ব্রহ্মের ভেদ সত্য। অমুক্ত অবস্থায় জীব যদি মুখে বলে

“সোহং” তবে কি সে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়? কখনই না। তাহা হইলে, “সোহং” শব্দ উচ্চারণ করিলেই মুক্তি হইয়া যাইত। সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছিলেন “এবতু অতি বদতি যঃ সত্যোহনাতি বদতি” অর্থাৎ যিনি সত্য সত্যই “সোহং” বলিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাসই সত্য। স্বতরাং মুখে “সোহং” বলিলে চলিবে না, যথার্থ “সোহং” চাই। যতক্ষণ না তুমি মুক্ত, ততক্ষণ তুমি যে অতি সামান্ত এবং ঈশ্বরের সহিত তোমার যে অত্যন্ত প্রভেদ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি সাধনাদ্বারা মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ভেদ থাকিবে না, অতএব মুক্তিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উপাসনা তোমার কর্তব্য।

শাণ্ডিল্যঋষি কেবল মুক্তির উপর স্বমত স্থাপন করেন না, তিনি ঈশ্বরের অনুশাসনের দ্বারা ও স্বীয় মতের সমর্থন করেন ছান্দোগ্যশ্রুতিতে স্বনামধারী ঋষি প্রকাশিত শাণ্ডিল্য বিদ্যানামক অংশে জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ তাহাও যেমন উপদিষ্ট হইয়াছে। তজ্জন ব্রহ্মোপাসনা ও উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে হিন্দুপত্রিকার পূর্বপ্রকাশিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা দ্রষ্টব্য। সর্বোপরি ঋষিঃ তত্ত্বজ্ঞানীতি শাস্ত্র উপাস্যতী অর্থাৎ এই সকলই ব্রহ্মময়, তাহা হইতেই সকলই উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা ই পালিত হয় এবং তাহাতে লয় হয়। তাহাকে শাস্ত্রচিন্তে উপাসনা করিতে হয়।

“তত্ত্বমসি” অর্থাৎ তৎ স্বম্ অসি তুমিই সেই ব্রহ্ম এই রাকোই “তৎ” জীবাত্মা ও “স্বম্” ব্রহ্ম এই উভয়ের প্রাতি দৃষ্টি রাখা যে আবশ্যক, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তোমার নিজের আত্মাকে উন্নত করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে। তোমার আত্মা উন্নত হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে, তখন ভেদজ্ঞান থাকিবে না।

৩২। বৈষম্যাদসিদ্ধিমতি চেম্বাভি- জ্ঞানবদ বৈশিষ্ট্যং ।

পদপাঠঃ। বৈষম্যং। অসিদ্ধম্। ইতি।
চেৎ। ন। অভিজ্ঞানবৎ। অতিবিশিষ্টাং।

ব্যাখ্যা। ন নৃত্য বিষয়ত্বমেব ন সিদ্ধ্যতি
বৈষম্যং। ইতি চেম্বতঃ সোহং দেবদত্তঃ
সোহহমিতি প্রত্যভিজ্ঞাবদেকবিশিষ্টেহপর বৈশি
ষ্ট্যমন্তরেণ সামান্যাদিকরণাত্ম স্বরূপাতোদংশ
গোচরকত্বেন তদুপপত্তেঃ ॥

একবার জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র,
আর একবার জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন,
এই বৈষম্যহেতু যে উভয়ই অসিদ্ধ হইতেছে
তাহা নহে, কারণ অভিজ্ঞানে যেরূপ পূর্ণ-
জ্ঞান এবং বর্তমান জ্ঞান, একই অধিকরণে
মিলিত হওয়ায় কোন ভেদ থাকে না,
তদ্রূপ। শাণ্ডিল্যাচার্য বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম
অভেদ স্বীকার করি, কিন্তু সে মুক্তাবস্থায়।
মুক্তি না হওয়াপর্যন্ত জীব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র
এবং ব্রহ্মের উপাসনা আবশ্যক। এইক্ষণ প্রশ্ন
হইতে পারে যে যে বস্তু এক সময়ে এক বস্তু
হইতে স্বতন্ত্র সে আবার তাহার সহিত অভিন্ন
কিরূপ হইতে পারে? লৌকিক যুক্তির দ্বারা
ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা দিতে হয়। সুতরাং শাণ্ডিল্যা-
চার্য্য অভিজ্ঞানের যুক্তি দিতেছেন।

অনুভব (Direct perception) এবং স্মৃতি
(Recollection) দুই দুইটির যোগের দ্বারা
অভিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞাতবস্তুর পুনর্জান হয়।
“সোহং দেবদত্তঃ” এই সেই দেবদত্ত। মনে
করুন দশবৎসর পূর্বে দেবদত্তনামক কোন
ব্যক্তিকে আমি কাশীধামে বিদ্যেব্রতের মন্দিরে
ধ্যানমগ্ন দেখিয়াছিলাম, তৎপরে অদ্য পুনর্বার
বিশেষভাবে আমার গৃহে তাহাকে উপবিষ্ট
দেখিতেছি, এখানে তাহাকে দেখিয়া তাহাকে

কাশীতে বিদ্যেব্রতের মন্দিরে ধ্যানমগ্ন দেখা
কথা মনে পড়িল। বর্তমান জ্ঞান “অং” “এই”
শব্দের দ্বারা প্রকাশ হইলে, পূর্বজ্ঞান সংক্ষেপে
দ্বারা প্রকাশ হইলে, এই উভয়জ্ঞান দেবদত্তর
অধিকরণে মিশিয়া গেল। বর্তমান জ্ঞান, অর্থাৎ
জ্ঞান অপেক্ষা স্বতন্ত্র, কিন্তু উভয়জ্ঞান একই
দেবদত্ত বিষয়ে হওয়ায় এই উভয়জ্ঞান এইক্ষণ
এক হইয়া গেল। “সোহং” ও ব্রহ্মরূপ। “নঃ”
পরব্রহ্ম, “অহং” জীব। জীব সাধনাদ্বারা উৎ-
কর্ষ লাভ করিয়া “সঃ” অর্থাৎ পরব্রহ্মে অবস্থা
প্রাপ্ত হইল। যখন সেই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত
হইল, তখন “সঃ” এর জ্ঞান এবং “অহং” এর
জ্ঞান স্বতন্ত্র থাকিল না, উভয়জ্ঞান এক হইয়া
গেল।

শাণ্ডিল্য ঋষি বলিতেছেন যে কেবল
অভিজ্ঞানে পূর্বস্মৃতি এবং বর্তমান অনুভবের
পৃথক সত্তা থাকে না, তদ্রূপ জীব পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত
হইলে, জীবজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞান
থাকে না, অথচ অভিজ্ঞানে যেরূপ দুইটি জ্ঞান
প্রথমে হয়, তৎপরে উভয়জ্ঞান এক হয়, সেই
রূপ “সোহং” এতেও প্রথমে জীব ও ব্রহ্মের
স্বতন্ত্রজ্ঞান এবং তৎপরে অভেদজ্ঞান হয়।
অভিজ্ঞানে যেরূপ দুইটি জ্ঞানদ্বয়ে, দুইটি
দেবদত্ত নাই, কেবল একটিমাত্র দেবদত্ত,
তদ্রূপ অমুক্ত অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র
সত্তা হইলেও, মুক্ত অবস্থায় উহার স্বতন্ত্র নাই,
এক।

৩৩। ন চ ক্লিষ্টঃ পরঃ স্মাদনন্তরং বিশেষাং ।

পদপাঠঃ। ন। চ। ক্লিষ্টঃ। পরঃ। স্মাৎ। অন-
ন্তরং। বিশেষাং।

ব্যাখ্যা। জীব ও পর অর্থাৎ পরমেশ্বর বর্গ
অভিন্ন হইল তাহাই হইলে জীবের স্বাভাবিক

ক্রেশাদি ঈশ্বরে আরোপিত হইতে পারে এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ শাণ্ডিল্য বলিতেছেন যে না তাহা পাবে না; পরমেশ্বর জীবাদিব ক্রেশাদ্বারা ক্রিষ্ট নহেন, কারণ তিনি জীব হইতে পৃথক্।

জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, সুতরাং অমুক্ত জীবের অবস্থা পরমেশ্বরে আবোপিত হইতে পারে না।

৩৪। ঐশ্বর্য্যং তথ্যেতি চেন্ন স্বাভাব্যাং।

পদপাঠঃ। ঐশ্বর্য্যং। তথা। ইতি। চেৎ। ন স্বাভাব্যাং।

ব্যাখ্যা। তাহাব ঐশ্বর্য্যেবও কোনপ্রকার বাধা জন্মে না, কারণ তাহাব ঐশ্বর্য্য তাহাব স্বাভাবিক। জীব যেমন ক্রেশাদিব অধীন, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন! জীব ক্রেশাদির অধীন বলিয়া এবং জীব পূর্বাভ্যাস পরমেশ্বর প্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়া, পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যেব কোনপ্রকার বাধা হয় না।

৩৫। অপ্ৰতিবিদ্ধং পরৈশ্বর্য্যং তদ্ভাবাচ্চ নৈবমিতেরেবাম্।

পদপাঠঃ। অপ্ৰতিবিদ্ধং। পরৈশ্বর্য্যং। তদ্ভাবাং। চ। ন। এবম্। ইতরেবাম্।

ব্যাখ্যা। নহি পরমেশ্বরতৈশ্বর্য্যং প্রতীবিদ্ধ-মস্তি তদিত্তিরেবাং জীবানাং নৈবং কস্মাৎ তদ্ভাবাং। পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য কখনও অস্বীকার করা যায় না, কেননা উহা তাহার স্বাভাবিক, কিন্তু উহা অত্মের অর্থাৎ জীবের পক্ষে নহে।

৩৬। সর্ব্বানুতে কিমিতি চেন্নৈব-মুদ্যানন্ত্যাং।

পদপাঠঃ। সর্ব্বান্। ঋতে। কিম্। ইতি। চেৎ। ন। এবম্। বুদ্যান্। অনন্ত্যাং।

ব্যাখ্যা। বদা সর্ব্ববুদ্ধীনাং বিনয়স্তদা পরোপাধে স্থিতৌ প্রয়োজনাত্ভাবাং কিং কৃতমৈশ্বর্য্যং স্বভাব ইতি চেয়েবং ভবতি। জীবোপাধিবুদ্ধীনামনন্তত্বাৎ তাদৃশকালএব নাতীতি।

যদি জীব একত্র প্রাপ্ত হইল, তাহাহইলে আর ঐশ্বর্য্যেব আবশ্যক কি? কারণ তখন উপাত্ত উপাসকভেদ থাকিল না, ঐশ্বর্য্যচিন্তা করিবে কে? তদন্তরে বলা হইতেছে যে জীবের অনন্তবুদ্ধিহেতু এমন কাল কখনও হয় না যখন সকল জীবই মুক্ত হয়, সুতরাং সকল সময়েই সাধকেব জগৎ ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন আছে। অতএব অপ্ৰয়োজন বলিয়া ঐশ্বর্য্য অস্বীকার করা যুক্তি কার্য্যকর নহে।

যতিপঞ্চকম্।

বেদান্তবাক্যেযু সদারমন্তো

ভিক্ষারমাত্রণ চতুষ্টিমন্তঃ

বিশোকমন্তঃকরণে রমন্তঃ

কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ১ ॥

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ

পাণিধনং ভোক্তৃমন্তয়ন্তঃ।

কলামিব শ্রীমপি কুংসয়ন্তঃ

কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ২ ॥

দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ

আত্মানমাভ্যন্তরে লোকয়ন্ত

নাস্তং ন মধ্যং ন বহিঃ শ্রয়ন্তঃ

কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দভাবে পরিতুষ্টমন্তঃ

সুশান্ত সর্বেজ্জিয়তুষ্টমন্তঃ।

অহর্নিশং ব্রহ্মস্থে রমন্তঃ

কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাঙ্করং পাবনমুচরন্তঃ

পতিং পশুনাং হৃদিভাবয়ন্তঃ

ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ

কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৫ ॥

ইতি ত্রিপরমহংসকাচার্যঃ শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ
কৃতং যতিপঞ্চকং সমাপ্তম্ ॥

বেদান্তবাক্যে সদা আনন্দলাভ করেন,
ভিক্ষান্নমাত্রে তুষ্টলাভ করেন, শোকশূন্য হইয়া
অন্তরে রমণ করেন, কোপীনবান্ নিশ্চয়
ভাগ্যবান্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মমূল কেবল আশ্রয় করেন, আত্মার
অন্ত পাণ্ডিত্য একত্র করেন, আত্মপ্লাবীর জায়
লক্ষ্যকে ঘূর্ণা করেন, কোপীনবান্ নিশ্চয়ই
ভাগ্যবান্ ॥ ২ ॥

দেহাদিভাব পরিবর্তন করেন (১) আত্মাত্ত
আত্মাকে অবলোকন করেন, (২) কি মন্ত,
কি মধ্য, কি বাহ্য (৩) স্মরণ করেন না,
কোপীনবান্ নিশ্চয় ভাগ্যবান্ ॥ ৩ ॥

আনন্দ অবস্থায় পরিতুষ্টলাভ করেন;
সুশান্ত ও সর্বেজ্জিয়তুষ্টমান, (৪) দিবাবাত্র
ব্রহ্মস্থে রমণ করেন, কোপীনবান্ নিশ্চয়
ভাগ্যবান্ ॥ ৪ ॥

পবিত্র পঞ্চাঙ্কর (৫) উচ্চারণ করেন, পঞ্চ-
পতিকে হৃদয়ে ভাবনা করেন, ভিক্ষাতোষী
হইয়া নানাদিকে পরিভ্রমণ করেন, কোপীনবান্
নিশ্চয় ভাগ্যবান্ ॥ ৫ ॥ শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১) শবীরের স্থরের বাসনা পরিত্যাগ করেন
অথবা দেহাদিতে অহংভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(২) অর্থাৎ স্বরূপে পরপুরুষকে সাক্ষাৎ করেন।

(৩) বাহ্য বিষয় পুত্রকলত্রাদি।

(৪) সকল ইন্দ্রিয় লাভ করিয়া কামনা প্রভৃতি
কারণ আত্মসাক্ষাৎকারে সন্তোষলাভ করিয়াছেন।

(৫) শিবায় নম এই পঞ্চাঙ্কর।

সাধনপঞ্চকম্।

বেদোনিত্যমধীয়াতাং তদুদিতং কৰ্ম্মাবহুজীয়া-
তাম্ তেনেশত্ৰ বিধীয়াতামপাচিতিঃ কামে মতি-
স্ত্যজাতাম্। পাপোষঃ পরিধূয়াতাং ভবস্থে
দোষোহুসন্ধীয়াতাং আয়েচ্ছা ব্যবসীয়াতাং নিজ-
গৃহাং তুর্ণং বিনির্গম্যাতাম্ ॥ ১ ॥

সদঃ সংস্খ বিধীয়াতাং ভগবতো ভক্তিদৃঢ়া-
ধীয়াতাং সামন্ত্যাদিঃ পরিচীয়াতাং দৃঢ়তরং কৰ্ম্মাস্ত-
সন্ত্যজাতাম্। সন্নিদ্যো হ্যাপসর্প্যাতাং প্রতিদিনং
তৎপাত্ৰকে সেব্যতাং ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থীয়াতাং ঐতি-
শিরোবাক্যং সমাকৰ্ম্ম্যাতাম্ ॥ ২ ॥

বাক্যার্থক বিচার্যতাং ঐতিশিরঃ পঞ্চঃ
সমাশ্রীয়াতাং হস্তকীং সবিরম্যতাং ঐতিমত-

স্তকৌহুসন্ধীয়াতাম্ ব্রহ্মৈকাক্ষি বিভাব্যাতামহং-
গৰ্ভঃ পরিত্যজ্যাতাং দেহেহং মতিকল্প্যতাং
বুদ্ধকর্মেবদঃ সমুৎসজ্যাতাম্ ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্যাংশক চিকিৎসতাং প্রতিদিনং ভিক্ষে-
ষধং ভূজ্যতাং স্বাদন্নং ন তু বাচ্যতাং বিধিবশাং
প্রাপ্তেন সন্ত্যজ্যাতাম্। শীতোষ্ণাদিবিষয়তাং ন
তু বখা বাক্যং সমুচ্চার্যতাং ওদাসীন্তমভীপা-
তাং জনকুপা নৈর্দুৰ্য্যমুৎসজ্যাতাম্ ॥ ৪ ॥

একান্তে স্তবমাশ্রুতাং পরন্তরে চেতঃ সমা-
ধীয়াতাং পূর্ণায়া সুসমীক্যতাং জগদিদং তদ-
ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্। প্রাক্কৰ্ম্মপ্রবিলোপ্যতাং
চিতিবল্লাপ্যপুত্রে শ্রিত্যতাং প্রারব্ধং বিদ-

ভূজাতাং অথ পরব্রহ্মান্না স্বীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ সঙ্কীৰ্ত্ত-
রতামুদ্বিনং স্থিৰতামুপেত্য । তন্তান্ত সঙ্কীৰ্ত্তি-
বানলতীত্রবোরতাপঃ প্রশান্তিৰ্মুপযাতি চিত্তি-
প্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যাবিরচিতং সাধনপঞ্চকং
সমাপ্তম্ ॥

নিত্য বেদ অধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম
অমুষ্ঠান কর, সেই কর্মদ্বারা পরমেশ্বর পূজা
কর, কাম্যকর্মে মতি ত্যাগ কর, পাপশ্রোত
মোক্ত কর, সংসারস্থলে দোষ অমুসন্ধান কর,
নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর, নিজগৃহ হইতে
দীপ্য বহির্গত হও ॥ ১ ॥

সংসঙ্গ বিধান কর, পরমেশ্বরে দৃঢ়ভক্তি
রাখ, সমদমাদিগুণ লাভ বিষয়ে যত্ন কর, দৃঢ়-
ত্বরূপে কর্মসংক্রান্ত কর, সদিদানগণের নিকট
গমন কর, তাঁহাদেব পাচ্কা সেবন কর, “ব্রহ্ম”
এই অক্ষরবেব অর্থানুসন্ধান কর, ঐতিসম্বলিত
বাক্য শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

ঐতিবাক্যার্থ বিচার কর, বেদপঞ্চ অশ্রয়
কর, তত্ত্বক হইতে দ্বন্দ্ব হও, ঐতিসঙ্গত তর্ক
অমুসন্ধান কর, “আমি ব্রহ্ম” ইহা চিন্তা কর,

সর্বদা গর্গর পরিভাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি পরি-
ভাগ কর, জ্ঞানিগুণের সহিত বাদামুবাদ পরি-
ভাগ কর ॥ ৩ ॥

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রতিদিন
ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, স্বাচ্ছন্দ্য জ্ঞান
করিও না, দৈনন্দিনতঃ বাহ্য প্রাপ্ত হইবে তাহা-
তেই সমুদ্র পাশিবে, ওদাসীজ ইচ্ছা করিবে,
লোকের স্তুতি ও নিষ্ঠুরতা ত্যাগ কর, শীতোষ্ণাদি
সম্ম কর, বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিও না ॥ ৪ ॥

একান্তে স্থগে উপবেশন কর, পরব্রহ্মে চিত্ত-
সমর্পণ কর, পূর্ণব্রহ্ম দর্শন কর, এই সংসার
ব্রহ্মজ্ঞানলাভের বাধক এত বলিয়া দৃষ্টি করিবে ।
বাহাতে প্রাক্তনকর্ম লোপ হয় তদ্বিষয়ে যত্ন
কর, জ্ঞানবলে অজ্ঞানশক্তি পরিত্যাগ কর,
প্রারম্ভ কর্ম এত ভয়ে ভোগ কর, পরব্রহ্মরূপে
অবস্থান কর ॥ ৫ ॥

যে মনুষ্য এই শ্লোক পাঁচটি পাঠ করেন
এবং স্থিরভাবে প্রতিদিন ব্রহ্মচিন্তা করেন,
জ্ঞানপ্রভাবে তাঁহার শীঘ্র সংসারদাবানলের তীব্র
খোরতাপ শান্তি হয় ॥ ৬ ॥

শ্রীবিষ্ণুকৃষ্ণং দেব ।

ধন্যাক্তকস্তোত্রম্ ।

তজ্জ্ঞানং প্রশমকরং যদিঞ্জিয়াগাং
তজ্জ্যেষ্ঠং যত্নগনিবৎসু নিশ্চিতার্থম্ ।
তে ধত্তা ভূবি পরমার্থ নিশ্চিতহাঃ
শেষান্ত ভ্রমনিলায়ে পবিত্রমস্তি ॥ ১ ॥
আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মনমোহরাজ
দেবাদি শত্রুগণমাক্তযোগপরাভ্যাঃ ।
জ্ঞানামৃতং সমুদ্রয় পরাশ্রয়িতা
কাস্তা স্থখবতগৃহে বিচরন্তি ধত্তাঃ ॥ ২ ॥
ভ্যক্ত্য গৃহে রতি মনোগতিহেতুত্বা

মাত্রেচ্ছয়োপনিষদর্ধবসং শিষন্তঃ ।
বীতশৃতা বিষয়ভোগপদে বিরক্তা
ধত্তান্তরস্তি বিজনেষু বিরক্তসদাঃ ॥ ৩ ॥
তাক্সা মহাহিমিত বন্ধকরে পদে যে
মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ ।
কর্তারমন্তমবগম্য তদর্পিতানি
কুর্যন্তি কর্ম পরিণাকফলানি ধত্তাঃ ॥ ৪ ॥
তাক্সেণা অরবৈকিত যোকসার্গা
তৈক্যাবুতেন পরিকল্পিতদেহযাভ্যাঃ ।

জ্যোতিঃ পরাংপরতরং পরমাশ্চ সংজ্ঞং
 ধৃত্য দ্বিত্বা রচয়িত্ব হৃদ্যবলোকয়ন্তি ॥ ৫ ॥
 নাসন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু
 ন স্ত্রী পুমান্ চ নপুংসকমেকবীজং ।
 যৈব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিতমেক চিত্তা
 ধৃত্য বিরজুরিতরে ভবপাশবন্ধাঃ ॥ ৬ ॥
 অজ্ঞানপঙ্কগরিমগ্নমপেত সারং
 হুংখাশয়ং মবণজন্মজরাবশক্তম্ ।
 সংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধৃত্য
 জ্ঞানাসিনা তদবশীৰ্য্য বিনিচরন্তি ॥ ৭ ॥
 শাঠৈশ্চরনশ্রমতিভিক্ষুধূতস্বভাবৈ-
 রেকস্ত নিশ্চিতমনোভিরপেত মোহৈঃ ।
 সাকং বনেষু বিজিতাশ্বপদস্বরূপং
 শাস্ত্রেণু সমাগনিসং বিমুদন্তি ধৃত্যঃ ॥ ৮ ॥
 অহিমিব জনযোগং সর্বদা বর্জ্যেদ্য যঃ
 কুনপমিব সুনারীং তাস্য কামোবিবাগী ।
 বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্তমানো হুতস্তান্
 জয়তি পবনহংসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥ ৯ ॥
 সম্পূর্ণং জগদেবনন্দনবনং সর্কেহপি কল্পক্রমা
 গাঙ্গং বারিসমস্তবরানিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ
 ক্রিযাঃ । বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ স্রুতিগিরো
 বারাণসী মেদিনী সর্কীবস্থিতিরশ্রু বস্ত্র বিষয়াদৃষ্টে
 পরে ব্রহ্মণি ॥ ১০ ॥

ইতি ত্রিভগবৎ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতং

ধৃত্যষ্টকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

যে জ্ঞান ইঞ্জির সকলের শাস্তিকর যে
 জ্ঞানকে উপনিষৎ সকলে প্রতিপাদন করিয়া-
 ছেন সেই জ্ঞানই জ্ঞেয় । এই সংসারে ষাঁহারা
 পরমার্থ নিশ্চয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহা-
 রাই ধৃত্য ! অঘশিষ্ট সকলে ভ্রমে পরিভ্রমণ
 করিতেছেন ॥ ১ ॥

ষাঁহারা প্রথমে গৃহে বিষয়বাসনা পরাজয়
 করিয়া যদ, মোহ, রাগ, দেবাদি-শত্রুগণকে দমন
 করিয়া যোগসাধন করিয়াছেন এবং অমৃত ফল-

লাভ করিয়া পরমাশ্চবিদ্যারূপ কাস্তাস্থ অমু-
 ভব করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারা ধৃত্য ॥ ২ ॥

ষাঁহারা গৃহে মনের গতি হেতুভূতা রতি
 পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছায় উপনিষদেব
 অর্থ রস পান করেন, বীত স্পৃহা হইয়া বিষ-
 ভোগে বিরক্ত হইয়া সঙ্গত্যাগ করিয়া বনে ভ্রমণ
 করেন তাঁহারা ধৃত্য ! ॥ ৩ ॥

ষাঁহারা ছুইপদ বন্ধকারী (সংসার গমন-
 গমনের কারণ) “আমি, আমার” এই জ্ঞান
 ত্যাগ কবিয়া মানাবমান সমান জ্ঞান কবিয়া
 সমদর্শী হন ও এই সংসারের অন্ধ কর্ত্তা আচ্ছ-
 জ্ঞানিয়া তাঁহাতে কর্ম্ম পরিপাক ফল সমর্পণ
 করেন তাঁহারা ধৃত্য ! ॥ ৪ ॥

ষাঁহারা স্বভ, রজ, তম এই তিনগুণ পবি-
 ত্যাগ কবিয়া অথবা সংসারবাসনা পবিত্যাগ
 করিয়া মোক্ষমার্গ অনুসন্ধান করেন এবং ভিক্ষা-
 রূপ অমৃতের দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ করেন ও
 নিজ্ঞানে থাকিয়া পরাংপর পুরমাশ্চনামে জ্যোতি-
 হৃদয়ে অবলোকন করেন সেই ব্রাহ্মণে
 ধৃত্য ! ॥ ৫ ॥

ষাঁহারা পরব্রহ্ম অসং নহেন, সং নহেন,
 সদসং নহেন, মহৎ নহেন, স্বল্প নহেন, স্ত্রী
 নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন কেবল
 একমাত্র জগতের কারণ এইরূপে ষাঁহারা পব-
 ব্রহ্মে এক মনে উপাসনাসক্ত থাকেন তাঁহারা
 ধৃত্য ! অপর লোক সকল সংসার পাশবদ্ধ ! ॥ ৬ ॥

ষাঁহারা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পরিমগ্ন, সারশূন্য,
 হুংখের আকর, মরণ, জন্ম, জরাবশক্ত সংসার-
 বন্ধনকে অনিত্য দেখিয়া জ্ঞানথড়ো ছেদন
 করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারা ধৃত্য ! ॥ ৭ ॥

ষাঁহারা শাস্ত, অনন্তমতি, মধুর স্বভাব, এক্ষ
 নিশ্চয়কারী নিবৃত্তমোহ বনে সাধুগণের সহিত
 শাস্ত্রালোচনা করিয়া পরব্রহ্মপদ সম্যক্ চিত্তা
 করেন তাঁহারা ধৃত্য ! ॥ ৮ ॥

যিনি সর্বদা সর্বের জায় সংসর্গ ত্যাগ করেন,
মৃত শরীরের জায় সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া
ঐব্যাগ্য ত্রতাবলম্বন করেন, যিনি বিষয়কে
বিষের জায় চিন্তা করেন ও গরিপুগণকে জয়
করেন সেই পরমহংস মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

পরমত্রক সাংক্ষাৎ হইলে এই সমস্ত জগৎ
নন্দনবন বলিয়া প্রতীতি হয় সকলই করুণাকর

বলিয়া বোধ হয় সমস্ত জলকে গঙ্গাজল বলিয়া
বোধ হয় সমস্ত ক্রিয়া পবিত্র বলিয়া বোধ হয়।
প্রাকৃত ও সংস্কৃত বাক্যকে বেদবাক্য, পৃথিবীকে
বারাণসী ও সকল অবস্থিতিকে সুখকর বলিয়া
বোধ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ষষ্ঠাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ।

ত্রিবিধভূষণ দেব।

আত্মবটকস্তোত্রম্ ।

মনোব্রহ্মাহংকাবচিন্তানি নাহং ন চ শ্রোত্র
জিহ্বে ন চ দ্রাবণনৈত্রৈ। ন চ ব্যোম ভূমী ন
তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবো-
হহম্ ॥ ১ ॥

অহং প্রাণবর্গো ন পঞ্চানিলা যে ন তেয়ং
ন যে ধাতবো নৈব কোষাঃ। ন বাত্পাপি
পাদৌ ন চোপস্থপায়ু চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং
শিবোহহম্ ॥ ২ ॥

ন মে দ্বেষবাগৌ ন মে লোভমোহৌ মদৌ
নৈব মে নৈব মাৎসর্ঘ্যভাবম্। ন ধর্মো ন চার্থো
ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং
শিবোহহম্ ॥ ৩ ॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মত্তো
ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। অহং ভোজনং
নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবো-
হহং শিবোহহম্ ॥ ৪ ॥

ন মে মৃত্যুসঙ্কল্প ন মে জ্ঞাতিভেদঃ পিতা
নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। ন বন্ধুনিমিত্তং
ওকুর্নৈব শিব্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবো-
হহম্ ॥ ৫ ॥

অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভূর্ত্যাপ্যঃ
সর্বত্র সর্বৈন্দ্রিয়ানি। সদা মে সমস্তং ন মুক্তির্ন
বন্ধশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীভগবান্শঙ্করাচার্য্যাবিরচিতমাম্ব-
ষট্‌কস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত নহি, কর্ণ
নহি, জিহ্বা নহি, নাসিকা নহি, চক্ষু নহি,
আকাশ নহি, ভূমি নহি, তেজ নহি, বায়ু নহি,
আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ১ ॥

আমি প্রাণসমূহ (১) নহি, আমি পঞ্চবায়ু
নহি, (২) জল নহি, ধাতু নহি, কোষ (৩)
নহি, বাত্প নহি, হস্ত নহি, পদ নহি, উপস্থ
নহি, পায়ু নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ২ ॥

আমার 'দ্বেষ' রাগ নাই, লোভ মোহ নাই,
মদ নাই, মাৎসর্ঘ্যভাব নাই, আমি ধর্ম নহি,

(১) সংস্কৃত "প্রাণ" শব্দ বহুবচনান্ত।

(২) প্রাণ, অপান, বান, উদান ও সমান এই
পঞ্চবায়ু। ইহান মধ্যে উক্ত গমনশীল বায়ুকে প্রাণ,
অধোগমনশীল বায়ুকে অপান, সর্পনাড়ীতে গমনশীল
বায়ুকে বান, কঠরানীয় উৎক্রমণ বায়ুকে উদান ও শরীর
মধ্যগত তুচ্ছ গীত অরুণাদির সযৌকরগকারী বায়ুকে
সমান কহে। বেদান্তসার দ্রষ্টব্য এই বিষয় আরও
শ্রীমদ্ বেণী ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে, লিঙ্ক-
পুর্বে ৮ অধ্যায়ে, পঞ্চদশী তত্ত্ববিশেষে ও মহাত্ম্যত
শাস্তিপর্বে ১৮৫ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে। এই
সকল আত্মব্রহ্মবিশেষকে সমুদায় বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) পঞ্চকোষ যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়,
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। ইহার লক্ষণ সমুদায় হিন্দু-
পত্রিকা তৃতীয়বর্ষের কাণ্ডিক, অগ্রহারণ সংখ্যাতে ১৪৪
পৃষ্ঠা (আত্মব্রহ্মবিশেষে) লিখিত হইয়াছে।

অর্থ নহি, কাম নহি, মোক্ষ নহি, আমি চিদা-
নন্দরূপ শিব ॥ ৩ ॥

আমি পুণ্য নহি, পাপ নহি, স্তম্ভ নহি, ঘৃণ
নহি, মজ্জ নহি, তীর্থ নহি, আমি বেদ নহি,
বজ্র নহি, আমি ভোজন নহি, ভোজ্য নহি,
ভোক্তা নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৪ ॥

আমার মৃত্যুসঙ্কল্প নাই, আমার জাতিভেদ
নাই, আমার পিতা নাই, মাতা নাই, জন্ম নাই,

আমার বন্ধু নাই, মিত্র নাই, গুরু নাই, আশা
শিষ্য নাই, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৫ ॥

আমি নির্বিকল্প, নিরাকাররূপ, আমি বিভূ
আমি সর্বত্র ধ্যাপ্য, আমি সর্বৈশ্বর্য, সর্বদা
আমার সমজ্ঞান রহিয়াছে। আমার মূর্তি নাই,
বন্ধন নাই, আমি সচিদানন্দরূপ শিব ॥ ৬ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

বিজ্ঞাননৌকাস্ততি ।

তপোবিজ্ঞানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধিরিহিতা নৃপাদৌ
পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা । পরিত্যজ্য সর্বং যদাপ্রোতি
তত্ত্বং পরং ব্রহ্মনিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ১ ॥

দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং সমারাধা-
নত্যা বিচার্যস্বরূপম্ । যদাপ্রোতি তত্ত্বং নিদি-
ধ্যাত্ত বিদ্বান্ পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ২ ॥

যদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপং নিরন্তপ্রপঞ্চং
পরিচ্ছেদশূন্যম্ । অহং ব্রহ্মবৃত্তৌক্যপম্যং তুরীয়ং
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৩ ॥

যদজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্তং বিনষ্টঞ্চ
সদ্যো যদ্যন্তপ্রবোধে । মনোবাগতীতং বিজ্ঞং
বিযুক্তং পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৪ ॥

নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাটক্যঃ
সমাধিস্থিতানং যদা ভাতি পূর্ণম্ । অবস্থাত্রা-
তীতমেকং তুরীয়ং পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহ-
মস্মি ॥ ৫ ॥

যদানন্দলৈশঃ সমানন্দ বিশ্বং যদা ভাতি
সত্ত্বং তদা ভাতি সর্বং । যদালোকনে রূপমন্তং
সমানং পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৬ ॥

অনন্তং বিভূং সর্ববোনিং নিরীহং শিবং সঙ্গ-
হীনং যমোদ্ধারগম্যম্ । নিরাকারমত্যাঙ্কলং
মূর্ত্যাহীনং পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৭ ॥

যদানন্দসিদ্ধৌ নিমগ্নঃ পুমান্ তাদবিদ্যা

বিলাসঃ সমস্তঃ প্রপঞ্চঃ । যদা ন স্কুরতাভূতং
বল্লিনিত্যং পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৮ ॥

স্বরূপাহুসন্ধানরূপাং স্ততিং যঃ পঠেদ্যদ্য-
স্ততিতাবো নমুধ্যাঃ । শৃণোতীহ বা নিত্যানু-
যুক্তচিত্তো ভবেদ্বিক্রমবত্ৰৈব বেদপ্রমাণাং ॥ ৯ ॥

বিজ্ঞাননাবং পরিগৃহ্য কশ্চিৎ তরেদবজ্ঞান-
ময়ং ভবাক্তিম্ । জ্ঞানাসিনা যো হি বিহিয়া
তৃষ্ণাং বিক্ষো পদং যাতি স এব ধন্যঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যাবিরচিতা

বিজ্ঞাননৌকাস্ততিঃ সম্পূর্ণা ॥

তপ, যজ্ঞ, দানাদিদ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করে
ও রাজস্বপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সংসারে বিরক্ত
হয় ও সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যে পরব্রহ্মতত্ত্ব
লাভ করে আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ১ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ, প্রশান্ত, দয়ালু গুরুকে আরাধনা
করিয়া বুদ্ধিরদ্বারা স্বরূপ বিচার করিয়া বিদ্বান্
ব্যক্তি যে নিদিধ্যাসন (১) করিয়া তত্ত্ব প্রাপ্ত
হয় আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ২ ॥

বিনি আনন্দস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, ধারা
হইতে সংসারপ্রপঞ্চ দূরীভূত হইয়াছে, বিনি

(১) বেদাভিজ্ঞত্বপদার্থ জ্ঞান দূর করিয়া অবিদ্যা
ব্রহ্মজ্ঞানকে নিদিধ্যাসন কহে ।

পরিচ্ছেদশূন্য, (২) যিনি “অহংব্রহ্ম” এই জ্ঞান-মাত্রের গম্য, তুরীর (৩) আমি সেই নিত্য পরব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

(২) জীব ও ব্রহ্মে ইহাই প্রভেদ, জীব খণ্ড ও ব্রহ্ম অখণ্ড । ব্রহ্মেব অংশ জীব, যেকণ ঘটাকাশ; ঘটাকাশ ছার হইলে ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্নদেহে ল্পশ কবিল প্রভবঃ এই মতকে রানারুদ্র ভক্তৃতি বিশিষ্টাধৈতবাকীবা নোষ দেন যথা—পরিচ্ছিন্নস্ত প্রতিবিশ্বস্ত লাভস্ত বা ব্রহ্মণ এব জীবন্তঃ নিম্নাঃ ব্রহ্মাচ্ছক্কর ধীমাতা দেবস্ত জীবন্তঃ নংহতি যিনিয়ত্তিবিভাণাততোষাঃ ছন্দতিভিঃ প্রভো ২৫” । বলদেব বিদ্যাহৃৎযদ্যুত বেদাহৃৎশন ১ম অধ্যায়ে ১ম পাদে ১ পদের ভাষ্য । বিশিষ্টাধৈতবাদী গণের মত যে চিত্ত, জড়, ও মন্বব এই তিনতর প্রদান । চিত্ত অর্থ জীব, জড় এই জগৎ ও মন্বব পদমাত্রা স্পষ্টকৃত জীবভোক্তা, এই দুস্তরগত জীবের ভোগ্য ও ঈশ্বর সেই সমুদায়ের নিয়ন্ত্রী । যে সকল জীব তাঁহার উপাসনা করেন তিনি তাহারিগকে উপাসনাত্মনে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন । তিনি ভক্তবৎসলতাবশতঃ জীবাত্মশেষ্ঠীর্ণ হইয়া অস্তা, বিচর, বৃক্ষ, পক্ষ ও অশ্বখ্যাসিদ্ধে বাগদিত হন । (অর্থাৎ অর্থে প্রতিমূর্ধ, বিস্তর পতাব সকল, বৃহৎ সঙ্কল্প, বাহুদেব, প্রজ্ঞা, অনিচ্ছা ইত্যাদি) । বাহুদেব সম্পূর্ণ ষড়্ভুজ এই বাহুদেবট বাহুদেবের পরব্রহ্ম নামে উক্ত হয় । হৃদয় ও অশ্বখ্যাসিদ্ধ জীবন্ত ও জীবপ্রেরকরূপে বিজ্ঞেয়) । ভোগ্য পদ পূর্ণ মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সোপান আরোহণের পর পর মূর্ত্তির অমুগ্রহলাভ করিয়া চরমসোপানে যা কৃতার্থতাল্লাভ করেন । তিনি আরও কহেন ত্রিধারা পরমেশকে লাভ করা যায় । ভক্তি জ্ঞানের বৈষম্য ফল ? পরমেশ্বর বাতীত অজ্ঞান সমুদায় যোগদন বিতুল্য উপরিভূত হয় তখন যে অলোভিত্তিক কাশ হয় তাহাকেই ভক্তি কহে । বৈরাগ্য বাতীত বৃণ ভক্তিলাভ করিবার আশা করা যায় না এবং বৈরাগ্যও সম্বন্ধি বাতীত উৎপন্ন হয় না । আহারাদির ক্রতা হইতে সম্বন্ধি হইয়া থাকে ।

(৩) অজ্ঞান এবং অজ্ঞানোপহিতচেতনরূপ ঈশ্বর ভূতি সকলই তাহারিপের আধারভূত অদুপহিত চতুরূপ তুরীর ।

বাহার অজ্ঞানে এই সমস্ত বিশ্ব সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় এবং বাহাব জ্ঞানে এই বিশ্বের সত্যতা বিনষ্ট হয়, যিনি মন ও বাক্যের অতীত, বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

“নেতি” “নেতি” বাক্যে সমুদায় পদার্থকে নিষেধ করিয়া সমাধিস্থ যোগীগণের বাহা পূর্ণ বলিয়া প্রকাশ হয় আর যিনি অবস্থাত্রয়ের (৪) অতীত তুরীর আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

যাঁহাব আনন্দকণায় এই বিশ্ব আনন্দলাভ করেন, যাঁহাশ সত্যতে এই পৃথিবীর সত্তা

(৪) অবস্থা তিনটি :—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি—

সএব মায়া পরিমোহিতাত্মা
শরীরবাহার্য করোতি সন্দম্ভ ।
ত্রিধরণানামাশ্চবিচিত্রেভোগৈঃ
সএব জাগ্রৎ পরিবৃণ্ণমেতি ॥ ১২ ॥
স্বপ্নে সজীবঃ স্বপ্নদুঃখভোক্তা
ধ্রুবাধরা কলিত জীবলোকে ।
সুশুপ্তিকালে সৰ্বলোকে বিনীনে
তমোভিভূতঃ স্বপ্নরূপমেতি ॥ ১৩ ॥

কৈবল্যোপনিষদি ।

আত্মা মায়ামোহিত হইয়া শরীর আশ্রয় করিয়া সকল কাণ্ড করে । শ্রী অরূপানামি বিচিত্র ভোগ্য-জন্যবাহার্য দ্বারা থাকিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বাহার্য উপভোগ করিয়া পরিভূক্তিতা করে অর্থাৎ অজ্ঞানবাহার্য অতিক্রান্ত পান্দিয়া স্বপ্নদুঃখ ভোগ করে ॥ ১২ ॥

সেই জীব নিজ মায়াবাহার্য এই কলিত বিষয়লোকে স্বপ্নে স্বপ্নদুঃখ ভোগ করে ও সুশুপ্তিকালে (অর্থাৎ আনন্দভোগকালে) এই সংসার বীর কারণে লয়প্রাপ্ত হইলে, অজ্ঞানাত্ম হইয়া স্বপ্নভোগ করে (মোহকালেও এই জীব প্রাপ্ত হয় তবে পার্থক্য এই যে জীব সে সময়ে অজ্ঞানাত্ম না হইয়া স্বয়ং প্রকাশমান থাকেন । ভাবানুপ্রাণ) জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুশুপ্তির লক্ষণ বেদান্ত-দর্শনে তুরীর অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে ১০ শ্লোকে শব্দরত্নাভ্যো বিশেষরূপে বিবৃত আছে । এতদ্বিত্ত পঞ্চদশীতে ব্রহ্মা-নন্দে যোগাংশে এই তিন অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে ।

প্রতীয়মান হয় বাঁহার দৃষ্টিতে অন্তরূপ সকল
প্রকাশ পায় আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

যিনি অনন্ত, সর্বব্যাপী সকলের কারণ,
নিরীহ (নিশ্চেষ্ট), মঙ্গলময়, সঙ্গহীন, যিনি
ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, যিনি নিরাকার, যিনি
জ্যোতির্ময়, যিনি মৃত্যুহীন আমি সেই নিত্য
পরব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

বধন পরব্রহ্মরূপ আনন্দসিদ্ধিতে মনুষ্য নিমগ্ন
হইরা সমস্ত সংসারপ্রপঞ্চ অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া
বোধ হয়, বাঁহার নিমিত্ত কোন অদ্ভুতকার্য্য
প্রকাশ হয় না অথবা বাঁহার নিকট কোন
আশ্চর্য্য কার্য্য নহে আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি আদ্যপূর্ব্বক ও ভক্তিসহকারে
এই পরব্রহ্মস্বরূপাঙ্গুসন্ধানরূপ স্তুতি পাঠ করে
কিছা নিত্য উদ্ভূতচিত্তে শ্রবণ করে সে ব্যক্তি
এই জন্মেই বেদবাক্যাদ্বয়সারে বিষ্ণুর সাক্ষ্য
লাভ করে ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি বিজ্ঞানচর্চা গ্রহণ করিয়া
অজ্ঞানময় সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় ও বে
জ্ঞানাসিয়ারী ত্বাকরূপ রজ্জু ছেদন করে সে
বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় ও সে ব্যক্তি ধন্ত ॥ ১০ ॥

অনুবাদ সম্পূর্ণ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

হরিনামমালাস্তোত্রম্ ।

গৌবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপী-
বল্লভম্ । গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতী-
প্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

নারায়ণনিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্ ।
নৃসিংহং নাগনাথকং তং বন্দে নরকান্তকম্ ॥ ২ ॥

পৌতাধরং পদ্মনাভং পদ্মাকং পুরুষোত্তমম্ ।
পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

রাঘবং রামচন্দ্রকং রাবণারিং রম্যপতিং ।
রাক্ষীবলোচনং রামং তং বন্দে রবুন্দনম্ ॥ ৪ ॥

বামনং বিশ্বরূপকং বাহুদেবকং বিহ্বলম্ ।
বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুব্যাসং (১) তং বন্দে বেদবল্ল-
ভম্ ॥ ৫ ॥

দামোদরং দিব্য সিংহং দয়ালুং দীননাথ-
কম্ (২) । দৈত্যহারিং দেবদেবেশং তং বন্দে
দেবকীসুতম্ ॥ ৬ ॥

মুরারিং মাধবং মংস্ত্রং মুকুন্দং মুষ্টিমর্দনং (৩) ।
মঞ্জুকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধুসূদনম্ ॥ ৭ ॥

(১) সুরুতো বাপুং (২) দীনাজয়ম্ (৩) মুষ্টি
নাম অপরং বধা—চানুরমারি সদ্যুৎকৃষ্ট হু মহাবলম্ ।

কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌরু
প্রিয়ম্ । কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবা
সুতকম্ ॥ ৮ ॥

ভূধরং ভুবনানন্দং ভূতেশং ভূতনায়কং (৪)
ভাবনৈকং ভূজেশং তং বন্দে ভবনামম্ ॥ ৯ ॥

জনাধিনং জগন্নাথং জগজ্জাডা বিনাশকং
জামদগ্নিং বরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনম্ ॥ ১০ ॥

চতুর্ভূজং চিদানন্দং মল্লচানুরমর্দনম্ । চর
চরগতং দেবং তং বন্দে চক্রপাণিনম্ ॥ ১১ ॥

শ্রিয়ং করং (৫) শ্রিয়োনাথং শ্রীধরং শ্রীয
প্রদম্ । শ্রীবৎসলধরং সৌম্যং তং বন্দে শ্রীহ
স্বরম্ ॥ ১২ ॥

(৪) অকুং মল্লক নিকৃতিং মুষ্টিকং মহাবল
হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বি ৩০ অ. ৮ ।

চানুরে নিহতে মমে মুষ্টিকে বিনিতিতে । দি
পুরাণে ৫ অংশে ২০ অ. ৬৭ ।

চানুরে মুষ্টিকে কুটেশলে তোপলকে হতে । জিগাধ
১০১ ক, ৪৪ অ, ২২ ।

(৫) সম্পদ বুদ্ধিকরং ।

যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং যশোদানন্দদায়কম্ ।
যমুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যজ্ঞদায়কম্ ॥ ১৩ ॥
শালগ্রামশিলাশুদ্ধং শঙ্খচক্রোপশোভিতম্ ।
সুরাসুরসদাসেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভম্ ॥ ১৪ ॥
ত্রিবিজয়ং (৬) তপোমূর্তিঃ ত্রিবিধোদ্যোঘনাশ-
নম্ (৭) । ত্রিহৃৎ (৮) তীর্থরাজেন্দ্রঃ (৯)
তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ং (১০) ॥ ১৫ ॥

(৬) সর্গসঙ্গীতপাতালে বিক্রম একাশকম্ ।
(৭) কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধ পাপনাশনম্ ।
(৮) সর্গ সঙ্গীত পাতালানি হলানি যত তং (৯)
তীর্থনামীশ্বরঃ (১০) তুলসী প্রিয়া যত তং অমায়ং
“সর্গদা সর্গকালেবু তুলসী বিশ্ববল্লভাঃ” শ্লোকপুৰাণে
পাতালখণ্ডে ৯৪ অধ্যায়ে ।
তুলসি শ্রীমতি শ্রেষ্ঠে বন্দে বৃন্দাবনে প্রিয়ে ।
হিরী ভব মম শ্রীঠো যাবদা চন্দ্রতারকম্ ।
বৃহৎসংস্কৃতপুৰাণে ৮ অধ্যায়ে ১৮ ।

অনন্তমাদিপুরুষসূচ্যতঞ্চ বরপ্রদম্ । জ্ঞান-
নঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাণ্ডনাশনম্ (১১) ॥ ১৬ ॥
শীলরাসুতভূতারং লোকসংযেকবন্দিতম্ (১২) ।
লোকেশ্বরঞ্চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষণ-
প্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥
হরিশ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং (১৩) হরি-
প্রিয়ম্ (১৪) । হল্যুৎসহায়ঞ্চ তং বন্দে হমু-
মং পতিম্ ॥ ১৮ ॥

হরিনামকৃতামালা পবিত্রা পাপনাশিনী ।
বলিরাজেন্দ্রং চোক্তা কণ্ঠে ধার্ষ্য প্রযুক্ততঃ ॥ ১৯ ॥
ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হরি-
নামমালাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

(১১) অঘনাশনং—পাপনাশনং ।
(১২) সাধুবল্লভং (১৩) বানরাণাং প্রভুঃ (১৪)
বানরা এব প্রিয়া যত তং এই শব্দের ভাষা অতি পাণ্ডুল
তজ্জ্ঞত্ব দুই একটি শব্দার্থ দিগা শেষ করিলাম ।
শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

চিত্তানুশাসনং ।

সূচনা ।

এতদ্দেশসংসারভ্রমভংগঃ স্বপ্নেন্দ্রজালোপমঃ
কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরং ক্ষিতিতলে যদগোগিনাং
হ্রস্বতম্ । নোধ্যায়ন্তি বিবেকশূন্যমহুজা আয়ুঃ-
ক্ষয়ং কুরুতে অস্তে ক্তা ভবিতা দশা শূন্য সখে !
মূঢ় ন জানন্তি বৈ ॥

অরং মম ।

মহুয়া জন্ম অত্যন্ত হ্রস্বভ জন্ম । এই আনন্দ-
নয় জন্ম লাভ করিবার জন্য দেবতারিও স্পৃহা
করিয়া থাকেন (১) । এই হ্রস্বভ জন্ম লাভ করিয়া
যদি আমরা সংসার্য্য করি তাহাহইলে আমরা

(১) বসিগোপ্যতমিচ্ছন্তি লোকং নিররিনন্তথা ।

শ্রীভাষ্যতে ১১ স্বক, ২০ অ, ১২ ।

আত্মার উন্নতিসাধন করিয়া উত্তরোত্তর উত্তম
গতি প্রাপ্ত হইবে । যদি তাহা না করিয়া কেবল
দিবাযাত্র সংসারচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আত্মার
উন্নতিসাধন না করি তাহাহইলে ক্রমে ক্রমে
আমাদের পতন হইয়া (২) অত্যন্ত নীচ

(২) হাবয়ং লক্ষ্যং নত্যাঃ জলজা নবলক্ষ্যকাঃ ।

ক্রিমিমা কলমক পললক্ষ্য বাসরাঃ ।

পতজা নবলক্ষ্যত্রৈলক্ষ্যক পলিনাঃ ।

তত্রৈব মানবজন্ম স্থংসিতাদৌ ছিলক্ষকে ।

মুহুরিনাং শতং প্রাপ্য ত্র্যক্ষাণ্ডবৎসরম্ ।

উত্তমং চূড়মং প্রাপ্য আত্মাং বো ন ত্যজয়েৎ ।

স এব আত্মবাহী তং পুনর্দীক্ষতি বাতনং ।

বঙ্গবানী (১০ মে ১৯৩০) উদ্ধৃত কোষ প্রবলি নক।

যোনিতে জন্মগ্রহণ করিব, সুতরাং যাহাতে
আত্মার উন্নতিসাধন হয় তাহা করিব। আমাদের
অমূল্য সচেষ্ট থাকা কর্তব্য (৩)। জীবনের
মধ্যে যদি আমাদের মনকে সংচিন্তায় নিযুক্ত
করিতে পারি তাহাই হইলে মৃত্যুসময়েও আমা-
দের সংচিন্তা উদয় হয় অতথা অসচ্চিন্তা মনকে
আক্রমণ করে ও সেই চিন্তাতে দেহভ্যাগ
করিয়া জীব সেই চিন্তানুযায়ী শরীর ধারণ
করে (৪)। আত্মার উন্নতিসাধন কবিত্তে
গেলে সাধন আবশ্যক। সাধন করিতে গেলে
ভক্তি আবশ্যক, (৫) জ্ঞানের পরিপক্বাবস্থা
ভক্তি সেই ভক্তি ভিন্ন সাধন কোনক্রমে সম্পন্ন
হয় না। মনুষ্য দেহলাভ করিয়া পাঞ্চভৌতিক
স্থলদেহের উন্নতিসাধনদিকে লক্ষ্য করিয়াও
তজ্জগৎ অসংখ্য জীব নষ্ট করিয়া অমূল্য সময়
অতিবাহিত অরা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে,
কারণ বিষয়ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ
করিয়া লাভ করা বাইতে পায় (৬)। শূকর,

(৩) লক্ষ্মীসুখভোগ্যং বহনস্তবাস্তে
মানুষ্যমর্থং মনিত্য মণীহ ধীরঃ।
তুর্গা যতেত ন পতেদনুমুত্যা যাব-
নিঃশ্রেয়সায় বিবরঃ খলু সর্গতঃ স্তাং ॥
একদশ স্কন্ধে ৯ অ, ১৯।

অনেক জন্মের পর এই সুস্থলভ অনিত্য (কিন্তু)
অর্ধদ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া ধীরব্রতী যতক্ষণ মৃত্যু না
হয় ততক্ষণ নিজ মঙ্গলের জন্ত যত্ন করিবে কারণ বিষয়-
ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হইতে পাবে।

(৪) যঃ যং চাপি স্মরন্ত ভাব্যঃ তাভ্যাত্তে কলেনরন।

তং তমে বৈত বচিহন্তেন যাতীতি শাস্ততঃ ॥

পঞ্চদশী ধ্যানদীপঃ ১৩৭।

(৫) পাতঞ্জলদর্শন—সাধনপাথে বিস্তৃত বর্ণন আছে।

(৬) সুখমৈশ্বর্যং দৈত্যো দেহযোগেন দেহিমান্।

সর্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ বখা দুঃখমবস্রতঃ ॥

৭ স্কন্ধে ৬ অ, ৩।

ইহার অর্থ হিন্দুপত্রিকা তৃতীয়বর্ষের ৮২ পৃষ্ঠা প্রথম
ভূক্ত টিপ্সি।

কুকুর, কাক প্রভৃতি সকল জীবই প্রতিদিন
বাসনানুযায়ী ভোক্ষ্যভব্য আহার করিয়া
থাকে। স্থলদেহ পরিপোষণের জন্ত এত যত্ন
কেন? মৎস্তভোজীরা কতগুলি জীবন নষ্ট
করিয়া ক্ষণকালের জন্ত জিহবার তৃপ্তিসাধন
করিয়া ভক্ষ্যবস্তুগুলির চির্ব্বনের মত যে জীবন
বিসর্জন দিল তাহারা একবারও চিন্তা করিয়া
দেখেন না (৭)। কি পরিতাপ! কি ব্যর্থ!
পরিতাপ! কি নির্দয়তা! কি পান্যপ্রকৃতি! কি
পাশবপ্রবৃত্তি! ধন্ত! মাংসমৎস্তজীব! তোমার
চরণে কোটি কোটি নমস্কার! কি দেহভিমান!
স্থলদেহ কি এতই প্রিয়! যদি স্থলদেহ এত প্রিয়
হইল তবে নবক কেন প্রিয় না হয়? (৮)
নবকে যে সমুদায় দ্রব্য বিদ্যমান মত্তমোহ হ-
দেহে সেই মাংস, রক্ত, পুষ, মজ্জা ইত্যাদি
সমুদায় দ্রব্য বর্জমান! যে দেহপরিপুষ্ট কবিবার
জন্ত অতনব চিন্তা সেই দেহটি কাটান? সেই
দেহ যে অগ্নিদেবের অথবা শূণ্যলক্কুরূপে তা
কি একবার চিন্তাও হয় না? (৯) যখন যাহা

(৭) ভক্ষ্য ভক্ষকয়োঃ দীতমুভয়ো পশুভ্যন্থবন।

একত্র ফাঁকা প্রীতিবজঃ প্রাণৈপিমুচ্যতে।

হিতোপদেশঃ (বিদ্যুর্দা)

ভক্ষ্য ও ভক্ষকের উভয়ের প্রীতিব অনুভব দেখ।

একজন (ভক্ষকের) ক্ষণকালের জন্ত প্রীতি ও দয়

(ভক্ষ) চিন্তকালের জন্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে।

(৮) মাংসাত্বপুষ্টিবিন্ধুঃ স্নায়ুমজ্জাভিসংহরণে ॥

দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাগি সঃ।

বিষ্ণুপুরাণে প্রথমোঃ সঃ

মাংস, রক্ত, পুষ, বিঃ, মূত্র, মায়, মজ্জা, ইত্যাদি
সংহতি দেহে মনুষ্য যদি প্রীতিমান্ হয় তাহাই হইলে নর-
কেও হউক।

(৯) দেহঃ কিমরদাতুঃ যং নিষেকুর্দাতুরেব বা।

মাতৃপিতৃর্কী ক্রেতুর্কী বলিনোহগ্রেঃ শুনোঃ পি বা।

শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৯ অ।

বনজাত শাকসারি এ দক্ষ উদরের ক্ষুদ্রাবরণ হয়
তখন কতগুলি জীবন নষ্ট করা কেন? (১০)
একটি মংস্ত জলের ভিতর কেমন সুখে আহা
বিহার করিতেছে। একটি পক্ষী কেমন সুখে
আহারের অহুসন্ধান করিতেছে—অত্যাচ্ছ সঙ্গী-
গণকে লাভ করিয়া কৃত আনন্দপ্রকাশ কবি
তেছে—সে মাংসাত্মক হুং দান করিতেও ভূমি
পবাসুখ হও! সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য প্রধান জীব;
সুতরাং সে প্রধানত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় না।
একটি ঋপদ অচ্ছ ঋপদকে দেখিয়া তাহাব
প্রাণবধ করিল। যদি মনুষ্যও সেই ঋপদ
জন্তকে অনুকরণ করিল তাহাইলে মনুষ্যে ও
ঋপদে প্রভেদ কি? যুগকাঠবদ্ধ জীব মখন
প্রাণভয়ে চীৎকার করে, তখন সেই চীৎকার
কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া কি দয়ার উদ্দেক কবে
না! নিজ জিহ্বাব আবদান অচ্ছ অনেক
মাংসাশী কোন দেবীর নিকট কোন জীবকে
লইয়া গিয়া তাহার প্রাণনাশ করিয়া নিজের
অভীষ্টপূরণ করেন, কিন্তু বধজ্ঞাপ পাগ কি সেই
ভক্ষকে স্পর্শ করিবে না? যদি সকলে মংস্ত-
মাংস ভক্ষণ না করে তাহাইলে মংস্তমাংস
কোথা হইতে আসিবে (১১) ও তাহাইলে
জীবের ধ্বংসই বা কেন হইবে? সুতরাং একটি
জীব নষ্ট করিতে যতগুলি ব্যক্তি কার্য করে ও
সেই মৃতজীব ভক্ষকের সম্মুখে রাখিতে যত
লোকের সাহায্য আবশ্যক করে সেই ভক্ষক

দেহ কি অন্নভাতার, কি বিবেককর্তা পিতার, কি
মাতার, কি মাতামহের কিবা জেতার কি বলশালির
কি অগ্নির অথবা কুকুরের।

(১০) বচ্ছবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্যতে।

অচ্ছ দক্ষৌদরভার্যে কঃ কৃধ্যং পাতকং মহৎ।

হিতোপদেশঃ।

(১১) যদি চেৎ খাদ্যকো ন তন্ন তদা বাতকো ভবেৎ।

অহুশাসনপর্বণ ১১৬ অ, ৩১।

সহিত সকলকেই পাণভাগী হইতে হয় (১২)।
তবে ঋগিকহুংথের জ্ঞাত এই পাণকে ভয় করা কি
আমাদের-কর্তব্য নহে! ইহকালে বহু হুংথের জ্ঞাত
কি অনন্ত নরকযন্ত্রণাভোগ করা কর্তব্য। (১৩)
হিংসায় যে কত পাপ বর্ণনা করা যায় না। (১৪)
সংসাব ত আমাদের পরীক্ষার স্থল। আমরা
এই সংসাবে যেক্রপ কায্য করিব, কর্ম আমাদের
সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে। (১৫) দেহাভিমাণে

(১২) অহুশাস্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রবিক্রী।

সংকর্তী চোপহর্তী চ খাদ্যকেন্দ্রিতি যাতকঃ।

মহুৎ ৫ অ, ৫১।

বাহার আজ্ঞাতে বধ হয়, যে খণ্ড খণ্ড করে, যে বধ
করে, ফেঁটা, বিকেন্ডা, পাচক, পরিবেশনকারী ও খাদ্যক
সকলেই যাতক।

(১৩) নিদ্বিহয়ঃ বিজগিঃ পক্ষপাতিতমীথরে।

অচ্ছ দুরীতজঃ হুং থং হিংসারী হ্রিবিধঃ ফলম্।

নিদ্বিহয়ঃ বিজগিঃ, ঈষবে পক্ষপাতিতমীথরে ও পরিণামে
দুরত হুং থং হিংসার এই তিনশকার ফল।

(১৪) পাচ্যমানানি দৃষ্টান্তে বিবদাঃ মাংসপুঙ্গিনঃ।

কুন্তীপাকেষু পচাত্তে তাতঃ তাতঃ যোনিমুপাগতাঃ।

অহুশাসনপর্বণ ১১৬ অ, ৩১।

বিবদা মাংসলোভীগণ পাচ্যমান দৃষ্ট হয় তাহার সেই
সেই যোনি লাভ করিয়া কুন্তীপাকনরকে গন্ধ হয়।

যে ভক্ষয়ন্তি মাংসানি ভূতানং জীবিত্যিনাম্।

ভক্ষ্যন্তে তেহপি ভূতৈরিত্তি য়ে নাতঃ সংশয়ঃ।

মাংস ভক্ষয়ন্তে যদ্যপ ভক্ষয়ন্তে তম্যাহম্।

এতদ্ব্যাসক্ত মাংসমহমুখ্যং ভারতঃ।

ঐ ঐ ৩২, ৩৪।

যাহারা জীবিতাভিলাষী ঐশিগণের মাংস ভক্ষণ
করে, তাহার সেই জীবগণকর্তৃক ভক্ষিত হয় ইহাতে
আনার সন্দেহ নাই। ৩৩।

হে ভারত! (জীবদেব যুগিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া-
ছিলেন) যেহেতু সে আমাকে ভক্ষণ করিতেছে তজ্জন্ত
তাহাকেও আমি ভক্ষণ করিব ইহাই “মাংস” শব্দের
মাংসই বোধ কর। ৩৪।

(১৫) বদ্যচ্ছরীয়েণ করোতি কর্ম তেনৈব দেহী সমুপা-
গতে তৎ।

পাতিপর্বণ ১১৬ অ, ২২।

মন্ত হইয়া আমাদের কি তাহা চিন্তা করা উচিত নহে? জননী গর্ভে যখন জীব আবদ্ধ থাকে তখন পরমেশে প্রার্থনা করে যে সংসারে গিয়া সংকার্য্য করিব (১৬) কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়া যত বড় হইতে থাকে তত সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া কাণ্ডাকাঙ জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপচরণে প্রবৃত্ত হয়। তখন এই দেহই সর্ব্বশ বলিয়া জ্ঞান করে। এই স্থলদেহ ব্যতীত যে অজ দেহ আছে তাহা ক্ষণকালের জন্ম চিন্তা হয় না! স্মরণঃ মনুষ্য জীবনলাভ করিয়া যাগাতে এই স্থলদেহব্যতিরিক্ত অজ দেহের (স্থলদেহের) উন্নতিসাধন করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। ঐ উন্নতি বিষয়ে আমাদের অনেক উপায় আছে। ভগবান, বেদবাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া (১৭) আত্মার উন্নতিসাধন বিষয়ে জীবের অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়া

গিয়াছেন। (১৮) তিনি অষ্টাদশপুরাণ অষ্টাদশ উপপুরাণ মহাভারতাদিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাহাতে মনুষ্য সর্বদা শ্রীকৃষ্ণগুণানুকীৰ্ত্তন করিয়া অমূল্য সময় অতিবাহিত করিতে পারে তদ্বিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিহুর্দ্দিন! যে আমরা ঐ ‘সমস্ত পুস্তক পাঠ’ ন করিয়া কেবল বিজাতীয় ভাষা পাঠে অত্যাশ্রয় করিয়া থাকি ও ঐ সকল পুস্তকে যে কি কি অমূল্য উপদেশ আছে তাহা আমরা একবার পাঠ করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করি না! তজ্জন্ম সেই মহর্ষির পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাঁহার কতকগুলি বাক্য “চিন্তামুশাসন” নাম দিয়া অদ্য পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। এক একটি বাক্যে যে কত উপদেশ পাওয়া প্রাপ্তি কত দিক্কার দেখিতে পাইবেন। ১৯)

(১৮) নিবৃত্ততর্পৈরুপগায়মানাত্তবোষধাজ্জোতসমোতি
রামাং। ক উত্তম শ্লোকগুণানুবাদং পুমান্ বিরচ্য
বিনা পশুত্বাং। শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৭, ১৮।

(এই লোকে তিনপ্রকার লোক আছে। বৃহৎ, সুমুক্ত ও সংসারী) বৃহৎলোক ও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবার ধ্যান করেন, সুমুক্তলোকদিগের সেই নাম সাংসারের গুণ প্রকরণ ও সংসারীদিগের সেই গুণানুবার প্রবণ ও মনো আনলিত করে। একগুণ শ্রীকৃষ্ণগুণানুবার হইতে গুণ বাতী অথবা আত্মবাতী ব্যতিরেকে কোন পুরুষ বিদ্য হইবে। ১৮]

[“আত্মবাতী” এইরূপে অর্থ হইবে যে বিনা অগণ দ্বাং=বিনা পশুত্বাং। অপগতা শুক (শোক) বদ্য। স আত্মা তং হন্তি ইতি অপগত্ব আত্মবাতী ইত্যর্থঃ। যাহা হইতে শোক দূরীকৃত হইয়াছে সেই আত্মাকে লেশ নাশ করে তাহাকে আত্মবাতী কহে। কাহাকে আত্মবাতী কহে তাহার লক্ষণ হিন্দুপত্রিকার তৃতীয়বর্ষ পৃষ্ঠা প্রথম পুস্তক দেখ।]

(১৯) শ্রীমদ্বািবনবাসী ভক্তপ্রবর আমার গুরু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তদাস মহাশয়ের ও আমার গুরু দেবের আদেশমতে এই শ্লোকগুলি ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিলাম। উক্ত বস্তু ও গুরুদেবের চরিত্রান দিয়া আমার দেহ পবিত্র করেন ও তজ্জন্ম আত্মা এইরূপ মনিবাক্য প্রকাশ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তজ্জন্ম আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সুখী হইলাম।

জীব যে শরীরধারা যে কর্ম করে সেই শরীরধারা ই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে।

পুস্তকপূর্ব্ব কৃতঃ কর্ম কৰ্ত্তারমমুতিষ্ঠতি।

পুরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ৫৪।

(১৬) তন্মাদহং বিগত বিসব উক্খরিষ্য অশ্বান মাণ্ড তমসঃ সুল্লাজ্ঞনৈব। ভূয়ো বধা বাসনমেতদনেক-রক্তং না মে ভবিষ্যদুপসাদিত বিজ্ঞপাদঃ।

শ্রীভাগবতে ৩৯ স্কন্ধে ৩১ অ, ২১।

তজ্জন্ম আমি বিকুর পদরূপে ধারণ করিয়া সারথি রূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাকুল না হইয়া সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব যেন পুনরায় আমাকে আর গর্ভবাসরূপে নানা ক্লেশভোগ করিতে না হয়।

(১৭) ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাং।

তত্রে বেষতরোঃ শাখা দুই। পুংসোহব্রহ্মদেবসঃ।

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩ অ, ১২।

ভারপর সপ্তদশ অবতারে পরাশর ধর্মির গুরুর সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও লোক সকলের অন্ন সুখি দেখিয়া (তাহাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ) বেষরূপে জন্ম অনেক শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন।

চিত্তানুশাসন আরম্ভ ।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদারন্তং চ বয়সৌ ।
তন্ত তে যৎকণোনি ত উত্তমশৌকবার্তয়া ॥
উদ্যান=উদগচ্ছন, উদয়ং প্রাপ্নুবন=উদয়
হইয়া ।

অন্তং=অদর্শনং যন্ গচ্ছন=অন্ত হইয়া ।
তন্তর্ভে=(তন্ত+ঋতে) তন্ত আয়ুঃকালে
বিনা । যিনি ত্রীকৃষ্ণের বর্ত্তাতে সময় অতি-
বাহিত কবেন তাঁহার সময় ব্যতীত সূর্য্যদেব
উদয় ও অন্ত হইয়া সকল লোকেরই আয়ু হরণ
করিতেছেন ।

ভরবঃ কিং ন জীবন্তি ভদ্রাঃ কিং ন খসন্ত্যত ।
ন খাদন্তি ন মে হস্তি কিং গ্রামে পশবোহপরে ॥

খসন্ত্যতে=খসন্তি + উত ।
খসন্তি=নিখাস প্রেখাস ক্লে।
উত=প্রপ্তে “উত” শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে ।
ভদ্রাঃ=কান্যাবের জাঁতা ।

(কেবল জীবন ধারণ করা মহুষ্যের আয়ুঃ
ফল নহে তজ্জন্তু কহিতেছেন যে) তরু সকল
কি জীবন ধারণ করে না? ভদ্রা কি খাস
পরিভ্যাগ করে না? অত্যান্ত পশুতে কি খায়
না। তাহার কি জীমন্স করে না? [কৃষ্ণগুণ
গাথা বর্ণনকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য মহুষ্য
সকলেই পশুর তুল্য অথবা নরাকার পশু নামে
অভিহিত হয় তজ্জন্তু এই স্থানে “অপর” শব্দের
প্রয়োগ করিয়াছেন]

ঋষিভ্ বরাহোদ্বিধৈরঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
ন যৎকর্ণগণথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ ॥
সংস্তুতঃ=সদৃশত্বেন নিরূপিতঃ সদৃশ বলিয়া
নিরূপিত । উপেতঃ=গতঃ প্রাপ্ত ।

জাতু=কদাচিত্ ।
ত্রীকৃষ্ণের নাম যাহার কর্ণপথে কখন প্রবেশ
করে নাই সেই পুরুষ পশু, কৃষ্ণ, গ্রাস্যশূকর,

উষ্ট্র ও গর্দভসদৃশ নিরূপিত হইয়া থাকে [সে
ব্যক্তি অবজ্ঞাপন তজ্জন্তু “কৃষ্ণ” তুল্য অমেধ্য
ভোজনপ্রিয় তজ্জন্তু “গ্রাস্যশূকর” । “উষ্ট্র” উষ্ট্র
যেরূপ ভারবহন করে ও কণ্টক ভোজন করে
তজ্জপ সে ব্যক্তিও বিষয়াশক্ত হইয়া হৃৎখতোগ
করে ও জীপাদ তাড়ন সহ করে তজ্জন্তু “গর্দভ”
শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে]

বিলেখতোরুক্রম বিক্রমান্ যেন শৃণুতঃ
কর্ণপুটে নরন্ত । জিহ্বা সতী দার্দূরিকিব স্নাত
ন যোগায়তুয়ুগায় গাথাঃ ॥

বিলে=ছুইটি গর্ত কারণ গ্রাম্যবার্ত্তারূপ
ভূজঙ্গ গৃহতুল্য ।

বত=খেদে বত অব্যয় শব্দপ্রয়োগ ।
উরুক্রম বিক্রমান্=ত্রীকৃষ্ণের শুণামুবাণ
সকলকে ।

অসতী=হুষ্ঠা [অসতী জীর জার তাহার
সমুদায় স্কৃতি নষ্ট করে]

দার্দূরিকিব=হৃদরোভেকঃ তদীয়া জিহ্বা
ইব । ভেকের জিহ্বার স্তায় ।

যঃ=যে ব্যক্তি ।
উপগায়তি=গান করে ।

হে স্নাত ! যে ব্যক্তির কর্ণযুগলে ত্রীকৃষ্ণের
শুণামুবাণ শ্রবণ না করে তাহার ছুইটি কর্ণছিদ্র
বৃথা ছুইটি ছিদ্রযাত্র আর যাহার জিহ্বা
ত্রীকৃষ্ণের গাথা না গান করে তাহার হুষ্ঠা
জিহ্বা ভেকজিহ্বার স্তায় ।

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ঠমপাশ্রম্যাজং ন
নমস্তুকৃন্দম্ । শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্ধ্যাং
হরেলসংকাক্ষনককনৌ বা ॥

জুষ্ঠং=সজ্জিতং ।
অপি=ও
উত্তমাদং=শিরঃ মস্তক । [ভারঃ কর্ণ

সংসারসিদ্ধিতে প্রবেশকারী তাহাকে অধিক
ডুবাইয়া দেয়]

নমঃ = নমস্কার করে ।

শানৌ করৌ = শবো মৃতকঃ তৎকরতুল্যৌ
[মৃতব্যক্তির করের তুল্য কারণ দেব পিতাদি-
গণ তদন্ত-জলাদি অন্ত্রচিবশতঃ গ্রহণ করেন না]

লসৎ = শোভা পাইতেছে ।

বা = অপি অর্থে “বা” শব্দ প্রয়োগ ।

যে মন্তক পট্টকিরীটদ্বারা শোভিত হইয়াও
মুকুন্দকে নমস্কার না করে তাহা কেবল ভার-
মাত্র আর যে হস্ত শ্রীকৃষ্ণের সপর্শ্যা না করে
তাহা কাঞ্চন ও কাঞ্চনদ্বারা শোভিত হইলেও
মৃতব্যক্তির করের তুল্য ॥

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি
বিষ্কার্ন নিরীক্ষতো যে। পাদৌ নৃণাং তৌ
ক্রমজ্ঞভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুভজতো হরেযৌ ॥

বর্হায়িতে = ময়ূবপুচ্ছের তুল্য [ময়ূবপুচ্ছের
তুল্য কারণ আপনার উদ্ধার পথ না পাইয়া
সংসারকণ্টকক্ষেত্রে পতিত হয়]

নিরীক্ষতো = নিরীক্ষেতে আর্ষপ্রয়োগ কারণ
“ঈক্ষ” ধাতু-পরস্মৈ পদে প্রয়োগ হয় না ।

ক্রমজ্ঞভাজৌ = ক্রমবৎ জ্ঞা ভজ্যেস্তে ইতি
তথা বৃক্ষমূলতুল্যৌ ইত্যর্থঃ । [যমদূতগণের
কুঠারদ্বারা তাহার ছেদ্যমান হইবে তজ্জন্ম বৃক্ষ-
মূলতুল্য]

নানুভজতো = ন + অনুভজতঃ । গমন করেনাই ।

যৌ = যৌ পাদৌ । যে দুটি পদ ।

যে ময়ূষ্যের চক্ষু বিকৃত মূর্তি নিরীক্ষণ করে
নাই তাহার চক্ষু ময়ূবপুচ্ছের তুল্য আর যে
ব্যক্তির পদ শ্রীহরির ক্ষেত্র গমন না করিয়াছে
সে বৃক্ষের শ্রায় জন্মলাভ করিয়াছে ।

জীবহুবো ভাগবতাজ্জিব্রেন্ন ন জাতু
মর্ত্যোভিলভেত যন্ত । ত্রিবিষ্ণুপদ্যামহাশঙ্কলভাঃ
বশবো বন্ত ন বেদগন্ধম্ ॥

জীবহুবঃ = জীবস্ + শব [বিশেষ প্রেত-
শরীরের শ্রায় চেষ্ঠমান হইয়া সাধুদিগকে ভয়
প্রদর্শন করে যে ভগবান তাহার হস্তকৃত
সপর্শ্যাও গ্রহণ করেন না এই তাৎপর্য্যার্থে
“জীবহুব” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন]

ভাগবত = পরমেশ্বরের ।

অজ্জিব্রেন্ন = পদব্রণ স্কলকে ।

অভিলভেত = অভিভো ন স্পৃশেৎ । সর্গা-
ঙ্গেনু ন ধারণেৎ । সর্বাস্থে ধারণ করেন না ।

মহুজঃ = মহুযা ।

শবহুবঃ = পূর্ববৎসংস্রাপি জীবহুব ইত্যর্থঃ ।
পূর্বের শাব সেও জীবহুব এই অর্থ ।

যে মহুযা কখনও ভগবন্তক্লেব চবনব্রণ
সর্বাস্থে ধারণ না করে সে জীবদশাতেই শবের
মত, আর যে মহুযা শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্ন তুল্য
গন্ধ লইয়া না আনন্দলাভ করিয়াছে সে যদিও
শ্বাস, প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে তাহাই হইলেও মৃত-
শরীর তুল্য ।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদগৃহ্মণৈ হরি
নামধেয়ৈঃ । ন বিক্রিয়েতথ যদি বিকারো
নেত্রে জলং গাত্রকৃহেবু হর্ষঃ ॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং = তৎ অশ্মসারং লোহময়-
মেব হৃদয়ং ।

বত = খেদে । ইদং = এই ।

গৃহ্মণৈঃ = কৌতু্যমণৈঃ ।

গাত্রকৃহেবু = রোমহু = লোমে ।

হর্ষ = রোমাঞ্চ ।

হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকাব
না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি চক্ষু জল ও
গাত্রে রোমাঞ্চ না হয় সে হৃদয় পাষণ্ডত্ব
কঠিন ।

ক্রমশঃ

ত্রিবিধভূষণ দেব ।

আর্ন্তরাণনারায়ণস্তোত্রম্ ।

প্রহ্লাদ! প্রভুসুখি চেৎ তব হবিঃ সর্কত্র
মে দর্শয় স্তম্ভে চৈনমিতি ক্রবন্তুমসুখং তত্রা
বিরাসীদ্ধবিঃ । বক্ষস্তত্ত্ব বিদারয়ম্লিজনৈর্কর্ষাৎ-
সল্যমাবেদগম্মাৰ্ন্তরাণপারায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো
মে গতিঃ ॥ ১ ॥

হিবণাকশিপু প্রহ্লাদকে কহিয়াছিলেন, চে
প্রহ্লাদ! তোমার হবি যদি তোমার প্রভু ও
তিনি সর্কত্র থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই
স্তম্ভে দেখাও । (১) প্রহ্লাদকে এই কথা
বলিলে হবি সেই স্থানেই আবির্ভূত হইয়া-
ছিলেন, নিজ নথদ্বাৰা হিবণাকশিপু বক্ষ্য বিদীর্ণ
কবিষা ভক্তবৎসলতা দেখাইয়াছিলেন । আর্ন্ত-
রাণপারায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার
গতি ॥ ১ ॥

শ্রীরাম্য বিভীষণমধুনা দ্বার্ত্তো ভয়া-
দাগতঃ সুগ্রীবানয়পাণয়েহমধুনা পৌলস্ত্যমেবা-
গতম্ । এবং যোঃ ভয়মস্ত সর্কবিদিতং লক্ষ্মাধি-
পত্যং দদাবাৰ্ন্তরাণপারায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো
মে গতিঃ ॥ ২ ॥

বিভীষণ এইক্ষণ তান্ত্র হইয়া (বাবণের)
ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ।
শ্রীরাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সুগ্রীব! বিভীষণ
আসিয়াছে তাহাকে আনয়ন কর ও এইক্ষণ
তাহাকে এই স্থানে রক্ষা কর । এইরূপে যিনি
বিভীষণকে অভয় দিয়াছিলেন ইহা সকলেই
জানেন (২) ও তিনি বিভীষণকে লক্ষ্য আধি-

(১) বয়স্য মলভাগ্যোক্তোমলভো জগদীশ্বরঃ ।

কাসৌ যদি স সর্কত্র কস্তাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ।

শ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৮য়, ১১ ।

প্রহ্লাদঃ প্রতি হিবণাকশিপু বাক্যঃ ।

(২) মকুদেব প্রপন্নায় ওষাক্তি চ যাচতে ।

অহং সর্কভূতভো দদাম্যেতদ্ ভয়ং সম ॥ ৩২ ॥

পত্যা দিয়াছিলেন সেই আর্ন্তরাণপারায়ণ ভগবান্
নারায়ণ আমার গতি ॥ ২ ॥

নক্রগ্রাস্তপদং সমুদাতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ্
মাং পাহীতি প্রচুর্ভাবকবিণং দেবেশ শক্তীশ
চ । মাসৌ চৌতি রবক্ষনক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া
তৎক্ষণাদাৰ্ন্তরাণপারায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো
মে গতিঃ ॥ ৩ ॥

(এইক্ষণ গজেন্দ্রমোক্ষবিবরণ কহিতোছেন)
(৩) কুষ্ঠীবে গজেন্দ্রের পদদালন করিয়াছিল ।
সেই গজেন্দ্র শুও উত্তোলন করিয়া হে ব্রহ্মেশ!
হে দেবেশ! হে শক্তীশ! আমাকে বক্ষা কর
এই কথা বলিলে, “কন্দন করিও না” এই
বলিয়া অত্যন্ত কন্দনকণী গজেন্দ্রকে চক্রদ্বারা
কুষ্ঠীবদন হইতে তৎক্ষণাৎ বক্ষা করিয়াছিলেন
সেই আর্ন্তরাণপারায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার
গতি ॥ ৩ ॥

হী কৃষ্ণাচ্যুত তা রূপাজলনিবেচা পাণ্ডবানঃ
গতে! কাসি কাসি সুযোধানদিবগতাং হারুক
মাং দোপদৌম্ । ইতুঃ ক্রোহিকয়বস্ত্রং কিতভুং
যো বক্ষদাপদাত্মাৰ্ন্তরাণপারায়ণঃ স ভগবান্
নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

আনয়েনং হবি শেখং দত্তমতাত্তরং ময়া ॥

বাক্মীকিয়ে বামায়ণে লক্ষ্যাকাণ্ডে ১৮ সর্গে ।

এবমেব অধ্যায়বামায়ণে যুদ্ধাকাণ্ডে ৩৭ সর্গে ।

(৩) বোঝাই মুদ্রিত পুস্তকে গজেন্দ্রমোক্ষ মহা-
ভাবতের শাস্ত্রিপর্বে বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু আমি
সংস্কৃত মহাভাবতের শাস্ত্রিপর্বে ই উপাখ্যান পাই নাই ।
বামনপুর্বে ই উপাখ্যান পাইয়াছি । এ বিষয়ে আমি
আমার প্রাচ্য শিক্ষাত্ত্বক শ্রীযাক্টবরদাচাৰ্য মহাশয়ের
নিকট উপাখ্যান কবিয়াছিলাম তিনিও মহাভারতের ই
উপাখ্যান নচে বলিয়াছেন কারণ তাঁহার হস্তলিখিত
পুস্তকেও নাই । যদি কোন পাঠক ই উপাখ্যান শাস্ত্রি-
পর্কের প্রমাণ কবিয়া নিতে পারেন তাহাইহলে তিনি
আমাকে অত্যন্ত অগ্রগৃহীত করিবেন ।

[দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে কৃষ্ণাচ্ছগ্রহ বর্ণন করিতেছেন] (৪) দ্রৌপদী কহিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ ! হে অচ্যুত ! হে কৃপানিধে ! হে পাণ্ডব-দিগের গতি ! তুমি কোথায় ? ধ্রু্যোধন আমাকে অবমাননা করিতেছে তুমি দ্রৌপদীকে রক্ষা কর । এই কথা বলিলে যিনি অক্ষয়বস্ত্র দিয়া বিপদগত দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই আর্তিত্ৰাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৪ ॥

যৎ পাদাঙ্জনখোদকং ত্রিভুগতাং পাপোষ বিধ্বংসনং যন্মানামৃতপূবণঞ্চ পিবতাং সন্তাপ-সংহারকম্ । পাষাণঞ্চ যদজ্জ্বিতো নিজবধূরুপং মূনেরাশ্চবান্ আর্তিত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

[এইক্ষণ অহল্যা উদ্ধার বর্ণন করিতেছেন] (৫) বীহার পাদপদ্মের নখের জল হইতে ত্রিভুগতের পাপরাশি নাশ করে, বীহার নামা-মৃত পান করিলে সন্তাপ দূর করে, বীহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া যিনি গৌতমমুনিব শাপে পাষণ হইয়াছিলেন, সেই গৌতমমুনির স্ত্রী অহল্যা পাষাণও নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই আর্তিত্ৰাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৫ ॥

যন্মানক্ষতিমাত্রতোহপরিমিতং সংসারবারাং নিধিং ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জুনোপি পরমং বিমোঃ পদং শাস্তভম্ । তন্নৈবভূতকারণং ত্রিভুগতাং নাথস্ত দাসোহ্যহমার্তিত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

বীহার নাম শ্রবণমাত্র দুর্জুন ব্যক্তিও অপার সংসার পার হইয়া বিষ্ণুর সনাতন পরমপদ প্রাপ্ত হয়, আমি কি সেই অদ্বুতকার্যের কারণ ত্রিভুগতের নাথের দাস নহি ? সেই আর্তিত্ৰাণ-পরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৬ ॥

পিত্রাজাতরমুত্তমাক্ষগমিতং ভক্তোত্তমং যো ধ্রুং দৃষ্টী তৎসমমারুহকুমুদিতং মাত্ৰাবমানং গতম্ । যোদাৎ তং শরণাগতস্ত তপসা হেমাদ্রি-সিংহাসনম্ । হ্যর্তিত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

[এইক্ষণ ধ্রুংচরিত্রে বিষ্ণুর অনুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন] (৬) পিতা (উত্তানপাদ) ভ্রাতা উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া ধ্রুংপিতার কোলে আরোহণ ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিমাতা অপমান করিয়াছিলেন । ধ্রুং (নিজ মাতার আদেশে) নানাবিধের তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন (সেই তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া) যিনি শরণাগত ভক্তোত্তম ধ্রুংকে স্বর্গসিংহাসন দান করিয়াছিলেন সেই আর্তিত্ৰাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৭ ॥

নাথেন্তি কৃত্যো ন তত্তমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্মবিমুখা অধ্যাক্ত-ভাবং যযুঃ । ভক্তিযন্ত দদাতি মুক্তিমভূগং জারন্ত যঃ সদগতির্হ্যর্তিত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

উপপন্নী ব্রজগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণবশতঃ না জানিয়া নিজ কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া বীহাঃ

(৪) মহাভারতে সভাপর্বনি ৩৭ অধ্যায়ে দ্রৌপদী বস্ত্রাধর্ষণপ্রসঙ্গে ।

(৫) অথান্বারনারায়ে আদিকাণ্ডে ৬ সর্গে অহল্যা শাপবিমোচনং ব্র, ১৬, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণদগধত্রে ৩৭ অধ্যায়ে ৪ ।

(৬) বিষ্ণুপুরাণে প্রথমোঃ ১১ অধ্যায়ে ধ্রুংচরিত্র

ধ্রুংচরিত্র ধ্রুংয়ের প্রতি অপমানবাক্য যথা—

এতৎ রাজাসনং সর্বভূত্বং সংলক্ষ্যকৃতম্ ।

যোয্যং নৈব পুত্রস্ত কিমাত্মা ক্লিষ্টতে বহা । ইত্যাদি

নিজ নাগজ্ঞানে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন (৭) ।
যাহার প্রতি ভক্তি রাখিলে অতুল মুক্তিদান
করেন ও যিনি উপপত্তীগণের সদগতি সেই
আর্ন্তগ্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার
গতি ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণার্ন্তগ্রাণশিষ্যসহিতঃ দ্রুপদস্য
ক্ষেপিতঃ দ্রৌপদা ভয়ভক্তিবৃক্ষমনসা শাকং
ব্রহ্মস্বপিতম্ । ভুক্তা তর্পয়দাম্বুভূতিমখিলা-
মাবেদবন্ যঃ পূমান্ভার্ন্তগ্রাণপরায়ণঃ সভগবান্
নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৯ ॥

[এইক্ষণ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর
সহিত যৎকালে দৈত্যবনে বাস করিতেছিলেন
সে সময় একদিন দ্রুপদাসুনি সহস্র শিষ্য লইয়া
আত্মবাস্তে দ্রৌপদীর নিকট ক্ষুদ্র ২২য়া উপ-
স্থিত হন, সে সময়ে দ্রৌপদীর চেষ্টা বর্ণন করি-

(৭) কৃষ্ণং বিজুঃপবঃ কাংসঃ ন তু ব্রহ্ম তয়া মুনৈ ।

গুণপ্রবাহোপরমশ্রাবাঃ তপ বিখ্যাতঃ কথম্ ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২৯ অ, ১১ ।

পবীকিং প্রশ্ন করিলেন, হে মুনৈ । ব্রহ্মস্বনাগণ
সকলে কেবল স্বর্ণ বলিয়া জানিতেন ব্রহ্মজান করিতেন
না, তাহাদের গুণের প্রতি তাহাদের চিত আসক্ত ছিল
তাহাতেই তাহাদের গুণপ্রবাহের বিরতি কিরূপে হইল ?
শ্রুতবোধ উত্তর করিলেন,—

“উক্তঃ পুরস্তাদেততে চৈল্যঃ নিকিং যথাগতঃ ।

ধিব্রহ্মণি হৃষীকেশঃ কিমুতযথোকজজিয়াঃ ॥”

আমি এ বিষয়ে পূর্বে উক্তি করিয়াছি শিশুপাল
বেশকরে ত্রীকৃষ্ণকে ধোব করিবাও মুক্তিলাভ করিয়া-
ছিলেন । বদি বিবেধ করিবা মুক্তিলাভ করে তাহা-
হলে ত্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনবরও যে মুক্তি হইবে তাহার
আর বিচিত্র কি ? ফলতঃ কৃষ্ণকে যিনি যে ভাবে দ্রবণ
করিলেন তিনি তাহাতেই মুক্তিলাভ করিবেন তজ্জাত
নার যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন:—

দ্রৌপাঃ কামাং ভয়াং কংসা দেবান্জৈনান্ধিরো নৃপাঃ ।

বধক্যাব বৃক্ষঃ মেহান্ বৃক্ষঃ ভজ্যাবয়ং বিতো ॥

১ স্কন্ধে ১ম অ, ২০ ।

তেছেন ও সে সময়ে ত্রীকৃষ্ণের অল্পগ্রহ বর্ণন
করিতেছেন-] (৮) কৃধা ও তৃষ্ণার কাতর
হইয়া দ্রুপদাসুনি সহস্র শিষ্য লইয়া দ্রৌপদীর
নিকট গমন করিয়াছিলেন সেই সময় দ্রৌপদী
(আতিথ্যসংকার অবহেলা) ভয়ে কৃষ্ণকে
দ্রবণ করিয়াছিলেন । ত্রীকৃষ্ণ আসিয়া দ্রৌপ-
দীর নিকট ক্ষুদ্র হইয়া আহার ভিক্ষা করিয়া-
ছিলেন । দ্রৌপদী কহিলেন সকলের আহার
হইয়া গিয়াছে আর কিছুই নাই ত্রীকৃষ্ণ কহি-
লেন “দেখ আরও কিছু আছে” । দ্রৌপদী
দেখিলেন স্থানীতে কেবলমাত্র শাকের কণা-
মাত্র আছে । দ্রৌপদী তাহাই ভক্তির সহিত
কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন । তাহাতেই
সশিষ্য দ্রুপদার পরিতৃপ্তি হইয়াছিল । যে
ব্যক্তি এইরূপে আর্ন্তগ্রাণ করিয়াছিলেন সেই
ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৯ ॥

যেনারিক রঘুভ্রমেন জলধেস্তীরে দশান্তুজ-
জ্বায়াতঃ শরণং রঘুভ্রমবিভো রক্ষাতুবং মামিতি ।
পৌলস্ত্যেন নিবাক্ততোথ সদসি ভ্রাতা চ লক্ষ-
ণবে হ্যর্ন্তগ্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে
গতিঃ ॥ ১০ ॥

লক্ষাপুরের সভাতে বিভীষণ রাবণকর্তৃক
অপমানিত হইয়া সমুদ্রতীরে স্থিত ত্রীরামচন্দ্রের
শরণাপন্ন হইয়া “আমাকে রক্ষা করুন” এই
কথা বলিয়াছিলেন । তাহাতে ত্রীরামচন্দ্র যে
দশাননাত্মক বিভীষণকে রক্ষা করিয়াছিলেন,
সেই আর্ন্তগ্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার
গতি ॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাভবে বহুমতী সপ্তর্ষিকালে
মহালীলা ফোড়নপূর্ণরূপে হরিণা নারায়ণেন

(৮) মহাভারত বনপর্বে ২৩২ অধ্যায়ে সশিষ্য
দ্রুপদাসুনির দ্রৌপদীর কৃষ্ণপ্রদত্ত শাকখণ্ড উত্তরপুষ্টির
বিষয় বর্ণন আছে ।

স্বয়ম্। যঃ পাপিঞ্চমস্প্রবর্তমচিরাক্ষয়। চ যো-
চগং পিপসু দিব্যান্যায়গঃ সচ্চবান্ নারায়ণো
মেতিতি ॥ ১১ ॥

মহাপ্রাণকালে যে হবি নারায়ণ স্বয়ং মহা-
লীলা বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে বহন
করিয়াছিলেন, কারণ পৃথিবী মহাসমুদ্রে নিমগ্ন
হইতেছিলেন যিনি পাপীগণকে নীল নশ

করিয়া প্রিয় ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়া
মনোহর সেই আন্তঃপ্রাণপবায়ণ ভগবান্ নারায়ণ
আমায় গতি ॥ ১১ ॥

ক্রমশঃ—
ত্রিবিধুভূষণ দেব।

(৯) দ্বিতীয়স্থ ভবায়ত্ত বনাতলগতাঃ মহীম্।

উদ্ধরিষ্যন্তু পাদন্ত যজ্ঞশঃ শৌকরং বপুঃ ॥

প্রীতগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অ, ৭।

পঞ্চদশী-ভূতবিবেক ।

সদর্শিতং শ্রুতং যং তং পঞ্চভূতবিবেকতঃ।

বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রতিবিচাতে ॥ ১ ॥

বেদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এই চবাচল
জগৎ স্থতির পূর্বে কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ
অদ্বিতীয় পরমাত্মা পবত্রকমাত্র বিদ্যমান
ছিলেন। কিন্তু সেই পুরুষোত্তমের স্বরূপ পদি
জ্ঞানের অত্র কোন উপায় নাই কেবল আকা-
শাদি পঞ্চভূতের সাধারণ বৈধর্ম্যাদি বিচারদ্বারা
তাহার বর্ণার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়।
এই নিমিত্ত এইরূপে সেই পঞ্চভূতের স্বরূপ
নির্ণীত হইতেছে ॥ ১ ॥

শব্দস্পর্শৌ কপরসৌ গন্ধো ভূতগুণা ইমে।

একত্রিচত্বঃপঞ্চ গুণা বোয়ামাদিসু ক্রমাৎ ॥ ২ ॥

বস্তুমাত্রেরই তাহাদিগের প্রত্যেকের স্বয়ং
গুণ পৃথক্ থাকায় অত্যাশ্রয় বস্তু হইতে পৃথক্
পৃথক্ বলিয়া প্রতীতি হয়, এই দ্বিমিত্ত আকা-
শাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের স্বয়ং গুণ বিচাব-
দ্বারা অত্যাশ্রয় ভূতপদার্থ হইতে পৃথক্রূপে পবি-
জ্ঞানার্থ সেই আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের
গুণ বিবৃত হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও
গন্ধ এই পাঁচটি আকাশাদিপঞ্চভূতের স্বাভা-
বিক গুণ। পরন্তু আকাশের একটি, বায়ুর

পৃথিবীর পাঁচটি গুণ আছে, এইরূপে প্রত্যেকের

পৃথক্ পৃথক্ গুণ অবদাবিত হইয়াছে, এই সকল

গুণের বিশেষ বিবরণ পবে বিবৃত হইবে ॥ ২ ॥

প্রতিধ্বনিধ্বনিরংগদো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্।

অন্তর্য্যামীতসংস্পর্শো বজ্রো ভূগুভুগুধ্বনিঃ।

উদ্যম্পর্শঃ প্রজ্ঞকপং জলে চুল্লচুল্লধ্বনিঃ।

নীতস্পর্শঃ শুককপং রসো মাধুর্গামীরিতম্।

ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিতং স্পর্শ ইযতে।

নীলাদিকং চিত্রকপং মধুবান্নাদিকো রসঃ।

অনভীতবগদৌ ঘৌ গুণাঃ সম্যগ্ধিবেচিতাঃ ॥ ৩ ॥

পূর্নোক্ত আকাশাদি পঞ্চভৌতিক গুণের

বিশেষ বিবরণ কাথত হইতেছে। আকাশে

কেবল শব্দ (প্রতিধ্বনিমাত্র) একটি গুণ

আছে। আকাশে প্রতিঘাত হইলেই শব্দেব

উৎপত্তি হয়। বায়ুর দুইটি গুণ শব্দ ও স্পর্শ

আকাশ ও বায়ুর প্রতিঘাতে বীস এইরূপ

অব্যক্ত শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার স্পর্শগুণ

উচ্চ বা নীতল নহে। অগ্নির তিনটি গুণ শব্দ,

স্পর্শ ও রূপ, অগ্নির শব্দগুণ ভূগুভূগু এইরূপ

অব্যক্তের অম্লকরণস্বরূপ। ইহার স্পর্শগুণ

উচ্চ এবং রূপ প্রকাশক। জলের শব্দ, স্পর্শ,

রূপ ও রস এই চারটি গুণ বিদ্যমান আছে ॥

ভূমি এই অব্যক্তধ্বনির অম্লকরণ

স্বরূপ। ইহাব স্পর্শগুণ শীতল, কপ শুক্ল এবং রস মধুর। পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ কপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর শব্দগুণ কড় কড় এই অবাঞ্ছনীয় অমুকরণ স্বরূপ। ইহার স্পর্শগুণ কঠিন, কপ বিচিত্র, রস, মধুর, অম, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়বিধ। ইহাব গন্ধ দ্বিবিধ সন্ধাঙ্গ ও চূর্ণাঙ্গ। এই সকল গুণ বিচাবদ্বাবা পঞ্চভূতের পার্থক্য নির্ণীত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শ্রোত্রঃ ত্রকচক্ষুর্বা জিহ্বা বাণকেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ।
কর্ণাদিগোলকন্তং তচ্ছাদাদিগ্রাহকং ক্রমাং ।
সৌখ্যং কার্য্যানুমেয়ং তং প্রায়ো ধাবেবহি-
শ্মখম্ ॥ ৪ ॥

পূর্বশ্লোকে গুণ বিচাবদ্বাবা পঞ্চভূতের প্রভেদ নির্ণীত হইয়াছে। এই শ্লোকে কার্য্য-
দ্বাবা আকাশাদি ভূতপঞ্চকের বিভিন্নতা বর্ণিত
হইতেছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী
এই পঞ্চভূত কর্ণ, তৃক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা
এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কণে স্বস্ব বিষয় গ্রহণরূপ কার্য্য
করিয়া থাকে। আকাশ কর্ণরূপে শব্দগ্রণ
করে, বায়ু তৃকরূপে স্পর্শ অনুভব করে, অগ্নি
চক্ষুরূপে শুক্রাদিরূপ গ্রহণ করে। জল রসনা-
রূপে মধুবাди রসের আশাদগ্রহণ করে এবং
পৃথিবী নাসিকাস্বরূপে সৌবভ ও অসৌবভ
হরণ করিয়া থাকে। সেই সকল ইন্দ্রিয় (কর্ণ,
তৃক, চক্ষুবাদি কার্য্যকাবক শক্তি) অতি সূক্ষ্ম,
এই নিমিত্ত তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল
শব্দগ্রহণাদি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের সত্তার অনু-
ভব হইয়া থাকে। পরন্তু এই সকল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়
সকল প্রায়ই বাহ্যবিষয়গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪ ॥

কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে ক্ষয়তে শব্দ আন্তরঃ ।

প্রাণবায়ো আঠরাগ্নৌ জলপানেহন্নভক্ষণে ।

বাক্ষ্যন্তে হ্যন্তরস্পর্শমীলনে চান্তরঃ তমঃ ।

উদ্যারে রসগন্ধৌ চেত্যাক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥ ৫ ॥

পূর্বোক্ত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সকল কেবল বাহ্য-
পদার্থটী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এক্ষণ নহে,
কদাপি আন্তরিক বিষয়ও গ্রহণ এবং অনুভব
করিতে পারে। কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও
প্রাণবায়ু ও আঠরাগ্নি হইতে যে সকল শব্দ
উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা শ্রবণ করা যায়
জলপান ও অন্নভক্ষণকালে তৃগিজিয়তে আন্ত-
রিক স্পর্শ অনুভব হইয়া থাকে। চক্ষু মুদ্রিত
করিয়া রাখিলেও আন্তরিক অন্ধকারবৎ এক
প্রকার কপ দর্শন হইয়া থাকে। উদ্যার হইলে
যখন আভ্যন্তরিক রস উপলব্ধ হয়, তখন রসনাতে
সেই আভ্যন্তরিক রসের স্বাদ এবং নাসিকাতে
সেই উদ্যারজনিত গন্ধের সৌবভাদি অনুভব
হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যদ্বারা বিলক্ষণ
প্রতীতি জন্মিতেছে যে ইন্দ্রিয়গণ যেমন বাহ্য-
বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইপ্রকার আন্ত-
রিকবিষয়ও গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৫ ॥

পঞ্চোক্ত্যা দানগগন বিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ ।

কৃষিবাণিজ্যসেবাদাঃ পঞ্চস্বত্ববন্তি চি ॥ ৬ ॥

বাকৃপাণিপাদপায়ুপট্টৈরৈকৈস্তং ক্রিয়াজগিঃ ।

মুদাদিগোলকেষাং তং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৭ ॥

পূর্বশ্লোকে জানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল
নির্ণীত হইয়াছে। এইক্ষেণে বাকৃপাণি প্রভৃতি
কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিবৃত হইতেছে। কথন
গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দানুভব এই
পঞ্চবিধ কর্ম্ম বাকৃ, পাণি, পাদ, পায়ু এবং
উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ
ও নিকপিত আছে। কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতি
অন্যান্য কার্য্য সকল উক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের বিষয়
হইলেও এই সকল বাণিজ্যাদি কার্য্য কখন
গ্রহণাদি পঞ্চবিধ কর্ম্ম বা ক্রিয়ার অন্তর্গত।
কারণ বাক্যকথন এবং স্রাবাদিগ্রহণাদি কার্য্য
দ্বারাই কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন
হইয়া থাকে। বাকৃ, পাণি, পাদ, পায়ু এবং

উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মজ্ঞিয়ার দ্বারা প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় এক একটা ক্রিয়া সম্পন্ন হয় উক্ত পঞ্চকর্ম্মজ্ঞিয়ার মুখাদি পঞ্চ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। বাগিজ্ঞিয়ার অবস্থিতি স্থান মুখ, পাণিজ্ঞিয়ার অবস্থিতি স্থান হস্ত, গমনজ্ঞিয়ার অবস্থিতি স্থান পদ, পানীজ্ঞিয়ার অবস্থিতি স্থান শুভ্রদেশ এবং উপস্থজ্ঞিয়ার অবস্থিতি শিশু-প্রদেশ ॥ ৬—৭ ॥

মনো দশজ্ঞিয়াধ্যক্ষং হুংপন্নগোলকে স্থিতম্ ।
তচ্চাস্তঃকরণং বাহ্যেহস্মাতত্বাদ্ বিনিজ্জিগৈঃ ॥৮॥

পূর্বশ্লোকে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেজ্ঞিয়ার ও বাক্য পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মজ্ঞিয়ার গুণ ও কার্য্য বিবৃত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই দশবিধ ইজ্ঞিয়ার নিয়ন্তা মনের কার্য্য নিকপিত হইতেছে। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেজ্ঞিয়ার ও বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মজ্ঞিয়ার সকলই মনের অধীন। মনের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। মনের সাহায্য ব্যতীত উক্ত ইজ্ঞিয়ার কোন কার্য্য কপিতে পারে না। সেই মন জড়িপদার্থে অবস্থিতি করে। উক্ত মনকে অন্তঃকরণ বলিয়া থাকে। যেহেতু মন ইজ্ঞিয়ার আশ্রয় ব্যতীতকেও স্বয়ং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। আন্তরিক কার্য্যে তাহার অন্তরে সাহায্য অপেক্ষা করে না। কিন্তু বাহ্যবিষয়ে ইজ্ঞিয়ার পবাদীন। ইজ্ঞিয়ার যে সকল বাহ্যিক কার্য্য সাধন করিয়া থাকে তাহাও মনের সাহায্য ভিন্ন হয় না ॥ ৮ ॥
অক্ষেক্ষুর্ধাপিতেষ্টেতৎ গুণদোষবিচারকম্ ।

সত্ত্বং রজস্তমস্শাস্তা গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥ ৯ ॥

ইজ্ঞিয়ার গুণ স্ব স্ব বিষয়ে অশক্ত হইলে সর্ব্বজ্ঞিয়ার নিয়ন্তা মনঃ সেই সকল বিষয়ের গুণ ও দোষের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন মন স্বীয় সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণদ্বারা বিবৃত হইয়া থাকে। মনঃ এই সকল গুণদ্বারা নানা প্রকার শ্রবণ প্রাপ্ত হয়। যখন যেকোন গুণশালী

বস্তুকে হরণ করে, তখন মন সেই গুণের কার্য্য করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

বৈরাগ্যং ক্রান্তিবৌদ্ধাধ্যমিত্যায়াঃ সত্ত্বসত্ত্বাঃ ।
কামক্রোধোশ্লেষভয়ত্রাভিতাদ্যা রজসোখিতাঃ ।
আলম্বাস্ত্রাত্তজ্জাদ্যা বিকারান্তমসোখিতাঃ ॥১০॥

এই শ্লোকে পূর্বকথিত মনোবিকার বিবৃত হইতেছে। মন সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। সময় সময় সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণদ্বারা মনের নানাবিধ ভাব উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য এই সকল সত্ত্বগুণের মানসিকবিকার। যখন মনে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তখন বৈরাগ্যাদিভাব উদয় হইয়া সেই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও বিষয়ালুপাণ প্রভৃতি মনের রজোগুণের বিকার মনে রজোগুণের আবির্ভাবে কামক্রোধাদি মানসিকবিকার উপস্থিত হইয়া মনকে সে সকল কার্য্যে নিযুক্ত করে। তজ্জা, আলম্ব ও ভ্রান্তি প্রভৃতি মনের তমোগুণের বিকার। মন তমোগুণের আক্রমণে আক্রান্ত হইলেই আলম্বাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে ॥ ১০ ॥

সাদ্বৈক্যঃ পুণ্যানিপাত্তিঃ পাপোৎপত্তিচ্ছ
বাজসৈঃ । তান্নৈসৈর্নোভয়ং কিন্তু বৃথাযুক্তপণং
ভবেৎ । অত্রাহস্ত্যাত্মীয়ী কৰ্ত্তেত্যেবং লোক-
ব্যবস্থিতিঃ ॥ ১১ ॥

পূর্বশ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার স্বরূপ বৈরাগ্যাদি উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণে এই শ্লোকে সেই সকল বৈরাগ্য প্রভৃতি মানসিকবিকারকার্য্য বিবৃত হইতেছে। মনে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে বৈরাগ্যাদিবিকার উপস্থিত হয় এবং সেই বৈরাগ্য হইতে নানা প্রকার পুণ্যসঞ্চয় হয়। যখন মনে রজোগুণের প্রকাশ হয়, যখন মনে রজোগুণের বিকাশ হয়, তখন কামক্রোধাদিমনোবিকার উপস্থিত হয় এবং সেই সকল কামাদি হইতে অসংখ্য পাপ

উৎপন্ন হয়। মনে তমোগুণের বিকার আল-
তাদের আবির্ভাব হইলে, পাপ অথবা পুণ্য
কিছুই হয় না। কিন্তু মন আলতাদিবারা অভি-
ভূত গইলে মনুষ্য কোন কার্য্য করিতে সক্ষম
হয় না। কেবল বুধা কালক্ষেপ হইয়া থাকে
মাত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয় কশ্মেন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল
কার্য্য হইয়া থাকে ঐ সকল কার্য্যেন্দ্রিয়ের
কর্তা অহং শব্দবাচ্য জীব ইহাই সর্ব্বলোককে
প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১১ ॥

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তের ভৌতিকত্বমতিকটম্।
অকাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধারণ্যতাম্ ॥ ১২ ॥

ইতিপূর্বে মানসিকবিকাবত্রয়জাত জগতের
কার্য্য বিবৃত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই জগতের
ভৌতিকত্ব নিকপিত হইতেছে। ঘটাদিপদার্থে
শব্দ ও স্পর্শাদি সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষদ্বারা তাহাদিগকে
ভৌতিক কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং
ইন্দ্রিয়গণও যে ভৌতিককার্য্য তাহা সূক্ষ্ম
প্রত্যক্ষ হয়, তাহাব আর সন্দেহ নাই। নানা-
বিধ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের
ভৌতিকত্ব অনুমিত হয়। আকাশাদি পঞ্চ
ভূতের শব্দাদিগুণ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ে সূক্ষ্ম
প্রত্যক্ষ হয়। অতএব শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ও
ভৌতিকপদার্থ ॥ ১২ ॥

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তা শাস্ত্রেণাপাবগম্যতে।
যাবৎ কিঞ্চিদ্ভবেদেতাদিদং শব্দোদিতং জগৎ ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জগৎকে আকাশাদি পঞ্চ-
ভূতের কার্য্যক্ষেপে নির্ণয় করিয়া এইক্ষণ জগৎ
সৃষ্টির পূর্বে যে একমাত্র সংস্করণ ব্রহ্মই বিদ্য-
মান ছিলেন, এই বিষয়ে ব্রহ্ম প্রতিপাদক
শ্রুতির মর্ম্ম বিবৃত হইতেছেন। চক্ষু, কর্ণ,
নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়
এবং বাক্, পানি, পান, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ
কশ্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা
যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় এবং বোদাত্তাদি
শাস্ত্র ও সন্দর্ভদ্বারা যাহা অনুমিত হয়, সেই
সমুদায় পদার্থই এই জগৎ শব্দের বাচ্য অর্থাৎ
অমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ও অনুমান
কবিত্তে পানি, সেই সমুদায় পদার্থকে জগৎ
বলিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ইদং সর্বং পুৰা সৃষ্টেবেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদেবাসীন্নাসরূপে নাস্তামিত্যাকর্ণধ্বজঃ ॥ ১৪ ॥
মহাত্মা আকণিক স্রং উপনিষৎ মধে
বলিয়াছেন যে এই পরিদৃষ্টমান জগৎ সৃষ্টক
পূর্বে একমাত্র সংস্করণ পরাৎপর পরমশক্তি
পুরুষোত্তম অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন।
তখন নামরূপাবি কোন পদার্থই বর্তমান
ছিল না। সুতরাং জগতের আদিতে কেবল
ব্রহ্মেবই বিদ্যমানতা জানা যায় ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশী-সরলব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

ভূতবিবেক বুঝিতে হইলে ভগবদকীতার
দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য
অগ্র বুঝিতে হবে। যথা—
“নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সত্যঃ।
উভয়োরপিদুষ্টৌহস্তো অনয়োস্তদ্বদর্শিতঃ ॥”

অসত্যঃ ভাবো ন বিদ্যাতে সত্যঃ অভাব ন
বিদ্যাতে তদ্বদর্শিতঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি
অস্তঃ দুষ্টঃ।

অনিত্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই (অর্থাৎ যাহা
নাই তাহা কখন থাকিতে পারে না) আর

নিত্যবস্তুর ধ্বংস নাই (অর্থাৎ যাহা আছে তাহার অস্তিত্বরহিত হইতে পাবে না) তত্ত্ব দর্শিগণই উভয়ের অন্তঃ (পরিণাম) দেখিতে পান।

উপবোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য বুঝিতে পারিলে ভূতবিবেকের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

উক্ত ভূতবিবেকের প্রথম শ্লোকেই অবৈত সংপদার্থের উল্লেখ আছে ঐ সংপদার্থ পঞ্চভূত বিচারদ্বারা মানববুদ্ধির গম্য হইতে পারে। এইজন্য পঞ্চভূতের বিচার আবশ্যক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টিক্রমানুসারে স্থূপ হইতে স্থূলপদার্থের উৎপত্তি সর্ববিজ্ঞানসম্মত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ হাইড্রোজান, অক্সিজান, নাইট্রোজান প্রভৃতি ষষ্টি উপাদান জগতের আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। ঐ ষষ্টি উপাদান হইতে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে বলেন। প্রাচীনকালে সাংখ্যকার কপিল আদিতে প্রকৃতিপুরুষ দুইটী তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু প্রকৃতগক্ষে তাহার প্রকৃতিই জগৎস্রষ্টা, পুরুষ কেবল প্রকৃতির গৌণ সাহায্যকারী মাত্র। অর্থাৎ পুরুষের সাহায্য বিনা প্রকৃতি অক্রিয়াবস্থায় থাকে। সাংখ্যের মতে পুরুষ চক্ষুদ্বান অতএব দ্রষ্টা, কিন্তু খঞ্জের দ্বায় অক্ষম। প্রকৃতিই কার্যের কর্তা, কিন্তু চক্ষুহীন অন্ধের দ্বায় হইলেও চক্ষুদ্বান খঞ্জপুরুষের সাহায্যে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

যেমন বলবান কার্য্যক্ষম অন্ধের স্বল্পে চক্ষুদ্বান খঞ্জ উঠিলে খঞ্জের ঈদ্রিতে অন্ধ সমস্ত কার্য্য করিতে পারে, অতথায় কার্য্য সক্ষম ও গতিশক্তি-বিশিষ্ট হইলেও দৃষ্টিশক্তির অতাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকিতে হয়, সেইরূপ পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃতি জড়ের দ্বায় থাকে। পুরুষের গৌণ সাহায্যে প্রকৃতি মুখ্যকার্য্যকারী হয়।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতি হইতেই বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষসংযুক্ত প্রকৃতি অষ্টভাগে বিভক্ত ও শোড়শবিকারে পরিণত হয়। অতএব সাংখ্যের অষ্টপ্রকৃতি ও শোড়শবিকারই এই চত্বারিংশৎ প্রাকৃতিক তত্ত্বই জগতের মূল কারণ, ঐ চত্বারিংশতি তত্ত্বাতিরিক্ত পুরুষও সাংখ্যের স্বকৃত। ঐ অষ্টপ্রকৃতি যথা মূলপ্রকৃতি, মহত্ত্ব, (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহংতত্ত্ব, (আমিষ, মমত্ব, আভ্যমান) আকাণ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি। শোড়শবিকার যথা দশেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গিহ্বা, স্বক, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, একাদশ ইন্দ্রিয় মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সাংখ্যমতে এই চত্বারিংশতি তত্ত্বই জগতের আদি। বেদান্ত সাংখ্যের দ্বায় সর্ব আদতে প্রকৃতিপুরুষের দুইটী তত্ত্ব স্বাকার করেন না। বেদান্তমতে জগতের মূল কারণ এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না; কিন্তু যখন বীজ ও ক্ষেত্র উভয় সংযোগ ব্যতীত জগতে কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হয় না, তখন আশু দৃষ্টে সাংখ্যের মতটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রথম বীজ ও ক্ষেত্র কোথা হইতে আসিল? বেদান্তদর্শনে উহার বিশদ নীমাংসা আছে। বেদান্তদর্শনে নীমাংসিত হইয়াছে যে এক অবিভী অবিভক্ত সংপদার্থই অনাদি অনন্ত নিত্য সাম্বত। উহার দুইটী অবস্থা ব্যক্ত ও অব্যক্ত। যখন সত্তের শক্তির বিকাশ হয়, তখন ঐ নিত্যপদার্থ ব্যক্ত, যখন শক্তির বিকাশ না হয় তখন অব্যক্তভাবে পন্ন থাকেন। ঐ শক্তি পৃথক পদার্থ নহে বা উহার অস্তিত্ব পৃথক বলিয়া কিছু নাই। কার্য্য দৃষ্টেই শক্তি অল্পমিত হয়। অগ্নির যে দাহিকাশক্তি আছে দহনকার্য্যদ্বারা ঐ দাহিকাশক্তি অল্পমিত হয়। ফলিতার্থ কার্য্য অল্পভূত না হইলে তাহার শক্তি অল্পমিত হইতে পারে না। কিন্তু কার্য্য কে অল্পভব করে?

সং অর্থে অস্তিত্ব বা আছে, এই ভাবমাত্র। ঐ ভাব যখন অব্যক্ত তখন অনন্তত্ব, যখন ব্যক্ত তখন অনন্তত্ব হয়। ঐ অনন্তত্ব অর্থে প্রকাশ, কিন্তু অনন্তত্বের বিষয় ব্যতীত কি অনন্তত্ব হইবে? তবে ঐ মূল কারণ হইতে প্রথম কার্য বা বিষয় যাহা প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশের মধ্যে কার্য ও জ্ঞান উভয়ই আছে। কার্যের নাম বিষয় বা ক্ষেত্র জ্ঞানানন্তত্বকারীর নাম বিষয় বা ক্ষেত্রজ্ঞ। এতাবতায় সত্যত্ব হইতেছে যে সেই একমেব অদ্বিতীয় নিত্য সং (অস্তিত্ব আছে) ভাবের মধ্যে অনন্তত্ব ও অনন্তত্ব বিষয়শক্তি লুপ্তিযুক্ত আছে। ঐ বিষয়-শক্তি হইতে প্রথমে যে কার্যের বা বিষয়ের বিকাশ হয় ঐ বিকাশ অনন্তত্বকর্তৃক গৃহীত হয়। যদি অনন্তত্বের অস্তিত্ব না থাকিত তবে কার্য বা বিষয়ের কখনই বিকাশ হইত না। ঐ অনন্তত্বই স্বয়ং অনন্তত্বকারী জ্ঞান বা স্রষ্টা উহাই সাক্ষীপুরুষ এবং ক্রিয়াকারী বিষয় শক্তিই প্রকৃতি। ঐ শক্তিকর্তৃক প্রকৃতিরূপে কার্যকৃত হয় বলিয়া উহা নাম প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতিই সতের ভাব এই জ্ঞান উহা অপার নাম স্বভাব। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং বেদান্তের জ্ঞান ও শক্তি অথবা চৈতন্য ও মায়া একই কথা। প্রকৃতপক্ষে উহা দুইটা তত্ত্ব নহে একই তত্ত্বের দুইটা ভাববিশেষ ঐ দুইটা ভাব-পন্থ্যের সংমিশ্রিত ও কার্যকারণস্বারা গ্রথিত। কাবণ হইতে যে প্রথম কার্য উৎপন্ন হয় সেই প্রথম কার্যই তৎপরবর্ত্তি কার্যের কাবণ-রূপে পরিণত হয়। ঐ কার্যই আবার তৎপরবর্ত্তি কার্যের কারণ হয়। প্রকৃতপক্ষে এতোক কার্যে তাহার কাবণ সংযোজিত হওয়ায় ঐ কার্য হইতে পুনঃ কারণ উৎপন্ন হইয়া নতুন কার্য প্রসব করে। এইরূপে কারণ হইতে কার্য এবং কার্য হইতে কারণ উদ্ভূত

হইয়া বৈচিত্র্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বৈদান্তিক-গণ বলেন যে অদ্বিতীয় নিত্য সতের মায়া বা শক্তিই দৃশ্যজগতের প্রথম কারণ। উহার প্রথম কার্যই আকাশ, ঐ আকাশই বায়ুর কারণরূপ। আবার বায়ু তেজের কারণ তেজ জলের কাবণ, জল পৃথিবীর কারণ। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে দাহনকার্য দৃষ্টে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে অনন্তত্ব হয়, ঐ দাহিকা-শক্তিই দাহনকার্যের কারণ। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে পঞ্চভূতরূপ কার্যের বিষয় ব্যতীত সর্ব মূলকারণ সংপদার্থ অনন্তত্ব হইতে পাবে না।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও সাংখ্যের চত্বারিংশতি-তত্ত্বাবিশিষ্ট পুরুষ স্বীকৃত হওয়ায়, সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য হইতে পারে। যাহা হউক সাংখ্যাকার কপিল প্রকৃতিপুরুষের অতি-বিস্তৃত অস্তিত্ব এক মূলতত্ত্ব স্বীকার না করায় তৎপরবর্ত্তি ভাষ্যকাবণ "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণা-ভাবাৎ" বলিয়া জড়প্রকৃতিকে ঈশ্বরের আদান প্রদান কবিরাজেন। উক্ত মত বাদ হইতে, তৎপরবর্ত্তি বুদ্ধ বোধ ধারণা অসং আকাশই (শূন্য) যে জগৎকারণ ইহা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত মতবাদ খণ্ডনের এবং অসং শূন্য যে জগৎকারণ হইতে পারে না, সংই জগৎকারণ প্রমাণ জ্ঞান উক্ত ভূতবিবেক বা পঞ্চ-ভূত বিচারে প্রয়োজন হইয়াছে।

পঞ্চভূতের প্রথম ভূত আকাশ। বেদান্ত-মতে আকাশই মায়া বা শক্তির প্রথম কার্য। সতের সত্ত্বাত্মেই আকাশের সত্ত্বা, আকাশ অর্থে শূন্য বা অবকাশ এবং তাহার গুণই ধ্বনি বা শব্দ। ঐ শূন্য বা ধ্বনি সংপদার্থে নাই। সত্ত্ব কেবল অস্তিত্বভাবমাত্র আছে। ঐ অস্তিত্ব বা আছে কখন শূন্য বা নাই হইতে পারে না।

আবার সং কেবল অন্তিমমাত্র। উহা পৃথক কোন পদার্থ নহে বা উহার প্রকৃত কোন গুণ বা শব্দ নাই। উহা শব্দস্পর্শাদির অতীত, পঞ্চভূতে শব্দস্পর্শাদি আছে। কিন্তু নিত্য সংপদার্থে তাহা নাই, ঐ সংপদার্থরূপ সত্য-ভিত্তিতে চিত্রবিচিত্র মিথ্যাজগৎ প্রকটিত হইয়াছে। ঐ প্রকটিত বৈচিত্র্য মিথ্যাজগতের উপাদান আকাশাদিপঞ্চমহাভূত। উহা মায়া বা শক্তির কার্য্য, ঐ মায়ার তামসিক অংশ বা তামসিক মায়াই জগতের উপাদান কাবণ। ঐ তামসিকমায়ার প্রথম বিবর্তনই আকাশ বা শূন্য। কিন্তু উহা শূন্য হইলেও উহার শব্দগুণ আছে, উপরোক্ত বিষয় অতীব জটিল ও দুর্বোধ্য। অর্থাৎ সহসা বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। যেহেতু বাহ্য জগৎকালপেয় মূল কারণ অর্থাৎ নিত্য সংপদার্থ (প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহাকে পদার্থ বলি তাহা নহে)। তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত এবং তাঁহার মায়া বা শক্তিও (যাহা কর্ম্মজগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে) কার্য্য ব্যতীত অনুভূত হয় না। ঐ শক্তির আদি বিবর্তন আকাশ ও (শূন্য) প্রকৃতপক্ষে অনুভূত কেবল উহার গুণ বা কার্য্য হইতেই অনুভূত হয়। যদি আকাশে শব্দ, গতি, (বায়ু) ও জ্যোতি (আলো) প্রকাশিত না হইত, তবে আকাশও শক্তির ছায় জ্ঞানানুভবের অতীত হইত। ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে সং শক্তি ও আকাশ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত যে যে ভূতের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্রব আছে সেই ভূত বা ভৌতিক জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে, শক্তি বা কার্য্য ব্যতীত শক্তি কখনই অনুভূত হইতে পারে না। আকাশও তজ্জপ, যেহেতু আকাশের গুণ শব্দ এবং শব্দ হইতে কম্পনগতি Vibratory

motion উৎপন্ন হয়। সেই গতিদ্বারা শব্দ চালিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়। পক্ষান্তরে শব্দ ও গতি হইতে জ্যোতিব বিকাশ হয় (উহা বিজ্ঞানসম্মত)* ঐ জ্যোতি বা আলোক দ্বারা অবকাশ বা শূন্য প্রতীয়মান হয়। আলোক কোন পদার্থের উপর পতিত হইলে, সেই পদার্থের আকৃতির প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ঐ বিম্বীভূত জ্যোতি, গতিদ্বারা চালিত হইয়া দর্শনে প্রতীভাত হয়, তাহাতেই বস্তুর আকার দৃষ্ট-গোচর হয়। কিন্তু যেখানে কোন দর্শনযোগ্য বস্তু নাই, অবকাশ বা ফাঁক আছে, সেই স্থানে বদৃশ অণু পরমাণু প্রতিবিম্বিত স্বাভাবিক তেজস জ্যোতি + চক্রে প্রতীভাত হওয়ায় ঐ অবকাশ বা শূন্য অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে শূন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু নহে, ঐ শূন্যে অসীম আলোকরাশিমাাত্র অনুভূত হয়। যাহাকে আমরা অন্ধকার বলি, তাহা আলোকাভাব ব্যতীত কিছুই নহে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে আমরা অন্ধকারমাাত্র অনুভব করি। এ অন্ধকাবস্থানে যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু অনুভূত হয় না, তথায় অন্ধকায়ময় শূন্য অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা আলোকেরই অভাব অনুভূত হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতি যেমন অনুভবের বিষয়, সেইরূপ উতাদেব অভাবও একটা অনুভবের বিষয়। উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক একটা ভূত, যথা—ক্ষিত, জল, তেজ, বায়ু ও ঐ ভূতচতুষ্টয়ের অভাব (শূন্য বা আকাশকে) কে অনুভব করে? পৃথিবী বা

* বর্তমানবর্ষের সংখ্যা হিন্দুপত্রিকার আমার প্রবন্ধ
হৃষ্টতত্ত্ব ও ত্রিমূর্ত্তিশীর্ণক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

+ স্বভাবতঃ তেজসপদার্থের অণু পরমাণু আছে। ঐ
অণু পরমাণুর গুণানুসারে তেজ নানাপ্রকারে বিকশিত
হয় যথা তড়িৎ, অগ্নি, স্বর্য্যকিরণ প্রভৃতি।

ক্ষিতিতে কঠিনতা, আর্দ্রতা, তেজ, বায়ু ও ছিদ্রতা বা আকাশ আছে এবং ঐ পঞ্চভূতব-
গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র
অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় আছে। জলে
কেবল গন্ধগুণ ব্যতীত রূপ, রস, স্পর্শ, ও শব্দ
গুণ থাকায় চারিটাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আছে ;
তেজেও রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ থাকায় তিনটাই
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বায়ুতে স্পর্শ এবং শব্দগুণ
থাকায় দুইটাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবস্তু আছে। আকাশে
শব্দগুণ আছে, যেহেতু ছিদ্র বা অবকাশ ব্যতীত
শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুর মধ্যে যদি
ছিদ্র বা অবকাশ আদৌ না থাকিত তবে কম্পন
বা অণু পৰমাণুর মধ্যে ঘর্ষণ সম্ভব হইত না।
যতই দৃঢ় বস্তু হউক না কেন, যদি বস্তুর মধ্যে
আকাশ অর্থাৎ ছিদ্র না থাকিত, তাহাহইলে
বস্তুর বিভক্ত কোন অণু পৰমাণু স্বীকৃত হইত
না। সমস্ত বস্তুই এক অবিভক্ত হইত। সুতরাং
পরস্পরবেব মধ্যে ঘর্ষণ, বা কম্পন অসম্ভব হইত।
এই জন্ত শব্দ আকাশের গুণ; ঐ শব্দ হইতেই
গতি উৎপন্ন হইয়া, ঐ গতিদ্বারা শব্দ চালিত
হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়। অতএব
আকাশে শব্দগুণ থাকিলেও ঐ গুণের কার্য্য
শব্দব্যতীত আকাশ বা শূন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের বা
অন্ত কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না।
ঐতিপূর্বে কথিত হইয়াছে, আমরা যে আকাশ
অনুভব করি, উহা আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত
কিছুই নহে। ঐ আলোকদ্বারা যে আকাশ বা
অবকাশ অনুভূত হয় উহা প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা
এবং জল এই দুইটাই ভূতের অবকাশ বা অভাব
ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐ আলোক প্রাতি-
বিষিত শূন্যস্থানে জ্যোতি এবং গতি উভয়
আছে ঐ অবকাশ অর্থে তথায় পৃথিবী এবং
জলরাশি নাই। অতএব আলোকদ্বারা যে
আকাশ অনুভব করি তাহাতে প্রকৃতপক্ষে

তেজ এবং বায়ু থাকায় উহা আমাদের তিনটাই
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু আছে, ঐ আকাশ বা শূন্যে
তেজ (আলোক) এবং বায়ু (গতি) না থাকিলে
শূন্য কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু হইত না। এমন
কি চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় আমরা যে অন্ধকারময়
শূন্য অনুভব করি ঐ শূন্যে আলোক বা জ্যোতি
আছে; কিন্তু চক্ষুমুদ্রিত থাকায় ঐ তৈজস
অনুবিষিত জ্যোতি চক্ষে প্রতিভাত হয় না।
এই জন্ত অন্ধকার অনুভূত হয় প্রকৃতপক্ষে
আলোকের অভাবই অন্ধকার; তমোময়
আকাশে আলোক অনুভূত না হইলেও ঐ
অন্ধকারে শব্দ ও গতি অনুভূত হয়। চক্ষু
মুদ্রিতাবস্থায় তৈজসানুবিষিত জ্যোতি চক্ষুদ্বারা
দর্শক দ্বায়তে প্রতিভাত হইতে পারে না বটে,
কিন্তু বায়ুর গতিদ্বারা লোমকূপ এবং অন্ত্রাজ
দ্বারা দিয়া অতি অস্পষ্টভাবে শরীরভাষ্তরে
প্রবিষ্ট এবং মস্তিষ্কে নীত হইয়া তাতার অতিশয়
ক্ষীণ অস্পষ্ট আভা দর্শকদ্বায় স্পর্শিত হয়;
কিন্তু বাহ্যিকেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ চক্ষুর) সহিত
বহির্জগতের সংস্রব না থাকায় এবং অন্তরে-
ন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ তেজোময় সূক্ষ্মতত্ত্ব
(যাহা বেদান্তদর্শনে ললাটস্থিত অক্ষিপুরুষ
বলিয়া বর্ণিত আছে) * চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত
ফুট বা বিকশিত না হওয়ায় † ঘোর অস্পষ্ট
একটা ভাবমাত্র মস্তিষ্কে নীত এবং অন্তরে
অনুভূত হয়। ঐ বায়ুকে কোন কোন শাস্ত্র-
কার তমো বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেহেতু
তেজ বা জ্যোতিহীন বায়ু তমোময় তাহার
সন্দেহ নাই। ঐ বায়ুকর্তৃক অ্যাকাশের স্বাভাবিক
একটা অস্পষ্টধ্বনিও অন্ধকারে কর্ণকূহরে প্রাণিষ্ট

* ঐ তেজোময় সূক্ষ্মতত্ত্ব বা অক্ষিপুরুষই বরং দর্শন-
জ্ঞান চক্ষু উহার বহিষ্কাররূপ।

† বায়ুসাধন ব্যতীত সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয়ের বিকাশ
হয় না তবে বহিরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যজ্ঞান হয়।

হয়। এভাবেভায় সাব্যস্ত হইতেছে যে যাহা আনন্দ আকাশ বলিয়া অনুভব করি তাহা আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত কিছুই নহে। জ্যোতি এবং গতিভিন্ন যথাক্রমে আলোক এবং অন্ধকার অনুভূত হইতে পারে না। এ আলোক ও অন্ধকার ত্যাগ করিলে, কিছুই নাই এই অভাবনাত্মক অন্তরে উপলব্ধি হয়। তদ্বিত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুই থাকে না।

ইন্দ্রিয় কি-পদার্থ বিবেচনা করিতে হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ঐ ইন্দ্রিয় সকলও ভৌতিক পদার্থ অর্থাৎ দশটী ইন্দ্রিয় পঞ্চভূতের বিকার বা বিবর্তনমাত্র যেহেতু এক একটী জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সহিত এক একটী বাহ্যবিষয়ের সংস্রব হইতে অন্তরে এক এক প্রকারে ভাবে উপলব্ধি হয়। ঐ উপলব্ধি মনের উদ্বোধনমাত্র। আধুনিক পশ্চাত্যবিজ্ঞানদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে তড়িতের মধ্যে সম ও বিষম বা স্বজাতীয় বা বিজাতীয় (Positive Negative) তড়িত আছে। ঐ সম বিষম বা স্বজাতীয় বিজাতীয় উভয় তড়িতের সংস্রবে আকর্ষণ-শক্তি উৎপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং পরস্পর উভয় স্বজাতীয় তড়িতের সংস্রবে তদ্রূপ আকর্ষণশক্তির বিকাশ হয় না বরং বিকর্ষণ বা বিক্ষেপণশক্তির বিকাশ হইয়া বস্তুবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য-বিষয়ের সংস্রব উপরোক্ত নিয়মান্বিত। চক্ষু তেজোময় স্বচ্ছপদার্থ এবং সূর্য্যকিরণও তৈজস-পদার্থ গুণভেদে উভয়ের মধ্যে সম ও বৈষম্য-ভাব আছে। তজ্জন্তু আকর্ষণজনিত সৌর-কর-বিশিষ্ট পদার্থের তৈজসভা তেজোময় স্বচ্ছ চক্ষে প্রতিভাত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বিকাশিত এবং বিকীরিত হয়, তজ্জন্তু উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিক্ষেপণ ক্রিয়াবশ্ত হয়। ঐ আকর্ষণ বিক্ষেপণজনিত

সংঘর্ষ হইতে উদ্বোধনের বিকাশ হয়। দর্শক-দ্রাঘ ও সৌর কর, রাসায়নিকদ্রাঘ এবং রস, ঘ্রাণিকদ্রাঘ এবং ঘ্রাণ, গভ্রাণপাদকদ্রাঘ, গতি ও শব্দবাহক দ্রাঘ এবং শব্দ একই গুণবিশিষ্ট পদার্থ। কিন্তু সম বিষম তড়িতের ভ্রায় উহাদের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্যভাব থাকায় উভয়ের যোগ বিয়োগ হইতে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া উদ্বোধনশক্তির বিকাশ হয়। হিন্দু-দার্শনিকগণের মতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম সত্ত্ব রজগুণ হইতে বিকাশিত এবং তাহার সাবসংগ্রহ হইতে মন * ও প্রাণের বিকাশ হয়। হিন্দুদিগের সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রে প্রকৃতি ত্রিগুণাশ্রিতা ও ত্রিগুণের সাধ্য সত্ত্বগুণদ্বারা জ্ঞান, কর্ম ও উদ্যোগাদি সৃষ্টির বিকাশ হয়, রজগুণদ্বারা কাম, ক্রোধ, মোহ প্রভৃতি ও যজ্ঞ, ক্রিয়া, উদ্বিগ্ন হয়, তমগুণদ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া উহা জড়ীয় উপাদানে বিবর্তিত হয়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে আকাশাদিপঞ্চভূত প্রকৃতির বিবর্তনমাত্র অর্থাৎ তামসীপ্রকৃতিই ক্রমাগত আকাশাদিপঞ্চভূতে পরিণত হইয়াছে। ঐ তমোময় পঞ্চভূতের মধ্যেও সত্ত্ব ও রজগুণ লুক্কায়িত আছে এভাবে, ঐ পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ বা সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহার সারভূত মন, বুদ্ধির এবং রজোগুণ হইতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং তাহার সারভূত প্রাণ ও কামাদি প্রকৃতির এবং তমগুণ হইতে স্মরণেহের বিকাশ অসম্ভব বা অদার্শনিক নহে। ইতিপূর্বে পঞ্চকোষবিচারকালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সমগ্র ইন্দ্রিয় এবং দৈহিককরণ (Organ) শিরী, ধমনী প্রভৃতি সমগ্র শরীরাত্ম-

* বুদ্ধি মনের উচ্চাঙ্গ কোন কোন দর্শনশাস্ত্রে মন চারিভাগে বিভক্ত যথা মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত এবং প্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত যথা প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ব্যান

স্তরে যে স্বায়ু ও তপোভাবে আছে ঐ সমগ্র দেহবাপী স্বায়ুর মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে ওতপোতভাবে জীবনক্রিয়া জ্ঞান ও আনন্দ-স্রোত আছে। মেরুদণ্ডস্থিত মূলধার হইতে মস্তিষ্কের নিম্নপর্ষ্যন্ত যে ছয়টি স্বায়ুচক্র আছে ঐ মস্তিষ্ক এবং ছয়টি স্বায়ুচক্রই ঐ সকল স্রোতের উৎপত্তি স্থান এবং ক্রিয়াভূমি। যাহাই হউক চিন্তের স্রুথ, বুদ্ধির নিশ্চয়ায়িকারুতি, মনের সংশয়ায়িকারুতি, ইঞ্জিয় ও ইন্দ্রিয়জনিত প্ররুতি ও প্রাণাদি সমস্তই ভৌতিকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। তত্ত্বিম বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অমুভূত বিষয়, যেহেতু বুদ্ধিরাবা আমবা যে সকল বিষয় বিবেচনা করি বা মনেব দ্বাৰা যাহা চিন্তা করি, ইন্দ্রিয়জনিত যে সকল স্রুথ হ্রুথ বা ক্রিয়া অমুভব কবি ঐ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং তাহার ভালমন্দ সকলই আমাদের জ্ঞানের নিকট অমুভূত হয়। অতএব বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিও যে অমুভূত বিষয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যাহা অমুভূত বিষয় তাহা স্বয়ং কখনও অমুভবকারী বিষয়ী হইতে পারে না। অমুভবকারী ও অমুভূত বিষয় কখনও এক হইতে পারে না। অবশ্যই চেতনশরীবে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ুর ভায় মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ-বস্তু নহে। মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া আমরা মন, বুদ্ধির সাহায্যে অমুভব করি মাত্র। মৃতদেহে গতিক্ত্ব পদার্থবিশেষ যাহা বৈজ্ঞানিকগণ বুদ্ধি ও মন জাতীয়পদার্থ বলেন। তাহা সম্পূর্ণ পরীক্ষিত নহে। তদ্রূপ পরীক্ষিত হইতেও পারে না। যদি মস্তিষ্ক জাতীয়পদার্থই মন ও বুদ্ধি স্বীকার করা যায় তাহাহইলে উহা জ্ঞানানুভূতি ও তজ্জনিত ভাবসমূহ বিকাশের পরিচালক (conductor) স্বরূপ। ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে পঞ্চভূতস্ব স্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি ; বস্তুগুণ হইতে কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের

উৎপত্তি হয়। ঐ স্বগুণদ্বারা জ্ঞান ও তজ্জনিত সবলতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, প্রভৃতি সৃষ্টির এবং বস্তুগুণদ্বারা কামক্ৰোধাদি অসৃষ্টির বিকাশ হয়। উপরোক্ত বর্ণনা এবং প্রমাণদ্বারা মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিব ভৌতিকত্ব স্পষ্ট সাব্যস্ত হইতেছে। অতএব মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে পঞ্চভূতস্ব স্বগুণগোৎপন্ন পদার্থ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। যেমন সমস্ত পদার্থভাস্তরে তাড়িত-শক্তি লুক্কায়িত আছে। কিন্তু ঐ তড়িতের পরিচালকপদার্থ বাতীত তড়িতের বিকাশ হয় না সেইরূপ বস্তু বা অদৃশ্যজগতের সমস্ত পদার্থভাস্তরে সেই অদ্বিতীয় নিত্য সংপদার্থ আছে, সেই নিত্য সত্তের পরিচালকরূপ জাগতিক মন বাতীত সেই সত্তেব প্রকাশরূপ চৈতন্য বা জ্ঞানানুভূতির বিকাশ হয় না। সত্তেব শক্তিই পঞ্চভূতে এবং ঐ পঞ্চভূতগোৎপন্ন স্রুথ এবং স্রুথ জগৎরূপে পিবর্তিত হইয়া সেই নিত্য সংপদার্থ অবলম্বনে স্থিত আছে। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে সমস্ত অমুভূত বিষয়গািই অসংপদার্থ (অর্থাৎ ভূত বা ভৌতিকপদার্থ) এবং অমুভবকারী অবিকৃত নিতাজ্ঞানই সংপদার্থ। ঐ অবিকৃত নিত্য জ্ঞানাবলম্বনে জ্ঞানের বিষয় উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্বেবর্ণিত এক অদ্বিতীয় তড়িতেব মধ্যে ছইপ্রকার শক্তি বা গুণ দৃষ্ট হয়, তদ্বৎ দুই জাতীয় তড়িৎ কহে যথা সম ও বিষম (Positive & Negative) উহাকে যৌগিক ও বিয়ৌগিক তড়িৎও কহে। উহাদ্বারা আকর্ষণী ও বিয়াকর্ষণীক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে যোগ ও বিয়োগ বা আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ পৃথক পৃথক পদার্থের কার্য নহে, একই পদার্থের কার্য। ঐ তড়িৎ যখন অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তখন উহার কোন ক্রিয়া হয় না (Neutral state) এ থাকে, পরে পরিচালক বস্তুর সাহায্যে উত্তেজিত হইয়া

আভ্যন্তরীণ বর্ষণ উপস্থিত হয়, তদ্বারা উষ্ণতার বিকাশ হয়, ঐ উষ্ণতার বিকাশ হইলে বস্তুর আভ্যন্তরীণ অণু সকল বিস্ফিষ্ট ও দ্রবীভূত হয়। যখন ঐ উষ্ণতার পূর্ণ বিকাশ হয় তখন তেজ উর্দ্ধে বিকীরিত হইয়া বাষ্পীভূত হইয়া যায় ও বস্তুর আভ্যন্তরীণভাগ শীতল হইয়া বস্তুর বিস্ফিষ্ট অণু সকল পরস্পর পুনঃ সংযুক্ত হইতে থাকে, তাহাই আকর্ষণশক্তির কার্য। ইহা দ্বারা স্পষ্ট সাব্যস্ত হইতেছে যে, যৌগিক ও বিয়োগিক তড়িৎ ও আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ পৃথক পদার্থের নহে, একই পদার্থের দুইটা অবস্থামাত্র। এই ক্ষণে ঐ তড়িৎের সহিত নিত্য সংপদার্থের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ নিত্য জ্ঞানময় সংপদার্থ সৃষ্টির পূর্বে অবিকশিত অবস্থায় ছিল; পরে তাহার স্বভাব শক্তি উত্তেজিত হইয়া জগতের কার্যারম্ভ হইয়াছিল। ঐ শক্তি ত্রিগুণাশ্রিতা, ঐ তিনটা গুণ বা ঐ গুণজাত মহন্তস্ত (অর্থাৎ সমষ্টি মন) নিত্য সংপদার্থের পরিচালক (conductor) স্বরূপ। ঐ তিনটা গুণদ্বারা জ্ঞানের বিষয় এবং বিষয়ের অনুভূতি ও ক্রিয়ার বিকাশ হয়। প্রথমতঃ তমঃগুণ (জগতের উপাদান কারণ) সূক্ষ্ম মহাত্মতে বিবর্তিত হয় এবং রজঃগুণই চেষ্টা, যত্ন ও ক্রিয়ায় পরিণত হয়, তদ্বারা ঐ মহাত্মত দ্রবীভূত হওনান্তর আভ্যন্তরীণ তেজ বা রাগ বিকাশিত ও বিকীরিত হয়; তদনন্তর সত্ত্বগুণের বিকাশ হইলে তদ্বারা নিত্যজ্ঞানের বিকাশ ও সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয় * উহাই দার্শনিক মহ-

ত্ব ও গৌরাগিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। প্রকৃতপক্ষে ইহাই সগুণ ঈশ্বর বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট মন। ঐ মনই নিত্য সংপদার্থের পরিচালক (conductor) স্বরূপ, উহা স্বয়ং নিত্য সংপদার্থ নহে।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে শূন্য কোন পদার্থ নহে, পদার্থের অভাবই শূন্য। যদি পদার্থ বা বিষয় অবলম্বনে জ্ঞানের বিকাশ হয় তবে সেই বিষয়ের অভাব হইলে অবশ্যই অভাব বোধ হইবে। তাহা হইলে অভাবজ্ঞান একটা মান-সামুভূত বিষয় * কিন্তু ঐ অভাব কখন স্বয়ং অনুভবকারী বিষয়ী হইতে পারে না। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে, নিত্যজ্ঞান বা চিংই সংপদার্থ। মন ও বুদ্ধি উক্ত চিং বা জ্ঞান-বিকাশের পরিচালক যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়াদি ঐ যন্ত্রের দ্বারস্বরূপ। উক্ত দ্বার দিয়া পূর্বোক্ত পরিচালকযন্ত্রের সাহায্যে ভৌতিক জগৎ নিত্য-চৈতন্যে ভাসমান ও পরিপুষ্ট হয়। যখন সং আছে অথচ সং কোন অনুভূত পদার্থ নহে এবং অস্তিত্ব বিহীনও নহে, তখন ঐ সংপদার্থ এক আদ্যতীয় নিত্যজ্ঞান ব্যতীত অল্প কিছুই হইতে পারে না। সমগ্র জগৎই জ্ঞানের নিকট ভাসমান বা প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু নিত্যজ্ঞান ঐ জ্ঞানকে অনুভব করা ভিন্ন জগতের অল্প বস্তু ঐ জ্ঞানকে অনুভব করিতে পারে না। শূন্য জ্ঞানের অনুভূতপদার্থ, যেখানে জ্ঞানের নিকট বাহ্য কোন পদার্থ প্রকাশ হয় না সেই স্থলে পদার্থের অভাবই শূন্য বোধ হয়। কিন্তু

* বিষ্ণু কর্ণমূলদ্বারা মধুকৈটভ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টিক্রিয়াকারী ব্রহ্মাকে ভক্ষণে উদ্যত হইলে ব্রহ্মার তামসী মায়ার উপাসনা দ্বারা বশময় বিষ্ণু ঋগরিত হইয়া অহর বিনাশ করেন উহা সৃষ্টির আদিতে ত্রিগুণের যে সংবর্ষণ তাহা স্থানান্তরে দর্শাইব।

* হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে ঈশ্বর স্বভাববিহীন তপস্বী জাগরিত হইয়া কিছুই নাই শূন্য অনুভব করিলেন পরে পতিবিশিষ্ট হওয়ার বায়ু এবং আলোক উৎপন্ন হইল। স্বভাবো তপ অর্থে আভ্যন্তরীণ তাপজনিত ক্রিয়া। বাহ্য হউক জ্ঞানের বিষয়ের অভাব হইলে অণ্ড জ্ঞান থাকিলে শূন্য বা অভাব অনুভূত হইবে।

শূন্যেও শক্তি আছে, যখন আমরা চিল প্রভৃতি কোন কঠিন বস্তু বলদ্বারা শূন্যে উৎক্ষেপ করি তখন আমাদের ঐ উৎক্ষেপণীশক্তি ঐ চিলকে উর্দ্ধে লইয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণী-শক্তি আছে ঐ মাধ্যাকর্ষণীশক্তি ঐ উৎক্ষেপণী-শক্তির প্রতিকূলে ঐ চিলকে অধোদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, যখন ঐ সংঘর্ষণহেতু উভয় শক্তি তুল্য হয়, কেহ কাহান উপর কার্য্য করিতে সক্ষম না হয় তখন উভয়শক্তি মিলিত হইয়া শূন্যে বিলীন হয় এবং পৃথিবীস্থ মাধ্যাকর্ষণ (যাহা সর্ব্বদা আছে) তৎপ্রভাবে চিল পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, শূন্যেও শক্তি আছে। শক্তি ও ক্রিয়াদ্বারা জ্ঞানের নিকট ভাসমান হয়, যদি জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিত তাহাহইলে শক্তিবও বিকাশ অসম্ভব হইত, আবার শক্তির বিকাশ না হইলে জ্ঞানের বাহ্যবিকাশ হইত না। এই ভৌতিক জগৎ সমস্তই শক্তির কার্য্য, ঐ ভৌতিক জগৎ যাহা জ্ঞানের নিকট অহুত হয় ঐ অহুতবই জ্ঞানের বাহ্যবিকাশ। একটু গাঢ় চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ একই কথা। মনে কর শক্তি, গতি (motion) রূপে বিবর্তিত এবং তাহার ক্রিয়াক্রম বায়ু প্রবাহিত হইল, ঐ বায়ুপ্রবাহ জ্ঞানের নিকট প্রকাশিত হওয়ায় শক্তির বিবর্তনই যে গতি ও তাহার ক্রিয়াই যে বায়ুপ্রবাহ, ইহা অহুত হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, শক্তির বিবর্তনই ক্রিয়া এবং জ্ঞানের বিকাশ অহুতবই। মনে কর নিউটন বুদ্ধি দ্বারা তড়িতের শক্তি, গুণ ও তাহার পরিচালকপদার্থ এবং ক্রিয়া অহুতব করিলেন এবং বুদ্ধিদ্বারা ঐ পরিচালকবস্ত্র নির্মাণ করিয়া বার্তাবাহীযন্ত্রে পরিণত করিলেন। ঐ বুদ্ধির মধ্যে জ্ঞান ও তাহার

অহুত্ব আবার ঐ বুদ্ধির মধ্যে শক্তি ও তাহার ক্রিয়া উভয়ই আছে, আবার একটা বুদ্ধির বীজ মৃত্তিকাসংযুক্ত হওয়ায় ঐ বীজস্থ আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা ও মৃত্তিকার আর্দ্রতাহেতু ঐ বীজ অঙ্কুরিত এবং ক্রমে ক্রমে পল্লবিত ও প্রকাণ্ড শাখাযুক্ত বৃক্ষে যে পরিণত হয় উহা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে শক্তি ও তাহার ক্রিয়া এবং ভদ্রভাস্তরে জ্ঞান ও তাহার অহুত্ব আছে অস্বাভাবিক বাটেতে পারে। ঐ বীজ যখন প্রথম অঙ্কুরিত হইয়া পল্লবিত হয় তখন রিজুকের জায় মূল একটি অঙ্কুর তিনটা পল্লবের অঙ্কুর ও পরে পল্লব উদগম হয়, একটার গায় অপবটা স্পর্শ করে না। তদনন্তর প্রত্যেক শাখাপ্রশাখায় ঐরূপ অঙ্কুর ও পল্লব উদগম হয়, শব্দগুলিও ঐ নিয়মাবলী। ঐ বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল সমস্তই যেন সুবিস্তৃত ও সুনিয়মে ব্যবস্থাপিত আছে, বৃক্ষটা আমূল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন কোন কারিকার বৃক্ষটিকে সুব্যবস্থিতভাবে শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পত্র, ফুল, ফলে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বৃক্ষে যে স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি আছে ঐ পত্রাবের মধ্যে জ্ঞানাহুত্ব না থাকিলে বুদ্ধিসত্তার ক্রিয়ার জায় ঐ প্রকার সুবিস্তৃত সুনিয়মিত সুসজ্জা কখনই সম্ভব হইত না। আবার বৃক্ষটা অস্ত্রাঘাতে তাহার বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি কঠন করিলে বা ঐ বৃক্ষে অগ্নিপ্রদান বা অত্যন্ত উত্তাপসময় উষ্ণজল প্রদান করিলে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া ক্ষণকাল হয়, উহাই ঐ বৃক্ষের অন্তরে রেশাহুত্বের অন্ততর প্রমাণ * । বৃক্ষ

* উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা কেহ মনে কারবেন না যে বৃক্ষই যৎ বুদ্ধিমান ঐ বৃক্ষ উৎপাদনকারী শক্তির মধ্যে বুদ্ধি জ্ঞান লুক্কায়িত আছে ঐ বৃক্ষে তাহার অতি অল্পট আভ্যন্তরীণ প্রকাশ হয়।

দূরে থাকুক জড়পদার্থেরও অন্তরায়ুভূতি ও আভ্যন্তরীণ জীবনশক্তি আছে, ভূমিতে বহু-কাল শস্ত উৎপন্নের পর ভূমি ক্লান্তিহেতু অম্ল-করীয়া হয়, আবার কিছুকাল বিশ্রামান্তে সারাদি প্রদত্ত হইলে উহার অভাবপূরণ এবং উহা পুনরুৎপন্ন হয়, এমন কি যে সকল কল বা যন্ত্রদ্বারা জল প্রস্তুত ও পরিবর্তিত হয়, ঐ সকল কল বা যন্ত্র কার্য্য করিতে করিতে বন্ধ হইয়া যায় অথচ কল বা যন্ত্র ভগ্ন বা উহার কোন অঙ্গহানি হয় না এবং তাহার সংস্কারেরও প্রয়োজন হয় না, কিছু সময় বিশ্রাম দিলে ঐ কল বা যন্ত্র আপনা হইতেই চলে * এতাবতায় সাধারণ হইতেছে যে জগতের প্রত্যেক পদার্থভ্যন্তরে ক্রিয়াশক্তি এবং তদভ্যন্তরে জ্ঞানশক্তি লুক্কায়িত আছে তবে উপযুক্ত পরিচালক ব্যতীত বিকাশিত হয় না।

ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আকাশেও ক্রিয়াশক্তি আছে। যদি প্রত্যেক পদার্থভ্যন্তরে ক্রিয়াশক্তি আচ্ছন্ন বা ক্রিয়াশক্তির সহিত অবিমিশ্রভাবে গুল্ম জ্ঞানশক্তি থাকে তবে অনন্তাকাশেও স্বাভাবিকশক্তি ও তদভ্যন্তরে ঐ স্বভাবশক্তির সহিত অবিমিশ্রভাবে অনন্ত-জ্ঞানশক্তি লুক্কায়িত আছে। ভাষান্তরে বলিতে হইলে অনন্তজ্ঞান বা চিৎসমুদ্রে স্বভাবতঃ ক্রিয়াশক্তি ভাসমান হইয়া ঐ স্বভাবই পঞ্চ-ভূতে বিবর্তিত এবং পৃথিবী গ্রহনক্ষত্রপূর্ণ দৃশ্য-জগতে পরিণত হয়। যখন কলান্তকালে চিৎসমুদ্রে ঐ ক্রিয়াশক্তি লুক্কায়িত হয়, তখন

* ঐ গল্পের বিশ্রামের বৈজ্ঞানিক রহস্য স্বভাবের মধ্যে অস্পষ্ট অন্তরায়ুভূতির বৈজ্ঞানিকহেতু পরে দর্শিত হইবে।

চৈতন্য ক্রিয়াভাবে কেবল সম্মাত্রে পর্য্যবসিত হন, অর্থাৎ অমুভূতবিষয়াভাবে অমুভূতিও অবিকাশের ভ্রায় হয়, কেবল আপনাতে আপনি আছে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

পদার্থমাত্রেরই ক্রিয়াস্তে বিশ্রাম আছে, ঐ বিশ্রামের কার্য্য এই যে ক্রিয়াকালে আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা ক্রমে বিকীরিত হইয়া উর্দ্ধে বাষ্পীভূত হইয়া বাওরায় অভ্যন্তরভাগ অতিশয় শীতল হইয়া পড়ে ও পদার্থ অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায়। তৎকালে বস্তু অকর্ম্ম হইয়া পড়ে, পরে ঐ কঠিন বস্তুর অভ্যন্তরস্থ সংস্কৃষ্ট অণু সকল অতি সামান্যভাবে যে সংবর্ষণ * হয় তদ্বারা অভ্যন্তরভাগ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া অভ্যন্তরীণ অণু সকল কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনঃ ক্রিয়োপযোগী হয়। পূর্বে তাড়িৎশক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও উপরোক্ত নিয়মান্বীন।

উক্ত দৃষ্টান্তানুযায়ী জগৎসৃষ্টির পর জগতের ক্রিয়াতে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেল বায়ুতে বায়ু আকাশে লীন হয়; আকাশে গতিশক্তিরহিত হইলে শক্তি বা প্রকৃতি চিৎসমুদ্রে বিলীন হয়। চিৎশক্তির অভাবে পূর্বোক্ত মত সম্মাত্রে পর্য্যবসিত এবং নিত্য সম্মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে পঞ্চভূতের বিচার ব্যতীত জগতের মূল-কারণ সংপদার্থ যে কি তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, এই জন্ত পঞ্চভূতের বিচার ও তৎকর্ত্তৃক বিবেক আবশ্যক।

ক্রমশঃ—

* উক্ত সংবর্ষণ জ্ঞানায়ুভবের অতীত।

সামবেদান্তগতবিবাহাজ্জ হোমগন্ত্র ব্যাখ্যা পঞ্চমপ্রবন্ধ ।

ও লেখাসন্ধিযু পশ্চস্বাবর্তেষু চ যানি তে ।
তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং ॥ ১ ॥

অর্থঃ। (হে কত্তকে !) তে লেখাসন্ধিযু
পশ্চস্ব চ (তথা) অববর্তেষু যানি (কুলক্ষণানি
বর্তন্তে ইতি শেবঃ ।) তে তানি সর্বাণি পূর্ণা-
হত্যা অহং শময়ামি ॥ ১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কত্তকে ! তে তব
লেখাসন্ধিযু হস্তপদাদিত্তপাপবেথাণাং সন্ধিযু
মধ্যস্থলেযু পশ্চস্ব-নেত্রলেননু চ তথা আবর্তেষু
কুহরেষু চ ছিদ্ৰস্থানেষু যানি কুলক্ষণানি বর্তন্তে
তে তব তানি কুলক্ষণানি সর্বাণি অহং পূর্ণা-
হত্যা বহৌ প্রচুর্বাহতি প্রদানেন শময়ামি দ্বা-
করোমি । মদন্ত পূর্ণাহত্যা সমুপ্তৌ বহিঃ তব
চ সর্বাণি অন্তর্ভুচ্ছানি শময়তু ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গাহুবাদ । হে কত্তকে ! তোমার হস্ত
পদাদিত্ত বেথা সমুদায়ে নেত্রলেননমুহে এবং
মুখাদিদ্বারে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্তমান আছে,
আমি অগ্নিতে পূর্ণাহতি প্রদান করিয়া
সেই সমুদায় কুলক্ষণগুলিকে নিবারণ করি-
লাম ॥ ১ ॥

১। লেখাসন্ধিযু লেখানাং বেথাণাং সন্ধিযু
উল্ল্যো রগয়োশ্চ ব্যত্যয়ো বহুলাং ইতি যুগ্মাং
রকারন্ত লকারঃ ।

ও কেশেযু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে কদিতে চ
যং । তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং ॥ ২ ॥

অর্থঃ। হে কত্তকে ! তে কেশেযু যং
পাপকং চ (তথা) কীক্ষিতে কদিতে চ যং তানি
সর্বাণি পূর্ণাহত্যা অহং শময়ামি ॥ ২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কত্তকে ! তে তব
কেশেযু যংপাপকং পাপলক্ষণং কুলক্ষণং ইতি
যাবৎ তথা কীক্ষিতে দর্শনে তথা কদিতে অশ্র-
বিমোচনে যং পাপকং তানি সর্বাণি কুলক্ষণানি

অহং পূর্ণাহত্যা শময়ামি দ্বীকরোমি । ভাবার্থঃ
পূর্বমন্ত্র টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গাহুবাদ । হে কত্তকে ! তোমার কেশ-
সমূহ দর্শনে এবং বোদনাদিতে যে সমুদায় পাপ-
লক্ষণ বর্তমান আছে, আমি সেই সমুদায় পাপ-
লক্ষণগুলিকে অগ্নিতে পূর্ণাহতি প্রদানদ্বারা
নিবারণ করিলাম ॥ ২ ॥

১। কীক্ষিতে কদিতে—কীক্ষদর্শনে কদ
অশ্রমোচনে ইতি ধাতুভাং ভাবে ক্তঃ ।

ও শীলে চ যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ
যং । তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং ॥ ৩ ॥
অর্থঃ। (হে কত্তকে !) তে শীলে চ যং
পাপকং চ (তথা) ভাষিতে চ (তথা) হসিতে
যং পাপকং তানি সর্বাণি অহং পূর্ণাহত্যা
শময়ামি ॥ ৩ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কত্তকে ! তে তব
শীলে বৃত্তে যং পাপকং পাপলক্ষণং বর্ততে চ
তথা ভাষিতে কথোপকথনে তথা হসিতে যং
তানি সর্বাণি পাপলক্ষণানি অহং পূর্ণাহত্যা
শময়ামি ॥ ৩ ॥

বঙ্গাহুবাদ । হে কত্তকে ! তোমার স্বভাবে
কথোপকথনে এবং হাস্যাদিতে যে সমুদায়
কুলক্ষণ বর্তমান আছে, আমি তাহাদিগকে
অগ্নিতে পূর্ণাহতি প্রদানদ্বারা নিবারণ করি-
লাম ॥ ৩ ॥

ও আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ
যং । তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং ॥ ৪ ॥

অর্থঃ। (হে কত্তকে !) তে আরোকেষু
চ (তথা) দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োঃ চ যং
তানি সর্বাণি অহং পূর্ণাহত্যা শময়ামি ॥ ৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কত্তকে ! তে তব
আরোকেষু প্রদান দন্তদ্বয়মধ্যবর্তীকৃতদন্তেষু

তথা দন্তেবু হস্তয়োঃ তথা পাদয়োঃ যৎ পাপকঃ
তানি সর্বাণি কুলক্ষণানি অহং 'পূর্ণাহত্যা
শময়ামি নিবারয়ামি ॥ ৩ ॥

বঙ্গাহুবাদ। হে কন্তকে! তোমার আরোকে
(অর্থাৎ প্রধান দন্তদ্বয়মধ্যবর্তিকুদ্রদন্তে) এবং
দন্তসমুদাহ্রে ও হস্তপাদদ্বয়ে যে সমুদায় কুলক্ষণ
বর্তমান আছে। আমি সেই সকল কুলক্ষণ
গুলিকে অগ্নিতে পূর্ণাহতি প্রদানদ্বারা নিবারণ
করিলাম ॥ ৪ ॥

ও উর্কৌকপস্থে জজ্বয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি
তে। তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়ামহং ॥ ৫ ॥

অঘরঃ। (হে কন্তকে!) তে উর্কৌঃ
উপস্থে জজ্বয়োঃ চ (তথা) সন্ধানেষু যানি
(কুলক্ষণানি সঙ্কীত্যর্থঃ) ত্রে ভব তানি সর্বাণি
অহং পূর্ণাহত্যা শময়ামি ॥ ৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্তকে! তে ভব
উর্কৌঃ উপস্থে লিঙ্গে জজ্বয়োঃ উর্কৌর্নিয়
প্রদেশে চ তথা সন্ধানেষু অস্ত্রেবু সন্ধিহানেষু
যানি কুলক্ষণানি বর্তন্তে তে ভব তানি সর্বাণি
অলক্ষণানি পূর্ণাহত্যা অগ্নৌ পূর্ণাহতিপ্রদানেন
অহং শময়ামি নিবারয়ামি ॥ ৫ ॥

বঙ্গাহুবাদ। হে কন্তকে! তোমার উর্ক-
দ্বয়ে, উপস্থে, জজ্বাদেশে এবং অপরাপর সন্ধি-
স্থানে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্তমান রহিয়াছে
সেই সকল কুলক্ষণগুলিকে অগ্নিতে পূর্ণাহতি
প্রদানদ্বারা নিবারণ করিলাম ॥ ৫ ॥

ও যানি কানি চ ঘোরানি সর্কীক্ষেষু তবা
ভবন্। পূর্ণাহতিভিরাজ্যস্ত সর্কীণি তাত্মশী-
শমং ॥ ৬ ॥

অঘরঃ। হে কন্তকে! তব সর্কীক্ষেষু ঘোরানি
যানি কানি চ অভবন্ তানি সর্কীণি আজ্যস্ত
পূর্ণাহতিভিঃ অশীশমং (অহমিতি শেষঃ) ॥ ৬ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্তকে! তব সর্কীক্ষেষু
সর্কেষু শরীরেষু ঘোরানি ভীষণানি যানি কানি

চ কুলক্ষণানি অভবন্ পূর্ণং বর্তমানাঃ তানি
সর্কীণি অহং আজ্যস্ত যতস্ত পূর্ণাহতিভিঃ অশী-
শমং অনাশয়ং ॥ ৬ ॥

বঙ্গাহুবাদ। হে কন্তকে! তোমার
সমুদায় শরীর মধ্যে যে সকল ভীষণ কুলক্ষণ
বিদ্যমান ছিল আমি অগ্নিতে ঘূতের পূর্ণাহতি-
দ্বারা সে সকলকে নিবারণ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

ও ঐবমসি ঐবাহং পতিকূলে ভূয়াসং ॥ ৭ ॥

অঘরঃ। (হে ঐব! ত্বং) ঐবং অসি অহং
পতিকূলে ঐবা ভূয়াসং ॥ ৭ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে ঐব! নক্ষত্রবিশেষ!
ত্বং ঐবং আকাশে চিরং স্থিরমসি অহমপি
তদর্শনাৎ পতিকূলে স্বামিগৃহে ঐবা স্থিবা
ভূয়াসং ভবামি। ঐবো ভভেদে ক্রীবন্ত নিশিচে
শাশ্বতে ত্রিষু ইত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গাহুবাদ। হে ঐব! তুমি যেকপ আকাশে
স্থিবা হইয়া আছ আমিও পতিগৃহে যেন সেই
রূপ স্থিরা হইয়া থাকিতে পারি ॥ ৭ ॥

ও অরুদ্ধতাবরুদ্ধাহমস্মি ॥ ৮ ॥

অঘরঃ। হে অরুদ্ধতি! অহং অবরুদ্ধা অস্মি ॥ ৮
সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে অরুদ্ধতি! অহং অব-
রুদ্ধা ভর্তরি কায়মনোবাক্যোঃ সর্বথা রতা
অস্মি ভবামি। স্বমিবেতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গাহুবাদ। হে অরুদ্ধতি! আমি
পতির প্রতি কায়মনোবাক্যদ্বারা সর্বদা রত
হইব ॥ ৮ ॥

ও ঐবো দ্যৌঃ পৃথিবী ঐবং বিশ্বমিদং
জগৎ। ঐবাসঃ পর্ততা ইমে ঐবো জী পতি-
কূলে ইয়ং ॥ ৯ ॥

অঘরঃ। দ্যৌঃ (যথা) ঐবো পৃথিবী
(যথা) ঐবো ইদং জগৎ বিশ্বং (যথা) ঐবং
ইমে পর্ততাঃ (যথা) ঐবাসঃ ইয়ং জী পতি-
কূলে (তথা) ঐবো (ভবতু ইতি শেষঃ) ॥ ৯ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। দ্যৌঃ দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ বপা

ঐশ্বর্য স্থিরা বহুশো দানবগণৈঃ পীড়িতাপ্যনি-
শ্চলা ইত্যর্থঃ । পৃথিবী যথা ঐশ্বর্য স্থিরা ইদং
জগৎ বিনশ্বরং বিশ্বমপি যথা ঐশ্বর্য স্থিরং ইমে
পৰ্বতাঃ যথা ঐশ্বর্যঃ স্থিরাঃ তথা ইয়ং ক্রী
পতিকূলে স্বামিগৃহে ঐশ্বর্য স্থিরা সহস্রশঃ তির-
স্কৃতাপি অনিশ্চল্য অমশীলা ইত্যর্থঃ ভবতু ।
তথাচ শাকুন্তলে ভৰ্ত্তৃ বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া
মাম্য প্রতীপং গমঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গাহুবাদ । এই মংপরিণীতা ক্রী ছালোকের
জ্ঞায়, পৃথিবী বজায়, বিনশ্বর জগতের জ্ঞায় এবং
পৰ্বতের জ্ঞায় সৰ্বদা পতিগৃহে স্থিরতরা
হউন ॥ ৯ ॥

১ । ঐশ্বর্যঃ ঐশ্বর্যাতোঃ সৰ্ব্বধাতুভোহসি
রিত্যসিপ্রত্যয়ঃ । ততঃ প্রথমা বহুবচনং । ২ ।
জগৎ—গম ধাতোঃ কিপ্ গমাদেৰ্ভিক্ ইতি
দ্বিত্বং । ততঃ স্তম্ভাগমঃ মলোপশ্চ ।

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণস্বত্রেণ পুশ্চিনা ।
বদামি সত্যগ্রহিণী মনশ্চ হৃদয়ং তে ॥ ১০ ॥

অর্থঃ । (হে কল্পকে অহং) অন্নপাশেন
মণিনা (তথা) প্রাণস্বত্রেণ পুশ্চিনা (তথা)
সত্যগ্রহিণী তে মনঃ চ হৃদয়ং চ বদামি ॥ ১০ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কল্পকে ! অহং পবি-
ণেতা তে তব মনঃ চ তথা হৃদয়ং মণিনা রত্ন
স্বরূপেণ আশ্রয়রূপেণ বা অন্নপাশেন যতঃ অগ্নে
নৈব শরীরবন্ধঃ অতঃ অন্নজ আশ্রয়রূপত্বং ।
সণিরায়নি রত্নে চ ইতি বিশ্বঃ । তথা পুশ্চিনা
দৃঢ়েন প্রাণস্বত্রেণ তথা সত্যগ্রহিণী সত্যং গ্রহি-
রিব তেন বদামি ॥ ১০ ॥

বঙ্গাহুবাদ । হে কল্পকে ! আমি লোকের
জীবনস্বরূপ অন্নপাশদ্বারা এবং দৃঢ়তম প্রাণরূপ
স্বত্রেদ্বারা এবং সত্যরূপ গ্রহিণীদ্বারা তোমার মন
ও হৃদয়কে আবদ্ধ করিলাম ॥ ১০ ॥

ওঁ যদেতচ্ছৃদয়ং তব তদন্ত হৃদয়ং মম ।
সদেতচ্ছৃদয়ং মম তদন্ত হৃদয়ং তব ॥ ১১ ॥

অর্থঃ । (হে কল্পকে !) তব এতৎ যৎ
হৃদয়ং তৎ হৃদয়ং মম অস্ত । মম এতৎ যৎ
হৃদয়ং (বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) তৎ হৃদয়ং মম
তব অস্ত ॥ ১১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কল্পকে ! তব এতৎ
যৎ হৃদয়ং সৰ্ব্বনাশময়নাতিসামাপ্যঃ সূচ্যন্তে
বর্ত্ততে এতৎ এতৎ হৃদয়ং মম অস্ত ভবতু ।
তথা মম এতৎ যৎ হৃদয়ং বর্ত্ততে তৎ এতৎ
হৃদয়ং তব অস্ত ভবতু । আবয়োঃ হৃদয়ং এক-
ধর্ম্মাক্রান্তং ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গাহুবাদ । হে কল্পকে ! তোমার এই
হৃদয় আমার হউক এবং আমার এই হৃদয়
তোমার হউক ॥ ১১ ॥

ওঁ অন্নং প্রাণজ পংকিশস্তেন বদামি
ত্বামৌ । অর্সৌ ইত্যত্র সধোদনান্তং বধূনাশ
প্রয়োক্তব্যং ॥ ১২ ॥

অর্থঃ । হে অমুক দেবি ! অন্নং প্রাণজ
পংকিশঃ তেন ত্বা বদামি ॥ ১২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে অমুক দেবি ! অন্নং
প্রাণজ জীবনজ পংকিশঃ গ্রহীকরণঃ অহং তেন
অগ্নেন ত্বা ত্বাং বদামি । পদাং ত্বাং মাং ত্বা
মাং ইতি স্বত্রেণ ত্বামিত্যত্র আদেশঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গাহুবাদ । হে কল্পকে ! অন্ন জীবনের
গ্রহীত্বরূপ । আমি তাহাদ্বারা তোমাকে আবদ্ধ
করিলাম ॥ ১২ ॥

ওঁ স্কিংগুকং শাখালিং বিশ্বরূপং সূৰ্য্যবর্ণং
সূর্য্যতং সূচক্রমারোহ সূর্য্যে অমৃতত্ব নাভিঃ
স্ত্রোণং পত্যে বহন্তঃ কৃণু ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ । (হে সূর্য্যো ! ত্বং) স্কিংগুকং
শাখালিং বিশ্বরূপং সূৰ্য্যবর্ণং সূর্য্যতং অমৃতত্ব
নাভিঃ বহন্তঃ সূচক্রঃ আরোহ তথা পত্যে
স্ত্রোণং কৃণু ॥ ১৩ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে সূর্য্যো ! তে বধূ !
বধূনাং সূর্য্যাদিঐদেবত্বাৎ বধূনাং দেবতা সূর্য্যঃ

ইতি শ্রুতিঃ স্বং সূক্তিগুণং শোভনানি কিং-
কানি পলাশপুষ্পাণি যত্র তং পলাশপুষ্প-
শোভিতং বাত্রায়াং পলাশপুষ্পাণাং শুভং হৃৎক-
ত্বাং শাল্মলিং শাল্মলিকুসুমবৎ সুবস্তং বিশ্বরূপং
নানাবর্ণং সুবর্ণবর্ণং কাঞ্চনকাস্তিং সূরুতং
সুহৃৎকৃতং নির্মিতং অমৃতত্বং সুখত্বং নাভিং উৎ-
পত্তিহেতুং সূচকং শোভনানি চক্রাণি যত্র
তা দৃশং রথং ইতি শেষঃ আরোহ । অয়মুদ-
রতি মুদ্রান্তঞ্জনঃ পদ্মিনীনা মুদ্রাবর্ণিণি বনাদী
বালমন্দারপুষ্পং । বিরবিধুবকোকদম্ববন্ধুর্বি-
ভিন্দন্ কুপিতকপি ন পোষক্রেড়াডুপ্তস্তমাংসি
ইতি বৎ অসাধারণবিশেষণেন বিশেষাশ্চ বথশ্চ
উপস্থিতিরिति জ্ঞেয়ং । তথা পত্যো স্বামিনে
শ্রোণং স্বথং রূপং কুরু ॥ ১৩ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । হে বধূ ! তুমি পলাশপুষ্প
শোভিত শাল্মলিকুসুমের তায় রক্তিমাত
নানাবর্ণচিত্রিত সুবর্ণবৎ কাস্তিসম্পন্ন সুনির্মিত
উত্তমচক্রবিশিষ্ট রথে আরোহণ কর এবং
স্বামীকে স্ত্রী কর ॥ ১৩ ॥

ওঁ মা বিদন্ পরিপস্থিনো য আসীদন্তি
দম্পতী স্নেগেভির্হর্গমতীতামপয়াস্বরাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ । যে পরিপস্থিনঃ আসীদন্তি (তে
ইতি শেষঃ) দম্পতী (স্বাং মাক্ষ ইত্যর্থঃ) মা
বিদন্ স্নেগেভিঃ হর্গং অতীতাং অবাতয়ঃ অপ-
য়াস্ত ॥ ১৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । যে পরিপস্থিনঃ শত্রবঃ
আসীদান্ত পস্থানং অবকদ্ধন্তি তে তা দৃশাঃ
শত্রবঃ দম্পতী আবাং স্বাং মাক্ষ মা বিদন্ ন
জানন্ত তেষাং অজ্ঞাতসাবেদৈব অবাং গৃহং
গচ্ছাবঃ তথা স্নেগেভিঃ স্নেগৈঃ যানাদিভিঃ হর্গং
হর্গমপাদিকং অতীতাং অতিক্রমং কুরুঃ
ছান্দসত্বাং লোট । তথা অরাতয়ঃ শত্রবঃ অপ-
য়াস্ত দূরীভবন্ত ॥ ১৪ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । পথে যে সকল শত্রুবর্গ উপ-

স্থিত আছে তাহারা যেন আমাদিগকে
জানিতে না পারে, আমরা স্নেগম যানাদি দ্বারা
হর্গম পথ সকল অতিক্রম করিতে পারি এবং
আমাদিগের অপরাপর শত্রুবর্গ দূরীভূত
হউক ॥ ১৪ ॥

১ । দম্পতী—জামী চঁ প্রতিশ ইতি দম্প-
সমাঙ্গঃ । জামার দম্পতীবো জম্পত্বেতি জামা-
শব্দত্ব দম্পতঃ । ২ । স্নেগেভিঃ—শোভনং, যথা
তথা গম্যতে এভিঃ ইতি গমাদেউঃ ইতি ড
প্রত্যয়ঃ ততঃ প্রিণোপঃ ।

ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়স্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ
ইহো সহস্রদক্ষিণোহপি পূবা নিষীদতু ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ । হে গাবঃ (যুগং) ইহ প্রজায়স্ব
হে অশ্বাঃ (যুগং) ইহ (প্রজায়স্বং) হে পুরুষাঃ
(যুগং) ইহ (প্রজায়স্বং) সহস্রদক্ষিণোহপি
পূবা ইহো নিষীদতু ॥ ১৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে গাবঃ যুগং ইহ মত্তবনে
প্রজায়স্বং উৎপাদ্য ভবত । তথা হে অশ্বাঃ ইহ
প্রজায়স্বং হে পুরুষাঃ ইহ প্রজায়স্বং গোভি-
বদৈঃ পুত্রাদিভিঃ সংবর্দ্ধিতৈরশ্বাভির্ভবিতব্যং
ইতি ভাবঃ । অপি তথা সহস্রদক্ষিণঃ সহস্র-
কিবণঃ পূবা ইহো মত্তবনে ইহো ইত্যবয়বমপি
চাস্তি । নিষীদতু বর্ত্ততাং গৃহিণাং দেবতা সূর্য্যঃ
ইতি শ্রুতেঃ সূর্য্যায় গৃহাধিষ্ঠাতৃদেবতাস্থং ॥ ১৫ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । হে গোসমুদায় ! হে অশ্বগণ !
হে পুরুষবর্গ ! তোমরা এইখানে সমুৎপন্ন
হও এবং এই গৃহের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্যও
এইখানে বর্ত্তমান থাকুন ॥ ১৫ ॥

ওঁ ইহ ধৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ । (হে কন্তকে ! তব) ইহ ধৃতিঃ
(অস্ত) ॥ ১৬ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কন্তকে ! ইহ মত্তবনে
তব ধৃতিঃ সন্তোষঃ অস্ত ভবতু । স্বং মত্তষ্টা
মতী মদগৃহে নিবস ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । হে কল্যকে ! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে
আমার গৃহে বাস কর ॥ ১৬ ॥

ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ ॥ ১৭ ॥

অঘয়ঃ । (হে কল্যকে ! তব) ইহ স্বধৃতিঃ
(অস্ত) ॥ ১৭ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কল্যকে ! ইহ মন্ত্রবনে
তব স্বধৃতিঃ স্বস্ত্র তদীয়স্ত্র বন্ধুবর্গস্ত্র সোক্তাতা-
বায়নি স্বং ত্রিষ্ঠায়ীয়ে সোহদ্বিধ্যাং ধনে ইত্য-
মবঃ । ধৃতি সন্তোষঃ অস্ত্র ভবতু তব বন্ধুবর্গা
অপি সন্তুষ্টা অত্র নিবসন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । হে কল্যকে ! তোমার বন্ধু-
বর্গও এখানে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করুন ॥ ১৭ ॥

ওঁ ইহ রতিঃ ॥ ১৮ ॥

অঘয়ঃ । (হে কল্যকে ! তব) ইহ রতিঃ
অস্ত্র ॥ ১৮ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কল্যকে ! ইহ মন্ত্রবনে
তব রতিঃ রমণ্য ক্রীড়েতি যাবৎ অস্ত্র ভবতু ॥ ১৮
বঙ্গাল্লাবাদ । হে কল্যকে ! তুমি আমার
গৃহে ক্রীড়ানিরতা হও ॥ ১৮ ॥

ওঁ ইহ রমস্ব ॥ ১৯ ॥

অঘয়ঃ ; (হে কল্যকে ! তব) ইহ রমস্ব ॥ ১৯
সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কল্যকে ! ইহ মন্ত্রবনে
ত্বং রমস্ব ময়া সহৈতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । হে কল্যকে ! তুমি এইখানে
আমার সহিত ক্রীড়ানিরতা হও ॥ ১৯ ॥

ওঁ ময়ি ধৃতিঃ ॥ ২০ ॥

অঘয়ঃ । (হে কল্যকে ! তব) ধৃতিঃ ময়ি
(অস্ত্র) ॥ ২০ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কল্যকে ! ময়ি তব ধৃতিঃ
সন্তোষঃ অস্ত্র ভবতু । ত্বং সর্বদৈব মাং প্রতি
সন্তুষ্টা তিষ্ঠ ॥ ২০ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । হে কল্যকে ! তুমি আমার
প্রতি সর্বদা সন্তুষ্টা থাকিও ॥ ২০ ॥

ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ ॥ ২১ ॥

অঘয়ঃ । (হে কল্যকে ! তব) স্বধৃতিঃ ময়ি
(আস্ত্র) ॥ ২১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কল্যকে ! তব স্বধৃতিঃ
স্বস্ত্র পরিজনস্ত্র ধৃতিঃ সন্তোষঃ ময়ি আস্ত্রাং
বর্ত্ততাং । তব বন্ধুবর্গোহপি ময়ি সন্তুষ্টো
নিবসতু ॥ ২১ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । হে কল্যকে ! তোমার বন্ধু-
বর্গও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন ॥ ২১ ॥

ওঁ ময়ি রমঃ ॥ ২২ ॥

অঘয়ঃ । (হে কল্যকে ! তব) ময়ি রমঃ
(অস্ত্র) ॥ ২২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কল্যকে ! তব ময়ি রমঃ
রমণ্য ক্রীড়েতি যাবৎ অস্ত্র ভবতু ; রম্ভাতো-
র্ভাবে অপ্প্রত্যাসঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । হে কল্যকে ! তোমার ক্রীড়াদি
আমাকেই হইক ॥ ২২ ॥

ওঁ ময়ি রমস্ব ॥ ২৩ ॥

অঘয়ঃ । হে কল্যকে ! ত্বং ময়ি রমস্ব ॥ ২৩ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে কল্যকে ! ত্বং ময়ি রমস্ব
ক্রীড়স্ব । তব হস্তপরিহাসাদিব্যাপারং ময্যেব
ভবতু ॥ ২৩ ॥

বঙ্গাল্লাবাদ । হে কল্যকে ! তোমার হস্ত-
পরিহাসাদিব্যাপার আমাকেই হউক ॥ ২৩ ॥

ওঁ অগ্রে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়-
শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্য নাথকামঃ উপদ্যামি
যাস্তাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্তা অপজহি ॥ ২৪ ॥

অঘয়ঃ । হে প্রায়শ্চিত্তে ! হে অগ্রে ! ত্বং
দেবানাং (অপি) প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি (অস্ত্র)
নাথকামঃ ব্রাহ্মণঃ (অহং) ত্বং উপদ্যামি
তামস্তাঃ অস্তাঃ বা পাপী লক্ষ্মীঃ (তাং) অপ-
জহি (ত্বমিতি শেষঃ) ॥ ২৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা । হে প্রায়শ্চিত্তে ! দোষাণাং
নিকৃতিবিধান ! অগ্রে ! ত্বং দেবানামপি প্রায়-
শ্চিত্তঃ দোষতাপহন্তা অসি ভবসি অতঃ

কারণঃ নাথকামঃ যাক্সা প্রার্থী ব্রাহ্মণঃ অহং
আ বাং উপধাবামি উপসর্পামি । তামেব যাক্সাং
দর্শয়তি তামস্তাঃ তমঃপ্রধানায়াঃ অস্তাঃ মৎ-
পরিণীতয়াঃ কন্তকায়াঃ যা পাপী লক্ষ্মীঃ অন্তত
স্বকিনী শোভা তাং অপজ্জহি অপহর ॥ ২৪ ॥

বঙ্গমুবাদ । হে দোষনিষ্কৃতিকাবক অয়ে !
তুমি দেবতাদিগেবও দোষের নিষ্কৃতি করিয়া
থাক, একারণ ব্রাহ্মণ আমি তোমার নিকট
প্রার্থনা করিতেছি যে মৎপরিণীতা জীর যে
সকল দোষ থাকে তাহা তুমি বিশাশ কর ॥ ২৪ ॥

অপরোহাং চতুর্থীহোমমন্ত্রাণাং ব্যাখ্যা
ঈদৃশ্বেব দ্রষ্টব্য। বিশেষস্ত উল্লিখ্যতে । চতুর্থী-
হোমমন্ত্রাণাং প্রথমপঞ্চকে পাপী লক্ষ্মীবিজু-
চাৰ্য্যং । দ্বিতীয়পঞ্চকে পতিব্রী পতিং স্বামিনং

হস্তি নাশয়তি যা সা পতিব্রী লক্ষ্মীঃ পতিনাশক-
চিহ্নঃ ইত্যর্থঃ । তৃতীয়পঞ্চকে অপুত্র্যা তনুঃ যা
তনুঃ পুত্রাং পুত্রনিমিত্তঃ নিমিত্তার্থে যৎ প্রত্যয়ঃ
ন ভবতি তাদৃশী । চতুর্থপঞ্চকে অপশব্যাতনুঃ
পশূনাং গোমহিষাদীনাং হিতং পশব্যং সা ন
ভবতি অপশব্য। • অত্র ছানোগ্যপরিশিষ্টে
প্রথমপঞ্চকে পাপী লক্ষ্মীরিতি পদং ভবেৎ ।
অপি পঞ্চম মন্ত্রেয়ু ইতি যজ্ঞবিদো বিজুঃ ।
দ্বিতীয়ে তু পতিব্রী স্ত্রাং অ পুণ্যোতি তৃতীয়কে ।
চতুর্থত্বপশব্যোতি ইদমাচ্ছতি বিংশকং । মন্ত্রাণি
ভবদেবতট্টাচার্য্যবিরচিত সাম বেদি দশকর্ণগো-
দ্ধৃতৌ দ্রষ্টব্যানি ।

ইতি সামবেদিনাং বিবাহমন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

ত্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ ।

প্রাতঃস্নান ।

দক্ষসংহিতার উল্লিখিত হইয়াছে ;—

অস্নাতস্ত ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বা ভবন্তীহ যতোহফলাঃ ।

প্রাতঃ সমাচরেৎ স্নান মতো নিত্য মতস্তিতঃ ॥

বঙ্গমুবাদ । অস্নাতঃ ব্যক্তির সমুদায় ক্রিয়া
নিষ্ফল হয় একান্ত সকলেই আলস্ত পরিত্যাগ
করিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিবে ।

ইহা দ্বারা প্রাতঃস্নানের নিত্যাবশ্যকতা
প্রতিপন্ন হইয়াছে, প্রাতঃস্নানসময়ে যে তৈলা-
ভ্যাস নিষিদ্ধ তাহা হিন্দুপত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডের
৮৫ পৃষ্ঠার দিনচর্যা নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত
হইয়াছে । এক্ষণে আয়ুর্বেদে এ বিষয়ে কি বলেন
তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক ।
আমাদের শাস্ত্রকারেরা এ দেশের জলবায়ু,
খাদ্য ও প্রাকৃতিক অবস্থা সকল পর্যালোচনা
করিয়া সমুদায় বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন ।

ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য দ্রব্য, ঘৃত ইত্যাদি
দ্রব্য, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যের এই একটা প্রধান

গুণ যে উহাতে শুক্রবৃদ্ধিকর ও বলকাবির
শক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান আছে, কিন্তু
উহা মাংসাদির স্যায় ইন্দ্রিয়োত্তেজক নহে,
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অগতে এমন কোন
পদার্থ নাই যাহা সম্পূর্ণরূপে দোষবিহীন ।
এমন উপাদেয় দ্রব্য ঘৃতাদিতেও স্লেষ্মবৃদ্ধিকর
দোষ পর্যাপ্তরূপে বর্তমান আছে । এবিষয়
চরকসংহিতায় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা
নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ।

স্বাদু শীতং মৃদুশ্লিষ্ণং বহলং শ্লক্ষুপিচ্ছিলং ।

শুক্রমন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ ॥

২৭ অধ্যায় ।

গবাত্ত্বের এই দশটি গুণ যথা—স্বাদু,
শীতবীৰ্য্য, মৃদু, শ্লিষ্ণ, শরীরের বৃদ্ধিকারক,
শ্লক্ষুপিচ্ছিল, শুক্রপাক অগ্নিমানজনক ও স্বচ্ছ ।
চরকসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত
হইয়াছে ।

অবিকীরমজাকীরং গোকীরং মাহিষকং যং।
উষ্ট্রানামথ নাগীনং বড়বায়া স্রিয়াস্তথা।
প্রায়শো মধুবং স্নিগ্ধং শীতং স্তজং পাক্যামতং।
প্রৌণং বৃংহণং বৃষাং মেধাং বলাং মনস্করং।
জীবনীয়ং শ্রমহরং স্বাসকাসনিবহণং।
হস্তি শোণিত পিত্তকং সন্ধানং বিহতস্ত চ।
সর্প প্রাণভূতাং সাক্ষাং শমনং শোধনং তপা।
ভৃগায়াং দীপনীবকং শ্রেষ্ঠং ক্ষীণ ক্ষতেষু চ।
পাণ্ডুরোগেহ্মপিত্তে চ শোষে গুল্মে তথোদরে।
অতিসারে জরে দাহে স্বয়থো চ বিদীযতে।
যোনিশুক্রেপদেষে চ মুত্রেষু প্রদবেষু চ।
স্বীঘ্রে গ্রথিতে পথ্যং বাতপিত্তবিকারিণাং।

দুগ্ধ আট প্রকার যথা—মেঘদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, হস্তিদুগ্ধ ও মহষা-
দুগ্ধ। অশ্বদুগ্ধ। এই আট প্রকার দুগ্ধ সাধারণতঃ মধুব স্নিগ্ধ (শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক) ও শীতবীৰ্য্য তৃপ্তিকারক, শরীর বৃদ্ধিকারক, শুক্র-
বৃদ্ধিকারক, বলকারক, জীবনশক্তি বৃদ্ধিকর, শ্রমনাশক, স্বাসকাস নিবারক, রক্তপিত্তবিনাশক, ভয়স্থানের সন্ধিকারক, সমুদায় প্রাণীর স্বাস্থ্য-
বৃদ্ধক সকল দোষ নিবারক, ভৃগাবিনাশক, ক্ষীণ ও ক্ষতবাক্তির বিশেষ বিশেষ উপকারী পাণ্ডু-
রোগ, অন্নপিত্ত, শোষ, গুল্ম, উদরী, অতিসার, জ্বর * দাহ স্বয়থু স্ত্রীলোকের যোনিদোষ ও পুষ্করের শুক্রদোষ, মূত্রদোষ, প্রদর, পুরীষদোষ (দান্তবদ্ধ হওয়া) প্রভৃতি রোগে এবং বাত-
পিত্তরোগে বিশেষ পথ্য।

স্বপ্রতসংযিতায় উল্লিখিত হইয়াছে,—

জীর্ণজরে কক্ষ ক্ষীণে দুগ্ধং দুগ্ধং স্নাদয়তোপমং।
ত দেব তরুণে শীতং বিষবদ্ধস্তি মানবং।

* এখানে জরকে বাতপিত্তজ্বর বুঝিয়া লইতে হইতে হইবে। কারণ দুগ্ধ স্বভাবতই শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক তাহা এই বচনেই উল্লিখিত হইয়াছে হস্তরঃ শ্লেষ্মজরে গুণা নিষিদ্ধ।

জীর্ণজরে (পুরাতন জরে) শ্লেষ্ম ক্ষীণ হয় বলিয়া দুগ্ধ অমৃতের স্থায় উপকার করে। কিন্তু উহা তরুণজবে শীত হইলে (সে সময় শ্লেষ্মদোষ থাকে বলিয়া) বিশেষ স্থায় অপকার প্রদর্শন করে।

চবকসংহিতায় স্মৃতির গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা;—

স্মৃতি বুদ্ধাধি শুক্রোজঃ কক্ষমেদা বিবর্জনে।
বাতপিত্তবিশোন্মাদ শোষালক্ষ্মী জরপহং।
সর্পস্নেহোত্তমং শীতং মধুবং বসপাক্ষরোঃ।
মহস্রবীৰ্য্যং বিদিত্ত্ব্যুতং কর্ষসতন্ত্রকং॥

২৭শ অধ্যায় ৪

স্মৃত স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, অগ্নি, শুক্র, ওষঃ, শ্লেষ্ম, মেদ ইহাদেব বৃদ্ধিকারক। বাত, পিত্ত, বিষক্রিয়া, উন্মাদ, শোষ, অলক্ষী জব ইহাদের বিনাশক। সকল স্নেহপদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রস ও পাক মধুব। স্মৃত বিদিপূরক সেবন করিলে মহস্র-
প্রকার উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

এই সমুদায় আলোচনা করিলে বুঝা যাক প্রকৃতন আর্থ্যেরা দুগ্ধস্বতাদিভোজনবশতঃ শ্লেষ্ম প্রধান ছিলেন। তাঁহারা আধুনিক লোক-
দিগের স্থায় হিংসাপরায়ণ ছিলেন না বলিয়াই হউক অথবা নিজেব ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি দমন রাখি-
বার জ্ঞাই হউক সতত মাংসাদি ভোজন হইতে বিবত ছিলেন। এবং দুগ্ধস্বতাদির স্থায় অপক-
বলকারকজব্য পণ্ডা যাইত না বলিয়া তাঁহারা উহাই পর্যাপ্তরূপে ভোজন করিতেন।

প্রাতঃস্নান অত্যন্ত শ্লেষ্মনাশক, আমরঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে উপর্যুপরি ছই বা তিন দিন প্রাতঃস্নান করিলে শরীরের সমুদায় রস শুকাইয়া যায় এবং শরীর যেন সততই কষিতে থাকে ও প্রাতঃকালে অতৈল দ্রাবন কে-
রস শোধকরক তাহার অপক প্রমাণ, এই যে খোষ পাচড়া হইলে ছই চারিদিন প্রাতঃস্নান করিলে উহা স্বতঃই শুষ্ক হইয়া যায়।

চরকসংহিতায় লিখিত হইয়াছে ।

স্বর্গ্যোদয়াং প্রাক্ অটেলদ্বানং নিতরামেব
রসশোষণকারি ।

স্বর্গ্যোদয়ের পূর্বে অটেল দ্বান অত্যন্ত রস
শোষণকারক ।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে পূর্ন
তন আর্যেরা ছদ্মস্বতাদি ভোজনদ্বারা শাবী-
রিক শক্তিসামর্থ্য বৃদ্ধি করিতেন এবং ইন্দ্রিয়-
প্রবৃত্তি সমুদায়কে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হই-
তেন। প্রাতঃস্নানদ্বারা ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজন-
দ্বারা সমুৎপন্ন স্নেহকে শুষ্ক করিতেন। এক্ষণে
ভারতের আর সে দিন নাই। ছদ্ম স্বতপ্রভৃতি
আমরা একপ্রকার দোথতে পাই না। আমরা
এক্ষণে ঘোলেরদ্বারা ছদ্মবে আশা পরিপূরণের
জায় ঐ সমুদায় উপাদেয় খাদ্যের পরিবর্তে
পরিণামবিবরম মাংসাদি ভোজন করিয়া থাকি,
সকলই অদৃষ্টের ফল !

তিথিতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে :—

তুলামকরমেঘেযু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে ।

হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনং ॥

তুলারাশিতে (কার্ত্তিক মাসে) মকর
রাশিতে (মঘমাসে) মেঘ রাশিতে (বৈশাখ
মাসে) সকলের প্রাতঃস্নান করা উচিত। এবং
হবিষ্যাম্ন ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে
মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক ইহার মধ্যেও আয়ু-
র্কৌদীয় কোন গুঢ় কারণ নিহিত আছে কি না ?

চরকসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে :—

হেমন্তে নিচিতঃ স্নেহা দিনকুণ্ডাভিধীরিতঃ ।

কারাগ্নিং বাধতে বোঁগাংস্ততঃ প্রকুপ্তে বশুন ।

তন্ম্যৎ বসন্তে কর্ম্মাগ্নিঃ বমনাদীনি কারয়েৎ ।

শুক্রম্মিধ্বংসধুবং দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জয়েৎ ।

হেমন্তকালে সক্ষিতস্নেহা শীতের প্রভাবে
ক্রমিগা থাকে। বসন্তকালে স্বর্গ্যের প্রথম
কিরণে উহা দ্রবীভূত হইয়া কোষ্ঠাশ্রিত অগ্নিকে
মন্দ করিয়া ফেলে। একারণ বসন্তকালে
মতত বমনপ্রভৃতি (স্নেহা উঠাইবার কৌশল)
কর্ম্ম করিবে। এবং শুকপাক অন্ন মিধ্ব (স্নেহ-
বৃদ্ধিকারক) ও মধুব দ্রব্য সকল ভোজন করিবে
না ও নিজা পরিহার করিবে। *

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে কার্ত্তিক-
মাস, মাঘমাস ও বৈশাখমাস স্নেহবৃদ্ধির সময়।
স্নেহবৃদ্ধি হইলে তাহার দূরীকরণ অপেক্ষা
পূর্ব্ব হইতেই স্নেহা না হইতে দেওয়াই যুক্তি-
সিদ্ধ। এই সমুদায় পর্যালোচনা করিয়াই
শাস্ত্রকারেরা স্নেহবৃদ্ধি নহি ইহার পূর্বেই প্রাতঃ
স্নানের দ্বারা উহাকে নিবারিত করিতে আদেশ
করিয়াছেন।

হবিষ্যাম্ন ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান যে
বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ তাহা বারান্তরে লিখিবার চেষ্টা
করিব।

* দিবানাত্রা অতিশয় স্নেহবৃদ্ধিকর। ভাবপ্রকণে
উক্ত হইয়াছে যে দিবাপাণং ন কুর্দীত যতোহনৌ ত্যং
ককাবেৎ । হিন্দুপত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড দেখ।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

কেঁড়াপাছী।

অদৃষ্টবাদ ।

আর্য্যজ্ঞাতির অদৃষ্টবাদিত্বই* অধঃপাতের উপকরণ এবং ভাবী অভ্যুদয়ের অন্তরায়— এই সুরে শ্রেণীবিশেষ নব্যভাবতপ্রাকনে গানের তান ধরিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন;— আর্য্যসমাজ অদৃষ্ট বা ললাটলিপির একান্ত পক্ষ-পাতী; সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কর্ম্মজড় হইয়া জীবন যাপন করেন। অদৃষ্টানুরাগই কর্ম্ম বা পুরুষকার প্রদর্শনে ওদাস্ত বিধানের নিদান। পুরুষ যদি পুরুষকার প্রয়োগে পরাশ্রুত হইল, তবে তাহার অস্তিত্ব কোথায়? যাহারা আজ পৌরুষবাদী, তাঁহারা সূচ্যগ্র হইতে স্নেহকশূদ্র ও শিশিরকণা হইতে সাগরতরঙ্গপর্য্যন্ত আস্ত করিতে অধিকারী। এহেন পুরুষকারদ্বার অদৃষ্ট-অর্গলে আবদ্ধ। আমরা বলি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত একান্ত ভ্রম-বিজ্ঞপ্ত। আর্য্যগণের অদৃষ্টবাদ পৌরুষবশ্তির শোষক নহে, প্রভূত পোষকই। শাস্ত্রে অদৃষ্টকে কখন ললাটলিপি বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। অদৃষ্ট দৈবনামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে; অদৃষ্ট সেই দৈবপুরুষের পূর্বদেহ অর্জিত পৌরুষ মাত্র, উহা কখনই পুরুষকার-নিরপেক্ষ পৃথক্ পদার্থ নহে। যথা;—

দৈবে পুরুষকারে চ, কর্ম্মসিদ্ধিব্যবস্থিতা।

তত্র দৈবমতিব্যক্তং, পৌরুষং পৌরুষদেহিকম্।

যাজ্ঞবল্ক্য।

দৈব ও পুরুষকারদ্বারা কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে। যখন পূর্বদেহার্জিত পুরুষকার পরজন্মে ফল-প্রদানের জন্য অভিযুক্ত হয়, তাহা দৈব নামে আখ্যাত। এইক্ষণ কথা হইতেছে যে, পুরুষের পূর্বজন্মকৃত কর্ম্ম পরজন্মে কিরূপে ফলপ্রদান করিতে অগ্রসর হয়? যজ্ঞাদি সংকর্ম্ম এবং চৌর্য্যাদি দুর্কর্ম্ম সেই জন্মেই তৎকালেই ধ্বংস-

প্রাপ্ত হইয়াছে। পরজন্মীয় সুখদুঃখের কারণ তাহা কেমনে হইবে? কারণ কার্য্যের অব্যব-হিতপূর্বে থাকা চাই। এই প্রশ্নের মীমাংসায় জ্ঞাত দর্শনশাস্ত্র হস্তোত্তলন করিয়া বলিতেছেন যে;—

চিরধ্বংসং ফলাফলং।

ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা ॥

অদৃষ্ট নামক গুণপদার্থ না মানিলে বহুকাল-বিনষ্ট দানাদি সুকর্ম্ম ও হিংসাদি দুর্কর্ম্মকণ জন্মাইতে পারে না। এইজন্য অদৃষ্ট স্বীকার অবশ্য কর্তব্য। দেহ অদৃষ্টকে বস্তুলবাক্যে বলিতে গেলে ধর্ম্ম বা পুণ্য অধর্ম্ম বা পাপের নামে নির্দেশ করিতে হয়।

ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্ত্রাং। জ্ঞানদর্শন।

এখন দেখা বাইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাধারণ নাম অদৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহাই যে দৈব, তাহার প্রমাণ কি?

শাস্ত্রে বলে :—

অভিমতসিদ্ধিরশেষা, ভবতি হি পুরুষজ পুরুষকারেণ। দৈবমিতি যদি কথয়সি, পুরুষগুণঃ সোহদৃষ্টাখ্যঃ ॥

সারার্থ। ব্যক্তিমায়েই পুরুষোচিত যজ্ঞাদি-দ্বারা সমুদায় সিদ্ধি করিতে পারে। তবে দৈবনামে যে একটা পদার্থ আছে; তাহাও পুরুষের গুণ, তাহার নামান্তর অদৃষ্ট। পূর্ব-জন্মের পুরুষকৃতকর্ম্ম অদৃষ্টমাক গুণকে উপস্থিত করিয়া পরজন্মে ফলপ্রদান করে। তাহাকে দেখা যায় না বলিয়া ‘অদৃষ্ট’ নামে অভিহিত করা হয়। কস্তুরিকা যেমন স্বীয়-গন্ধকে আধারস্বরূপ বসনাদিতে, সংক্রান্ত করিয়া বিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম পূর্বজন্মে স্বীয় গুণ অদৃষ্টকে আঘাতে সংক্রান্ত করিয়া বিলম্ব

হয়। আৰ্য্যজাতির ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের পদে পদে অদৃষ্ট নামে কর্মরূপী পুরুষকারের গৌরব উন্মোচিত হইয়াছে। অদৃষ্টনামক পদার্থের প্রসঙ্গ করিয়া আৰ্য্যপণ, পূর্ব, বর্তমান ও ভাবীজন্মে পুরুষকারের অবশ্য অবলম্বনীয় প্রদর্শন করিয়াছেন। জন্মান্তরীণ পুরুষকারের পরিণাম অদৃষ্ট ও বর্তমানকালের উদ্যম লইয়া লোকে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপ্ত অবশ্য হউক, ফলসিদ্ধি নিশ্চয় হইবেক এবং ভাবীজন্মের ফলপ্রাপ্তির পথ পরিকৃত হইয়া থাকিবেক; সেইরূপ মন্দ কর্মের পরিণাম জন্মান্তরীণ দুঃদৃষ্ট উন্নতির অন্তরায় থাকিলে, ঐহিক পুরুষকারের দ্বারা তাহার পরিহার হইবেক। এইজন্য অধর্মবেদে শাস্তিকর্মের বিধান।

মন্ত্রপুরাণে:—

প্রতিকূলং যদা দৈবং পৌরুষেণ বিহততে ।

মন্ত্রাচারযুক্তানাং নিত্যমুখানশালিনাম্ ।

সারার্থ। দৈববিকূল থাকিলে পুরুষকার-জলভকর্মদ্বারা তাহার শাস্তি হয় ।

এমন কি, পৌরুষের অসাধ্য কিছুই নাই।

এম মানুষ্যাকো যন্তো মানুষ্যৈরেব সাধ্যতে ।

ক্রয়তাং যেন দৈবং হি মদ্বিধে: প্রতিহততে ॥

মন্ত্রগ্রাঠৈঃ সুরবিহিতৈরৌষধৈশ্চৈব যোজিতৈ: ।

যন্তেন চাত্তুকুলেন দৈবমপ্যমুলোম্যতে ॥

জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত হরিবংশ।

সারংশ। সুরবিহিত মন্ত্র, ঔষধ ও উপযুক্ত উদ্যমদ্বারা হৃদৈবকে অমুকুল করা যায়।

শাস্ত্রীয় শাসনের অক্ষরে অক্ষরে কর্ম্মমুণ্ডানের বিধান ও স্ততিবাদ উক্ত হইয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। আৰ্য্যগণের অদৃষ্টবাদ পৌরুষশক্তি প্রয়োগের মূলমন্ত্র। অলস-প্রকৃতি ব্যক্তিকে শাস্ত্রে তামস ভাবাপন্ন বলিয়াছেন।

গীতা:—

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তবঃ শঠো নৈকৃতিকো-
হলসঃ । বিষদী দীর্ঘমুখী চ কঠী তামস
উচ্যতে ॥

এইরূপ অদৃষ্টবাদের মর্ম্ম না বুঝিয়া পূর্বাচার্য্যগণের প্রতি দোষারোপ ত্রায়াসক্ত নহে।

অন্তের উদাহরণ দূরে থাকুক, কর্ম্মাচরণ-বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন:—

নমে পার্থাস্তিকর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাশ্রমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ১ ॥

যদি হুহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মানাতন্ত্রিতঃ ।

মম বন্ধ্মুহবর্ত্তন্তে মমুখ্যা: পার্থসর্ব্বশ: ॥ ২ ॥

গীতা।

ইতি শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ ।

উত্তরপাড়া।

হিন্দু-আচার ও ব্রহ্মব্যাপ্তি বা বিউবোনিক্লেগ্ ।

সদাচারী হিন্দুকে স্বদেশে ও বিদেশে অনেকে গুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বল্পবেতনের বাষ্পীয় শকট-চালক যেমন যন্ত্রের সহিত উচ্চগণিতের সম্পর্ক কিছুই অবগত না হইয়াও তাহার ফলগুলি অভ্যাসশীলতঃ স্চারুরূপে প্রতিদিন কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছেন, ইদানীন্তন অনেক

আচারবান্ হিন্দুও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাহার অনেকস্থলে বিজ্ঞানের ফল অজ্ঞাত-ভাবে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন। মাত্র; কিন্তু কিরূপে ঐ ফলের উৎপত্তি হইল এবং সেই ফল দৈনন্দিন কার্য্যে বিজড়িত হইয়া কিরূপে অবশ্য পালনীয় আচার হইয়া উঠিল, তাহা জানিতে না পারেন, সুতরাং কাহাকেও বুঝা

ইতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল আচারের অল্পবোধিতা বা অনাবশ্যকতা প্রমাণ হয় না এবং স্থলদর্শিগণ হিন্দুসদাচারের যে নিন্দা বা উপহাস করেন, তাহাও সঙ্গত নহে।

সদাচারকে 'হিন্দুধর্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বেদোহিথিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তবিদাম্।

আচারশ্চৈব সাধুনামানন্দনস্তপ্তিরেব চ ॥ ৬ ॥

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্তম্ভ-চ প্রিয়য়ায়নঃ।

অতচ্চতুর্বিধং প্রোক্তং সাক্ষাৎকর্মস্তু লক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

(মহু ২ অধ্যায় ৬, ১২ শ্লোক।)

আচার হইতে দীর্ঘায়ু (কলতঃ) ধন ও পুত্রাদি লাভ হয়।

আচারান্নতঃ হ্যায়বচারানীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।

আচারাক্ষনসম্প্রদায় আচারোহস্ত্যলক্ষণম্ ॥ ১৫৬ ॥

(মহু ৪র্থ অধ্যায় ১৫৬ শ্লোক।)

পক্ষান্তরে দুবাচারববশতঃ লোকে ব্যামিশ্রুত (সুতবাং) ছুঃখভাগী ও অন্নায়ু হইয়া থাকে।

দুবাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।

ছুঃখভাগী চ সততং ব্যামিশ্রুতোহন্নায়ুরেব চ ॥ ১৫৭ ॥

(মহু ৪ অ, ১৫৭ শ্লোক।)

বেদাদি উচ্চজ্ঞানের অনভ্যাসবশতঃ অজ্ঞতা নিবন্ধন আচার বর্জন করার, উপযুক্ত ব্যায়া-মাদি দ্বারা শরীর সঞ্চালন ও উন্নত বিষয় চিন্তন দ্বারা মানসিকবৃত্তির পরিচালন না করার এবং দ্বিষিত, নিকৃষ্ট, অত্যন্ত বা অত্যধিক আহাৰ্য্য গ্রহণে অনেক লোকের অকালমৃত্যু হইয়া থাকে।

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্ত চ বর্জনাৎ।
আলম্ভাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্কিপ্রান্ ক্রিৎসতি ॥ ৪ ॥

(মহু ৫ অ, ৪ শ্লোক।)

এই সকল কথা প্রতি অকরেই সত্য। যদ্বারা লোকে সম্যকরূপে জীবনধারণ করিতে পারে, তাহাও ধর্ম। সদাচারের ফল ইহজীবনেই

সম্যক প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান বহুদর্শনের ফলমাত্র, আচার বহুদর্শনের কলো-ভূত বিধি। আচার দেশ-কাল-পাত্রভেদে মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগবিধি মাত্র। বহুদর্শন, প্রকৃতজ্ঞান বা বিজ্ঞান বাহ্য বলিবে, প্রকৃত সদাচারও তাহাই বলিবে।

আচার দীর্ঘায়ুলাভের সূত্র, তুচ্ছ তাক্সিলোপ বস্তু নহে।

বিজ্ঞান-সাহায্যে অনেক হিন্দু-আচারের নিগূঢ় মর্ম আমরা এইক্ষণ উদ্বেদ করিতে পারি-তেছি এবং হিন্দু আচার যে অন্তর্নিহিত সত্যময়, তাহাও জানিতেছি। এই সকল বিষয় সাধা-রণ জনসমাজে বর্তাই প্রচারিত করিতে পারা যায়, ততই হিন্দু সদাচারের প্রতি লোকের আস্থা ও অমুরাগবদ্ধিত হইবে এবং দেশের মঙ্গল-সাধিত হইবে। অদ্য প্লেগ-মহামারীসম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আচার কি, তাহা সংক্ষেপে বল-বাইতেছি।

জাপান আজকাল বিজ্ঞানচর্চার অল্প পুথিবীর মধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী ডাক্তার কিতাসাটো প্লেগসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিংগণ তাহাইহঁতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছেন ও তাঁহার গবেষণার ফল সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া, সেই তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটেও গবর্ণমেন্টে একটা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

সুস্থিমান মৃত্যুস্বরূপ এই কালব্যাদির প্রতি-ষেধক উপায় ও বিধিগুলি কারণসহ নিজে লিখিত-হইল।

১। আহার বিহারসম্বন্ধে কোনরূপ অত্য-চার করিবে না। মন প্রকৃত রাগিতে চেষ্টা করিবে।

ইহা সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মমাত্র। অন্তর্ভুক্ত

ও অজ্ঞাত স্থানে ঐরূপ ভূরি ভূরি আদেশ আছে। মন ও শরীরের সম্বন্ধ যে অতি নিকট তাহা বলা বাহুল্য। চরকাদি গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত আয়ুর্বেদ যে কেবল শরীরে প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু মন ও আত্মার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

২। বায়ু সঞ্চরণশীল গৃহে বাস করিবে, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। গৃহে কোন আবর্জনা বা ভূজাবশেষ রাখিবে না। কোন খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পড়িয়া গেলে, তাহা পুনরায় ভুলিয়া খাইবে না। যে স্থানে আহাৰ করিবে, তাহা ধূলি ও আবর্জনা মুক্ত হইবে।

পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই কাল-বাধির কীটাণু ভূমিতে ও ধূলিতে বাস করে। গৃহের আবর্জনা অন্ততঃ সকালে সন্ধ্যায় দুই করিলে, কীটাণুব সংখ্যা হ্রাস হইবে এবং মক্ষিকা পিপীলিকাদি উচ্ছিষ্ট না পাইলে, রোগবীজ ক্রমশঃ নানাস্থানে ব্যাপ্ত করিতে পারিবে না। ইন্দুর ও মক্ষিকাদিও এই কীটাণুগণকর্তৃক আক্রান্ত ও ব্রহ্মব্যাদিগ্রস্ত হয় ও পীড়িতবিশ্বাস গৃহমধ্যে বিচরণ করিলে, রোগপ্রচার করিতে পারে। আহারের পূর্বে আহার-স্থান সুপরিষ্কৃত করা ও ধূলিময় আহাৰ্য্য ভোগ করার বিধান ও সম্মার্জনে, গোময় বিলেপন ইত্যাদি দ্বারা শুচিত্বের বিধান স্বাস্থ্যজনক আয়ুর্কর ও হিতপ্রদ।

সম্মার্জনোপাঙ্গমেন সেকেনোন্নোন্নেন চ।

গর্বাধ পরিবাসেন ভূমিঃ শুদ্ধ্যতি পঞ্চতিঃ ॥১২৪
(মহু ৫ অ, ১২৪ শ্লোক।)

৩। মহুযাও পশাদির মলমূত্র হইতে দূরে বাস করিবে।

আয়ুর্বেদ ও মহাদিশাস্ত্রে ইহার বিস্তার বিধি আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এখন জানা গিয়াছে যে, মহুযা-বিষ্ঠার ব্রহ্মব্যাদির বীজরূপ

কীটাণু এবং (টাইফস ও টাইফইড) সন্নিপাত—

রোগের কীটাণু বর্ধেৎ থাকে; সূতরাং উহা হইতে দূরে থাকা কর্তব্য। গোময় ভিন্ন অল্প প্রাণিবীৰ্জী অপবিত্র; স্পর্শ করিলে, সাধ্যমত স্নান, বস্ত্রত্যাগ বা গন্ধাজল স্পর্শ করা উচিত। পরীক্ষাদ্বারা আরও জানা গিয়াছে যে, চারিদিন বোদের উত্তাপে প্লেগবীজ নষ্ট হয়; সূতরাং ক্ষেত্রে মলত্যাগ একপক্ষে যেমন রোগবীজনাশক ও স্বাস্থ্যকর, অপর পক্ষে তেমনি ভূমি-ব উর্বরতা বিষয়ক। বিখ্যাত কৃষি-বসায়নজ্ঞ জ্ঞানীর ভোয়েলকার বলেন, আমাদের খাদ্যের দশমাংশ শরীরে গৃহীত হয়; অবশিষ্ট নয় ভাগ শস্তোৎপাদক সার হইতে পারে।

শব্দা, বস্তাদি রোদ্রে শুষ্ক ও উত্তপ্ত করারও বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা বুঝা যাইতেছে।

৪। সমাদি, স্নানান কি অল্প অপবিত্র স্থানে গমন করিলে, কি সন্দেহজনক পরিভ্রাজে ছিন্ন বসনাদি পথে পদ-দলিত করিলে, স্নান করিবে কিম্বা বস্ত্র ত্যাগান্তে শুদ্ধ হইবে। মহামারী সময়ে ত করিবেই, অল্প সময়েও করিলে, উহা অত্যাস বা আচারে পরিণত হইবে, কাবণ এই সকল স্থানে ও দ্রব্যে রোগবীজ থাকা সম্ভব।

৫। অপ্রয়োজনে বোগী বা তদবস্ত্র স্পর্শ করিবে না, তাহার বাটীও যাইবে না। হীন জাতীয় ডোম, চণ্ডালাদি, হীনব্যবসায়ী, অপ-বিত্রস্থানগামী লোকের স্পর্শ ও নিশ্বাস সর্বতঃ ত্যজ্যনীয়। পরীক্ষায় প্রামাণিকৃত হইয়াছে যে, স্পর্শ ও নিশ্বাসদ্বারা এই রোগ সংক্রমণ করে।

আর্য্যশাস্ত্রকারেরা বর্ণাশ্রমবাদী হইলেও নীচ জাতির স্পর্শ সংশ্রবাদিসম্বন্ধে বৃথা কঠোর নিয়ম করেন নাই। স্পর্শে বৈদ্রাতিকশক্তি নষ্ট হউক বা না হউক, জীবনীশক্তিস্থানির আশঙ্কা অনেক স্থলে হইতে পারে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বর্তমানে সমাজ এই

সমুদায় তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবল বৃথা জাতিভি-
মানে মত্ত রহিয়াছে। হীনাচারী চণ্ডালও
যেমন অস্পৃশ্য, হীনাচারী ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। এই
আচারের মূলেও নিগূঢ় বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিহিত
রহিয়াছে।

৬। মৃতদেহ প্রোণিত করা অপেক্ষা দক্ষ
করা ভাল। অগ্নির নামই পাবক, যথার্থই
পবিত্রকাকবক; বৈজ্ঞানিকগণ এখন জানিতে
পাৰিয়াছেন যে, ১০০ (সেলসিয়াস) উত্তাপে
ঐ কীটোণু মুহূর্তমধ্যে বিনষ্ট হয়। সমাধি করিলে,
বহুকাল কীটোণু মৃত্তিকাভ্যন্তরে জীবিত থাকে
এবং বহুকাল পরে সে স্থান খনন করা হইলে,
পুনরায় রোগব্যাধি হইতে পারে। সুতরাং
রোগবীজের প্রধান আশ্রয় মৃতদেহ ও তৎ-
সম্বলিত বস্ত্রশয্যাাদি দক্ষ করা বিজ্ঞানসম্মত
বিধি। সাহেবেরা অনেকস্থলে মৃতব্যক্তির
বস্ত্রাদি যে বিক্রয় করেন, তাহা অতিশয় গর্হিত।
বোম্বাইয়ে অনেক খণ্ডকুটার ও সরকারী আট-
চালা ঘর রোগবীজ নাশার্থ দক্ষ করা হইতেছে।

৭। এইরূপ জলেবও বহুব্যবহার বিধেয়।
ভূয়োদর্শনে জানা গিয়াছে যে, চীনদেশে
যাহাবা নৌকায় বসতি করিত, তাহার অনেক
পরিমাণে পরিজ্ঞাপ পাইয়াছে। অর্ধাহারাদির
পূর্বে ও পরে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও মূত্র প্রক্ষা-
লন, শৌচ, আচমন প্রভৃতি যে অতি উৎকৃষ্ট
বিধি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অভির্গাত্তাণি শুদ্ধান্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধান্তি।
বিদ্যা ভূপোভ্যাং ভূতান্মা বুদ্ধিজ্ঞানেন
শুদ্ধান্তি ॥ ১০৯-১১

কৃষা মূত্রং পুরীষং বা খাজ্জা চান্ত উপস্পৃশেৎ।

বেদমধ্যোধ্যমাংশচ অন্নমশ্নংচ সর্ষদা ॥ ১১০-১১

মহু ৫ অ, ১০৯, ১০৮।

৮। পরিচ্ছন্নতা ও বিপদনিবারণের বিষয়ে
জ্ঞানের ভারতমাহাত্ম্যসারে ৮ দিন পর্য্যন্ত রোগ-

মুক্ত বা মৃতব্যক্তির সহিত অসম্পর্কীয় বা অন্ত
বাটীর লোকের সংস্রব ভাগ্য বিধেয়।

অধুনা প্রমাণ হইয়াছে যে, বীজ সংস্পর্শনেক
২ হইতে ৭ দিনের মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়;
(incubation stage) সুতরাং পরিচ্ছন্নতাদি
বিবেচনা করিয়া ১০ হইতে ৩০ দিন 'অসংস্পৃষ্ট'
থাকার নিয়ম অতি সুন্দর। বর্ণাই হিন্দু-
জ্ঞানাদির ভেদসংজ্ঞা। মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণাদির
১০। ১২। ১৫। ৩০ দিন অন্তর্নিহিত হয় এবং
আহাবাদি সম্বন্ধে বিনিধ নিয়ম ও নিবেদ থাকে।
অজ্ঞানী তাহা ব্যক্তিই শূদ্র, এইরূপ লোকের
শীঘ্র পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া
তাহার অশৌচকাল দীর্ঘ হইয়াছে।

শুদ্ধোদ্বিপ্রো দশাহেন স্বাদশাহেন ভূমিঃ।

বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো দশেন শুদ্ধান্তি ॥ ৮৫ ॥

(মহু ৫ অধ্যায় ৮৩।)

বিয়োগের পব আনন্দাদিতে অপ্রবৃত্তির
মানসিক ও লৌকিক কারণ ভিন্ন বৈজ্ঞানিক
কারণ রহিয়াছে। কার্যাতঃ ও আচারতঃ এই
কয় দিন (quarantino) সংস্রব-নিবেদাজ্ঞা
প্রচারিত ও পালিত হয়। ঐ কয় দিন রজকগৃহে
বস্ত্রদান নিবেদ; কারণ এই যে, যেন রজকগৃহে
অল্প লোকের বস্ত্রসম্পর্কে রোগবীজ সূত্রবাপী
না হইতে পারে। এই সকল আচার হিন্দুশাস্ত্র-
নিম্নাভ্যুগণের গভীর গবেষণা ও দূরদৃষ্টির ফল।
শৌচাচারই প্লেগের প্রকৃষ্ট প্রতিষেধক।

৯। এই মহামারীর প্রাচুর্য্যকালে চূণ ও
চূণের জল ব্যবহার করিবে। বাটী নুতন
করিয়া চূণকাম করাইবে, চূণে ঐ রোগবীজ-
নাশের প্রভূতশক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। আহার
পানের সহিত যে চূণ ব্যবহার করি, অন্তান্ত
উপকারের সঙ্গে তাহার আরও একটা উপকার
দেখা গেল। বাটী চূণকাম করাও তদ্রূপ দোষ
যেয় অন্ত নহে, লাভিমাটির সহিত চূণ মিশ্র

কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাটিলে; রোগবীজও নষ্ট হয়, কাপড়ও বেশী দীর্ঘ হয়।

১০। সর্কজব্য চূর্ণের জল বা কার্বলিক অ্যাসিড দিয়া পরিকার করিবে। শাস্তিজলের কুশ ও মস্ত, ভিন্ন অস্ত্র কোন উপকরণ ছিল কি না, কে জানে? উহার রোগপ্রতিষেধকশক্তি কি নাই? শাস্ত্রে কুশেরও সার্বিকগুণ বর্ণিত আছে।

১১। সর্কগাত্রে—বিশেষ মুখে ও হাতে তৈলমর্দন করিবে। পরীক্ষার স্থান গিয়াছে, তৈল প্লেগ-প্রতিষেধক ও তৈলব্যবসায়ীরা প্রায় ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না। আমরা স্বানের পূর্বে অনেকেই তৈল মাখি। ষাঁহার সাহেবদের অহুঙ্করণ করিয়া প্রত্যহ সাবান মাখেন, তাঁহারা সাবধান হউন।

দেখা গেল যে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিধি-বহুশতাব্দী হইতে প্রচলিত হিন্দু-সদাচারের বিরোধী নহে, বরং তাহার অহুকুণ ও সর্কভাভাবে পোষক। কেবল অহুমান ও ঘেচ্ছা হইতে সদাচারের উৎপত্তি হয় নাই; সদাচারের ভিত্তি বিজ্ঞানে অবস্থিত। অনেক

হিন্দুগৃহেই পূর্বোক্ত আচারগুলি অস্বাভাবিক-পরিমাণে পালিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতাকে ঐগুলি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, ঐ সদাচার বিধিগুলির দৃঢ়তার সংস্থাপন আবশ্যক; আশা করি, পাঠকগণ তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত।

হিন্দু আচারসম্বন্ধে এইরূপে বৈজ্ঞানিকযুক্তি সম্বলিত প্রবন্ধ লেখার জন্য বৈদ্যনাথের হৃদিত্যাত-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাকে অনেক দিন হইতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু সমস্যাভাবে তাহা পারিয়া উঠি নাই; আমার সুযোগ্য বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বিএ ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আশা করি, তিনি হিন্দুপত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় হিন্দু আচারসম্বন্ধে এইরূপ এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া নব্য শিক্ষিত যুব-দিগের হিন্দু আচারের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করাইয়া দিবেন।

হিন্দুপত্রিকা সম্পাদক।

সক্ষ্যামন্ত্রব্যাখ্যা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

((১৩০০ সাল ৭ম ও ৮ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর হইতে)

আগশব্দে যেমন জল বুঝায়, তজ্জন সর্ক-অগ্নীও বুঝায়। ঔষ্যতিশব্দে ভেজ বুঝায়, রসশব্দে প্রত্যেক বস্তুর সারাংশ বুঝায়। অমৃতং শব্দে অমৃত্যুরাহিত্য বুঝায়, সর্কশব্দে শেষে ব্রহ্ম শব্দ বুঝ হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উপাসক প্রাণাদারকালে ইহাই চিন্তা করিবেন যে, তিনি সর্কব্যাণী, ঔষ্যতিশব্দ, সর্কপদার্থের সারাংশ, অমৃত্যুরাহিত ব্রহ্ম।

জীব ও ব্রহ্ম যে, অতএব, তাহাই চিন্তন করা প্রাণায়ামমন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রহ্মই জগতে রসস্বরূপ। ব্রহ্মরস ভিন্ন জগতে কোন পদার্থই সম্ভব থাকিতে পারে না। তাহাকে মধু বলিয়াও কোন কোন স্থানে অভিহিত করা হইয়াছে।

হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩০২ সাল “মধুবিদ্যা” ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ। অয়মাস্ত্রা সর্কোবাং স্তুতানঃ

স্তাশ্রয়ঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি মধু। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য
বলেন,—

পাশাণমপি ধাতুনাং তেলোকপেণ সংস্থিতঃ।
বুদ্ধৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি।

বিশেষ-পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট
হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, তাহা গায়-
ত্রীর মূলমন্ত্র হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে।

তৎ সবিভূর্ব্রহ্মণ্যং

ভর্গো দেবস্ত ধীমহি

ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ

তৃতীয় চরণের অর্থ এই, যিনি আমাদেরকে
বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রত্যাক
বা জীবাত্মারূপে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া
আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করেন।

গায়ত্রীর প্রথমপদের তৎশব্দের অর্থ ব্রহ্ম।
পার্থক্য এস্থলে গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩শ
শ্লোক স্মরণ করুন,—

তৎ সত্যমিত্যি নিরুপৈশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩
উহার প্রথমচরণের অর্থ এই—তৎ, তৎ, সৎ এই
তিন দ্বারাই ব্রহ্মকে নির্দেশ করা যায়, অর্থাৎ
এই তিনটী ব্রহ্মের নামস্বরূপ হইয়া থাকে।

প্রথমপদের সবিভাশব্দের অর্থ এই—বৈভ
জগতের কারণ। ব্রহ্মের মায়াক্রিয়া বিকাশ
হওয়াতেই এই বৈভপ্রপঞ্চের উদ্ভব হয়।

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ প্রস্থতৌ।

সবনাং পাবনাতীক্বেব সবিতা তেন চোচাতে ॥

বরণাশব্দে সকলের শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ
তিনি অসীম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। দ্বিতীয়পদে
ভর্গোশব্দের অর্থ—ইনি অবিদ্যা নাশ করেন।
দেবশব্দের অর্থ জ্যোতির্শব্দ, অর্থাৎ ইনি চিৎ-
স্বরূপ।

সবিত্ত্বং ও দেবস্ত একই বস্তুকে বুঝাইতেছে,

ধীমন রাহর মন্তক বুঝাইলে, রাহকে বুঝায়,
কারণ রাহর মন্তক তির আর কিছুই নাই;—
তদ্রূপ এস্থলে যজ্ঞাত্মপ্রয়োগ হওয়াতেও একই
জিনিষ বুঝাইতেছে।

ধীমহি শব্দে ধ্যান করি। স্মরণ্যঃ সম্পূর্ণ
গায়ত্রীর অর্থ ইহাও করা যায় যে, প্রত্যাগাত্মা—
যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং কাৰ্য্যাদিপুষ্টি
চালনা করেন এবং যিনি এই বৈভপ্রপঞ্চের
কারণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি
ভর্গো অর্থাৎ অবিদ্যারহিত, তিনি দেব অর্থাৎ
চিৎস্বরূপ, আমরা তাঁহার ধ্যান করি। ইহা দ্বারা
জীব ও ব্রহ্ম-অভেদ প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

মাহুয যেরূপ অজ্ঞানবশতঃ অন্ধকারে রজ্জু
দেখিয়া সর্পজ্ঞান করে এবং তৎপরে বিশেষ
লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ঐ সর্পের মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট
হয়, তদ্রূপ জীব অবিদ্যাবশতঃ জীবাত্মাকে ব্রহ্ম
হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞান করে, এবং বাহ্যজগতকে
ব্রহ্মতত্ত্ব পদার্থজ্ঞান করে, কিন্তু অবিদ্যার নাশ
হইলে, ঐ ভ্রম নষ্ট হয়; তখন জগতে ব্রহ্মভিত্তি
আর কিছুই দৃষ্ট হয়না।

অপরও দেখ; বহুকাল পূর্বে তুমি দেবদত্ত
নামক এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছ, তৎপরে অদ্য
তাহাকে পুনর্বার দেখিলে। যখন প্রথম
দেখিলে, তখন চিনিতো পারিলে না, কিন্তু
বিশেষ করিয়া দেখিলে চিনিতে পারিলে, যে
ইনি তোমার পরিচিত দেবদত্ত। ইহাকে জ্ঞতি-
জ্ঞান বলে। জ্ঞাতবস্তুর পদার্থানুগত অজ্ঞান
বলে। অজ্ঞানে প্রথমে হুইটি জ্ঞান হওয়াতেও
দেবদত্ত হুইটি হয় না। আমরা অবিদ্যাবশতঃ
জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি।
বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, যেরূপ হুই দেব-
দত্ত এক হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা নষ্ট হইলে, জীবাত্মা
ও পরমাত্মা এক জ্ঞান হয়। অবিদ্যা নষ্ট হইলে;
জীবাত্মা পরমাত্মা একই দৃষ্ট হয়; কিন্তু যে

কাপড় সিদ্ধ করিয়া ও সে-পৰ্য্যন্ত জীব ও ক্রম
হয়, তাহা হিন্দুপত্রিকা ১৭ ফাল্গুন ১৩২৪ খ্রিঃ
প্রকাশ্যে দেখ ।

প্রাণারামের পর আচমন করিতে হয় ।

আচমনমন্ত্র যথা—

ও স্বর্গ্যশ মা মনুষ্যশ মনুষ্যপতয়শচ মনুষ্য-
কৃতভ্যাঃ পাপেভ্যাঃ রক্ষস্তাং যজ্ঞাত্যা পাপমকার্যং
মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ব্যাং উদরেণ শিশ্না
অহস্তদবলুপ্তত্বং যং কিঞ্চিদুরিতং মরি ইদমহ-
মাপোহমৃতযোনৌ স্বর্গ্যে জ্যোতিষি জুহোমি
স্বাহা ।

বাখ্যা । মা অর্থাৎ মাং আমাকে । রক্ষস্তাং
রক্ষা করুন । কে রক্ষা করিবেন ? স্বর্গ্যশচ
মনুষ্যশচ, মনুষ্যপতয়শচ অর্থাৎ স্বর্গ্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞ
পতি ইন্দ্রাদি আমাদিগকে রক্ষা করুন । কাহা-
দিগের হইতে রক্ষা করিবেন অর্থাৎ মনুষ্য-
কৃতভ্যাঃ পাপেভ্যাঃ যজ্ঞাদি নিয়মমত না করায়
যে পাপ, তাহাহইতে । এস্থলে মনুষ্য অর্থে যজ্ঞ ।
স্বর্গ্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি আমাদিগকে
পাপ হইতে রক্ষা করুন । মনসা বাচা
হস্তাভ্যাং পদ্ব্যাং উদরেণ শিশ্না অর্থাৎ মন,
বাক্য, হস্ত, পদ, উদর এবং শিশ্নদ্বারা, যজ্ঞাত্যা
পাপমকার্যমুরাজিতে যে পাপ করিয়াছিলাম-তৎ
অহস্তদবলুপ্তত্বং দিবসে গুলি নাশ করুক ।
যং কিঞ্চিদুরিতং মরি আমাতে যে কিছু পাপ
আছে ইহং অহং আপোহমৃতযোনৌ স্বর্গ্যে
জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা । আমার হস্তস্থিত
জলরূপী ঐ পাপ জ্যোতির্ময় অমৃতযোনি স্বর্গ্যে
অর্পণ করিলাম, আমার এই অর্পণ সুসিদ্ধ হউক ।

রক্ষার্থ । যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতির অনিয়মিত-
রূপে যজ্ঞ সম্পাদন করাতে আমার যে পাপ
হইয়াছে, তাহাহইতে আমাকে রক্ষা করুন ।
আমি বাক্য, মন, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্নদ্বারা
যে সকল পাপ, রাজিবোগে করিয়াছি, তাহা

বর্তমান দিবস নাশ করুক । আমাতে যে
কিছু পাপ আছে এবং বাহা আমার হস্তস্থিত জল-
দ্বারা নির্দেশ হইতেছে, উহা আমি জ্যোতির্ময়
এবং অমৃতযোনি স্বর্গ্য অর্থাৎ পরমাত্মায় অর্পণ
করিলাম ; আমার এই অর্পণ সুসিদ্ধ হউক ।

যজ্ঞশব্দ যজ্ঞাত্মক হইতে উৎপন্ন, উহার অর্থ
কর্তব্য কর্ম । দেবতা, মনুষ্য এবং পশ্বাদি
প্রতি যে কর্তব্য কর্ম, তাহা যজ্ঞশব্দদ্বারা অভি-
হিত হইয়া থাকে । হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ
'আমিত্তের প্রসার' পঞ্চ যজ্ঞ' ।

শব্দা হইতে উত্থান করিয়া পূর্ষদিনেব
কর্তব্য কার্যের ক্রটি স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে
অধিকতর কর্তব্যপন্থায়ন হইতে চেষ্টা করা
আর্য্যোজ্ঞনোচিত ব্যবহার এবং উহার ফল যে
কিরূপ মঙ্গলদায়ক, তাহা ঐতৈয়ক কর্তব্য পরা-
য়ণ ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । স্বর্গীয়
ভূদেব বাবু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, যে
সম্ভ্রামনের অর্থ সমাগ্যরূপে বুঝিতে পারিলে,
কোন হিন্দুবই ধর্ম পরিত্যাগের কারণ হয় না ।
মনুষ্যশব্দে ক্রোধকেও বুঝায় এবং উহাদ্বারা
পাপও বুঝায় । তাহাহইলে শ্লোকের অর্থ এই
হইবে যে—ক্রোধ এবং ক্রোধপতি আমাদিগকে
ক্রোধজাত পাপ হইতে রক্ষা করুন । এই
মন্ত্রে ঋষি ব্রহ্মাছন্দঃ প্রকৃতি এবং দেবতা আপঃ
উপরে প্রাতঃসম্ভ্রামনের আচমনমন্ত্র দেওয়া
হইয়াছে । মধ্যাহ্ন আচমনমন্ত্র পৃথক্ । যথা—
আপঃ পুনস্ত পৃথিবীম্ পৃথী পুতা পুনাতু মাম্ ।
পুনস্ত ব্রহ্মণস্পতিব্রহ্মপুতা পুনাতু মাম্ ॥
যজুচ্ছিতমতোজ্যাক্ষ যবা হুশ্চরিতং মম ।
সর্গং পুনস্ত মামাপো অসত্যাক্ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥

আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং পার্থিবং রেহং । জল
আমার পার্থিব দেহকে পরিভ্রম করুক । পৃথী
পুতা পুনাতু মাম্ । আমার পার্থিবদেহ পুত
হইয়া আমাকে অর্থাৎ আমার জীবাত্মাকে

পবিত্র করুক, পুনস্ত ব্রহ্মণস
পরমাশ্রমমপি পুনস্ত। ব্রহ্ম
(পুত্রা পুত্ৰম্ লিঙ্গব্যতায়তুঃ
হইয়া আমাকে পবিত্র করুন)।

যদুচ্ছিষ্টং অভোজ্যং, যে অপবিত্র বা গর্হিত
ভোজন, যথা হুশ্চরিতম্ মম আমার যে অসদা-
চরণ; অসত্য প্রতীগ্রহং আপো পুনস্ত, অসং-
দিগের নিকট হইতে যে প্রতীগ্রহ অর্থাৎ দান-
গ্রহণ জলসমূহ তাহা পবিত্র করুক।

সন্ধ্যাকালের আচমনমন্ত্র প্রাতঃকালের আচ-
মনমন্ত্রের ন্যায়। কেবল “সূর্য্যাস্ত” স্থানে
“অস্তিত্ব” হইবে, “রাত্র্যা” স্থানে “অস্ত্রা” হইবে,
“অহঃ” স্থানে “রাত্রি” হইবে এবং “সূর্য্যো”
স্থানে “সত্যো” হইবে। অর্থ এককপ; কেবল
রাত্রি যে পাপ করিয়াছে, দিন তাহা নাশ করুক
স্থানে দিনে যে পাপ করিয়াছে, রাত্রি তাহা
নাশ করুক।

তৎপরে আচমনান্তর পুনর্বার মার্জনা
করিতে হয়; ঐ মার্জনার তিন মন্ত্রেব অর্থ পূর্বে
দওয়া হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখিবেন। তৎ-
পরে দ্রুপদমন্ত্র এবং অঘমর্ষণমন্ত্র তিনবার পাঠ-
করিয়া নাসিকাগ্রে জল ধারণ করিবে এবং
চুস্তা করিবে, যে ঐ জল দেহমধ্যে প্রবেশ
করিয়া তোমার সমুদায় পাপ গ্রহণ করিয়া উহা
নির্গত হইল; তৎপর ঐ জল ভূমিতলে জোরে
প্রক্ষেপ করিবে।

অঘমর্ষণমন্ত্র পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে
বলা হইয়াছে যে, মার্জনার সহিত অঘমর্ষণমন্ত্র

করিয়া, ঐ জল ভূমিতে প্রক্ষেপ করিতে হয়।
দ্রুপদমন্ত্র—দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ শ্রিয়ঃ স্নাতো
মলাদিব। পুতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধস্ত
মৈনসঃ ॥

আপো জলানি মাং এনসঃ পাপাং শুদ্ধস্ত
পবিত্রী কুর্ষ্বন্ত। জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে
পবিত্র করুক। স্নানো ঘর্ষণোপহতঃ পুরুষ
দ্রুপদাং বৃক্ষমূলং বৃক্ষমূলং প্রাপ্য মুমুচান-
স্তাক্তবান্ স্বৈদমেব ঘর্ষণজলং তাক্তবান্।
ঘর্ষাক্তপুরুষ যেরূপ বৃক্ষমূলের আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া ঘর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া শ্রান্তি দূর করে
বা শ্রম হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ জলসমূহ
আমাকে পাপহইতে পবিত্র করুক। স্নাতঃ
মলাদিব মলহইতে স্নাতব্যক্তি যেকদপ পবিত্র,
জলসমূহ সেইরূপ আমাকে পবিত্র করুক। পুতং
পবিত্রেণেবাজ্যম্। স্নত ছাকিবার অত্ন যে কুশা
ব্যবহৃত হয়, তাহাকে পবিত্র কহে; পবিত্র
যেরূপ আজ্য অর্থাৎ যুক্তকে বিশুদ্ধ করে, জল-
সমূহ আমাকে তদ্রূপ পবিত্র করুক।

বঙ্গার্থ। ঘর্ষাক্তপুরুষ যেরূপ বৃক্ষমূলে
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি হইতে মুক্তিলাভ
করে, স্নানদ্বারা মলমূহ যেরূপ মল হইতে পবিত্র
হয়, পবিত্রদ্বারা যেরূপ স্নত পরিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ
জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুক।
অঘমর্ষণের পর সূর্য্যোপস্থাপন। ক্রমশঃ—

আদ্য আয়িক প্রমাণ আলোচনা করিতে
প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু অবতার বিজ্ঞানমূলক,
ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, কয়েকটা গুরুতর
প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। ঐ সকল
প্রশ্নের মীমাংসা হইলে, বোধ হয় অবতার
ঐতিহাসিকভিত্তির উপর স্থাপন করা যাইতে
পারে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, ভারতে বাবুদার
জ্ঞানালোচনের বিকাশ হইয়া পুনঃ পুনঃ
নির্বাণপ্রায় হয় কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা
করিতে হইলে, ভারতের প্রাচীন অবস্থা
কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করা আবশ্যক; ভারতের
প্রাচীন অবস্থা পর্যালোচনার পূর্বে পাঠকের
কয়েকটা সূত্র স্মরণ রাখিতে হইবে।

১ম সূত্র। ১ অল বায়ু, ২ ক্ষেত্রের স্বাভাবিক
উৎপাদিকাশক্তি, ৩ নদী-পর্কতপ্রবৃতি অস্থায়ী
প্রাকৃতিক অবস্থা, এই ত্রিবিধ অবস্থার (কাণ)
উপর দেশের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে।

২। ক্ষেত্রের প্রভূত উৎপাদিকাশক্তি হইতে
দেশের উন্নতি সংসাধিত হয় এবং তাহা সহজে
ও গীত পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ঐ উন্নতি চিরস্থায়ী
হয় না, যেহেতু অল্পশ্রমে অধিক ধন উপার্জিত
হওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রমলব্ধ ধন তাহাব
জীবিকা-উপযোগী অপেক্ষা অধিক সঞ্চিত হয়;
তদ্বারা শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা ধনের পরিমাণ
অধিক হওয়ায় মহুব্যয়ের অবকাশ বৃদ্ধি হয়।
অবকাশ হইতে প্রথমতঃ তত্ত্বজ্ঞানার্জনের বা
আধ্যাত্মিক সন্মত্বসন্ধানের ইচ্ছা উদ্যম ও
প্রবৃত্তি বিকাশিত হয় এবং সমাজের যৌবন
অবস্থায় সমাজ জন্মের ক্ষমতাসীমায় উন্নীত হয়।
অবনতির সমাজের বার্কিত্য উপস্থিত হইলে,
প্রথম ক্রমে শক্তি ও উদ্যমের হ্রাস হয় এবং

আশ্রয় শিথিলতা ও অলসতাও
জ্ঞানার্জন ও ধনার্জন তুল্য-
রূপে হইলে, সমাজ শীঘ্র উন্নীত এবং ঐ উন্নতি
শীঘ্র পরিবর্তিত হয়। যেদেশে ক্ষেত্রের অবস্থার
উৎকর্ষ হেতু অল্পশ্রমে অধিক শস্ত উৎপন্ন হয়,
সেই দেশে অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; অধি-
বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, শ্রমের মূল্য নূন
হইয়া পড়ে। তত্ত্বের মানবের জ্ঞান মানব-
সমাজের যেকোন বাল্য, যৌবন ও বার্কিত্য আছে,
প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষেত্রেরও সেইরূপ বাল্য,
যৌবন ও বার্কিত্য আছে। * ক্ষেত্রের বার্কিত্য
অবস্থায় স্বভাবতঃ উৎপন্ন হ্রাস হয়। যদি
ক্ষেত্রের প্রভূত উৎপন্ন হেতু ক্রমে ক্রমে সমাজে
অলসতা আশ্রয় না করিত, তাহা হইলে স্বভাবতঃ
উৎপন্নের হ্রাস হইলে বস্ত্র ও চেষ্টা হইতে ক্ষেত্রের
অভাব পূরণ হইত। কিন্তু ক্ষেত্রের উৎপাদিকা-
শক্তি হ্রাস হইলে এবং অধিবাসীর সংখ্যা
পূর্বোক্তমত বৃদ্ধি হইলে এবং অধিবাসীগণ
অলস হইলে, সমাজের ক্রমেই অবনতি হয়;
অতএব ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি হইতে সমা-
জের যে উন্নতি, তাহা অস্থায়ী।

৩। সমাজে জীবিকার অতিরিক্ত সঞ্চয়
হইলে, সমাজবিভাগের প্রয়োজন হয়। ঐ
সমাজবিভাগ প্রাকৃতিকনিয়মে দুই শ্রেণীতে
বিভক্ত হয়; কিন্তু ভারতে ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে
আর দুইটা অন্তর্গত শ্রেণী বিভক্ত হওয়ায়, ভাব-
তীয় সমাজ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছি।
মানবের প্রাকৃতিক গুণায়ুসময়ে যে যেকোন
কার্যের যোগা; সে সেইরূপ কার্যে নিয়োজিত

* কিন্তু যে স্বভাবতঃ ভূমির উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস
ও ভূমি অক্ষয় হয়, তাহার বৈজ্ঞানিকহেতু এই সংখ্যক
পত্রিকার পঞ্চদশী ব্যাখ্যা শীর্ষকশব্দে উল্লিখিত।

২৪। যে নীতপ্রধানদেশ প্রকৃতির কঠোরতা-
 দ্বারা অল্পশ্রমে প্রভূত শস্য উৎপন্ন হয় না এবং
 তথাকার প্রকৃতিও ধনার্জনের অল্পকূল নহে,
 এবং তথাকার ক্ষেত্র স্বভাবতঃ প্রভূত উৎ-
 দীকশক্তিবিশিষ্ট নহে; যে দেশে নীতের
 বলাভ্যন্তর আদিকালে তথাকার আদিম
 ধর্মাসীগণ নীতে স্ফোচিত হইয়া গৃহারাম্যে
 প্রবৃত্ত হইত ও তথায় বাস করিতে বাধ্য
 হইত; যে দেশে শরীরের উচ্চতা রক্ষার্থে
 দীর্ঘ আহারে (বিশেষতঃ কার্বনিক ফুডের)
 প্রয়োজন স্বভাবসিদ্ধ অথচ জীবনীশক্তি
 (issue) ক্ষয়ের ভাগ অত্যন্ত, সেই দেশের
 দিন অধিবাসীগণের জ্ঞানচক্ষু হঠাৎ প্রকৃতি
 তে পারে নাই, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু প্রকৃতি
 তে, তথাকার মানব স্বভাবতঃ শ্রমশীল ও
 সক্রিয় হয় এবং ধনার্জনের নিমিত্ত তাহাদেব
 দীর্ঘ শ্রম, যন্ত্র, চেষ্টা, অধ্যবসায় প্রয়োজন
 হইতে পড়ে; তদ্ব্যতীত (বৈষয়িক উন্নতির নিমিত্ত)
 প্রচলিত, পার্থিব উন্নতি চিন্তার প্রয়োজন
 জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনদ্বারা জড়প্রকৃতির
 আদিপত্য একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে।
 নীতপ্রধানদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও
 তির ব্যাপার সকল অত্যন্ত বা মানব
 বর্জিত হয় না ও প্রকৃতির সহিত
 যেরূপে মানব অনুরক্ত হয় না, অতঃপর যখন
 বুদ্ধি ও চিন্তার নিকট জড়প্রকৃতি ক্রমেই
 নত হইয়া মানবের প্রয়োজনবশতঃ বুদ্ধি ও
 চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে পড়ে, তখন মানবের
 চেষ্টা, পরিশ্রম, চিন্তা ও বুদ্ধিকৌশলদ্বারা
 মানবের নানা প্রকার উন্নয়ন উদ্ভাবিত হইতে
 পারে। তাহাহইতে যে পরিমাণ ধনাগম হয়,
 তাও সেই পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত হইতে
 পারে। বস্তই ধন ও ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হয়,
 কিন্তু অধিকতর পরিবর্দ্ধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা

বলবতী হইয়া উঠে। এইরূপে
 জড়বিজ্ঞানের উন্নতি বা
 বাণিজ্যিক ধনাগম, তৎসাধন
 উপর আধিপত্যস্থাপন, যুদ্ধাভি
 ও যন্ত্রাদির আবিষ্কার, তদ্বারা
 ও ক্ষমতার বিস্তার, সমাজে বিজ্ঞান
 করী বিদ্যাশিক্ষা, জাতীয়তা ও
 নিয়ম সংস্থাপন, স্বয়মুজ্জ্বল পরিপূর্ণ
 হয়। এক কথায় বলিতে হইলে পার্থিব উন্নতির
 প্রায় কোন অভাবই থাকে না, কিন্তু
 যিক উন্নতির সম্পূর্ণ অভাব থাকে। উপরোক্ত
 কারণে এই জাতির মধ্যে প্রায় সকলেই
 শ্রমশীল, উদ্যমী ও ক্রেশমসিক হয় এবং
 সকলেরই পরিশ্রম, যন্ত্র ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়।
 সমাজমধ্যে ধন ও অর্থকরী প্রায় তুল্য
 ভাবে অর্জিত ও বিস্তৃত হয়। তদ্ব্যতীত সকলেই
 তুল্য স্বার্থবিশিষ্ট হওয়ায়, উহারদ্বারা ক্রমেই
 জাতীয়তা বদ্ধমূল হয় ও এই জাতীয়তা হইতে
 একতাস্থ্রে সমাজগঠিত ও সমাজে আত্মপ্রকাশ
 লোক তেজস্বী ও স্বকৌশলী হয়। পার্থিবতা
 বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে এইরূপ
 সমাজে অজ্ঞানতা ও দরিদ্রতা একেবারেই
 ফলতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত
 দরিদ্রতা ভীষণ আকারে উপস্থিত
 সমাজে যাহারা অজ্ঞান ও দরিদ্র হইয়া
 অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহার কারণ
 যে, জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত
 শ্রমের প্রয়োজন অভাব হয়, তাহা
 প্রকার কলযন্ত্রাদিনির্মিত ও
 নির্বাহিত হওয়ায় শ্রমজীবী
 হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত
 প্রকৃতি পূর্ববর্ণিতমত মানব
 অল্পকূল নহে। সমাজের
 সহিত এই অল্পকূলতার বিশেষ

আদিম শুঁহাবাসী মানবগণ শীতের
কঠোরতা হেতু প্রকৃতি হইতে সভ্যতার প্রথম
বর্ণমালা শিক্ষা গ্রাপ্ত হইতে পারেন নাই; এই
অন্তাই শীতপ্রধানদেশে আদিম মানবগণ বহু
পশুপক্ষ্যাদি ভক্ষণদ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়া
নিতান্ত পশুবৎ কালযাপন করিতে বাধ্য হইয়া-
ছিল; কিন্তু স্থানান্তরের প্রকৃতি হইতে সভ্যতাব
বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া আর্ধ্যকুলের অন্ততম
শাখা বাহারা ঐ প্রদেশে নবাগত হইয়াছিল,
তাহাদিগের মানবোচিত অভাব ও আবশ্যক-
তার বোধ, ধনাজ্ঞান-স্পৃহা, উদ্যম ও অধ্যব-
নায় প্রভৃতি মনোবৃত্তি কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হওয়ায়,
তাহারাই পাশ্চাত্যদেশের প্রথম সভ্যতা বিস্তার
করিয়াছিল। উহারাই প্রাচীন গ্রীস ও রোম-
রাজ্য সংস্থাপিত। সেই সভ্যতার ধ্বংসাব-
শেষ হইতে তাহাদের বংশধরগণ ও তৎসংশ্লষ্ট
অন্ততর প্রাচীন আর্ধ্যকুলের ভিন্ন ভিন্ন শাখা
প্রশাখা এখন পাখিব উন্নতিসম্বন্ধে জগতের
অধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। স্থূল কথা,
অভাববৃত্তি আবশ্যকতাই উন্নতির জননীস্বরূপ।
৩৬। উপরোক্ত এক হইতে চতুর্দশস্থান-
নির্ধারিত প্রাকৃতিক অবস্থা অতি প্রাচীন অসভ্য
যুগে আদিম মানবের পক্ষে অমুকূল ছিল না।
আদিমকালে যে প্রকৃতির কঠোর সংঘর্ষে
মানবের জ্ঞানশক্তির প্রথম বিকাশ হইয়াছিল,
সেই প্রকৃতিই মানবের প্রথম শিক্ষার গুরু।
যে প্রদেশে ভূমি ও বায়ুর গুরুতা, বৃষ্টির অভাব
ও নদী প্রভৃতির বিরলতা প্রভৃতি, প্রকৃতির
কঠোরতানির্বন্ধে উদ্ভিদ ও ক্ষেত্রের অবস্থা
মানবের নিত্যপ্রতিকূল হয়। কিন্তু নাতি-
উষ্ণ ও অল্পবায়ু ও প্রকৃতির অগ্নাত্ত অবস্থা
মানবের শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি ক্ষুব্ধের
প্রতিকূল না হইলে, সেই প্রদেশবাসীর জাতীয়
উন্নতি সম্ভব হইলেও জীবিকা-

নির্বাহার্থে উহার ক্লেশসংকুল, উদ্যম ও শ্রমশীল
হয়। যাহা হউক, ক্ষেত্রের কঠোরতানিবন্ধে
উদ্ভিদ ও অগ্নি আহাৰ্য্যভাবে' অনন্ত উপায়
হইলে, অথচ বায়ুপ্রকৃতি মানবের শরীর ও
মনের ক্ষুধিত প্রতিকূল না হইলে, জীবিকা-
নির্বাহের আবশ্যকতা হেতু সম্ভাব্যতঃ মানবের
মনে দ্রুত চিন্তা ও নানা উপায় কল্পিত হয়।
এবং চিন্তার সাহায্যে তাহা কাব্যে পরিণত
হইয়া চেষ্টা হয়, কিন্তু ক্ষেত্রের কঠোরতা এবং প্রকৃ-
তির অগ্নাত্ত প্রতিকূলতা হেতু তাহা সম্যকরূপে
কার্য্যে পরিণত হইতে না পাবায়, যতই তাহাদের
অকৃতকার্য্য হয়, ততই তাহাদের আদ্যকল্প
বদ্ধ ও চেষ্টা হইতে থাকে। ঐ অবস্থায় চিন্তা
নিবন্ধন যখন মানসিক তেজ ও বুদ্ধির জ্যোতি
বিদ্যাতের ছায় চকিতবৎ স্ফুৰিত ও বিবশি
হইতে থাকে, তখন মানব ঐ বিদ্যাতানোবে
দিগ্ধদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দেশদেশান্তরে প্রব-
বিত হয়, কিছুতেই তাহাদের দুর্দ্দমনীয় গণি-
নিবৃত্তি করিতে পারে না, ঐ গতিব অসম্ভব
মানব যদি অগ্নদেশে প্রকৃতির অমুকূলতা প্রাপ্ত
হয়, তবে নবাগত দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা
দেশকালভেদে যথাক্রমে আধ্যাত্মিক বা বৈদগ্ধ
উন্নতির শিথরতম প্রদেশে আরোহণ করিয়া
সমর্থ হয়। একপক্ষে প্রকৃতির কঠোরতা পক্ষ-
ান্তরে স্বাস্থ্যের অমুকূলতাই মানবের প্রথম শিক্ষা
গুরু। যে স্থানের প্রকৃতি মানবের উদ্যম বিক-
শের প্রতিকূল না হয়, অথচ প্রকৃতির কঠোরতা
হেতু জীবন সংগ্রামের ভুক্ত হওয়ায়, সে
হইতেই মানবের প্রথম চক্ষু প্রকৃতি
শরীরের উষ্ণতা (Animal heat) অত্যধিক
না হইলে, দেহের জৈবনিকপদার্থ (Tissue)
ক্ষয় অতি অল্প হয়। আবার ঐ উষ্ণতার অধিক
না হইলে, বল ও তৈজসশক্তির অভাব হয় না
ঐ বল, বীৰ্য্য ও তেজ হইতেই উদ্যমের বিকাশ

হওয়াই স্বাভাবিক । প্রথমতঃ ছই শ্রেণী যথা জ্ঞানার্জনকারী ও ধনার্জনকারী, কিন্তু ভারতে প্রথমোক্ত জ্ঞানার্জনকারীগণও ছই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল । ইহারা জ্ঞানার্জনদ্বারা নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার, সমাজস্থাপন, নীতি, ব্যবস্থা ও ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন এবং তদ্বারা সমাজের অর্থসমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন কবিয়াছিলেন, তাঁহারা ই প্রথমশ্রেণীস্থ 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইয়া ছিলেন । ইহারা ঐ নব আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও ব্যবস্থা অনুমোদিতকার্য্য পরিচালনদ্বারা সমাজ-রক্ষা, শাস্তিসংস্থাপন, যুদ্ধ, শাসন ও পালন করিতেন, তাঁহারা ই দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ 'ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । ধনার্জনকারীগণও ত্রৈক্য ছই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন । ইহারা ভূমি হইতে সাফল্যভাবে কৃষিকার্য্যে দ্বারা ধনার্জন, অর্জিতধন বাণিজ্যাদি দ্বারা পবিত্রকন, পশুদীপণান, কুম্ভীদ ব্যবহার এবং ধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরিণত কবিয়াছিল, তাহারা ই সমাজের তৃতীয় শ্রেণীস্থ 'বৈশ্য' নামে অভিহিত হইয়াছিল । ইহারা ই প্রকৃতপক্ষে ধনার্জক । চতুর্থশ্রেণী কেবল সমাজের আচ্ছাদন দাস বা মুজুব মাত্র ছিল । ইহারাও ধনার্জনের সহায়তা করিত, ইহারা ই প্রাচীন ভারতের 'শূদ্র' ।

৪ । যে দেশে অল্পশ্রমে অধিক ধন অর্জিত হয়, সেই দেশে অধিবাসীর সংখ্যা ছই কারণে বৃদ্ধি হয় ; ভিন্নদেশ হইতে আমদানি দ্বারা এবং স্বদেশে বংশবৃদ্ধিদ্বারা জনসংখ্যা পরিবর্জিত হয় । ব্যবসীভূত হইয়া সমতার মূল ; অতরাং ধনার্জনকারী অপেক্ষা জ্ঞানার্জনকারীর হস্তে সমাজের কর্তৃত্ব হইত হয় এবং সমাজে ধনবিভাগের ক্ষমতাও তাঁহাদের হস্তে থাকে ।

৬ । প্রকৃত জ্ঞানার্জনদ্বারা তত্ত্ব আবিষ্কার অতি কঠিন ব্যাপার ; এইজন্য সমাজের প্রথমাবস্থায় ভারতে জ্ঞানার্জনকারীর সংখ্যা

ধনার্জনকারীর সংখ্যা

ছিল । মাহুকের পক্ষে ত্রৈক্য সমাজরক্ষা অতীব শ্রমদ্বারা ধনার্জন সহ্য ভাবে ধনবৃদ্ধি হইয়া পেক্ষা উচ্চশ্রেণীর উপকার হইয়া সমাজে ধন উচ্চপদাঙ্ক হইয়া অপেক্ষা ভোগকারীর সমাজ দরিদ্রতায় পতিত । ৭ । ইহাদের হস্তে প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে একচাট্টয়া হইয়া উচ্চ জ্ঞানবিস্তার অতি অল্প অধিকাংশ লোক প্রাপ্য হয় ।

৮ । সমাজে ধন ব্যবস্থা প্রথমশ্রেণীর ঐ বিভাগ প্রথমশ্রেণী হয়, কিন্তু ইহারা সমাজে নিয়োজিত হন, তাঁহাদের নিয়তি না হইলে সমাজে হওয়া কঠিন ; যে সমাজে পরস্পর বিরোধী, প্রথম ও ধন-ব্যবহারের প্রথম শ্রেণী আধিপত্যের প্রয়োজন দ্বিতীয় ঐ ধনের আধিপত্য হস্তে গুস্ত হয় ; ইহা ব্যবস্থার অধীন ধন উত্তরের কর্তৃত্ব হয় ।

৯ । সমাজ-বিশেষের একচাট্টয়া অধীনে দ্বিতীয়শ্রেণী

ହିନ୍ଦୁ-ପତ୍ରିକା ।

[illegible]

১২। যে দেশে মানবের ক্ষমতাপ্রাপ্তি জড়-প্রকৃতির শক্তি অধিক, যে দেশে প্রাকৃতিক চৌদ্দৈব নিবারণ করা সাধারণতঃ মানবের সাধ্যা-
তীত, তব, অগতঃ তত্ত্বজ্ঞানীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের
নিকট প্রকৃতির মস্তক অবনত থাকে, সেই
দেশের সাধারণ জনগণ কেবল আধ্যাত্মিক
তত্ত্বজ্ঞানীর উপর প্রাকৃতির চৌদ্দৈব নিবারণের
কোন দিবা নিশ্চয় ও নির্ভর্য থাকে এবং
পূর্বোক্তমত প্রাকৃতিক কিম্বা মকল সাধারণ
মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত হওয়ান, তাহা-
দের নিকট এই প্রাকৃতিক কার্যে দেবত্ব আধা-
পিত ও উপা-ইনজালের স্যাম হস্তভূত হয়;
সুতরাং মানব ক্রমশঃ কখনাপ উচ্চশ্রেণীে আধা-
হণ করে।

১৩। ভাবতে আধ্যাত্মিকত্ববিকাশকরণ।
অনুভূতগত প্রবেশ করিয়া চিং ও জড়শক্তিব
সাম্যবসন মানব নিম্নে, অধ্যাত্মিক, অধিদৈবিক
ও আবির্ভৌতিক তত্ত্ববিকাশের দ্বারা জগৎকে
মননতত্ত্বগাথ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তাহা
হইতে স্থিতি করিয়াছি যে, সাধারণ জনগণের
বিশ্ব চিন্তাশক্তি বা পৃথিবী হইতে কাহারো
বিশেষণ শরীর বস্তু। এই জন্ত তাহাদের
বিশেষ ও শক্তি প্রবেশদানের নিমিত্ত এক একটী
তৈজসমত্ত ও শক্তিকে এক একটী দেবদেবী-
সংগে * বর্ণনা করিয়া উপাসনার অর্থাৎ শাক্ত-
সাধনের সহজ পদ্ধতিবিকাশ করিয়া দিয়াছিলাম,
বিশ্ব সাধারণতঃ মানবগণ অজ্ঞানান্ধকারে
আচ্ছন্ন হওয়ায় তত্ত্ববিকাশকরণের বংশধরগণও
ক্রমেই প্রবঞ্চক হইয়া উঠে; এই প্রবঞ্চনার
ফলে অজ্ঞান। অতএব কালে আধ্যাত্মিকশক্তি
নষ্ট ও তাহা অসমুদ্রিকত্ব গরিবত হয়।

* প্রকৃতপক্ষে উন্নীত দেবত্ব নিরাকার নহে; যেহেতু তৈজসমস্ত্রের বর্ণ ও কণ আছে, তাহা হানাত্বের প্রদর্শিত হইবে।

† স্বাধীনতা সংগঠিত প্রকাশ কৃত সংগঠিত প্রকাশ কৃত

zone) মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু সামান্য উষ্ণ-
উত্তরপাশ্চ উত্তর-প্রান্তিকীভাবকমণ্ডল (Northern temperate zone) সীমান্তবর্তীও বটে। এ
এব উত্তর ভারত নাতিউষ্ণ ও নাতিশীতল
দক্ষিণে মহাসমুদ্র, উত্তরে গণগবেশদী তিমি
পশ্চত, পূর্বদিকটিতে হুর্গেদখানস্বরূপ উপ
তত্ত্বীয়ে হুর্গ ও প্রাচীরবৎ ঘাটীর
প্রকাণ্ড প্রাচীরবৎ বিস্তারিত প
ভারত দ্বিখণ্ডে বিভক্ত। ভারত
মণ্ডলো নদ্যবর্তী বিদ্যায় (সুপার
ভারতে কক্ষিণ ও অক্ষসম্মুখের
ভারতের প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণজ
অনুক্রম। উত্তরে হিমালয় ও
দক্ষিণাংশের উপর অবস্থিত
শিশিরদ্বারা বহুতর পাক্ষতীয়
উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রভেদ
উপর দ্রব্যাবলি বহুতর নদী
পশ্চাৎ মালয় জায়া সুশোভিত
পূর্বোক্ত সমুদ্র, পশ্চত ও
শীতোষ্ণতাতে ভাব
মীনামের শোভা
বিহাবিতী নদ্যাকিনী
পতিত হয়। উপোক্ত
ভূমি ও বায়ু
ভূখণ্ড অবস্থিত
সুশোভিত। এক
ভারতবর্ষ পৃথিবীর
লতা, ফলপুষ্প, প

ব্রহ্মবীজ নিকুঞ্জ বা উদ্যানপ্রসঙ্গ। ক্রমঃ -
শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

290.5/HIN/R/4



32040

